আর্থিক উন্নতি

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
সম্পাদিত

৩য় বর্ষ—১৩২৫

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস
১০৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচিপত্র

বাংলার দম্পদ্

অ

অনুন্নত সমাজ সম্মেলন (১১)।

আ

আগাছা, জঙ্গল, ঘাসের সার (১৩)। আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার (৬৪১)। আর্থিক বাঙলার সমাজ-কথা (৬৪৭)। আশী লাখ টাকার পাটের কল (৮১)। আসানসোলে জল-সরবরাহের নূতন স্কীম (২৫০)।

ই

ইউনিয়ান বোর্ড (৪৮৬)। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ডিভিডেণ্ড (১০)।

উ

উন্মাদ রোগীর সংখ্যা (২৫৫)।

ক

কচুরী পানা (২৪৬)। কন্‌ষ্টেব্‌ল ও সার্জ্জেণ্টদের বাহিয়ানা (৪০২)। কলিকাতা কর্পোরেশনে নয়া পুরাণা (৪৮৫)। কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ের পথ (৮১)। কলিকাতা লোন্ অফিস লিঃ (২৪৪)। কলিকাতা বন্দর (৪৬৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা (২৫০)। কলিকাতায় আবার মেথর ধর্ম্মঘট (২৫৫)। কলিকাতায় কাপড়ের ব্যবসা (৭২৮)। কলিকাতায় পল্লীগ্রাম (২৪৫)। কলিকাতায় আমদানি রপ্তানি (১২)। কলিকাতার মৃৎ-শিল্প (১৬৮)। কলিকাতা হাইকোর্টের আয়=ব্যয়ের ৩।৪ গুণ (৪০৪)। কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনী (৫৬১)। কৃষি-শিক্ষার্থী ছাত্রের অভাব (৯)। কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ (২৪৪)। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের জমীদারি (২৫১)।

খ

খটক আমলে ওয়ার্কস্ (৭২৫)।

চ

চটকলে কার্য্যকাল (২৪২)। চটকলের আর্থিক কথা (২৪২)। চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি (৪৮৪)। চট্টগ্রামে বাণিজ্য-বৃদ্ধি (১৩)। চট্টগ্রামে বিজলী (৪৮১)। চা-কুলী সংগ্রহ (৪০২)। চা রপ্তানি (১২)।

ছ

ছাত্রদের ভ্রমণ (৬)।

জ

জন-সংখ্যায় বাঙালী (২৫৪)। জলপাইগুড়ি চা-বাগানের লভ্যাংশের হার—১৯২৭ (৮০২)। জলপাইগুড়ি পোষ্টাল্ ডিভিশান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি লিমিটেড্ (৪০৫)। জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন (৪০৪)। জাহাজীদের কথা (২৫৭)। জিলাবোর্ডসমূহের কার্য্য (১৭৮)।

ট

টাকা খাটাইবার উৎকৃষ্ট পন্থা (৯)। টিউবওয়েল স্থাপন (৩৩২)। ট্রাম কোম্পানীর চেয়ারম্যানের বক্তৃতা (২৪৭)।

ড

ডালহৌসী স্কোয়ারে সভা—সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প (১৬৬)।

ঢ

ঢাকা রাষ্ট্রিত কনফারেন্স (৫৬৪)। ঢাকেশ্বরী কটন মিল (১৭১)।

ত

তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায় (৬৭৮)। ত্রিপুরায় বসন্ত (৮)।

দ

দি অল ইণ্ডিয়া টী অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড্ (৬৪২)। দি ইষ্ট বেঙ্গল জুটমিলস্ লিমিটেড (৭২১)। দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী

লিমিটেড্ (৩৮১)। দি টিপারা টিম্বার কোম্পানী (৬৪৩)। দিনাজপুরে গোল আলুর আবাদ (১৭৯)। দিনাজপুরে শস্তর (৪০৬)। দি ফরওয়ার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্ (১৮৭)। দি মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (১৮১)। দি বেঙ্গল ডেয়ারী অ্যাণ্ড ক্যাট্‌ল্ ব্রিডিং লিমিটেড্ (৬৪৩)। দুর্ভিক্ষে চাকার ঠাই (২৫৬)। দেশীয় পাটকলওয়ালাগণের সঙ্কট (৫৬৫)।

ন

নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ঘাট (২৫৩)। নারীগণের জীবিকা-র্জ্জনের নূতন উপায় (২৪১)।

প

পঞ্চ-বার্ষিক শিক্ষা-বিবরণী (৪৮৬)। পল্লীর ভাজন ও তাহার প্রতীকার (৮৮৪)। পল্লীগ্রামের জল-সরবরাহ (৪০৩)। পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (৬৪৪)। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে কৃষির অবনতি (৮৫)। পশ্চিম বাংলায় নদীসংস্কার (৮০৬)। পাটকলে মজুর-লড়াই (৫৬২)। পাট কলের লাভ (৭২৩)। পাটের আবদানি (১৭৪)। পাটের কলের শতকরা বার্ষিক লভ্যাংশ বিতরণ (৭২২)। পাটের বাজারে ফড়িয়া (৬৪৩)। পাবনায় জোতদার ও রায়ত (২৫৩)। পাবনায় হিন্দুপল্লী উজাড় (১৭৪)। পাবনায় দুর্ভিক্ষের সূচনা (১১)। পাবনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (২৪৩)। "পোর্ট ট্রাষ্ট" ও আর্থিক বাংলা (১)। পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা দান (৫৬৭)। পূর্ব্ববঙ্গের জমির উর্ব্বরতা (৮৫)। পোর্ট-ট্রাষ্টের আয়-ব্যয় (২)। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে কলিকাতা কর্পোরেশান (৪০২)। প্রেমচাঁদ জুটমিল লিমিটেড্ (১৬১)।

ফ

ফরিদপুরের গবর্ণমেণ্ট কার্ম্ম (৬)।

ব

বগুড়ার বাজার (৮)। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ (৮০৩)। বঙ্গীয় গো-রক্ষা আইন (৩২৮)। বঙ্গে মাদক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস (৮০৪)। বঙ্গে মৃত্যুহার বৃদ্ধি (৮০৪)। বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌এর প্রসপেকটাস্ (৭২৫)। বস্ত্র ও রপ্তানি (২৪৯)। বরিশালে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন (৫৬৭)। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ব্যবসা-ক্ষেত্র (৩৩২)। বাঙ্গালার খাদি-প্রীতি (৮৯)। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য (২৪১)। বাঙ্গালীর চা কোম্পানী (১৭২)। বাঙ্গালীর জাহাজ কোম্পানী (৪০১)। বাঙ্গালীর মরা বাঁচা (৮৯)। বাল্যবিবাহ (২৫৫)। বাংলায় অনাবাদি জমি (৮৫)। বাংলায় অয়েল ষ্টক কোম্পানী (১৮০)। বাংলায় ১৭,১৯০ মাইল রাস্তা (৪০৬)। বাংলায় তুঁতের আবাদ (৮৮৬)। বাঙলায় ভারতীয় কোম্পানী (১৭৫)। বাংলার আয়-কর (৮০৫)। বাংলার চিনি (৮৭)। বাংলার জমিদার (২৫৪)। বাংলার জিলা বোর্ড (৩২৪)। বাংলার দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্য (১৭৭)। বাংলার ধান (৭)। বাংলার পল্লীগ্রামসমূহের লোকসংখ্যা (৪০৫)। বাংলার পাট (৮০৮)। বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি (২৪৮)। বাংলার সমবায় (২৪৩)। বাংলার স্বাস্থ্য (৮০৪)। বাংলার হাটবাজার (৮৮১)। বাহুস্ফোটে যুবক বাংলা (১০)। বাস্তু লোকসান (২৪৮)। বিদেশে পাট রপ্তানি (১৭৪)। বোলপুরে দুর্ভিক্ষ (৭)। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙ্গালী (১৬৯)।

ভ

ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ে দণ্ড (১৬৮)। ভেজাল ঘৃত (৪)। ভেজাল তৈল (৫)। ভেজাল দুগ্ধ (৪)। ভেজাল ময়দা (৫)।

ম

মজুরবৃদ্ধের দাবী (১৬৫)। মজুরের ধর্ম্মঘট (২)। মাছের ব্যবসা (৮৪৬)। মূক বধিরের সংখ্যা (২৫৫)। মালদহ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর পাঁচ বৎসর (৩২১, ৩২৪)। মালদহ সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড (৮৮২)। মেঘনায় নূতন পুল (৮০২)। মেয়েদের শিল্পকর্ম্ম (২৪৪)। মেরিণ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান (১)।

য

যশোহরে কৃষক-জাগরণ (২৫৮)। যশোহরের চাষুয়ো (৮)।

র

রাজমহল আর্থেন আর্থার কোং লিঃ (৮৩)।

ল

লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্ (৮০১)।
লর্ডঘট (৮৫, ১৮৫)।

শ

শিশু সাহায্য (৫৬৩)। শিশু বিবাহ তালিকা (২৫৫)। শিশুমৃত্যুর কথা (২৫২)। শ্রমিক ছাড়ান (২৫৬)। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল (৮৮)।

স

সীল কনট্রাকশান কোম্পানী লিমিটেড্ (৮০৫)।

স

সরকারী কৃষিক্ষেত্র (৮০৪)। সরকারী বনবিভাগ ও গোচারণ (৪৮৪)। সরকারী শিল্প-বিভাগ (৫৬২)। সাঁতরা-গাছির ওল (৮৮৫)। সিগারেটের চাহিদাবৃদ্ধি (৭)। সিরাজগঞ্জের উপর যমুনা নদীর আক্রমণ (২৪৯)। সেয়ার মার্কেট—কলিকাতা (৩২৬)।

হ

হাওড়া পুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী (৪০)। হুগলী মিটনিসিপ্যালিটি (৩)।

আর্থিক ভারত

আ

আসামে কুলী চালান (৫৭১)। আসামে চায়ের অবস্থা (৪৯৫)। আহাম্মদাবাদে ধর্মঘটের আশঙ্কা (৫৭৩)।

ই

ইক্ষু গুড় (৮১২)। ইণ্ডিয়ান জেনারেল্ স্টাভিগেশান্ অ্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী—১৯২৭ (৩৩৯)। ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক (৪৯৩)। ইয়োরোপে চাউল উৎপাদন (৪৯১)। ইয়োরোপে ভারতীয় চাউলের কাটতি (৪৯১)। ইয়োরোপে ভারতীয় মাল (৮১৫)। ইংলণ্ডে ভারতীয় কাঠ আমদানি (৮১৮)। ইংলণ্ডের পাট, তুলা, পশম, রেশম যোগানে ভারতের ঠাঁই (৮১৯)।

উ

উৎপন্ন চায়ের কমতি (৫৯৪)। উত্তর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কারবার (৮৫০)।

এ

এপ্রিল মাসে ভারতে কাপড়ের আমদানি (১৭২)। এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাশিওরেন্স (৯৩)।

ক

কফি, চা ও তামাক (৮১৮)। কফির চাষ (৪১৫)। কয়লার খাদে কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা (৬৫৭)। কয়লার খনির মজুর (৮৮৭)। কাশীপুরে ধর্মঘট—শ্রমিক কর্মচারীতে দ্বন্দ্ব (১৩)। কাশ্মীরের রেশমশিল্প (৫৭৩)। কাঁচা চামড়া (৮১৭)। কৃষি ও ইরিগেশান (২৮০ কোন্ কোন্ দেশ ভারতের তুলা ক্রয় করে (৮১৫)। কোন্ কোন্ দেশ ভারতের সুতা যোগায় (২৬৮)। ক্রয়-ক্ষমতায় ভারত ও পশ্চিম এশিয়া (৮১৩)।

খ

খনির খাদে স্ত্রী-মজুর নিয়োগ নিষেধ—পার্লামেণ্টে প্রশ্ন (২৮৪)। খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় (৩৪১)।

গ

গম (৮১৯)। গম আমদানি ও রপ্তানি (২৭০)। গবর্ণমেণ্ট অধিকৃত রেলওয়ের আয় (৩৫৭)। গুড়-প্রস্তুতে অপচয় (৯০০)। গোরাপের চামড়ার ব্যবসা (৩৩৪)।

ঘ

"ঘী" "মাখনে" ভেজাল (৯২)।

চ

চাউল (৮১৬)। চাউল আমদানি ও রপ্তানি (১৮৬) চামড়া রপ্তানি (২৬৮)। চায়ের চাষ ও ব্যবসা (৪১৪)। চীনামাটির বাসন আমদানি (৪৮৭)।

ছ

ছাগ চামড়া (৮১৯)। ছাগলের চামড়া (২৬৯)।

জ

জগতের দীর্ঘতম খাল ভারতে (৭৩৩)। জাপানের প্রতিশোধ (৪৯২)। জামসেদপুর সীট মিলের শ্রমিকগণ বরখাস্ত (৯৭)। জার্মাণ শাস্ত্র ও কার্পেট (৬৫৮)। জীবনবীমা (২৬৪)।

ট

টাটা কোম্পানীর ইস্তাহার (১৮৫)। টাটা লৌহ ও

ইস্পাত কোম্পানী (৪৯৩)। টাটার মজুরদের মধ্যে কারখানার মুনাফার অংশ বিতরণ (২৬২)। ট্যান করা চামড়া (২৬৯)। ট্যানকরা চামড়ার বাজার-দর (২৭০)। ট্যানকরা গো-চামড়া (২৬৯, ৮২০)। ট্যান করা ছাগ-চামড়া (২৬৯, ৮২০)। ট্যান করা মেষ চামড়া (৮২০)।

ত

তামাক পাতা রপ্তানি (৯৭)। তাঁতের পশমী কাপড় (৬৫৯)। তিন মাসের আমদানি রপ্তানি (২৭০)। তুলা এবং নকল রেশমজাত কাপড় (৫৭৪)। তুলার বীজের অপব্যবহার (১৭)। তৈলবীজ হইতে তৈল বাহির করিবার উপায় (১৭)। তৈলবীজের রপ্তানি (১৬, ৮১৬)। তৈল দূর করিবার প্রণালী (১৮)। তৈল পরিষ্কার করিবার প্রণালী (১৮)। ত্রিবাঙ্কুরের বৈদেশিক বাণিজ্য (৩৩৮)।

দ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্য (৮১৫)। দি ইণ্ডিয়ান্ ষ্টাণ্ডার্ড ওয়েসান কোম্পানী লিমিটেড্—১৯২৭-২৮, (৩০৯)। দেশী কোম্পানীগুলির আয় (৪১২)। দেশী কোম্পানীর বার্ষিক বীমার পরিমাণ (৪১৬)। দেশীয় রাজ্যে চা (৫৭৩)। দেশের কাঁচা মাল দিয়া বিদেশের প্রস্তুত মালের আমদানি (৫৬৯)।

ন

নাসিকে গবর্মেণ্টের ছাপা বিভাগ (২৬২)। নীল ও রেশম চাষ (৪১৪)।

প

পশম ও নকল রেশম আমদানি (৫৭৩)। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় ভূমি-রাজস্ব বিল (৯৩)। পাটনাই মেষ উৎকৃষ্ট (৬৫৮)। পাটের দাম পড়িয়া গিয়াছে (৮১৬)। পাটের চাষ (২৬৪)। পূর্ব আফ্রিকায় ভারতের সুযোগ (৮১৪)। পেট্রল ব্যবসা হইতে কাহার কিরূপ লাভ হয় (২৬৩)। পোষ্ট আফিসের হিসাব (২৬৮)। প্রধান প্রধান কয়লা-খনিসমূহের উৎপাদন-হার (৫৬৮)।

ফ

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলী (১৮৫)।

ব

বস্ত্রপশু ও সর্প রপ্তানি (১৮২)। বাংলা ও আসামের ম্যাঙ্গানিজ (৪৯২)। বারদৌলী সত্যাগ্রহ (৯৫)। বার্মার চাউল-সমস্যা (৪৯১)। বার্মার বৈদেশিক বাণিজ্য (৩৪০)। বিদেশী সিগারেটের ছুরমনি (৯৬)। বিদেশী সুতা ও কাপড় কত আমদানি হয় (২৬৭)। বিদেশে চাউল রপ্তানি (১৮৬)। বিলাতে ও মিশরে ভারতীয় চাউল আমদানি (৪৯২)। বিলাতী পশমী কাপড় (৬৫৮)। বিলাতের কাঁচা চামড়া (৮১৯)। বিহার পটারিজ লিমিটেড্ (৪৮৯)। বিহারে চাষীর চাষ (৯৭)। বীমাকারীদের কোম্পানী (৪১২)। বীমার আয় (১৯)। বৃটিশ বেলুচিস্থানের খনিজ পদার্থ (৪১০)। বোম্বাই ধর্মঘটীদের দাবী (১৮২)। বোম্বাই মিল স্বত্বাধিকারী সমিতির ইস্তাহার (৯০)। বোম্বাইয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী (৯৪)। ব্যাঙ্ক ভারত (৯০)।

ভ

ভারত কত সুতা রপ্তানি করে (২৬৮)। ভারত কি কি জিনিষ বিদেশে পাঠায় (৮১৫)। ভারতবর্ষের তৈলবীজ ও আধুনিক তৈলনিষ্কাসন প্রণালী (১৫)। ভারতীয় কয়লার খনি (৬৫৪)। ভারতীয় চাউল রপ্তানিতে ৬ কোটি টাকা ক্ষতি (৪৯২)। ভারতীয় মজুরের অন্ন কলের টাকা (৯৩)। ভারতীয় রেলের অতীত ও ভবিষ্যৎ (২১)। ভারতীয় রেলপথের অর্ডারসমূহ (২৭২)। ভারতীয় শিল্প-মিশন (৮১৩)। ভারতীয় সঙ্ঘের রূপান্তর (৭২৯)। ভারতে আকের চাষ (৪১০, ৬৫৯)। ভারতে কত সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হয় (২৬৭)। ভারতে কফি উৎপাদন (১৮৪)। ভারতে কয়লা উৎপাদন (৫৬৮)। ভারতে কয়লার ব্যবহার (৬৫৪)। ভারতে কাপড়ের কাটতি (৮২০)। ভারতে ৩ মাসে কতগুলি শ্রমিক বিবাদ হইয়াছে (২৬৫)। ভারতে কি কি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে (২৫৯)। ভারতে কৃষির জন্য খরচ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খরচের $\frac{1}{20}$ ভাগ (২৩৩)। ভারতে চীনামাটির যোগান (৪৮৭)। ভারতে জীবন-বীমার প্রসার (১৯)। ভারতে মার্কিণ মালের চাহিদা-বৃদ্ধি (৪৭০)। ভারতে পশমী মিল (৬৫৮)। ভারতে বিলাতী কাপড়

(৮২১)। ভারতে বীমা কোম্পানী (৪১১)। ভারতে মেষ (৬৫৮)। ভারতে মোট বীমা কাজের বহর (১৯)। ভারতে লোহা, ইস্পাত এবং কল-কব্জার আমদানির পরিমাণ (৩৩৪) ভারতে সিমেন্ট আমদানি (৯০১)। ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে বিলাতের স্থান (৪০৮)। ভারতের কার্পেট ও কম্বল-শিল্প (৬৫৮)। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের অপচয় (৯০০)। ভারতের খনিজ সম্পদ্ (৪৮৯, ৮১১)। ভারতের ভাক বিভাগ (৯২)। ভারতের চিনি শিল্প (১৫)। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য (৮১৭, ৪০৮)। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিদেশী জাহাজের টনেজ (৭০২)। ভারতের বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের স্থান (৫৬৯)। ভারতে ১৯২৮-২৯ সনের আউশ ও আমন ধানের আনুমানিক হিসাব (৬৫১)। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জন্মমৃত্যু-হার (৪২১)। ভারতের সহিত মার্কিণের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা (৫৭০)। ভারতের সাধারণ স্বাস্থ্য (৬৫০)। ভারতে রুশিয়ার কাপড় (৫৭১)। ভারতে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার (৩৪২)। ভারতের সামরিক ব্যয় (২৬৩)। ভারতে সুপারীর চাষ (৬৫৯)। ভারতে সেতুনির্ম্মাণ (২৬৩)। ভারতোপকূল নৌ-বাণিজ্য বিল (১৮৩)। ভেড়ার চামড়া (২৭০)।

ম

মদ্যপান নিবারণের বাধা—গবর্মেণ্টের আয় হ্রাস (২৭২)। মহিষ চামড়া রপ্তানি (২৬৯)। মহীশূর দেওয়ানের আদর্শ পল্লী (১৮৩)। মহীশূর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা (১৮২)। মহীশূরে জঙ্গলের উন্নতি (২৬০)। মাদ্রাজ বন্দরে বাণিজ্যের প্রসার (৪০৮)। মাদ্রাজী তাঁতীদের অবস্থা (৪১০)। মাদ্রাজে চন্দন কাঠের ব্যবসা (২৬০)। মাদ্রাজে শামুকের ব্যবসা (২৬১)। মাদ্রাজে নকল চা (৫৭২)। মাদ্রাজে তামাক-ব্যবসায় (২৭)। মার্কিণের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য (৫৬৯)। মিহিজামে চীনা-বাসনের কারখানা (৪৮৮)। মূলধনীদের কোম্পানী (৪১২) মেহগিনি ছাড়া অন্যান্য করাতে কাটা কাঠ (৮১৯)।

য

যুক্তপ্রদেশে নূতন আকের ব্যবসা (২৬১)। যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিশিষ্ট জিনিষগুলি ভারতে পাঠায় (৫৭০)। যৌথ কারবারের উন্নতি (৯৩)।

র

রবারের চাষ (৪১০)। রেলওয়ের কাজে কয়লা খরচ (৬৫৫)। রেল ও কৃষি (২১)। রেলওয়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শনী (২৪৯)। রেলে মাল-চলাচলের হিসাব (৩৩৭)।..

ল

লয়েড বাঁধ (৫৬৮)।

শ

শস্য ফলনের ভবিষ্যদ্বাণী (৩৪৩)। শুকনা কিপস্ (৮১৯)। শ্রমিকদের বেতন-বৃদ্ধি (৮১২)। শ্রমিকদিগের দাবী (৯২)।

ষ

ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির আয় (৭০৩)।

স

সত্যসুন্দর দেবের কৃতিত্ব (৪৮৮)। সরকারী রেলওয়ের খরচ (৩৩৬)। সর্ষপ, তিসি (৮১৬)। সাবান ও রং শিল্পের মশলা (৮১৮)। সাড়ে বাইশ কোটি গজ কোরা বস্ত্র (৮১৪)। সিংহল বার্ম্মার প্রতি বিরূপ (৪৯২)। সিন্ধু প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য (৩৩৬)। স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজার (২৭০)।

দুনিয়ার ধনদৌলত

অ

অভ্র-উত্তোলনের নূতন যন্ত্র (৪৯৫)। অভ্রের ব্যবসায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী (৪৯৬)। অষ্ট্রীয়াকে রেল-লাইন আমদানি করিতে হইবে (৩৫৩)। অষ্ট্রীয়ার 'মাট' ও 'বোল্ট' ব্যবসা (৩৫৩)। অষ্ট্রেলিয়ায় বিদেশী পর্য্যটক (২৭৮)। অষ্ট্রেলিয়ায় বিবিধ পেনশান ও তাহার সংখ্যা (৫৭৮)। অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক সংবাদ (১০৩)। অষ্ট্রেলিয়ায় মাখন পনিরের জাহাজ ভাড়া (৫৭৮)। অষ্ট্রেলিয়ায় সংরক্ষণ শুল্কের ফল (১০২)।

আ

আটলান্টিকে নূতন ষ্টীমার কোম্পানী (১০৩)। আফগানিস্থানে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ (৬৬৮)। আফগানি স্থানে রুশিয়ান মেলা (২৮৩)। আমেরিকা ও রুশিয়ায় চায়ের

কাটতি (৬৬২)। আমেরিকা বনাম ইংলণ্ড (১৮৭)। আমেরিকায় চা আমদানি (৬৬৬)। আমেরিকায় বায়স্কোপের "ফিল্ম্" ব্যবসা (৫৭৯)। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ান (২৯)। আমেরিকার লেবার কেডারেশন (২৯)। আমেরিকার লেবার ব্যাঙ্ক (২৯)। আমেরিকার শিল্প-সম্পদ্ (২৮)। আর্জেন্টিনাতে কার্ডবোর্ডের আমদানি (৭০৬)। আর্জেন্টিনাতে ছাপিবার কালির আমদানি (৭০৬)।

ই

ইংরেজ কোথায় বাজার হারাইয়াছে (৩৫০)। ইংরেজ প্রতিযোগিতায় টিঁকিতেছে না (৬৭০)। ইংরেজের বস্ত্রশিল্পে সমবায় (৯০৯), ইংরেজের রপ্তানি বৃদ্ধি (৫৮৩)। ইংরেজের স্বাস্থ্যোন্নতি (৭০৮)। ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের কাটতি কোথায় কমিয়াছে (৬৭০)। ইতালিতে সাত লক্ষ শিল্পকারখানা (৮২৩)। ইতালির আর্থিক অবস্থা (১০০)। ইন্দোচীনে তুলার চাষ (৮২৩)। ইন্দোচীনে মৎস্য-শিল্প (৯০৯)। ইয়োরোপে যুবক পারস্য (১৯০)। ইস্পাত রপ্তানিতে ফরাসী (২৮০)।

এ

একর-প্রতি তুলা উৎপাদন (৭৩৯)। এডেনের ব্যবসা (২৮১)। এনামেলের উপর আমদানি শুল্ক (৬৬০)।

ক

কল খাটুনিতে বেশী কাজ (২৮৫)। কাচ ব্যবসায় বিদেশী প্রতিযোগিতা (২৮৪)। কানাডায় প্লাটিনাম (৫৭৭) কানাডায় ফরাসী রেশম ফ্যাক্টরী (৮২৫)। কানাডায় বিট চিনি উৎপাদন (৫৭৯)। কানাডায় হোসিয়ারি শিল্প (৭৪১)। কানাডার ইস্পাত জোট (১০২)। কানাডার গন শস্ত (৬৬৫) কানাডার রেলওয়েগুলির সজ্জলতা (৮২৫)। কানাডার বস্ত্র শিল্প (৭৪১)। কানাডার স্ত্রী-বৃদ্ধি (১০৩)। কার্টেল পুলের পথে নয়া দুনিয়া (৬৬৪)। কিউবার চিনি (৫৮২)। কৃত্রিম রেশম শিল্প (৩০, ১০১)। কেরোসিন তেলের লেবার বিক্রয় (৬৬০)। 'ক্যানবেরা' নির্মাণে খরচ (৭০৯)।

খ

খ্রীসের বন্দর উন্নতি (৮২৫)।

চ

চা-ব্যবসা (২৮৩)। চিনি উৎপাদন (৭০৯)। চিনির বাজার (৫৮০)। চিনির খাদার (১০৩)। চিলিতে কাপড়ের আমদানি (৭০৬)। চিলিতে মোটর কাটতি (৬৬৬)। চিলির আর্থিক উন্নতির জন্য ইংরেজের সাহায্য ভিক্ষা (১৯০)। চীন ইংরেজের বস্ত্র কেনে না (৩৫০)। চীনদেশে ধর্মঘট (২৭৪)। চীনদেশে বাইসাইকেলের ব্যবসা কাদের হাতে (১৮৯)। চীনদেশের ব্যবসাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাত (২১৫)। চীনা সিল্ক (৬৬৭)। চীনে নকল রেশমের চাহিদা (৩৪৭)। চীনের নতুন ঋণ (৬৭১)। চুরুট সেবন বাড়িতেছে (৭০৮)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় গৃহ-নির্মাণ (৮২৮)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় রেশম উৎপাদন (১০১)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় মোটর-বীমা (৩৪৯)। চেকোশ্লোভাকিয়ায় রেডিয়াম (৬৬৪)।

জ

জগতের বৃহত্তম ভাসমান ডেকের ৮০০০ মাইল সমুদ্র-যাত্রা (২৭৭)। জাতীয় ঋণ (১০৫)। জাপানী মজুর ওজনিতে ১৪ গাধা (২৩)। জাপানের আর্থিক উন্নতি (১০০)। জাপানের বস্ত্র-শিল্প (৬৭০)। জাপানের বহির্বাণিজ্য (৫৮৩)। জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য (৩৫৩)। জাপানে স্বদেশী আন্দোলন (৫৭৫)। জাভাই চিনি (৩৪৫)। জার্মাণির ঘরবাড়ী (৫৮৪)। জার্মাণ ছুরি কাঁচি শিল্প (১০৪)। জার্মাণ লৌহ-ইস্পাত-শিল্প (৪৯৯)। জার্মাণিতে গ্রামোফোন শিল্প (২৮২)। জার্মাণিতে নকল রেশম উৎপাদন (১০৫)। জার্মাণি ধার লইয়াছে ৫ কোটি ডলার (১৯০)। জার্মাণির তুলা ও লিনেন শিল্প (১০৩)। জার্মাণির নৌ-বহর (২৭)। জার্মাণির বহির্বাণিজ্য (৫৮৪)। জার্মাণির সাইকেল শিল্প (৬৬৫)। জাহাজী ব্যবসাতে আশার ক্ষীণালোক (৪৯৭)। জিব্রাল্টার সুরঙ্গ (২৮২)।

ড

ডেয়ারি-জাত মাল (৭৪২)। ডানজিগে রুশিয়ার জাহাজ নির্মাণ (১০৫)।

ত

তামাক উৎপাদন (৭৩৭)। তামাকখোর ইংরেজ

(৬৬৭)। তুর্কির যন্ত্রপাতি শিল্প (৮২৩)। তুর্কির রেল সড়ক প্রচেষ্টা (৮২২)। তুরস্কের নূতন রেলপথ ও বন্দর (৩১৭)। তুরস্কের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী (৮২৩)। তুলার বাজারে বিভিন্ন দেশের স্থান (৭৪০)। তুলার বীজের সার (২৪)।

দ্ব

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষি-শিল্প মেলা (১০২)। দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন ফ্যাক্টরি (১০৯)। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত হইতে আমদানি (৩৪৭)। দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানি-বাণিজ্যে বিলাতের অবনতি (৯০৪)। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ানের বহির্বাণিজ্য (৭৩৮)। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্য (৩৪৬)। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরাকাটা শিল্প (৩৪২)। দুনিয়ার আমদানি ও রপ্তানি কারবার (৬৬০)। দেশে দেশে মাথা পিছু খাজনা (২৭৬)।

ন্ন

নূতন চীনের সংস্কার-প্রচেষ্টা (২৭৪)। নেস্‌লের দুধ (২৮৫)।

প্প

পঞ্চাশটি বড় বড় দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য—১৯২৭, ১৯২১, ১৯১৩ (৬৬০)। পারস্তে নতুন তৈলকূপ (২৮৩)। পারস্তে সড়ক ও রেল (২৭৫)। পাঁচলক্ষ পাউণ্ডের অর্ডার (৮২৫)। প্যান আমেরিকান কনফারেন্স (৯৯)। প্যারার (ব্রেজিল) আমদানি বাণিজ্যে বিলাতের স্থান (৬৬৭)। প্রাচ্যের সঙ্গে রুশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য (২৮২)।

ফ্ফ

ফরাসী-জার্মান রসায়ন সন্ধেলনী (২৪)। ফরাসী ফ্রাঁ (৯৯, ৫৮৩)। ফরাসী ফ্রাঁর স্থিতিকরণ (৪৯৭)। ফরাসী তৈল-শিল্প (৯৯)। ফরাসীর বহির্বাণিজ্য (৫৮৪)। ফরাসী বাজেট (৪১৬)। ফ্রান্সে কাগজের জুতা (৪৯৮)। ফ্রান্সে কৃষির উন্নতি (১০৩)। ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্য (৯৯)। ফ্রান্সের ব্যবসাবাণিজ্য (৯১০)।

ব্ব

বস্ত্র রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের স্থান (৬৬৯)। বস্ত্রশিল্পে জাপান (৩৫১)। বাকুতে নূতন তৈলখনি (৯০৯)। বাঘা বাঘা ১০টা ব্যাঙ্ক (২৩)। বাণিজ্য বাড়াইবার জন্ত মার্কিণ প্রচেষ্টা (৫৭৭)। বাস্তুশিল্পের উৎসাহদাতারূপে বিলাতী ব্যাঙ্ক (৪১৮)। বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে রেডিও সম্বন্ধ (১০১)। বিজলী-সংক্রান্ত কাজে অস্ত্রের ব্যবহার (৪৯৫)। বিদেশে চা কাটতি (২৮৪)। বিভিন্ন দেশে তুলা-উৎপাদনের পরিমাণ (৪২১)। বিভিন্ন দেশের তুলার ক্ষেতের পরিমাণ (৪২০)। বিলাতী রেলের আয় (৯০৬)। বিলাতী রেলের খরচ কমাইবার জন্ত মাহিয়ানা হ্রাস (৭৩৮)। বিলাতী রেশম (৮২৫)। বিলাতী শিল্প-প্রদর্শনী (১৯১)। বিলাত হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির রপ্তানি (৭৪০)। বিলাত হইতে কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি (৫৭৪)। বিলাতে এরোপ্লেন ব্যবহারের প্রসার (৩৪৪)। বিলাতে কয়লার ব্যবসায় (১০৩)। বিলাতে কাঠ আমদানি (৫৮০)। বিলাতে চিনি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য-মিশ্রিত জিনিষের উপর কাষ্টমসের শুল্ক-পরিবর্তন (৩৫৪)। বিলাতে জন্ম-মৃত্যুর হার (৭৩৯)। বিলাতে জাভাই চায়ের আমদানি (২৮০)। বিলাতে জাহাজ-নির্মাণ (৪২০)। বিলাতে রুশ পেট্রল (৭৪২)। বিলাতে বেকার কমাইবার চেষ্টা (৭০৪)। বিলাতে সংরক্ষণনীতির প্রসারের চেষ্টা (৪১২)। বিলাতের পাঁচটা "বাঘা বাঘা" ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ (১০৫)। বিলাতের পুঁজি রপ্তানি (৯০)। বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (৫৮১)। বিলাতের রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস (৭৪০)। বিলাতের বেকার—১০ লক্ষের উপর (৪১৮)। বৃটেনের মোটর গাড়ী উৎপাদন (৭৪১)। বৃটিশ কারেন্সি বিল (৩৪৭)। বৃটিশ কৃত্রিম রেশমের তৃতীয় প্রদর্শনী (১৯১)। বৃটিশ খাদ্যদ্রব্যের ওঠানামা (৪৯৩)। বৃটেনকে ভারতীয় মাল ক্রয়ের পরামর্শ (২৮৩)। বুলগেরিয়ার আমদানি শুল্কের হার-বৃদ্ধি (৪৯৭)। বুলগেরিয়ায় রেশম চাষ (১০৪)। বেলজিয়ামের বহির্বাণিজ্য বাড়াইবার চেষ্টা (৭৩৯)। বৈদেশিক মূলধনের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা (৯০৬)। ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা (২৪)। ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ফাটাল্স (২৮৪)। ব্রাজিলে কোকোর চাষ (৪৯১)।

ভ্ভ

ভল্গার বাঁধ (৩৪৯)। ভারতে জাপান (৩৫১)। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মজুরের কয়লা তোলার শক্তি (৬৭১)।

অ

অনুন্নতদের ক্ষতিপূরণ (১২০)। আখাদিরু বাজনা (৯০৬)। আমেরিকা চাষের ডিরিস্তি (৯০৭)। অনুত মালের পরিমাণ হ্রাস (৫৮১)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও মোটরগাড়ী নির্মাণ (৫৯৭)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দুইটী ইস্পাত কোম্পানীর মিল (২৮৫)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী অর্ডার (২৭৯)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছাগ-চর্মের আমদানি (১৮৮)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আকাশ-পথে মাল, চিঠি ও যাত্রী চলাচল (২৭৭)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আর্থিক সম্বন্ধ (২৭৮)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার পুঁজি কমিতেছে (২৭৭)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ময়দা রপ্তানি বাড়িতেছে (৪১০)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে ঘাটতি (৭৩৯)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন খাটানো (৪১৬)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রপ্তানি (৪১৭)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কানাডার বহির্বাণিজ্য (১০৫)। আমেরিকা ব্যাঙ্কের উঠানামা (২২)। আমেরিকায় অস্ত্রের ব্যবহার (৪৯৪)। আমেরিকায় ভারতীয় অস্ত্রের কাটতি (৪৯৫)। আর্চ মাসে ওজনের ব্যবসা (১৮৭)। ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্ক (২৬)। ইকানাইট নির্মাণ-প্রণালী (৪৯৫)। ইন্দোরীয় সরকারী রেলওয়ের কয়লার অর্ডার (৪৯৭)। ইন্দোরে ১০০টি নূতন হাসপাতাল (৬৬৮)। ইন্দোরে বিলাতী টাইপরাইটারের অভাব (২৭৫)। ইন্দোরে বিলাতী কাপড়ের কাটতি কমিয়াছে (৬৭১)। ইন্দোরের বহির্বাণিজ্য (৪২১)। মোটর গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি (৬৬৪)। মোটর জাহাজ বনাম চাঁবার (৪১৯)। মোটর-শিল্পে ফোর্ড (৬৬৪)। মোসল তৈলখনির খাজনা পাইবে ইরাক (৯০৬)। মোসাফিরের সুবিধা (৩৫৫)।

ঋ

যুক্তরাষ্ট্রে বিজলীর রেওয়াজ (৫৪১)। যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাড়ী শিল্প (২৮৫)। যুগোস্লাভিয়ার আর্থিক অবস্থা (৪২৮)।

র

রবার দুনিয়া—১৯২৭ (২৬)। রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করিবার উপযোগী ট্যাক্স (৭৪২)। রাস্তা তৈয়ারীর জন্য ধার ১ কোটি ডলার (১৯০)। রাস্তা নির্মাণে সুতার ব্যবহার (৩০)। রাস্তা সম্বন্ধে ২৪টি দেশে অনুসন্ধান (৪১৮)। রুশ-জার্মাণ বাণিজ্য-সন্ধি (৯০৪)। রুশিয়ায় চায়ের প্রচার (৬৬৩)। রুশিয়ায় রেশম-শিল্প (১০১)। রুশিয়া হইতে অষ্ট্রীয়ার মালের অর্ডার (৫৮২)। রোম নগরীর আধুনিকতা (৪১৯)। রোমের জল-সরবরাহ (৮২৩)।

ল

লাইপৎসিগের আন্তর্জ্জাতিক মেলা (৩৪৫)। লেনিন-গ্রাডের বিদ্যুৎ সরবরাহ (৮২৪)। লোকসংখ্যার তুলনায় রাস্তা (৪১৮)। লৌহ ও কয়লা শিল্প (৫৮২)। ল্যাঙ্কা-শিয়ারের দুরবস্থা (৬৬৯)। ল্যাটিন আমেরিকায় জার্মাণ গাড়ী (৬৬৪)।

শ

শিল্প কারখানা পরিচালনা (২৯)। শিল্প-বাণিজ্যে জাপানের উন্নতি (৫০০)। শিল্প মেলা (৬৬৪)। শেফিল্ডের ছুরি, কাঁচী ও প্লেটের ব্যবসা (১৯২)। শেফিল্ডের যন্ত্র-ব্যবসা (১৯১)। শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ (২৭৬)।

স

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের রপ্তানি (১৩৭) সাই-বেরিয়ায় সার-ভূমি (৯০৯)। সুইডেনে অটোমেটিক পাওয়ার ষ্টেশন (৩৪৯)। সুইডেনে টেলিফোন (৩৪৯)। সুইডেনের মোটরগাড়ী শিল্প (৮২৬)। সুয়েজ খালে মাল-চলাচলের পরিমাণ (২৭৭)। সোভিয়েট রুশিয়া (১০২)। সোভিয়েট রুশিয়ায় উৎপাদন খরচা (৯১০)। সোভিয়েট রেশম কমিশন (৬৩৫)। সোভিয়েট সরকারের রাস্তা নির্ম্মাণে ফেড়' কোটি রুবল (৬৬৫)। স্বর্ণ-মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (৬৬৮)। স্পেন হইতে ফল রপ্তানি (১৮৯)। স্পেনে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে (৩০, ৯০৯)। স্পেনের কর্ক শিল্প (১০৪)। স্পেনের জুতা-শিল্প (১০২)। স্বেনস্কা দিয়াশলাই কোম্পানী (২৭৯)।

হ

হাওয়ায় হাওয়ায় মাল চলাচল (৩৪৪)।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

অ

অপেরা নাৎসনাল দোসোলাভোরা বা ইত্যাদির প্রতি

গঠন প্রতিষ্ঠান (১১৩)। অনৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৭)। অবৈধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্যের স্বার্থ-হানি (৬৮৫)। অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড লৌহ সমঝৌতা (৩৬)। অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানি মালের সহিত খড়ের প্যাকিং নিষিদ্ধ (১১২)। অষ্ট্রেলিয়ায় বিরাট পশমের ব্যবসা (৬৮৯)।

আ

আগরতলা ষ্টেট ব্যাঙ্ক (৭৪১)। আগামী কংগ্রেস-প্রদর্শনী (১৯৪)। আন্তর্জাতিক শিপিং কনফারেন্স (২৮৬)। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন (২০১)। আফগান রাজের ভ্রমণ-ফল (৫০৫)। আফগানিস্থানের রেলওয়ে (৫০৪)। আফিসের কাজকর্মে ওস্তাদ সৃষ্টি (৪২৯)। আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশন (৮২৯)। আমেরিকার কেরোসিন তেল (৫০৪)।

ই

ইরাকে ভারতীয় পুঁজির ঠাঁই (৩২)। ইংরেজ মার্কিণ পুঁজি-সঙ্ঘ (৩৫)। ইংলণ্ডে চাষীদের কৃষিবিষয়ে অর্থ-সাহায্য (১১২)। ইংলণ্ডে ভারত-বিদ্বেষ (৬৮৬)।

উ

উৎপাদন-সমস্যা (২০৪)। উপযুক্ত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা (১১৫)। উন্নতিশীল মার্কিণ (২০৩)। উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ ও বিদেশী বেপারী (৫৮৯)।

এ

এশিয়ার জাতি-সঙ্ঘ (৫০৫)।

ক

কয়লার খনির মজুর (৮৪৮)। কর্জ্জ লইবার নূতন উপায় (১১৩)। কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী (৬৭৪)। কলিকাতায় অষ্ট্রীয়ান বিজ্ঞানবীর ডাঃ মোলিশ (৭৪৯)। কলিকাতার পুলিশ (৬৮০)। কংগ্রেসে শ্রমিক অভিযান (৬৭৩)। কংগ্রেস ভাণ্ডারে দান (৯১৭)। কাপড়ের কলের বিলাতী ষ্ট্রাইট (৯১৪)। কারখানা শিল্প বাড়িলে কি তৈরী মালের আমদানি কমে (৯১৪)। কার্ণেগি ষ্ট্রাষ্টের শিক্ষা-ব্যবস্থা (২০২)। কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন (৫৮৮)। কৃষিকার্য্যে সাম্রাজ্যের সাহায্য (৫৭)। কৃষি বিষয়ে কমিশনের নূতন মতলব (৬৮৯)। কৃষি-সমস্যা (১৯৬)।

গ

গবেষকদের কার্য্য-প্রণালী (৭৪৭)। গরীব চাষীদের উপায় (৬৮৯)। গাদায় গাদায় মাল তৈরির দোষ (৬৮৪)। গুরুকুলের জন্য বেড় লক্ষ টাকা আদায় (১১)। গৃহস্থালীর জন্য নরম কোক কয়লা (৬৮০)।

চ

চটের থলে বনাম কাগজের থলে (৬৮২)। চরকার প্রয়োজনীয়তা (১০৯)। চাই বাঙ্গালার অর্থকরী শিক্ষা (৩৬১)।

জ

জগদীশচন্দ্রের সপ্তর বৎসর (৫৯১)। জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা (৫৯৩)। জাপানী কয়লার দক্ষিণ মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ (২৯০)। জাপানের রপ্তানি-সঙ্ঘ (২৮৮)। জাপানের যুদ্ধকি কোং (১১১)। জামসেদপুরে সীট মিল ও বয়লার বিভাগে কাজ বন্ধ (৩৪)। জার্মাণ চাষের যন্ত্রপাতি (৫৯৪)। জার্মাণিতে লৌহের জিনিস চেয়ে দরকারী জিনিসের আদর বেশী (৬৮৭)। জীবনবীমার নূতন ক্ষেত্র (৩৬১)।

ট

টেক্‌নিক্যাল স্কুল (৪২৮)।

ড

ডক্টর দেশমুখ (৬৭৭)। ডেয়ারী কংগ্রেস (২৮৬)।

ত

তাতার লোহার কারখানা (৯১৬)। তুলা ও পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী (৬৮১)। তুলার কলের মিলনে খরচের হ্রাস (২০১)। ত্রিনিদাদে ভারতবাসী (২৮৭)।

দ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ (৫০৩)। দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ (৮৩৬)। দুনিয়ার সর্ব্বত্র অর্থনৈতিক আন্দোলন (৭১৪)। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র (৫৯৬)। দেশীয় জীবনবীমার অবস্থা (৩৬১)।

ন

নকল রেশম (৪২৫)। নগর সেবায় নারী (১৯৫)।

নবীন তুলা (৭৪৩)। নারী মহলে ইতিহাস প্রচার (১০৭)। নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সমিতি (৩৩)। নিখিল ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলন (৬৭৭)। "নিম্ন-মধ্যশ্রেণী" ও মজুর (৩৫৭)। নৌ-বাণিজ্য (৬৮৮)।

প

পাঞ্জাব চাষী সম্মিলন (৫৯০)। পাট আমদানিকারীদের আপত্তি (৩৩)। পাট চাষীকে বাঁচাইবার প্রস্তাব (২০০)। পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির (৩৫৭)। পুসা সরকারী কৃষি-গবেষণাগার (৭৪৮)। পোর্টরিকো কর্তৃক ছেড় কোটি টাকা ঋণ (৬৭৯)। প্রজাস্বত্ব আইন (৫৯০)। প্রদর্শনীতে বিলাতী দ্রব্য বর্জন (১৯৪)। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য (১৯৪)। প্রাইভেট টেকনিক্যাল স্কুল (৪০০)। প্রাচ্য জাতি-সঙ্ঘ (৫০৫)। প্রাচ্য দেশ-সমূহের গর্ব্ব ও আনন্দ (৫০৬)। যুক্তপ্রদেশে দান খয়রাত (৫৮৬)।

ফ

ফরিদপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (১৯৬)। ফিজিতে প্রবাসী ভারত-সন্তান (২৮০)।

ব

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-বিবরণী (৬৯০, ৭৫৫)। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ (৮৪৭)। বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিকবার সম্মিলন (৩৫৯)। বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলন (৬৭৮)। বঙ্গের শিল্পোন্নতি-বিধায়ক আইনের খসড়া (৭৫১)। বণিক্ সভায় কৃষি বক্তৃতা (১০৯)। বসরায় ভারতীয় ট্রেড মিশন (৩১)। বসরায় ভারতীয় বণিক (৩০)। বাঙ্গালীর খাদ্য (৪৮৯)। বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা (৭৫০)। বাণিজ্য পর্য্যটক মরসি (২০২)। বাণিজ্যে স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য (১১৩)। বাণিজ্যের অসুবিধা (৭৫৫)। বারাণসী জেলা সম্মিলনে পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা (১০৯)। বাংলা গবর্মেণ্টের শিল্প বিভাগ (৭৪৪)। বিজ্ঞান ও নূতন শিল্প (৬৮৪)। বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় জাতীয় ক্ষতি (৩৬০)। বিদেশী ভাষার উপকারিতা (১১৫)। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন (৭৫১)। বিদেশে ইংরেজ রপ্তানি (৩৬৪)। বিভিন্ন জাতির সমিতি সন্ধি-স্থাপন (৫০৫)। বিরাট আর্থিক জোট (২৮৬)। বিলাতী বাজারে ভারতের বাণিজ্য (৬৮০)। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শিক্ষা (৪০২)। বিলাতী রমণী ও ছাপনালিটি (৩৬২)। বিলাতে অর্থকরী শিক্ষা (৪২৬)। বিলাতে বণিক্ সমিতি ও আর্থিক ভারত (৬৮৮)। বিলাতে শিল্প-জগতে নবযুগ আনিবার চেষ্টা (৬৮৪)। বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং (৩৬৩)। বিলাসিতা-সংক্রান্ত শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ার (৪২৩)। বীমা প্রচারে বাংলা ভাষা (২৬৮)। বীমার প্রিমিয়াম কমানো উচিত কি (৯১৮)। বীমা-সংগ্রাহকের শিক্ষা (৩৬১)। বে-আইনী অস্ত্র আমদানি (৬৮১)। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ (১৯৫)। বেঙ্গল ব্যাঙ্কার্স কেডারেশন (১১১)। বোম্বাই বস্ত্র-শিল্পের দুঃসময় (৬৭৬)। বোম্বাইয়ে বেলজিয়ান কলকারখানার আমদানি (১১২)। বোম্বাইয়ে ৩০,০০০ হাজার মজুর বেকার (২৬)। বোম্বে ধর্ম্মঘটের অবস্থা (১৯৭)। বৈকুণ্ঠপুর অবৈতনিক কৃষি শিল্প বিদ্যালয় (৫০২)। বৈশ্য সাহা মহাসভা (৬৭৮)। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার পরীক্ষা (৪২৮)। ব্রাড্‌ফোর্ড টেক্‌নিক্যাল কলেজ (৪০১)। ব্রাজিলে কৃষির জন্য মজুর আমদানি (১১১)। ব্রাজিলে যুক্তরাষ্ট্র বনাম বিলাত (৭৫২)।

ভ

ভারতবর্ষীয় রেল-কর্ম্মচারিগণের দাবী (৫০১)। ভারতীয় চা-দ্রব্য (২১৬)। ভারতীয় নারীদের শিক্ষাকল্পে বিলাতে অর্থভাণ্ডার (১১০)। ভারতীয় বণিক্-সভা-সঙ্ঘ (৬৭৫)। ভারতীয় বণিক্‌সভা-সঙ্ঘে বড়লাটের বক্তৃতা (৬৭৬)। ভারতীয় বাণিজ্য-পোত (৯১৭)। ভারতীয় বীমা কোম্পানী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ (১০৮)। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের গতি (৬২৩)। ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ (৬৭৪)। ভারতে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (৭৪১)। ভারতে আর্শ্বাণ বৈজ্ঞানিক জোয়ার-ক্ষেত্র (৫৯৪)। ভারতে জীবনবীমা—সংখ্যা-পত্রের অভাব (৩৬০)। ভারতে মার্কিণ ফিল্ম্ (৭৪৭)। ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির অধিবেশন (৭৪২)। ভারতের শত চাষী সাবধান (৩৫)। ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের কোন আশা নাই (৪২৪)। ভেজাল খাদ্য (১১০)।

অ

মজুর-বিদ্রোট (৬৮১)। মজুর-সেবক কিরণচন্দ্র মিত্র (১৯৩)। মধ্যবঙ্গীয় নমঃশূদ্র সম্মেলন (১০৮)। মহীশূর ইকনমিক কনফারেন্স (৩৬২)। মালদহ জিলা যুবক সঙ্ঘ (৯১৭)। মালবিতরণের উপায় (১১৪)। মার্কিণ কল বাণিজ্য-ভবন (৩৬)। মিঃ ধাঙ্গীর উপকূল-বাণিজ্য-সংরক্ষণ বিল (৫৫৯)। মেপর ও ধাঙ্গড় (৫৮৯)। মাদ্রাজে বঙ্গ উপনিবেশ (১১১)। ম্যানচেষ্টার ইচ্ছ বাণিজ্য-বিদ্যালয় (৪৩০)।

র

রবার-গবেষণা আইন (৫০৬)। রিজেন্ট ষ্ট্রীট পলি-টেক্‌নিক্ (৪১৩)। রুশিয়ায় ইস্পাত ব্যবসায়ে মার্কিণের অনুকরণ (১১৩)। রেলওয়ে কেরাণী (৪৩১)।

ল

লণ্ডন সভায় মাদ্রাজের কৃষি প্রতিনিধি (৩৪)। লণ্ডনস্থ ভারতীয় সওদাগরী সভার কার্য্যকলাপ (৬৮৫)। লণ্ডনে সাম্রাজিক কাষ্ঠ-প্রদর্শনী (৬৮৩)। লাইপৎসিগের হেমন্ত মেলা (৬৮৭)। লালগত রায়ের মৃত্যু (৫৮৫)। সিচেষ্টারে চামড়া-শিল্প শিক্ষা (৪৩১)। লিভারপুল বাণিজ্য-বিদ্যালয় (৪৩০)। লিলুয়ায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট (৩৫)। ল্যাঙ্কাশিয়ার ও চেশিয়ার ভবন (৪১৩)। ল্যাঙ্কাশিয়ার টেক্‌স্‌টাইল কর্পোরেশান (৫৯)।

শ

শিল্প-পরিচালনা (৪৩০)। শিল্প-বাণিজ্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা (৪২৪)। শোষণ-তত্ত্ব (১৯৯)। শ্রমিক হাঙ্গামা (৬৭৬)। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-আশ্রম (১৯৯)।

স

সমবেত ব্যবসায় উপকারিতা (১১৫)। সমাজ সংস্কার (৩৫৮)। সমুদ্র ও খনির কাজ (৪৩১)। সহবাস সম্মতি আইন (২৯০)। সংখ্যা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টা (৯১৩)। সংবাদপত্র জগৎ (৯১৫)। সংবাদপত্র ষ্ট্রাইট (৯১৬)। সংবাদপত্রের ব্যবসা (৪৯৬)। সাহারায় রেলপথ সম্বন্ধে ফরাসী পার্লামেন্ট (৭৫৪)। সাঁওতাল জাতির নবজাগরণ (১০৭)। সিন্থেটিক্ কয়লা (৫৯৫)। সেকালের বসরা (৩২)। সোলাপুরে কটী মিলের কার্য্য বন্ধ (৩৭)। স্বর্ণ ও তৈল ব্যবসায়ের উন্নতি (১১৩)। স্বিপ-ফিল্ড ভবন (৪৩১)। স্যর আলফ্রেড মণ্ডের বক্তৃতা (২০১)। স্যালফোর্ড কলেজ (৪৩১)।

হ

হাজির বিল বনাম ফিনান্সাল টাইম্‌স্ (৫০২)। হুগলীতে স্বদেশী প্রচার (১০৮)। হুগলী জেলা কৃষক রায়ত সম্মেলন (১০৬)।

মোলাকাৎ

ক

কলার্শীপ মিউজিয়াম (৮৫৮)। কলিকাতার বাবরের দোকান—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন (৪৩৯)।

চ

চা-ব্যবসায় বাঙ্গালী—বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন (২৯২)।

ধ

ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী—স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত কথোপকথন (৯২০)।

ব

বর্ত্তমান বাংলার আর্থিক অবস্থা—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সহিত কথোপকথন (১১৬)। বাঙ্গালী হিন্দুর মুরগী-পোষা—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের সহিত কথোপকথন (৩৯৫)। বোম্বাইয়ে বাঙ্গালী গহনাশিল্পী—বোম্বের শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীন্দ্রনাথ কর্ম্মকারের সহিত কথোপকথন (৭৬৬)। ব্যবসায়বিশ বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহিত কথাবার্ত্তা (২০৫)।

ভ

ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী সার—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাসের সহিত কথাবার্ত্তা (৩৮)।

ম

মফস্বলে মুহুরিগিরি (৫০৮)। মৃৎ-শিল্পের ব্যবসা—বেহার

পার্টসের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের সহিত কথোপকথন (৫০৯)।

ব

বস্ত্রশিল্পের কারখানায় নকরি চুঁড়া (৬৯২)।

পত্রিকা-জগৎ

আ

আনন্দবাজার (২১৪)। আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ (৬০৪)। আমেরিকান এজ (১২৪, ৩৭৪)।

ই

ইউবারদি পোষ্ট (৩৭৩)। ইকনমিক জার্ণাল (৪৫, ৩৭৪ ৩৭৬)। ইকনমিকা (৫০)। ইন্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ (৫০, ২১০, ২৯৮, ৪৪৬, ৫০২, ৭৬৮)। ইণ্ডাষ্ট্রী (৮৬৪)। ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ার (১২৪, ২৯৯)। ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং (১২৬)। ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ ড্রাগিষ্ট (৯২৬)। ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স (২১১)। ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল (১২৩, ৩৭১, ৬৯৮)। ইণ্ডিয়ান পেপার্ট গেজেট (৯২৬)। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার (৩৭১, ৬৯৯, ৯২৪)। "ইণ্ডিয়া রাবার জার্ণাল (৯২৬)। ইণ্ডিয়ান রিভিউ (৫০)। ইম্পিরিয়াল ফুড জার্ণাল (৯২৭)। ইয়োরোপীয়ান ফিনান্স (৬৯৮)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (৭৭০)।

এ

এম্পায়ার প্রোডাকড্‌স্ অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট (২১০, ৬০৯)। এম্পায়ার রিভিউ (৩৭৪)।

ও

ওয়ার্ল্ড পাওয়ার (৫০)। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ইন্টার্ণাশনাল (৬৯৭)।

ক

কমার্শিয়াল আমেরিকান (৬৯৮)।

জ

জাপান ক্রনিকল (৫০)। জার্ণাল অব্ দি মিনিষ্টার অব্ এগ্রিকালচার (৭৭১, ৯২৭)। জার্ণাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি (৫০, ৭৭১)। জুর্ণাল দেজ একোনোমিস্ত (১২৪)।

ট

টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারার (৯২৭)।

ড

ডিস্‌কাভারি (৩৭৭)।

দ

দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ (৫০)। দি আয়রণ অ্যাণ্ড কোল্ ট্রেড্‌স্ রিভিউ (২২৮)। দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড ডেভেলপার (৩৭২)। দি টেক্সটাইল রেকর্ডার (৬৯৫)। দি বাজার (৪১)। দি ষ্টেটিষ্ট (৩৭০)।

ন

নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি (৬৯৭)। নিবার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া (৭৭০)।

ব

বার্কলেজ্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ (৮৫৪)। বার্লিনার টাগেব্লাট (৬০১)। বুলেটিন অব্ দি ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট্ (২১০)। ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন (৫০৯)।

ম

মান্থলি লেবার রিভিউ (২০৮, ৬৯৬, ৯২২)। মিড্‌মাষ্ট রিভিউ অব্ বিজ্‌নেস (৮৫৫)। মিল্ক ইণ্ডাষ্ট্রী (২১০)।

ল

লেবার গেজেট (৫০৯, ৯২৫)। লেদার ম্যানুফ্যাকচারার (৯২৭)।

স

সঞ্জীবনী (২১২)।

সমালোচনা

অ

অধ্যাপক উয়ালিস (১২৪)। "অমিশ্র" ধনবিজ্ঞান (৫৩)। অর্থকরী ভূগোল-বিদ্যা (৫৬)। অর্থশাস্ত্রীয় প্রতিবাদ (৯২৮)। অষ্ট্রেলিয়ার একটী শিল্প-প্রধান জেলার আর্থিক পরিচয় (৬১০)।

আ

আদিগুরু ফরাসী কুর্ণো আর ওয়ার্ল্রাস গস্‌সেন (৫৬)। আধুনিক পুঁজি-তত্ত্বের স্বরূপ (৫১৩)। আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের সুরক্ষা (৫১৪)। আন্তর্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান (৩০০)। আমেরিকান আয়-কর আদায়ের সনদ (৪৫০)। আমেরিকান প্রথার বিরুদ্ধে নালিশ (৪৪২)।

ই

ইকুয়েশন বা সাম্যসম্বন্ধ (৪৪)। ইয়োরোপে ভূমি-সংস্কার (৮৫৬)।

এ

একটি নিগ্রো ব্যাঙ্কের কাহিনী (৭০২)। একালের গণিত-নিষ্ঠা (৫৬)। এজওয়ার্থ-পারেতোলেমনি-সান্দ্রি (৫৬)।

ক

কর-আদায়ের খরচা (৪৫৪)। কাটিং শিক্ষা (৩৮০)। ক্যানাডায় মজুর-আইন (৩৮০)। কামন্সকীয় নীতি-সার (৫৮)। কিস্তিবন্দিতে ক্রয়-বিক্রয় (৯৩১)। কুর্ণোর গণিতনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান (৮৫৬)।

গ

গতিবিধি ও স্থিতিসাম্য (৫৩)।

জ

জেভন্‌স্-মেঙ্গার-ওয়ালরার গণিত-নিষ্ঠা (৫৫)।

ট

ট × প'এর সঙ্গে "পরিমাণে"র সম্বন্ধ (১২৭)। টাকাকড়ির তত্ত্ব-কথা (১২৬)।

দ

দরিদ্র বৃদ্ধদের সেবা (৭০০)।

ধ

ধনবিজ্ঞানে "যুক্তিনিষ্ঠা" কি চীজ (৫২)। ধনোৎপাদনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (৩৭৯)।

প

পদার্থবিদ্যায় মিশ্র ও অমিশ্র (৫৩)। পুনা সরকারী কৃষি-গবেষণালয়ের কার্য্য-বিবরণী (৭৭৩)। প্যান্টুলিওর নূতন বই ও তাঁহার সমালোচক (৪৫০)।

ফ

ফরাসী অর্থ-সাহিত্যে টাকাকড়ির আলোচনা (১২৫)। ফরাসী লেখক দিজিজিয়ার গ্রন্থ (৫৪)। ফ্যাক্টরী শাসনের ভিতরকার কথা (৯২৯)। ফ্যাক্টরী সংক্রান্ত ভারতীয় আইনসমূহ (৫১৩)।

ব

বহুসংখ্যক বাজারের সূচী-সংখ্যা (১২৬)। বাজার-দর ও টাকার প্রতিবিধি (১২৭)। বিদেশী বিনিময় (২১৬)। বিনিময়ের হারে উঠানামা (১২৭)। বুদ্ধিমানের মত টাকা খাটানো (৭৭৫)।

ভ

ভারতীয় চিনির ভবিষ্যৎ (৮৫৮)। ভারতের লোক-সংখ্যা সমস্যা (৩৭৮)।

ম

মজুর সনস্যা (৯৩০)। মধ্যশ্রেণী ও মজুর-সমাজ (২১৪)। মার্কিণ অনাথ আশ্রম (৭০১)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের ফলাফল (৩৮১)। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-নীতি (৩০১)। মার্শাল-পিগু-জিশার-মুর (৫৬)। মুদ্রা, দর, ঋণ ও ব্যাঙ্কিং (৬১২)। মুদ্রাবিজ্ঞানের পরিমাণ-তত্ত্ব (১২৭)।

য

যান্ত্রিক আবিষ্কার (২১৪)। যুক্তরাষ্ট্র কি ইংলণ্ডের অনুকরণ করিবে (৪৫৬)। যুক্তরাষ্ট্রে মেয়ে চাকুরো (৬১১)। যুক্তিনিষ্ঠ বনাম বস্তুনিষ্ঠ (৫২)।

র

রেল মাশুলের হার (৭৭২)। রকমারি টাকাকড়ি (১২৬)।

ল

ল্যাটিন-আমেরিকা (৫৭)। "লেস" জাতীয় টেক্সটবুক (১২৪)।

শ

শাসন-ব্যবস্থার কথা (৪৫৪)। শিল্প-সঙ্ঘসমূহের শাসন (৩০০)।

স

ষ্ট্যাটিস্টিক্‌স্ বনাম গণিত-নিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান (৫৪)।

অ

সহর-ভেদে খরচের প্রার্থক্য (৭৭৪)। সহরে হওয়ার ক্ষতি নাই (৭০১)। সংরক্ষণশুল্ক (৮৪৬)। সোনার দীমানা (গোল্ড পয়েন্ট) (১২৮)। সোনা পাঠাইবার খরচ (১২৮)। সোভিয়েট রুশিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থা (৮৫৭)। স্পণ্ডিংএর কেতাবের দর-যাচাই (৪৫৬)।

গ্রন্থপঞ্জী

(৫৯, ১২৯, ২১৭, ৩০২, ৩৮২, ৪৫৭, ৫১৫, ৬১৪, ৭০৩, ৭৪৬, ৮৪৯, ৯৩৪)

প্রবন্ধাবলী

আ

আমদানি, রপ্তানি ও উৎপাদন
শ্রীসুকুমার মিত্র ৩৮৯
আয়ের পথে পিপুল
শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৪৮৯
"আর্থিক উন্নতি"র গবেষণা-প্রণালী ৬৭
আর্থিক এশিয়ার ভাঙ্গন-গড়ন ৭১৭
আর্থিক চিন্তায় রোম ও মধ্যযুগের ইয়োরোপ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্
আর্থিক চিন্তার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল... ৬০
আসামের চা-শিল্প ৭৮৮
অ্যাডাম স্মিথ ও শিল্প-বিপ্লব
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্এ, বি,এল

ই

ইতালির অলিভ তেল ৭১১
ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য ২৫৯

ক

কয়লার দুনিয়া
তাহেরউদ্দিন আহ্মদ ... ৫৮৬
কয়লার ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থা ৩১৯
কয়েকটি ব্যবসায়ের ইঙ্গিত
শ্রীসুকুমার মিত্র
কাচ-কারখানায় সাপ্তাহিক বিরাম
শ্রীরাধাচন্দ্র বসাক
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ
ক্যাপিট্যাল লেভি
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল
"ক্যামেয়্যালিজ্ম্" ৩৯৭
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল

খ

খনির খাজনা (ডেভিড্ রিকার্ডো) ২৩৮
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল্

চ

চাষবাসের কয়েকটি কথা ২৩৬
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

জ

জাপানের আর্থিক জাগরণ
জাপানের ওসাকা বন্দর
জাপানের ধনদৌলত
তাহের উদ্দিন আহ্মদ
জার্ম্মাণির অবস্থা
শ্রীপ্রভাতকুমার ব্যানার্জী
জীবন বীমা এবং বর্ত্তমান ভারত
শ্রীবিভূতিনাথ সেনগুপ্ত, এম্এ, বি,এল
জীবন-বীমায় জার্ম্মাণি

ড

ডিজেল ইঞ্জিন ও ধনোৎপাদন
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর ইঞ্জ্ (বার্লিন)

ত

তুরস্কে মার্কিণ পুঁজি ৫৩৮

দ

দারিদ্র্য-বিজ্ঞান ৮৭১, ৯৪৪
দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি ৭৯৭, ৮৬৬, ৯৪৯
দুনিয়ার জাহাজ ৯৪৬

দুনিয়ায় সমাজ-বীমার সূত্রপাত
শ্রীবিনয়কুমার সরকার (বক্তৃতা)

এ

ধনবিজ্ঞানে পরিভাষার মামলা ...

ক

নয়া চরের জমীদারি
শ্রীবিনয়কুমার সরকার (বক্তৃতা) ৭১১ ৭৯৩, ৮৬১, ৯৪০

প

পাখার ব্যবসা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

ফ

"ফিজিওক্রেসি" বা প্রকৃতি-নিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম,এ, বি,এল ... ৫৩৬
ফ্রান্সে সমাজ-বীমা বিষয়ক আইন ৭১৪

ব

বঙ্গ-দৈনিকে অর্থকথা
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত
বঙ্গের অন্যতম ক্ষয়িষ্ণু জেলা—যশোহর
শ্রীসুকুমার মিত্র ৬২৬
বয়নশিল্প
শ্রীসুধীরকুমার নন্দী মজুমদার
বাংলায় কৃষির ভবিষ্যৎ
অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, চুঁচুড়া কৃষিবিদ্যালয় ১৩০
বাংলার পাটকল
তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ
বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র (১৯২৭)
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল ৩৯১, ৪৭৪, ৫৫১

ভ

ভারতবর্ষে বীমাটৈল কারখানার ভবিষ্যৎ
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল
ভারতীয় আর্থিক বৎসরের ভবিষ্যৎ
ভারতীয় কারখানা আইন
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল
ভারতে মাছের চাষ ৮৬৩

ম

মার্ক্যান্টিলিজ্‌ম্ বা বাণিজ্যবাদ
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম,এ, বি,এল
মাছের ব্যবসা
শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম
ম্যালথাস ও জনবল-তত্ত্ব
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম,এ, বি,এল

য

যদুবীর জগদীশচন্দ্র
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

র

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম,এ, বি,এল

স

সমবায়ে দোকানদারি
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম,এ, বি,এল
সরকারী গৃহস্থালীর খরচ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি,এ
সোভিয়েট রুশিয়ায় বয়ন-শিল্প
সংরক্ষণ শুল্কের কুফল—কৃষকের সর্বনাশ
শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম,এ, বি,এল
স্বর্ণ-প্রপাত
স্বাভাবিক দর ও বাজার-দর (ডেভিড্ রিকার্ডো)
শ্রীসুধাকান্ত দে, এম,এ, বি,এল

হ

হরীতকীতে অর্থাগম
শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন
হাউস্ অব্ লেবারার্স লিমিটেড্, কুমিল্লা
শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য, এম,এ, বি,টি

তর্ক-প্রশ্ন

(১৬০, ৪৮০, ৯৬০)

আর্থিক উন্নতি

শ্রাবণ—১৩৩৮ ৩য় বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

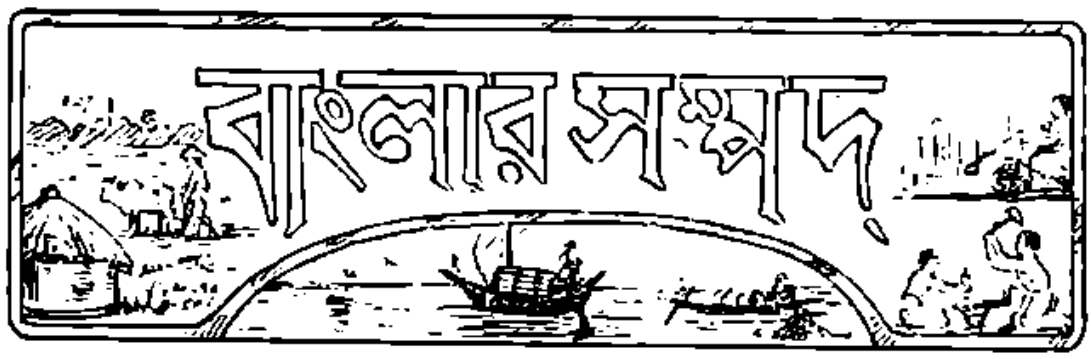

চটকলের আর্থিক কথা

প্রত্যেক চটকলে গড়ে ৩০০০ হইতে ৪০০০ শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে নারীও আছে। সকল দেশের কলের মালিকরা নিজেদের সুবিধার জন্য কারখানার অতি নিকটেই নিজব্যয়ে শ্রমজীবীদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ কারখানার মালিকরাই এজন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে "ভাড়া" অথবা "খাজনা" আদায় করে না। কারণ শ্রমিকদিগকে কারখানার যত নিকটে রাখা যায় কারখানার কাজের এবং মালিকদের স্বার্থের পক্ষে উহা ততই সুবিধাজনক। সুতরাং ভাড়া না পাওয়ার জন্য মালিকদিগকে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। ভাড়া আদায় না হওয়ার আরও একটা কারণ আছে। ইয়োরোপের প্রায় সকল কারখানার শ্রমিকদেরই কোন না কোন ইউনিয়ন থাকায় এবং ঐ ইউনিয়নগুলি বিলক্ষণ শক্তিশালী হওয়ায় কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের নিকট হইতে ভাড়া বা খাজনা আদায় করার জন্য অধিক জিদ করিতেও সাহস করে না। এ দেশের শ্রমিকরা তেমন সঙ্ঘবদ্ধ বা শক্তিশালী নহে। কাজেই ইয়োরোপের চটের কলগুলি অপেক্ষা এ দেশের চটের কলগুলিতে বহুগুণ অধিক লাভ হইলেও এদেশের কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের নিকট হইতে অতি সরস্ত ঘরগুলিরও ভাড়া আদায় না করিয়া ছাড়ে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার চটকলের শ্রমিকদের অধিকাংশই বাঙ্গালার বাহিরের লোক। সুতরাং এখানে তাহাদের বাসোপযোগী নিজেদের ঘরদুয়ার থাকা সম্ভব নহে। এমন অবস্থায় ভাড়া কিছু অধিক হইলে বা অন্য কোন অসুবিধা থাকিলেও কলের খুব নিকটে যে ঘর পাওয়া যায়, সেই সব ঘরে থাকিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ এখন ভাড়া দিতে হইবে তখন কারখানার যত নিকটে থাকা যায় ততই তাহাদের

সুবিধা। অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের চটকলের মালিকরাও শ্রমিকদের জন্য তাঁহাদের কারখানার নিকটেই ঘর না হইলেও কতকগুলি "খোপ" প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রমিকদের অনেকেই ইহাতে "বাসা" করিয়া থাকে। একটী খোপের পরিমাণ সাধারণতঃ উচ্চে নয় ফুট, প্রস্থে আট ফুট ও দৈর্ঘ্যে দশ ফুট হয়। খোপ হইলেও ইহাতে ৪ ফুট আন্দাজ একটী দরজা এবং ২ ফুট আন্দাজ একটী জানালাও আছে। কিন্তু কোন কলের লাইনেই এই খোপগুলির সংখ্যা সেই কলের শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না। অথচ কলের নিকট থাকার একটী স্বাভাবিক আগ্রহ শ্রমিকদের ভিতর থাকায় প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। ফলে কোম্পানীর পক্ষ হইতে কলের যে জমাদার সাধারণতঃ এই খোপগুলি "বিলি" করিয়া থাকে, সে এই অবসরে শ্রমিকদের নিকট হইতে বেশ দু পয়সা উপায় করিয়া লয়। শ্রমিকদের ভিতর যাহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকে না, তাহারা ৩।৪ জনে একটী খোপেই বাস করে। ইহাতে তাহাদের আর্থিক সুবিধা কিছু কিছু হয় বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া যে সর্ব্বনাশ হয় তাহার কথা ভাবে না। সকলেই জানে যে, এই সকল খোপের প্রত্যেকটীর জন্য মিল কোম্পানী শ্রমিকদের নিকট মাসিক আট আনা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত "ভাড়া" আদায় করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইয়োরোপের শ্রমিকদলের প্রতিনিধিরা এ দেশে আসিয়া যখন এই সব "খোপগুলি" পরিদর্শন করেন, তখন এ দেশের চটকলের মালিকরা তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকেন যে, এই সব "খোপে" বাসা করিয়া থাকার জন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে কোম্পানী এক পয়সাও ভাড়া আদায় করে না। আর এই জাহাজ-প্রমাণ মিথ্যা কথাটা সত্যের মোড়ক দিয়া জাহির করার জন্য এ দেশের কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রও আদাজল খাইয়া লাগিয়া যায়। সে যাহা হউক ভারতীয় শ্রমিক-প্রতিনিধি মেসার্স জন্সটন ও লাইল তাঁহাদের বিবরণীতে এই সকল খোপের অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "এইরূপ একটী ঘরে ৩।৪ জন লোক যে কি করিয়া বসবাস করে আমরা ও তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারি না।" যে দেশের শ্রমিকদল নিজেদের অসাধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতার বলে অন্য সকল দলকে পরাভূত করিয়া রাজ্যের কর্ণধার হইতে পারেন, সে দেশের শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা ইহা "ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিলেও" ইহা সত্য। কেবল বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য সকল সময়েই দেখা যায় যে, শ্রমিকরা "খোপের" বাহিরে একখানি খাটিয়া, কেহ বা একখানি কাপড় বিছাইয়া পড়িয়া থাকে। বর্ষার জলে ভিজিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই সে সময় ঘরে ঢুকিতে বাধ্য হয়। অন্যান্য দেশে কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সে সকলের সহিত এ দেশের এই সব ঘরের তুলনায় এগুলিকে "খোপ" ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? বাঙ্গালার চটকলের কুলিলাইনের কোম্পানীর এই সব ঘরগুলির কোন একটীর ভিতরেও আলো কিংবা জলের ব্যবস্থা নাই। অথচ কলিকাতার কোন অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পত্র একবার নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে লিখিয়া বসেন, "লাইনের প্রত্যেক ঘরের ভিতরেই যথেষ্ট পরিমাণে জল এবং আলো সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।" সে যাহা হউক ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের দেশের লোক, যাহারা জমিদারের জমি ঠিকা লইয়া কুলি লাইন প্রস্তুত করিয়া ভাড়া দেয়, তাহাদের সেই নরকের তুলনায় চটকলওয়ালাদের লাইনের খোপগুলি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত। পরোক্ষে শ্রমজীবিগণ সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিলে মিল কোম্পানীরাও সম্ভবতঃ তাহাদের ঘরগুলির জন্য ভাড়ার তাগাদাও আর করিবে না।

চটকলে কার্য্যকাল

এ দেশের কারখানা-আইনের ব্যবস্থানুসারে সাধারণতঃ কাহাকেও কোন কারখানায় একদিনে ১১ ঘণ্টা বা এক সপ্তাহে মোট ৬০ ঘণ্টার অধিক খাটান নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে। চটকলের মালিকরা কিন্তু অনেক সময়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কল চালাইয়া ও লোকজনকে অধিক খাটাইয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়া থাকে। বলা

বাহুল্য যে, হতভাগ্য শ্রমিকদিগকে ইহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইলেও কলওয়ালাদের এই সব ছাঁচড়ামী সহজে বন্ধ করা যায় না। এজন্য প্রথমতঃ প্রত্যেক কলের প্রত্যেক বিভাগে ঘড়ি রাখার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নচেৎ ১০।১৫ মিনিটের কাঁকিবাজী ফোন কালেই বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। অথচ প্রত্যেক লিক্‌টে ১০।১৫ মিনিট অধিক চালানোর অর্থ শ্রমজীবীদিগকে কাঁকি দিয়া দৈনিক এক ঘণ্টা অধিক খাটাইয়া লওয়া। কোন কোন ম্যানেজার আবার কলের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ছাদের ও পাচিলের উপর পাহারা রাখিয়া গোপনে কল চালায়। নৈহাটীর কোন মিলের ম্যানেজার একবার এইরূপ করিলে আমরা তাহা কারখানার ইন্‌স্পেক্টরকে জানাই। ইন্‌স্পেক্টর কিন্তু সেবার আমাদের কথা কেবল ঐ কলের ম্যানেজারকে জানাইয়া এবং উক্ত ম্যানেজারের ঠাট্টাপূর্ণ প্রতিবাদ পত্রের নকল আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন। কিছুদিন পরে সেই কলের সেই ম্যানেজারই আবার ঐরূপ গোপনে কল চালাইতেছিল। আমরা জানিতে পারিয়া এবার আর ফ্যাক্টরী ইন্‌স্পেক্টরকে কোন সংবাদ না দিয়া কিরূপে ইহা ধরিয়া ফেলা যায় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকি। এমন সময় আমরা জানিতে পারি যে, ভাণ্ডার চটকলের কর্ম্মচারীদের সমিতির সেক্রেটারী মিঃ জে, এফ, সাইম এবং পার্ল্যামেণ্টের অন্যতম শ্রমিক-সদস্য মিঃ টমাস জনষ্টন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। সংবাদ পাইয়াই আমরা তথায় যাইয়া উপস্থিত হই। পরে মিঃ সাইমকে গোপনে আনিয়া খিড়কির পথে একেবারে মিলের ভাঁতঘরে প্রবেশ করাইয়া দিই। তখনও কল চলিতেছিল। মিঃ সাইম ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া যান ও ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে সেবার প্রধানতঃ মিঃ সাইমের চেষ্টাতেই ঐ দুর্ত্ত ম্যানেজারের ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা জরিমানা হয়। এবার আর প্রতিবাদ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সে যাহা হউক আজ পৃথিবীর অধিকাংশ কারখানাতেই যখন আট ঘণ্টার অধিক কাহাকেও খাটান হইতেছে না, বাঙ্গলার চটকলের শ্রমিকদিগকে তখন আইনানুসারেই এগার ঘণ্টা খাটান হইতেছে। তাহার উপর ছাট হিসাবে কলওয়ালারাও বরটা পারে অধিক খাটাইয়া লয়। চটকলের প্রত্যেক শ্রমিককে দৈনিক অন্ততঃ ১১ ঘণ্টা করিয়া খাটান হয়। অথচ আমরা এই কলের মধ্যেই দেখিতে পাই যে, সাহেব কর্ম্মচারীরা পুরা ৭ ঘণ্টাও কাজ করে না। বেতনও তাহাদের অন্য সকল কর্ম্মচারী অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। দেশীয় শ্রমিকরা দলে দলে আসিয়া এসোসিয়েশনে যোগ দিয়া একটু সঙ্ঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী হইয়া না উঠিলে ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। কতকটা সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই আমরা তাহাদের পরিশ্রমের সময় কমাইবার ও বেতন বৃদ্ধি করিবার দাবী উপস্থিত করিতে পারি। তাঁহারা কি তাহা করিবেন? তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে, রীতিমত দলবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া সদবেত দাবী করিতে না পারিলে কস্মিনকালেও কিছু মিলিবে না।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য (আত্মশক্তি)

পাবনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

ঘোষিত মূলধন	৩০০০০০৲
অংশমূলক আদায়ী মূলধন	১২১৮৭০৲
বিক্রীত অংশের রিজার্ভ মূল্য	১২১৮৭০৲
সর্ব্বপ্রকার আমানত	১০,০০৪৯৲
রিজার্ভ ফণ্ড	৬৮২৪৬৲
ক্ষতিপরিপূরক অপরাপর ফণ্ড ...	৮১০৪৫৲

এই মূলধনের টাকা ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত ৪টী অসীম দায়িত্ব-বিশিষ্ট কো-অপারেটিভ সমিতি ও ব্যাঙ্কের তহবিলের ৩,২৭২২৩ টাকা সময় ঋণে ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে খাটিতেছে। কলিকাতায় অবস্থিত বেঙ্গল প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে এই ব্যাঙ্কের ৬৬০০০ টাকার ক্যাশ ক্রেডিট ও ২২৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত আবশ্যকানুসারে কর্জ্জ গ্রহণের অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন। ইহার পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে সুসবদ্ধ নিয়মাধীনে হইয়া থাকে।

আপাততঃ আমানতের উপর নিম্নলিখিত হারে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে :—

৪ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০
৩ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৭৸০
২ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৬৲
১ বৎসর মিয়াদে শতকরা বার্ষিক ৫৷০

অস্থির আমানতের শতকরা বার্ষিক সুদ ৩৲ টাকা।

বিস্তারিত নিয়মাবলী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর নিকট প্রাপ্তব্য।

কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্

এতদ্বারা খুলনা কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্ লিমিটেডের অংশীদারগণকে জানান যায় যে, উক্ত ষ্টোরস্ ২৩শে২৬ তারিখে লিকুইডেশনে গিয়াছে। উক্ত ষ্টোরের দেনা মিটাইবার জন্য উহার অংশীদারগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ নিজ অংশ অনুসারে দায়িত্বের টাকা আগামী ১৫ই এপ্রিল (১৯২৮ সন) মধ্যে অত্র অফিসে দাখিল করিবেন। অন্যথায় সার্টিফিকেট দ্বারা খরচা সহ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যিনি যত টাকার অংশ খরিদ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তত টাকা ষ্টোরের ৩১ (ক) উপবিধি অনুসারে দায়িত্বের বাবদ দিতে হইবে। ইতি সন ১৯২৮, ১৬ই মার্চ্চ।

শ্রীভূপেশচন্দ্র শীল
সমবায় সমিতিসমূহের ইনস্পেক্টর ও লিকুইডেটর, খুলনা।

কলিকাতা লোন্ অফিস লিঃ

হেড অফিস ২৪বি, রসারোড, কলিকাতা।
পোঃ বক্স নং ১০৪০৫
টেলি "রিপেইন" ফোন ১০৩৯
কালীঘাটের প্রথম প্রতিষ্ঠিত লোন অফিস

যথারীতি ব্যাঙ্কিং ট্রানজ্যাক্সন আরম্ভ হইয়াছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী আমানতের বর্দ্ধিত হারে সুদ দেওয়া হয়। সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টও খোলা হইয়াছে। শেয়ার, অলঙ্কার ও গভর্ণমেণ্ট পেপার লীয়াবন্ধ রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া হয়। এখনও কতক শেয়ার বিক্রয়ার্থ আছে। বিশিষ্ট নিয়মগুলির জন্য নিম্নে আবেদন করুন।

এ, সি, সমাদ্দার অ্যাণ্ড কোং, ম্যানেজিং এজেন্টস্।

মেয়েদের শিল্পকর্ম্ম

দু'তিন বৎসর থেকে কলিকাতা সহরে দু' একটা নারী-শিল্প প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে। ঐগুলি অধিকাংশই পৃথক পৃথক একটী একটী নারী-প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই সকল কার্য্যে মেয়েদের উৎসাহ-ও পরিশ্রমের বিশেষ পরিচয় পেয়ে বড়ই আনন্দ লাভ করছি। কিন্তু এর ভিতরে ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব, বিলাতী উপকরণের ব্যবহার, বিলাস শিল্পের আধিক্য প্রভৃতি অনেক ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করে আসছি। মেয়ে প্রতিষ্ঠানের জিনিষের এরূপ ত্রুটির জন্য দায়ী মেয়ে শিল্পীরা নহেন। পরিচালকগণই এর জন্য দায়ী।

প্রদর্শনীগুলির মধ্যেও আমাদের দেশের বড় ভুল ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হবে ঐগুলির দ্বারা দেশের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা। কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প-প্রদর্শনীগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় শিল্পের বৈচিত্র্য যায়। অমুক গ্রামের অমুকের মাদুর কাঁথা। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একখানি সাতবার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে সার্টিফিকেট লাভ করেছে। কাঁথাখানি তৈরী শেষ করতে তিন পুরুষের হাত পড়েছিল। মাছের আঁইশ দিয়ে একটা ফুলের সাজি তৈরী হয়েছে। দাম লেখা রয়েছে ৫০০৲ টাকা। কিন্তু "বিক্রয়ার্থ নহে" লেবেল দিয়ে তার মান রক্ষা করা হয়েছে। ঐ লেবেল না দিলেও কেউ অমন জিনিষ অত দাম দিয়ে কিনতো না। নোটের অনুকরণ, ডাক টিকিটের অনুকরণ, পোষ্টকার্ডের অনুকরণ একেবারে চমৎকার! ষ্টেটং ষ্টাম্প দ্বারা পর্য্যন্ত অনুকরণ। দর্শকে দেখে খুব প্রশংসা দিচ্ছে। একখানা কার্পেটের আসন বোনা হয়েছে, তাতে সুতা লেগেছে তিন টাকার আর সময় লেগেছে তিন মাস, দাম লেখা হয়েছে পাঁচ টাকা। হয়ত তাতে একখানি কার্ষ্টক্লাস সার্টিফিকেট্ মিলবে; কিন্তু দামের গুরুত্ব দেখে তার খরিদ্দার হবে না। এইত আমাদের প্রদর্শনীর শিল্পের ধারা। কিন্তু আমরা বলি—কি হবে এমন শিল্প, কি হবে এমন শিল্প প্রদর্শনীতে, যাতে অর্থোপার্জ্জনের পথ মুক্ত না হয়? বর্ত্তমানে যে সকল নারীশিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়ে থাকে তাতে এই ধরণের অনেকো শিল্পই দেখা যায়।

নারী-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষরা এত অর্থ ব্যয় করে, এত কষ্ট স্বীকার করে এক একটা নারীশিল্প প্রদর্শনী করছেন। তার ফল যদি হয় এইরকম তবে তাঁরাই বা কি করছেন, আর শিক্ষয়িত্রীরাই বা এত পরিশ্রম করে সময় কাটিয়ে কি করছেন? শিল্পশিক্ষার কার্য্যে অভিজ্ঞ শিল্পী শিক্ষক চাই। এবং তাঁর ব্যবসায়-বুদ্ধিও থাকা চাই।

এইরূপে আমরা যতদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি, বাংলার নারীশিল্প কোন প্রকারেই একটা সুধারায় উপনীত হয়ে উঠছে না। মহাত্মা গান্ধি প্রবর্তিত চরকায় সূতা-কাটাটিই বর্ত্তমানে অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে আশানুরূপ ফল লাভ না হলেও উহা সর্ব্ববাদিসম্মত নারীশিল্প। দেশের আবশ্যক সূতাগুলি যদি সেকালের মেয়েদের মত একালের মেয়েরা যোগাতে পারতেন তবে আর ভাবনা ছিল না। মেয়েরা শিল্পকর্ম্মের নানা পথে ঘুরে ঘুরে যত দিন পথ পাচ্ছেন না, ততদিন তাঁরা এই চরকা নিয়েই থাকুন না কেন। আর তার সঙ্গে যুক্ত রাখুন ধান ভানা, চিড়ে মুড়ি লাড়ু বড়ী তৈরী, ডাল ভাঙ্গা, আটা তৈরী করা। তারপর ডালা কুলো পাখা পাটী মাদুর তৈরী, এই সবই ত আমাদের দেশের শিল্প। এই সকল তৈরী করাই দেশের অর্থ দেশে রক্ষা করা। এইরূপে একই সঙ্গে জাতীয় শিল্পে আর দেশের কাজে হাত দিলে তারপর আবশ্যকমত আর আর কাজের নির্দ্দেশ আপনি হয়ে আসবে।

(মাতৃমন্দির)

কলিকাতায় গঙ্গাজল

গঙ্গার অপরিষ্কৃত জল পাম্পদ্বারা সহরে প্রবাহিত করা হয়। ঐ জল সহরের রাস্তা ধুইবার জন্য, ধূলি নিবারণ জন্য ও জনসাধারণের গৃহের পায়খানা পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জলে নানাপ্রকার জীবাণু থাকে যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর এবং কলিকাতা সহরে যে এত শ্বাসযন্ত্রের রোগের প্রাদুর্ভাব, তাহার এক কারণ এই অপরিষ্কৃত গঙ্গাজল। রাস্তা সকল ধুইবার জন্য এই অপরিষ্কৃত জল ব্যবহৃত হয় এবং জলের যত কাদা প্রভৃতি রাস্তায় শুকাইয়া গিয়া ধূলি উৎপন্ন করে। গঙ্গার অপরিষ্কৃত জলে কত পরিমাণ বিষ্ঠা বা বিষ্ঠা-উৎপন্ন জীবাণু আছে তৎসম্বন্ধে সঞ্জীবনীতে দুইবৎসর পূর্ব্বে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। নৈহাটীর কিছু উত্তর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত দুইধারের মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জ্জনা এবং গঙ্গা নদীর দুইধারের যত পাটের ও নানাবিধ কলের নিযুক্ত কুলিগণদ্বারা ব্যবহৃত সেপটিক ট্যাঙ্কের সমস্ত জল এই গঙ্গা নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। গঙ্গার এই অবস্থা দূর করিবার জন্য অনেকবার কমিটি গঠিত হইয়াছে, অনুসন্ধান হইয়াছে। সেবারে গঙ্গার এই অবস্থা দূর করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। এ পর্য্যন্ত এই কমিটি কিছুই করেন নাই এবং গঙ্গার জল দিন দিন জীবাণু ও বিষ্ঠাপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীর জলের অবস্থা ধারণ করিতেছে।

এই কাঁচা বিষ্ঠা মিশ্রিত জল দ্বারা কলিকাতার রাস্তার ধূলি নিবারিত হয়। ঐ জল শুকাইয়া গেলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহা বাতাসে ও মোটর গাড়ীর চাকার গতির দ্বারা বাহিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং কলিকাতাবাসীর নাসারন্ধ্রে ও সর্ব্বগাত্রে এই বিষ্ঠার ধূলি লাগে। ইহাতে কলিকাতাবাসীর মধ্যে রোগ বৃদ্ধি পাইবে না কেন?

কলিকাতা সহরে প্রত্যহ ৪ কোটি গ্যালন অপরিষ্কৃত জল পাম্প করা হয়। প্রতি ঘনফুট গঙ্গার জলে বর্ষাকালে ১২০০ গ্রেণ কর্দ্দম থাকে। তৎস্থানে কমাইয়া সমস্ত বৎসর যদি প্রতি ঘনফুটে ৭০০ গ্রেণ কর্দ্দম আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও প্রত্যহ কলিকাতা সহরে ৫৬০০ মণ কর্দ্দম ছড়ান হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কলিকাতার এস্ফাল্টমণ্ডিত রাস্তাতেও এত ধূলা কেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং সহরে বসন্ত, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ও শ্বাসযন্ত্রের রোগ কেন এত বেশী বুঝিতে পারা যাইবে। পরিষ্কৃত জল দান করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন একদিকে উদরাময়, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি রোগ কমাইতে পারিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে বিষ্ঠা জীবাণুপূর্ণ অপরিষ্কৃত জল ছিটাইয়া সকল রোগ ছড়াইবার ব্যবস্থা

করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গদেশে পাট জন্মাইয়া কৃষক যাহা লাভ করে তাহার দ্বিগুণ লাভ করে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়িগণ; তাহার বারগুণ লাভ করে পাটের কলের অংশীদারগণ। কিন্তু পাট জন্মাইয়া ও তাহা পচাইয়া কৃষকগণসহ নিরীহ গ্রামবাসী ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পায়। সেই পাট হইতে চট নির্ম্মাণকালে পাটকলের কুলীর পুরীষ সেপটিক ট্যাঙ্ক হইতে গঙ্গায় বহিয়া গিয়া হুগলীবাসী ও কলিকাতার অধিবাসিগণকে নানা রোগ প্রদান করে। অপর দিকে পাট রপ্তানি শুল্ক ভারত গভর্ণমেণ্ট "হজম" করিতেছেন।

(সঞ্জীবনী)

১৯২৬-২৭ সনে বাংলার সমবায়

পূর্ব্ব বৎসরে সমিতির সংখ্যা শতকরা ১৫·৬ ভাগ বাড়িয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শতকরা ২০·৪ ভাগ বাড়িয়াছিল (১২,৮১৯ হইতে ১৫,৪০৯)। ১৯২৫-২৬ সনে মেম্বারের সংখ্যা শতকরা ১৭·৪ ভাগ বাড়িয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শতকরা ২০·৭ ভাগ (৪৪৩,০৩১ হইতে ৪৫৭,৩২৫) বাড়িয়াছিল। খাটাইবার টাকার (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরে শতকরা ২১·৭ ভাগ ও আলোচ্য বর্ষে ২৫·৩ ভাগ (৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৮ টাকা হইতে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৪২ হাজার ২ শত ১৮ টাকা) বাড়িয়াছিল।

প্রায় সর্ব্বত্রই সমবায় সমিতিগুলার টাকার অভাব ঘটিয়াছিল। ঋণের চাহিদা মিটাইতে প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কের বেগ পাইতে হইয়াছিল।

পাট বিক্রয় সমিতিগুলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ। তাহাদের অর্থবলও যথেষ্ট। সুতরাং ইহাদের খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে সময় লাগিবে। কৃষিক্ষেত্র হইতে পাটকলে পাট সরবরাহ করিবার জন্য বাহিরের সাহায্যের উপর একেবারেই নির্ভর করিতে না হয় সেই জন্য কলিকাতায় একটী "পাইকারী বিক্রয় সমিতি" স্থাপন করা হইয়াছে।

বিক্রয়সমিতির সংখ্যা ৫৩ হইতে ৭৮ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই পাট বিক্রয়ের জন্য।

হুণ্ডি সমিতির সংখ্যা ৬৭ হইতে ৯৭ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮২টী কলিকাতায়। এই ৮২টী 'ক্যালকাটা শিল্প ইউনিয়নে' সঙ্ঘবদ্ধ। ১৯২৬-২৭ সনে এই ইউনিয়নটীর লাভ দাঁড়ায় ২২ হাজার ১ শত ৬৮ টাকা। ইহার সভ্যরা মেসিয়া চাকা ও হার্ডিঞ্জিজ এই দরণের ইউনিয়ন স্থাপিত হইয়াছে।

শিল্প-সমিতিগুলার কোন রকম উন্নতি দেখা যায় নাই।

১৮১টী নূতন ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯২৫-২৬ সনে ছিল ২৬৯টী।

কেন্দ্র-ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা ২৮ হইতে ১০৩ দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ৫ কোটি টাকার কারবার করিয়াছিল (টার্ণ ওভার)। যাহারা সভ্য নহে এরূপ লোকের নিকট প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ ৪৪ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।

'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ অর্গ্যানাইজেশান সোসাইটি প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্টের নিকট ১০ হাজার টাকা করিয়া পাইতেছে। ইহার অবস্থা ভাল।

কচুরী পানা

বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনের পাদ্রী রেভারেণ্ড সি, ই প্রাণ্ট সম্প্রতি কলিকাতা ডায়োসিসান রেকর্ডে কচুরী পানা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

প্রকাশ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জের একজন ধনীলোক বিবাহের পর মধু পূর্ণিমা (হানিমুন) যাপনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় ছইটি মূলের টবে করিয়া নীল ফুলবিশিষ্ট এক প্রকার জল-গাছড়া আনয়ন করেন। ইহাই কচুরী পানা।

১৯১৫ সনে আমি ঢাকা জেলায় বেড়াইতে গিয়া কচুরীর সৌরাত্ম্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। একবার ইহা যেখানে যায় সেখানে এত দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করে যে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। আজকাল বাংলার সর্ব্বত্র এই পানার অত্যাচার পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা নদ্যাদির যে ক্ষতি করিতেছে, জলপথে যাতায়াতের যে বাধা উৎপাদন করিতেছে তাহা অপরিমেয়। গত ১৩ বৎসরের

মধ্যে এই আপদটা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে আর ১০ বৎসর-কাল সেইভাবে বাড়িলে অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জনশূন্য ও দুর্গম হইয়া পড়িবে একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

আজ বাংলার সহস্র সহস্র বিঘা জমির শস্য কচুরী পানায় নষ্ট হইতেছে। কোন কারণে যদি কচুরী পানা অঞ্চলের কোন জমি এক বৎসর চাষ করা না হয়, তাহা হইলে সেই জমিতে এই আপদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসবাস সুরু করিয়া দেয়। ঐ জমি চাষ করা পরে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

এই কচুরী পানার কল্যাণে জলপথে যাতায়াত করা দিন দিনই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। গোপালগঞ্জে আমি একবার পনর কুড়ি হাত প্রশস্ত এক নালা পুল দিয়া পার না হইয়া পুরু কচুরীর উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইয়াছিলাম। বানারিপাড়া নদীতে এত ঘন ও পুরু হইয়া পানা ভাসিয়া বেড়ায় যে, তাহাতে নৌকা চালান দূরের কথা, ষ্টীমার চালানও সম্ভবপর নহে। ঘাঘর নদীতে চিরদিনই নৌকা চলাচল করিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজকাল উহা নৌকার পক্ষে একেবারে দুর্গম। এই নদীটী পঞ্চাশ গজ বা তদপেক্ষা কিছু অধিক প্রশস্ত হইবে। ইহা পানায় এত ভরিয়া গিয়াছে যে, ইহার জল দেখিবার উপায় নাই। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই এই দুরবস্থা।

শস্পা চৌম্বিক 'উড' হাল

ভারত গভর্ণমেণ্টের 'পুসা কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্র' হইতে, অবসর প্রাপ্ত ডাই অর্জ্জুন সিং মহাশয় লিখিতেছেন, "শ্রীযুক্ত অবনচন্দ্র সরকার মহাশয় বর্ত্তমান বড় লাট বাহাদুরকে যে হাল উপহার প্রদান করিয়াছিলেন আমরা সম্রাট প্রতিনিধি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে উহা পরীক্ষা করিতেছি। সরকার মহাশয় স্বয়ং আসিয়া উহা সংযোজনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই হাল বেশোপযোগী, হালকা, ইহার ফলক সকল,—'শস্পা চৌম্বিক' শক্তি সম্পন্ন; ইহা যারা চারা বৃক্ষের শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে চাষ করিলে, ঐ চারা ও শিকড়াদিতে শস্পা চৌম্বিক শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া উহার বৃদ্ধির সহায়তা করে।"

সরকার মহাশয় বলেন, "বৃক্ষের ফলেও এই শক্তি প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐরূপ 'সদ্যঃ সুপক্ক ফল' ভক্ষণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হইবে।

পল্লীগ্রামে জল-সরবরাহের জন্য ঋণের প্রস্তাব

বাংলার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী জেলাবোর্ডের ঋণ দিয়া পল্লীগ্রাম-সমূহের জল-সরবরাহের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনারদের নিকট চিঠি পাঠাইয়াছেন। এই চিঠিতে ঋণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ এইরূপ :—

প্রত্যেক জেলাবোর্ড জল-সরবরাহের উন্নতির জন্য ঋণ পাইতে পারিবে। প্রত্যেক জেলাবোর্ডের স্বীয় কার্য্যে পরিচালন করিতে মোট যাহা খরচ পড়িবে, তাহার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় চাঁদার দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। ঋণের টাকা ২৫ বৎসরের মধ্যে শোধ দিতে হইবে। সুতরাং মাঝে মাঝে সংস্কার করিয়াও অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত জল পাওয়া যায় এইরূপ কার্য্যে—যেমন পুষ্করিণী খনন বা পাকা কূপ নির্ম্মাণ, পানীয় জলের চৌবাচ্চা প্রস্তুতের জন্য বাঁধ নির্ম্মাণ, শুষ্কপ্রায় নদী বা খাল কাটান প্রভৃতিতে—টাকা খরচ করা চলিবে। ছোট ছোট নলকূপ ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ছোট ছোট নলকূপ বসাইবার জন্য ঐ টাকা ব্যয় করা চলিবে না। 'সিঙ্কিং ফাণ্ড' ও সুদের জন্য শতকরা ৭½ হারে দিতে হইবে। জেলাবোর্ডগুলি দিবে শতকরা ৩½ হারে। গভর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধেক হারে অর্থাৎ শতকরা ২¾ হারে টাকা দিবেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মোট ২½ লাখ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। জেলাবোর্ডের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঋণের টাকা খাটাইবার যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিবেন, জেলাবোর্ডগুলিকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

ট্রাম কোম্পানীর চেয়ারম্যানের বক্তৃতা

গত ৫ই জুন তারিখে লণ্ডনের কুইন ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারদের

বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জন, জি, বি, গ্রীন ১৯২৭ সনে কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

নোনাপুকুরস্থ কোম্পানীর সম্পত্তির পূর্ব্বদিকে নূতন গ্যারেজ নির্ম্মাণের জন্য জমি কিনিতে ৩৫,১৭৬ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে।

যাত্রীদের নিকট হইতে আয় বাড়িয়াছে ৪২,৩০৮ পাউণ্ড। এই আয়-বৃদ্ধির কারণ :—(১) হিন্দু-মুসলমান মারামারি বন্ধ হইয়াছে, (২) ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, (৩) ভাড়ার হ্রাস, (৪) মাসিক টিকিটের চলন।

১৯২৭ সনে যে কয়টী নূতন বাস্ চালানো হইয়াছিল তাহাদের জন্য অতিরিক্ত খরচ ২৪,৩৮২ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল।

ডিভিডেণ্ড ৫ পারসেণ্ট

প্রথম ও দ্বিতীয় ডিবেঞ্চারের সুদ এবং 'দ্বিতীয়' ডিবেঞ্চারের 'সিঙ্কিং ফাণ্ডে' যাহা দেয় তাহা দিবার পর হাতে রহিয়াছে ১২৪,৯০৭ পাউণ্ড। এই টাকা নিম্নরূপ ভাবে ভাগ করা হইয়াছে—ডিপ্রিসিয়েশান ফাণ্ডে ৮০,০০০ পাউণ্ড ; কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে ২,১৫০ পাউণ্ড ; সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের শতকরা ৫ হারে আয়কর-মুক্ত ডিভিডেণ্ড দিবার জন্য ৩৫,০০০ পাউণ্ড ; আগামী বৎসরের জন্য রাখা হইয়াছে ৭,৭৫৮ পাউণ্ড।

ডিপ্রিসিয়েশান ফাণ্ডে এখন ১৫৫,৩১০ পাউণ্ড আছে।

বিদ্যুৎ-সরবরাহের ভার কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশান লইয়াছেন। কাজেই বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আর রাখিবার দরকার নাই।

যাত্রী বাড়িয়াছে শতকরা ২০ ভাগ

জনসাধারণকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার পক্ষে ট্রামই যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা যান এই অভিমত গত বৎসর প্রকাশ করা হইয়াছিল। ১৯২৭ সনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই মতই সত্য। মোট আয় ৪ লক্ষ পাউণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগ কেবল ট্রাম হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। ট্রামের যাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িয়াছে। এই যাত্রি-বৃদ্ধির কারণ—(১) মাসিক টিকিট বিক্রয় প্রথা, (২) গাড়ীগুলিকে অধিকতর আরামজনক করা ও ইহাদের চেহারার উন্নতি-সাধন, (৩) যাত্রীদের অভাব-অভিযোগের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া।

সহরের উত্তর দিকে আরও অধিক যাত্রী পাইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ঐ দিকে গাড়ীর গতির বেগ বাড়াইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

রসা রোড হইতে বালিগঞ্জ (১½ মাইল) ট্রাম চালাইবার বন্দোবস্ত খুব সম্ভব এই মাসের (জুন) মধ্যেই শেষ হইবে।

বাস্‌এ লোকসান

বাস্ চালাইয়া নিরাশ হইতে হইয়াছে। বাস্‌এর জন্য যথেষ্ট লোকসান হইতেছে।

এখন কলিকাতায় যেরূপ কম ভাড়ায় বাস্ চালানো হইতেছে, ঐরূপ কম ভাড়ায় বাস্ চালানো অসম্ভব। উহাতে 'চল্‌তি' খরচই কেবল আদায় হয়, ইহার অধিক কিছু থাকে না। সুতরাং যে মূলধন লাগানো হয় তাহার কোন আয় থাকে না।

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি

বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যয় করিয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আয়ের একটা বড় অংশ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটির এবিষয়ক ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। মোট আয়ের প্রতি ১০০৲ টাকার মধ্যে কতটাকা এই বাবদে ব্যয় হয় তাহাও দেখান হইল।

মিউনিসিপ্যালিটির নাম	ব্যয়ের পরিমাণ	মোট আয়ের শতকরা অংশ
ঢাকা	২১২৮০৲	৭৷৹
ময়মনসিংহ	১৩০৮৲	২৲

মিউনিসিপ্যালিটীর নাম	ব্যয়ের পরিমাণ	মোট আয়ের শতকরা অংশ
জামালপুর	১১৫৯৲	৬৷০
নারায়ণগঞ্জ	২০৮৯৲	২৷৷০
কিশোরগঞ্জ	৫৭১৲	৫৷৵১২
ফরিদপুর	১৩০৭৲	৬/১০
মাদারীপুর	৯০৪২৲	৩৫৸৵৮
বরিশাল	১৬০১৲	৪/২৷০
ঝালকাঠি	১২০৬৲	১২৵৪
চট্টগ্রাম	১২৩৪৭৲	১০৷/০
কুমিল্লা	৪৬২৯৲	৪৷
চাঁদপুর	২১৬৭৲	৬৸০
নোয়াখালী	৭৮১৲	৫৸০

অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি আয়ের তুলনায় কম ব্যয় করেন। এবিষয়ে মাদারীপুর প্রশংসনীয়। মাদারীপুর আয়ের শতকরা ৩৫৸৵৮ ব্যয় করে। ময়মনসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয় করে।

সিরাজগঞ্জের উপর যমুনা নদীর আক্রমণ

সিরাজগঞ্জ সহর বাংলার পাট ব্যবসার একটী প্রধান কেন্দ্র। ইহা যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। ১৮৪৮ সনের আগে এই সহর যমুনানদীর পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বদিকে নদীর আক্রমণ হওয়ায় ১৮৪৮ সনে সহরটীকে নদীর পশ্চিম তীরে লইয়া যাওয়া হয়। সম্প্রতি নদীটি পশ্চিমদিকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হয় বাঁধ বাঁধিতে হইবে, না হয় সহরটীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সহরটীকে নদীর গ্রাস হইতে বাঁচাইতে হইলে ১½ মাইল দীর্ঘ বাঁধ বাঁধার প্রয়োজন। ইহাতে প্রথমে খরচ পড়িবে ১২ লাখ টাকা। পরে আরও খরচ পড়িবে। বাংলা গবর্ণমেণ্ট এত টাকা খরচ করিতে অনিচ্ছুক। পশ্চিম তীরটী পলিমাটী ও সূক্ষ্ম বালিদ্বারা গঠিত। এইরূপ মাটীর উপর বাঁধ বাঁধিলে উহার টিঁকিবার সম্ভাবনাও খুব অল্প। সুতরাং সহরটীকে অন্যত্র নেওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।

বন্য জন্তু রপ্তানি

জগতের মধ্যে আমেরিকার ক্রোড়পতিরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্যজন্তুর সংগ্রাহক। আমেরিকার সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত পশুশালায় যে সকল পশু দেখা যায় সেগুলি কলিকাতা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতের মধ্যে কলিকাতাই এই ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। এমন কি সুদূর প্রাচীর দ্বীপ-সমূহ হইতে সংগৃহীত হাতী, বাঘ, সাপ, বানর প্রভৃতি আমেরিকার জাহাজে উঠাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় আনীত হয়। উত্তর ভারতের রাজা মহারাজাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতেও অনেক বন্য জন্তু আমেরিকায় পাঠাইবার জন্য যোগাড় করা হয়।

আমেরিকার ধনী ও বিলাসীরা বাঘ অত্যন্ত পছন্দ করেন। একটী বাঘের জন্য ২৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাম উঠিয়া থাকে। বাঘের পর বানরের কাটতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ব্যবসার মরশুমের সময় হপ্তায় এমন কি ২০০টী পর্য্যন্ত বানর কলিকাতা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইয়োরোপই প্রধান ক্রেতা ছিল। যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের চিড়িয়াখানাগুলি প্রায় খালি হইয়া যায়। সুতরাং যুদ্ধের পর ইয়োরোপ হইতে ভারতে অর্ডারের স্রোত আসিতে থাকে। ফলে দাম অত্যন্ত চড়িয়া যায় এবং এই ব্যবসায় একটী 'বুম্' আসিয়া উপস্থিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঘের দাম ছিল ১০০০৲, যুদ্ধের পর দাঁড়াইল ২৫০০৲। অন্যান্য জন্তুদের দামও বাড়িল। কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল শীঘ্রই দেখা দিল। ইয়োরোপের যত জন্তু আবশ্যক তাহা লওয়া হইয়া যাইবার পরই ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ দাঁড়াইল। কিন্তু দুরবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ আমেরিকা ক্রেতা হইয়া বাজারে দেখা দিল। তাহার ফলে আমেরিকার সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ধনীদের মধ্যে ইহা লইয়া রেষারেষির ফলে বাড়ীতে বাড়ীতে পশুশালা রাখিবার অভ্যাস যেমন বাড়িতে লাগিল পশুর দামও তেমন বাড়িতে লাগিল।

আমেরিকার চাহিদা একটুও কমে নাই এবং শীঘ্র যে কমিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। কারণ শুধু বাড়ীতে

বাড়ীতে পশুশালা রাখার নয়, প্রতি মাসে পশুর সংখ্যা বাড়ানোর অভ্যাসও আমেরিকাতে জন্মিয়াছে। ইয়োরোপেও চাহিদা একেবারে নাই তাহা নহে। ব্যবচ্ছেদের জন্য বানর ইয়োরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। জার্মাণিই প্রধান ক্রেতা। পরীক্ষার জন্য অনেক পাখীও ইয়োরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে।

আসানসোলে জল-সরবরাহের নূতন স্কীম

আসানসোল সহরে জলসরবরাহের একটি নূতন স্কীম সেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই মাসের মধ্যে এই স্কীমটী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে আশা করা যায়। অনুমোদিত হইলেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে।

ঘণ্টায় ২২ হাজার গ্যালন অথবা দৈনিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ৫ লাখ ২৮ হাজার গ্যালন পর্য্যন্ত জলসরবরাহের বন্দোবস্ত হইবে। মেন পাইপের ব্যাস হইবে ৯ ইঞ্চি। ২টী চৌবাচ্চা থাকিবে। একটীতে ধরিবে ২ লাখ গ্যালন, অপরটীতে ২৫,০০০ গ্যালন। দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে থাকিবে। ৪০০ বাড়ীতে জল সরবরাহ করা হইবে।

নির্ম্মাণের জন্য খরচ পড়িবে মোট ৪½ লাখ টাকা। চালাইবার জন্য বার্ষিক খরচ পড়িবে ১৩ হাজার ৮ শত টাকা।

নির্ম্মাণের খরচ এইরূপ ভাবে সংগ্রহ করা হইবে স্থির করা হইয়াছে:—স্থানীয় চাঁদা ১,৮০,০০০টাকা; গবর্ণমেণ্ট ১,৫০,০০০ টাকা; গবর্ণমেণ্টের নিকট ধার ১,২০,০০০৲।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের পথ চারিটি:—(১) পরীক্ষার ফি, (২) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ, (৩) এম্, এ, আইন ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের প্রদত্ত মাসিক মাহিনা, (৪) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত গ্রান্ট ৩ লাখ টাকা। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ দান আছে। এই দানগুলির বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় ২২ লাখ টাকা। এইগুলি সাধারণ আয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই। জন কয়েক অধ্যাপকের জন্য যে বিশেষ টাকা দেওয়া আছে বা কলেজের জন্য ছোট খাট যে কয়েকটী দান আছে, সেগুলিও ধরা হয় নাই।

ব্যয়ের দিকে প্রধান হইতেছে পরীক্ষার খরচ বার্ষিক প্রায় ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। ইহা ব্যতীত আছে ছাপাখানার খরচ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ও আফিস চালানোর খরচ ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা।

বর্ত্তমান বৎসরের (১৯২৮-২৯) বাজেটে দেখা যাইতেছে যে, আগেকার খাটানো টাকা ভাঙ্গিয়া তবে ব্যয় সংকুলান সম্ভব হইবে। কারণ প্রত্যেকটী প্রকার আয়ের পরিমাণ কম হইবে বুঝা যাইতেছে। ১৯২৪ সনে পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা ২ লাখ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। আগামী বৎসরে মাত্র ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে অনুমান করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থী ছাত্র কমিয়া যাওয়ার ফলে পরীক্ষার ফি ৪ বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টাকা কমিয়াছে। গোল্ড-গ্রাজুয়েট (আর্ট ও সায়েন্স) বিভাগের ছাত্র শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে, যদিও ঐ বিভাগের জন্য ৪ বৎসরে ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা খরচ বাড়িয়াছে। আইন কলেজের ছাত্র এক সময়ে ৩০০০ পর্য্যন্ত ছিল। এই বৎসর ২০৫০ জন দাঁড়াইয়াছে। অথচ অন্ততঃ ২১০০জন ছাত্র পড়িবে এই হিসাবে ৫ বৎসরের চুক্তিতে অধ্যাপক রাখা হইয়াছে। অধিকন্তু গত ৪ বৎসরে আইন কলেজের বার্ষিক খরচ প্রায় ৪৫ হাজার টাকা বাড়িয়াছে।

কয়েকটী ফাঁক মিটাইবার জন্য আগামী বৎসরের বাজেটে কোন প্রকার বন্দোবস্তই নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলির 'ডিপ্রিসিয়েশানের' জন্য কোন প্রকার 'সিঙ্কিং ফাণ্ড' নাই। আশুতোষ বিল্ডিং হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আয় প্রায় ৩৬০০০৲। কিন্তু এই আয় হইতে বাড়ীটির 'ডিপ্রিসিয়েশানের' জন্য কিছুই রাখা হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটী অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীকে 'গ্রাচুইটি' দিতে আইনতঃ বাধ্য। কিন্তু ইহার জন্য কোনও বন্দোবস্ত নাই।

নারীগণের জীবিকার্জ্জনের নূতন উপায়

প্রায় এক বৎসর হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে নারী যাত্রীদের নিকট টিকেট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত শিক্ষিতা নারীদিগকে টিকেট বিক্রয়ের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন। প্রথমে নারীগণ এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বহু চেষ্টা করিয়া প্রথমতঃ ৯ জন শিক্ষিতা নারীকে এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা ৭০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহাদের বেতন ১২৫৲ টাকা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করিতে পারেন। রেলওয়ে নারীদের জন্য বাসস্থানও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি আবার গবর্ণমেণ্ট নার্সিং শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

নার্সিং বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর নার্স প্রস্তুত করা হইবে,—উচ্চ ও নিম্ন। যে সকল ছাত্রী ফুনিয়ার কেম্ব্রিজ অথবা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর নার্সিং ক্লাশে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। যাঁহারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন বা তদনুরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর নার্সিং ক্লাশে ভর্ত্তি করা হইবে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নার্সের কর্ম্ম করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক হইবেন তাঁহাদের অধ্যয়ন-কালে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আহার, বাসস্থান ও পোষাক খরচ বহন করিবেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসে ৬০ টাকা হইতে ৯০ টাকা বেতন ও বাসস্থান দিবেন। যাঁহাদের বয়স ১৮ বৎসরের কম তাঁহারা নিম্নশ্রেণীতে এবং যাঁহাদের ১৯ বৎসরের কম তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। নারীদের অর্থোপার্জ্জনের একটী নূতন সুযোগ উপস্থিত। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ছাত্রীদের নাম সংগ্রহ করিতেছেন। যাঁহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৬নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা এই ঠিকানায় শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর নিকট তাঁহাদিগের নাম ধাম, বয়স ও কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন তাহার বিবরণ-সম্বলিত পত্র লিখিতে পারেন। (শান্তিবার্ত্তা)

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের জমিদারী

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের শাসনাধীন জমিদারীগুলির এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, সমগ্র বঙ্গদেশে ১৩৩৩ সনে ৭৯টী জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। এই বৎসরে আরও ৬টী জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং একটি মুক্তিলাভ করিয়াছে। মোটের উপর ৮৪টী জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

এইসকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারীর গড়ে মায় সেস বার্ষিক স্থিত ৬১১৮০০০৲। ৮৪১১০০০৲ ছিল বকেয়া বাকী। তন্মধ্যে ৩৯৪০০০৲ টাকা আদায়ের অযোগ্য বিবেচিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট হাল বকেয়া মধ্যে উক্ত বৎসরে হালের ৩৮১৯০০০৲ টাকা এবং বকেয়া ২৪০৩০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

এই বৎসরে জমিদারীসমূহের ঋণ মধ্যে সুদে আসলে ১১০০০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে এবং ৯০৭৫০০০৲ টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে।

এই সকল জমিদারী শাসনের জন্য স্থিতের উপর প্রায় শতকরা ১৩৷০ টাকা হিসাবে খরচ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মামলা-মোকদ্দমার অতিরিক্ত ব্যয় (যাহা আদায়-যোগ্য নহে) শতকরা প্রায় ৮৷৵০ আনা হারে বেশী লাগিয়াছে। সুতরাং তদ্দরুণ খরচ শতকরা ২১৲ টাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (শান্তিবার্ত্তা)

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

গত ১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৮০টি শিশু জন্মিয়াছিল। ১৯২৫ সালে উহার সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৭। ১৯২৬ সালে প্রাদেশিক জন্মের হার প্রতি মাইলে ২৯·৬। প্রতি মাইলে উহার পঞ্চ বার্ষিক গড় ২৮·৯। বাঙ্গালা দেশের নগরসমূহে ১৯২৬ সালে উহার সংখ্যা ছিল প্রতি মাইলে ১৮·৩, তাহার পূর্ব্ব বৎসর

ছিল প্রতি মাইলে ১৯'৮। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা দেশে ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালের জন্ম-সংখ্যা শতকরা ৬'৬ পরিমাণে কমিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশের নগরসমূহে জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রী করিবার প্রণালী অত্যন্ত ত্রুটীপূর্ণ। ২।১টি নগর ভিন্ন অন্য কোন নগরে এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্বন্ধে কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।

ডিরেক্টর সাহেব বলেন যে, টিকাদার কর্ম্মচারীরা জন্মমৃত্যুর রেজিষ্ট্রী পরীক্ষা করিয়া ১৩৭১২টি জন্ম এবং ১৪৫১টি মৃত্যুর ভিতর যথাক্রমে ৩৩১ এবং ১০৯টি ছাড় বাহির করিয়াছে। অর্থাৎ ঐ দুই বিষয়ে যথাক্রমে শতকরা ২৪ এবং ১৯ ছাড় হইয়াছে।

শিশুমৃত্যুর কথা

গত ১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে ১ বৎসরের ন্যূন বয়সের শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ২ লক্ষ ৫১ হাজার ১ শত ৮৪। ১৯২৫ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত ৮২। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালে উক্ত প্রকার শিশুর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৮'৬ পরিমাণ বাড়িয়াছে। ১৯২৬ সালে ৩২২৮টি প্রসূতি সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ২৭৪০ এবং ১৯২৪ সালে ১৯৭২। কলিকাতায় জন্মমৃত্যু রেজিষ্ট্রী করিবার প্রণালী যেরূপ উন্নত, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে সেরূপ নহে। তাহাতেই অনুমান হয় পল্লীগ্রামসমূহ হইতে যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহার সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

কলিকাতা সহরে গত ১৯২৬ সালে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত ধাত্রীরা ৬২৭৬টী প্রসূতির প্রসব করাইয়াছিল এবং কঠিন বলিয়া ২২৬টী প্রসূতিকে হাসপাতালে পাঠাইয়াছিল। তাহাদের কর্ত্তৃক প্রসূত শিশুদের ভিতর জন্মের ১০ দিনের ভিতর হাজার করা মাত্র ২৫টী শিশু মারা পড়িয়াছিল; কিন্তু মফঃস্বলে ঐ সালে সেখানকার ধাত্রীদের দ্বারা প্রসূত শিশুদের জন্মের এক সপ্তাহের ভিতর হাজার করা ১১৬টি শিশু মরিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সুপ্রসবের জন্য শিক্ষিতা ধাত্রীর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। সেজন্য মফঃস্বলের অনেক সহরে ধাত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকার হইতে সেজন্য সাহায্যদানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলেরা

১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে কলেরা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৯ হাজার ১ শত ৬৬। তৎপূর্ব্ব বৎসর উক্ত রোগে বঙ্গদেশে ৩৪ হাজার ২ শত ৭৬ জন মারা পড়িয়াছে। ১৯২৬ সালে বঙ্গদেশে যত লোক মরিয়াছে তাহার শতকরা ১ অংশ লোক এক কলেরা রোগেই মারা পড়িয়াছে। ১৯২৫ সালে যে পরিমাণ কলেরা প্রতিষেধক টীকা-বীজ বাঙ্গালায় বিতরণ করা হইয়াছিল, ১৯২৬ সালে তাহা অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক টীকা-বীজ যোগান দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৫ সালে বঙ্গদেশে ১৬টি জেলায় কলেরা বীজের টীকা দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে দার্জ্জিলিং ছাড়া অন্য সকল জিলাতেই টীকা দেওয়া হইয়াছে। দার্জ্জিলিং জিলায় ঐ রোগ প্রায় হয় না। প্রতিষেধক টীকা লওয়া ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। টীকাই যে উক্ত ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক, ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

বসন্ত

আলোচ্য বর্ষে বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা ২৫ হাজার ৫৪৮। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উক্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়াছে। ঐ রোগে বর্ত্তমান বর্ষের মৃত্যুসংখ্যা দশ বার্ষিক গড় মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা শতকরা ৬৬ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নূতন টীকা লওয়ার সংখ্যা কমিয়াছে।

জ্বর

আলোচ্য বর্ষে জ্বর রোগে মৃত্যু সংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৭৩ জন। তৎপূর্ব্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ২২৮ জন।

কালাজ্বর

১৯২৬ সালে কালাজ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ১৪ হাজার ২৭৪ জন। ১৯২৫ সালে উহার সংখ্যা ১৬ হাজার ৭৬৬ জন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উক্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা কমিতেছে।

নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ঘাট

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের নারায়ণগঞ্জ, চাষাঢ়া খোলাইগঞ্জ নামক ৩টী প্রসিদ্ধ ষ্টেশনে রেল-কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি নূতন অসুবিধার সৃষ্টি করায় তাহার প্রতীকারকল্পে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে "আনন্দ বাজার" প্রভৃতি সংবাদপত্রের মারফতে আমি "রেল-কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী" এবং "নারায়ণগঞ্জ রেল ও জাহাজ ষ্টেশনে কুলীর অত্যাচার" শীর্ষক পত্রে উক্তিতন কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। "আনন্দবাজার" পত্রিকাও ১০।১২।২৭ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমার পত্রসমূহের প্রতি ষ্টীমার কোম্পানী ও রেল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং এ ব্যাপারে পুনরায় যাহাতে অপ্রিয় আলোচনা করিতে না হয়, তাহার জন্যও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই সুদীর্ঘ চারি মাস মধ্যেও অভিযোগের প্রতীকারের কোনই ব্যবস্থা না করিয়া এ দেশবাসীকে যে তাঁহারা মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছেন। আমি নিম্নলিখিত অভিযোগ গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিতেছি। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট সত্বর জাহাজ কোম্পানী ও রেল-কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্য সম্পাদনে আমার অভিযোগের প্রতীকারের নিমিত্ত যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

চাষাঢ়া ষ্টেশনে নূতন দুইটী "সাইড" লাইন খোলার পর হইতেই ৭।৮ মাস যাবৎ রেলগাড়ী ষ্টেশন হইতে বহুদূরে উত্তরে দাঁড়াইয়া থাকে। যাত্রিগণের, বিশেষতঃ স্ত্রী-যাত্রীদের শিশুসহ গাড়ীতে উঠানামা করিতে যে কষ্ট হয় তাহা বর্ণনাতীত।

জাহাজে সেখানে আলোরও কোন বন্দোবস্ত নাই। গাড়ীর সিঁড়ি হইতে প্রায় দুইহাত নীচে রেলের লাইনের পার্শ্বস্থিত কাদার (বালিয়া বা খোয়া) উপর লাফাইয়া পড়িতে হয়। এই স্থানের ঠিক দিয়াই রেলওয়ে সিগ্‌ন্যালের দুইটী তার পাশাপাশি গিয়াছে। প্রত্যহই বহু যাত্রী পূর্ব্বোক্ত কাদা ও তারে আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। এই ষ্টেশনে স্ত্রী-যাত্রিগণের কোন ভাল বিশ্রামাগার নাই। বারমাসই তাঁহাদিগকে রৌদ্র বৃষ্টিতে অনাবৃত স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়। ইহার প্রতীকারের জন্যও বহুবার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাঁহারা জনসাধারণের প্রার্থনায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, পরন্তু উপরোক্ত নূতন অসুবিধাই সৃষ্টি করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রী-যাত্রিগণের বিশ্রামকক্ষের দক্ষিণ ধারে একটি দ্বার ছিল। জাহাজ কিংবা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াই স্ত্রী-যাত্রিগণ বিশ্রামাগারে যাতায়াত করিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গী পুরুষগণও সেই কক্ষের দক্ষিণ ধারেই তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষ যাত্রিগণের বিশ্রামাগারে রাত্রিতে ও অন্য সময়ে নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারিতেন। বৎসরাধিক কাল যাবৎ দক্ষিণের দ্বারটি একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ায় পুরুষ যাত্রীদিগের দ্বার দিয়াই বাধ্য হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামাগারে যাইতে ও রেলগাড়ীতে উঠিতে হয়। এ জন্য পর্দ্দানশীন স্ত্রী-যাত্রিগণের কিরূপ সঙ্কোচ ও অসুবিধা হয় তাহা বলাই বাহুল্য। স্ত্রী-যাত্রীদিগকে অরক্ষিত অবস্থায় কেবল ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের দয়া ও সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্রামাগারে রাখা সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া অনেকেই তাহাদিগকে পুরুষের বিশ্রামাগারেই তাহাদের নিকটে রাখিতে বাধ্য হয়। ষ্টেশনস্থিত পুলটির পশ্চিমধারে পূর্ব্ব-পশ্চিমে অনুমান ৩০০ হাত দৈর্ঘ্যে রেলওয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি রাস্তা আছে। যানযোগে ষ্টেশনে যাইবার এই একমাত্র রাস্তা দিয়াই ঘোড়ার গাড়ী পুল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিত। ৬।৭ মাস যাবৎ এখানে গাড়ী যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সাহেবদের মোটরগাড়ী যাইবার কোন

বাধা দেখা যায় না। যাত্রিগণকে এই রাস্তা অতিক্রম করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর রোডে যাইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিতে হয়। পুলটীর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত মোট আনিতে কুলীরা যে পয়সা আদায় করিত এখন সদর রাস্তা পর্য্যন্ত আনিতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আদায় করে।

ষোলাইসহর ষ্টেশনে স্ত্রীলোকের বিশ্রাম কক্ষের পূর্ব্বধারে একটি ও পশ্চিমধারে একটি দ্বার বিদ্যমান ছিল। স্ত্রীলোক-গণ পশ্চিমের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সরাসরি কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত। বৎসরাধিক কাল যাবৎ পশ্চিমের দ্বারটী একেবারে বন্ধ করিয়া রাখায় স্ত্রী-যাত্রিগণকে পুরুষ যাত্রিগণের বিশ্রাম স্থানের মধ্য দিয়া সসঙ্কোচে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদ্বারের দ্বার দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়।

নারায়ণগঞ্জ জাহাজ ঘাটে ও রেলওয়ে ষ্টেশনে কুলিগণ কিরূপ জুলুম করিয়া অতিরিক্ত হারে মজুরী আদায় করে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছিলেই কুলীর দল যাত্রীদের অসুবিধা জন্মাইয়া অসংযত ভাবে ছোড়া-দৌড়ি করিয়া মোট হস্তগত করার চেষ্টা করে। ষ্টেশনের মার্কামারা কুলী ব্যতীত বাহিরের কোন কুলীকে মোট আনিতে ষ্টেশনে যাইতে দেওয়া হয় না। মার্কামারা কুলীর দলও প্রতিযোগিতা রহিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে নির্দ্ধারিত হারের অতিরিক্ত মজুরী আদায় করিয়া থাকে। কোন একটী কুলী কোন মোটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নির্দ্ধারিত হারের বহুগুণ মজুরী দাবী করিলেও অন্য কোন কুলী সেই মোট আনিবার জন্য অগ্রসর হয় না। কাজেই বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত মজুরী দিয়াই সেই কুলীকেই নিতে হয়। কেহ নির্দ্ধারিত মজুরী দিয়া বেশী দিতে না চাহিলে তাহাকে অনেক সময় অশ্লীল গালিগালাজ করে এবং অন্যান্য কুলীরাও দল বাঁধিয়া অগ্রসর হয়। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিদেশাগত বিধায় এবং স্থানীয় লোকেরাও এই সমস্ত বিষয় নিয়া সময় ও অর্থ ব্যয়ে কোর্টে যাওয়ার বিড়ম্বনা-স্বীকার করিয়া ইহার প্রতীকারে অবহিত হয়েন না। এবম্বিধ অত্যাচার নিয়ত স্থানীয় ষ্টীমার ও রেল কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষের-সামনেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই কুলীদের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হওয়া কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে?

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সোম, মোক্তার, নারায়ণগঞ্জ।

জন-সংখ্যায় বাঙালী

বাংলা দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই কমিয়া চলিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার জনসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় প্রমাণিত হইতেছে।

প্রদেশ	প্রতি হাজারে বৃদ্ধির হার
মধ্য প্রদেশ	১১.৭
বিহার ও উড়িষ্যা	১১.৬
মাদ্রাজ	১০.৫
যুক্ত প্রদেশ	৯.১
বোম্বাই	৮.৫
আসাম	৭.৮
ব্রহ্ম	৬.৭
পাঞ্জাব	৫.১
বঙ্গদেশ	২.১

বাংলার জন্মহার

প্রদেশ	প্রতি হাজারে জন্মের হার
মধ্য প্রদেশ	৪৬
পাঞ্জাব	৪১.৬
বিহার উড়িষ্যা	৩৭.৩
মাদ্রাজ	৩৬.১
যুক্ত প্রদেশ	৩৪.২
আসাম	৩০.৮
ব্রহ্ম	২৭.৬
বঙ্গদেশ	২৭.৪

মৃত্যুহার বঙ্গদেশে প্রতি হাজারে ২৪.৭। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশের স্থান এই বিষয়ে সপ্তম।

অন্যত্র ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালে শতকরা ৭·৪ কম ও গত পাঁচ বৎসরের গড়ের শতকরা ৫·২ কম।

শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালে শতকরা ৮·৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৫ সালে বাঙ্গালার ৪টী জেলায় মৃত্যুহার অন্যত্র অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে ৯টী জেলায় মৃত্যুহার বেশী হইয়াছে।

বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন সত্ত্বেও দেশে বাল্য বিবাহের হার ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা তাহার উদাহরণ।

প্রতি সহস্রে বিবাহিত পুরুষ

১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের	১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের
৮৪·৩	৬১৭
৮৪১	৬২১
৮৬০	৬৫০
৮৬৬	৬৬৪
৮৭৯	৬৮৭

প্রতি সহস্রে বিবাহিতা বালিকা

	৫-১০ বৎসর বয়সের	১০-১৫ বৎসর বয়সের
১৮৮১	+	৪৮১
১৮৯১	৮৭৪	৪৯১
১৯০১	৮৯৩	৫৫৯
১৯১১	৮৯১	৫৫৫
১৯২১	৯০৭	৬০১

সমগ্র ভারতে হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৯০৯১৮৭৮০।

শিশু বিধবার তালিকা

১ বৎসরের কম বয়সের	৫৯৯ জন
১ হইতে ২ বৎসর	৪৯৫
২ „ ৩ „	১২৫৭ „
৩ হইতে ৪ বৎসর বয়সের	২৮৩৭ জন
৪ „ ৫ „	৬৭০৭

মূক বধিরের সংখ্যা

সমগ্র বঙ্গদেশে ৩ লক্ষ ২০ হাজার মূক বধির রহিয়াছে তন্মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতেছে মাত্র ১৭২ জন। একে কলিকাতা ছাড়া পশ্চিম, মধ্য, উত্তর বঙ্গে একটীও মূক বধির বিদ্যালয় নাই। পূর্ব্ব বঙ্গে কয়েকটী আছে।

উন্মাদ রোগীর সংখ্যা

সমগ্র ভারতে এখন প্রায় ৮৮৩০৫ জন উন্মাদ বা মানসিক রোগগ্রস্ত নরনারী বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে মাত্র ৯১১২ জনের চিকিৎসিত হইবার সুবিধা আছে। অবশিষ্ট নরনারী বিনা চিকিৎসায় জেলে আছে অথবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেকের ধারণা, এই রোগ দুরারোগ্য। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। যত্নে ও চিকিৎসায় ইহা আরাম হইতে পারে।

কলিকাতায় আবার মেথর ধর্ম্মঘট

গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়-মেথর সকলে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। মৃতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় মেথরদিগের অভিযোগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে সেই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এতাবৎকাল কর্পোরেশনে কর্তৃপক্ষ মেথরদিগের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কোন প্রতিকার করেন নাই। উপরন্তু মেথর-ধাঙ্গড় সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাশগুপ্তা বহু আবেদন করিয়া কোনও উত্তর পান নাই। সেই হেতু গত ২৪শে জুন হইতে মেথরগণ পুনরায় ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। গত ২৫শে তারিখ বৈকালে কালীঘাটে এক সভায় সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাশগুপ্তা এবং সহঃ সভাপতি মিঃ মুজফ্‌ফর আহম্মদ বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে সেই সময়ে ১৪৪ ধারা অনুসারে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রাত্রি নয় ঘটিকার পরে ইউনিয়ন আফিসে সংবাদ পৌঁছিলে মিঃ

মুরুকরের আহাম্মদের জন্য মিঃ আই, বি, সেন এবং শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তার জন্য তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস জামিনে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন। কিন্তু জামিন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রি ১১ টার সময় বটতলার পুলিশ আবার তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। মিঃ সেন এবং খগেন-বাবু পুনরায় জামিন দাঁড়াইতে গেলে পুলিশ নূতন লোক আনিতে বলে এবং নূতন লোক আনিবার জন্য যে সময়ের দরকার ততক্ষণ পুলিশ অপেক্ষা করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাদিগকে সে রাত্রি হাজতেই থাকিতে হয়। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ৩৮ করিয়া অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে চাকার ঠাঁই

বাংলার নানাজিলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। বাংলার গবর্ণমেণ্ট ঐ সব অঞ্চল পরিদর্শনে যাইতেছেন। দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেশের শাসনপতি দেখিয়া আসিলে আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে এরূপ আশা করা যায়। দুর্ভিক্ষ কিসের? খাদ্যদ্রব্যের অভাব না খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার অর্থের অভাব? বর্ত্তমানে যাতায়াতের সুবিধার দিনে কোন এক জিলায় খাদ্য দ্রব্যের অনটন হেতু অভাব ঘটিলে অপর দশ জেলা হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হইয়া তাহা মিটাইবে; কিন্তু যদি জেলার লোকগণের আর্থিক দারিদ্র্য এমন অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে যে, দ্রব্য-মূল্য সামান্য বাড়িলেই উপবাস করিতে হয় তবে সাময়িক সাহায্য করিয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে না। যাহাতে ক্রমশঃ ক্রয়শক্তি বাড়ে সে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(ঢাকা প্রকাশ)

শ্রমিক হাঙ্গামা

১৯২৬-২৭ সনে ৪৮টী ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৪০টি। মোটমাট ১৩০১৪০ জন লোক কাজ বন্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর করিয়াছিল ৩১২১৯ জন। এই কাজ বন্ধ করার ফলে ১২৮৩১৫০ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে। শতকরা ৫০টি কলহ হইয়াছে পাটকলে এবং ৪৭টি হইয়াছে অন্যান্য কারখানায়। বেতন-বৃদ্ধির জন্য ৩২টি, বোনাস সম্পর্কে ২ টি, কর্ম্মচ্যুত করায় ৫ টি, ছুটিছাটা সম্পর্কে ৯ টি এবং অন্যান্য কারণে অবশিষ্ট ধর্ম্মঘট হইয়াছে। পাটকলে কাজের সময় সম্বন্ধে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার শতকরা ৩৩টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে। ৮ টি ধর্ম্মঘট শ্রমিকদের স্বপক্ষে মিটিয়াছে, ৪১ টি তাহাদের বিপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছে এবং ৯টী মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

পাবনায় জোতদার ও রায়ত

পাবনার জোতদার ও রায়তগণের মাথার উপর সেস রিভ্যালুয়েশনের তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলিতেছে। রায়তগণের নামে উপযুক্তভাবে নোটীশ না দিয়াই সেস ধার্য্য করা হইতেছে। জোতদারদের জমির উপর প্রতি একরে ১৮৵০ মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে। আমরা গত কয়েক সপ্তাহ হইল এই কার্য্য-প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। রায়ত জোতদারদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম এ পর্য্যন্ত চারিশতের উপর দরখাস্ত সেস রিভ্যালুয়েশন অফিসে পড়িয়াছে। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটও নাকি এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। এখনই এই কার্য্য-প্রণালীর সংশোধন না হইলে জোতদার ও রায়তগণের যে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে ভবিষ্যতে তাহার পরিণাম অতি ভীষণ হইবে। জোতদারের সংখ্যা চারি লক্ষের উপর হইবে। এই চারি লক্ষ জোতদার কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মামলা করিবে ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। যাহারা মামলা করিবে তাহাদেরই হয়ত কিছু প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু দরিদ্র জোতদারের সংখ্যাই ত অধিক। তাহারা এই দুর্ব্বৎসরে কিছুতেই মামলার ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে না। তবে কি তাহাদের এই উপস্থিত বিপদের কোন প্রতিকার নাই?

অতি সাধারণ জ্ঞানেও হিসাবটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে এই ১৮৵ মূল্য যে অত্যধিক হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে বৎসর বৎসর যে বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেও দেখা যায়, এই বাঙ্গলা দেশে পড়ে কোন স্থানেই প্রতি একরে ৩৮৲ টাকার অতিরিক্ত শস্য হইতে পারে না। বর্গাদারের অংশ, জমিদারের

খাজনা দেশ আবওয়াব মাথট ইত্যাদি, বীজের মূল্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিলে জোতদারের জমির প্রতি একরে ১৮৬ মূল্য কিরূপে ধার্য্য হইতে পারে ইহা একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই জেলার অবস্থা হইয়া গিয়াছে। জোতদার রায়ত নিয়ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চাটমোহর, সারা, পাবনা সাঁথিয়া বেড়া, সুজানগর, আটঘরিয়া থানায় কয়েক বৎসর হইল বন্যা একেবারেই না হওয়ায় সমগ্র ভূভাগ উষর মরুভূমিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গবর্মেণ্ট সারা-সিরাজগঞ্জ রেল লাইন প্রস্তুত করিয়া জেলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্যশালী ভূভাগ কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। নদীমাতৃক জেলার যাবতীয় নদী মজিয়া যাওয়ায় বন্যার লাল জল কূল প্লাবিত করিয়া এই জেলার ভূমিকে আর উর্ব্বরা করিতেছে না। জেলার বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সামান্য পরিচয় গ্রহণ করিলেও কখনই এই ১৮৬ আনা মূল্য ধার্য্য করা যাইতে পারিত না। জনসাধারণ নিরক্ষর ও নিরন্ন। তাহারা অবস্থা বুঝিতে পারিলেও অর্থাভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করার শক্তি তাহাদের নাই। গবর্মেণ্ট যে এই নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবেন আমরা এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। (সুরাজ)

জাহাজীদের কথা

কলিকাতায় জাহাজীদের দুইটি ইউনিয়ন আছে। একটি নদীতে গমনাগমনকারী ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটসমূহের কর্ম্মচারীদের ইউনিয়ন। ইহার নাম "বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন।" দ্বিতীয় ইউনিয়নটি হইতেছে সমুদ্রগামী জাহাজের ভারতীয় নাবিকগণের। ইহার নাম "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন"। সমুদ্রগামী জাহাজের তিনটি বিভাগ আছে—ডেক, ইঞ্জিন ও ভালুন। ভালুনের লোকেরাই প্রথমে ইউনিয়ন করিয়াছিল। কিন্তু, তাহারা এখন আর ইউনিয়নে নাই। ইঞ্জিন বিভাগের লোকেরাও বড় একটা ইউনিয়নের ধার ধারে না। বাকী থাকিল ডেক্। এই ডেকেরও আবার সব লোক ইউনিয়নের মেম্বার নয়। কেবলমাত্র সুকানীগণই মেম্বার ছিল। তাহাও আবার সোজাসুজি নয়। সুকানীরা নিজেরাই একটা ইউনিয়ন করিয়া পৃথক হইয়া যায়। এই ইউনিয়নের নাম হয় "ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন"। ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত ইহার পৃথক সংযোগও হইয়া যায়। কাজেই "ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়নটিকে" স্বাধীন ইউনিয়ন বলিয়া ধরিয়া লইলে "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন" যে কি জিনিষ তাহা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে আবার সুকানীদের ইউনিয়নেও ভাঙন ধরিয়াছে। এক কথায় আজকাল জাহাজীদের খুবই দুঃসময় যাইতেছে। সি-মেনদিগকে শোষণ করাই যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা ইউনিয়নের ভিতরকার দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া এখন বেশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ দিকে সে দিকে নূতন ইউনিয়নও শোষণকারীদেরই চেষ্টায় গজাইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এরূপ ইউনিয়নের উদ্দেশ্য যাহা তাহাতো সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বাহিরের লোকেরা জানিত "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন" একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মিঃ দাউদ এতকাল বালির উপরেই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বসিয়াছিলেন। নাবিক-আন্দোলন মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। জাহাজের শ্রমিকেরা শুধু যে জাতীয় জীবনে খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহা নয়, দেশ-বিদেশের সহিত সাক্ষাৎ যোগও তাহাদেরই দ্বারা স্থাপিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এতকাল জাহাজী শ্রমিকদিগকে কোনো প্রকারে সচেতন করিয়া তোলার চেষ্টা করা হয় নাই। বিদেশের শ্রমিক-আন্দোলন ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। জাহাজীরা সেই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেক-কিছু প্রেরণা লাভ করিতে পারিত। এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব জাহাজী শ্রমিকদিগেরই গ্রহণ করার ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কিছুই হইয়া উঠে নাই। আর না হওয়ার একমাত্র কারণ এই বলিলে যে, যাঁহারা নাবিকদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে কোনো বড় আদর্শই ছিল না। বড় আদর্শের উপরে ভিত্তি স্থাপিত না হইলে কোনো আন্দোলনেরই বনিয়াদ শক্ত হয় না। কাজেকাজেই আন্দোলন বেশী দিন স্থায়ী হইতেও পারে না।

নাবিকদিগকে এমনি ভাবে চরবস্থার ভিতরে ফেলিয়া রাখিয়া দিলে কিছুতেই কাজ চলিবে না। এত বড় ধাবিক-সম্পন্ন শ্রমিকগণকে ভালভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে না পারিলে শ্রমিক আন্দোলনের ভীষণ ক্ষতি হইবে। ইউ-নিয়নের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ কি বলিতে চাহেন তাহা আমরা জানিতে চাই। ব্যাপার যদি তাঁহাদের সাধ্যের অতীত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন। আর তাহা না হইলে তাঁহারা ইউনিয়নকে ভালরূপে গড়িয়া তুলুন। বর্ত্তমান অবস্থা কেহই সহিতে পারিবে না, আমাদেরও নয়ই, যাঁহারা আমাদিগের সংগ্রামের অনুমোদন করেন তাঁহাদেরও নয়।

(গণবাণী)

যশোহরে কৃষক-জাগরণ

যশোহর জেলায় নড়াইল মহকুমাতে এবং নাভারণ, আড়ুয়াহাট প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন হইতে কৃষকদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে আত্ম-স্বার্থচেতনা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত দুই বৎসর কালের মধ্যে তাহারা আত্মস্বার্থরক্ষা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিপুল শক্তির সহিত জমীদার, মহাজন, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি সমাজের সকল প্রকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। যশোহর জেলায় লোক-সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। তন্মধ্যে ১২ লক্ষ মুসলমান ও ৬ লক্ষ হিন্দু। ছয় লক্ষ হিন্দুর মধ্যে তিন লক্ষেরও বেশী নমঃশূদ্র এবং প্রায় তিন লক্ষ অপরাপর জাতি। বার লক্ষ মুসলমানের মধ্যে এগার লক্ষেরও অধিক কৃষক। তিন লক্ষ নমঃশূদ্রের সকলেই কৃষক এবং অপর প্রায় তিন লক্ষ হিন্দুর মধ্যেও অনেকে কৃষক। এক্ষণে মুসলমান ও নমঃশূদ্রগণ অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হইয়া কৃষক আন্দোলন চালাইতেছে। কৃষক-দিগের এই একতা নষ্ট করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর জমীদার, মহাজন ও উকিল মোক্তারগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সফল হন নাই। ইঁহারা কৃষকদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও আত্ম-কলহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের একতা ও সঙ্ঘশক্তিকে নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই।

কৃষকগণ সর্ব্বপ্রথমে দাবী করিয়াছে ভাগের জমির ফসলের অর্দ্ধেক ভাগের পরিবর্ত্তে তিন ভাগের দুই ভাগ। জমির মালিকেরা অবশ্য সহজে কৃষকদের এ দাবী স্বীকার করিয়া লইতেছে না; কিন্তু কৃষকেরা ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এজন্য বহু স্থানে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভাগের জমি বন্টন করিয়াছে। বেগার খাটা, আবওয়াব ও সেলামী, পেয়াদা-আনা প্রভৃতি নানাপ্রকার জমীদারি জুলুমের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও তাহারা উদ্যমের সহিত চেষ্টা করিতেছে।

নড়াইল মহকুমার কৃষকগণ সালিশী আদালত স্থাপন করিয়া আদালতে মামলা মোকদ্দমা করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ফলে উকিল মোক্তারদের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এবার যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির নির্ব্বাচনেও বিরাট ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। আগে যাঁহারা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির উপরে আধিপত্য করিতেন, এবার নির্ব্বাচনে তাঁহাদের আধিপত্য একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

শ্রীসচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় (গণবাণী)

ভারতে কি কি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে ?

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের জনৈক ব্যবসাদার "ষ্টেটস্‌ম্যান"এর এক প্রতিনিধির নিকট বলেন (ষ্টেটস্‌ম্যান—৪ই জুন, ১৯২৮) যে, ভারতে কত প্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। তিনি কয়েকটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সে কয়েকটী এই :—

(১) ভারতে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার ভেজিটেবল্ ঘি আমদানি করা হইতেছে ; অথচ ভারতে তৈলবীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তৈলবীজ হইতে ভেজিটেবল্ ঘি প্রস্তুতের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা খুলিলে শতকরা ১৫০ হারে লাভ থাকিতে পারে।

(২) ভারতে চামড়া যথেষ্ট পাওয়া যায় ; সুতরাং অনেক ট্যানারী স্থাপনের সুযোগ আছে। কয়েকটী বড় বড় ইংরেজ কোম্পানী ১৯২০-২১ সনে অনেকগুলা ট্যানারী খুলিয়াছিল এবং তাহার জন্য বিলাত হইতে পারদর্শী লোকও আনাইয়াছিল ; কিন্তু তাদের ভারতের জলবায়ু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সময় লাগিয়াছিল বলিয়া ট্যানারীগুলা ফেল মারে।

(৩) ভারতে লোহা ব্যতীত সকল প্রকার ধাতুই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অথচ এই সকল ধাতু বিদেশে প্রেরিত হয় এবং সেখানে নানা প্রকার দ্রব্যে পরিণত হইয়া ভারতে আসে।

(৪) কলম, নিব, পেন্সিল প্রভৃতি দৈনিক ব্যবহারের ছোট ছোট জিনিষও ভারতে প্রস্তুত হয় না।

(৫) কলিকাতায় প্রায় ১৬ কোটি টাকার মোটর ব্যবহৃত হইতেছে। সমগ্র ভারতে খুব কম করিয়া ধরিলেও অন্ততঃ ইহার ৪ গুণ অর্থাৎ প্রায় ৬৪ কোটি টাকার মোটর ব্যবহৃত হইতেছে। যদি প্রত্যেক মোটর গড়ে ৫ বৎসর টিঁকে তাহা হইলে বৎসরে ১২।১৩ কোটি টাকার মোটর আবশ্যক হয়। অথচ ভারতে একটিও মোটর ফ্যাক্টরী নাই।

(৬) পাট ও কাপড়ের কলের জন্য নানাপ্রকার খুচরা জিনিষের দরকার হয় ; এ সকলই বিদেশ হইতে আমদানি করা হয় ; অথচ এই সকল জিনিষের অন্ততঃ শতকরা ৯০ ভাগ ভারতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

রেলওয়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শনী

ভারতে এখন ছায়াচিত্রের সাহায্যে গাড়ী করিয়া নানা জায়গায় শিক্ষামূলক ছবি দেখান হইতেছে। জি, আই, পি রেলওয়ে প্রথম এ বিষয়ে পথ দেখান। তার পর এখন ভারতের সমস্ত রেলওয়েতেই এ ভাবের ছবি দেখান হইতেছে। এ সব ছবির মধ্যে বেশীর ভাগ কৃষি সম্বন্ধেই দেখান হয়। আকের চাষ, মুর্গি চরান, গরুর উন্নতি, তুলার চাষ বৃদ্ধি, এবং ঘোড়াইয়ে ও ঝাঝিপাতো জল সেচন প্রভৃতি বিষয়ের ছবি দেখান হইয়া থাকে। তা ছাড়া নানা জায়গার ঘুরিয়া নানা রকম ছবি ছায়াচিত্রে দেখান হয়। এ সমস্ত ছবি সাধারণতঃ ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ভাল দৃশ্য-বিষয়ক হয়। আর কতকগুলি ছবি ভারতের তীর্থ-যাত্রীদের আনন্দ-বর্ধনের জন্য দেখান হইয়া থাকে।

ইহার প্রথম সূচনা হইতে প্রায় ১৫ মাস যাবৎ জি, আই,

পি, রেলওয়ের বরাবরই এই চিত্র-প্রদর্শনী-গাড়ী নানা স্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১০০টী বড় বড় ব্যবসাপ্রধান ও বসতিপ্রধান সহরে এই গাড়ী ঘুরান হইয়াছে এবং এইরূপে জি, আই, পি রেলওয়ের প্রায় ৩৫০০ মাইল পথ ঘোরা হইয়াছে।

মহীশূরে জঙ্গলের উন্নতি

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট তাহার অধিকৃত জঙ্গলগুলির যাতে উন্নতি হয় সেদিকে মন দিয়াছেন। ভদ্রাবতীতে একটী "ফিরোজোটিং প্ল্যাণ্ট" বসান হইবে। যে সমস্ত গাছ গাছড়া প্রাকৃতিক কারণে অথবা ঘুণ কিংবা অন্য কোন রকম কাঠ-নষ্টকারী পোকামাকড় সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, এই যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সে সমস্ত গাছ গাছড়াকে রক্ষা ও বিক্রীর উপযুক্ত করাই হইতেছে উদ্দেশ্য। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই রকম জঙ্গল-রক্ষার কাজ হাতে নিয়াছে তাহাদের কাজ যাতে আরও বাড়িয়া উঠে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন।

কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং

বৃটিশ ভারতের অধীনে ২২৫,০০০,০০০ একর চাষের উপযুক্ত জমির মধ্যে প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমিতে গবর্ণমেণ্ট খাল এবং অন্যান্য উপায় হইতে জলসেচ হইয়া থাকে। বাকী জমির সেচ কূপ অথবা পুকুরের জলেই হয়। ভারতের, বিশেষতঃ পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশের জমিতে জলসেচ বিষয়ে খুব উন্নতি হইতেছে। এ কাজ শেষ হইয়া গেলে আরও কয়েক লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হইবে। "ইরিগেশন্ কমিশনের" খসড়া অনুযায়ী সমস্ত স্থানেই জলসেচের ব্যবস্থা হইলেও এদেশে এমন অনেক জমি পড়িয়া থাকিবে যেখানে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা না হইলে ভাল শস্য জন্মান অসম্ভব। এই সব জমিতে কূপ থেকে যদি স্বাভাবিক উপায়ে জল-সেচের ব্যবস্থা করা যায় তবেই এসব জমি উর্ব্বরে পারে।

কৃষিবিভাগের "ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্সন", ছোট খাট রকমে হইলেও, এই কাজের ভার নিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত হাজার হাজার কূপার জল-সরবরাহ-শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছেন ও অনেকগুলি নূতন কূপ খুঁড়িয়াছেন। কূপ খুঁড়িবার সুবিধার জন্য বোম্বাইয়ে মাটীখোঁড়া কলের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কলে যে খোঁড়ার কাজ খুব ভাল চলিবে তার কোন দ্বিমত নাই। এ বৎসরে বোম্বাইয়ে ২০৬টী কূপার মধ্যে ১১৬টী ঠিক মত খোঁড়া হইয়াছে। পাঞ্জাবে ২৮৪টীর মধ্যে প্রায় ৫ ভাগের ৪ ভাগ সফল হইয়াছে। এই খোঁড়ার ব্যবহৃত ১৬টী কলের মধ্যে কৃষি ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবহারের ৭০টী পাথরনির্ম্মিত এবং ২০টী পুরাণ তামার নির্ম্মিত প্যাটার্ণে প্রস্তুত ছিল। পাথরের কল তামার কলের মত সমান কাজ দিলেও দাম ইহার অর্দ্ধেকেরও কম। ১৯১৯ সনের বোর্ড অব্ অ্যাগ্রিকালচারের অনুমোদিত নিয়মিত কূপব্যবস্থা জল সরবরাহের ব্যবস্থার বর্ত্তমানে বিশেষ দরকার।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আর একটি প্রধান কাজ হইতেছে কৃষি-উপযোগী সমস্ত যন্ত্রপাতির খসড়া করিয়া সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা। অনেক ভাল ভাল লাঙ্গলের খসড়া হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কম খরচায় বেশী শক্তি-সম্পন্ন লাঙ্গলগুলি কাজে লাগাবার মতলব চলিতেছে।

বোম্বাইয়ের কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ৪টী যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সেগুলির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। মধ্য-প্রদেশের কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার কৃষির জন্য একটা কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। বেরারে সেটার পরীক্ষা চলিতেছে। তিনি জল তুলিবার জন্য বল বেয়ারিংযুক্ত এক রকম চাকাও প্রস্তুত করিয়াছেন। সেটারও পরীক্ষা চলিতেছে। কৃষির উন্নতির জন্য চীনা বাদাম তুলিবার যন্ত্র, শণ ছাটিবার যন্ত্র এবং আগাছা কাটিবার যন্ত্রেরও পরীক্ষা চলিতেছে।

মাদ্রাজে চন্দন কাঠের ব্যবসা

নীচের হিসাব থেকে বেশ বুঝা যায় যে, মাদ্রাজে চন্দন কাঠের ব্যবসা বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে :—

বৎসর	চন্দনের উৎপাদন (টন)	মূল্য
১৯১৩-১৪	৪৭৩	১,৫২,০৭৪ টাকা
১৯১৯-২০	৪৯৭	৭,১৬,৫৮২ "
১৯২০-২১	৪১৮	৬,৬৭,৪৭১ "
১৯২১-২২	৫২১	৮,০৫,৩৩৮ "
১৯২২-২৩	৪৬৮	৫,৫৩,৩৫৮ "
১৯২৩-২৪	৭১০	৭,৮৬,১১৮ "
১৯২৪-২৫	৭০৩	৮,৮৮,০৮৫ "
১৯২৫-২৬	৬৪১	৭,৫২,৮০৪ "
১৯২৬-২৭	৭২৪	৯,২৭,৭৭১ "
মোট	৪,৯৫৫ টন	৬০,৫০,৯০২ টাকা

১৯২৬-২৭ সনের উৎপাদনের মধ্যে ৪০০ টন তিরু-পাট্টায় হইতে, ১৭৩ টন সত্যমঙ্গলম হইতে এবং ১২০ টন ভেলোর হইতে উৎপন্ন। দাম গত বৎসর গড়ে টন প্রতি ১১৪৮৲ টাকা ছিল এবং এবৎসর ১২৮৮৲ টাকা। গত বৎসর উত্তর সালেম ও কোলেগাল বিভাগের চন্দন তুলিতে দেওয়া হয় নাই। এবার সেগুলি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া গত বৎসর হইতে এবৎসর চন্দনের কাটতি বেশী দেখা গিয়াছে।

১৯১৩-১৪ সনে ২৭৩ টন মাত্র উৎপন্ন দেখিয়া মনে হয় সে সময় জঙ্গল থেকে চন্দন কাটিবার তেমন সুবিধা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে এবিষয়ে খুবই উন্নতি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইহার কারণ এই যে, যখন কোন গাছ রোগে মারা পড়ে তখন তাহাকে তুলিয়া ফেলা হয়। এই ভাবে এই গাছগুলি তুলিয়া ফেলাতে যখন এরকম রোগা গাছের সংখ্যা কমিয়া আসে তখন আর বেশী গাছ তুলিবার দরকার হয় না। কাজেই আয় কমিয়া যায়। কিন্তু রোগ সারিয়া গেলে চন্দন গাছে ভাল দাঁড়াইতে পারে। বড়ই সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে অনেকগুলি জেলায় এই চন্দনের চাষ চলিতেছে। ইহার চাষ যাহাতে শৃঙ্খলার সহিত আরও বাড়িয়া যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

মাদ্রাজে শামুকের ব্যবসা

মাদ্রাজে যে সমস্ত শামুক সমুদ্র হইতে তোলা হয়, তাহাতে দুইটী বড় ব্যবসা চলে। একটী বড় শামুক অথবা শাঁখের ব্যবসা। তিনাভেলি ও রামনাদ জেলা এ ব্যবসার প্রধান স্থান। আর একটী চুনের জন্য ছোট শামুকের ব্যবসা। ইহার প্রধান স্থান মাদ্রাজের নিকটস্থিত পালিকাট সহর। হিন্দুদিগের ক্রিয়া-কর্ম্মে ও সাজসোজের কাজে শাঁখের আদরটা বেশী।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী সমস্ত জেলাতে চুনের পাথর তেমন পাওয়া যায় না বলিয়া তীরবর্ত্তী সমস্ত চুনের কলে শামুক এবং প্রবাল প্রভৃতি দিয়াই চুন প্রস্তুত হইয়া থাকে। শামুকের চুন দিয়া সাধারণতঃ সিমেন্ট ও প্লাষ্টার প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং চুনকাম করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পালিকাটে-সমুদ্র-গর্ভের কয়েক ফুট মাটির নীচে আর এক রকম শামুক খুব বেশী পাওয়া যায়। মাদ্রাজ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলিয়া এবং বাকিংহাম খালে সহরের মাল চলাচলের সুবিধা থাকায়, এখানে শামুকের ব্যবসাটা খুব জোর চলে। এই সমস্ত সুবিধা থাকার দরুণ এখানে একটি বড় সিমেন্টের কারখানা ও একটি চুনের কল বেশ চলিতেছে।

মাদ্রাজে শামুক ওজনে বিক্রী না হইয়া মাপে বিক্রী হয়। ইহার সাধারণ মাপের নাম "গ্রেস"। এক গ্রেস =৫০০ কিউবিক ফুট। শামুকের চুনও মাপে বিক্রী হইয়া থাকে। ইহার সাধারণ মাপের নাম "পারাম"। ইহা ২১ কিউবিক্ ফুটের সমান। শামুকের সরবরাহ ও চাহিদা অনুসারে ইহার দাম কমবেশী হইয়া থাকে। যে সমস্ত জায়গা থেকে শামুক তোলা হয় বর্ষাকালে সে সব জায়গা বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ায় মাঝে মাঝে সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়।

যুক্তপ্রদেশে নূতন আকের ব্যবসা

যুক্তপ্রদেশের ১৯২৭ সনের ৩০শে জুনের বাৎসরিক বিবরণী হইতে বোঝা যায়, এ প্রদেশে আকের চাষটা ভালই চলে ও ইহাতে লাভেরও বেশ আশা আছে। ১৯২৭ সনে এ প্রদেশের পশ্চিমাংশে কোইম্বাটোর আক ৪৪,০০০ একর জমিতে এবং রোহিলখণ্ড, খেরি ও হারদোই প্রভৃতি স্থানে ৪৩,০০০ একর জমিতে আড়া আক জন্মিয়াছে

7.n 167

বলিয়া জানা যায়। পাওয়ায়ান্ ও মম্‌ত্তি এই দুইটী তহশীলেই আক জন্মে। পাওয়ায়ানে ১৩,২১০ একর ও মম্‌ত্তিতে ১৫,৫২৮ একর জমিতে বর্ত্তমান বৎসরে জাভা আকের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার পাওয়ায়ানে ৪২০৮ একর ও মম্‌ত্তিতে ৪১৫৯ একর জমিতে জাভা আকের চাষ বেশী হইয়াছে। সমস্ত জমিতে শতকরা ৭০ ভাগ জাভা আক আছে। এবারকার বেশী ফসল চালাবার জন্য নানা স্থানে আকের আড়ৎ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে কতকগুলি শক্তি-চালিত ছোট ছোট আকের কল ও কারখানা বসান হইয়াছে। ১৯২৭ সনে মুন্ড খেরি ও হারদোই সহরে ২৬ লক্ষ মণ জাভা আক এই সব শক্তি-চালিত কলে পেষা হয়। আকের উৎপাদন যেমন বেশী হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই হউক আর দেরীতেই হউক বড় কল বসাবার ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। কোইম্বাটোর হইতে এক রকম নতুন আক আমদানি হইয়াছে (কোঃ ২৯০ নং)। এই আক প্রদেশের সমস্ত জমির পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। কোঃ ২১৩ নং হইতেও ইহা ভাল। ইহার চাষে যে ফলাফল পাওয়া গিয়াছে তাহা নীচে দেওয়া গেল :—

	কোঃ নং ২৯০	কোঃ নং ২১৩
প্রতি একর জমিতে আকের চাষ	২৮৩ মণ	
প্রতি একর জমির আকে চিনির পরিমাণ	৮১ মণ	
প্রতি ১০০ আকের সুক্রোজের পরিমাণ		
প্রতি ১০০ আকের শাঁসের পরিমাণ	১৩৭	১৪·৪.

কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টরের মতে কোঃ নং ২৯০ আকই কোইম্বাটোরের সব চেয়ে সেরা আক। প্রদেশের সর্ব্বত্র যাহাতে এই আকের চাষ হয় সেই রকম বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই আকের চাষে প্রদেশে চিনির উৎপাদন খুব বাড়িয়া যাইবে। এই আকের মোসাইক নামক এক প্রকার রোগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং বীজ বুনিবার সময় এই রোগের বীজাণু যে সব বীজে নাই, সেই সমস্ত বাছিয়া বুনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এ প্রদেশের সব রকম আকের মধ্যেই প্রায় এই রোগ দেখা যায়, এবং এই জন্যই আকের ফলন খুব কমিয়া যায়। পাউণ্ডা নামক এক প্রকার আক এ প্রদেশে জন্মে। এগুলি সাধারণতঃ খাবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর অনেক ভাল ভাল আকে এই রোগ ধরাতে ফলন প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। দেশের কোন প্রদেশেই বোধ হয় এমন কোন শ্রেণীর আক নাই যাহাতে এ রোগের বীজাণু না ঢুকিয়াছে। এ সমস্ত প্রদেশে আকের চাষীদের আকে যাহাতে এ রোগ না ধরিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার।

নাসিকে গবর্মেণ্টের ছাপা বিভাগ

গত দুই বৎসর হইতে গবর্মেণ্টের ডাক বিভাগের সমস্ত ষ্ট্যাম্প, পোষ্টকার্ড ও ষ্ট্যাম্পযুক্ত খাম নাসিকে ভারত গবর্মেণ্ট যে নতুন ছাপা বিভাগ খুলিয়াছেন সেইখানেই ছাপা হইতেছে। সেখানে কারেন্সি নোটও ছাপা হইতেছে। স্যর বি, এন্, মিত্র গত এপ্রিল মাসে এই বিভাগটী সরকারী ভাবে খুলিয়াছেন।

টাটার মজুরদের মধ্যে কারখানার মুনাফার অংশ বিতরণ

সম্প্রতি জামসেদপুরে টাটার কারখানার মজুরদের ভাল কাজের দরুণ কারখানার যে মুনাফা হইয়াছে তাহা হইতে ১০ লাখ টাকা তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মজুরেরা এখন হইতে কারখানার মুনাফার অংশ বেশী করিয়া পাবার আশায় মুনাফা যাহাতে বেশী হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনোযোগের সহিত কাজ করিবে। ফলে কারখানার কাজও খুব বাড়িয়া যাইবে। বস্তুতঃ, এখন হইতে প্রত্যেক মজুর প্রকৃতপক্ষে কারখানার অংশীদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালিকের মত প্রত্যেক মজুরও এখন হইতে ব্যবসায়ের সহিত অল্প-বিস্তর স্বার্থ-জড়িত থাকিবে। এই ভাবে যখন তাহারা নিজেদের স্বার্থ বুঝিতে পারিবে তখন আর সামান্য মনোমালিন্যে

তাহারা সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিবে না। আমাদের মনে হয়, এই নিয়মে কাজ করিলে মজুরদের মান সম্ভ্রম ও সৎ প্রবৃত্তি খুব বাড়িয়া যাইবে। এবং অন্যান্য ব্যবসার মালিকরাও ক্রমে ক্রমে টাটার কারখানার এই নিয়ম অনুকরণ করিবেন।

পেট্রল ব্যবসা হইতে কাহার কিরূপ লাভ হয়?

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হয় ঐ বৎসরে প্রায় ১১ কোটি টাকার পেট্রল বার্মা হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। পেট্রলের এই বিরাট ব্যবসা হইতে কাহার কিরূপ উপার্জ্জন হয় নিম্নে তাহা বলা যাইতেছে :—

(১) যে সকল কোম্পানী মাল চালানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে তাহারা পেট্রল কোম্পানীগুলির নিকট প্রতি বৎসর প্রায় ৩৩ লাখ টাকা পাইয়া থাকে।

(২) পেট্রল কোম্পানীগুলি স্থানীয় বাজার হইতে প্রতি বৎসর ৪৪ লাখ টাকার জিনিষপত্র কিনিয়া থাকে।

(৩) ৪৩ হাজার ব্রহ্মবাসী ও ভারতবাসী পেট্রল কোম্পানীগুলির অধীনে চাকরী করিয়া থাকে এবং এই চাকরী করিতে পারার জন্য বৎসরে ২ কোটি টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে।

(৪) ১৯২৬ সনে পেট্রল কোম্পানীগুলি ৩ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়াছিল। ইহার বেশীর ভাগ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট পাইয়াছিল। ১৯২৭ সনে এই রাজস্বের পরিমাণ আরও বাড়িয়াছিল।

ভারতের সামরিক ব্যয়

১৯২৭-২৮ সনের বাজেটে ভারতের সামরিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৫৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা (আকাশ বাহিনীর খরচ ইহার ভিতর ধরা হইয়াছিল)। এতদ্ব্যতীত সামরিক রেলপথগুলির নিট লোকসান ধরা হইয়াছিল ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

১৯২৮-২৯ সনের বাজেটে সামরিক ব্যয় (আকাশ বাহিনীর খরচ লইয়া) ধরা হইয়াছে ৫৮ কোটি ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ইহা ১৯২৭-২৮ সনের ব্যয় অপেক্ষা ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বেশী। ১৯২৮-২৯ সনে সামরিক রেলপথগুলির নিট লোকসান অনুমান করা হইয়াছে ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। ইহা ১৯২৭-২৮ সনের লোকসান অপেক্ষা ১৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা কম।

ভারতে সেতুনির্ম্মাণ

হাওড়ার দিকু উত্তরে বরাহনগরের নিকট গঙ্গার উপর দিয়া যে নূতন সেতুটী (বালি ব্রিজ) নির্ম্মিত হইবে তাহা ভারতের বৃহত্তম সেতুগুলির অন্যতম হইবে। এই সেতুর গার্ডারগুলি ব্রেথওয়েট কোম্পানী কর্ত্তৃক তাঁহাদের ধিদিরপুরের কারখানায় প্রস্তুত হইবে। এই কোম্পানীকে ইস্পাত সরবরাহ করিবে টাটা কোম্পানী। গার্ডারগুলির মোট ওজন হইবে ১৭,২৬৬ টন। প্রত্যেকটী ওজনে হইবে ২৩০ টন এবং দৈর্ঘ্যে হইবে ৩৫০ ফুট। ব্রেথওয়েট কোম্পানী ইহার জন্য মোট পাইবেন ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৪ শত ২৫ টাকা। গার্ডারগুলি এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হইবে যে, আধুনিকতম ইঞ্জিন ও ভারি ট্রেনও প্রধান গার্ডারগুলির মধ্যে স্থাপিত দুইটী রেল লাইন দিয়া চলিতে পারিবে। রেলপথ দুইটীর দুই পাশে ১৫ ফুট চওড়া দুইটী রাস্তা থাকিবে এবং ৮ ফুট চওড়া দুইটী পায়ে হাঁটিবার পথ দুই ধারের রাস্তা দুইটির উপর ব্র্যাকেটের সাহায্যে স্থাপিত হইবে।

নর্ম্মদা নদীর উপর যে সেতুটী সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ৬টি গার্ডারের প্রত্যেকটী ১৬৫ ফুট দীর্ঘ ও ওজনে ২৬০ টন এবং ৪টী গার্ডারের প্রত্যেকটী দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট। এই গার্ডারগুলিকে ১০০ ফুট উচ্চ ইস্পাতের থামের উপর বসানো হইয়াছে। এই সেতুটীর ইস্পাতও টাটা কোম্পানী যোগাইয়াছিল। সেতুটী ব্রেথওয়েট কোম্পানী কর্ত্তৃক তাহাদের বোম্বাইয়ের নিকটস্থ কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

ধিদিরপুরে আদিগঙ্গার উপর যে নূতন সেতুটী প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শোণ সেতুর গার্ডার নির্ম্মাণের অর্ডার কুমারটুলি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী পাইয়াছে।

ভারতবাসীরা কি না খাইয়া মরিবে ?

ইণ্ডিয়া মেডিকেল গেজেটের সম্পাদক উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত "ভারতের লোক-সমস্যা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বলিতেছেন যে, ভারতের লোকসংখ্যার উপযুক্ত খাদ্যসংস্থান ভারতবর্ষে নাই। বর্ত্তমান লোকসংখ্যার মাত্র অর্দ্ধেকের উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান আছে। খাদ্যসংস্থানের তুলনায় লোক-সংখ্যা অধিক হওয়ায় জনসাধারণের রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে, ফলে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে এবং দুর্ভিক্ষও ঘন ঘন হইতেছে। প্রকৃতি ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সাহায্যে লোকসংখ্যা কমাইয়া খাদ্য সংস্থানের তুলনায় লোকসংখ্যাকে সমান করিবার চেষ্টা করিতেছে। খাদ্য সংস্থান ও লোক-সংখ্যার মিল আনিবার চেষ্টা প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া আমাদেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত :—

প্রথম—বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিয়া উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে দুর্ব্বল-দেহ সন্তানোৎপাদন বন্ধ করা।

দ্বিতীয়—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের প্রবর্ত্তন করা ও শিল্পোন্নতির চেষ্টা করা।

তৃতীয়—লক্ষ লক্ষ অকেজো গবাদি পশু পোষার জন্য যাহা লোকসান হইতেছে তাহা বন্ধ করা।

চতুর্থ—আর্থিক ক্ষতিকর সামাজিক প্রথাগুলির উচ্ছেদ করা।

প্রথম উপায়টির দ্বারা লোকসংখ্যা কমিবে, অপর তিনটী উপায়ের দ্বারা খাদ্য-সংস্থান বাড়িবে।

খনির খাদে স্ত্রী-মজুর নিয়োগ নিষেধ—
পার্লামেণ্টে প্রশ্ন

পার্লামেণ্টের জনৈক মজুর-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এইচ, ডে ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটসকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রকার খনির খাদে স্ত্রী-মজুর নিয়োগ নিষেধ সম্বন্ধে নিয়ম করার বিষয়ে ভারত গবর্মেণ্ট কোন প্রকার সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন কি না।

আর্ল উইণ্টারটন্ তদুত্তরে বলেন যে, ভারত গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রস্তাবিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মাইনিং বোর্ডগুলার মত লওয়াও হইয়াছে। চীফ্ ইন্‌স্পেক্টরের সহিত কয়েকটী খুঁটিনাটি ব্যাপারের আলোচনা হইয়া যাইবার পরে উহা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত করা হইবে। প্রকাশিত হইবার তিন মাসের পর নিয়মগুলি শেষবার ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আলোচিত হইবে। তখন সেগুলি কার্য্যকর হইবে।

পাটের চাষ

বাঙ্গালায় আবাদ হ্রাস

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা ও আসামে মোট ৩,৭৩৬,২০০ একর (১ একর = তিন বিঘা) জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ১৯২৭ সালের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ২০৭,১০০ একর কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। পাটের চাষের সরকারী যে প্রাথমিক কোরকাষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় :—

বাঙ্গালা

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালাদেশে ২,৭১২,২০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, গত বৎসরের অপেক্ষা প্রায় ২৫০,৯০০ একর কম জমিতে চাষ হইয়াছে অর্থাৎ ১৯২৭ সালের অপেক্ষা শতকরা ৪ একর জমিতে এবার চাষ কমিয়াছে।

চাষের অবস্থা

মোটের উপর আবহাওয়া আবাদের অনুকূলই ছিল। এপ্রিল মাসে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ কোন কোন অঞ্চলে বীজ-বপনে বিলম্ব ঘটিয়াছিল এবং কোথাও কোথাও চারাগুলি বৃষ্টির অভাবে তেমন বাড়িতে পারে নাই। এইজন্য বর্ত্তমান বৎসরের আবাদ কিছু কম হইয়াছে। নোয়াখালি এবং ময়মনসিংহের কোন কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়াছে।

পাটের বর্ত্তমান অবস্থা

পোকা লাগিয়া পাটের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। তাহা ছাড়া চাষের অবস্থা মোটামুটি ভালই বলা যায়।

গুদামজাত মাল

গত বৎসরের গুদামজাত মালের পরিমাণ নাকি তেমন বেশী নহে, অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা কম।

বিহার এবং উড়িষ্যা

১৯২৭ সালে বিহার ও উড়িষ্যার ২৯১,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ২৪৭০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। সুতরাং আবাদ কিছু বাড়িয়াছে।

আবাদের অবস্থা

আবাদের অবস্থা বেশ ভাল।

গুদামজাত মাল

১৯২৭ সালের গুদামজাত মালের পরিমাণ খুব কম।

আসাম

বৎসরের আরম্ভে খরা হয়। শুধু সুরমাভেলীতে মার্চ্চ মাসে পাটের চাষের অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিয়াছিল। এপ্রিল মাসে অন্যান্য অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুরমাভেলীতে বিষম অনাবৃষ্টি ঘটে। মে মাসে বাদলা আরম্ভ হয়। সুরমাভেলীতে বন্যার জন্য কোন কোন অঞ্চলে ফসলের কিছু ক্ষতি ঘটে। কিন্তু জুন মাসে অবস্থার উন্নতি হয়। মোটের উপর চাষের অবস্থা ভাল।

জমির পরিমাণ

ডেপুটি কমিশনারদের প্রদত্ত হিসাব ঘাঁটে জানা যায়, এবৎসর আসামে মোট ২০৭,৬০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর ১৭১০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছিল। সুতরাং ৩৬,৬০০ একর জমিতে আবাদ অধিক হইয়াছে।

গুদামজাত মাল

শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরাং এবং নওগাঁ মহকুমাতে গত বৎসরের গুদামজাত মাল খুব সামান্যই আছে।

ভারতে ৩ মাসে কতগুলি শ্রমিক বিবাদ হইয়াছে ?

১০ লক্ষ দিন নষ্ট

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ এই ৩ মাসে সমগ্র ভারতে ৫৮টি শ্রমিক বিবাদ হইয়াছে। এই বিবাদগুলিতে ৮৩৪৭০ জন শ্রমিক লিপ্ত হইয়াছিল এবং ১০০৫০০০ দিন নষ্ট হইয়াছে।

বোম্বাইতে ২৩টি, বাঙ্গালাতে ২১টি, ব্রহ্মদেশে ৬টি, আসামে ২টি, মাদ্রাজে ২টি, বিহারে ৩টি এবং পাঞ্জাবে ১টি বিবাদ হইয়াছিল।

বোম্বাইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন নষ্ট হইয়াছে। এই নষ্ট দিনের পরিমাণ ৭ লক্ষ। তৎপরে বাঙ্গলা। বাঙ্গালাতে নষ্টদিনের পরিমাণ ১৫৯০০০। পাঞ্জাবে যদিও মাত্র একটি বিবাদ হইয়াছে তথাপি এই প্রদেশ তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। প্রায় ১০৭০০০ দিন এই প্রদেশে নষ্ট হইয়াছে। তুলা ও পশমী বস্ত্রের মিলে ৪০৬০০ লোক, রেলওয়েতে ১৫০০০ লোক, পাটের মিলে ১৯০০০ লোক এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় ৪০০০ হাজারের অধিক লোক বর্ণিতঘটে লিপ্ত হইয়াছিল।

৫৮টি বিবাদের ৩৩টি বার্থ, ৩টি সফল ও ১০টি আংশিক সফল হইয়াছে। ১২টি বিবাদ মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৩৩টি বিবাদ বেতনের দাবী সম্পর্কে, ১২টি ব্যক্তিগত কারণে, ৪টি ছুটী ও কার্য্যকাল সম্পর্কে এবং ১টী বিবাদ বোনাস্ লইয়া বাধিয়াছিল। ১০টী বিবাদের কারণ বিবিধ।

জীবনবীমা

ওরিয়েন্টাল লাইফ এশিওরেন্স

আ-জীবন বীমার তুলনায় এণ্ডাউমেণ্ট (মোকদমা) বীমা এত জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আ-জীবন বীমার প্রতি লোকের লক্ষ্য কমিয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে বীমাকারীর যদি হঠাৎ মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। ঐ সকল বীমাকারী নিজের জীবনের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত কম টাকা পাইবার জন্যও প্রিমিয়াম দেওয়া পছন্দ করেন। আ-জীবন বীমার প্রতি লোককে আরও আকৃষ্ট করিবার জন্য ইংলণ্ডে কোম্পানীসমূহ নানা উপায় অবলম্বন

করিয়াছেন, যথা—বীমাকারীর মৃত্যু হইলে যে টাকা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়াও বীমাকারীর চুক্তি অনুসারে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে অতিরিক্ত লভ্যাংশের (বোনাস) জমা টাকা এককালীন দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ; ফলে খুব কম প্রিমিয়ামে বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে এবং পরিবারবর্গেরও রক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওরিয়েন্টাল অফিস কিন্তু এইরূপ উপায় হইতে একটু পৃথক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। জীবন বীমার একটা দোষ এই যে, যে, ব্যক্তি অধিক বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাকে কোন কোন স্থলে প্রিমিয়াম হিসাবে প্রাপ্য টাকার অতিরিক্তও দিতে হইতে পারে। নূতন ওরিয়েন্টাল স্কীমে পলিসি অনুসারে প্রাপ্য টাকার পরিমাণে প্রিমিয়াম দেওয়া হইয়া গেলে পর আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না। লাভবিহীন সাধারণ জীবন-বীমার জন্য প্রথম বয়সের পক্ষে পূর্ব্বে যে প্রকার চার্জ্জ করা হইত নূতন স্কীমের রেট তাহা অপেক্ষা কম। এইরূপে বর্ত্তমান স্কীমে বীমাকারীর ২০ বৎসর বয়সে যে পলিসি মুক্ত হইয়া বীমাকারীর মৃত্যুতে এক হাজার টাকা দান করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বাৎসরিক ১৯৶০ করিয়া অনধিক ৫২ বার প্রিমিয়াম দিতে হয়। কিন্তু পুরাতন প্রথায় সারা জীবন ব্যাপিয়া বাৎসরিক ২১৷৶০ করিয়া প্রিমিয়াম দিতে হইত। বর্ত্তমান প্রথায় বীমাকারীর ৩৮ বৎসর বয়সে যে পলিসি আরম্ভ হয়, তাহাতে ২৮ বৎসরের জন্য বাৎসরিক ৩৫৷৶০ করিয়া প্রিমিয়াম দিতে হয়। পূর্ব্বেকার প্রথায় ঐরূপ পলিসিতে সারা জীবন ধরিয়া বাৎসরিক ৩৯৶০ করিয়া প্রিমিয়াম দিতে হইত।

সামরিক ব্যয়

ব্রুসেলস সহরের আন্তর্জ্জাতিক সমিতির নির্দ্ধারণানুসারে প্রত্যেক জাতির সামরিক খরচা তাহার আয়ের এক পঞ্চমাংশের কম হওয়া উচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ এই বাবদে ব্যয় করিয়া থাকে। জাপান তাহার আয়ের একাদশ অংশ মাত্র ব্যয় করিয়া থাকে। এত অধিক ব্যয় সত্ত্বেও ভারতের সামরিক শক্তি অতি অল্প বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই তাহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ সামরিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করে না।

ভারতীয় সৈন্যের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে যেসকল ইংরেজ কর্ম্মচারী আছে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য গড়পড়তা ২৮৫৫ টাকা ব্যয় করা হয়। আর ঐ বিভাগে যে সকল ভারতীয় আছে তাহাদের জন্য গড়পড়তা মাত্র ৩৬৫ টাকা ব্যয় করা হইয়া থাকে। উক্ত বিভাগে কমিশন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজনও ভারতীয় নাই।

ভারতের সামরিক বিভাগে ইংরেজ সৈনিকের সংখ্যা ৬১০০০ হাজার এবং ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৮০০০। কিন্তু পেনশন বাবদ ইংরেজ সৈনিকদের দিতে হয় ৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার উপর, আর ভারতীয় সৈন্যের পেনশন বাবদ ব্যয় হয় মাত্র ৩ কোটি ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

পোষ্ট আফিসের হিসাব

সমগ্র ভারতে গত ১৯২৬-২৭ সালে

ডাকঘরের সংখ্যা	২০৭৩৭ টী
পোষ্ট আফিসের মারফৎ	
প্রেরিত দ্রব্যের সংখ্যা	১২৯৩৫ লক্ষ
তন্মধ্যে রেজিষ্টারী করা	৫১০ লক্ষ
পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়	৬ কোটি টাকা
মনিঅর্ডারের টাকার পরিমাণ	৮৯ কোটি ৩০ লক্ষ
ভি পির টাকার পরিমাণ	২৭ কোটি ৩০ লক্ষ
ইন্‌সিওর করা চিঠি	১৬৩২০ লক্ষ
বিদেশাগত দ্রব্য	৮০ লক্ষ
পেন্‌শন্ খরচ	১৫৮০ লক্ষ টাকা
কুইনাইন বিক্রয়	১৩৪৯৫ পাউণ্ড
সেভিংসব্যাঙ্কে জমা টাকা	২২৪০ কোটি
ডাকঘরের জীবন-বীমার পরিমাণ	১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
ডেড্‌লেটার আফিসের জমা চিঠি ...	১০৪১১০৪৭ খানা

এই চিঠির শতকরা ৪২ খানা গন্তব্য স্থানে পাঠান হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রেরকের নিকট ফেরৎ গিয়াছে।

ডেড্‌লেটার আফিসে চেক মুদ্রা

প্রভৃতি জমা	৮৯০ লক্ষ টাকা
এই বৎসর ডাক লুট হইয়াছে	১৮ বার
ডাক পিয়ন আহত হইয়াছে	৬ স্থানে
ডাক পিয়ন নিহত হইয়াছে	২ „
ডাক লুটে ক্ষতির পরিমাণ	১২৪৭৮ টাকা
রাণার (ডাকবাহক) বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত	২ জন।

(সত্যবাদী)

ভারতে কত সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয় ?

ভারতীয় কলগুলিতে সূতা উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে যুদ্ধের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অবস্থার সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ উদ্ধৃত করা হইল।

গড়ে উৎপাদন হার

যুদ্ধের পূর্ব্ব	৬৪৬,৭৫৭,০০০ পাউণ্ড
যুদ্ধের সময়ে	৬৬৬,২২৭,০০০
যুদ্ধের পরে	৬৮২,৫১০,০০০
১৯২৫-২৬	৬৮৬,৫১০,০০০
১৯২৬-২৭	৮০৭,১১৬,০০০

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত পাঁচ বৎসর ভারতে প্রতি সন গড়ে ৭২৫০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া সূতা প্রস্তুত হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশেই ভারতের অধিকাংশ মিল এবং ঐ অঞ্চলেই বেশী পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হয়। বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সূতা ও বস্ত্র উৎপাদনের হার এখানে দেওয়া হইল।

স্থান	সূতা (পাউণ্ড)	বস্ত্র (পাউণ্ড)
বোম্বাই	৩২৫০ লক্ষ	৯৫ কোটি
আহমদাবাদ	৯ কোটি	৪৫ কোটি
পশ্চিম ভারতের অবশিষ্ট স্থান	১২ কোটি	৩০ কোটি
উত্তর ভারত	৬ কোটি	১০ কোটি
দক্ষিণ ভারত	১০ কোটি	১০ কোটি

বিদেশী সূতা ও কাপড় কত আমদানি হয় ?

ভারতে যে পরিমাণ সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা ভারতের চাহিদা মিটাইবার জন্য একেবারেই অপ্রচুর।

যুদ্ধের পূর্ব্ব, পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক আমদানির হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ৪১,৭৯৪,০০০ পাউণ্ড সূতা আমদানি হইত। যুদ্ধের সময় ঐ আমদানি হ্রাস পাইয়া ৩৯,০৮৩,০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। লড়াইএর পর আমদানির হার আবার বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪,৬৮১,০০০ পাউণ্ড হয় অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আমদানিকে ছাড়াইয়া যায়। ভারতে ১৯২৫-২৬ সনে ৫১,৬৮৮,০০০ পাউণ্ড ও ১৯২৬-২৭ সনে ৪৯,৪২৫,০০০ পাউণ্ড সূতা আমদানি হয়। এই সকল অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে, প্রতি সন কমসে কম ভারতের মাটীতে ৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশী সূতা আমদানি করা হয়।

ভারতে কোন্ কোন্ নম্বর সূতা কত পাউণ্ড আমদানি হয় তাহা এখানে দেখান হইল। অঙ্কগুলিকে লক্ষগুণ করিয়া বুঝিতে হইবে।

সূতার নম্বর	যুদ্ধের পূর্ব্বে	যুদ্ধের সময়ে	যুদ্ধের পরে	১৯২৫-২৬ সনে	১৯২৬-২৭ সনে
১—২০	১০	২০	৭০	৫০	১০
২১—৩০	৪০	৩০	৪০		
৩১—৪০	২৩০	১৮০	২১০		২৪০
৪০এর উপর	৮০	৬০	৬০		৮০
রঙ্গিন সূতা			৪০	৬০	৭০

উপরের অঙ্কগুলি দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় যে, ভারতে ৩১ হইতে ৪০ নম্বরের সূতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আমদানি হয়। ১৯২৬-২৭ সনে ঐ নম্বরের সূতা মোট আমদানির প্রায় অর্দ্ধেক বা শতকরা ৪৯·৪ ভাগ ছিল। ৪০ নম্বরের উপরের সূতা মোট আমদানির শতকরা ১৪·৩ ভাগ এবং রঙ্গিন সূতা মোট আমদানির শতকরা ১৪·৪ ভাগ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ৩০ হইতে উপরের নম্বরের সূতা ভারতে ৮ কোটি পাউণ্ড জন্মে এবং ঐ নম্বরের সূতা বিদেশ হইতে ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড আমদানি হয়। এই

সূতার ব্যাপারে ভারতকে স্বাবলম্বী হইতে হইলে সূক্ষ্ম নম্বরী সূতা উৎপাদনের হার শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ দেশ ভারতের সূতা যোগায়?

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট বৎসরে প্রায় ৬১ কোটি টাকার বস্ত্র ক্রয় করে। বস্ত্র-সরবরাহে ইংলণ্ডের স্থানই প্রথম। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড ভারতের প্রয়োজনীয় সূতার বেশীর ভাগ সরবরাহ করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এবিষয়ে জাপান ইংলণ্ডকে হটাইয়া দিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়ত ইংলণ্ডকে প্রাচ্যের বস্ত্রশিল্প ও ব্যবসা জাপানের হাতে তুলিয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। জাপানে বস্ত্র-শিল্পের যেরূপ দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহাতে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বর্ত্তমানে জাপান কেবল ভারতের ইয়ার্ণ মার্কেট বা সূতার বাজারে মাতব্বরি করে না, পরন্তু গোটা প্রাচ্যের সূতার বাজার তার ভাঁবে। ভারতের নিকট যে সকল দেশ সূতা বিক্রয় করে তাহাদের তালিকায় জাপানের হিসাব দেখিলে এই উক্তি প্রমাণিত হইয়া যাইবে। নিম্নের অঙ্কগুলিকে হাজার গুণ করি। তত পাউণ্ড বুঝিতে হইবে।

দেশের নাম	যুদ্ধের পূর্ব্বে	যুদ্ধের সময়ে	যুদ্ধের পরে	১৯২৫-২৬ সনে	১৯২৬-২৭ সনে
ইংলণ্ড	৩৭,০৫০	২৪,৬৭৪	২৫,৭০২	১৫,৯৮০	২০,১০৬
হংকং	২৫	১৯	১৯৩		১৫
নেদারল্যাণ্ড	১৩৬০	৬২৭	২৭৯	৪৭৩	৪৮৬
সুইট্জার্ল্যাণ্ড	১,১৩২	৩৩৯	৬০৪	৮৯৮	৬৯১
চীন	১৫	২১৪	৫৩৭	৫৬	৯৩০
জাপান	৪৫৮	৭৪২৪	১৬,৭৮৬	৩৩,৫২৫	২৬,৬১৯
অন্যান্য দেশ	১,৭৫৪	৭০৬	৫৮০	৭৫৬	৫৭৮
মোট	৪১,১৯৪	৩৪,০৬০	৪৪,৬৮১	৫১,৬৮৮	৪৯৪২৫

ভারত কত সূতা রপ্তানি করে?

ভারতবর্ষ এক সময় বিস্তর সূতা ও বস্ত্র বিদেশে পাঠাইত। বর্ত্তমানে দিন দিন তাহার রপ্তানির হার কমিয়া আসিতেছে। ইহাদ্বারা মনে হয় আন্তর্জ্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার মত হাল-হাতিয়ার ও ব্যবসা-বুদ্ধি ভারতের এখনও আয়ত্ত হয় নাই।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ১২২,৮৪৪ হাজার পাউণ্ড সূতা বিদেশে চালান দিত। যুদ্ধের সময় ঐ সংখ্যা কমিয়া ১২৯,৬৮৫ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়। যুদ্ধের পর রপ্তানির হার হ্রাস পাইয়া একেবারে ৮২,৬৬৬ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়। তার পর ১৯২৫-২৬ ও ১৯২৬-২৭ সনে ভারতের রপ্তানির অঙ্কগুলি আরও কমিয়া গিয়াছে। ঐ দুই সনে যথাক্রমে ৩১,৮৭৪ হাজার ও ৪১,৫১৬ হাজার পাউণ্ড সূতা ভারতবর্ষ বিদেশে পাঠাইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র বয়কটের সাফল্য

ভারতে যত বিদেশী সূতা আমদানি হয় তাহা হইতে ভারতের রপ্তানি সূতা বাদ দিলে দেখা যায় যে, আরও ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ভারতে উৎপাদন করা হইলে তাহার বর্ত্তমান ঘাটতি পূরণ করিতে পারে। ভারতের বস্ত্র-উৎপাদনের হার বাড়াইতে হইলে তাহার সূতা উৎপাদনের হার সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধি করা দরকার।

ভারত-সন্তানের জন্য বৎসরে অন্যূন ৪৫০ কোটি গজ কাপড়ের দরকার। এক পাউণ্ড সূতায় ৪ গজ কাপড় তৈয়ারী হইলে ৪৫০ কোটি গজ কাপড়ের জন্য ১১২½ কোটি পাউণ্ড সূতার দরকার। ভারতীয় মিলগুলিতে বর্ত্তমানে ৮০ কোটি পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত করা হয়। অবশিষ্ট সূতা প্রস্তুতের জন্য ভারতীয় মিলগুলি শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ। ইহাদ্বারা আর ২০ কোটি পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে আরও ১২½ কোটি পাউণ্ড সূতা ঘাটতি থাকিয়া যায়। এই ঘাটতি পূরণের ভার মহাত্মা গান্ধির চরখা ও খদ্দর আন্দোলনকারিগণ লইতে পারেন। বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলন যে ভারতে সম্ভব তাহা ইহাদ্বারা প্রমাণ হইয়া যায়।

চামড়া রপ্তানি

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি মাসে কি পরিমাণ

গো-চামড়া (কাঁচা মাল) বিদেশে রপ্তানি হয় তাহা এখানে টন হিসাবে দেখান হইল।

দেশ	ফেব্রুয়ারী ১৯২৮	মার্চ্চ ১৯২৮	এপ্রিল ১৯২৮	জানু-এপ্রিল ১৯২৮
ইংলণ্ড	৩৮১	১৬৮	২১১	১,৩০৭
কন্টিনেণ্ট	২,৩৪৪	১,৬৬২	২,৩৪০	৮,৮০০
অন্যান্য দেশ	৫৪৩	৪০০	২৯৯	১,৩০৯
১৯২৮ সনে মোট	৩,০৬৮	২,২৩০	২,৮৫০	১১,৪১৬
১৯২৭	২,০৭৪	২,০৬৭	২,৭২৩	৮,৪১২
১৯২৬	১,৪৫২	২,০০৪	১,৮৮২	৬,৮৪৮

চামড়ার বাজার-দর (জুন)

আগরা (উঃ পঃ) ১৮৲ হইতে ২৪৲ প্রতি ২০ পাউণ্ড

দারভাঙ্গা	১৪৲ হইতে	১৬৲
পাটনা	১০৲	১৫৲
লবণাক্ত	১০৲০	

মহিষ চামড়া রপ্তানি (টন হিসাবে)

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
১৯২৮	১,৪৩৭	১,০৬৬	৯৪৪	৪,৬১৪
১৯২৭	৪১৭	৭৫৩	৭৭৫	২,৮০২
১৯২৬	৪০২	৪২৭	৪৩৪	১,৪৭১

কলিকাতায় জুন মাসে প্রতি বিশ পাউণ্ড মহিষ চামড়া ৯৲ টাকা হইতে ১৪৲০ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিকাইয়াছে।

ছাগলের চামড়া

গত তিন বৎসরে ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রতিমাসে কত টন ছাগ-চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহা এখানে দেখান হইল।

১৯২৮—ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
উঃ আমেরিকা ১,০৯৯	১,৮১৩	১,৯২০	৬৪২৩
অন্যান্য দেশ ৩১৯	৪৮৯	৩৯২	১,৪৪৩
১৯২৮ সনে মোট ১,৭১৮	২,২৮২	২,৩১২	৮,০৬৬
১৯২৭ সনে মোট ১,৭৭৮	১,৮১৭	১,৫০১	৬,৭৭০
১৯২৬ ,, ,, ১,২২১	২,৪৮৪	১,৬২৪	৭,০০৯

কলিকাতায় গত জুন মাসে ভাল এক শত ছাগ-চামড়া ১৭০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রী হইয়াছে। সাধারণ কোয়ালিটির মাল ১২০৲ টাকা হইতে ১৭০৲ টাকায় বিকাইয়াছে।

টান করা চামড়া

টান করা মহিষের চামড়া যত রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব টনে দেওয়া হইল।

১৯২৮—ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড ৯২	১০৩	৬৪	৩৬৫
অন্যান্য দেশ ৬	১৪	৪	২৭
১৯২৮ সনে মোট ৯৮	১১৮	৬৮	৩৯২
১৯২৭ ৪৩	৪৯	২৫	১৬১
১৯২৬ ,, ,, ২৯	৪৬	৩৪	১৩২

টান করা গো চামড়া

১৯২৮—ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড ৮৯৭	১,০১৭	৮৮১	৩,৪৬৭
উঃ আমেরিকা ৪৭	১১৪	১৮৯	৪৮১
অন্যান্য দেশ ৩	১৭	২০	৬৪
১৯২৮ সনে মোট ৯৪৭	১,১৪৮	১,০৯০	৪,০১২
১৯২৭ ,, ,, ৮২৮	৮৫৯	৯০৩	৩,২৯৪
১৯২৬ ,, ,, ৬৭৫	৮৩৬	৯৯০	৩,০৯৪

টান করা ছাগ-চামড়া

১৯২৮—	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড	২০৩	৩০০	২৩৯	১,০৯৫
উঃ আমেরিকা	২৮	২৬	২৭	১০৭
অন্যান্য দেশ	৬	৯	৪	৩৬
১৯২৮ সনে মোট	২৩৭	৩৩৫	২৭০	১,২৩৮

১৯২৭ সনে মোট	২৬৭	৩২৩	৩০৪	১,২১৬
১৯২৬ „ „	১৬১	২৯০	২১৯	৯৫০

ভেড়ার চামড়া

১৯২৮—ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	জানু-এপ্রিল
ইংলণ্ড ১৬৬	২৩০	১৪৬	৮৮০
সুদূর প্রাচ্য ৬০	১০৪	৬৫	৩০৩
উঃ আমেরিকা ৫	৫	—	১৬
অন্যান্য দেশ ৩	৭	৩	১৭
১৯২৮সনে মোট২৩৪	৩৪৬	২১৪	১,২১৬
১৯২৭ „ „ ৩৮০	৩৮২	২৮৪	১,২৩৬

ট্যানকরা চামড়ার বাজার-দর

মাদ্রাজ ২৪শে মে

গো-চামড়া	১৲টাকা হইতে ১।০ এক পাউণ্ড
মহিষ-চামড়া	৸০আনা „ ১৲
ভেড়ার চামড়া	২৲টাকা „ ৩৲
ছাগ-চামড়া	২৲টাকা „ ৩।০

লণ্ডন ১২ই মে

গো-চামড়া	১৲টাকা হইতে ১।০ এক পাউণ্ড
বোম্বাইএর ছাগ-চামড়া	৪৷৶০
ঐ ভেড়ার চামড়া	৪৲ টাকা

স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজার

গত ২৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে নিম্নলিখিত ভাবে বিদেশ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হয়। হিসাবটা হাজার টাকায় দেওয়া হইল।

	১৯২৮ সোনা—রূপা	১৯২৭ সোনা—রূপা
কলিকাতা	৫৯	৪১,২৫
বোম্বাই	২৩০৯ ১৪৫০	২২৪১—৩০৮২
করাচী		৩৮
মাদ্রাজ	১৮১৪	৯
বিদেশে রপ্তানি		৪,২৩

১৯২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্ত ও ১৯২৭ সনের ঐ সময়কার আমদানি-রপ্তানির হিসাব নিম্নরূপ। মূল্য হাজার টাকায় দেওয়া হইল।

	১৯২৮ সোনা	রূপা	১৯২৭ সোনা	রূপা
কলিকাতা	৬,৭৫	৩৩,০৯	—	১,৪০,৭৮
বোম্বাই	৩,৯৮,৩৬	২,১৪,৫৮	২,৮৭,৪১	৩,৩৩,৩৬
করাচী	২,৪৩	৯১	১,০৪	২,৪২
মাদ্রাজ	৭৮,০৭	১,০৯	—	৮৪
রেঙ্গুন	৩৬	—	৬,১৩	২
বিদেশে রপ্তানি	৭১	৯,১৪	৩০	২৭,৫৯

তিন মাসের আমদানি রপ্তানি

স্বর্ণ

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	এপ্রিল ১৯২৭-মার্চ্চ ১৯২৮
মোট রপ্তানি	২৫	৮০		৩,৪৪
„ আমদানি	১,৯০,৩৫	২,৬৫,৯১		১৮,১৩,৪৪
আমদানি—				
১৯২৮	১,৯৩,১০	২,৬৫,১১	২,২৯,১৮	১৮,১০,০০
১৯২৭	১,৮১,৭৮	২,৭৮,৯০	১,৩৭,২৬	১৯,৪০,০৫
১৯২৬	১,৯৬,১৮	৪,৭৮,৬৮	১,৮৯,৯২	৩৪,৮৫,৪৬

রৌপ্য

মোট রপ্তানি	১,০৩	১৮,৬৩	৩,২০	২৫২০২
„ আমদানি	১,২৯,১৫	১,১৬,৯২	৪,৪০,৭৯	১৬,৪৪,১০
আমদানি—				
১৯২৮	১,২৮,১২	৯৫,৮৯	১,৩৭,৪৯	১৩,৮৫,২১
১৯২৭	২,০৬,৭৮	১,৪৮,১২	২,৪৬,৫৮	১৯,৭৬,৬৫
১৯২৬	১,৮৮,৩১	১,০১,১৯	১,৮৭,৮৮	১৭,১৫,২১

(উপরিউক্ত অঙ্কগুলাকে হাজার গুণ করিয়া যত হয় তত টাকা বুঝিতে হইবে)।

গম আমদানি ও রপ্তানি (টন হিসাবে)

গত ২৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে নিম্নলিখিত পরিমাণ গম আমদানি ও রপ্তানি হয়।

আমদানি

কলিকাতা	
বোম্বাই	
করাচী	

রপ্তানি

কলিকাতা হইতে	৪	—
বোম্বাই	৩০	২২
করাচী	৪৬১	১,০৮৭

১৯২৮ ও ১৯২৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্তের আমদানি রপ্তানির তালিকা নিম্নরূপ।

আমদানি

	১৯২৮	১৯২৭
কলিকাতা	২৪,৮২২	২৩,৩৮৩
বোম্বাই	৩৪,০০৩	৩৯,৪৯১
করাচী	১২২,৮৩৩	৭৫,৫৯৩

তিন মাসের হিসাব

	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	এপ্রিল ১৯২৭—মার্চ্চ ১৯২৮
মোট আমদানি—				
	২৪,০১৫	৭২,৪৭০	—	৬৯,২০৮
মোট রপ্তানি—				
	৯৫৩	১,০১২	৫,৮৯১	২৯৯,৭৩৩
মোট রপ্তানি ১৯২৮	২৩,০৬২	১,৪৫৮	৫৮৯১	২৩০,৫২৫
১৯২৭	১০,৩৭৯	২৭,৯৪৭	৯০৬০	১৩৫,৪৭৩
১৯২৬	১০,৯১৬	৫,৬৬৪	৬৭৮	১৭৬,২১৭

চা-বাগনের কুলি

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উহার অন্যতম প্রতিনিধি মিষ্টার এইচ, কে, সাহুকে আসামের চা-বাগানগুলির কুলি-মজুরদের অবস্থা তদারক করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। সাহু সাহেব চা-বাগানগুলি পরিদর্শন করিয়া সংবাদপত্রের মারফতে এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

আসাম প্রদেশের চা বাগানসমূহ কুলি-মজুরের সংখ্যা প্রায় সওয়া এগার লাখ। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ আসাম উপত্যকার শ্রমজীবীদের সংখ্যা ৬৯০,৭৪১ এবং সুরমা উপত্যকার শ্রমজীবীদের সংখ্যা ৩১৯,৭২৯।

আসাম উপত্যকা অঞ্চলের চা-বাগানগুলিতে গড়ে পুরুষ মজুরদের মাসিক ১২।৵৯ পাই ও স্ত্রী-মজুরদের ১০৸৵৭ পাই মজুরী দেওয়া হয়। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছেলে মেয়ে মজুররা ৬৸৵৮ পাই করিয়া পায়।

সুরমা উপত্যকা অঞ্চলে পুরুষ মজুর গড়ে মাসিক ১৮৵৯ পাই ও স্ত্রী-মজুর ৮৵১ পাই ও বালক বালিকা ৫/৭ পাই রোজগার করে। উভয় উপত্যকাতেই বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন মজুরীর ব্যবস্থা আছে।

সাহু সাহেব কয়েক হাজার চা-বাগানের কুলির অবস্থা তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, কোন মাসেই পুরা কাজ করিয়া তাহারা ৭৷৷০ টাকার বেশী পায় না।

চা-বাগানের কুলিদের বাসস্থান স্বাস্থ্যের অনুপযুক্ত। ইহা যতদূর কদর্য্য হওয়া সম্ভব তাহাই। কুলিদের তথাকথিত গৃহে লোকে গরু-ছাগল রাখিতেও ঘৃণা বোধ করে। কুলিদের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারেরও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নাই। কুলিদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই বলিলেই হয়। তাহারা চা-কর সাহেবদের কেনা গোলাম। ইচ্ছা হইলেই তাহারা চা বাগানগুলি পরিত্যাগ করিবারও অধিকারী নয়। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও আলোকের যুগেও তাহাদের সঙ্গে মধ্য যুগের বর্ব্বরের মত ব্যবহার করা হয়। মোটের উপর বলিতে গেলে চা বাগানের কুলিদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। তাহারা জড় পদার্থ বিশেষ।

ভারতে সুগন্ধি দ্রব্য

সুগন্ধি দ্রব্যের সব চাইতে বড় ভাঁটি করাসী দেশে। সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ফ্রান্সের নিস প্রভৃতি সহরে

বিস্তর ফুলের চাষ-আবাদ করা হয়। ফরাসী আতর এসেন্স, তেল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য যেরূপ দুনিয়ার বাজারে বিকায় সেরূপ আর কোন দেশের সুগন্ধি দ্রব্যেই বিকায় না। সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ফরাসীর নাম ডাক অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর ফরাসী মালও খুব সাচ্চা। ভারতের মাটীতে জোর বিদেশী বয়কট আন্দোলন চলিলেও ফরাসী এসেন্স ও তেল বয়কটের দ্বারা মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভারতের সুগন্ধি দ্রব্য সরবরাহের কাজে ফরাসীই প্রধান স্থান দখল করিয়া আছে। জার্মাণ ও জাপানী সুগন্ধিরও বাজারে কাটতি হয়, কিন্তু সেগুলি নেহাৎ তৃতীয় শ্রেণীর। আমেরিকা আজকাল ভারতবাসীর টুথ পেষ্ট ও পাউডার সরবরাহ করে। ইংরেজের এ ব্যবসায় তেমন নাম নাই। তবে ইংরেজও ফরাসীর মত সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে আজকাল অধিক মনোনিবেশ করিতেছে।

এপ্রিল মাসে ভারতে কাপড়ের আমদানি

গত বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় এই বৎসরের এপ্রিল মাসে বিলাত হইতে কোরা সুতার, রঙ্গিন ও ছাপান এবং সুতা ও কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত কাপড়ের আমদানি বাড়িয়াছে। কোরা কাপড় ও কৃত্রিম রেশমী সুতার আমদানি কমিয়াছে। কোরা কাপড়ের আমদানির শতকরা ৭৫ ভাগেরও উপর, ধোয়া কাপড়ের আমদানির শতকরা ৯০ ভাগ এবং রঙ্গিন ও ছাপান কাপড়ের আমদানির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বিলাত হইতে আসিয়াছিল।

জাপান হইতে রঙ্গিন ও ছাপান কাপড়ের আমদানি কিছু বাড়িয়াছে; কিন্তু কোরা কাপড়ের আমদানি অনেক কমিয়াছে।

ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে সুতা ও রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত কাপড়ের রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ইতালির রপ্তানি বিলাতের রপ্তানির কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। জাপানের রপ্তানি ৬ গুণেরও উপর বাড়িয়াছে —যদিও ইহা এখনও বিলাতের রপ্তানির ৩ ভাগের এক ভাগেরও কম।

মোট সুতার কাপড়ের আমদানির অর্দ্ধেকের কিছু বেশী বাংলা লইয়াছে; বাংলা যত লইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকের কিছু কম বম্বে লইয়াছে; মাদ্রাজের আমদানি বম্বের আমদানির প্রায় ১৫ ভাগের এক ভাগ; সিন্ধুদেশ ও বার্ম্মার আমদানি মাদ্রাজের আমদানির যথাক্রমে ২ গুণ ও ৩ গুণের উপর। গত বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় বাংলা, সিন্ধুদেশ, মাদ্রাজ ও বার্ম্মার আমদানি কমিয়াছে, বম্বের আমদানি বাড়িয়াছে। মোটের উপর সুতার কাপড়ের আমদানি ৫৮ লক্ষ ৩৭ হাজার গজ কমিয়াছে।

মদ্যপান নিবারণের বাধা—গবর্মেণ্টের আয় হ্রাস

ভারতে মদ্যপান সম্পূর্ণ নিবারণের পথে একটি বিষম বাধা এই যে, মদ্যপান নিবারণ করিলেই গবর্মেণ্টের একটি প্রধান আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রতি বৎসর আবগারী বিভাগ হইতে গবর্মেণ্টের প্রায় ১½ কোটি পাউণ্ড আয় হইয়া থাকে। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির মোট আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই বিভাগ হইতে আদায় হয়। মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট আবকারী বিভাগ হইতে ইহার মোট আয়ের শতকরা ৩৩·৩ ভাগ পাইয়া থাকে। বিহার উড়িষ্যা গবর্মেণ্ট মোট আয়ের শতকরা ৩৪·৩ ভাগ পাইয়া থাকে। কোন কোন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট মদ্যপান নিবারণই ইহার লক্ষ্য মানিয়া লইলেও আয় কমিয়া যাইবার ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছে না। বম্বে গবর্মেণ্ট ১৯২৬ সনে মদ্যপান নিবারণই যে ইহার লক্ষ্য তাহা ঘোষণা করিয়াছিল; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ঐ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার ফলে গত বৎসর ৬ কোটি টাকা (অর্থাৎ বার্ষিক আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ) লোকসান হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনে ভারতীয় রেলপথের অর্ডারসমূহ

গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরে ভারতীয় রেলপথসমূহের যতগুলি অর্ডার ভারতের বাহিরে দেওয়া হইয়াছিল তাহার মোট দামের শতকরা ৭৯ ভাগ বিলাতী কারখানাওয়ালারা পাইয়াছে।

বিমান বিভাগ

ভারতের বিমান বিভাগে ২২৪ জন অধাক্ষ সৈনিক ও ১৭০৫ জন সাধারণ সৈনিক রহিয়াছে। ইহারা সকলেই ইংরেজ। বিভাগের জন্য বাৎসরিক ১২৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

ইংলণ্ডের বিমান বিভাগের বাৎসরিক ব্যয় ১ কোটি ৯৯ হাজার টাকা।

১৯২৬-২৭ সনে ভারতে কৃষির জন্য খরচ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খরচের $\frac{1}{20}$ ভাগ

১৯২৬-২৭ সনে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট-গুলি মিলিয়া মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১ শত ৭৩ টাকা কৃষির জন্য খরচ করে। এই খরচ কর্ষিত জমির একর প্রতি ৯ পাই, ও ব্রিটিশ ভারতে জন প্রতি ৮ পাই দাঁড়ায়। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের মোট আয় প্রায় ৯০ কোটি টাকা। এই টাকার শতকরা ১ ভাগের কিছু বেশী ভারতের প্রধান শিল্প কৃষির জন্য খরচ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট মোট আয়ের শতকরা ·৭ ভাগ কৃষির জন্য খরচ করিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৩০ জন লোক কৃষিতে নিযুক্ত। ভারতে শতকরা ৭০ জনেরও উপর লোক কৃষিতে নিযুক্ত। অথচ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একর প্রতি ৬ আনা খরচ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভারতে একর প্রতি যাহা খরচ করা হয় তাহার ৮ গুণ। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির জন্য মোট খরচ করা হইয়াছে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার। ইহার শতকরা ৪০ ভাগ ফেডারল্ গবর্ণমেণ্ট দিয়া থাকে। ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কৃষির জন্য যত খরচ করে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারল গবর্ণমেণ্ট তাহার ৪২ গুণ খরচ করে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলি মোট যত টাকা খরচ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ও ফেডারল গবর্মেণ্টগুলি মিলিয়া তাহার ১১ গুণ খরচ করে। জাপান গবর্মেণ্ট কৃষির জন্য ১৯২৭-২৮ সনে ৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার ইয়েন খরচ করিয়াছে। ইহা গত বৎসরের ভারতীয় খরচের ৫ গুণ।

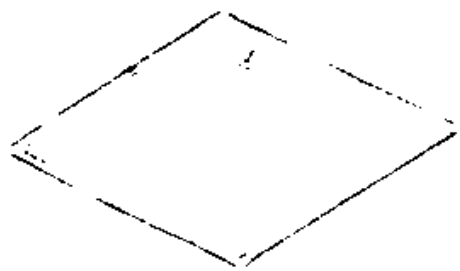

চীনদেশের ব্যবসাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাত

১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে চীনদেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা (রপ্তানি ও আমদানি) ৫ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯১৬ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে ৩ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে চীনদেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাড়িয়াছে ৪ গুণ, চীনদেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাড়িয়াছে প্রায় ৭ গুণ। ১৯০৮ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীন হইতে যত কিনিয়াছিল তাহার চেয়ে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টেল বেশী বেচিয়াছিল। ১৯২৬ সনে যত কিনিয়াছিল তাহার চেয়ে ৩ কোটি ৭৪লক্ষ টেল বেশী বেচিয়াছিল। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই যুক্তরাষ্ট্র যত কিনিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী বেচিয়াছিল। কেবল ১৯১৬ ও ১৯২৫ সনে কিনিয়াছিল বেশী বেচিয়াছিল কম।

১৯০৮ হইতে ১৯২৫ সনের মধ্যে চীনদেশে বিলাতের ব্যবসা বাড়িয়াছে মাত্র ২ গুণ। ১৯১৬ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে বাড়িয়াছে দেড় গুণের বেশী। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে চীনে বিলাতী জিনিষের আমদানি বাড়িয়াছে দেড় গুণের কিছু বেশী। চীনদেশ হইতে বিলাতে রপ্তানি বাড়িয়াছে প্রায় ৬ গুণ। ১৯০৮ সনে বিলাত যত কিনিয়াছিল তাহার চেয়ে ৬ কোটি টেল দামের জিনিষ বেশী বেচিয়াছিল। ১৯২৬ সনে ৬ কোটি ৪ লাখ টেল বেশী বেচিয়াছিল। ১৯০৮ হইতে ১৯২৬ সনের মধ্যে কোন বৎসরই বিলাত চীনদেশে যত বেচিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী কিনে নাই।

১৯০৮ সনে যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীনদেশে আমদানির দাম ৪ কোটি ১২ লক্ষ টেল, বিলাত হইতে আমদানির দাম ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টেল। ১৯২৬ সনে যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানির দাম ১৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টেল, বিলাত হইতে আমদানির দাম ১১ কোটি ৬২ লক্ষ টেল।

১৯০৯ সনে চীনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টেলের এবং বিলাতের ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টেলের ব্যবসা হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে চীনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার পরিমাণ ৩৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টেল, বিলাতের ব্যবসার পরিমাণ ১৭ কোটি ২০ লক্ষ টেল।

১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে চীনদেশে ধর্ম্মঘট

	১৯২৫	১৯২৬
ধর্ম্মঘটের মোট সংখ্যা	১৮৩ (৩১৮)	৪৩৫
যতগুলি ধর্ম্মঘটের ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা জানা গিয়াছে	১০৩ (১৯৮)	৩১৩
ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা	৪০৩,০০৪ (৭৮৪,৮২১)	৪৩৯,৪৮৪,
প্রত্যেক ধর্ম্মঘটে গড়ে ধর্ম্মঘটকারীর সংখ্যা	৩৯১৬ (৩৯৬৪)	১৭২০,২১
যতগুলি ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে	১৪ (১২০)	৩৪০
নষ্ট দিনের সংখ্যা	৪০৫ (২২৬৬)	২,০০৫
প্রত্যেক ধর্ম্মঘট গড়ে যত দিন স্থায়ী হইয়াছিল	৫'৩২ (১৮'৮৮)	৬'৮৭

ব্রাকেটের মধ্যস্থিত অঙ্কগুলিতে ১৯২৫ সনের ৩০শে নে তারিখে সাংহাইয়ে যে ঘটনা সংঘটিত হয় তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মঘটগুলিকে ধরা হইয়াছে।

১৯১৮ হইতে ১৯২৫ সনের মধ্যে অর্থাৎ ৮ বৎসরে চীনদেশে ৬৯৮টী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। কিন্তু কেবল ১৯২৬ সনেই ৫৩৫টী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। চীনা শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য কিরূপ বাড়িতেছে তাহা এই অঙ্ক হইতে অনেকটা ধারণা করা যায়।

নূতন চীনের সংস্কার-প্রচেষ্টা

নানকিং ১১ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ যে, চীন সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ন্যাশন্যাল ফিনান্সাল কনফারেন্সের (জাতীয় অর্থ-সম্মিলন) অধিবেশন এইমাত্র শেষ হইয়াছে। এই সম্মিলন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তনের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন :—

(১) সৈন্যসংখ্যা ৫ লক্ষের মধ্যে রাখা (২) ব্যাঙ্কনোট বাহির করিবার পূর্ণ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যাঙ্ক, কৃষি, শ্রমশিল্প ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ স্থাপন (৩) ১ শিলিং মূল্যের চীনমুদ্রা তুলিয়া দিয়া যাবৎ স্বর্ণমান প্রবর্ত্তিত না হয় তাবৎ ডলার মুদ্রাকে চল্‌তি স্বরূপ গ্রহণ করা (৪) ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মাল-চলাচলের কর রহিত করা (৫) আয়কর এবং বংশানুক্রমিক সম্পত্তি অধিকারের কর প্রবর্ত্তন।

আধুনিকতম নীতিসমূহের উপর এই সংস্কার-প্রস্তাবগুলি স্থাপিত হইয়াছে। শুল্ক-স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে একটি নূতন জাতীয় শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইবে। যেখানে দেশীয় জিনিষের উপর কর আছে সেখানে বিদেশী জিনিষের উপর কর বসান হইবে।

মিশরে বিলাতী টাইপ রাইটারের অভাব

মিশরের ব্রিটিশ বাণিজ্য-ভবন তাহাদের একটি মাসিক পত্রে প্রচার করিয়াছেন যে, ভবনের নিজের ব্যবহারের জন্য ও সমস্ত কাইরো ও আলেক্‌জেন্দ্রিয়া সহর খুঁজিয়া একটী বিলাতী টাইপরাইটার কিনিতে পান নাই। উভয় সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন ফল হয় নাই। উক্ত ভবনের মতে এখানে বিলাতী ফিল্‌ম্‌ ও টাইপরাইটারের ব্যবসা বেশ চলে।

পারস্যে সড়ক ও রেল

চীনের মত পারস্য দেশেও শিল্প বাণিজ্য ও পুঁজি বিষয়ে আর্থিক উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকল প্রাচ্য দেশের মত এখানেও সমস্ত ব্যবসাতেই বিদেশী পুঁজির ভাগ বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে রিজা খানের গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ তত্ত্বাবধানে দেশে বহু রাস্তা-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সব রাস্তা এক দিকে তেহরাণের ভিতর দিয়া তাব্রিজে মেসপটেমিয়ার সমস্ত রাস্তার সহিত যুক্ত হইবে, অন্য দিকে ভারতের সহিত পারস্যের যোগাযোগ করিবে।

এই সমস্ত রাস্তা তৈয়ারী হইলে যে সমস্ত রেল লাইন বসানোর কথা চলিতেছে, তাহার পরিমাণও অনেকটা কমাইয়া দেওয়া হইবে। বিশেষতঃ ট্রান্স-পারসিয়ান লাইন, মোহাম্মেরা-তেহেরাণ বেনার গঞ্জ এবং বাগদাদের শাখা লাইন খানিকিন-হামাদান একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই সব রাস্তায় দেশ-বিদেশের সহিত যোগাযোগ হইলে দেশে মোটর সার্ভিসের সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইবে। এ সব রাস্তায় দেশের আর একটা বিশেষ উপকার হইবে। দেশ-বিদেশের সহিত যোগাযোগের ফলে সে সব দেশের সহিত একটা বড় রকমের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ও দেশের শিল্প-বাণিজ্য যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। এই রাস্তায় সোভিয়েৎ রুশিয়ার সহিত উত্তর পারস্যের যোগাযোগ হওয়াতে উত্তর অঞ্চলের সমস্ত উৎপন্ন সামগ্রী ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী সমস্ত বন্দরে চালান দিবার সুবিধা হইবে। এই রাস্তা-নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ও ইরাক্‌দেশীয় রেলপথগুলি রুশিয়ার নিকটবর্ত্তী ককেসিয়া ও তুর্কিস্থানের সীমাঞ্চলের দিকে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য আরও বাড়িয়া যাইবে।"

এই ভাবে রাস্তার যোগাযোগ হওয়াতে যে কোন সময়ে ভারত ও মেসপটেমিয়া থেকে হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য মোটরে চালান দেবার খুব সুবিধা হইবে।

ইরাক্

ফরাসী ওলন্দাজদের সহিত মিলিত হইয়া অ্যাংলো আমেরিকানদের টাকায় মুসাল হইতে বৃটিশ প্যালেষ্টাইনের নিকটবর্ত্তী যে কোন স্থানে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত ৫০০ মাইল লম্বা একটা তেলের নল বসান হইবে। এই নল ফরাসী অধিকৃত সিরিয়ার ভিতর দিয়া চালান হইবে। এই সঙ্গে একটা রেল লাইনও খোলা হইবে কথা হইতেছে।

প্যালেস্টাইন

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশের উন্নতিকল্পে ৫০ লাখ পাউণ্ড প্যালেষ্টাইনকে ধার দিয়াছেন। দেশের উন্নতির জন্য অন্যান্য কাজের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের উপরে হাইফা নগরে একটী বন্দর নির্ম্মিত হইবে। এই বন্দরের উদ্দেশ্য হইবে সিরিয়ার বিরুট বন্দর ও স্যুয়েজ বন্দরের সাথে টক্কর দেওয়া অথবা তাদের ছাড়াইয়া ওঠা। দেশের উন্নতির জন্য আর একটা মতলব হইতেছে মৃত সাগরের ধনদৌলত উদ্ধার করা।

দেশে দেশে মাথা পিছু খাজনা

	১৯২৫-২৬ সনে	যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরে
বিলাতে	১৫ পা ২ শি ৮ পে	৩ পা ১১ শি ৪ পে
ফ্রান্সে	৮ „ ৫ „ ১০ „	৩ „ ৭ „
যুক্তরাষ্ট্রে	৬ „ ১ „ ১১ „	১ „ ৭ „ ১১ „
জার্ম্মাণিতে	৫ „ ৬ „ ৫ „	১ „ ১০ „ ৮ „
ইতালিতে	৩ „ ৮ „ ৯ „	২ „ ৮ „
নিউজিল্যাণ্ডে	১৪ „ ০ „ ৯ „	১৯২৫-২৬ সনের অঙ্কগুলির এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক।
দঃ আফ্রিকায়	১১ „ ১৭ „ ২ „	
অষ্ট্রেলিয়ায়	৯ „ ১ „ ৬ „	
কানাডায়	৬ „ ১৯ „ ৪ „	

মাথা পিছু খাজনা সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে বিলাতে। সমর-ঋণ, যুদ্ধের জন্য মোট পেনশন প্রভৃতিই এই বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি ও রাশিয়া এই তিন দেশের কোথায় কি ভাবে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তার একটা বিবরণ আমরা নিম্নে দিতেছি :—

সাময়িক ভাবে কাজের অযোগ্যতার জন্য

রাশিয়াতে শ্রমিকরা পূর্ণ বেতন পেয়ে থাকে।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডে এই ক্ষতিপূরণ চাকুরীর সময়ের উপরে নির্ভর করে থাকে। দীর্ঘকাল কাজ করলে বেশী এবং কম সময় কাজ করলে কম বেতন দেওয়া হয়। নারী শ্রমিকরা কম ক্ষতিপূরণ পায়।

অকর্ম্মণ্যতার পেন্সন

রাশিয়াতে পুরা মজুরী পেন্সন হিসাবে দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৬৫ টাকা দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৫০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে।

অক্ষমতার পেন্সন

রাশিয়াতে বেতনের শতকরা ৬৬ ভাগ।

জার্ম্মাণিতে বেতনের শতকরা ১০ থেকে ৩৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে বেতনের শতকরা ৭ থেকে ১৩ ভাগ।

বেকার থাকার পেন্সন

রাশিয়াতে শতকরা ১৩ টাকা থেকে ৪৫ টাকা পর্য্যন্ত।

জার্ম্মাণিতে শতকরা ৪৬ টাকা।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ২০ টাকা থেকে ৬০ টাকা।

গর্ভাবস্থার পেন্সন

রাশিয়াতে পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণিতে বেতনের শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে এক কালীন দুই থেকে চার পাউণ্ড।

বেকারীর পেন্সন ব্যাপারে রাশিয়া এখনো পশ্চাদ্‌পদ। তবে নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন হলে রাশিয়ায় হার বৃটিশ হারের চেয়েও বেশী হবে। (গণবাণী)

জগতের বৃহত্তম ভাসমান ডেকের ৮০০০ মাইল সমুদ্র-যাত্রা

সিঙ্গাপুরের জন্য যে নূতন ডেকটী নির্ম্মিত হইয়াছে ইহার মত প্রকাণ্ড ভাসমান ডেক পৃথিবীতে আর নাই। দৈর্ঘ্যে ইহা ৮৫৫ ফুট এবং গভীরতায় ৭৪ ফুট; ৫০ হাজার টন পর্য্যন্ত ইহার তুলিবার ক্ষমতা। এক সঙ্গে ৬০ হাজার লোক ইহার উপর দাঁড়াইতে পারে। ইহার নির্ম্মাণে ২০ হাজার টন ইস্পাত ও ৩৪ লক্ষ রিবেট লাগিয়াছে।

এই ডেকটী বিলাতের টাইন্ নদীর তীরস্থিত ওয়াল্‌সেণ্ড নামক স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ইহাকে ৮০০০ মাইল ঘুরে অবস্থিত সিঙ্গাপুরে সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। ডকটীকে ২ ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগটী ২১শে জুন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে; দ্বিতীয়টী তাহার ১ সপ্তাহ পরে যাত্রা আরম্ভ করিবে। এই দুটী ভাগের প্রত্যেকটীকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য ৪টী করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী জাহাজ (টাগ) লাগিবে। পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই ২ মাস লাগিবে। তাহার পর সুয়েজ-খাল পার হইতে হইবে। সুয়েজখাল পার হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার। অন্যান্য ষ্টীমারের যাতায়াতের অসুবিধা কমাইবার জন্য ২টী ভাগকে একই সঙ্গে খাল পার হইতে হইবে। পার হইবার সময় খালের ধারে ধারে যে আলো ও অন্যান্য বাধা আছে সেগুলি সব সরাইতে হইবে। পার হইতে অন্ততঃ ৪ দিন লাগিবে। অন্যান্য ষ্টীমারকে যাইবার পথ দিবার জন্য প্রত্যহ রাত্রিতে ইহাদের খালের প্রধান খাত হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে।

সুয়েজ খালে মাল-চলাচলের পরিমাণ

সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া কত জাহাজ ও মাল যাওয়া আসা করিয়া থাকে তাহা নীচের অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে:—

		১৯২৭ প্রথম তিন মাস	
যাতায়াতকারী জাহাজের সংখ্যা	১৪৯৯	১৩৮৩	১২৯৫
নিট্ টনেজ্	১,৮৫৩,৪৭৯	১,২৮৪,৬৭০	৬,৭৫৫,৫০৬
মালের পরিমাণ	১,৯৭৭,০০০টন	৭,১৬৪,০০০টন	৮,৭৭৭,০০০টন

উক্ত অঙ্কগুলি হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কি পরিমাণ উন্নতি হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার পুঁজি কমিতেছে

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার শিল্প কারবারগুলির হাতে কয়লার পুঁজির পরিমাণ:—

গত বৎসরের
১লা অক্টোবর ৬ কোটি ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টন নিট

এই বৎসরের
১লা মার্চ্চ

এই বৎসরের
১লা এপ্রিল ৫৭ „ ৪৪

শিল্প কারবারগুলির কয়লা খরচের পরিমাণ:—
গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ
„ মার্চ্চ ৩ „ ৮২ „

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আকাশপথে মাল, চিঠি ও যাত্রী চলাচল

যাত্রী যাইবার আকাশ পথের পরিমাণ	১২৬৯ মাইল
চিঠি	৭৭৬৩
মাল	১২,৬২৭

৩৪৮৬ জন লাইসেন্স-করা পাইলট ৩২৬৪টী এরোপ্লেন চালাইতেছে।

গত বৎসর ২০১১টী বাণিজ্যিক এবং ৩৯৫টী সামরিক এরোপ্লেন বাড়িয়াছিল। ১৯২৭ সনের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৯৮·৪ ভাগ।

যে কোম্পানীটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এরোপ্লেন প্রস্তুত করিয়াছে সেটী তৈয়ারী করিয়াছে মোট ৪৫৪ খানি।

আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে এরোপ্লেনগুলি দৈনিক ২৪০০০ মাইল ব্যাপিয়া ডাক বহিতে থাকিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার আর্থিক সম্বন্ধ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৩২০ কোটি ডলার ক্যানাডায় খাটানো হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এত বেশী টাকা আর কোনও দেশে খাটানো নয় না। কিন্তু ক্যানাডাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অনেক টাকা খাটাইয়া থাকে। ক্যানাডা সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০ কোটি ডলার বিদেশে খাটাইতেছে। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও এক-তৃতীয়াংশ বিলাত, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় প্রদেশে। এতদ্ব্যতীত ৬০ কোটি ডলার স্থায়িভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে খাটানো হইতেছে। ক্যানাডার লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি; কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ১১ কোটি ৭০ লক্ষ। ক্যানাডার লোকসংখ্যা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার প্রায় ১১ ভাগের ১ ভাগ হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডায় যত টাকা খাটাইতেছে (৩২০ কোটি ডলার) ক্যানাডা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তাহার অর্দ্ধেক টাকা খাটাইতেছে (১৬০ কোটি ডলার)।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডার একটী প্রধান খরিদ্দার। ক্যানাডার মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লইয়া থাকে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যত দামের জিনিষ কিনিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা মোট বেশী দামের জিনিষ ক্যানাডার নিকট বেচিয়া থাকে।

ছুটীর সময় বেড়াইবার স্থান হিসাবে ক্যানাডা পর্য্যটকদিগের নিকট ক্রমেই প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর অনেক আমেরিকান ক্যানাডায় বেড়াইতে যায় এবং সেখানে বৎসরে প্রায় ২২ কোটি ডলার খরচ করে।

একটা প্রকাণ্ড কপিকল

পূর্ব্বে বিলাতের সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে কপিকলটি ছিল তাহার ৭০ টন অর্থাৎ ১৮৯০ মণ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিবার ক্ষমতা ছিল। সম্প্রতি 'সাউথ ওয়েলসে' একটি প্রকাণ্ড ভারমান কপিকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ১২০ টন অর্থাৎ ৩২৪০ মণ পর্য্যন্ত তুলিতে পারে। ইহার ডেকটী ৮০ ফুট লম্বা ৪৭ ফুট চওড়া, ও ৯ ফুট গভীর। উচ্চতায় ইহা ৮৫ ফুট। ভারমান বলিয়া 'সাউথ ওয়েলসে'র যে কোন বন্দরে যেমন দরকার হইবে ইহাকে লইয়া যাওয়া চলিবে। ইহা গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর সম্পত্তি।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিদেশী পর্য্যটক

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ২০,০০০ পর্য্যটক (যাহারা অন্য দেশে যাইবার পথে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান নগরগুলিতে থাকে তাহাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই) যাইয়া থাকে। পর্য্যটকের সংখ্যা যদি বৎসরে ১ লাখ করিয়া ৫ বৎসর কাল বাড়ানো যায় তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়ায় ২ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ডের ব্যবসা বাড়িয়া যাইবে। অতগুলি পর্য্যটক বাড়াইবার জন্য যাহা কিছু বন্দোবস্ত করিতে হইবে (যেমন আফিস খোলা, যে যেমন পর্য্যটক যোগাড় করিতে পারিবে তাকে সেই অনুযায়ী কমিশন দেওয়া ইত্যাদি) তাহার জন্য খরচ পড়িবে বৎসরে ১ লাখ পাউণ্ড। অর্থাৎ মোট ৫ লাখ পাউণ্ড খরচ করিয়া ২ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড রোজগারের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। এই প্রস্তাবের একটী বিস্তারিত স্কীম অষ্ট্রেলিয়ার "ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড মাইগ্রেশন কমিশন" কর্ত্তৃক বণিক সভা, রেল কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী, হোটেল ম্যানেজার ও কারখানাওয়ালাদের সভা প্রভৃতির নিকট পেশ করা হইয়াছে। চাঁদা চাহিয়া পাঠানোও হইয়াছে। উপযুক্ত সাহায্য পাইলে প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

১৯২৭ সনে বিলাতের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা

১৯২৭ সনে সমগ্র জগতের রপ্তানি ব্যবসার শতকরা ১১ ভাগ বিলাতের হাতে ছিল। ইহা ১৯২৩ সনের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ কম। ১৯২৩ সনে সমগ্র জগতের রপ্তানি ব্যবসার শতকরা ৬২ ভাগ ইয়োরোপের হাতে ছিল। ১৯২৭ সনে ইহা কমিয়া শতকরা ৫২ ভাগ দাঁড়ায়।

১৯২৭ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিলাতের রপ্তানি ক্রমে বাড়িতেছিল। দক্ষিণ আমেরিকায়ও, বিশেষতঃ আর্জ্জেণ্টি-

নাতে রপ্তানি বাড়িতেছিল। ১৯২৪ সনের প্রথম তিন মাসে আর্জেন্টিনাতে যত রপ্তানি হইয়াছিল ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী রপ্তানি হইয়াছে। অত্যন্ত উচ্চ হারের আমদানি-শুল্ক সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিলাতের রপ্তানি বাড়িয়াছিল।

১৯২৭ সনে পৃথিবীতে যত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার শতকরা ৫৫½ ভাগ বিলাত নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ঐ বৎসরে ২ লক্ষ ৯ হাজার মোটর গাড়ী বিলাতে প্রস্তুত হয়। ইহা ১৯২৪ সনের অঙ্ক অপেক্ষা ৭১ হাজার বেশী।

যে পাঁচটী দেশ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রপ্তানি হিসাবে প্রধান, বিলাতের স্থান তাহাদের শীর্ষে ছিল।

প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় ১৯২৭ সনে পৃথিবীতে ৫০ লক্ষ গাঁট তুলা বেশী খরচ হইয়াছিল। কিন্তু বিলাত ঐ সনে প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় ১০ লক্ষ গাঁট তুলা কম লইয়াছিল।

১৯২৭ সনে স্বেন্‌স্কা দিয়াশলাই কোম্পানীর প্রসার

১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে সুইডেনে দিয়াশলাই উৎপাদন কিছু বাড়িয়াছিল; বিদেশে কার্য্যের ক্ষেত্র ১৯২৭ সনে অনেক বাড়িয়াছিল।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত দিয়াশলাই শিল্প সংক্রান্ত নিয়মাবলী জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে পাশ হইয়াছে। বিশেষ অধিকার না পাইলে কেহ আর জার্ম্মাণিতে দিয়াশলাই ফ্যাক্টরী খুলিতে পারিবে না।

স্বেন্‌স্কা কোং কর্ত্তৃক বৃটিশ সাম্রাজ্যে একটী নূতন দিয়াশলাই ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশান লিমিটেড্। ইহার মূলধন ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। স্বেন্‌স্কা কোংর বৃটিশ সাম্রাজ্যে যতগুলি দিয়াশলাই-য়ের ফ্যাক্টরী আছে সবগুলিই ইহার অধীন করা হইয়াছে। কেবল ভারতে বা এশিয়াতে যেগুলি সুইডেনের সহিত শাসনবিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সেইগুলিকে বাহিরে রাখা হইয়াছে। "ব্রায়ান্ট অ্যাণ্ড মে লিমিটেড" নামক একটী ইংরেজ কোম্পানীও ইহার ভিতর আসিয়াছে। ইহা "ব্রায়ান্ট অ্যাণ্ড মে লিমিটেডের" সকল সাধারণ শেয়ার-গুলি লইয়াছে, "জে, জন্ নাইটস্ অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমি-টেডের" ও স্বেনস্কার অনেকগুলি দিয়াশলাই তৈয়ারী ও বিক্রয় করিবার কোম্পানীর সকল শেয়ারই লইয়াছে। বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশান লিমিটেড্‌কে স্বেন্‌স্কা যত সম্পত্তি দিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে স্বেন্‌স্কা বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশান লিমিটেডের ১৮ লক্ষ ১ পাউণ্ড দামের সাধারণ শেয়ার পাইয়াছে। ইহা বৃটিশ ম্যাচ কর্পোরেশানের সমস্ত শেয়ার ক্যাপিটালের শতকরা ৩০ ভাগ। বাকী শতকরা ৭০ ভাগ ব্রায়ান্ট অ্যাণ্ড মে লিমিটেডের সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন কোম্পানীটীর বিলাত, আয়ার্ল্যাণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়ায় ফ্যাক্টরী থাকিবে।

দুইটী জাপানী দিয়াশলাই কোম্পানীতে ইতিপূর্ব্বেই স্বেন্‌স্কা কোংর স্বার্থ ছিল। সেই দুইটীর সহিত আর একটী জাপানী কোম্পানীর মিলনে "দাইদো ম্যাচ কোং" নামে একটি নূতন দিয়াশলাই কোং গত সেপ্টেম্বর মাসের চুক্তির ফলে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহার মূলধন ৬০ লক্ষ ইয়েন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া শাসন বিভাগের সহিত ২৯শে অক্টোবর নূতন চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে স্বেন্‌স্কা কোং ফরাসী দিয়াশলাই শিল্পকে ২০ বৎসর যাবৎ সাহায্য করিতে এবং দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও কল ও মেয়াশলাই যোগাইতে বাধ্য থাকিবে। স্বেন্‌স্কা কোং সোজাসুজি সাধারণের নিকট বিলাসিতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দিয়াশলাই বেচিতে পারিবে।

ইকোয়েডর সাধারণ তন্ত্রের সহিত গত নভেম্বর মাসে একটী চুক্তি হইয়াছে। ইহার ফলে স্বেন্‌স্কা কোং ২৫ বৎসর ধরিয়া ইকোয়েডরে দিয়াশলাই তৈয়ারী ও বিক্রয়ের অধিকার পাইয়াছে। এই অধিকার পাইবার জন্য স্বেন্‌স্কা উক্ত গবর্ণমেণ্টকে শতকরা ৮ ডলার সুদসহ ২৫ বৎসরের মধ্যে ফেরৎ পাইবে এই সর্ত্তে ২০ লক্ষ ডলার ধার দিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী অর্ডার

জাপানীরা সব রেলপথগুলি চওড়া করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে জাপানী গবর্মেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের "ইয়াওয়াটাউন ওয়ার্কসের" নিকট মোট ৬০ হাজার টন ওজনের রেললাইনের অর্ডার দিয়াছে। প্রত্যেকটী রেলের ওজন ১০০ পাউণ্ড করিয়া।

বিলাতে জাভাই চায়ের আমদানি বাড়িতেছে

শ্রীযুক্ত পিল্‌চার সম্প্রতি (মে মাসে) হাউস্ অব্ কমন্‌সে বিলাতে ভারতীয় ও জাভাই চায়ের আমদানি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি দেখান যে, বিলাতে ভারতীয় চায়ের আমদানি যেমন কমিতেছে তেমন জাভাই চায়ের আমদানি বাড়িতেছে। নিম্নোদ্ধৃত অঙ্কগুলি হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়:—

	১৯১৯	১৯২৪	
ভারতীয় চায়ের			
আমদানি	২৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাঃ	২৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাঃ	২৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাঃ
জাভাই চায়ের			
আমদানি	১ কোটি ৮৮ লক্ষ পাঃ	৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাঃ	৬ কোটি ১০ লক্ষ পাঃ

বিলাত ১৯১৯ সনে ৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা খাইয়াছিল।

১৯২৭ সনে বিলাতের মোট চা খাওয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ এই কয় বৎসরে চা খাওয়ার পরিমাণ বাড়ে ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড: কিন্তু ঐ কয় বৎসরে জাভাই চায়ের আমদানি বাড়িয়াছে ৪ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, বাড়্‌তি খাওয়ার পরিমাণটুকুই জাভা হইতে সংগৃহীত হয় নাই। জাভা সত্য সত্যই ভারতকে বিলাতের বাজার হইতে কিছু হটাইয়াছে।

চা বিলাতের বাহির হইতে আমদানি-শুল্ক দিয়া তবে বিলাতে ঢুকিতে পায়। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিকে এই শুল্ক কিছু কম দিতে হয়। সুতরাং জাভাই চাকে ভারতীয় চা অপেক্ষা বেশী শুল্ক দিয়া বিলাতে ঢুকিতে হয়। তবু ভারতীয় চা প্রতিযোগিতায় হারিতেছে কেন? শ্রীযুক্ত পিল্‌চার ইহার নিম্নলিখিত কারণ উল্লেখ করেন:— (১) ভারতীয় চা-করদের পক্ষে শ্রমিক সংগ্রহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর হইয়াছে। শ্রমিকদের মজুরির হারও বাড়িয়াছে; (২) ১৯২০ সনে দাম পড়িয়া যাওয়ার পর হইতে ভারতীয় চা-করেরা উৎপাদন কম করিয়া দাম বাড়াইবার নীতি অবলম্বন করিয়াছে; (৩) জাভাই চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও ইহার উৎপাদনের খরচ অল্প; (৪) জাভাই চায়ের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র এবং সেই জন্য ইহা অন্যান্য প্রকার চায়ের সহিত মিশাইবার জন্য বিলাতে খুবই ব্যবহৃত হয়।

ইস্পাত রপ্তানিতে ফরাসী প্রাধান্য

১৯১৩ সনে ইস্পাত রপ্তানি:—

জার্ম্মাণি	হইতে	৭২ লক্ষ	৭ হাজার
বিলাত		৪৯ „	৬৯ „
১৯২৭:—			
ফ্রান্স	হইতে	৫৬ লক্ষ	
বেলজিয়াম—			
লাক্সেমবার্গ		৪৪	৬ ৯
জার্ম্মাণি		৪২ „	৩০ ০
বিলাত		৪১	৯৯ ৭
যুক্তরাষ্ট্র		১৯	৪২ ৭ „

যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের স্থান জার্ম্মাণি ও বিলাতের নীচে ছিল। গত বৎসর ফ্রান্স উহাদের টপ্‌কাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

জার্ম্মাণি, বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাজার হইতেছে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা। ফ্রান্স এই সকল বাজার দখল করে নাই। ইহার রপ্তানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে বিলাত, জার্ম্মাণি ও বেলজিয়ামে। এই কয়টী দেশ ফ্রান্সের মোট ইস্পাত-রপ্তানির শত করা ৬০ ভাগ লইতেছে। রপ্তানি ইস্পাতের বেশীর ভাগই অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায়।

শুল্ক পরিবর্ত্তন

আমেরিকার ১৯২২ সনের টারিফ্ আক্টের বলে

প্রেসিডেন্ট ট্যারিফ কমিশনের অনুসন্ধান মোতাবেক ধার্য্য শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত কমাইতে বা বাড়াইতে পারেন। বিগত ১৯২৩ সনের ২৭শে মার্চ্চ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ৭৩টি শুল্ক অনুসন্ধান চালানো হয়। ট্যারিফ কমিশন দুগ্ধ, ক্রিম, ম্যাঙ্গানিজ ওর, শার্সি কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আইনের ৩১৬ ধারা অনুযায়ী অন্যান্য প্রতিযোগিতা নিবারণের জন্য একটী অনুসন্ধান চালান হয়। ট্যারিফ আক্টে নিম্নলিখিত দ্রব্যের শুল্ক শতকরা এই হারে বৃদ্ধি ও হ্রাস করা হইয়াছে।

দ্রব্য	শতকরা বৃদ্ধি
গম	৪০·০
ময়দা, সেমোলিনা প্রভৃতি	৩৩·৩
সোডিয়াম নাইট্রেট	৫০·০
ব্যারিয়াম ডাইঅক্সাইড	৫০·০
অক্সেলিক অ্যাসিড	৫০·০
পটাসিয়াম ক্লোরেট	৫০·০
ছাট	৪৯·৭
যাখন	৫০·০

দ্রব্য	শতকরা বৃদ্ধি
প্রিন্ট রোলার	২০·০
মেথানল্	৫০·০
গোল্ডলিফ	৫০·০
পিগ লোহা	৫০·০
সুইস চিজ	৫০·০
ক্রুড ম্যাগনেসাইট	৫০·০
কষ্টিক ক্যালসাইড ম্যাগনেসাইট	৫০·০
চেরিজ, সালফারড বা ব্রাইন্	৫০·০
ডি থাইল বার্ক্সি টিউরিক অ্যাসিড (ভেরোনাল)	আমেরিকার বিক্রয় দামে শুল্ক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।
ট্যান্সি মিটার	ঐ
বব-হোয়াইট কয়েল	৫০·০
পেন্টগ্রাস ছাওল	৫০·০
মিল ফিডস ব্রান	৫০·০
ক্রাইসেলিক অ্যাসিড	৫০·০
ফেনোল	৫০·০

* ১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে এডেনের ব্যবসা

(এডেন পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক প্রেরিত)

	আমদানি		রপ্তানি	
	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
কয়লা	৬,২১১ টন	১,৪৯,২৬১		
কফি	৭,১১৯ হন্দর	৩,৭২,৬৩৮		
শস্য, কলাই ও ময়দা	৬৭,০৮২ „	৬,৬১,৪৩৬		
গাম ও রেসিন	৫,৭৫৩ „	১,৩৩,৫৫৩		
লোহা ও ইস্পাত		৪৯,৫২৮		
হাইডস (কাঁচা)	১৪,৬৫৫ খানা	৪৫,২৮২		
তেল, আলানী	২৬,২০৪ টন	৭,৮৬,১২০		
„ কেরোসিন	১,৫০,৩৮৪ গ্যালন	১,১৪,৩৭৯	৩২,৯৬০ গ্যালন	২৪,৬৮০
„ পেট্রোল	৯২,৮০৮ গ্যালন	৬৩,৬১২	১৬,৯৪৪ „	২৫,২১৪
লবণ			৬,৮০০ হন্দর	৮০,০০০

	আমদানি		রপ্তানি	
	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
বীজ	২,১৮৭ হন্দর	৪৯,৮১০	১,৫৩০ হন্দর	২৫,৮৮২
দ্বিন	৬৫৫,২১৯ খানা	৫,৭৬,৫৮৪	৫,৯২,৩৩৯ খানা	৮,৩৬,২৮৫
চিনি	১৭,৪০৮ হন্দর	১,৮৮,৫৫৪	১৮,৬১২ হন্দর	২,০২,৪৫১
বস্ত্র	৩,১৭৫,১৬৮ গজ	৯,১৮,৭১০	৩,৪৫০,৯২৫ গজ	৮,০৮,৭০৬
পিদ্‌গুড্‌স্‌, কোরা	৫৮৪,৫৯৮ „	১,৭৭,৪৯৫	৫৫৪,৬১৬ „	১,৭০,৭৭৯
„ ঘোলাই	৬২৫,৭৬৩ „	২,৭৯,১৮৩	৬৭৮,৩৬০ „	২,৪২,৬৭০
„ রঙ্গিন	৩৯১,৩৯৫ পাউণ্ড	৩,২২,৯২৬	৩৬১,৬৭৬ পাউণ্ড	৩,৩০,২৯৬
সুতা ও সুতা পেট	১,২০২,৬২৮	৩,৩৪,০৭৫	৪৯৩,৫৮৪	১,৪৯,০৬১
তামাক পাতা	৬২,৫২৬ „	৫৭,৬০৫	২৫,৫০৮ „	২৭,৩০২
তামাক	৫৪,৫৯৮ বস্তা	১২,২০,৭৬৩	২৩,৩২৪ বস্তা	৫,৯৭,৫৮৪
অন্যান্য দ্রব্য		৯,২৬,৫২৮		৬,১৭,৮৫০
	মোট	৭৪,২৫,২৭২	মোট	৪৬,৯০,৩৭৭

জিব্রল্টার সুরঙ্গ

জিব্রল্টার প্রণালীর নীচে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে যোগ স্থাপনের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের আকাদেমী দে সায়েন্সেস নামক বিজ্ঞান-সমিতিতে মশিয়ে ল্যালোমঁা স্পেনিশ পণ্ডিত সেনর পেদ্রো গেভেনর কর্ত্তৃক প্রস্তুত প্রস্তাবিত জিব্রল্টার টানেলের এক মোসাবিদা উপস্থাপিত করেন। আর্থিক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত জিব্রল্টার টানেলটি নির্ম্মাণ করা কত প্রয়োজনীয় তাহা মশিয়ে ল্যালোমঁা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন। তিনি বলেন এই সুরঙ্গ নির্ম্মাণের ফলে অদূর ভবিষ্যতে ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে, এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গেও সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইবে। ঐ সকল দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন দেনও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ় হইবে।

জার্ম্মাণিতে গ্রামোফোন শিল্প

জার্ম্মাণিতে গ্রামোফোন ও রেকর্ড বিক্রয় ব্যবসা জোর চলিতেছে। গ্রামোফোন ও রেকর্ডের কাটতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এত অর্ডার আসিতেছে যে, গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি মাল সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। লিণ্ডষ্ট্রোম এ, জি গ্রামোফোন কোম্পানী তাহাদের কাজের বহর এরূপ বাড়াইয়া দিয়াছে যে, তাহাদের কারখানায় দৈনিক ৬০ হাজার করিয়া রেকর্ড তৈয়ারী হইতেছে। জার্ম্মাণির গ্রামোফোন ও রেকর্ডের প্রধান খরিদ্দার হলাণ্ড, চীন ও তুরস্ক। বাজারে কাহারও সহিত জার্ম্মাণিকে প্রতিযোগিতা করিতে হয় না।

প্রাচ্যের সঙ্গে রুশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য

রুশো-ওরিয়েণ্টাল চেম্বার অব কমার্সের নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত সনের তুলনায় বর্ত্তমান সনের প্রথম পাঁচ মাসে রুশিয়ার প্রাচ্য ব্যবসা-বাণিজ্য শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পারস্য, মিশর, আফগানিস্থান এবং মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে কারবার-বৃদ্ধিই ইহার কারণ। এই মাসে রুশিয়া মোট ১৩৪০ লক্ষ রুবল বা ১৩৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মালপত্র উৎপাদন করে। ১৯২৬ সনে রুশিয়া মাত্র

৯৬ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল উৎপাদন করে। আলোচ্য সনে রুশিয়া ৪৯৬০০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করে ও ৭৪৪০০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল স্বদেশে আমদানি করে। ১৯২৬ সনে রপ্তানি ও আমদানির সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮০০০০০ ও ৪৭৮০০০০ পাউণ্ড ছিল।

সোভিয়েট রুশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের অভ্যুদ্ধির প্রধানতম কারণ তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপন। আফগানিস্থানের সঙ্গেও শীঘ্রই তাহার ব্যবসা-সন্ধি স্থাপিত হইবে। মিশরের সঙ্গেও রুশিয়ার ব্যবসা-সম্পর্কিত দোস্তি আছে। মিশরে পেট্রোলিয়মের বিক্রেতাগণের মধ্যে রুশিয়া দেয়। তুলার বাজারেও রুশিয়া অনেকখানি জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে।

রুশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠিবার আর একটি কারণ রুশিয়া প্রাচ্যের খুব বেশী খরিদ করে। সে কেবল প্রাচ্য দেশগুলির নিকট শিল্পজাত মাল বেচিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে চাহেনা, পরন্তু তাহাদের তৈরী মালপত্র কিনিয়া তাহাদের টাঁকে টাকা তুলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

দক্ষিণ পারস্যে রুশিয়ান মালের কদর বাড়িয়াছে। অন্যান্য বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রুশিয়ান মাল বাজারে টিকিয়া যাইতেছে। অন্য দিকে রুশিয়া পারস্যের তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি জিনিষ প্রভূত পরিমাণে ক্রয় করিতেছে। এবারকার নিজনী-নোভগোরদ মেলায় রুশিয়ার সঙ্গে প্রাচ্যদেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কিত দোস্তি আরও পাকাপাকি হইয়া বলিয়া আশা করা যায় এবং ঐ সকল দেশের সঙ্গে রুশিয়ার কারবার আরও প্রসার লাভ করিবে।

আফগানিস্থানে রুশিয়ান মেলা

আফগানিস্থানে রুশিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর জন্য দ্বিতীয়বার একটি মেলা খুলিবার আয়োজন চলিতেছে। রুশ-ওরিয়েন্টাল চেম্বার অব্ কমার্স ইহার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন।

পারস্যে নতুন তৈল কূপ

পারস্যের মধ্যে ভাক্ত খানেহ্ নামক স্থানে আংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী একটা নতুন তৈল কূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ কূপ হইতে প্রতি দিন সাড়ে চারি গ্যালন করিয়া তেল উঠিবে।

বৃটেনকে ভারতীয় মাল ক্রয়ের পরামর্শ

বিলাতে ভারতীয় হাই কমিশনার সার অতুল চাটার্জ্জি লণ্ডন রোটারি ক্লাবের এক বক্তৃতায় ইংরেজ সন্তানকে অধিক পরিমাণে ভারতীয় মাল কিনিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইঙ্গো-ব্রিটিশ ব্যবসা-সম্পর্ক পাকাপাকি ভাবে কায়েম করিতে হইলে উভয় দেশের মধ্যে লেন দেনের একটা সমতা থাকার দরকার। ইংরেজ যে পরিমাণ মাল ভারতের নিকট বেচে তাহার তুলনায় ভারতীয় মাল কম কেনে। এই বৈষম্য হ্রাস করিতে হইবে। ভারতীয় শুল্ক-দেওয়াল বিলাতী শিল্পের পরিপন্থী একথা তিনি অস্বীকার করেন। ভারতীয় জিনিষের কিম্মৎ বাড়াইবার জন্যই কোন কোন শিল্প সম্বন্ধে রক্ষা-নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

গত সনের চা-ব্যবসা

১৯২৭ সনের রুশিয়ার চা-বাজারে পুনঃ প্রবেশ চা-ব্যবসার একটা বড় বিশেষত্ব।

দুনিয়ার চা-উৎপাদনকারী দেশগুলির তালিকায় দেখা যায় যে, ১৯২৭ সনে ১৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা বেশী উৎপাদন করা হইয়াছে। ১৯২৭ সনে উত্তর ভারতে ৩৩৬৭ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মে। ১৯২৬ ও ১৯২৫ সনের উৎপাদন যথাক্রমে ৩৩৯৭ লক্ষ ও ৩১২৭ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। দক্ষিণ ভারতে ১৯২৭ সনে ৪৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মে। ১৯২৬ ও ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪৫ লক্ষ এ ৪৪০ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৯২৭ সনে সিংহলে ২২৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মে। ১৯২৬ ও ১৯২৫ সনে সিংহলের উৎপাদনের চরে যথাক্রমে ২১৬০ ও ২০৯৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৯২৭ সনে জাভা ১২৬৫ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মায়। ১৯২৬ ও ১৯২৫

সনে তাহার উৎপাদনের হার যথাক্রমে ১১৮৭ ও ১১৫৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। সুমাত্রা ১৯২৭ সনে ১৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চা জন্মায়। ১৯২৬ সনেও তাহার উৎপাদনের হার উহাই ছিল। ১৯২৫ সনে জন্মায় ১৬৪৭ লক্ষ পাউণ্ড।

কোন দেশেই চা-খাদকের সংখ্যা কমিয়া যায় নাই এবং চায়ের পূর্ব্বের ন্যায় কাটতি হইতেছে। গত বৎসরে যেমন চা বেশী জন্মিয়াছিল তেমনি কশিয়ার মত একটী নতুন খরিদ্দারও মিলিয়াছিল।

বিদেশে চা কাটতি

অষ্ট্রেলিয়াতে গত সন একটু কম চা বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু ১৯২৬ সনের মন্দা বাজার থাকায় অন্যান্য দেশে চায়ের খরিদ্দার বাড়িয়াছিল। আবার গত সনে চায়ের দাম একটু চড়িয়া যাওয়ায় ক্রেতার সংখ্যাও কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বাদপেক্ষা চা কিনিতে থাকে। আমেরিকাতেই বিক্রয় বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক কশিয়ার জন্য ব্লাডিভষ্টকে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা চালান দেওয়া হয় এবং ভ্লাডোতে আর ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড প্রেরণ করা হয়। মিশর ও পারস্যোপসাগর অঞ্চলে আলোচ্য সনে কিঞ্চিৎ কম মাল রপ্তানি হইয়াছে। তবে কয়েক বৎসরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল দেশে চা বেশ কাটিতেছে।

চায়ের দাম

বছরের গোড়ায় সাধারণ চায়ের পাউণ্ড বাজারে ৵৯ পাই করিয়া বিক্রয় হইতে থাকে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পাউণ্ড প্রতি ৵০ হারে দাম চড়িয়া যায়। নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই রকম দাম থাকে। ইতিমধ্যে চা উৎপাদনের হার কমিয়া যাওয়ায় ও বিদেশে মালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নভেম্বর মাস হইতে চায়ের পাউণ্ড ৸৶৬ পাই দরে বিকাইতে থাকে। পরে বিলাতে বাজার মন্দা পড়ায় চায়ের দাম ৸০ আনায় নামিয়া যায়। প্রথম প্রথম ডুয়ার্স অঞ্চলের ভাল চায়ের পাউণ্ড এমন কি ৷৵২ পাই পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে।

ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটালগ

বৃটিশ মেশিনারি প্রাণ্ট, অ্যাকসেসরি প্রভৃতি যন্ত্রপাতির কাটতি দুনিয়ার বাজারে বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিল একখানি সুবৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরী নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ডাইরেক্টরীখানি শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে। ইহার নাম হইবে "দি অফিশিয়াল ডাইরেক্টরী অব্ দি ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ট্রেডস"। ইহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের যন্ত্রপাতির বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য পরিচয় ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও স্পেনিশ ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকিবে। বিদেশের সর্ব্বত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মগুলিতে কমসে কম দশ হাজার ডাইরেক্টরী বিতরণ করা হইবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মগুলি বিনা পয়সায় তাহাদের নামধাম ইহাতে লিপিবদ্ধ রাখিতে পারিবে। উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের আফিস ৩২ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন।

কাচ ব্যবসায়ে বিদেশী প্রতিযোগিতা

ভারতের মধ্যে বোম্বাই কাচ শিল্পের সব চাইতে বড় বাজার। কাচ শিল্পের প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণ, চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাপানের মধ্যে নিবদ্ধ। ১৯১৪ সন হইতে এই সকল দেশের আমদানি মালের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কাচের বাসন-কোসনের দামও অনেকটা পড়িয়া যাওয়ায় কাচের দ্রব্যের কাটতি খুব বাড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় জাপান ভারতের মাটিতে তাহার কাচ-শিল্পের এক বড় বাজার প্রতিষ্ঠিত করে। বিলাতী কাচের ও চীনা মাটির তৈজসপত্রের মূল্য সাধারণতঃ কিছু বেশী এবং ভারতীয় ব্যবসায়িগণও ইহা বিক্রয়ের দ্বারা অধিক লাভ করিতে পারে না। তাই ক্রেতা ও বিক্রেতা মহলে বিলাতী দ্রব্যের চাইতে জার্ম্মাণ, চেকোশ্লোভাকিয়ান, অষ্ট্রীয়ান ও জাপানী চীজের আদর ও কাটতি বেশী। ঐ সকল দেশ ইংরেজের চাইতে শতকরা ২০।৩০ ভাগ কম মূল্যে মাল বিক্রয় করিতে

সমর্থ। তাই ইহাদের পণ্য দ্রব্য সহজেই বাজারে বিকাইয়া যায়। চেকোস্লোভাকিয়ায় মজুরীর দাম খুব কম। সেই জন্য সে অল্প খরচায় মাল উৎপাদন করিতে পারে।

নেস্‌লের দুধ

সুদূর ইয়োরোপের নেস্‌ল অ্যাণ্ড অ্যাংলো-সুইস কনডেন্সড্ মিল্ক কোং বাংলা তথা ভারতের দুধ জোগায়। নেদারল্যাণ্ডের গোয়ালিনী মার্কা দুধের টিন বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত। ক্রান্স নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নেস্‌লের স্বতন্ত্র কারখানা চলিতেছে। তুরস্কে সম্প্রতি চকোলেট প্রস্তুতের একটা কারখানা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও নেস্‌ল কোম্পানীর দুগ্ধ-প্রচলনের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কম খাটুনিতে বেশী কাজ

ফরাসী সেবার মিনিষ্ট্রী ঘোষণা করিতেছেন যে, কয়েকটি শিল্পে শ্রমজীবীদের খাটুনীর সময় আট ঘণ্টায় পরিণত করা হইয়াছে। চায়না শিল্পে ১৯১৩ সনে মোট ২৮,৬৩৫,০০০ ঘণ্টা কাজ হয়। ১৯২৪ সনে উহা ২০,১১২,০০০ ঘণ্টায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু কাজের ঘণ্টা কম হইয়া গেলেও মাল উৎপাদনের হার বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে জন প্রতি ঘণ্টায় ৮·৬৩২ ডি এম উৎপন্ন হইত ১৯২৬ সনে হইতেছে ১১·৫৬৮ ডি এম। ১৯১৩ সনে এক কিউবিক মিটার চায়না প্রস্তুত করিতে ১১৪ ঘণ্টা পরিশ্রমের দরকার হইত। ১৯২৬ সনে কিন্তু এক কিউবিক মিটার চায়নার জন্য মাত্র ৮৭ ঘণ্টা পরিশ্রমের দরকার হয়।

১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের এক বিস্কুট কারখানায় দৈনিক ১০ ঘণ্টা করিয়া খাটুনীর নিয়ম ছিল। কিন্তু ইহার পর ৪২ ঘণ্টার কাজের সপ্তাহ ধার্য্য করা হয়। কাজের ঘণ্টা কমানোর ফলে কিন্তু মাল-উৎপাদনের হার কমিয়া যায় নাই, বরং বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৪ সনে শ্রমজীবী পিছু ২২২৯ কে জি বিস্কুট উৎপাদন করা হইত। ১৯২৬ সনে এই উৎপাদনের হার ৩৯১৯ কে জি দাঁড়াইয়াছে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কল কারখানার প্রচলনের জন্যই মানুষের গতরের খাটুনি কমিয়া যাইতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দুইটী ইস্পাত কোম্পানীর মিল

'ইউনাইটেড ষ্টেটস ষ্টীল কর্পোরেশান্' আর 'বেথলেহেম ষ্টীল কর্পোরেশান্' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুইটী প্রধান ইস্পাত-উৎপাদক কোম্পানী। সম্প্রতি ইহারা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে ইস্পাতের বাজারে আরও আধিপত্য বিস্তার করিতে মনস্থ করিয়াছে। সেইজন্য ইহাদের রপ্তানি বিক্রয় বিভাগ দুইটীকে মিলাইয়া একটী প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হইয়াছে। তাহার নাম "দি ষ্টীল এক্সপোর্ট এসোসিয়েশান্'। দুইটী কোম্পানীরই রপ্তানি ব্যবসা এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক চালানো হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ী শিল্প

আমেরিকায় মোটরগাড়ী মাসে বিক্রয় করিবার নিয়ম আছে। ক্রয় করিবার সময় কিছু টাকা দিয়া মাসিক নিয়মে অল্প অল্প টাকা পরিশোধ করিবার পদ্ধতি সেখানে আছে। শিকাগো জেলায় গত এপ্রিল মাসে শতকরা ৪১ খানা গাড়ী এই নিয়মে বিক্রয় হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক শিপিং কনফারেন্স

লণ্ডন সহরে আন্তর্জ্জাতিক শিপিং কনফারেন্সেরও বৈঠক হইয়া গেল। শিপিং চেম্বারের জনৈক সভ্য স্যার উইলিয়াম সেগার, ট্যারিফ ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতার নীতির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন দেশে যে সকল শুল্ক-দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে সেগুলি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অবাধ গতিতে চলিতে থাকিবে। বিভিন্ন দেশের জাহাজ কোম্পানীগুলির মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত প্রতিযোগিতা চলাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

বিরাট আর্থিক জোট

অভাবগ্রস্ত শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য রুশিয়াকে বাদ দিয়া দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে এক বিরাট আর্থিক জোট কায়েম হইতে চলিয়াছে। বিলাতের ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল শিল্পের অধিনায়ক স্যার এলফ্রেড মণ্ড এই বিপুল আর্থিক জোটের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার নাম হইবে "দি ফিন্যান্স কোম্পানী অব্ গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আমেরিকা লিমিটেড" এবং ইহার মূলধন হইবে ৫৭,০০০,০০০ পাউণ্ড।

আমেরিকার ও ইংলণ্ডের বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট ও পুঁজিপতিগণ ঐ কোম্পানী পরিচালনা করিবেন। আন্তর্জ্জাতিক শিল্পোন্নতি ও বিভিন্ন দেশের ট্রেড্ সম্বন্ধ স্থাপন করাও ঐ কোম্পানীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঐ কোম্পানী গঠনের কথা ঘোষণা করিতে গিয়া স্যার আলফ্রেড মণ্ড এমন এক সুদিনের কল্পনা করেন যখন ব্রিটেন ও আমেরিকা তাহাদের ধন-সম্পদ্ যথাযথ শিল্প-ব্যবসায় লাগাইয়া এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে। যে সকল শিল্প-ব্যবসা পুঁজির অভাবে উঠিয়া যাইতেছে ঐগুলিকে বিলাত ও আমেরিকার অসীম ধন-ভাণ্ডার সাহায্য পূর্ব্বক সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। তিনি বলেন, ইহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক সুখশান্তি স্থাপিত হইবে ও শ্রমিকের কপাল ভাল হইবে এবং অনেক নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। আমাদের কোন রাজনৈতিক মতলব যদিও থাকিবেনা তবুও আমি যতদিন এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান থাকিব ততদিন আমাদের অর্থের এক কপর্দ্দকও রুশিয়াকে দিতে দিব না।

ডেয়ারী কংগ্রেস

লণ্ডন সহরে ২৭শে জুন হইতে ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত ওয়ার্ল্ড ডেয়ারী কংগ্রেসের মেলা হইয়া গেল। এই মেলায় ৪২টী দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আইসলিণ্ড বা কুনো বরফ বিক্রেতাগণের ন্যায় ৫,০০০ সভ্য-সম্বলিত অ্যাসোসিয়েশনের তরফ হইতেও প্রতিনিধিগণ এই মেলা যোগদান করেন। গোয়ালা বা দুগ্ধশিল্প-ওয়ালাদের এত বড় কংগ্রেস দুনিয়ায় আর কোথাও নাই। এইবার কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হইল। ইহা কেবল গোয়ালা সম্মিলন নয়। এখানে অনেক বড় বড় ডাক্তার, চিকিৎসাবিদ এবং রসায়নবিদও উপস্থিত ছিলেন। এ মেলার সরকারী ভাষা ইংরেজী; তবে এখানে ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায়ও ডেয়ারী অনুসন্ধান বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। সমবেত প্রতিনিধিগণ বিশটি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। দুগ্ধ-শিল্পের বিস্তার করাই কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুগ্ধজাত দ্রব্যের কাটতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় ও মালের যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

বিলাতে কৃষি-মন্ত্রী মিঃ ওয়াল্টার গিলনেল্ সমবেত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, দেশের শিল্পের মধ্যে ডেয়ারী বা দুগ্ধ-শিল্প একটা সব চাইতে বড় শিল্পের আকার ধারণ করিয়াছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের দুগ্ধজাত দ্রব্যের মূল্য বাৎসরিক ৪৮০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে এবং ইহা সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের চার ভাগের এক ভাগ। ডেয়ারী শিল্পে দ্রুত উন্নতি দেখা যাইতেছে। গত বৎসর ইংলণ্ডে যে সকল গরু ছিল তাহার দাম কমসে কম প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ড হইবে।

ফিজিতে প্রবাসী ভারত-সন্তান

গত ১৫ই মে ফিজি-প্রত্যাগত ৯৭২ জন ভারতবাসী কলিকাতা বন্দরে পদার্পণ করে। ইহাদের অনেকেই গত ৩৪ বৎসর ভারত-ছাড়া। অনেকে এদেশ হইতে কপর্দক-হীন অবস্থায় ফিজি গমন করে এবং সেখানে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজেরা নারিকেল বাগান ও আখ ক্ষেতের মালিক বনিয়া যায়। ফিজি হইতে এই সকল ভারত-সন্তানদের অনেকে দুইটা টাকা ট্যাঁকে বাঁধিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনারেবল মিষ্টার বদরী মহারাজের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৯০ সনে গায়ডাল হইতে ফিজি গমন করেন এবং ঐ দ্বীপের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণের প্রতিনিধিত্ব করেন। বহু বৎসর স্থানীয় একটী আখ প্লানটেশানে কাজ করিয়া তিনি নিজেই একজন প্লান্টার বা আখ ক্ষেতের মালিক বনিয়া যান। ইনি এখন সেখানে বিস্তর জমির মালিক।

বদরী মহারাজের মতে ফিজি একটা আদর্শ দেশ। এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল। জমির উর্ব্বরতা শক্তি খুব বেশী। ভারত-সন্তানের বসতি-স্থাপনের উপযুক্ত স্থান ফিজি। বর্ত্তমানে ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণের একজন প্রতিনিধি থাকিলেও ভবিষ্যতে তিন জন নেওয়া হইবে।

ফিজিতে ভারতীয়গণের একটা বিশেষত্ব আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা। ফিজি দ্বীপে ভারতীয়গণের সংখ্যা কমসে কম ৬১,০০০। আর ইয়োরোপীয়গণের সংখ্যা মাত্র ৫,০০০। ফিজি দ্বীপের আদিম সন্তানগণের সংখ্যা এক লক্ষের নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ফিজির অধিকাংশ আক সদা ভারতীয় চাষীর দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ত্রিনিদাদে ভারতবাসী

ত্রিনিদাদে মোট ১২১,৪২০ জন ভারতবাসী বাস করে। ঐ দ্বীপের কৃষিজীবিগণের মধ্যে ইহারাই বলে ভারি এবং ইহারা ১০৫,০০০ একর জমির মালিক। এই জমির দাম সাড়ে ছয় কোটি টাকা। ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরে ক্রাউন ল্যাণ্ডের অধিকাংশ ত্রিনিদাদ-প্রবাসী ভারতীয়গণ খরিদ করিয়াছে। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। ত্রিনিদাদে ভারতীয়গণের মধ্যে খুব ধনী ব্যবসায়ী এবং দোকানদারও আছে। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নতি করিতেছে। ত্রিনিদাদের মোটর বাস্ প্রভৃতি যান বাহন ইহাদেরই দ্বারা পরিচালিত। ইহা ছাড়া ইঁহারা সেখানকার তৈয়ারী সিগারেরও মালিক। ইহাদের বিস্তর ভূ-সম্পত্তিও আছে এবং ইহাদের অনেক টাকা সুদে লাগানো আছে।

ভারতের প্রাথমিক ঔপনিবেশিকদের সন্তান-সন্ততি-গণের অনেকেই বর্ত্তমানে ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, স্কুল মাষ্টার প্রভৃতি পেশাধারী। গভর্ণমেণ্ট ও মার্কেণ্টাইল আফিসেও অনেক ভারতবাসী কেরাণীগিরি করে।

ত্রিনিদাদের প্রবাসী ভারতীয়গণ অন্যান্য জাতির মত সমভাবে ভোটদানের অধিকার ভোগ করে। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে চারিজন ভারত-সন্তান প্রতি-যোগিতা করেন। ইঁহাদের তিন জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অনেক বড় সুগার এষ্টেটের ইয়োরোপীয়ান মালিককে পরাস্ত করেন। ত্রিনিদাদে বেকার-সমস্যা নাই। এখানে সকল সময়ই সব রকম কাজ-কর্ম্ম মিলে। কৃষি কাজের জন্য বার আনা হইতে একটাকা পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দিনের (ছয় সাত ঘণ্টা) মজুরী দেওয়া হয়; ইনডেনচার্ড লেবার বলিয়া কোন বাধ্যতামূলক "মজুর খাটানো" পদ্ধতি নাই। এখানে শ্রমজীবিগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ-

কর্ম করে। ত্রিনিদাদ-প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে যাহারা মাতৃভূমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে চায়, তাহাদের রিপ্যাট্রিয়েশানের যথাযথ সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আছে।

গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ৮৭১ জন ভারতবাসী ত্রিনিদাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করে। ত্রিনিদাদ হইতে প্রবাসী ভারত-সন্তানগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৪ জন নিঃসম্বল ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করে। সরকার হইতেও ইহাদের আর্থিক ও ডাক্তারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে।

জাপানের রপ্তানি-সঙ্ঘ

বর্ত্তমানে জাপানে ৪টী রপ্তানি-সঙ্ঘ আছে। তাহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) রুশ বাণিজ্য-পরিষৎ (তোকিও)

এই সঙ্ঘের সভ্য মোট ১৭২ জন। তোকিও, ওসাকা, কিয়াতো, নাগোয়া, কোবে এবং ইয়োকোহামা—জাপানের এই ছয়টী বড় বড় সহরের প্রধান প্রধান বণিকেরা এই সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন। সোভিয়েট রুশিয়া, ইষ্টার্ণ চায়না রেলওয়ে জোন, কিনসাও, এস্থোনিয়া, লাথভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যাণ্ড—এই কয়টী প্রদেশের সহিত রপ্তানি ব্যবসায় ইহাদের দেখা। এই পরিষদের প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ৫০০ ইয়েন। ইহা হইতে ১২৫ ইয়েন প্রথমে দিতে হয়। এ পর্য্যন্ত ৩০০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে সভ্যদের মাল কমিশন নিয়মে বাজারে প্রেরণ করা, এ সমস্ত মালের বাজার তদারক করা, বাজারে মালের নমুনা ও ক্যাটালগের প্রদর্শনী খোলা, রুশিয়ার বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা, এবং রুশিয়ার বাজারে ব্যবসা তদারক করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠানো এবং আনানো। সভ্যদের মাল রপ্তানি অথবা লেন দেন বিষয়ের সর্ত্তগুলিও এই পরিষৎ স্থির করিয়া দেয়।

(২) কম্বল বাণিজ্য পরিষৎ (ওসাকা)

এই পরিষদের সভ্যেরা কম্বল, রাগ, শাল, স্ত্রীলোকের পোষাক এবং এই জাতীয় সমস্ত মাল রপ্তানি করেন। সুতির কম্বলও এই পরিষদের একটী প্রধান পণ্য। এ সব প্রধানতঃ ওসাকা বিভাগের সেনহকু জেলায় প্রস্তুত হয়। এ সব মালের উৎপাদন খুব কম এবং রপ্তানিকারীরাও খুব অল্প পরিমাণে মাল চালান করে। এ ব্যবসা প্রধানতঃ কোবে ও ওসাকার চীনা ব্যবসায়ী দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। যাহারা সোজাসুজি মাল চালান করেন তাহাদের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ সমস্ত বিষয়ে সব দিক্ রক্ষা করিয়া বাণিজ্যের স্বার্থ বাড়াইবার জন্য এই পরিষদের গঠন।

এই পরিষদের মোট ৩৬ জন সভ্য আছেন। ইঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ওসাকা ও সেনহকু জেলার বণিক। এই পরিষদের প্রতি অংশের "কেছ ভ্যালু" ১০০ ইয়েন। পরিষদ গঠনের সময় কাগজে কলমে প্রতি অংশের যে দাম প্রচারিত হয় তাহাকে 'কেছ ভ্যালু' বলে। ইহা হইতে ২৫ ইয়েন প্রথমে নেওয়া হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ২০০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে। এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে :—

(ক) মাল রপ্তানির সর্ত্ত নির্ণয়ের জন্য একটী ভিন্ন সঙ্ঘ গঠন করা।

(খ) সোজাসুজি মাল রপ্তানি করিবার জন্য সভ্যদের সমস্ত পণ্যের উপর কমিশন ধার্য্য করা।

(গ) বাজার-দর দ্রুত উঠা নামা (ফ্লাকচুয়েশান) যাহাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের ক্ষতি না হয়, এবং বিদেশী ব্যবসা যাহাতে বাণিজ্যের কোন প্রকার ক্ষতি না করিতে পারে এজন্য কম্বলের একটী নীলাম বাজার গঠন করা।

বিদেশ হইতে কোন বড় অর্ডার আসিলে অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে মাল-সরবরাহের কোন বাধা না হয়, সেজন্য সভ্যেরা নিজেদের মধ্যে যাহাতে কম্বল লেন দেন করিতে পারেন পরিষৎ সে চেষ্টা করিতেছে। যে সমস্ত মালের নমুনা পাঠান হইবে, সে সব যাহাতে সাংহাইএর ওসাকা মিউনিসিপালিটি-চালিত নমুনা-প্রদর্শনীতে রাখা হয়, পরিষৎ সে মতলবও করিয়াছে। কম্বলের গোলাবাড়ী

স্থাপন, মাল-চালানের পরিমাণ ও সময় নির্ণয় করাও এ পরিষদের কাজের মধ্যে।

(৩) জাপানী কমলার উত্তর মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্

ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের যে সব মাল রপ্তানি হয়, তাহাদের মধ্যে জাপানের ট্যাঙ্গারিণ কমলা একটী প্রধান। বড়দিনের উপহার দিবার জন্যই ইহার বেশী আদর। সুতরাং ইহার উৎপাদনের কালেই ইহার কাটতি বেশী। এই রপ্তানির সময় বাজার কমলায় ছাইয়া যায়। বিক্রেতাদের ভিতরও সে সময় খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ সমস্ত কারণে বাজার-দর খুব উঠানামা করে জিনিষও খারাপ হইয়া পড়ে, এবং কমলাও বেশী পরিমাণে পচিতে আরম্ভ করে। ফলে কমলার ব্যবসা ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না।

১৯২৪ সনে এ সমস্ত ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কিছু ভীত হইয়া পড়েন, এবং এ সমস্ত অনিয়ম দূর হইয়া যাহাতে কমলার ব্যবসা সুচারুরূপে চলে তাহার জন্য একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করেন। এই নিয়ম অনুসারে বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী রপ্তানির সমস্ত কমলাকে একটা সাধারণ পর্য্যায় ফেলিয়া দিবেন এবং এই পরিষদ্ কর্ত্তৃক তাহা পরীক্ষিত হইবে। এই নিয়ম অনুসারে পরিষদ্ আবার কমলার ব্যবসাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে কমলার পূর্ব্বের প্রতিপত্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত রপ্তানিকারীরা যাহাতে এ পরিষদের অন্তর্গত হয়, সেজন্য ইয়োকোহামাতে রপ্তানি-সঙ্ঘ গড়া হইয়াছে। দেশের সমস্ত কমলা-ব্যবসায়ীদের লইয়া পরিষদের সভ্যসংখ্যা ২৯ জন।

পরিষদের প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ৫০ ইয়েন, এবং ইহা সমস্তই দিতে হইয়াছে। প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ ব্যবসার পরিমাণ অনুসারে সর্ব্বসমেত ৯৭০টী অংশ কিনিয়াছেন। পরিষদ্ বৎসরের মোট রপ্তানির পরিমাণ ঠিক করিয়া সভ্যদের মধ্যে যে যতগুলি অংশ কিনিয়াছে সেই ভাবে মোট রপ্তানি সবার মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ রপ্তানির অংশ পরিষদের নিকট জমা রাখেন। পরিষদ্ নিজের নামে পূর্ব্বের বাঁধা দর অনুসারে মাল চালান দেন। চালানী মালের দাম আদায় হইলে তাহা সভ্যদের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ অংশের পরিমাণ ও রকম অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই পরিষদ্ একটী উৎকৃষ্ট ও আদর্শ পরিষদ্ বলিয়া পরিগণিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যেক সভ্য পরিমিতরূপে মাল রপ্তানি করেন, তাহার জন্য সমস্ত রপ্তানি ব্যবসাটা নিজের নামে চালান এবং রপ্তানি বিষয়ে বাঁধা নিয়মগুলি মানিয়া চলেন। সমস্ত ব্যবসাটা যাহাতে মিতব্যয়ী হইয়া দিন দিন বাড়িয়া উঠে তাহার জন্য পরিষদ্ নতুন নতুন বাজার স্থাপন করেন এবং যাহাতে কমলার উন্নতি হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখেন। পরিষদের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া এ ব্যবসায় বিদেশী বণিকের আস্থা আসিয়াছে। জাপানের কন্‌সাল ও "আতাশে" শ্রেণীর বাণিজ্য প্রতিনিধিরাও এই পরিষদ্‌কে জাপানের একটী আদর্শ রপ্তানি-সঙ্ঘ বলিয়া থাকেন।

(৪) কিওতোর মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্

পাখা, মাটির বাসন, পুতুল, খেলনা, তামার জিনিষ-পত্র, বার্ণিস্ এবং সুচের কাজ, এই সব কিওতোর প্রধান প্রধান উৎপন্ন জিনিষ মার্কিণে রপ্তানি করিবার জন্য এই পরিষদ্ গঠিত হইয়াছে। কিওতো সহরের এবং এ বিভাগের সমস্ত মার্কিণ ব্যবসায়ীদের লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। মোট সভ্য ৪১ জন। প্রত্যেক অংশের মূল্য ৩০০ ইয়েনের মধ্যে ৭৫ ইয়েন দেওয়া হইয়াছে। মোট ১১০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে।

কিওতোর এই মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্‌টী এ যাবৎ নিজ বিভাগের সভ্যদের লইয়াই গঠিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এ পরিষদ্ ওৎসু এবং ইহার আশপাশের মুক্তাশিল্পী ও শিল্প বিভাগের লণ্ঠন নির্ম্মাতাদের সভ্য করিয়া লইয়াছেন। ওসাকা ও কোবের বণিকদের মত কিওতোর বণিকেরাও বিশেষ সম্পন্ন নয়। এ ছাড়া এরা বিভিন্ন জাতীয় পণ্য লইয়া ব্যবসা করে। ইহারা ইহাদের পণ্য কিনবরে বন্দরে বিদেশী কমিশন বণিক নিকট অথবা যে সমস্ত মার্কিণ বণিক মাল কিনিতে তাহাদের নিকট যায় তাহাদের কাছে বিক্রী করে। সুতরাং তাহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

যাহাতে এ সমস্ত অসুবিধা দূর করিয়া ব্যবসায়ীরা একতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের পণ্য বরাবর বিদেশে চালান দিতে পারে, সে জন্য এ পরিষদ্‌টী গঠিত হইয়াছে। এ পরিষদ্ সভ্যদের সমস্ত মাল এক জায়গায় গোলাজাত করিবার জন্য একটী গোলাবাড়ী তৈয়ারী করিবার মতলবে আছে। সমস্ত মালের একটা জয়েণ্ট ষ্টেট ও বীমার হিসাব খুলিবারও চেষ্টা করিতেছে। দেশ হইতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া মার্কিণ বাজার যাহাতে দখল করা যায় সেরূপ ইচ্ছাও এ পরিষদের আছে।

জাপানী কমলার দক্ষিণ মার্কিণ বাণিজ্য-পরিষদ্

উত্তর মার্কিণে জাপানী কমলার ব্যবসা কেমন সফলতার সহিত চলিতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা দেখিয়া দক্ষিণ মার্কিণের আরজেণ্টিনায় জাপানী কমলার ব্যবসা খুলিবার জন্য অন্য একটা পরিষদ্ গঠিত হইয়াছে। এ পরিষদের ১০৪ জন সভ্য হইয়াছেন এবং ২১০টী অংশ বিক্রী হইয়াছে। প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ২০ ইয়েন। সবই দিতে হয়। উত্তর মার্কিণের মত দক্ষিণ মার্কিণে অত সহজে কমলা চালান দিবার সুবিধা নাই। এখানে পৌঁছাইতে জাহাজের অনেক দেরী লাগে এবং বিষুব রেখার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই সমস্ত কারণেই এ যাবৎ কেহ দক্ষিণ মার্কিণে কমলা চালান দিতে সাহস করে নাই।

১৯২৫ সনে জাপানে প্রচুর পরিমাণে কমলা জন্মে। ফলন প্রচুর দেখিয়া ব্যবসায়ীরা ওসাকা ষীমশিপ কোম্পানীর সহিত খুব দ্রুতগামী জাহাজের ভিতর ঠাণ্ডা গোলার ব্যবস্থা করিয়া কিরূপ ফল হয় দেখিবার জন্য দক্ষিণ মার্কিণে এক চালান কমলা পাঠাইলেন। ঠাণ্ডা গোলার উত্তাপ-শক্তি কিছু বেশী থাকায় নিয়মিত স্থানে জাহাজ পৌঁছিলে চালানের বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে দেখা গেল। এ চালানের ফল ভাল হইল না। "বিউনোস্ আয়ার্স" এর জাপানের "আটাশে" বাণিজ্য-প্রতিনিধি প্রচার করিলেন যে, ঠাণ্ডা গোলার উত্তাপ-শক্তি যদি আরও কমাইয়া দেওয়া যায় এবং বেশ বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে, আর যদি কমলার প্যাকিংএ আরও বেশী যত্ন নেওয়া হয়, তাহা হইলে বেশী নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেখানে কমলার চাহিদা বেশী বলিয়া লাভও বেশী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ১৯২৬ সনে পরিষদের কর্তৃপক্ষ ঠাণ্ডা গোলার উন্নতি এবং বাতাস চলাচলের সুবন্দোবস্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাল যাহাতে নিয়মিতরূপে পাকে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আর এক চালান কমলা পাঠাইলেন। তাহার বিস্তারিত খবর এ যাবৎ না পাওয়া গেলেও আগের বছরের চেয়ে মোটের উপর ফল ভালই দেখা গেল।

এখানকার বাজারে কমলার ব্যবসা যদি লাভজনক হয় তবে পরিষদ্ উত্তর মার্কিণের বাণিজ্যের নিয়মকানুন অনুসারে এখানকারও ব্যবসা চালাইবেন ইচ্ছা করেন।

সহবাস সম্মতি আইন

সহবাস সম্মতি আইনের সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে ৩০শে জুন তারিখ হইতে সেই কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কমিটি প্রশ্নাবলীর একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশের কয়েকজন করিয়া লোকের নিকট এই তালিকা প্রেরিত হইবে। স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য লইবার জন্য ১লা সেপ্টেম্বর সিমলায় কমিটির একটি অধিবেশন হইবে। অতঃপর কমিটি ৩ মাস কাল বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া মতামত সংগ্রহ করিবেন। বোধ হয় তাঁহারা ব্রহ্মদেশে যাইবেন না।

প্রশ্নাবলী*

(১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ এবং ৩৭৬ ধারায় সহবাস সম্মতির বয়স সম্বন্ধে যে বিধান আছে তৎসম্বন্ধে কোন অসুবিধা দেখা যাইতেছে কি?

(২) আপনার মতে কি কারণে (ক) সহবাস সম্মতির বর্ত্তমান বয়স বাহাল রাখা অথবা (খ) বৃদ্ধি করা সঙ্গত?

(৩) দেশের যে অঞ্চলে আপনি বাস করেন সে অঞ্চলে নারীহরণ ও বলাৎকার কি খুব বেশী? ১৯২৫ সালে আইনের যে সংশোধন করা হইয়াছিল তাহার ফলে পরনারীর উপর বলাৎকার বা অসদুদ্দেশ্যে নারীহরণের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে কি? যদি না পাইয়া থাকে তবে আইনের

উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন ?

(৪) বিবাহিতা বালিকার পক্ষে সহবাস সম্মতির বয়ঃক্রম ১০ বৎসর করিয়া ১৯২৯ সালে আইনের যে সংশোধন করা হইয়াছিল সেই সংশোধনের ফলে বালিকারা স্বামি-সহবাসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে কি ? (ক) স্বামীরা অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-সম্ভোগ স্থগিত রাখিয়াছে কি ? (খ) এ বিষয়ে জনমত সংগঠিত হইয়াছে কি ? (গ) ১৩ বছরের পূর্ব্বে বালিকাদের বিবাহ বন্ধ হইয়াছে কি ? যদি না হইয়া থাকে তবে বালিকাদিগকে অকাল-মৈথুনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেন ?

(৫) আপনার অঞ্চলে সাধারণতঃ কত বয়সে বালিকারা ঋতুমতী হয় ? বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা সমাজের মধ্যে এই বয়সের তারতম্য হয় কি ?

(৬) আপনার অঞ্চলে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে (ক) ঋতুর পূর্ব্বে (খ) ঋতুর অব্যবহিত পরেই বা (গ) বালিকার ১০ বছর বয়স না হইতেই সহবাস করার রীতি প্রচলিত আছে কি ? এ সম্বন্ধে আদালতে কোন মামলা হয় কি ?

(৭) ঋতুর পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক অল্প-বয়স্কা বালিকা সহবাসের প্রথা কি শাস্ত্রের আদেশ বলিয়া মনে করেন ? যদি তাহাই মনে করেন তবে কোন্ শাস্ত্রে কি আদেশ আছে ? সেই আদেশ অমান্য করিলে কোনও দণ্ডের বিধান আছে কি ? থাকিলে কিরূপ দণ্ড ?

(৮) আপনার অঞ্চলে সাধারণতঃ গর্ভাধান হয় কি ? হইলে সহবাসের পূর্ব্বে না পরে ? ঋতুর পরেই গর্ভাধান হয় কি ? কত পরে ?

(৯) আপনি কি মনে করেন যে, বালিকারা ঋতুমতী হইলেই বুঝিতে হইবে যে তাহারা উপযুক্ত দৈহিক শক্তি লাভ করিয়াছে ? যদি তাহা না হয়, তবে ঋতুকালের কতদিন পরে তাহাদের দেহ এরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে যাহাতে স্বামি-সহবাসে তাহাদের নিজেদের তথা তাহাদের গর্ভজাত সন্তানদের কোন অনিষ্ট হইবে না ?

(১০) কত বয়সে ভারতবর্ষের বালিকারা সহবাসের ফলাফল বুঝিয়া তাহাতে সম্মতি দিতে পারে ?

(১১) আপনার ব্যবসায়গত বা অন্য কোন প্রকার অভিজ্ঞতা হইতে এমন কোন ঘটনার কথা বলিতে পারেন কি যাহাতে ঋতুর পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক পুংসহবাসের ফলে বালিকার বা বালিকার গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে ? যদি কোন ঘটনার কথা জানেন তবে বালিকার বয়স ও অনিষ্টের বিস্তৃত বিবরণ দিবেন।

(১২) আপনি কি মনে করেন যে, অকাল-মৈথুন এবং অকাল-গর্ভধারণের ফলেই প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যু সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে ?

(১৩) ১৯২৯ সালে আইনের সংশোধনের পর আপনার অঞ্চলে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা বালিকার পক্ষে সম্মতির বয়স আরো বৃদ্ধি করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ দেখা গিয়াছে কি ? যদি দেখা গিয়া থাকে তবে তাহা কি কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ, না সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ?

(১৪) আপনার অঞ্চলে নারীরা সন্তানের জন্য অল্প বয়সে সহবাস পছন্দ করে কি ? (১৫) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ এবং ৩৭৬ ধারায় বর্ণিত বালিকাদের বয়স নির্ণয় সম্পর্কে কোন অসুবিধার কথা আপনি জানেন কি ? জানিলে সেই অসুবিধা দূর করার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলেন ? (১৬) যদি বয়স ১৪ বৎসর করিয়া দেওয়া যায় তবে সেই অসুবিধা কিছু দূর হইবে কি ? (১৭) বিবাহের পূর্ব্বের এবং পরের যৌন-সম্পর্ক পৃথক করিতে চাহেন কি ? যদি চাহেন তবে কোন ক্ষেত্রে আপনি কিরূপ দণ্ডের বিধান চাহেন ? (১৮) বিবাহিতা এবং অবিবাহিতার সম্বন্ধে আপনি বিচারে কোন পার্থক্য রাখিতে চান কি ? (১৯) আসামীকে করিয়াদীর চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনি নূতন কোন বিধান করিতে চাহেন কি ? (২০) আপনি কি মনে করেন যে, বিবাহের নিম্নতম বয়স আইন দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা সহবাস সম্মতির বয়ঃক্রম আইন দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া দিলে অধিকতর সুফল ফলিবে ? (২১) অভীষ্ট লাভের জন্য দণ্ডবিধি কঠোরতর করা অথবা শিক্ষা এবং আন্দোলন দ্বারা সমাজ-সংস্কারের দিকে জনমত আকৃষ্ট করা, এই দুই পন্থার মধ্যে আপনি কোনটীকে উৎকৃষ্টতর বিবেচনা করেন ? —এ, পি

চা-ব্যবসায় বাঙ্গালী

[বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চা-ব্যবসা লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। তিনি নিজে এককালে চা-বাগানে কাজ করিয়াছেন। গত ৪।৫ বছরে ৮।১০টা বাগান সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সুযোগ ঘটিয়াছে। অনেক তথ্যও জুটিয়াছে। চা-ব্যবসাতে টাকার যোগান ও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নীচে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।—শ্রীমুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—চা-ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ করিতে চাই। এ বিষয়ে আপনার হাতে-কলমে অর্জ্জিত কোন জ্ঞান আছে কি? যদি থাকে তবে কতদিন যাবৎ ও কয়টা বাগান সম্বন্ধে আপনি বিশেষ অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন বলিবেন কি?

উঃ—আমি ১৯১৪ সনে চা-বাগানে কাজ করিয়াছি। ডুয়ার্সের ৮।১০টা চা-বাগান সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে। তা ছাড়া, গত ৪।৫ বৎসর চা সম্বন্ধে আমি অনেক তথ্য-তালিকা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছি।

প্রঃ—বাঙ্গালী চায়ের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছে কবে?

উঃ—আজ ৩৪।৪০ বৎসর হইবে। অর্থাৎ এ দেশে চা-ব্যবসা আরম্ভ হইবার প্রায় ৩০ বৎসর পরে। জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিংকে সব চেয়ে পুরাণা চা-বাগান বলিতে পারি।

প্রঃ—চা-ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে গিয়া বাঙ্গালীকে কোন্ কোন্ অসুবিধা বিশেষ করিয়া ভোগ করিতে হইয়াছে?

উঃ—(১) চড়া দরে জমি কিনিতে হইয়াছে। যারা প্রথমে চা-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল তারা প্রায় বিনা পয়সায় জমি পাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে যখন গবর্ণমেণ্ট চা-করদিগকে সম্পূর্ণ অথবা প্রায় বিনামূল্যে বিস্তীর্ণ জমি বিলাইয়া দিয়াছেন। বৎসর ত্রিশেকের আগের সঙ্গে তুলনা করিলেও বুঝিতে পারিবেন জমির দাম কেমন চড়িয়া গিয়াছে। ১৯০০ সনে ৫০ হাজার টাকায় হাজার একর জমি পাওয়া সম্ভব ছিল। তাহাতে একর প্রতি ৫০৲ টাকা পড়ে। আর ১৯২১ সনে ১৪০০ একর জমি কিনিতে ২½ লাখ টাকার দরকার হইয়াছিল। (২) মুদ্রা-সচ্ছলতা ছিল না। দেশী ব্যাঙ্কের অভাবে বাঙ্গালী চা-করদিগকে গোড়ায় বিশেষ অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ওদিকে ইয়োরোপীয় ব্যাঙ্কের অভাব নাই বলিয়া ইয়োরোপীয়ানদের কোন দিন টাকার জন্য ভাবিতে হয় নাই।

প্রঃ—এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমানে চায়ের বাগান করিতে সাধারণতঃ গড়ে কত খরচ পড়ে?

উঃ—একর প্রতি খরচের পরিমাণ সবশুদ্ধ ১৫০৲ টাকা বলিয়া ধরিতে পারেন।

প্রঃ—এই দেড় হাজার টাকা কোন্ কোন্ দফা বাবদ্ খরচা তা একটু বিশদভাবে বলিবেন কি?

উঃ—খরচের দফাগুলি এইরূপ :

(১) জমির দাম।

(২) চাষ-আবাদের খরচ। ইহার মধ্যে বীজের দামও ধরিতে হইবে। বীজের জন্যই সব চেয়ে বেশী

টাকা খরচ করিতে হয়। ধরুন, বঘা প্রতি প্রায় ২০০৲ টাকা।

(৩) ক্যাটরি (কোঠাবাড়ী, কল, এঞ্জিন ইত্যাদি)।

(৪) কুলী যোগাড় করিবার খরচ (প্রত্যেক কুলি যোগাড় করিয়া আনিবার জন্য ৬০।৭০ টাকা খরচ পড়ে)।

(৫) ওভারহেড্ চার্জ্জ, যথা আফিস্ কাছারির খরচ, ইত্যাদি।

প্রঃ—এই গেল খরচের দিক্। এবার লাভালাভের অঙ্কপাতিটা একটু বুঝাইয়া দিন।

উঃ—চায়ের বাগান করা মানে রাতারাতি ফললাভ করা এরূপ মনে করিবেন না। আপনাকে ধরিয়া লইতে হইবে যে, ৮ম বা ৯ম বৎসর পর্য্যন্ত আপনি কিছু পাইবেন না। আপনাকে অতদিন শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। চা-বাগানে ৭ বৎসরের আগে ফলন দেখা দেয় না। ফলন সুরু হইলে ২।১ বৎসর যার বাগানের জন্য যে ঋণ ইত্যাদি লওয়া হইয়াছিল তা শোধ দিতে। যে দেড় হাজার টাকা খরচের কথা বলিয়াছি আপনাকে তারই মধ্যে আরও ২।১টা দফা জড়াইতে হইবে—যেমন, বাগানে কুলীদের জন্য বস্তি, বাড়ীঘর করিয়া দিতে হইবে। আগুনের ভয়ে তা ঘীমা করিয়া রাখা আবশ্যক। তারপর বাগানের ভিতর সর্ব্বত্র পরিষ্কার প্রশস্ত সড়ক থাকা চাই।

প্রঃ—আসামের চা-বাগানে সর্ব্বত্র সড়ক দেখিয়াছি বটে। কিন্তু এরূপ খরচ করিয়া প্রশস্ত রাস্তা রাখিবার সার্থকতা আছে কি? বাগানের মালিকরা এ খরচটা কেন করিতে যান?

উঃ—না করিয়া উপায় নাই। গবর্ণমেণ্টের আইন বিধিবদ্ধ রহিয়াছে যে পথ চাই-ই চাই। যাই হোক্, আমি সকল প্রকার খরচ এষ্টিমেট্ করিয়াই দেড়-হাজার টাকার কথা বলিয়াছি। এখন আয়ের দিকটা দেখুন। একটা চা-বাগানে প্রতি একরে গড়ে ৯ হইতে ১১ মণ অবধি চা উৎপন্ন হয়। আর চা বিক্রী হয় প্রতি পাউণ্ড ৸০ আনা হইতে ৸৵০ আনা দরে। ধরুন, হাজার একর একটা চা-বাগানে আছে। হিসাব করিয়া দেখা যাইবে যে, চা বেচিয়া প্রতি পাউণ্ডে প্রায় ।০ লাভ থাকে। অর্থাৎ হাজার একরে ২ লাখ টাকা উঠিয়া আসিবে। ইতিমধ্যে ৮।৯ বৎসরের ভিতর বাগানটা নিজের পায়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ যে খরচের কথা বলিয়াছি তা শোধ হয়। সুতরাং বাগানের লাভটা সহজেই অনুমেয়।

প্রঃ—চা-বাগানের ব্যবসায় সফলতা লাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ জিনিষ সকলের আগে আবশ্যক আর আমরা বাঙ্গালীরা কোন্‌টা কতদূর লাভ করিয়াছি?

উঃ—চা-ব্যবসায় সফলতা লাভের প্রধান দুই উপায়ের কথা আপনাকে আগেই বলিয়াছি—(১) জমি-মনোনয়ন, (২) টাকার যোগাড়। প্রথমতঃ ভাল জমি বাছাইয়ের উপর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালী এই ব্যবসায় বহু পশ্চাতে আসার দরুণ পদে পদে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে। আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে ঢুকিবার আগেই সমস্ত ভাল জমি অ-বাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এ ক্ষতি পূরণ হইবার নহে। কিম্বান্-ষ্টাল কণ্ট্রোল আমাদের কিরূপ, তা ত বাজের অনাটন হইতেই বুঝা যাইবে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনি চায়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিককে ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকে যথেষ্ট ইজ্জৎ দিতেছেন না কেন? আপনি কি মনে করেন না বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাগানের গুণাগুণ সহজে বিবেচনা করা সম্ভবপর?

উঃ—দেখুন, চা'য়ের বিষয়ে আমারই নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, এখানে বৈজ্ঞানিকের আসন তেমন উঁচু নয়। কোন্ জমিতে চা ভাল হইবে, তা শুধু অভিজ্ঞতা হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে আন্দাজ করা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের দরকার হয় না।

প্রঃ—চা-ব্যবসার সফলতার জন্য আর কোন্ কোন্ দিকে মনোযোগ দিতে হইবে?

উঃ—চায়ের ফলন বাড়াইবার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। বাঙ্গালী এখনও সেই মান্ধাতার আমলের নিয়মাবলীই মানিয়া চলিতেছে। পৈত্রিক পরিমাণে সার দেওয়া অথবা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা আমাদের মাথায় এখনও ঢুকে নাই। অবশ্য গোপালপুর চা-বাগানকে এবিষয়ে ব্যতিক্রমরূপে গণ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমাদিগকে বেশ যত্নের সঙ্গে ম্যানুফ্যাক্চারিং প্রসেস্ অর্থাৎ ভাল চা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিসে চা'র উৎকর্ষ হয় দেখিতে হইবে।

প্রঃ—চা লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পরীক্ষা ইত্যাদি হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে বাঙ্গালী তার কতখানি সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে?

উঃ—ইয়োরোপীয় চা-কর সমিতির উদ্যোগে আসামের টক্‌লাই নামক স্থানে এক পরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অন্ততঃ গত ৮।১০ বৎসর ধরিয়া খুব জোর সে নানাপ্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। যেমন, কীটতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, ফলনতত্ত্ব, সারতত্ত্ব ইত্যাদি লইয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি বলিব, বাঙ্গালী চা-বাগানগুলি এবিষয়ে এমন উদাসীন যে, পরীক্ষা-ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা দূরে থাক্, বাঙ্গালী বাগান ইহার সত্য পর্য্যন্ত হয় নাই। অবশ্য আপনাকে আগেই বলিয়াছি গোপালপুর একমাত্র বাঙ্গালী বাগান যেখানে একেবারে আধুনিক উপায়-সমূহ অনুসৃত হইয়া থাকে। সাঁওয়াকেও এক কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু অন্য সব বাগান পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে, ইয়োরোপীয় বাগানগুলি ঐ পরীক্ষা-ক্ষেত্রের সুযোগ লইয়া উত্তরোত্তর ফলন বাড়াইতেছে ও উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতেছে।

প্রঃ—আপনি যে পরীক্ষা-ক্ষেত্রের কথা বলিলেন, তার ফলাফলগুলি কি সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হয়, না উহা শুধু ইয়োরোপীয় বাগানগুলিই জানিতে পায়?

উঃ—না, লুকাচুরি কিছু নাই। রিপোর্টও সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের আলস্য আমাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। দ্বিতীয় শত্রু হইল আমাদের একতার অভাব। ধরুন, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিতে আমরা প্রায় কোন সাহায্যই পাই না। এইদিকে আমরা একতাবদ্ধ হইলে অন্ততঃ এখনকার চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করিব।

প্রঃ—আপনার কথায় বুঝিতেছি, আমরা চায়ের ব্যবসায় নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতেছি। তথাপি গত কয়েক বৎসরের ভিতর চায়ের দরুণায় বাঙ্গালী বিশেষ নাম কিনিয়াছে। অংশীদারদের শতকরা ১০০।২০০।৩০০ টাকার মোটা মোটা লাভ দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল?

উঃ—চায়ের ব্যবসা সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনার সময়ে একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। একমাত্র উৎপাদনের কতকটা ব্যতীত চায়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীদের ভাবে রহিয়াছে। চায়ের দর নির্দ্ধারণ করা, বিদেশে চা-পাঠান ইত্যাদি ব্যবসার সকল অঙ্গের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। বাহিরে টানের ও বেশী দরের যেমন সন্ধান পাই, মাল সেই অনুসারেই আমরা চায়ের ফলনের উপর লাভালাভের আশা করিতে পারি। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালী বহু অসুবিধা সত্ত্বেও অল্প কয়দিনের মধ্যে চা-ব্যবসায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। হাজার একর জমিতে চা বেচিয়া কেমন করিয়া ২ লাখ টাকা উঠিতে পারে, তা আমি আগেই বলিয়াছি। সুতরাং মোটা লভ্যাংশ বিতরণটা তেমন কঠিন কথা নয়। বিশেষ, বাঙ্গালী বাগানে ওভারহেড্ চার্জ্জ ইত্যাদি বাবদ্ খরচ খুব কম। অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, ক্ষেতের ফলের উপর লভ্যাংশ নির্ভর করে না; কারণ যে ক্ষেত আগে

৫০ হাজার টাকায় কিনা সম্ভব ছিল এখন তা কিনিতে তার চেয়ে ঢের বেশী টাকা লাগে। একটা কথা—হাজার একরে চা ফলানোর অর্থ চই হাজার একরের জমি কিনা। কারণ, চায়ের বাগান ছাড়া আরও অনেক জমি থাকা আবশ্যক। কুলীদের ঘর তৈরী করিয়া দিতে হইবে, তাদের চাষবাসের জমি পর্য্যন্ত দিতে হইবে; কলকারখানা ইত্যাদি ও হাঁসপাতাল যাবদ্ জমি রাখিতে হইবে।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন চা-বাগানে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল? কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে যে, বাঙ্গালীর এই সমৃদ্ধি সত্য নয়, আর সত্য হইলেও বেশী দিন টিঁকিবে না। আপনার কি মনে হয়?

উঃ—আমি জানি যে, আমাদের বাগান সম্বন্ধে এই কথা রটানো হইয়াছে যে, আমাদের লাভগুলি কাগজের লাভ, সত্যকার লাভ নয়; এবং অল্প কয়েক বৎসরের ভিতরেই পতন আরম্ভ হইবে। কিন্তু আমি খুব জোরের সহিত বলিতে চাই এটা সত্য কথা নয়। শেয়ার মার্কেটে বাঙ্গালী চা-বাগানের স্থান নাই, তা লইয়া কেনা বেচা হয় না। কিন্তু তার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। কাগজের লাভ হইলে ২।১ বছর চড়া হারে লভ্যাংশ বিতরণ সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থায় বছরের পর বছর কেহ শতকরা ২০০।৩০০।৩৫০ টাকা দিতে পারে কি? চা-বাগানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই আমি মনে করি। তবে এজন্য চাই প্রধানতঃ দুইটা জিনিষ:

(১) বাঙ্গালী ধনীদিগকে দূরদৃষ্টি অগ্রসর হইয়া টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। বাস্তবিক, বাঙ্গালী চা-বাগান টাকার অভাবের জন্য যে কিরূপ ভুগিতেছে বলা যায় না। দেখুন, ভারতীয় চা-বাগানের সংখ্যা ১৯%, ক্ষেত্রের আয়তন ৫%, আর ফলন তার চেয়ে ঢের কম। ইহা হইতেই আমাদের দুর্দ্দশাটা বুঝিতে পারিবেন। সংখ্যায় শুধু বাড়িলে কি হইবে? ফলনের বৎসামান্য অংশমাত্র আমাদের।

(২) সর্ব্বদা দেখিতে হইবে যেন কোনপ্রকার মিস্-ম্যানেজমেণ্ট না ঘটে। এ জন্য খর-দৃষ্টি চাই, নির্ম্মম হিসাব-পরীক্ষা চাই। যেমন টাকা খাটাইবে, তেমনি দেখিতে হইবে যেন টাকার সদ্ব্যবহার হয়।

প্রঃ—ভারতীয় চায়ের বাহির হইতে প্রতিযোগিতার ভয় নাই কি?

উঃ—হাঁ, সম্প্রতি দুনিয়ার বাজারে ভারতের এক জবর প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে জাভা। আমরা জাভাকে ভয় করি। চিনি জগতে জাভা খ্যাতি লাভ করিয়াছে, চায়ের জগতেও জাভা অবিলম্বে একটা বড় স্থান গ্রহণ করিবে। আমাদের বিশেষ বিশেষ উৎকৃষ্ট স্থানে অতি কষ্টে ও চেষ্টায় একর প্রতি ১৫ হইতে ১৮ মণ চা উৎপন্ন হইতে পারে। আর জাভায় একর প্রতি ঐ পরিমাণ পাওয়া যায় পড়ে। ফলন বিষয়ে জাভা খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছে।

প্রঃ—তবে কি জাভা দুনিয়ার বাজার হইতে ভারতকে অপসারিত করিবে?

উঃ—আমার তা মনে হয় না। চায়ের গুণাগুণ নির্ভর করে:

(১) রঙের উপর,

(২) গন্ধের উপর,

(৩) স্বাদের উপর।

এই তিন জিনিষ যত উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইবে, বাজারে চায়ের কাটতি তত বেশী হইবে। জাভা রং বিষয়ে ভারতের সমকক্ষ বটে, হয়ত ভারতকে ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু অন্য দুই বিষয়ে জাভা ভারতের পশ্চাতে রহিয়াছে, শীঘ্র যে সমকক্ষ হইবে তার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, দেখা গিয়াছে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপর এগুলি নির্ভর করে। যেমন, উৎকৃষ্ট দার্জ্জিলিং চা গন্ধে ও স্বাদে অতুলনীয় (পাউণ্ড সেইজন্য ৩।০ পর্য্যন্ত দরে বিকায়) আর আসামের চায়ের রং চমৎকার (দাম ৵০ অথবা ৸০)।

উভয় মিলাইয়া তিনটার সমাবেশে উৎকৃষ্ট চা হয়। বস্তুতঃ স্বাদ ও গন্ধের শ্রেষ্ঠতা ভারতীয় চায়ের নিজস্ব। জাভা ও আর ভারতের অনবাদ্ পাইবে না। সুতরাং এদিক্ দিয়া ভারতীয় চায়ের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা কম।

প্রঃ—চায়ের ব্যবসায় থাকিলে বাংলা-জগতের অন্য কোন্ কোন্ দিকে আমাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করেন?

উঃ—কতকগুলি চা-সম্পর্কিত ব্যবসার নাম করিতেছি :—

(১) চায়ের জন্য বাক্স তৈরী। ১৯২৪ সনে ৩১ কোটি টাকার চা বিক্রী হইয়াছিল। আর গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার বাক্স কেনা হয়। অধিকাংশ বাক্স আসে ইংলণ্ড হইতে। এই টাকাটা অনায়াসে দেশের মধ্যে থাকে, যদি বাক্স তৈরী করা যায়। এক বিলাতী কোম্পানী কুচবিহারের রাজাভাতখোয়ায় ১ কোটি টাকা মূলধন লইয়া বাক্স তৈরীর কারবার আরম্ভ করে। কিন্তু অ্যাসায়েন্স ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই কারবার গুটাইতে হয়। কল, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি এখন মাটির দরে পাওয়া যাইতে পারে। কোন ধনী একবার অগ্রসর হইলেই হইল। যে বাঙ্গালী কোম্পানী ইহা কিনিয়াছিল তাহারা চালাইতে পারিতেছে না দুই কারণে, (ক) টাকার অভাবে, (খ) কলকব্জা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে।

(২) সার। ভারতের আমদানি সারের ½ অংশ বাঙ্গালা দেশ কিনে। বাঙ্গালা দেশে ৬০।৭০ লাখ টাকার যে সার আমদানি হয় তার প্রায় সবটা যায় চা-বাগানে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সার সাহেব কোম্পানীরা কিনে। বাঙ্গালী চা বাগান ৫০ হাজার টাকার সারও কিনে কিনা সন্দেহ।

(৩) সীসার পাত। চা বাক্স মুড়িবার জন্য ও ওজাটার-প্রুফিং করিবার জন্য সীসার পাত আবশ্যক হয়। রাজভাতখোয়ার লেড অ্যাণ্ড টিম্বার মিলস্ বলিয়া একটি কোম্পানী এই অভাব পূরণের জন্য স্থাপিত হয়। বৎসরে ছেড় লাখ টাকার সীসার পাত চা-বাগানের জন্য কিনা হয়। কলিকাতায় প্ল্যাণ্টার্স ষ্টোর্স্ এ জিনিষ যোগায়।

(৪) মেশিনারি ও হার্ডওয়েআরে বৎসরে গড়ে ৩৪ লাখ টাকা যায়। ইহা চা-বাগানের কাজে লাগে। দেশের লোকের হাতে এই সব তৈরী হইলে অতগুলি টাকা পাইতে পারি।

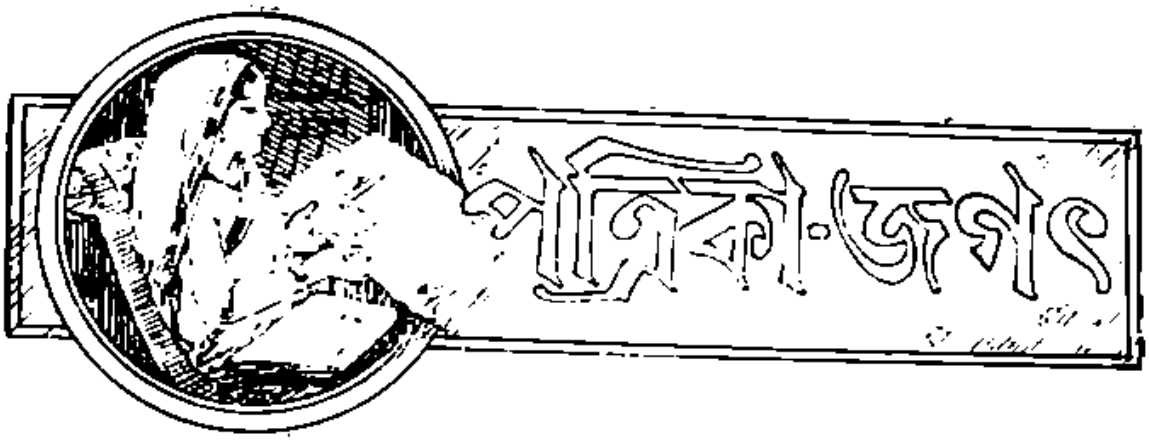

রেলপথ ও মাল-চলাচল

সি, এক্স্, "দি রেলরোড্স্ অ্যাট্ বে" : আমেরিকান্ মার্কারি, জানুয়ারী,১৯২৮—এই প্রবন্ধে বোটরের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিবার জন্য রেলের নানা চেষ্টার কথা বিবৃত হইয়াছে।

সি, ডি, ক্যাম্প্বেল্, "রেলওয়ে ওনারশিপ্ অব্ ইন্ল্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ্", ইকনমিক্ জার্ণাল, ডিসেম্বর, ১৯২৭—দেশের অভ্যন্তরস্থ জলপথসমূহ রেলের অধিকারে আসাতে বিলাতে কি ফল হইয়াছে তাহার বিবরণ।

এস্, ডাব্লিউ, ফস্, "রেলওয়ে ফিনান্সেস্ ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভন্", রেলওয়ে এজ্, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮—রেল কোম্পানীর শেয়ারের দাম, ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ এবং নূতন বাহির করা শেয়ারসমূহের আলোচনা।

ডাব্লিউ, এচ্, ট্রেথার, "ব্রিটেন্স্ গ্রোলি রিকভারিং ফ্রম ষ্ট্রাইক্", রেলওয়ে এজ্, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে বিলাতী রেলগুলার আয় ১৯২৫ সন অপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সনের জন্য ভাড়ার নূতন হার স্থির করা হইয়াছে।

এস্, অর্ড্ড, "লোকোমোটিভ্স্ অর্ডার্ড্ ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভন্", রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৮৪৬টী ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল; গত ২৫ বৎসরের মধ্যে এত অল্পসংখ্যক ইঞ্জিন কেবল এক বৎসর ব্যতীত কোন বৎসরে অর্ডার দেওয়া হয় নাই।

ই, টি, হাউসন্, "কন্টিনিউয়েন্স্ অব্ লিবার‍্যাল্ ইম্প্রুভমেণ্ট্ কোরকাই্ড্ ফর্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি ফ্রে" রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রেলের নূতন কার্য্যের জন্য ৭৫ কোটি ডলার খরচ করা হইবে অনুমান করা হইয়াছিল, ১৯২৮ সনেও ঠিক ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

এফ্, ডাব্লিউ, ক্রীগার, "ফ্রেট্ কার্ অর্ডার্স ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভন্", রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪,৭৮৫টী মালগাড়ীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ১৯২৬ সনের অর্ডার অপেক্ষা কিছু বেশী।

"প্যাসেঞ্জার কার্ অর্ডার্স ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভন্", রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ১৮০খানা যাত্রীগাড়ীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২১ সন হইতে কোন বৎসরে এত কম যাত্রীগাড়ীর অর্ডার দেওয়া হয় নাই।

জে, এচ্, পার্শেল, "এ রিভিউ অব্ রেলওয়ে অপারেশান্স্ ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভন্, রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। এই প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রেলকোম্পানীগুলার ১৯২৭ সনের কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। ঐ বৎসর রেলগুলা যেরূপ দক্ষতার সহিত চালানো হইয়াছিল পূর্ব্বে কখনও তাহা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৬-২৭ সনের তুলনায় আয়ের হ্রাস হইয়াছিল; মাল ও যাত্রী চলাচলও কমিয়াছিল।

এফ্, এম্, প্যাটার্সন্, "কন্ষ্ট্রাক্শান আক্টিভিটি কন্টিনিউজ্", রেলওয়ে এজ, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ৭৭৯ মাইল নূতন রেলপথ খোলা হইয়াছে। ১৯২৬ সনে ১০০৫ মাইল নূতন রেলপথ খোলা হইয়াছিল।

এক্, ডাব্লিউ সার্জেন্ট্ "আর উই থ্রিফ্‌টিং ব্যাক্ এগেন ? রেলওয়ে এজ্, নভেম্বর ১২, ১৯২৭—এই প্রবন্ধে জনৈক রেলওয়ে প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের রেল-শাসনপ্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন।

ডি, এ, রীস্, "রেলওয়ে মেটিরিয়াল অ্যাণ্ড সাপ্লাই কষ্ট্‌স্ ইন্ নাইন্টিন্ টোয়েন্টি সেভন্" রেলওয়ে এজ্, জানুয়ারী ৭, ১৯২৮। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রে রেলের মালপত্রের ও রেলগাড়ীর দর ১৯১৬ সন অপেক্ষা সাধারণতঃ অল্প ছিল ইহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

আর্, টি, ওয়েলস্, "ইকনমিকস্ অব্ মোটর ষ্ট্রেট্ ট্রান্সপোর্টেশান্", হার্ভার্ড বিজ্‌নেস্ রিভিউ, অক্টোবর ১৯২৭—মোটর মালগাড়ী ও রেল পরস্পর প্রতিযোগিতা না করিয়া সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে।

এস্, কোজিমা, "দি এফেক্টস্ অব্ পিগিং কম্পিটিশান্ অন্ ফ্রেট্ রেট্‌স্", কিয়োটো ইউনিভার্সিটি ইকনমিক্ রিভিউ, জুলাই ১৯২৭—এই প্রবন্ধে রেলের ভাড়ার উপর জাহাজী প্রতিযোগিতার ফল দেখানো হইয়াছে; প্রসঙ্গতঃ "স্বাভাবিক দর-তত্ত্বের" আলোচনা করা হইয়াছে।

"ইণ্টার্ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

জেনেভার ইণ্টারন্যাশনাল লেবার আফিস হইতে প্রকাশিত মাসিক। জুন সংখ্যায় আছে (১) কয়লা-খনিগুলির কাজ-কারবারের অনুসন্ধান। কয়লা খনিগুলির শ্রম-অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক লেবার আফিস কর্তৃক এক অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে লেখক ঐ অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কয়লা-খনিগুলির বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিবার জন্যই ঐ অনুসন্ধান চালান হয়। কয়লার খনিগুলিতে শ্রমজীবিগণের কার্য্য-ঘণ্টা ধার্য্য করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে কমিটি কতকগুলি মন্তব্য করিয়াছেন। কয়লা-শিল্পে যাহাতে অনিষ্টমূলক প্রতিযোগিতা দূর করা হয় সে সম্বন্ধেও ঐ কমিটি কতকগুলি সাওয়াই বাতলাইয়াছেন। (২) র‍্যাশনালিজম ও বেকার-সমস্যা। (৩) নব্য শিল্প ও গৃহ-শিল্প। (৪) রিপোর্ট ও অনুসন্ধান—শিল্পব্যাধি, আধকাতরা ও তৈল, কাচ-কারখানার শ্রমজীবিগণের সিফিলিস রোগ। (৫) ডেনমার্কের কৃষিকার্য্যে শ্রমদায়। (৬) স্যামোয়ার স্বায়ত্তশাসন ও জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার। (৭) দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্থানীয় শ্রম-অবস্থা, ইমিগ্রেশান, ১৯২৭ সনের অবস্থা। (৮) কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে নেটিব লেবারের অবস্থা। মৎস্য-জাহাজগুলিতে শ্রমজীবী, শ্রমজীবিগণের ক্ষতিপূরণ, বালক ও স্ত্রী-মজুর। (৯) ডাচ ইণ্ডিয়ের শ্রম-অবস্থা। (১০) ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্, বিভিন্নদেশের পারিশ্রমিকের তালিকা পরিবর্ত্তন।

"দি আয়রণ অ্যাণ্ড কোল্ ট্রেড্‌স্ রিভিউ"

জুন ৮, ১৯২৮

বিলাতী কয়লার মজুর বনাম ইয়োরোপীয় কয়লার মজুর

ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার আফিস কর্তৃক প্রস্তুত কয়লার ব্যবসা সম্বন্ধীয় একটী রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯২৫ সনে বিলাতের কয়লার খনির মজুরের অবস্থা ইয়োরোপের অপর স্থানের কয়লার খনির মজুরের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল।

বিলাতের ও ইয়োরোপের অন্যত্র কয়লার খনির মজুরেরা দৈনিক কত ঘণ্টা করিয়া খাদে কাজ করিত তাহার হিসাব এইরূপ :—

বিলাত—৬½ ঘণ্টা,
জার্ম্মাণি—৮ হইতে ৮½ ঘণ্টা,
ফ্রান্স—৭ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট,
পোল্যাণ্ড—৮ ঘণ্টা।

খনির উপরে দৈনিক কাজের ঘণ্টা বিলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা কম ছিল। চেকোস্লোভাকিয়ার কাজের ঘণ্টা বিলাতের সমান ছিল।

যদি ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের কয়লার খনির মজুরদের উপার্জ্জনের ক্রয়-ক্ষমতা তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ১৯২৫ সনে বিলাতের মজুর সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক উপার্জ্জন করিত। বিলাতের মজুরের ক্রয়-ক্ষমতা ১০০ ধরিলে, অন্যান্য দেশের মজুরের ক্রয়-ক্ষমতা দাঁড়ায় এইরূপ :—

বেল্‌জিয়াম—৭৩,
রুস্—৬৬,
ফ্রান্স—৬৬,
পোলাণ্ড—৫৪।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মনে হয় যে, ১৯২৪ সনে যখন বিলাতের কয়লার খনিওয়ালারা ইয়োরোপের কম-মাহিয়ানায় বেশী-খাটানো মজুরদের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিবার জন্য এবং বিদেশের বাজার বজায় রাখিবার জন্য মাহিয়ানা বাড়াইতে চাহিয়াছিল তখন (প্রবন্ধ লেখকের মতে) মজুরদের রাজী হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মজুরেরা রাজী না হইয়া ধর্ম্মঘটের ভয় দেখাইল। গবর্মেণ্ট 'সাবসিডি'র বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের থামাইলেন। মোটের উপর ২ কোটি পাউণ্ড সাব্‌সিডি দিতে হইল। তাহার পর আসিল 'সার্ব্বজনীন' ধর্ম্মঘট ও সাতমাসব্যাপী কয়লার খনিসমূহে ধর্ম্মঘট; ইহাতে মোট লোকসান হইল ৪০ কোটি পাউণ্ডের উপর।

১৯২৬ সনের ধর্ম্মঘটের পর ইয়োরোপের কয়লার খনির মজুরদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা ও মাহিয়ানার পরিমাণ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার অফিস্ যে সময়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তখন ২৫ সনের পরের অঙ্ক পাওয়া যায় নাই।

কয়লা-উৎপাদনে বিভিন্ন দেশের স্থান

উপরি উক্ত রিপোর্টে ১৯১৩ সনে ও বর্ত্তমানে কয়লা-উৎপাদনে জগতের বিভিন্ন দেশের স্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১৯১৩ সনের তুলনায় আজকাল জগতে কয়লা-উৎপাদন বাড়ে নাই বা কমে নাই। সেইরূপই আছে। তবে যে কয়টী দেশ পূর্ব্বে বেশী বেশী কয়লা উৎপাদন করিত তাহারা হটিতেছে, আর যাহারা পিছনে ছিল তাহারা অগ্রসর হইতেছে। বিলাত, জার্ম্মাণি ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের পূর্ব্বে জগতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ যোগাইত। আজকাল মাত্র ৭৭ ভাগ যোগাইতেছে। কিন্তু ফ্রান্সের উৎপাদন যুদ্ধ-যুগের অপেক্ষা কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। বলাও পূর্ব্বে কয়লা-উৎপাদক হিসাবে নগণ্য ছিল; এখন ইহার উৎপাদন বাড়িতেছে। অষ্ট্রেসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে। ভবিষ্যতে ইহারা ইয়োরোপীয় দেশ সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ার"

ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক বিলাতী মাসিক। জুলাই সংখ্যায় আছে :—(১) ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যালেরিয়া। (২) টেক্‌নিক্যাল আইটেম। (৩) মেরিণের কথা, মিঃ এস্ এন হালির কোটাল রিজার্ভেশন বিল, "এথিন" মোটর জাহাজ জলে ভাসান, "এডেলা" তৈল টীমার জলে ভাসান, রেঙ্গুনে অগ্নিনিবারক মোটর টীমার। (৪) বোম্বাইয়ের জন্য সরবরাহের জন্য তানখান কমিশান গঠন। (৫) ইণ্ডো ইয়োরোপীয়ান টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট। (৬) বংকংএর চিঠি, সাংহাইতে নতুন বাস্ কোম্পানী, বাস্ কোম্পানী-গুলির আয়, সাংহাইএর যানবাহন, ইয়ুরেশানে বৈদ্যুতিক শক্তি, দুর্ভিক্ষ সাহায্য, চীন জাতীয় দলের মোসাবিদা। (৭) ভারতের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞাতব্য বিষয়। (৮) মোটর দুনিয়া। (৯) ভারতীয় রেল-গাড়ীতে যাতায়াতের সুবিধা। (১০) ভারতের খানা-গাড়ী। (১১) বিভিন্ন রেলওয়েগুলির কথা। (১২) কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর আয়। (১৩) ইনল্যাণ্ড টীমার ভেসেল্‌স্ আক্ট। (১৪) রেল-দুর্ঘটনা নিবারণ। (১৫) চীনা রেলওয়ে। (১৬) পার্শিয়ান রেলওয়ে। (১৭) বঙ্গান রেলওয়ে। (১৮) ইস্পাত শিপারের দাম। (১৯) জার্ম্মাণ রেলওয়ে ও ষ্টাপনালিজেশান। (২০) রেলওয়ে সিগ্‌ন্যালের উন্নতি, অটোমেটিক সিগন্যাল। (২১) বি, বি, সি, আই রেলওয়েতে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার। (২২) রেলওয়ে রেট ও ভারতীয় শিল্প। (২৩) ব্রিটিশ রেলওয়েতে রোমান্স। (২৪) রেলওয়ে সার্ভিসে প্রতিযোগিতা। (২৫) ভারতীয় রেল ও শিল্প-বাণিজ্য।

শিল্প-সঙ্ঘসমূহের শাসন

আধুনিক জগতে নানা শিল্পে যে নানা বিরাট সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে এইগুলাকে ভাল করিয়া না বুঝিলে আধুনিক আর্থিক জীবনই বুঝা হয় না। অধ্যাপক ওয়াল্টন্ হ্যাণ্ড প্রণীত "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কন্বিনেশান্স্ অ্যাণ্ড পাব্লিক্ পলিসি—এ ষ্টাডি অব্ কন্বিনেশান্স্ ইন্ দি আইরন অ্যাণ্ড পাব্লিক ওয়েলফেয়ার" শীর্ষক একটী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৭—বোষ্টনের হাউটন মিফ্‌লিন কোং, পৃঃ ১৯+৩৩১)।

এই গ্রন্থে শিল্পসঙ্ঘগুলির সকল দিকই আলোচনা করা হইয়াছে। শিল্প-সঙ্ঘগুলিকে বুঝিতে এই গ্রন্থ বিশেষ সাহায্য করিবে।

গ্রন্থের তিনটী ভাগ। প্রথম ভাগে আলোচনা করা হইয়াছে শিল্পগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কারণ কি, কি উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হইলে যে সকল সুবিধা লাভের কথা ও ব্যয়হ্রাসের কথা বলা হয় তাহা কতদূর সত্য, শিল্পগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে বাজারদর ও সাধারণের ইষ্টানিষ্ট কিরূপ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় ভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটী শিল্পের সঙ্ঘস্থাপনের কি ফল দাঁড়াইয়াছে তাহার আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ভাগে শিল্প-সঙ্ঘ ও একচেটিয়া ব্যবসা-সম্বন্ধীয় আইন কিরূপভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে, বর্ত্তমানে আইনই বা কিরূপ তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে শিল্প-শাসনের বিভিন্ন উপায়ের দোষগুণ আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে শিল্প-শাসনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় কয়টীমাত্র অবলম্বিত হইতে পারে :—

(১) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; (২) ঘাতমূলক প্রতিযোগিতা; (৩) বিধিবদ্ধ প্রতিযোগিতা: (৪) বিধিবদ্ধ একচেটিয়া; (৫) জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। সাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির জন্য চতুর্থ বা পঞ্চম উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত। মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রে কৃষির দুরবস্থা দূর করিবার জন্য প্রথম বা দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটীর কোনটীর দ্বারা কৃষির উন্নতি হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যান্য শিল্পের জন্য "বিধিবদ্ধ প্রতিযোগিতার" কথা বলা হইয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রের তেল ও কয়লা-শিল্প প্রতিযোগিতার জন্য যথেষ্ট দুরবস্থা ভোগ করিতেছে। প্রতিযোগিতার স্থলে "বিধিবদ্ধ প্রতিযোগিতা" স্থাপিত হইলেই যে এই দুইটী শিল্পের উন্নতি হইবে সেরূপ মোটেই আশা করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রে "ষরোদ্ধা" যুদ্ধের পর হইতে ব্যবসাদারদের দ্বারা শিল্পসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব' এবং 'সমাজ কর্ত্তৃক ব্যবসাদারদের শাসন' সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণের একটী সুন্দর বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান

মহাযুদ্ধের পর জগতে যে সকল নূতন নূতন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে "আন্তর্জ্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান"টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত পল পেরিগর্ড "ইণ্টারন্যাশন্যাল্ লেবার্ অরগ্যানিজেশান্" (নিউইয়র্কস্থ ডি, অ্যাপ্‌লটন অ্যাণ্ড কোং কর্ত্তৃক ১৩২৬ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ২৯+৩০৯) শীর্ষক গ্রন্থখানি এই প্রতিষ্ঠানটীকে সকল দিক্ হইতে জানিতে ও বুঝিতে বিশেষ সাহায্য

করিবে। এই প্রতিষ্ঠান-সৃষ্টির মূল কারণসমূহ ইহার শাসন-প্রণালী, ইহা স্থাপনের ফল, ইহার বিরুদ্ধে যেসকল সমালোচনা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যুত্তর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধের কথা, জগতের সর্ব্বত্র মজুরদের একই অভাব-বোধ ও একই আদর্শের প্রতি অনুরাগ, বিভিন্ন দেশের মজুরদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন ও দেশে দেশে ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি, মজুর-আইনের অন্তর্নিহিত ধার্ম্মিক তত্ত্ব এবং আন্তর্জ্জাতিক মজুর আইনের আরম্ভ—এই সকল বিষয়েরই আলোচনা অতি সুন্দর ও সন্তোষজনক হইয়াছে।

কিন্তু এই গ্রন্থের কয়েকটী বিশেষ দোষ রহিয়া গিয়াছে, সেগুলির উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সংক্ষেপে সেই-গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে—"আন্তর্জ্জাতিক মজুর প্রতিষ্ঠানে" কিরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের একত্র সমাবেশ হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায় না; উহার 'সেক্রেটারিয়েটের' কার্য্যাবলীর বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত; "সভা" (কনফারেন্স) কর্ত্তৃক কোন বিষয় আলোচিত হইবার পূর্ব্বে সেই বিষয়-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য 'সেক্রেটারিয়েট' কর্ত্তৃক কিরূপ সুন্দর প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনা নাই; মজুরদের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা কমাইবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির কথাও সম্যক্ বিশ্লেষিত হয় নাই। "আন্তর্জ্জাতিক মজুর-প্রতিষ্ঠান" ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্বের" কিরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করে তাহাও দেখান হয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-নীতি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈল ব্যবসার অবস্থা ভাল নহে। ইহার কারণ কি? অধ্যাপক জন্ আইজ একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন—ইহার নাম "দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ অয়েল পলিসি" (লণ্ডন, মিলফোর্ড; ১৯২৬; পৃঃ ৪৪৭; ৫ শি)। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, তৈল ব্যবসার দুরবস্থার কারণ হইতেছে এই যে, ব্যবসাটী সরকারের তাঁবে নাই, ব্যক্তিগত লাভের জন্য চালানো হইয়া থাকে। তৈল ব্যবসাতে যে শক্তি, অর্থ ও কৌশলের অপচয় হইতেছে ও যেসকল আনুষঙ্গিক সামাজিক কুফল দেখা যাইতেছে তাহার উপরি উক্ত কারণ ছাড়া অন্য কারণ নাই। গ্রন্থকারের মতে তৈল ব্যবসার উপর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর প্রভাব মন্দ না হইলেও উহা আরও ভাল হইতে পারিত।

গ্রন্থখানিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান তৈলক্ষেত্রের ইতিহাস স্থান পাইয়াছে। তৈলক্ষেত্রগুলি আর কতদিন তৈল দিতে পারিবে তাহার আন্দাজ করা হইয়াছে। উপসংহারে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, গবর্মেণ্টের অধীনে যেসকল তৈলক্ষেত্র আছে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

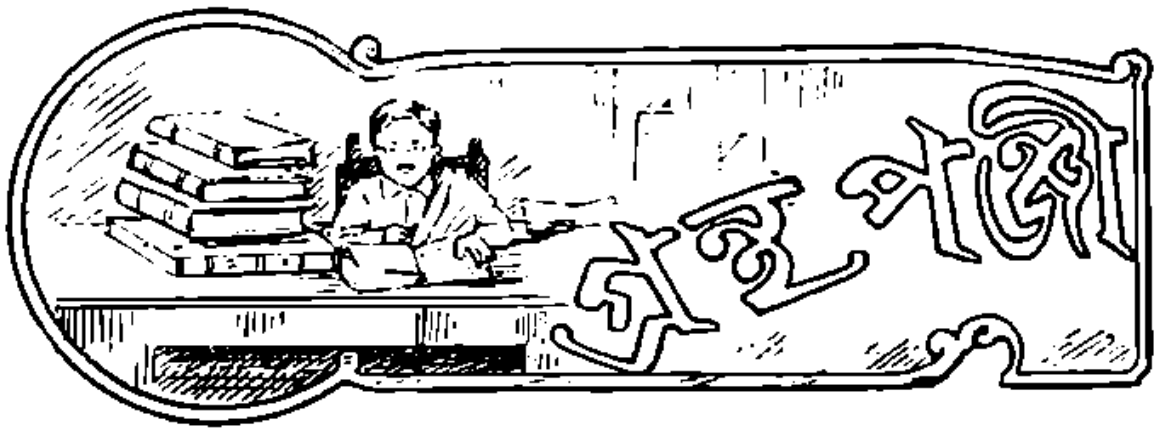

১। "দি হিস্টোরিয়ার অব্ প্রাইসেস" (দরের উঠা নামা)—ফ্রেডারিক সি, মিলস; ন্যাশনাল বিউরো অব্ ইকনমিক্ রিসার্চ, নিউ ইয়র্ক সিটি; ৫৯৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৭ ডলার।

২। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রান্সিশান ইন্ জাপান" (জাপানের শিল্প-বিপ্লবের যুগ)—এম্, হলাণ্ড; ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল, নিউইয়র্ক: ৫১ পৃষ্ঠা; ১৯২৭।

৩। "চায়নাস্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ অ্যাণ্ড ফিনান্স" (চীনের শিল্পসমূহ ও রাজস্বের কথা)—চাইনিজ গবর্মেণ্ট বিউরো অব্ ইকনমিক্ ইনফর্মেশান, পিকিন; ১৪+২৩৮ পৃষ্ঠা; ১৯২৭।

৪। "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্স" (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি)—আর্, লিপিনকট; অ্যাপলটন নিউইয়র্ক; ২২+৭৭১ পৃঃ; ১৯২৭।

৫। "দি ইকনমিক অর্গ্যানিজেশান অব্ দি সোভিয়েট্ ইউনিয়ান" (সোভিয়েট ইউনিয়ানের আর্থিক গঠন)—এস, নিয়ারিং ও কে, হার্ডি; ভানগার্ড প্রেস, নিউইয়র্ক; ২২+২৪৫ পৃষ্ঠা; ৫০ সেণ্ট, ১৯২৭।

৬। "ষ্টাডিজ ইন দি র‍্যাণ্ড রেজিনিউ হিষ্টরি অব্ বেঙ্গল, ফ্রম্ সেভেনটিন সিক্সটি নাইন টু সেভেনটিন এটি-নাইন" (১৭৬৯ হইতে ১৭৮৯ পর্য্যন্ত বাংলার ভূমিরাজস্বের ইতিহাসের আলোচনা)—আর, বি, র‍্যাম্সবোথাম; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক; ৩ ডলার ৫০ সেণ্ট ১৯২৭।

৭। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রোগ্রেস অ্যাণ্ড রেগুলেটারি লেজিস-লেশান ইন নিউইয়র্ক ষ্টেট্" (নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের শিল্প-বিষয়ক উন্নতি ও শিল্পসম্বন্ধীয় আইনকানুন)—ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স বোর্ড, নিউইয়র্ক; ১৪+১৪৮ পৃষ্ঠা; ২ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

৮। "কার্ল মার্কসেস্ ইণ্টারপ্রিটেশান অব্ হিষ্টরি" (কার্ল মার্কসের মতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা)—এম্, এম্, বোবার; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কেম্ব্রিজ; ১০+৩৭০ পৃষ্ঠা; ৩ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

৯। "ইকনমিক অ্যাস্পেকটস অব কেন শুগার প্রোডাকশান" (আক হইতে চিনি উৎপাদনের আর্থিক দিক্)—এফ্, ম্যাক্গুরেল; নরম্যান রজার্স, লণ্ডন; ৮+২০০ পৃষ্ঠা; ১২ শিলিং ৬ পেন্স; ১৯২৭।

১০। "এসেনশ্যালস অব্ ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেড" (বহির্বাণিজ্যের প্রধান কথাগুলার আলোচনা) দ্বিতীয় সংস্করণ—এস, লিটম্যান; উইলি, নিউইয়র্ক; ১২+৩৮০ পৃষ্ঠা; ৩ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

১১। "সোশ্যাল অ্যাস্পেক্টস অব দি বিজ্নেস সাইক্ল (বাণিজ্য-চক্রের সামাজিক প্রভাব)—ডি, এস, টমাস; নফ্, নিউ ইয়র্ক; ১৪+২১৭ পৃষ্ঠা ১৯২৭।

১২। "অ্যাংলো সোভিয়েট ট্রেড্, নাইটিন্ টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি সেভ্ন্" (১৯২০ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য)—ট্রেড্ অ্যাণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং রিভিউ, লণ্ডন; ৪৪ পৃষ্ঠা; ১৯২৭।

১৩। "মেন ষ্ট্রীট অ্যাণ্ড ওয়াল ষ্ট্রীট"—উইলিয়াম্ ফ্রেড্ রিপ্লি লিটল্ ব্রাউন, বোষ্টন; ৭+৩৫৯ পৃষ্ঠা; ২ ডলার ৫০ সেণ্ট; ১৯২৭।

১৪। "দি ইকনমিক সিষ্টেম" (বর্ত্তমান আর্থিক প্রণালীর আলোচনা)—জি, ডি, এচ, কোল; লংম্যানস্ গ্রীন; ১ শিলিং।

ভারতীয় আর্থিক বৎসরের ঋতুভেদ

বর্ষার আর্থিক তত্ত্ব

বর্ষাই ভারতের প্রাণ। ইহার ভাল মন্দের উপরেই কৃষি-প্রধান ভারতের ধনমন্দ নির্ভর করে। উপযুক্ত পরিমাণে বর্ষা হইলে দেশের অবস্থা ফিরিয়া যায়। কাজেই এসময়ে দেশী কি বিদেশী সমস্ত বাণিজ্যও খুব জোরের সহিত চালান যায়। ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গবর্মেণ্টের আয়ও রীতিমত বাড়িয়া যায়। সুতরাং গবর্মেণ্টের আয়ও বর্ষার উপর নির্ভর করে। দেশের ব্যবসায়ীরাও ইহার ফলে ব্যবসায় বেশ লাভ করিয়া থাকে। মোট কথা দেশের সব রকমের অবস্থাই বর্ষার ফলে ফিরিয়া যায়।

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বর্ষা থাকে। এসময়ে অতিরিক্ত বর্ষার জন্য সব কাজকর্ম্ম এক রকম বন্ধ হইয়া যায়। ব্যবসায় মন্দা পড়ার জন্য এসময়ে দেশের আর্থিক অবস্থাও একটু মন্দার দিকে আসে। এ জন্য বর্ষার এই কয় মাসকে "স্লাক সিজন্" বাণিজ্যের প্রতিকূল সময় বলা হইয়া থাকে। বৎসরের প্রথম দিকে পাট খরিদের তেমন সুবিধা না থাকায়, মফঃস্বল থেকে সমস্ত টাকা সহরে চলিয়া আসে।

ফালতো টাকা

মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত কখনও কখনও বা এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে তুলার ব্যবসায়, পাঞ্জাবে গমের ব্যবসায় এবং বর্ম্মার চাউলের ব্যবসায় খুব টাকা খাটে। মে মাসের প্রথম থেকেই বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাও মন্দা পড়িয়া যাওয়ায় টাকা আর কোন বিষয়ে খাটিতে পারে না। ফলে এ সময় থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর পরিমাণ ফালতো টাকা জমিয়া যায়। ভাল বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাট বেশী জন্মিলে অক্টোবর মাসে এই ফালতো টাকাটা কাজে আসিয়া যায়। পাট যদি সকাল সকাল হইয়া পড়ে, তবে টাকার টান অক্টোবর মাসের গোড়া থেকেই আরম্ভ হয়।

ব্যবসায় মন্দা

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্ষার চার মাস সমস্ত ব্যবসা মন্দার দিকে থাকে। বস্তুতঃ, এই সময় ব্যবসার অবস্থা মন্দ থাকিলেও, ব্যবসার ভাল মন্দ এই বর্ষার উপরেই নির্ভর করে। কোন রকমে দিন আনা দিন খাওয়া গোছাইতে যতটুকু দরকার তার বেশী কাজ-কর্ম্ম এ সময়ে হইয়া উঠে না। বর্ষাটা খুব ভাল ভাবে হইলেই পরে ব্যবসার অবস্থা বেশ ফিরিয়া যায়।

ব্যবসায় মন্দা এবং টাকার টান বেশী না থাকায় "এক্সচেঞ্জে"ও এ সময় কাহিল হইয়া পড়ে।

কোম্পানীর কাগজ

অন্য কোন দিকে টাকা খাটানোর সুবিধা না পাইয়া লোকে তখন কোম্পানীর কাগজেই টাকা ঢালিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে কোম্পানীর কাগজের খুব কাটতি দেখা যায় এবং দামও এ সময় যথাসম্ভব বাড়িয়া যায়। সুযোগ সুবিধা এই সময় গবর্মেণ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি টাকা লাগানোর আর কোন পথ না পাইয়া খুব ধার ছাড়িতে আরম্ভ করে। কোম্পানীর কাগজের দাম তখন বাড়িতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্ক এবং পুঁজিপতিরাও তখন তাদের ফালতো টাকা ফেলিয়া রাখার চেয়ে সে সমস্ত কোম্পানীর কাগজে লাগানো ভাল মনে করে।

শীতের বাজার

বর্ষার পরে যখন শীতের বাজার আসে তখন ব্যবসা আবার জাঁকিতে আরম্ভ করে, এক্সচেঞ্জের নতুন জীবন ফিরিয়া আসে, টাকার বাজার তখন আবার গরম হইয়া

পড়ে, সমস্ত ব্যবসায়ীরাই তখন আবার ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ কথায় শীতের নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত ব্যবসার বাজার খুব "কালু" আর টাকার বাজার খুব "কষা" হইয়া পড়ে। মোট কথা শীতের বাজারে যেন একটা চঞ্চলতার সাড়া পড়িয়া যায়। সমস্ত বাজার বর্ষাকালের জড়তা ভাঙ্গিয়া এ সময়ে যেন নতুন উদ্যমে কাজে মাতিয়া যায়।

ঋতু-পরিবর্ত্তন ও টাকার বাজার

বিগত তিন বৎসরের প্রতি মাসে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার হাতে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়া কত টাকা বাঁচিয়াছিল তাহা নীচের হিসাব থেকে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
এপ্রিল	২০,১৬ লক্ষ	২৫,৩১ লক্ষ	১৫,৩১ লক্ষ
মে	২১,৬৪ „	৩২,৮৫ „	১৬,৯৪ „
জুন	৩৩,২৮ „	৪১,৪৪ „	১৮,৯৫ „
জুলাই	৪৬,৮৬ „	৫৬,৫৭ „	৩২,৪৬ „
আগষ্ট	৪২,৭৩ „	৫৯,০৬ „	৩২,২২ „
সেপ্টেম্বর	৩১,৯৩ „	৫০,৩৯ „	৩০,৩৭ „
অক্টোবর	২৪,৯৬ „	৪৩,৪০ „	২৮,০৯ „
নভেম্বর	২১,৬০ „	৩৭,৩৯ „	২৪,৭০ „
ডিসেম্বর	১৩,৮২ „	২০,৯২ „	১০,৯৬ „
জানুয়ারী	১৭,৬৭ „	১৭,০০ „	১৩,৬০ „
ফেব্রুয়ারী	১৭,৯৯ „	১৬,২২ „	১৪,০৩ „
মার্চ্চ	২৫,২৩ „	১৮,৮০ „	১১,৬৭ „

১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল শতকরা ৭ টাকা। এই সময় হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ঘর থেকে টাকা বাহির হওয়ার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে হাতের টাকাও বাড়িতে সুরু হয়। এই এপ্রিল মাসে গবর্মেণ্টের কারেন্সি থেকে ব্যাঙ্কে ১০,৩৩ লক্ষ টাকা তুলিয়া লওয়া হয়। এই সময় বোম্বাইয়ে তুলার চাষের কারবারে টাকার চাহিদা বেশী থাকায় ব্যাঙ্কের অল্প মিয়াদে ধারের টাকার সুদের হার ছিল শতকরা ৬ থেকে ৬৷৷ টাকা। কিন্তু মাসের শেষের দিকে কলিকাতায় এ সুদের হার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। মে মাসে বিশেষতঃ কলিকাতায় টাকার চাহিদা কতকটা কমিয়া গিয়াছিল। ২রা জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৭ টাকা পর্য্যন্ত ছিল, তার পর শতকরা ৬ টাকা হইয়া যায়। গোটা জুন মাসটাতেই সমস্ত টাকা আবার অর্থকেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ফলে মাসের ২৩ তারিখের পর থেকে সুদের হার কমিয়া শতকরা ৫ টাকা হইল এবং মাসের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল।

জুলাই মাসে টাকার বাজার খুবই সহজ হইয়া পড়িল, এবং ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৪ টাকায় নামিয়া আসিল। এমন কি মাসের ২৮ তারিখের পর থেকে টাকার বাজার এত নামিয়া গেল যে, অল্প মিয়াদী ধারের সুদ শতকরা ১৷৷০ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে অল্প কিছু দিনের জন্য পাটের বাজার হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায়, টাকার কিছু টান পড়ে। ফলে ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৪ টাকা থেকে ৫ টাকায় উঠিয়া যায়। কিন্তু পাটের বাজার আবার শীঘ্রই নামিয়া পড়ায় টাকার চাহিদাও অনেক কমিয়া যায়। ফলে টাকা আবার পূর্ব্বের মত সহজ হইয়া পড়ে ও ব্যাঙ্কের অল্প মিয়াদী ধারের সুদের হার শতকরা ১৷৷০ থেকে ২৲ টাকা হয়। সমস্ত অক্টোবর ও নভেম্বর মাস জুড়িয়া এ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

নভেম্বর মাসে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত টাকা কমের দিকে আসিতে থাকায় ডিসেম্বরে যে ব্যবসা আবার জোর চলিবে, ফলে টাকারও টান ধরিবে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৫ টাকা থেকে ৬ টাকায় উঠিল এবং ২২ তারিখে একেবারে ৭ টাকায় উঠিয়া গেল। জানুয়ারী মাসে অল্প মিয়াদী ধারের সুদ শতকরা ৬ টাকা ছিল। বৎসরের বাকী কয় মাস (অর্থাৎ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) টাকার বাজার খুবই কষা ছিল। এ সময়ে বোম্বাইয়ে অল্প মিয়াদী ধারের সুদ ছিল শতকরা ৬ টাকা থেকে ৬৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত। মার্চ্চের শেষের দিকে টাকার চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে এ সময়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে মাত্র ১১,৬৭ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল।

ক্যাপিট্যাল লেহ্বি (সম্পত্তির উপর চড়া হারে এককালীন কর)

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতে মজুরদের উপর খাজনার হার ক্রমাগতই বাড়িতেছিল। সমর-ঋণও বাড়িতেছিল। ইহা দেখিয়া ১৯১৬ সনে সিড্‌নি ওয়েব্ তাঁহার "এ রেভোলিউশান্ ইন্ ইন্‌কাম্ ট্যাক্স" নামক গ্রন্থে প্রস্তাব করেন যে, এক সঙ্গে এমন মোটা টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যাহার সাহায্যে সমর-ঋণ একেবারে মিটান যাইতে পারে বা অনেকটা কমান যাইতে পারে; নতুবা সমর-ঋণের সুদের বোঝা বহুবর্ষ যাবৎ জাতিকে বহিতে হইবে। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, সকলপ্রকার ব্যক্তিগত মূলধন হইতে শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে রাজস্ব লওয়া কর্ত্তব্য। ১৯১৯ সনে মজুরদল এই নূতন করের সমর্থন করে। ১৯১৯ সনে বিলাতের রাজস্ব-সচিব (অষ্টেন চেম্বারলেন) পার্ল্যামেণ্টে বাজেট পেশ করিবার সময় এই প্রকার করের বিরুদ্ধে বলেন যে, উহাতে 'ধন সঞ্চয়' কমিয়া যাইবে, ধন-সঞ্চয় না হইলে শিল্প-কারবারের মহা ক্ষতি হইবে। ঐ বৎসরই 'ফিনান্স বিল' পার্ল্যামেণ্টে দ্বিতীয়বার পঠিত হইবার সময় 'ক্যাপিট্যাল লেহ্বি'সংক্রান্ত একটি সংশোধিত প্রস্তাব আনা হয়; কিন্তু ইহা ভোটে হারিয়া যায়।

১৯২০ সনে হাউস অব্ কমন্স্ একটি 'সিলেক্ট কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির কর্ত্তব্য ছিল যুদ্ধের সময়ে যাহারা লাভ করিয়াছে কেবল তাহাদের উপর বিশেষ উচ্চ হারে কর আদায় করা যায় কিনা বিবেচনা করা। এই প্রস্তাব "ক্যাপিট্যাল লেহ্বি"র প্রস্তাব হইতে কিছু বিভিন্ন। এই প্রস্তাবে "ক্যাপিট্যাল লেহ্বি"র মত সম্পত্তির কিছু অংশ লইবার কথা থাকিলেও, ইহা কেবল যুদ্ধের জন্য যাহারা ধনী হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদেরই উপর বসিবে হইবার কথা হয়। কিন্তু "ক্যাপিট্যাল লেহ্বি"তে কে যুদ্ধের জন্য ধনসঞ্চয় করিয়াছে আর কে তাহা করে নাই তাহা বিবেচনা করিবার আদৌ দরকার নাই। যাহা হউক, কমিটি মত দেন যে, এইরূপ ধরণের কর আদায়ের পথে যে সকল বাধা আছে সেগুলি একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য নহে। তবে এই ধরণের খাজনা আদায় করা সঙ্গত হইবে কিনা সে বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ আছে। এই কমিটির সিদ্ধান্তগুলা শেষ পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগিল না। রাজস্ব-সচিব মহাশয় কমিটির মন্তব্য-অনুসারে একটি বিল প্রস্তুতের অনুমতি দেন; কিন্তু পার্ল্যামেণ্টে এই কর সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সময় তিনি অসম্মতি জানাইলেন।

প্রথম হইতেই বিলাতের ধনী সম্প্রদায় 'ক্যাপিট্যাল লেহ্বির' বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই প্রকার কর-আদায়ের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য মূলধন পাওয়া শক্ত হইবে। তাঁহারা বলিলেন যে, ঋণ মিটাইবার উপায় হইতেছে 'আয়ের' উপর বা 'লাভের' উপর ('মূলধন'—যাহা হইতে 'আয়' বা লাভ পাওয়া যায় তাহার উপর নহে) অধিকতর ঊর্দ্ধহারে কর স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

১৯২৪ সনে মজুরদল বিলাতের শাসন-যন্ত্র নিজেদের দখলে আনিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে করের জন্য এতদিন আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন সেই কর স্থাপন করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ দুইটী :—(১) অধিকতর জটিল নানা সমস্যায় মজুর-দলকে মন দিতে হয়; (২) যে 'উদার নৈতিক' দলের সাহায্য ব্যতীত মজুরদলের প্রাধান্য বজায় রাখা অসম্ভব ছিল, সেই 'উদার নৈতিক' দল এই করের বিরুদ্ধে ছিলেন।

১৯২৭ সনের প্রারম্ভে 'জাতীয় ঋণ ও রাজস্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী কমিটি (কেল্‌উইন্ কমিটি) গঠন করা হইয়াছিল। এই কমিটির অধিকাংশ সভ্য 'ক্যাপিট্যাল লেহ্বি'র বিপক্ষে মত দেন। 'ক্যাপিট্যাল লেহ্বি'র ফলে বাজার-দর, পেন্সারের দাম, গবর্মেণ্টের ঋণের সুদের হার ও বিদেশে ঋণ-বিষয়ে 'পসার' কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার

আলোচনা করিয়া তাঁহারা বলেন যে, শিল্প-কারবারের উপর কর স্থাপনই জাতীয় ঋণ মিটাইবার একমাত্র উপায়। যুদ্ধের পরে মজুরদের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি নামে নাই। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের সাধ্যের অতীত কর আদায় করা হয় নাই এবং আরও আদায় করিলে অন্যায় হইবে না।

কমিটির জন কয়েক মেম্বার কিন্তু অধিকাংশের মতে মত দেন নাই। তাঁহারা নিজেদের মত জাহির করিয়া একটি 'মাইনরিটি রিপোর্ট' লিখেন। তাঁহারা বলেন যে 'ক্যাপিট্যাল লেভি' আদায় করা ন্যায়সঙ্গত। আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও অসম্ভব নহে। যদি জন-সাধারণের অধিকাংশ, যাহারা কর দিবে তাহারা এবং ব্যাঙ্ক-গুলি (কর আদায়ের জন্য যাহাদের সাহায্য একান্ত আবশ্যক) এই করের সমর্থন করে, তাহা হইলে ইহা আদায় করা শক্ত হইবে না। ঠিক যুদ্ধের পরে এই কর-আদায়ের সুবিধা আরও বেশী ছিল। কারণ জাতির জীবন যত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিতে থাকে ততই এই ধরণের বিরক্তিজনক কর আদায় শক্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক সাধারণের আপত্তি না থাকিলে ১৯২৭ সনেও এই কর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তবে যদি 'ক্যাপিট্যাল লেভি' স্থাপন করা নিতান্তই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে নিম্নলিখিত একটী নূতন কর স্থাপন করা যাইতে পারে:—(১) যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০০ পাউণ্ডের উপর তাহাদের নিকট এই কর আদায় করা হইবে; (২) এই কর 'খাটানো টাকার' আয় ও 'সম্পত্তির' আয় উভয় প্রকার আয়ের উপরই স্থাপিত হইবে; (৩) করের 'হার' আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে থাকিবে; (৪) নূতন করের 'হার' বর্ত্তমান আয়-কর ও 'সুপার ট্যাক্স' উভয়ের হার অপেক্ষা পরিমাণে বাড়ে অন্ততঃ সেই পরিমাণে বাড়িবে। মোটের উপর এই কর হইতে বার্ষিক ১০ কোটি পাউণ্ড আয় হইবে অনুমান করা হয়।

'ক্যাপিট্যাল লেভির' সহিত প্রস্তাবিত নূতন করের পার্থক্য অনেক। ইহা মোটের উপর আর একটী উচ্চতর হারের আয়-কর ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ক্যাপিট্যাল লেভি' আয়ের উপর কর নহে, যে মূলধনের সাহায্যে 'আয়' লাভ হয় ইহা সেই মূলধনের একটু মোটা অংশ লাভ করিবার চেষ্টা।

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে 'ব্ল্যাকপুলে' মজুরদলের বার্ষিক সভায় উপরি উক্ত নূতন করের সমর্থন করা হয়। যিনি প্রস্তাবটী তুলেন তিনি দেখান যে, এই নূতন করের সুবিধাগুলি এইরূপ :—

(১) জাতীয় ঋণ শীঘ্র শোধ করা সম্ভব হইবে; (২) দরিদ্রের খাদ্যের উপর উচ্চ হারে যে কর বসিয়াছে তাহা তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে; (৩) বিলাতের সমর-ঋণের বেশীর ভাগ বিলাতেরই ধনীদের প্রাপ্য; যদি 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র সাহায্যে তাহাদের সকল প্রাপ্য এখন চুকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে টাকার দিক্ হইতে তাহারা ঠিক প্রাপ্যটী পাইলেও, বাজারদর ইতিমধ্যে কমার ফলে টাকার ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়াতে তাহারা তাহাদের প্রাপ্যের কিছু পাইয়া যাইবে; 'ক্যাপিট্যাল লেভি'র পরিবর্ত্তে এই নূতন কর স্থাপন করিলে তাহারা এই অতিরিক্ত লাভটী করিতে পারিবে না; (৪) ৫০০০ পাউণ্ড বা তদতিরিক্ত মূলধনওয়ালা যে আড়াই লাখ লোকের নিকট হইতে ক্যাপিট্যাল লেভি আদায়ের প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাদেরই নিকট হইতে এই নূতন কর আদায় হইবে; (৫) এই কর আদায়ের জন্য নূতন কোন প্রতিষ্ঠান খাড়া করিবার দরকার নাই; আয়করের বর্ত্তমান অফিসের সাহায্যেই ইহা আদায় করা চলিবে; (৬) টাকাওয়ালা লোকদের বা ব্যাঙ্কগুলার এই ধরণের করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সম্ভাবনা নাই; (৭) মজুরদল এইবার শাসন-যন্ত্রে অধিকার পাইলেই প্রথম বৎসরেই এই ধরণের কর স্থাপন করিতে পারিবে; (৮) গত ৭ বৎসরের মধ্যে বাজার-দর কমিয়া যাওয়ার ফলে যাহাদের ধনসম্পত্তির দাম অত্যন্ত বাড়িয়াছে সেই সকল লোকের টাকা আরও অধিক পরিমাণে জন-সাধারণের হাতে আসিবে।

অতি অল্পসংখ্যক মজুরই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়; ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, আগামী "সাধারণ নির্ব্বাচনে" মজুরদলের প্রোগ্রামে এই করের প্রস্তাব বিশেষ স্থান পাইবে।

যাহা হউক মজুরদল এইবার 'ক্যাপিট্যাল লেভি'কে আপাততঃ মুলতুবি রাখিল। ভবিষ্যতে আর কখনও 'ক্যাপিট্যাল লেভির প্রস্তাব উঠিবে কিনা তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

ইয়োরোপে ফ্রান্স ব্যতীত প্রায় সকল দেশই মূলধন ও ধনসম্পত্তির উপর উচ্চহারে কর বসাইয়া স্ব স্ব জাতীয় ঋণ কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইংলণ্ডে ইহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে বিস্তর; 'তাত্ত্বিক' বিশ্লেষণও বড় কম হয় নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। যে টুকু সম্ভাবনা ছিল তাহাও আপাততঃ লুপ্ত হইল।

মার্ক্যাণ্টিলিজ্‌ম্ বা বাণিজ্যবাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল, হাজারিবাগ

মধ্য যুগের পর দুই তিন শতাব্দী অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল ধারণা পোষণ করিতেন তাহাকে "মার্ক্যাণ্টিলিজ্‌ম্" আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহাদের সকল উক্তি মূলতঃ বাণিজ্য সম্বন্ধেই। বাংলা পরিভাষায় এ সময়টাকে "বাণিজ্যবাদের" যুগ বলা যায়।

ইতালীর পণ্ডিত সেরা ১৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম এই মত (বাণিজ্যবাদ) তাঁহার পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাণিজ্যবাদ সম্বন্ধে বিশেষ লেখা জোখা হইয়াছিল। পরে শিল্প বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতার উন্মেষের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাণিজ্যবাদ বর্জ্জিত হইয়াছিল।

বাণিজ্য-বাদ প্রচলনের কারণ

প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে বিনিময়ের যথেষ্ট প্রচলন ছিল না। দেশের অভাব দেশেই মিটাইত। সুতরাং শিল্প অপেক্ষা কৃষির প্রচলনই ছিল বেশী। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি সে সময়ে ধীরে ধীরে এই সবের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এই সময়ে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য অত্যন্ত প্রসার লাভ করে। তাই রাণী এলিজাবেথের সময়েই ইংলণ্ড পশমের পরিবর্ত্তে পশম-নির্ম্মিত দ্রব্য-সম্ভার বিদেশে রপ্তানি আরম্ভ করে। কৃষির আকার ও তখন বদলাইতেছিল। স্বাধীন মজুরশ্রেণী ও মজুর-সমস্যা এবং প্রতিযোগিতাও দেখা দিতেছিল। বিতরণ-সমস্যার বীজ এইরূপে উপ্ত হয়। মধ্যযুগের কর্ত্তা ছিল রীতি ও আচার, বাণিজ্যবাদের যুগে এই রীতি ও আচার বজায় রাখিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইলেও চতুর্দ্দিকে ইহার বিরুদ্ধবাণীই শুনা যাইত। আসলে প্রতিযোগিতাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মুদ্রা ব্যতিরেকে ব্যবসা বা বিনিময় প্রসার লাভ করে না। আমেরিকার রৌপ্যখনি (১৫৪০-১৬০০) এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এ যুগের সেরাশেষি ব্যাঙ্ক কারবার এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হইয়াছিল। স্বর্ণরৌপ্যের আমদানি ও মুদ্রা-পতনের জন্য পণ্যের দর চড়িয়া যায়। রাজ দরবারের খরচেরও অন্ত ছিল না। এবং সরকারের অভাব-বৃদ্ধির সহিত রাজস্ব হইতেই সরকারী খরচ নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতেছিল না; সুতরাং কর বসাইতে হইয়াছিল।

দেশের ধন বাড়ানোই মার্ক্যাণ্টিলিষ্টদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের শক্তি বাড়ানো। তাঁহারা বলিতেন যে মৎস্য-শিল্প সংরক্ষণ হওয়া চাই এবং জাহাজের মাশুলও উচ্চ হওয়া চাই। জাহাজই দেশের মান রাখিবে ও দেশকে নিরাপদ করিবে।

অর্থনীতির দিক্ হইতে রাষ্ট্রের মূলকথা হইতেছে রাষ্ট্র-গঠন। এই রাষ্ট্র-গঠনে দুইটী সমস্যা দেখা দেয়—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য। আভ্যন্তরীণ হইতেছে দেশের

আর্থিক সমস্যা আর বাহ্য হইতেছে বিদেশী ঈর্ষান্বিত জাতিদের সহিত দ্বন্দ্ব। যদিও দেশের উন্নতিসাধনই বাণিজ্য-বাদীদের উদ্দেশ্য, তথাপি বাহ্য দিকটার প্রতিই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল বেশী।

স্থায়ী সৈন্যবৃদ্ধি ও রাজস্বের উহার সহিত রাষ্ট্রের অভাবও বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ শতাব্দী লাগাদেৎ যুদ্ধের রূপ পরিবর্তিত হয়। পূর্ব্বে হস্তযুদ্ধই বেশী হইত এবং সাহসী বীরের দলই জয়ী হইত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে বীরের দল জয়ী না হইয়া যে দলের খাদ্য, বস্ত্র, ও বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য বেশী ছিল সেই দলই জয়-লাভ করিত। তাই মনুষ্য চাইল্ড্ প্রশ্ন করিলেন "আমরা কি করিয়া দেশের বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারি যাহা-দ্বারা প্রতিবেশী জাতিদিগের সমান বা অধিক লাভ করিতে পারি?" এ কথা হইতে আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বটার মূল্য বুঝা যায়।

তত্ত্ব ও কার্য্যপ্রণালী

বাণিজ্যবাদের প্রথম এবং প্রধান কথা হইতেছে দেশকে শক্তিমান করা এবং শক্তির অর্থই ধন এবং সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী ধন হইতেছে মূল্যবান ধাতুগুলি; তাই সোণা-রূপা আহরণের প্রতি তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আবার সকল প্রকার ব্যবসার মধ্যে বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারাই এই প্রকারের ধন-প্রাপ্তি সহজ বলিয়া বহির্ব্বা-ণিজ্যের স্থান সকল শিল্পের উপরে। "ব্যালান্স অব্ ট্রেড্ বা "বাণিজ্য-নিক্তি" দ্বারা এই কার্য্য-প্রণালী বা "পলিসি" কতদূর সুফল দান করে তাহা নির্ণিত হইত।

মূল্যবান ধাতু

সোণারূপাই যে একমাত্র ধন একথা বাণিজ্যবাদীরা বলিতেন না; তাঁহারা শুধু বলিতেন যে, সকল প্রকার ধনের মধ্যে সোণারূপাই বেশী বাঞ্ছনীয়। সে যুগের লেখক-দের লেখায় এটা ধরা পড়ে। স্যর উইলিয়াম্ পেট্টি তাঁর "এসেস্ ইন্ পলিটিক্যাল আরিথ্‌মেটিক্" কেতাবে লিখিয়াছেন "সোণারূপা এবং অলঙ্কার অপর পণ্যদ্রব্যের মত নষ্ট হইয়া যায় না বা পরিবর্ত্তিত হয় না, সকল সময়েই এক থাকে; সেই হেতু যে বাণিজ্যের দ্বারা দেশে সোণারূপা প্রভৃতি আসিতে থাকে সেই ব্যবসাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট" (পৃঃ ১১৩)। চাইল্ড্‌এর মতে সোণারূপার দ্বারাই ধন-দৌলতের পরিমাণ করিতে হইবে।

বাণিজ্যবাদের প্রসার হইতেই যে মুদ্রা-অর্থনীতির সূত্র-পাত একথা খাঁটি সত্য না হইলেও বাণিজ্যবিস্তার, যুদ্ধ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন এবং মজুরীর প্রচলন মুদ্রার কদর বাড়াইয়া দিয়াছিল। মুদ্রার সহজ বিনিময়-সাধ্যতা এবং মূল্যের স্থিরতাও সকলপ্রকার মূল্যবান পণ্য হইতে মুদ্রাকে পৃথক স্থান দিয়াছিল। এবং শিল্প ইক্ ও বণ্ডের চলন আদৌ ছিল না বলিয়া টাকাকড়ি খাটানোর বিশেষ সুবিধা ছিল না। এই সকল কারণে তাঁহারা মুদ্রা এত পছন্দ করিতেন।

বহির্ব্বাণিজ্য

আমরা বুঝিলাম যে সোণারূপা চাই। কিন্তু পাইবার সহজ উপায় কি? উপায়, বহির্ব্বাণিজ্য। টমাস্ মান্ লিখিয়াছেন যে, ধনদৌলৎ বাড়াইবার সহজ উপায় হইতেছে বহির্ব্বাণিজ্য। পেট্টি বলিয়াছেন যে, শিল্পে কৃষি অপেক্ষা অধিক লাভ হয় এবং বাণিজ্যে শিল্প অপেক্ষা অধিক লাভবান হওয়া যায়। চাইল্ডের মতে যে সব বাণিজ্যে অধিকসংখ্যক জাহাজ ব্যবহৃত হয় সেই সব বাণিজ্যকেই সাহায্য করা উচিত। যেহেতু দ্রব্য বিক্রয়ের দ্বারা লাভ ত হইবেই, অধিকন্তু মাশুলটাও পাওয়া যাইবে।

আবার যে দেশে সোণারূপার খনি নাই সে দেশে এক মাত্র বহির্ব্বাণিজ্যের দ্বারাই সোণারূপা আমদানি করিতে পারা যায়। অবশ্য রপ্তানি করিতে হইলে দেশে পণ্য উৎপন্ন করা প্রয়োজনীয়। একমাত্র মূল্যবান পণ্যই যান-বাহনের খরচা সহ্য করিতে পারে। সেই জন্য বহির্ব্বাণিজ্যের পরেই শিল্পের স্থান।

বাণিজ্য-নিক্তি

তাঁহারা বলিতেন যে, বাণিজ্যের বহর যতই বড় হউক না কেন, যদি রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা বেশী না হয়

তবে কিছুই হইল না। "বাণিজ্য-নিক্তি" বলিতে তাঁহারা ইহাই বুঝিতেন।

চাইল্ডের লেখায় আছে যে, দেশ হইতে কিরূপ মূল্যের পণ্য রপ্তানি হইয়াছে তাহা খুঁটিয়া দেখিয়া "নিক্তি" স্থির করিতে হইবে; এবং রপ্তানি যদি আমদানি অপেক্ষা অধিক হয় তবে বাণিজ্য হইতে দেশ লাভবান হইবে। কারণ দেশে সোণারূপার তাল আসিবে ও দেশের ধন বৃদ্ধি করিবে। সোণারূপাই ধন-দৌলতের মান-দণ্ড। মান্‌ ও ডেভেন্যাণ্টের মত চাইল্ডও "নিক্তি" নির্দ্ধারণের সুবিধা জানিতেন।

বাণিজ্য-নিক্তি সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক ছিল না। কেহ কেহ ভাবিতেন যে, অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি থাকিলে দেশের সোণারূপার পরিমাণ বাড়িবে। আবার কেহ কেহ ভাবিতেন যে, এক দেশের লাভ হইলে অপর দেশের ক্ষতি হইবেই। কেহ কেহ বলিতেন যে ইহা দ্বারা সমস্ত বৎসরে দেশের ব্যবসায়ে কি লাভ হইল বুঝা যাইবে। আবার একদল ভাবিতেন যে ইহা কেবল বাণিজ্য-সূচী নির্দ্দেশ করে মাত্র।

বিবিধ অনুশাসন

উপরের পলিসিগুলি কার্য্যকর করিবার জন্য অনেকগুলি অনুশাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিদেশ হইতে শ্রমিককুলকে স্বদেশে আনিবার জন্য সহন-শীলতা ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দরিদ্র কর্ম্মহীনদের জন্য বিশেষ সাহায্যের বন্দোবস্ত ছিল। মিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত—যাহাতে বৈদেশিক পণ্য কমিয়া গিয়া লাভের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, পতিত জমি যদি কর্ষিত হয় তাহা হইলে আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। "কর্ণ্‌ল" বা "শস্য বিধি" দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শস্যের মূল্য অপেক্ষা বিদেশী শস্যের মূল্য কম হইলে আমদানি করা নিষিদ্ধ ছিল। দেশের কৃষিকে স্বাধীন এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য এই সকল চেষ্টা হইয়াছিল।

এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, বিনিময়-পত্রীর প্রচলন, অবাধ কাঁচা মাল আমদানিও কম সাহায্য করে নাই।

উপনিবেশগুলিও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র কাঁচা মাল উৎপন্ন করিয়া পাঠাইত এবং তাহার পরিবর্ত্তে "মাদার কান্ট্রি" বা মাতৃস্থানীয় দেশ "তৈরী মাল" উপনিবেশসমূহে চালান দিত। ফলে লাভের মাত্রাটা বাড়িয়াই যাইত।

মূল্য-তত্ত্ব

ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল পণ্ডিতেরা মাথা খেলাইয়াছেন তাঁহাদের মতে মূল্য হইতেছে বস্তুগত অর্থাৎ ইহা পণ্যের আভ্যন্তরীণ বা "ইন্‌ট্রীনসিক" গুণ-বিশেষ। মানুষের অভাবের সহিত মূল্যের যে সম্বন্ধ আছে, এ কথা কোন পণ্ডিতই যে বলেন নাই এমন নহে। তথাপি ইহা যে বস্তুগত (অর্থাৎ ইন্‌হেরেণ্ট ইন্‌ থিংস) সে কথার উপরেই জোর দিয়াছেন। যেমন অ্যারিষ্টটল দুই প্রকার জুতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন—এক ব্যবহারের জন্য, দ্বিতীয় বিনিময়ের জন্য। মধ্যযুগের "উচিত মূল্য" বস্তুগত, ও দাম হইতে ভিন্ন। বস্তুর গুণাবলীর উপরেই যে তাহার অভাব মিটাইবার ক্ষমতা নির্ভর করে এ কথা সম্যকরূপে তাঁহারা জানিতেন না।

বিনিময় ও মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলনের সহিত মূল্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়। বাজার-দরের পরিবর্ত্তনই যখন মূল্য হইয়া দাঁড়াইল তখন মূল্য যে শুধু বস্তুগত, একথা স্বীকার করা শক্ত হইল। বাণিজ্য-বাদ যুগের শেষাশেষি বাজার এবং বিনিময়ের উপর মূল্য নির্ভর করে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তনের সহিত চিন্তাও নূতন আকার ধারণ করে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মূল্য-তত্ত্বও আর হজম করা গেল না। পণ্ডিতেরা নীতি এবং অর্থনীতিকে পৃথক করিয়া ধন-বিজ্ঞান-বিকাশের পথ খুলিয়া দিলেন। বাণিজ্যবাদীদের লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ওলন্দাজ পণ্ডিত হুগো গ্রোতিয়াস্‌ অ্যারিষ্টটল্‌ খৃষ্টীয় দর্শন ও রোমান্‌ বিধি হইতেই তাঁহার রসদ যোগাড় করিয়াছেন। তাঁহার মূল্য-তত্ত্ব প্রধানতঃ গ্রীক্‌ দার্শনিক-

দের প্রভাবের ফল। আর্মাণ ঐতিহাসিক পণ্ডিত স্যামুয়েল পুফেনডর্ফ গ্রোশিয়াস ও ইংরেজ দার্শনিক হব্‌সের নিকট ঋণী। উভয় পণ্ডিতের মতেই অভাব ও আকাঙ্ক্ষা মূল্যের বিশেষ উপাদান; উভয়েই, বিনিময় মূল্য ও প্রয়োজন-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। হব্‌সের মতে ক্রেতাই মূল্য নির্দ্ধারণ করে; তিনি বলেন "চুক্তি বস্তুর মূল্য চুক্তিকারীর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিমাণ করা হয় এবং যাহা তাহারা দিতে প্রস্তুত হয় তাহাই উচিত মূল্য।" হব্‌সের পদানুসরণ করিয়া পুফেনডর্ফ বলিয়াছেন "মনুষ্য জীবনের আবশ্যক দ্রব্য, সুযোগ, সুখ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পাইবার উপযোগিতাই পণ্য বা কার্য্যের দর বা মূল্য নিরূপণের ভিত্তি।

ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রনেতারা মূল্যের "সাবজেকটিভ" দিকটার প্রতি ততখানি নজর না দিয়া "অবজেকটিভ" বা বাহিরের দিকটার প্রতিই জোর দিয়াছেন। পেটি এবং লকেই ইহাদের মধ্যে প্রধান। স্যর উইলিয়াম্ পেটির মতে মূল্য মাল-সৃষ্টির খরচার (বিশেষতঃ জমি ও শ্রমের) উপর নির্ভর করে। "ধনের পিতা হইতেছে শ্রম ও মাতা হইতেছে জমি।" বাজার মূল্য টান-যোগানের সহিত উঠা-নামা করে। লকের মতে শ্রমই মূল্য-নিয়ামক। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি যে সব বস্তু আমাদের প্রয়োজনে লাগে তাহাদের কতটা খরচ স্বাভাবিক ও কতটা শ্রমের জন্য লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিব যে শতকরা নিরানব্বই ভাগ শ্রমের দিকেই পড়ে। এই দুই পণ্ডিতকে পরবর্ত্তী যুগের মূল্যের শ্রম-তত্ত্বের অগ্রগামী দূত বলা যায়।

ইতালীয় পণ্ডিত ডাভানজাতি ও মনটেনারী এবং ইংরেজ পণ্ডিত নিকোলস্ বারবন্ মূল্য-তত্ত্বে প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। বারবন লিখিয়াছেন "সকল দ্রব্যের মূল্যের জন্ম প্রয়োজন হইতে; যে দ্রব্যের প্রয়োজনই নাই তাহার মূল্যও নাই।"

সুদ

সুদ সম্বন্ধে সকল বাণিজ্যবাদী একমত নহেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি টমাস্ মান্ সুদ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত এই রায় দিয়াছেন, যেহেতু, দরিদ্র বণিক্ বিধবা বা ভদ্রলোকের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। একথাও বলিয়াছেন যে, টাকাকড়ির বাড়তির সহিত যে ব্যবসার বাড়তি হয় এ ধারণা ভুল; কারণ উভয়েই একসঙ্গে উঠে নামে; অর্থাৎ তাঁহার মতে শিল্প সুদের উপর নির্ভর না করিয়া সুদের হারই শিল্পের অবস্থার উপর নির্ভর করে। (ইংলাণ্ডস্ ট্রেসার বাই ফরেন্ ট্রেড, ১২৭ পৃঃ)।

পক্ষান্তরে স্যর টমাস কালপেপার, স্যর জোসিয়া চাইল্ড, ডাভনান্ট প্রভৃতি এ মতের বিরোধী ছিলেন। চাইল্ড বলেন যে, সুদের হার নামমাত্র হইলে পুঁজি সস্তা হওয়ার দরুণ নূতন নূতন ব্যবসায়ী আকর্ষিত হইবে এবং মুনাফা যৎকিঞ্চিৎ হওয়ার জন্য মিতব্যয়িতাও শিক্ষা করা হইবে। কিন্তু সুদের হার চড়া হইলে পুঁজি বিরল হইবে; কারণ লোকে সঞ্চয় করিলেই তাহা স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রাখিবে। এরূপ মত জারি করার প্রধান উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের ওলন্দাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমান স্থান রক্ষা করা; কারণ তিনি ভাবিতেন যে সুদের হার ওলন্দাজদিগের সমান না হইলে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে হইবে।

টমাস ম্যানলী লিখিয়াছেন "যেহেতু মুদ্রার বিরলতাই সুদের হার চড়াইয়া দেয় সেই হেতু মুদ্রার প্রাচুর্য্য এবং ঋণগ্রহণের স্বল্পতা সুদের হার কমাইয়া আনে।" স্যর ডাডলী নর্থও এই যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে টক ও প্রতিভূর প্রাচুর্য্যই হল্যাণ্ডের সুদের হার নামমাত্র করিয়াছে।

এই পণ্ডিতদের সকলেরই প্রায় পুঁজি ও সুদের উৎপাদিকা-শক্তি সম্বন্ধে ধারণা বড়ই অস্পষ্ট। শুধু নিকোলাস্ বারবনই বলিয়াছেন যে সুদকে মূল্য বলা ভুল; কারণ টকের জন্যই সুদ দেওয়া হয়। যে কেহ সুদে মূল্য কর্জ্জ লয় সে ফেলিয়া রাখিয়া সুদ নষ্ট করিবার জন্য লয় না (ডিস্‌কোর্স অব্ ট্রেড, পৃঃ ৩১-৩২)।

জন-বল

যুদ্ধ এবং মাল-সৃষ্টির সুবিধার জন্য বাণিজ্য-বাদীরা প্রচুর জন বলের পক্ষপাতী ছিলেন। বয়সংখ্যক লোক

কর্মে নিযুক্ত থাকিলে রাজার রাজস্বও স্বতই বৃদ্ধি পাইবে। দেশজ মালকে বিদেশী পণ্যের সহিত টক্কর দিতে হইলে সস্তায় প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। এই হেতু তাঁহারা জনবল-বৃদ্ধির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ভ্যাভন্যাণ্ট বলেন যে, দেশের শক্তি জন-বলের উপরেই নির্ভর করে। স্যামুয়েল ফোর্টে বলেন যে, দেশকে মহৎ ও শক্তিমান করিতে হইলে দুইটী জিনিষ চাই—ধনবল এবং জন-বল। জনবল বৃদ্ধির জন্য তিনি বিদেশীর অবাধ আগমনের ও তাহাদিগকে সমান অধিকার দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেহেতু তাহারা সাথে করিয়া ধন আনিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবে এবং তাহার ফলে সকল দেশবাসীরই উপকার হইবে।

দার্শনিক পণ্ডিত হব্‌সের মতে জনবল অধিক বৃদ্ধি পাইলে কাম্বিল সংখ্যার পক্ষে উপনিবেশে গমনই বিধেয়; এবং সমস্ত দুনিয়াব্যাপী জনবল-আধিক্য হইলে যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আবার সমতা ফিরিয়া আসে।

বিভিন্ন উপজীবিকার উৎপাদিকা-শক্তি

বণিককুলই রাষ্ট্রের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী, এই ছিল বাণিজ্যবাদীদের বিশ্বাস। বণিকের পরেই শিল্পীর স্থান। চাইল্ডের মতে শিক্ষা ও শ্রমের দ্বারা প্রধানতঃ বণিক, শিল্পী ও চাষী এই তিন শ্রেণীর লোকই দেশ-বিদেশ হইতে ধন আনয়ন করে; এবং কুলীন-সম্প্রদায় ভদ্রকুল, আইনজীবী, ডাক্তার, পণ্ডিত এবং দোকানদার প্রভৃতি কেবলমাত্র এই সব পণ্য হাত-ফেরা করেন।

আর্থিক চিন্তার ইতিহাসে দুই কারণে ইহার মূল্য আছে—(১) মধ্য যুগ পর্য্যন্ত কৃষির স্থানই প্রথম। এ যুগে ইহার পরিবর্ত্তন হয়; (২) আডাম্‌স্মিথ্‌ ও ফিসিওক্র্যাটরা বলেন কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণী অনুৎপাদক। বাণিজ্য-বাদীদের নিকটই তাঁহারা এই কথা পান।

যে শ্রেণীর লোক যে যুগে আধিপত্য করিয়াছে, সেই শ্রেণীই স্থির করিয়াছে কোন্‌ শ্রেণী অনুৎপাদক। তাই মধ্য যুগে কৃষির স্থান প্রথম; সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যের স্থান প্রথম; অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পুনরায় কৃষি প্রধান স্থান পায়; এবং শিল্প-বিপ্লবের যুগে কারখানা-জাত দ্রব্য প্রধান স্থান অধিকার করে। সেই জন্যই বাণিজ্যবাদীরা ভদ্রলোক, দোকানদার প্রভৃতিকে অনুৎপাদক আখ্যা দিয়াছেন; কারণ তাঁহারা দেশে ধন আনয়ন করিতেন না। আডাম্‌স্মিথও তাঁহাদের অনুৎপাদক বলিয়াছেন, কারণ তাঁহারা বিক্রয় করিবার মত পণ্য বাজারে ফেলেন না।

কর

বাণিজ্যবাদীদের মতে রাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ উপকার পাওয়া যাইবে, সেই অনুপাতে প্রত্যেককে কর দিতে হইবে। হব্‌সের মতে খরচাই হইবে উপকারের মাপকাঠি; সঞ্চয়কারীকে কর দিতে হইবে না; যেসকল পণ্য লোকে ভোগ করে, তাহাদের উপর যদি কর ধার্য্য হয়, তা হইলে সকলকেই সমান মাত্রায় দণ্ড দিতে হয় এবং রাষ্ট্রও ধনীদের বিলাসিতার অপব্যয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। (লেভিয়াথান্‌, পৃঃ ২৭১)।

স্যর উইলিয়াম পেটিকে কর সম্বন্ধে প্রথম ইংরেজী বৈজ্ঞানিক লেখক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইনিও খরচার অনুপাতে করের পক্ষপাতী ছিলেন। বাণিজ্য-বাদীদের মতে শুল্কের হার কম এবং আবকারী করের হার অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাহাতে সকলকে সমান পরিমাণে কর দিতে হয় সেজন্য সুদের উপর কর গ্রহণ বিধেয় ছিল। যে সকল বস্তু সহজেই চক্ষুর অন্তরালে সরান সম্ভব সে সকল বস্তুর উপর কর ধার্য্য করা কতখানি শক্ত তাহাও তাঁহারা জানিতেন। (ভ্যাভন্যাণ্ট—"এসে অন্‌ ওয়েস্‌ অ্যাণ্ড মিন্স")

জেমস্‌ ষ্টুয়ার্ট (১৭১২—১৭৮০)

ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। ১৭৪৫ সনে ষ্টুয়ার্টদের নির্ব্বাসনের সময় তিনি ফ্রান্স, জার্ম্মাণি হল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি একখানা কেতাব লিখেন; তার নাম "অ্যান্‌ ইনকোয়ারী ইন্টু দি প্রিন্সিপ্‌লস্‌ অব্‌

পলিটিক্যাল্ ইকনমি, বিইং অ্যান্ এসে অন্ দি সায়েন্স অব্ ডোমেস্টিক পলিসি ইন ফ্রি নেশানস ইন্ হুইচ্ আর পার্টিকুলারলি কন্সিডার্ড পপুলেশন্, অ্যাগ্রিকাল্চার ট্রেড্ ইন্ডাষ্ট্রী, মানি, কয়েন, ইন্টারেষ্ট, সারকুলেশন, ব্যাঙ্কস, এক্সচেঞ্জ, পাব্লিক ক্রেডিট্ অ্যাণ্ড ট্যাক্সেস্" (রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল-তত্ত্বসমূহের অন্বেষণ। স্বাধীন জাতির গার্হস্থ্য কার্য্যপ্রণালীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ। ইহাতে বিশেষ ভাবে জনবল, কৃষি, ব্যবসায়, শিল্প, টাকাকড়ি, মুদ্রা, সুদ, প্রতিযোগ, ব্যাঙ্ক, বিনিময়, পাব্লিক্ ক্রেডিট্ ও কর সম্বন্ধে আলোচনা আছে)। এই কেতাবখানিতেই প্রথম ইংরেজীতে "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে, অর্থনীতি সেই কথা বলে যাহাদ্বারা মিতব্যয়িতা ও বুদ্ধির সাহায্যে একটা সংসারের সকল অভাব পূরণ করা যায়। অর্থনীতির সহিত একটা সংসারের যে সম্বন্ধ, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সহিত রাষ্ট্রেরও সেই সম্বন্ধ।

টাকাকড়ি ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা এই বইখানিতে পাওয়া যায়। সুদ বিধেয় বলিয়া অভিহিত হইলেও, পুঁজি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান পাওয়া যায় না। টান-বোগানের উপর মূল্য নির্ভর করে, একথা হ্যুার্ট জানিতেন।

হ্যুার্টের উপর ফরাসী চিন্তার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রান্সে সে সময় ফিসিওক্র্যাটিক্ মতগুলি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতেছিল। সেইজন্য কৃষি উন্নত হইলে জনবল ও শিল্প বিস্তার লাভ করিবে হ্যুার্টের লেখায় এ কথা পাই।

বাণিজ্যবাদীদের দর্শন

তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দার্শনিক পণ্ডিত। এই দর্শন বাস্তবতা-পূর্ণ। হব্স্ তাঁহার "লেভিয়াথান্" কেতাবে লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতি শারীরিক ও মানসিক গুণে সকল মানুষকে এমন সমান ভাবে বিভূষিত করিয়াছেন যে, বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। সেই জন্য কেহই তাহার গুণের জন্য এরূপ কোন বিশেষ উপকার দাবী করিতে পারে না, যাহা অপরে পাইতে পারে না। লকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভাবকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন, মনকে নহে।

স্বার্থই মানবের প্রধান প্রেরণা। যে পথে সর্ব্বাপেক্ষা কম স্বার্থত্যাগ তাহাই মানব অনুসরণ করে। এই ছিল তাঁহাদের মত। তাই হব্স্ বলিয়াছেন যে, মানব স্বীয় উপকারের জন্যই সকল কিছু করে।

ব্যক্তিগত স্বার্থ হইতে যে রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষ হয়, এ কথাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। হব্স্ বলেন যে, মানব ও পিপীলিকায় তফাৎ এই যে, পিপীলিকার মধ্যে সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ এক, কিন্তু মানব-সমাজে মান ও সম্ভ্রমের জন্য সদাই প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, বাণিজ্য-বাদীরা সকল প্রকার পণ্যের মধ্যে সোণা-রূপার স্থানই উচ্চে দিয়াছিলেন, বাণিজ্যকে অত্যধিক সম্মান করিয়াছিলেন, কৃষি ও অপরাপর শিল্পের প্রতি ছায়া সম্মান দেখান নাই, এবং এই ভুল ধারণা পোষণ করিতেন যে, অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি হইলে দেশ অবশেষে লাভবান হইবেই। এটুকু ভুলও তাঁহারা করিয়াছিলেন যে, এক জাতির যাহা লাভ, অপর জাতির তাহা ক্ষতি। শিল্প-বিকাশের সহিত "উচিত মূল্য" সম্বন্ধে ধারণাও বর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং সুদের অনুকূলেই রায় দিয়াছিলেন।

জীবন বীমা এবং বর্ত্তমান ভারত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল, কুচবিহার

বীমা কোম্পানী ব্যাঙ্কের মত জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইয়া থাকে। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে ধনবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক। মানব-সভ্যতার আদি যুগে, যখন সমাজ-জীবন খুব ব্যাপক ভাবে গড়িয়া উঠে নাই তখন মানুষ স্ব স্ব প্রয়োজন মত সকল প্রকার জিনিষপত্র নিজেই কিংবা পরিবারস্থ আর দশজনের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া লইত। ইহার পর সমাজ-জীবন কথঞ্চিৎ প্রসার লাভ করিলে "দ্রব্য বিনিময়ে"র প্রচলন হয়। মানুষের অভাব অনন্ত কিন্তু তাহার বস্তুনির্ম্মাণশক্তি সীমাবদ্ধ। এই জন্যই দ্রব্যবিনিময়ের প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কারণ ইহার সহায়তায় এক ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে স্বীয় দ্রব্যসামগ্রীর অতিরিক্ত অংশ অন্য এক ব্যক্তির বস্তু-বিশেষের অতিরিক্ত অংশের সহিত বিনিময় করিয়া লইতে সমর্থ হয়। কিন্তু সামান্য অভিজ্ঞতার ফলেই ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এরূপ ব্যবস্থারও কতকগুলি বিঘ্ন আছে। তাঁতী তাহার কাপড়ের বিনিময়ে যখন চাউল চাহে তখন চাষীর কাপড়ের প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে। এমত ক্ষেত্রে, দ্রব্য-বিনিময় সম্ভব নহে। এই অসুবিধা মিটাইবার জন্য অর্থের উদ্ভব হইয়াছে। অর্থের সহিত যে-কোন জিনিষ সময়-নির্ব্বিশেষে বিনিময় করা হইয়া থাকে এবং ইহার সাহায্যে সকল প্রকার দ্রব্যই সংগ্রহ করা চলে। কেবল দ্রব্য-বিনিময় নহে, অর্থের সাহায্যে মানুষের সঞ্চয়-কার্য্যও সহজ হইয়াছে। অধিকাংশ বস্তুই দীর্ঘকাল রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহা সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি স্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে দ্রব্যবিনিময়ের যুগে সঞ্চয়ের আয়তন সামান্য মাত্র ছিল এবং বর্ত্তমান যুগের তুলনায় তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। কিন্তু ধনিজ অর্থের উদ্ভব হইবার ফলে এই বিঘ্ন অপসারিত হইয়াছে। মানুষ এখন কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু সঞ্চয় না করিয়া তাহারই বিনিময়লব্ধ অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কারণ ইহার বিনিময়ে সকলপ্রকার জিনিষই যে-কোন সময় সংগ্রহ করা যায়। ব্যক্তি-মাত্রেই নিরাপত্তিতে স্ব স্ব জিনিষের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে। ইহার পরিমাণ দ্বারাই বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সকল প্রকার সম্পদেরই প্রতীক।

ধনবিজ্ঞানে যাহা কিছু মানুষের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অপ্রতুল হইলেই তাহাকে "সম্পদ্" আখ্যা দেওয়া হয়। সম্পদের মধ্যে কতকগুলি আপাত-ভোগ্য কতকগুলি সৃজন-সহায়ক। যে ঘোড়া ভ্রমণসুখের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাকে আপাতভোগ্য সম্পদ্ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে ঘোড়া কোন দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য মাল টানিয়া থাকে তাহা সৃজন-সহায়ক সম্পদ্। মানুষের যে ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য এই ভিন্ন ব্যবহারের জন্য দায়ী তাহারই উপর এই পার্থক্য নির্ভর করিয়া থাকে। সম্পদ্ যতই সৃজনকার্য্যে অধিকতর ব্যবহৃত হইবে দেশের সম্পদের সমষ্টি-পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অর্থ সকলপ্রকার সম্পদেরই প্রতীক। যখন কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চিত রাখে তখন বুঝিতে হইবে যে, সে সম্পদের আপাতভোগ হইতে নিজেকে নিবৃত্ত করিতেছে। ইহার কারণ তাহার সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্য এবং অধিকতর সম্পদ্ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও বটে, যেহেতু টাকা সঞ্চিত রাখিবার সময় ব্যাঙ্ক এই সর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট কালের পর আমানতকারী সঞ্চিত টাকার কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ অর্থ ফিরাইয়া পাইবে। শতকরা হারে এই অতিরিক্ত পরিমাণ টাকাকে সুদ বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, অধিক পরিমাণ অর্থ ফিরাইয়া দেওয়ার মর্ম্ম অধিকতর সম্পদ্ ফিরাইয়া দেওয়া

ছাড়া আর কিছুই নহে।* ব্যাঙ্ক সঞ্চিত টাকার অধিক পরিমাণ ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয় এইজন্য যে ঐ টাকাই উচ্চতর সুদে নিয়োজিত হইয়া থাকে। যাহাদের নিকট উহা নিয়োজিত হয় তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পবাণিজ্য-ব্যবসায়ী। এই সকল সম্প্রদায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নিকট টাকা ধার লইয়া তাহার দ্বারা সৃজন-সহায়ক সম্পদ্ সংগ্রহ করে ও তাহাদের তৈয়ারী জিনিষের মূল্য হইতে সুদের দাবী মিটাইয়াও যথেষ্ট লাভ অর্জ্জন করিয়া থাকে। এইরূপ করিবার ফলে দেশের ভোগ্য সম্পদ্‌ও বাড়িয়া যায়। ব্যাঙ্ক অপরের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সৃজন-শক্তিকে পুষ্ট করিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতেছে। ব্যাঙ্কের মত সমবায়-সমিতি শেয়ার মার্কেট ইত্যাদি আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এইরূপে দেশবাসীর অর্থসঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধনসম্পদ্ বাড়াইতেছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বীমাকোম্পানী অন্যতম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীমাকোম্পানীগুলিকে আমরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। কতকগুলি কেবল মানুষের জীবন এবং বয়সকাল হিসাব করিয়া ব্যবসা করে। ইহাদের জীবন-বীমা কোম্পানী বলা হয়। আরও কতকগুলি কোম্পানী আছে, যাহারা জাহাজডুবি, গৃহদাহ ইত্যাদি আকস্মিক বিপত্তির সম্ভাবনায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক স্বীকারপত্র দেয়। বর্ত্তমানে কেবল জীবন-বীমা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

আজকাল আমাদের দেশে অনেকেই জীবনবীমা সম্বন্ধে অল্পাধিক খবর রাখিয়া থাকেন। এজন্য বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট-সম্প্রদায়কে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোক। ইঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় বীমা কোম্পানীর পসার এখন মফস্বল সহরে, গ্রামে এমন কি চা বাগিচায় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কমিশন উপার্জ্জন ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইঁহারা পরোক্ষ-ভাবে দেশের বিশেষ হিতসাধন করিতেছেন। অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে মতের সংগ্রহ করিতে তাঁহারা আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল ধারণা জন্মাইয়া দিতেছেন তাহার ফলে দেশে ধনশক্তি পুষ্ট হইতেছে।

যাহা হউক, গোড়াপত্তনে তবু কয়েকটি কথা পরিষ্কার বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে আমরা দুইটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। কতকগুলি কোম্পানী "প্রোপ্রাইটরি"। ইহারা ঠিক অন্যান্য যৌথ কারবারের মত অংশ মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করে। ব্যবসা দাঁড় করাইয়া ইহারা 'পলিসি' ছাড়িতে আরম্ভ করে। 'পলিসি' বস্তুটির মধ্যে অভিনবত্ব কিছুই নাই। আইনের চোখে ইহা একটি সাধারণ চুক্তিপত্র মাত্র। ইহাতে এই সর্ত্ত লিপিবদ্ধ থাকে যে, পলিসি-গ্রাহক কোম্পানীকে চুক্তি মত টাকা (ইহাকে 'প্রেমিয়াম' বলে) নিয়মিতভাবে দিতে থাকিলে কোম্পানী তাহার পরিবর্ত্তে একটা মূল পরিমাণ টাকা পলিসি-গ্রাহক কিংবা তাহার ওয়ারীশকে দিতে বাধ্য থাকিবে। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার জীবনবীমা কোম্পানী আছে,—সেগুলি মিউচুয়াল বা সমবায় কোম্পানী। ইহার কোন অংশ মূলধন নাই। পলিসি-গ্রাহকের নিকট হইতে যে টাকা আদায় হয় তাহা দিয়াই ইহারা ব্যবসা করিয়া থাকে। খরচ বাদে ইহাদের যে লাভ দাঁড়ায় তাহা বোনাস বা অতিলাভ বাবদ পলিসি গ্রাহকদের মধ্যেই বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রোপ্রাইটরি কোম্পানীগুলিও বোনাস দিয়া থাকে। সেখানে বুঝিতে হইবে যে সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত লাভ অংশীদার দিগের মধ্যে ভাগ না করিয়া দিয়া তাহারই কিয়দংশ-মকেল ভিড়াইবার জন্য পলিসি-গ্রাহকবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক এবং বীমাকোম্পানীর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানই কিরূপে দেশের ধনশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে উভয়ের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বীমাকোম্পানীকে নিয়মিতভাবে টাকা দিলে আদায়ী

* বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা 'বাড়তি টাকার' (ইংরেজীতে যাহাকে "ইন্‌ফ্লেশন্" বলে) সমস্যা এড়াইয়া গেলাম। যেহেতু এখনে তাহা মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে।

প্রিমিয়ামের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, কোম্পানী চুক্তিমত টাকা পলিসিগ্রাহক কিংবা তাহার ওয়ারীশকে দিতে বাধ্য থাকে; কিন্তু যদি ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা হয়, তাহা হইলে গচ্ছিতকারী কেবলমাত্র গচ্ছিত পরিমাণ টাকাই সুদসহ উদ্ধার করিয়া লইতে পারে। তা'ছাড়া এই দুই প্রকার প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা দিবার উদ্দেশ্যও এক নহে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার প্রধান কারণ যে উপার্জ্জন করা ছাড়া আর কিছুই নহে তাহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উপার্জ্জন করাই জীবনবীমা সম্পাদনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যেহেতু অনেক স্থলেই সম্পাদিত বীমার টাকা পলিসি গ্রাহকের মৃত্যুর পর আদায় হইয়া থাকে। এমত ক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্ব-বোধ ইত্যাদি জীবনবীমা সম্পাদনের মূল কারণ বুঝিতে হইবে।

"আর্থিক উন্নতি"র বৈশাখ সংখ্যায় ভারতবর্ষে জীবন-বীমার প্রসার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯২৭ সনে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর সমষ্টি-সংখ্যা হইয়াছে ৬০। বিদেশী ২৩টা কোম্পানীর মধ্যে ৩টা গতবৎসর হইতে এদেশে কাজ বন্ধ করিয়াছে। ৬০টা ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ২১টা মিউচুয়্যাল ৩৯টা প্রোপ্রাইটরি। মিউচুয়্যাল কোম্পানীর মধ্যে ২টা সর্ব্বসাধারণের জন্য, অন্য-গুলি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসা করিতেছে।

প্রোপ্রাইটরি কোম্পানীগুলির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ গতবৎসর প্রায় ২½ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া এখন ৫৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সকল যে টাকার বীমা সম্পাদন করে তাহার মোট পরিমাণ ১৯২৫ সনে ৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯২৬ সনে এই কোম্পানীগুলিতে নূতন বীমার পরিমাণ হইয়াছে ১০,৩৮,৯১,৬৯৮। মোট সংখ্যা ৬৫ কোটি অতিক্রম করিয়াছে। ভারতীয় কোম্পানীগুলির মোট প্রিমিয়ামের আয় ১৯২৬ সনে হইয়াছে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার।

জীবনবীমা কোম্পানী ব্যতীত আরও কতকগুলি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদের ব্যবসার আয়তনও কম নহে। ইহাদের মধ্যে প্রভিডেণ্ড ইনশিওর‍্যান্স সোসাইটী এবং পোষ্ট অফিস ইনশিওর‍্যান্স ফণ্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ সনে প্রভিডেণ্ড সোসাইটিগুলির সংখ্যা ছিল ৪৬। তন্মধ্যে ১১টি প্রোপ্রাইটরি, বাকীগুলি মিউচুয়্যাল। এই সোসাইটিগুলির আয় প্রায় ২ লক্ষ টাকা এবং ইহাদের কাজের পরিমাণও প্রায় ৬ লক্ষ টাকা হইবে। জীবনবীমা কোম্পানী এবং প্রভিডেণ্ড সমিতিগুলির মধ্যে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত সমিতিগুলি ১৯১২ সনের ইনশিওর‍্যান্স আইনের অধীন নহে।

পোষ্ট অফিস ইনশিওর‍্যান্স ফণ্ড ভারতগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৮৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ভারতগবর্মেণ্টের সিভিল বিভাগের যে কোন কর্ম্মচারী ইহাতে বীমা সম্পাদন করিতে পারে। ১৯২৬ সনের মার্চ্চ মাসে এই ফণ্ডের মোট পলিসির সংখ্যা ছিল ৪৯,৪১৭। সম্পাদিত বীমার পরিমাণ এবং আয় ঐ সনে যথাক্রমে ৯ কোটি ৫৪ লক্ষ এবং ২ কোটি ৬৫ লক্ষ হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ১৯১২ সনে অ্যাক্টের দ্বারা অনুশাসিত নহে বর্ত্তমানে এমন আরও ১৩টি সমিতি কাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে ৯টি ভারতীয় গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটির নাম জি, আই, পি, রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডেথ বেনিফিট ফণ্ড। ইহা কেবল উক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের জন্য। আর তিনটির নাম যথাক্রমে (১) কেরল ক্রীশ্চান ফ্যামিলি পেন্সন ফণ্ড (২) জেনারেল ফ্যামিলি পেন্সন ফণ্ড এবং (১) হিন্দু ফ্যামিলি এসুইটি ফণ্ড।

উপরি উক্ত ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করিলে স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে উঠিবে যে, ভারতবর্ষে জীবনবীমার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে কিনা। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সভ্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করিলে হতাশ হইতে হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বীমা-সম্বন্ধীয় ব্যাপার ভারতবাসীর পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। তথায় ১৯২৬ সনে কেবল জীবনবীমা কোম্পানীরই মোট সংখ্যা ৩০০ অতিক্রম করিয়াছে;—পলিসি-গ্রাহকের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬ কোটি, অর্থাৎ সমগ্র দেশবাসীর শতকরা প্রায় ৫০ জনই জীবনবীমা সম্পাদন করিয়াছে। একমাত্র

নিউইয়র্ক সহরের "মেট্রোপলিট্যান" কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্যই ৬ কোটি টাকা, এবং তাহার বীমার পরিমাণ ৪,৮০০ কোটি টাকারও অধিক। এই কোম্পানীর বাৎসরিক আয় প্রায় ১৫০ কোটি টাকা হইবে। প্রতি বৎসর ইহাতে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার নূতন বীমা হইতেছে।

ক্যানাডায়ও জীবনবীমার বহর দ্রুতগতি বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দেশের কোম্পানীগুলি খুব উদ্যমশীল। ইহারা দেশবিদেশে শাখা বিস্তার করিয়া ব্যবসা দখল করিয়া লইতেছে। ১৯২৬ সনের শেষে ইহাদের সম্পাদিত বীমার পরিমাণ হইয়াছিল ১,৩০০ কোটি টাকা।

তার পর জাপানের জীবনবীমার প্রসারও উল্লেখযোগ্য। তথায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও জীবনবীমার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এই কয়বৎসরের মধ্যেই জাপানবাসী যে প্রকার অগ্রসর হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। ১৯২৩ সনের শেষভাগে জাপানী জীবনবীমার মোট পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকারও অধিক হইয়াছিল। তদবধি প্রতি বৎসর ১৫০ কোটি টাকার নূতন বীমা সম্পাদিত হইতেছে।

এই সকল দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জীবনবীমার প্রসার তুচ্ছ বলিলেই চলে। যে দেশের লোকসংখ্যা ৩২ কোটির বেশী, সেখানে দেশীয় কোম্পানীর সম্পাদিত বীমার পরিমাণ ৬৫ কোটি টাকা যে অতি সামান্য ইহা নিঃসন্দেহ মানিয়া লইতে হইবে। ভারতীয় জীবনবীমা প্রসারের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনামূলকভাবে নিম্নের তালিকা হইতে ঠিক বুঝা যাইবে।

দেশের নাম	সম্পাদিত বীমার পরিমাণ
যুক্তরাষ্ট্র	২৪,০০০ কোটি টাকা
ক্যানাডা	১৩,০০০ "
ইংলণ্ড	৩,০০০ "
অষ্ট্রেলিয়া	৫০০ "
জাপান	৯০০ "
ভারতবর্ষ (ভারতীয় কোম্পানী)	৬৫ " "

উপরের তালিকা দেখিলে ইহাই মনে হইবে যে, জীবনবীমার প্রসারে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের এই হীনাবস্থা আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যদি আমরা প্রত্যেক দেশের সম্পাদিত বীমার পরিমাণ জনপ্রতি গড়পড়তা হিসাব করিয়া দেখি। নিম্নের তালিকায় তাহাই করা হইয়াছে।

দেশের নাম	জন প্রতি জীবনবীমার পরিমাণ
যুক্তরাষ্ট্র	২,০০০৲
ক্যানাডা	১,৩০০৲
নিউজিলাণ্ড	৯০০৲
যুক্তরাজ্য	৬০০৲
অষ্ট্রিয়া	৬০০৲
নরওয়ে	৪৫০৲
সুইডেন	৪২০৲
নেদারল্যাণ্ডস	৩৯০৲
ডেনমার্ক	৩৩০৲
ভারতবর্ষ	২৲

ভারতবর্ষে যে এখনও জীবনবীমা প্রসারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে দেশ দরিদ্র তাহার পক্ষে ইহার অধিক কিছু আশা করা বৃথা। কিন্তু একথাও সত্য যে, দারিদ্র্য নিবারণ করিবার জন্যই ইনশিওর‍্যান্স কোম্পানীর যথেষ্ট প্রসার হওয়া উচিত। বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায়ও এ দেশে ইহার যে পরিমাণ প্রসার হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই, এবং যে পরিমাণ টাকার জীবনবীমা সম্পাদিত হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেকই বিদেশী কোম্পানীর হাতে গিয়া পড়িতেছে। দেশবাসী এই দিকে চোখ না খুলিলে জীবনবীমা কোম্পানীর লভ্যাংশের অর্দ্ধভাগ এইরূপে বেহাত হইতে থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে জীবনবীমা কোম্পানীর সামাজিক মূল্য যাচাই করিয়া লওয়া দরকার। এই সকল প্রতিষ্ঠান কিরূপে সমগ্রদেশের ধনবলের উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইয়া দেয় তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রিমিয়াম বাবদ যে পরিমাণ টাকা আদায় হয় তাহার প্রায় সমস্তই ইহারা নানাবিধ ফাটকায়ী, রেলওয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদিতে নির্দ্দিষ্ট সুদে ধার দিয়া থাকে। এই টাকার যোগতে দেশে শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও সেইসঙ্গে দেশবাসীর ধনসম্পদ্ বাড়িয়া যায়। বীমা কোম্পানীর কর্ত্তব্য

দাহাঙ্কে ক্যানাডার শিল্প, রেলওয়ে-নির্ম্মাণ ইত্যাদি চলিতেছে। সে দেশের রেলকোম্পানীগুলির অর্দ্ধেক শেয়ারই বীমাকোম্পানী কিনিয়া লইয়াছে। আরও যে সকল শিল্প অনুষ্ঠান আছে তাহাও এই কণ্ডের উপর ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

তারপর ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক ভাবে দেখিলেও বীমাকোম্পানীর তুল্য প্রতিষ্ঠান নাই বলিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কত নিরাশ্রয় বিধবার অন্নসংস্থান হইতেছে। কন্যাদায়, ছেলে "মানুষ করা" ইত্যাদির খরচ মিটাইবার পক্ষেও বীমাকোম্পানীর তুলনা নাই। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সকলেই বীমাকোম্পানীর সাহায্যে নানাপ্রকার বাধা সামলাইতেছে। ইহাদের জন্যই অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছে। তারপর বীমাকোম্পানীর সাহায্যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিক-সম্প্রদায়ের অনেক সমস্যার সমাধান করা সহজ হইয়া আসিতেছে। অনেক দেশেই শ্রমিকবৃন্দ বণিক এবং গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে "সোস্যাল ইনশিওরান্স" সম্পাদন করিয়া বেকার-সমস্যা-জাত নানাপ্রকার বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষেও এই প্রকার ইনশিওরান্স প্রচলনের জন্য কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন। যে দেশে শ্রমিক-রক্ষণের জন্য কোন "নিঃস্ব আইন" নাই সেখানে কেবলমাত্র ব্যক্তি বা সঙ্ঘ-বিশেষের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্থায়ী রকমের একটা অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা আবশ্যক। ভারত গভর্ণমেণ্ট "ওয়ার্কম্যান কম্‌পেনসেশান অ্যাক্ট" পাশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাতে শ্রমিকবর্গের মাত্র আংশিক ভাবে উপকার সাধিত হইতেছে।

এইসকল কারণে ভারতবর্ষে জীবনবীমার বহুল প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে দেশে মানুষ গড়পড়তা মাত্র ২৯ বৎসর বাঁচে, যে দেশে প্রতি বৎসর অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধিতে অকালমৃত্যু ঘটিতেছে, সে দেশে কেবল মাত্র বীমাকোম্পানীই দারিদ্র্য নিবারণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে মূলধনের অভাবে শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে না। ইনশিওরান্স কোম্পানীর সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত এই সমস্যা কথঞ্চিৎ মিটান সম্ভব হইতে পারে। "কথঞ্চিৎ" বলা হইতেছে এই কারণে যে, বীমা-কোম্পানীর কণ্ডের টাকার সবটা শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করা নিরাপদ নহে। শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কোন কারণে আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইলে কণ্ডের টাকা উদ্ধার করা কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। বীমাকোম্পানীগুলি নষ্ট হইলে দেশবাসীর অশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এজন্য অনেকস্থলেই গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বীমা কোম্পানীর উপর কড়া নজর রাখেন। ভারতবর্ষে এই কারণে বীমা কোম্পানীগুলি ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই একযোগে কিংবা কয়েক কিস্তায় দুইলক্ষ টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি গচ্ছিত রাখিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া ভারতীয় কোম্পানী-গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরাই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে যাহার ফলে প্রিমিয়াম-লব্ধ টাকার অনেক পরিমাণ অংশ কেবল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি খরিদ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং সামান্য পরিমাণ বন্ধকাদিতে ধার দেওয়া হইয়া থাকে। পলিসি-গ্রাহকের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যে দেশে শিল্প-বাণিজ্য পাকা বনিয়াদে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে এরূপ নিয়ম করিবার প্রয়োজন হয় না। এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে পার্থক্য বুঝা যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্র—	জীবন-বীমা কণ্ডের টাকা নিয়োগ করিবার শতকরা হিসাব
রেলওয়ে	৩৫%
স্থাবর সম্পত্তি	৩০%
ফার্ম্ম বন্ধক	১৬%
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি	৯%
বিবিধ জাতীয় শিল্পানুষ্ঠান ...	১০%

ভারতবর্ষ—	১৯২৭ সনের ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর সম্পত্তির হিসাব
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি মিউনিসিপ্যাল এবং পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	১১ কোটি ২৯ লক্ষ

রেলওয়ে এবং অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ার	৪৭ লক্ষ
সম্পত্তি বন্ধক	১৩ ,,
পলিসির বর্জ্জনমূল্যের উপর ধার	১ কোটি ২৩ ,,
ব্যক্তিগত প্রতিভূতিমূলক ধার	১৩ ,,
জমি এবং ভাড়াটীয় বন্ধক	৮৯ ,,
এজেন্টের নিকট রক্ষিত, প্রাপ্য প্রিমিয়াম এবং সুদ বাবদ	৬৫ ,,
অনাদায়ী সুদ	১০ ,,
জমা, নগদ তহবিল, ষ্ট্যাম্প	৩৬ ,,
আসবাবপত্র	৪
বিবিধ সম্পত্তি	৬ ,,
মোট	১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ

ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলি শতকরা ৭৮ টাকার উপর কেবল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে নিয়োগ করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লাগান হয় শতকরা মাত্র ৯ টাকা। ভারতীয় কোম্পানীগুলির যে পরিমাণ টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি খরিদ করা হয় তাহার কিয়দংশ দেশের শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করা যাইতে পারিত বটে; কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ করিতে গেলে অনেক বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা [illegible]কারণে আশঙ্কা-জনক হইয়া আছে। এই জন্য এখনও কিছুকাল বীমা কোম্পানীগুলির অর্থনিয়োগের ব্যবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি দিয়া বীমাকোম্পানীর নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহাতেও দেশের কল্যাণ সাধিত হইতেছে। কারণ এই সকল টাকার সহায়তায় গভর্ণমেণ্ট রেল, খাল ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া পরোক্ষভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছেন। এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য গভর্ণমেণ্ট যদি বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে সুদের টাকা প্রতিবৎসর বিদেশী ব্যাঙ্কের তহবিলে যাইত।

এই সকল কারণে এখন অনেকেই এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, বিদেশী কোম্পানীগুলিও যাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটিতে টাকা গচ্ছিত রাখে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এই কোম্পানীগুলি ১৯১২ সনের আক্টের অধীন নহে। বিদেশী জীবনবীমা, নৌ-বীমা এবং অগ্নিবীমা কোম্পানী প্রতিবৎসর ন্যূনপক্ষে ১ কোটি টাকার বীমা সম্পাদন করে। এই পরিমাণ টাকা তাহারা স্ব স্ব দেশে নিয়োগ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। যদি বিদেশী কোম্পানীগুলি ঐ টাকা এই দেশেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হয় তবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। অনেক দেশের গভর্ণমেণ্টই বিদেশী বীমা কোম্পানীর উপর এই মর্ম্মে আইন জারি করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে "ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড কমার্শাল কংগ্রেসে" মাদ্রাজ সাদার্ণ ইণ্ডিয়া চেম্বার অব্ কমার্সের শ্রীযুত ডি, সি, রঙ্গস্বামী এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন, যে অনতিবিলম্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের এইরূপ আইন করা উচিত যাহাতে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি ভারতীয় ব্যবসায়লব্ধ প্রিমিয়ামের পরিমাণ টাকা জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই দেশেই নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। উক্ত প্রস্তাবটি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এইরূপ কোন আইন করিলে বীমা-প্রতিষ্ঠানের প্রায় ষোলআনা উপকারই দেশবাসী ভোগ করিবে,—কেবল বিদেশী কোম্পানীর ভারতীয় শাখার সভ্যাংশটুকুই দেশে রাখা চলিবে না।

কয়লার ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থা

আমাদের দেশে কিছু দিন হইল কয়লার ব্যবসা যে দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা বার বার আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে এবিষয়ে সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে এবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তদুত্তরে আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে নানা প্রকার প্রস্তাবসম্বলিত পত্র পাইয়াছি। নিম্নে তাহার কয়েকটী প্রকাশ করা হইল। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া দেশবাসী এ সম্বন্ধে যতই অধিক আলোচনা করিবেন ততই মঙ্গল। (বাংলার কথা-)

১। বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় লিখিয়াছেন—

'বাংলার কথা' এদেশের কয়লার ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। যতদিন আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদিগের দুর্দ্দশার অবসান হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে মজুরীর হার ও রেলের ভাড়া কমিয়াছে এবং মালগাড়ীর অভাবও নাই, তথাপি যে কয়লার ব্যবসা মন্দা, ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাজার মন্দার কারণ

আমার মনে হয়, প্রধানতঃ এই কয়টি কারণে কয়লার বাজার মন্দা হইয়াছে।

(ক) রেল কোম্পানীগুলি আপনারা খনি করায় বাজার হইতে আর পূর্ব্ববৎ কয়লা ক্রয় করে না। কাজেই অন্যান্য খনির কয়লার কাটতি কমিয়াছে। এদেশের খনিওয়ালারা বলিয়া আসিতেছেন, রেল কোম্পানী যদি আপনারা খনি না করিয়া বাজার হইতে কয়লা ক্রয় করেন, তবে তাহাদিগের খরচ কম হয় এবং কয়লার ব্যবসাও ভাল চলে। বিলাতে ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, রেলের খনি রাখা লাভজনক কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া বলা হইবে। কিন্তু অনেকেরই বিশ্বাস, তাহাদিগের কয়লা তুলিবার খরচ তুলনায় অধিক। আর রেলের খনি হওয়ায় যে অন্য লোকের ব্যবসার ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(খ) দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সে দেশের কয়লার ব্যবসাকে সাহায্য দান করিতেছেন। কাজেই সে কয়লা বোম্বাইয়ে সস্তা দরে বিকায়। এক সময়ে (১৯২২ সনে) এ দেশে বৎসরে ১৬,৩৯,০০০ টন বিদেশী কয়লা আমদানি হইত। এখন বোম্বাইয়ের শতকরা ৭৫টি কল বিদ্যুৎবলে এবং তৈল-সাহায্যে চালিত হওয়ায় সেই আমদানি কমিয়াছে বটে; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানি এখনও বন্ধ হয় নাই। যদি রেল কোম্পানী দীর্ঘ পথের জন্য কয়লার ভাড়া কমাইয়া দেয়, তবে বিদেশী কয়লা আর আমাদিগের কয়লার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। কোন কোন রেলে কয়লার পরিবর্ত্তে তৈলও ব্যবহৃত হইতেছে।

(গ) যুদ্ধের সময় ও তাহার পরে এ দেশ হইতে যে কয়লা রপ্তানি করা বন্ধ হয়, তাহাতে সিঙ্গাপুর, কলম্বো প্রভৃতি কয়লার বাজার আমাদের হাতছাড়া হয়। এখন সে সব বন্দরে আবার ভারতীয় কয়লা রপ্তানি হইতেছে বটে; কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে যে স্থানে বৎসরে প্রায় ৪০০,০০০ টন কয়লা রপ্তানি হইত সে স্থানে গতপূর্ব্ব বৎসর মাত্র ২৫০,০০০ টন গিয়াছে। যাহাতে হাতছাড়া বাজার আবার আমরা হস্তগত করিতে পারি সেজন্য সরকারের আরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

প্রতিকারের উপায়

বাঙ্গালার মফস্বলে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য কয়লা বাড়াইতে ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন হইতে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা যাহাতে সফল হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালায় জ্বালানি কাঠের অভাব হইতেছে। সুতরাং কয়লা সরবরাহ করিতে পারিলে তাহার কাটতি

হইবে। তাহাতে কয়লার চাহিদা বাড়িবে। রেলভাড়া অধিক হারে না কমাইলে এ চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। যাহাতে সঙ্কট কোকের জন্য রেলভাড়া কমান হয় তাহা করা সরকারের কর্ত্তব্য। তাহাতে রেলের ক্ষতি হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ কয়লার ভাড়া কমিলে রেলে অধিক কয়লা বওয়ানি হইবে। যদি চাহিদা আর না বাড়ে, তবে কয়লা কম তুলিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

২। কয়লা-ব্যবসায়ী ও কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামত নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

কয়লার বাজার নষ্ট হইবার কারণ

প্রথম শ্রেণীর কয়লার চাহিদা এখনও থাকিলেও উহা বিদেশী কারবারীদের হাতে আছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী কারবারীরা আর বাঙ্গালীর নিকট কয়লা খরিদ না করিয়া নিজেদের কলকারখানাতে স্বজাতি-পরিচালিত ভারতীয় খনির কয়লাই ব্যবহার করিতেছেন।

ভারতের রেলওয়েগুলি ভারতের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হইলেও রেলওয়ে বোর্ডের কৃপায় রেলগাড়ীর জন্য যত কয়লা প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে আন্দাজ বার আনা ভাগ বিদেশীর নিকট খরিদ করেন, এবং আন্দাজ মাত্র চারি আনা ভারতীয় কারবারীদের নিকট হইতে কিনেন। বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুর তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কয়লার বেশীর ভাগ বিদেশীর নিকট লইয়া থাকেন। এমন কি বড়ই দুঃখের বিষয় যে গত বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনও বেশী পরিমাণ কয়লা বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর রাস্তাখোলা খনি হইতে খরিদ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি স্থান হইতে কয়লা এত অল্পমূল্যে ভারতে শ্যামদানি করিয়া বোম্বাই, করাচি প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করা হয় যে, তাহার তুলনায় বাঙ্গালার কয়লার পড়্‌তাতে দর বেশী হয়।

উন্নতির উপায়

কতদিনে, কি করিয়া বাজার উঠিবে কেহ বলিতে পারেন না। তবে এই উপায়গুলি অবলম্বন করিলে কষ্টের কতক লাঘব হইতে পারে।

প্রথমতঃ—ভারতবাসী ব্যবসায়ীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কলের মালিকদের সহিত এইরূপে সর্ত্তবদ্ধ হইতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত কয়লা বাঙ্গালা হইতে লইবেন এবং বাঙ্গালার কয়লার খনির মালিকগণ এইরূপ সর্ত্তবদ্ধ হইবেন যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনও কারণে কয়লার দর যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, নির্দ্দিষ্ট দামের বেশী কখনই কোন সময়ে খনির মালিকগণ দাবী করিতে পারিবেন না। কারণ গত যুদ্ধের সময় ইহা দেখা গিয়াছে যে, পাঁচ ছয় টাকা টন মূল্যের কয়লা ২৫৲। ৩০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ের কলের মালিকগণ ও অন্যান্য লোকেরা ঐ উচ্চ মূল্যেই কিনিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরস্পর সাহায্য না করিলে এ স্থলে চলিবে না।

তাহা ছাড়া, গোড়া কয়লা যাহাতে ভারতবাসীরা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারেন তাহার বিপুল চেষ্টা করিতে হইবে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের আহার্য্যান্নাদি প্রস্তুত করিতে হইলে যে পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হইবে বাঙ্গালার সমস্ত খনি দিবারাত্র কার্য্য করিলেও তত পরিমাণ কয়লা তুলিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কাঠ, গোবর প্রভৃতি পোড়াইয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। কাঠের অন্য প্রয়োজনও আছে। ভারতের জঙ্গল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কাঠ আর নষ্ট করা উচিত নহে। জঙ্গল না থাকিলে মাটির উর্ব্বরতা শক্তি ও জল-আকর্ষণের শক্তি হ্রাস পায়। আর গোবর অতি উৎকৃষ্ট সার। এই সার পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত নহে। চাষ ও আবাদের জন্য এই সার বহু মূল্যবান পদার্থ। গোড়া কয়লা এই কাঠ ও গোবরের স্থান সহজেই অধিকার করিতে পারে। ইহা ছাড়া আমাদিগকে খবরের কাগজের সাহায্যে, সাধারণ সভাসমিতির দ্বারাও তুমুল আন্দোলন করিয়া গবর্মেণ্টকে এবিষয়ে আমাদের হিতসাধক কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে হইবে।

১০৭৮ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রমানাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র—১৩৩৮

আর্থিক উন্নতি

৩য় বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন্ উড়াতে।

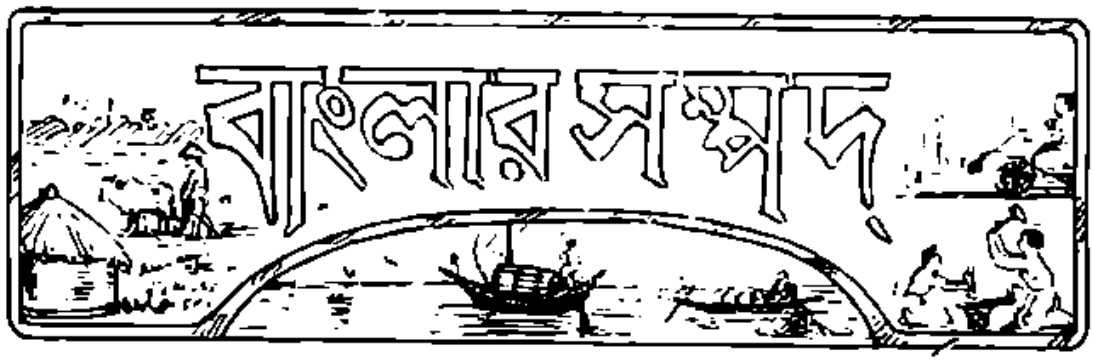

মালদহ ব্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেড্

মূলধন

ব্যাঙ্কের রেজেষ্ট্রীকৃত মূলধনের মধ্যে ৫০০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়া সম্পূর্ণ টাকা আদায় হইয়াছে।

আমানত

১৩৩৩ সালের ২০শে শ্রাবণ হইতে মাসিক শতকরা ৸০ আনা সুদে দ্বিবার্ষিক আমানত লওয়া বন্ধ হইয়াছে, এবং ১৩৩৪ সালের ১লা আশ্বিন হইতে দ্বিবার্ষিক আমানতের সুদ উক্ত ৸০ স্থলে ৷৶০ বার্ষ্যে "নূতন দ্বিবার্ষিক" আমানত খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৸০ আনা সুদের পুরাতন দ্বিবার্ষিক হেডের আমানতে ৩৫০৭০৶৫ আনা ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। এবং বৎসরের শেষ মাসে ৷৶০ আনা সুদে নূতন দ্বিবার্ষিক আমানত খুলিবার পর ৫২৮০৲ টাকা আমানত পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রাপ্ত মোট আমানত ৩৪৩১৫৫৸০ এবং মোট আমানত ফেরৎ ২৮১৩৯৩৶১৫ আনা বাদে বাকী আমানত ৬১৭৬২৲৫ আনা বৃদ্ধি হইয়াছে। তৎসহ গত বৎসরের উদ্বৃত্ত আমানত ৩৯৪৭৫৮৸৫ আনা ধরিয়া আলোচ্য বৎসরে মোট আমানত ৪৫৬৫২১৶১০ আনা দাঁড়াইয়াছে। স্থানীয় বহুজনের গিরি মহাকালী পাঠশালা ও যোগাদ্য হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতার প্রার্থনানুযায়ী ডিরেক্টর সভার ১৪।৩৩ তাং রিজলিউশান হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, বাৎসরিক ৭৬৫৲ টাকা সুদে ৬০০০৲ টাকা চিরস্থায়ী আমানত স্বরূপ উক্ত পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতার নিকট লওয়া হইবে। তিনি উক্ত টাকা কখনই উঠাইতে পারিবেন না। এবং উক্ত পাঠশালা ও চিকিৎসালয়ের বা তদভাবে অন্য কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ব্যয়কল্পে উক্ত আমানতের সুদ প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় পাইবেন। উক্ত রিজলিউশান ১৮।৭।৩৩ তাং ডিরেক্টর সভায় গৃহীত হইয়াছে। উক্ত রিজলিউশান সাধারণ সভায় মঞ্জুর করিবার জন্য ডিরেক্টর সভা সাধারণ সভাকে অনুরোধ করেন।

রিজার্ভ ফণ্ড

গত বৎসরের উদ্বর্তপত্র-মূলে রিজার্ভ ফণ্ডে ১৩৯৪২৸৶৫ ছিল। তৎসহ গত সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত রিজার্ভ ফণ্ড ৩৫৫৭৲১৫ ধরিয়া সর্ব্বমোট ১৭৫০০৲ টাকা নিম্নলিখিত ভাবে রাখা হইয়াছে।

পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট

৫৲ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজ

বার্ষিক সতকরা ৬৲ টাকা সুদে রংপুর

লোন অফিসে বার্ষিক আমানত ১০২৫০৲

আমালপুর লোন অফিসে বার্ষিক সুতকরা

৯৲ টাকা সুদে ৬ষ্ঠ বার্ষিক আমানত ...

সিঙ্কিং ফণ্ড

গত বৎসরের উদ্বর্তপত্রমূলে সিঙ্কিং ফণ্ডে ২০০৫৶৹ আনা ছিল। তৎসহ গত সাধারণ সভায় ধার্য্য ৬৯৬।৶১০ আনা ধরিয়া মোট ২৭০১।১০ আনা হইয়াছে। উক্ত টাকা এ পর্য্যন্ত অঙ্কন্ত পৃথকভাবে রাখা হয় নাই। আদায়ের অনুপযোগী আসল ও সুদ অতঃপর আবশ্যক বোধে রেমিশান দেওয়া বিবেচিত হইলে যাহাতে ডিরেক্টর সভা সিঙ্কিং ফণ্ডের উক্ত টাকা হইতে ব্যয় করতঃ রেমিশান বাবদ টাকা অনায় খরচ করিতে পারেন সেই মর্ম্মে ডিরেক্টর সভার উপর ভারার্পণ আবশ্যক।

বিল্ডিং ফণ্ড

অফিস গৃহের আয়তন-বৃদ্ধির আবশ্যকতা উপলব্ধি করতঃ গত সাধারণ সভা লভ্যাংশ হইতে ১০০০৲ টাকা বিল্ডিং ফণ্ডে রাখিয়াছেন। তাহা এ পর্য্যন্ত পৃথকভাবে অঙ্কন্ত রাখা হয় নাই। ব্যাঙ্কের কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন ছোট ঘরগুলিতে ব্যাঙ্কের কার্য্য সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং অফিস বাড়ীর আয়তন-বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

দাদন

আলোচ্য বৎসরে মোট ১১০১০১৷৶০ কর্জ্জ দাদন এবং ১১৪৫৪৭৷৶৫ আসল মধ্যে আদায় হওয়ায় বাকী ৫৬৩৫৯০৶১৫ দাদন-বৃদ্ধি লইয়া তৎসহ গত বৎসরের উদ্বর্তপত্রমূলে দাদন ৩৫৪০৪৯৶১০ আনা ধরিয়া আলোচ্য বৎসরে মোট ৪১০,৪০৮৬৶৫ আনা দাদন দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে মেয়াদী তমঃশুক মূলে ২৪৫০২৬৶০ আনা, তমঃশুক মূলে ৫৬৬৩৩৬৶১৫, হাণ্ডনোটমূলে ১০৮৪৯৩৷১৫ ও গহনা বন্ধকি ২২২৫৬৶১৫ দাদন।

বাকি সুদ

গত বৎসরের উদ্বর্তপত্র-মূলে ৬০৫৬৪৷১৫ আনা সুদ বাকী ছিল। আলোচ্য বৎসরে ৫৭৪৪৮৬৶৫ আনা সুদ প্রাপ্য হইয়া মোট ১১৮০১৪৷০ আনা সুদ আলোচ্য বৎসরে পাওনা হয়। তন্মধ্যে ৬৩৬৮৯৷৶৫ আনা আদায় হইয়া ৫৪৩২৪৬৶১৫ আনা বাকী সুদ দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ২৫৩৩২৷৶১৫ আনা-বেশী সুদ আদায় হইয়া বাকী সুদের পরিমাণ গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ৮২৩৯৷৶০ আনা কম বাকী দাঁড়াইয়াছে।

আমানতের সুদ

গত বৎসরে আমানতের দেয় সুদের পরিমাণ ২৪৮১৫৲১৫ ছিল এবং ২১৯৩৪৬৶১০ আনা সুদ দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে দেয় আমানতের সুদের পরিমাণ ৩২৭২৮৬৶১০ এবং ২৪১৭৪৬৷৫ আনা আমানতের সুদ দেওয়া হইয়াছে।

তহবিল ও ডিপোজিট

আলোচ্য বৎসরের শেষে মোট তহবিল ৬১৮৬৩৷১৫ আনা মধ্যে নগদ তহবিল ৩১৬৫৫৬৶৫ আনা বাদে ৩০০০৭৬৶১০ আনা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কসমূহে ডিপোজিট ছিল।

১। মালদহ কো-অপারেটিভ আরবান
ব্যাঙ্কে অস্থায়ী হেডে

২। মালদহ কো-অপারেটিভ আরবান
ব্যাঙ্কে বাষ্পাসিক হেডে...

রংপুর লোন অফিস লিমিটেড্
অস্থায়ী হেডে ৭৮৶১০

৪। রংপুর লোন অফিস লিমিটেড্
বার্ষিক হেডে

৫। বাবু সরযূ প্রসাদ বিহানীর
নিকট আমানত

উলিপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড্
বার্ষিক হেডে

হাজরা ধন-ভাণ্ডার লিমিটেড্

বার্ষিক-রেডে ২০০০৲

মোট ৩০০০৭৸৵১০

ডিপজিটের সুদ

সর্ব্বপ্রকার ডিপজিটের সুদ বাবদ আলোচ্য বৎসরে মোট প্রাপ্য সুদ ২৩১৬৸৵১০। তন্মধ্যে ৭৪২৫ সুদ পাওয়া গিয়াছে।

ইনভেষ্টমেন্ট

কুটিয়াসোহিনীমিলের অংশ খরিদ ৫০০৲ ও এশিয়াটিক কেমিক্যাল ওয়ার্কসের অংশ খরিদ ১০০০৲ টাকা। আলোচ্য বৎসরে উক্ত উভয় কোম্পানীর খরিদা অংশ বাবদ কোন ডিভিডেণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

হাওলাত

১৩২৯-৩০ সালের উদ্বর্ত্তপত্রমূলে হুণ্ডিলাতের পরিমাণ ১৫৭৮৫৸৵১০ ছিল। উক্ত হাওলাত ক্রমশঃ কমিতে কমিতে গত বৎসরে ৬২৪০৸৵৫ আনা দাঁড়াইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের ৭৪৮৭৶১৫ টাকা দিয়া মোট হাওলাত ১৩৮২৮৸৵০ আনা মধ্যে আলোচ্য বৎসরে ৮২১২৷৷১৫আনা হাওলাত পরিশোধ হইয়া মোট ৫৬১৫৸৵৫ আনা হাওলাত দাঁড়াইয়াছে।

মোকদ্দমা

মোকদ্দমা সেরেস্তার খরচ হ্রাস ও অতঃপর যে নিয়মে মোকদ্দমা সেরেস্তার কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রস্তুত জন্য ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক ভার-প্রাপ্ত হইয়া অন্যতম ডিরেক্টর বাবু তারিণীদাস রায় যে নিয়মাবলী ডিরেক্টর সভায় দাখিল করিয়াছেন, ১৩৩৪ সালের ৫ই চৈত্র তারিখের ডিরেক্টর সভার রিজলিউশান অনুযায়ী মোকদ্দমা সেরেস্তার উকীল ও মোহরের নিয়োগ জন্য সাধারণ সভার উপর তাহার ভার অর্পিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ৮৮৭৯৸৵১০ আনা দাবীতে ৪০টী মূল মোকদ্দমা এবং ১৭৩৩৶১০ আনা দাবীতে ৩৪টী ডিক্রীজারি করা হয়। পূর্ব্ব বৎসরের মুলতবী ও আলোচ্য বৎসরের দায়েরী সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমা বাবদ ৩০৪০৸৵১৫ মোকদ্দমা-খরচ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোকদ্দমা-খরচ ৮৭৯৶১০ আনা। নালিশী আসল ২৭৭৫৶১৫ ও সুদ ১৫৭১৸৵ আনা আদায় হইয়াছে।

আউটডোর ওয়ার্ক

আলোচ্য বৎসরে সম্পত্তি তত্ত্বাবধান, ফসল আদায় এবং খাতকান হইতে টাকা আদায় ও সময়োচিত অন্যান্য আবশ্যক কার্য্যের জন্য সেক্রেটারী ২৬ দিন, হেড্ ক্লার্ক ৫২ দিন, সেকেণ্ড ক্লার্ক ৩২ দিন, থার্ড ক্লার্ক ৩৪ দিন, ফোর্থ ক্লার্ক ৩২ দিন ও ফিপ্‌থ্ ক্লার্ক ৩ দিন মফঃস্বলে কার্য্য করিয়াছেন।

বোনাস

গত ৩ বৎসর যাবৎ মাসিকে অর্দ্ধমাস হইতেছে, তদুপরি আলোচ্য বর্ষে অজন্মা ভীষণ দুর্ভিক্ষে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম্মচারী ও পদাতিকগণ যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আদায়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে খুব বেশী পরিমাণে সুদ আদায় হইয়াছে। তাঁহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে বোনাস দেওয়ার জন্য ডিরেক্টর সভা সাধারণ সভাকে অনুরোধ করিতেছেন।

সম্পত্তি

গত বৎসর পর্য্যন্ত ১২৮৯২/১০ মূল্যের সম্পত্তি ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৫১২৩৸৵০ আনা মূল্যের সম্পত্তি খরিদ হইয়াছে ও ৬১৮৩৸৵০ আনা মূল্যের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া ২৩৩৩২৲ মূল্যের সম্পত্তি দাঁড়াইয়াছে। দারুণ দুর্ভিক্ষহেতু গ্রাহক না থাকায় অতিশয় চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ-ভাবে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারা যায় নাই। দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও যেরূপ মূল্যে জমি সাধারণতঃ বিক্রয় হইতেছে তাহাতে অতঃপর অবিক্রীত সম্পত্তি হইতে যে খরিদা মূল্যের টাকা আদায় হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে আশা করা যায়। ফসল ইত্যাদি হওয়ার লোকের অবস্থা একটু সচ্ছল হইলে যাবতীয় সম্পত্তি যাহাতে বিক্রয় হয় ডিরেক্টর বোর্ড বিধিমতে সে চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে উক্ত সম্পত্তির তদ্বির তদারক জন্য ১৬৸৵১০ ও বাকী বকেয়া খাজনা, জমিদারের নজর, সেলামী আদি সহ ১১৭২৲১৫ খরচ হইয়াছে। এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে ফসল বিক্রয় মূল্য ৭৭৩/৫, খাজনা

৬৬৪৸৫ আনা ও লভ্য ৯৭৸১৫ আনা পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অজন্মাহেতু আশানুরূপ ফসল না হওয়ায় সম্পত্তির আয় কম হইয়াছে।

লভ্য ও ডিভিডেণ্ড

মোট লভ্য ১৬৪৬৪৸১০ টাকা নিম্নলিখিতরূপে বিতরণ হইবে :—

রিজার্ভ ফণ্ড	১০০০৲
সিঙ্কিং ফণ্ড	৭০০০৲ (শতকরা ১৫৲ হিঃ)
বিল্ডিং ফণ্ড	৯৬৪৸১০
ডিভিডেণ্ড সমতা রক্ষা ফণ্ড	১০০০৲
ডিভিডেণ্ড	৭০০০৲ (শতকরা ১৫৲ হিঃ)
বোনাস ফণ্ড	৯৬৪৸১০
মোট	১৬৪৬৪৸১০

স্বাক্ষর শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন লাহিড়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর, শ্রীহারিদাস রায় ডিরেক্টর, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীবৃত্ত গোপাল ঘোষ, শ্রীসরযূপ্রসাদ বেহানী, শ্রীবলদেবানন্দ গিরি, শ্রীনলিনীমোহন চৌধুরী, শ্রীকালীপ্রসন্ন সাহা, শ্রীপঞ্চানন মজুমদার।

মালদহ ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর পাঁচ বৎসর

(১৩২৯-১৩৩৪)

	১৩২৯-৩০ (১৯ বৎসর)	১৩৩০-৩১ (১ বৎসর)	১৩৩১-৩২ (১ বৎসর)	১৩৩২-৩৩ (১ বৎসর)	১৩৩৩-৩৪ (১ বৎসর)
দাদনের প্রাপ্য সুদ	৪১,১০১৸১৫	৩৩,৭২২৸১৫	৩২,০৮৭৸১০	৪৫,৬৬২৸৫	৫৭,২৬৭৸০
ডিপোজিটের দেয় সুদ	২৩,৩৬২৸০	১৮,৯৩৩।১০	২২,১২১৸৫	২৫,৯৩৬৲১৫	৩২,৯২৮৸১০
আউটষ্ট্যাণ্ডিং আমানত	২১৬,৯৭০।০	২৪৬,৯৪২৲১৫	২৯০,৬০৪৲১০	৩৯৪,৭৪৮৸৫	৪৫৬,৫২১৸১০
আউটষ্ট্যাণ্ডিং দাদন	২০৮,১৬৪।১০	২২২,৭৫৭৸১০	২৫৬,৪১২৸১৫	৩৫৪,০৪৯৲১০	৪১০,৪০৮৸৫
রিজার্ভ ফণ্ড	১০,০৪২৸৫	১১,৫৪২৸৫	১৩,০৪২৸৫	১৩,৯৪২৸৫	১৭,৫০০৲
মোট লভ্য	১১,৯০৷৸১০	৪,৯৮৯৸০	৯,২৪০৷৸১০	১২,৩৬০৸১০	১৬,৫৬৪৸১০
বাকী সুদ	৩১,৫৩৮।১৫	৫৮,৬৫৯৲৫	৪১,৪০৪৲	৬১,৫৩৪।১৫	৫৪,৩২৪৸১৫
আদায়ী সুদ	৩২,৩২০৲১৫	৩১,৭৮৪।৲৫	৩৮,৩৫৭৲১০	৩৪,৫৪৫।১০	৬৩,৬৮৯৸৫
আমানত জমা	১৫০,৯৯০৸১৫	১৪২,৪৫১।০	২২৮,১৪৩৸১৫	৩৯০,২০৮৸০	৩৪০,১৪৪৸০
আমানত খরচ	১২৯,৪০০৸১০	১২২,৪৭২৸৫	১৮১,৪৪২৸০	২৮৯,০৮৪।৫	২৮১,৩৯৫৸১৫
কর্জ্জ দাদন	১৩০,৪০।১৫	৫৭,৮২৪৸৫	১০৮,২৩১৸৫	১৬৪,১৩৭।০	১৭০,৭০৫৸০
আদল আদায়	১০০,৫২৮৸১০	৪৩,২৩১৸৫	৭৪,৪৭৮৸৩	৬৬,৬০।১৫	৯১৪,৩৪৭।৫
শতকরা ডিভিডেণ্ড	২০৲	১০৲	১০৲	১০৲	—

বাংলার জিলা বোর্ড

১৯২৬-২৭ সনে ২৬টী জিলাবোর্ডের মধ্যে ২টীতে মনোনীত চেয়ারম্যান ছিলেন; তন্মধ্যে এক জন সরকারী। মেদিনীপুর জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন সরকারের অনুমোদিত না হওয়ায় সেখানে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। হুগলীর জিলাবোর্ড প্রতি মাসে একটি করিয়া সভা বসাইতে অসমর্থ হন। ঘনাধিক্য জন্য মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার জিলাবোর্ডে কার্য্যের অসুবিধা ঘটিয়াছিল।

২৮টি লোক্যালবোর্ডের মধ্যে ৪টিতে মনোনীত বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অপর ৪টিতে নির্ব্বাচিত সরকারী কর্ম্মচারী সভাপতি হন। অবশিষ্টগুলিতে নির্ব্বাচিত বে-সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। লোক্যাল বোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ এখন বিবেচনাধীন।

আলোচ্য বর্ষে ২২৮০ ইউনিয়ন বোর্ড কার্য্য করে। পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ২২১৭। রংপুরে ৩১৮টী বোর্ড গঠিত হয়, কিন্তু বৎসর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলি কার্য্য আরম্ভ করে নাই। ২৪ পরগণা জিলার পল্লী-স্বায়ত্তশাসনের বিস্তৃতি-সম্বন্ধে আপত্তি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। নোয়াখালী জিলার সদর মহকুমাতেও লোকজনের এইরূপ আপত্তি আছে বলিয়া প্রকাশ।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়

প্রচলিত ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিল। তন্মধ্যে চৌকীদার প্রভৃতির মাহিয়ানায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কাজেই পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও রাস্তাঘাট, চিকিৎসা, শিক্ষা, পানীয় জল-সরবরাহ ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সাধারণতঃ ইউনিয়নবোর্ডগুলি ট্যাক্সের মাত্রা বাড়াইয়া উন্নতির ব্যবস্থা করিবার অভিলাষী নহেন।

বর্দ্ধমান জিলার পাঁচরা ইউনিয়ন বোর্ড পানীয় জলের জন্য ৫টী নলকূপ বসাইয়াছেন। মালিকদিগের সম্মতি অনুসারে অনেক পুকুর রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন, ৫ মাইল লম্বা একটী পয়ঃপ্রণালী বজায় রাখিয়াছেন এবং নূতন এক মাইল বাড়াইয়াছেন।

হুগলী জিলার খাটকে-বৈঁচী ইউনিয়ন মেথরের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হাওড়া জিলায় আমাদা বোর্ড ৩৮৮৮ টাকায় দুইটী খালের উদ্ধার করিয়াছেন। শকাটী বোর্ড ২৬৫৫ টাকায় একটী খালের সংস্কার করিয়াছেন।

জিলা-বোর্ডগুলির নিকট হইতে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ এবার ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন। গত বৎসর ৩৯০ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগের প্রয়োজনমত ট্যাক্স বসান না। এ জন্য আশঙ্কা হয়, পল্লীগ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি বোর্ডগুলির দ্বারাও তেমন বেশী পরিমাণ হইতে পারিবে না।

জিলা-বোর্ডের আয়

আলোচ্য বর্ষে জিলাবোর্ডগুলির আয় ১৩৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব-বৎসর হইয়াছিল ১৩৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আয় বাড়িবার কারণ ডাক্তারী সাহায্যের জন্য তাঁহারা বেশী টাকা পাইয়াছেন ও ঋণ বেশী করিয়াছেন। শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভাগে আয় কমিয়াছে।

ব্যয় ১৩৭ লক্ষ ৭ হাজার হইতে বাড়িয়া ১৪১ লক্ষ ২১ হাজার হইয়াছে। শিক্ষা, ডাক্তারী ব্যাপার প্রভৃতির জন্য ব্যয় বাড়িয়াছে। উদ্বৃত্ত ৩৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার মধ্যে নগদ ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। গত বৎসর উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৩৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

কর

যে সেস্ আদায় হয় তাহার গড় হিসাব ধরিলে প্রত্যেক লোক প্রতি বৎসরে ২ আনা ১১ পাই হিসাবে দেয়।

শিক্ষা

শিক্ষা-ব্যয় ২ লক্ষ ৩৭ হাজার হইতে বাড়িয়া ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার হইয়াছে। তন্মধ্যে সরকার দিয়াছেন ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার। জিলা বোর্ড নিজের ধন-ভাণ্ডার হইতে ১৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা দেন। পূর্ব্ব বৎসর দিয়াছিলেন ১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা।

জিলা-বোর্ডের পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১৯৯৮ হইতে ৪৩৭০১ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২,৫৭৪ বালকদিগের জন্য। ঐ সকল স্কুলে ১১,৪৪,৭৩৮ বালক ও ২,৬০,৬৬৮ বালিকা অধ্যয়ন করে।

শ্রমিকদিগের জন্য যে সব নৈশবিদ্যালয় খোলা হইতেছে, বীরভূম ও হুগলী জিলায় তাহার সংখ্যা ১৩৬ হইতে ১৪৯ হইয়াছে; উহার ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ৩০০০ হাজার। দার্জ্জিলিংয়ের জিলাবোর্ড ঐরূপ ১০৯টি বিদ্যালয়ে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জের একটি পর্য্যটনশীল বয়ন-বিদ্যালয়, দিনাজপুরের ২টি বয়ন-বিদ্যালয় ও পাবনায় একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে। খুলনায় একটি বয়ন-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইহাতে কার্পাস, রেশম, কাঁচা ও পাটের সুতায় বয়ন শিখান হয়। কৃষ্ণনগরে একটি কারিগরী বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। হাওড়া জিলাবোর্ড মধ্য-বিদ্যালয়ে হাতে সুতা কাটার উৎসাহ দিতেছেন।

চিকিৎসা

সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় হইয়াছে ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ২০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য বর্ষে ২৩টি নূতন ডাক্তারখানা খোলা হয়, জিলাবোর্ড ৫০৮টা ডাক্তারখানার সমগ্র খরচ চালান এবং ৩৪৬টাকে সাহায্য করেন।

পশু-চিকিৎসা

পশুচিকিৎসার জন্য ব্যয় হইয়াছে ২ লক্ষ ১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।

পূর্ত্তকার্য্য

বাটী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যয় ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা হইতে ৬৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা হইয়াছে। নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা খরচ বাড়িয়াছে, কিন্তু রাস্তার সংস্কারের খরচ ৪৭ হাজার টাকা কমিয়াছে। পাকা ও কাঁচা রাস্তার পরিমাণ পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ১৮ ও ১৪২ মাইল বাড়িয়াছে। মোটরবাস্ প্রভৃতির উপর কিছু কর স্থাপিত করিয়া রাস্তা, সেতু প্রভৃতির উন্নতির ব্যবস্থা হইতে পারে। সে জন্য মোটর চলাচলের জন্য কোথায় কোথায় কিরূপ সংস্কার আবশ্যক, সরকার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট তাহা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিয়াছেন। রাস্তাঘাটের উন্নতি হইলে মোটরবাস্-গুলির সুবিধা হইবে, সে জন্য যদি সেগুলির আয়ের শতকরা ৪ ভাগও প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে মোটর উপর লাভই হইবে, বাসের কোন ক্ষতি করা হইবে না।

জল-সরবরাহ

জল-সরবরাহ বাবদ খরচ ৯ লক্ষ ১ হাজার হইতে কমিয়া ৮ লক্ষ ৬২ হাজার হইয়াছে। ১১টি জিলাবোর্ড পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী খরচ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে পানীয় জল-সরবরাহের সমস্যা-সমাধানের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী একটা নীতি স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে সব গ্রামে ২ হাজার হইতে ৪ হাজার করিয়া লোকের বাস, তাহাদিগের পক্ষে জল-সংস্থানের অধিকাংশ খরচ বহন করা, যে সব গ্রামে ১ হাজার হইতে ২ হাজার হিসাবে লোক বাস করে, সেখানে অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা খরচ করা কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে সব গ্রামে লোক-সংখ্যা কম, সেইখানেই সমস্যা। ইউনিয়ন ও জিলা বোর্ডগুলি যদি গ্রামের লোকের অবস্থা-অনুসারে তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা লওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। তাহা হইলেই হীনাবস্থার গ্রামগুলি বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারে।

প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জল-সরবরাহ করিতে কি পরিমাণ খরচ পড়িতে পারে, মন্ত্রিপ্রবর জিলা বোর্ডগুলিকে তাহার হিসাব প্রস্তুত করিতে বলিতেছেন।

সেয়ার মার্কেট (কলিকাতা, ২৫শে জুলাই)

অন্য পাট-কলের সেয়ারের প্রথম বেলা সামান্যই কাজ হইয়াছিল এবং দরেরও বিশেষ-কিছু তারতম্য ছিল না। কিন্তু শেষে কিছু বেশী মূলধনের সেয়ারের কাজ হইয়াছিল বটে; কিন্তু দর বিশেষ কিছু বাড়ে নাই, বরং কোন কোনটার দর মন্দা হইয়াছিল।

সুতার কলের অল্প কিছু কাজ হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ-কিছু নাই।

কয়লার খনির সেয়ারের খুব সামান্যই কাজ হইয়াছে এবং তাহার দরও মন্দা।

চা-বাগানের সেয়ারের কিছু কাজ হইয়াছে বটে কিন্তু দর প্রায় স্থিরভাবেই রহিয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানীর বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল প্রডাক্টস্ স্থির ভাবে আছে। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণের ও বার্ণ কোংএর দর বেশ তেজী হইয়াছে। বেঙ্গল আয়রণ, বার্ণ কিনান্স এবং বার্ণালের বেশ চাহিদা রহিয়াছে।

কমার্শ্যাল প্রোপার্টিসএর বহুদিন পরে কাজ হইয়াছে বটে, দর ডিফাইণ্টে রহিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর খুব মন্দা যাইতেছে। নিম্ন অঙ্কের বাজার-দর দেওয়া গেল—

৪৲ সুদের (১৯৮০-৭০ সনের) কর্জ্জ ৮৭।/০
৫৲ সুদের (১৯৩৩ সনের) বণ্ড ১০২৲,১০২।০
৬৲ সুদের (১৯৩০ সনের) বণ্ড ১০৩/০,১০৩।০

রেল কোম্পানী

হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে ১৪৭৲
ময়মনসিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে (গ্যারান্টিড) ১০০৷০
ঐ (প্রিফে) ১০২৲, ১০৩৲
সান্ত্রা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ১৭৫৲, ১৭৪৲

সুতার কল

বেঙ্গল নাগপুর ৩০৷/০, ৩০৸০, ৩১৲
ডানবার ১৯৮৲, ১৯৭৲
এলগিন (প্রেফ) ১০৮৲, (এক্স, ইউ, ডি)

কয়লার খনি

জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ৮৵০
সেন্ট্রা ১৪।০, ১৪৷০ (এক্স, ইউ, ডি)

পাটের কল

অকল্যাণ্ড ৬৯১৲, ৩৯৩৲, এস, এল, ৩৮৯৲
বালী ৩০৯৲, ৩০৬৷০, ৩১০৷০
বরানগর ৩০০৲, ৩০২৲, ৩০৩৲, এস, এল, ২৯৯৲
বেলভিডিয়ার ৭২৬৲
ক্লাইভ ৪৮৲, ৪৮।০, ৪৭৸০, ৪৮৲, ৪৭৸০
ক্রেগ ৬৵০
ড্যালহাউসী ৬০৮৲ এস, এল
ডেলটা ৬৪১৷০, এস, এল, ৬৪২৲ এস, এল,
এম্পায়ার ৬৪৷০ এস, এল
হাওড়া ৬৪৲, ৬৪৵০, ৬৩৸০, ৬৩৸০
ল্যান্সডাউন ৩৩২৲, ৩৩৪৲
ন্যাশন্যাল ৩৪৷০, ৩৪।৵০
প্রেসিডেন্সী ১২৮৵০
ষ্টাণ্ডার্ড ৫৩০৲, ৫৩৩৲, ৫৩২৲, ৫৩৪৲ এস, এল

চা-বাগান

বাটেলী ৪৸০, ৩৸০
বর্দ্ধাজান ৮৸০, ৯৲

হালিমারা ৪৫৸০, ৪৮৲
হটলীবাড়ী ২১৷০, ২১৷০
মানাবাড়ী ২০১৷০
রেড ব্যাঙ্ক ১০৷৷০
লাপই ২১৲, ২১৵০, ২১৷০

নানাবিধ কোম্পানী

আসাম "ন" মিলস্ ১৲, ১৵০
বার্ম্মাকিন্তাপ ৬৷৷০, ৬৷৵০, ৫৸০
বেঙ্গল আয়রণ ১৭৵০, ১৭৷০, ১৭ ০
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪০৫৲
বি, আই, কর্পো (অর্ডি) ৫৸০
ঐ (প্রেফ) ১২২৲
কমার্শ্যাল প্রোপার্টিস ৪৷০, (ডিস্কাউণ্ট)
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল ১৮।৵০, ১৮ ৵০, ১৮।৵০, ১৮।০
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন (অর্ডি) ৫১৷০, এস, এল, ৫২৲, ৫২৷০
ঐ (প্রেফ) ৯১৲ (এক্স, ইউ, ডি) ৯২৲
কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ... ২৸০, ৩৲, ৩৵০, ৩।০
পাটনা ইলেক্‌ট্রিক ১১।০, ১৫৷৷০
মার্শাল ৩।০
মেদিনীপুর জমিদারী ১৩০৲ (এক্স, ইউ, ডি)
ষ্টীল প্রডাক্‌টস ৭৬/০, ৮/০ এস, এল

রবার কোম্পানী

জিমা ১ ডলার ২০ সেণ্ট, ১ ডলার সাড়ে ৩২ সেণ্ট

চা'র দর ৭নং নীলাম—১৭ জুলাই ১৯২৮

	গত বার	গড়ে দর	গত বৎসরের ৭নং নীলামের গড়ে দর
আমবাড়ী	২০৪	৷৵১	৸৵৮
অমরাবতী	৮০	৸৫	
করোনেশান	৫০	৷৵৮	
করলা ভালী	৪৯	৸৯/৬	
কোহিনুর	৭০	৷৵২	

কাটালগুড়ি	২২৯	৸৭	৸৶১
গোলপুর	১১৮	৸৶১	৸৶১১
গুরবাংবোরা	৫৭	৸৹	
গুড্‌উইল	৫৬	৸৶৩	
চাবুর্ডি	৫৩	৸৶	৸৶৩
চুনিয়াবোরা	৩৭	৸৫	৸৶৫
চাম্পাগুরি	৬১	৸৶৬	৸৫
জলপাইগুড়ি	৮৩	৸৯	
ডুয়ার্স ইউনিয়ন	৭৭	৸৶১১	৸৶১১
দেবপাড়া	১৩৯	৸৪	৸৶৫
নকশালবাড়ী	৫১	৸২	
নদীয়া	১০৩	৸৶৬	৸৶৫
নর্থার্ণ বেঙ্গল	৭৮	৸৹	৸৶৯
বেঙ্গল ডুয়ার্স	৫৩	৸৶২	
মনোমোহিনীপুর	৪৫	৸৶১০	
মেরিডিউ	৫৪	৸৶৭	
দার্জিলিং ডুয়ার্স	৪৩	৸৶৪	
রহিমাবাদ	৭৪	৸২	৸৶৪
লক্ষ্মী	৭২	৸৶৮	
সারদা	১৫৩	৸১	৸৶৫
সানিত্যালী	৪৮	৸৶৭	
সুকনা	৭৯	৸৶৹	৸৶২
সৈয়াদাবাদ	২৪	৸৶৯	

বঙ্গীয় গো-রক্ষা আইন

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় গো-রক্ষা আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। প্রধানতঃ ব্রাহ্মিণী ও খোঁয়াই ষাঁড় রক্ষা ও পালনই এ আইনের উদ্দেশ্য হইবে। এ প্রদেশে গোবংশের উন্নতির জন্য ভাল ষাঁড়ের একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বে এই সব ষাঁড়ের দ্বারা একার্য্য চলিত, কিন্তু এখন এই ষাঁড় নানা কারণে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বৃষের নাশ ও অন্যান্য কার্য্যে তাহাদের ব্যবহার নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। গো-প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় রাখিবার বন্দোবস্ত করিবার কোন বাধ্যবাধকতা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নাই। এই আইনে সে সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

(১) এই আইন সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বলবৎ হইবে।

(২) স্থানীয় সরকার স্থানীয় সরকারী গেজেটে যেদিন ঠিক করিয়া জানাইবেন সেই দিন হইতে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা গ্রীরোগগ্রস্ত গোমহিষাদি জানিয়া শুনিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রয়ার্থ রাখিলে বা বন্ধক দিলে আসামী দণ্ডনীয় হইবে। তাহাকে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা, বা একমাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা একসঙ্গে দুই শাস্তিই গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ব্রাহ্মিণী বা খোঁয়াই বৃষ হত্যা করিলে বা বিষ দিয়া মারিলে, খঞ্জ বা অকর্ম্মণ্য করিলে অথবা জনন ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহার করিলে আসামীকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ বা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা প্রদান বা দুইই করিতে হইবে।

সাব-ইন্‌স্পেক্টারের উর্দ্ধতন পুলিশ কর্ম্মচারী ব্রাহ্মিণী বা খোঁয়াই ষাঁড় কোন স্থানের ক্ষতি করিতেছে জানিতে পারিলে তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে ঘটনার তিন দিনের মধ্যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিত কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

সকল জায়গায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে ন্যূনতম সংখ্যক বৃষ পালন করিতে বা করাইতে হইবে এবং সে সমস্ত বৃষ স্থানীয় ব্যবহারের জন্য নিয়ম মত দিতে হইবে।

আগে যে আইনই থাকুক, এখন হইতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই বৃষ-পালনের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবেন এবং খোঁয়াড়ের আয়ের এক-চতুর্থাংশ এজন্য ব্যয় করিতে হইবে।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্মিণী ও খোঁয়াই ষাঁড় তাঁহাদের কার্য্যের জন্য লইতে পারিবেন, তবে তাহার রেজিষ্টার রাখিতে হইবে।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন সোসাইটিকে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে বৃষ-পালনের জন্য অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন।

স্থানীয় সরকার প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতামত লইবার পরে অবশ্য-পালনীয় বৃক্ষের ন্যূনতম সংখ্যা স্থির করিবেন।

পাট-চাষের প্রাথমিক অনুমান

সরকারী কৃষি-বিভাগের প্রাথমিক অনুমান এই যে, বঙ্গদেশে এ বৎসর ২৭১১২০০ একর, বিহার-উড়িষ্যায় ২৪৭০০০ একর এবং আসামে ২০৮০০০ একর জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে। গত বৎসর বঙ্গদেশে ২৯৬২১০০ একর, বিহার-উড়িষ্যায় ২৪১০০০ একর এবং আসামে ১৭১০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর কর্ষিত জমির পরিমাণ মোট ৩১৬২২০০ একর, গত বৎসর ৩৩৭৪১০০ একর ছিল। বঙ্গদেশের কোন্ জিলায় কত একর জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জিলার নাম	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
২৪ পরগণা	৬২০০০	৬৩০০০
নদীয়া	৭৯০০০	৪৭০০০
মুর্শিদাবাদ	৩৫০০০	৩১০০০
যশোহর	১০৭০০০	৯৫০০০
খুলনা	৩৯০০০	৩১০০০
বর্দ্ধমান	৫০০০	৪০০০
মেদিনীপুর	৯০০০	৭০০০
হুগলী	৩১০০০	২৯০০০
হাওড়া	১২০০০	৯০০০
রাজসাহী	১০৫০০০	৮৫০০০
দিনাজপুর	৭৩০০০	৬৬০০০
জলপাইগুড়ি	৪৮০০০	৪৯০০০
দার্জ্জিলিং	৩৭০০	৪০০০
রংপুর	৩০৯০০০	২৯৩০০০
বগুড়া	১০৫০০০	৮৫০০০
পাবনা	১৫৬০০০	১৪২০০০
মালদহ	৪৩০০০	৪৫০০০
ঢাকা	৩৪০০০০	৩২১০০০
ময়মনসিংহ	৬৬২০০০	৬৫০০০০
ফরিদপুর	২৭২০০০	২৪৬০০০
বাখরগঞ্জ	৫০০০০	৪৫০০০
চট্টগ্রাম		২০০
ত্রিপুরা	৩১৯০০০	
নোয়াখালী	৫৬০০০	
কুচবিহার	২৯০০০	
ত্রিপুরা	৪২০০	
	২৭১১২০০	

নারায়ণগঞ্জে পাটের দর

বর্ত্তমান বর্ষের পাট-চাষের আনুমানিক প্রাথমিক হিসাব বাহির হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর মোটের উপর ৴০ আনা বা শতকরা ৬ ভাগ কম বপন হইয়াছে। ইহার কারণ সময়মত বৃষ্টির অভাব ও কংগ্রেস-পক্ষ হইতে পাট-চাষ কমাইবার আন্দোলন। বর্ত্তমানে নারায়ণগঞ্জে পাটের দর ১২৲ হইতে ১২৷০। পাটের আমদানি বেশী নাই।

(পল্লীমঙ্গল)

গো-মড়ক

ডায়মণ্ডহারবার ও কলতা থানার অন্তর্গত বহু গ্রামে গো-মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রত্যহ অনেক গরু মরিতেছে। বর্ত্তমানে—চাষের সময়ে—এইরূপ গরু মরিলে চাষের বিশেষ ক্ষতি হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। ডায়মণ্ড-হারবারের পশু-চিকিৎসক সমস্ত গ্রাম পরিদর্শন করিয়া গো-মড়ক নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু উপযুক্ত ঔষধাভাব ও অর্থাভাবের জন্য তাঁহার চেষ্টা বিশেষ সফল হইতেছে না।

আঠারবাড়ী পল্লী-শ্রী ব্যাঙ্ক (ময়মনসিংহ)

ব্যাঙ্কিং— ১। আমানত, দাদন, হুণ্ডী, বন্ধক প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকারের কার্য্য করা হয়।

কলিকাতা, ময়মনসিংহ, ভৈরব, করিমগঞ্জ

(ঐঁট) প্রভৃতি স্থানের হুণ্ডী দেওয়া ও লওয়া হয়।

দাদন— প্রতি ৩ মাস অন্তর অগ্রিম সুদ দেওয়ার রীতি নাই।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাস মধ্যে একবার মাত্র সুদ দেয়।

আমানত—১। আমানতি টাকার সুদ যাণ্মাসিক হিসাবে যথাক্রমে আশ্বিন ও চৈত্র এই দুই মাসের শেষ তারিখে দেয়।

একশত বা তদূর্দ্ধ টাকা নিম্নলিখিত কালের জন্য নিম্নলিখিত বাৎসরিক সুদে আমানত গ্রহণ করা হয়:—

৬ মাসের আমানতে শতকরা ৫৲, ১ বৎসরের আমানতে শতকরা ৬৲, ২ বৎসরের আমানতে শতকরা ৭৲, ৩ বৎসরের আমানতে শতকরা ৮৲, ৪ বৎসরের আমানতে শতকরা ৯৲, ৫ বৎসরের আমানতে শতকরা ১০৲।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক—১। প্রথমে ২০ টাকা বা তদূর্দ্ধ টাকার দ্বারা হিসাব খোলা চলে।

প্রতি হিসাবে ১০০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত রাখা যায়।

সুদ শতকরা বার্ষিক ৪৲ হারে দেওয়া হয়।

প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখ হইতে শেষ তারিখ পর্য্যন্ত আমানতি টাকার উপর সুদ দেওয়া হয়।

ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

	প্রথম বর্ষ (১৯২৬-২৭)	দ্বিতীয় বর্ষ (১৯২৭-২৮)
আমানত	১২৩৮৭৸৶৩	১৭৮৪৪৬৸৶৩
কর্জ্জ দাদন	৯১১৭৫৲	১৫২৫৭৫৲
সুদ আদায়	৭১৩৸৶৯	২০৫৯৮৫৩
নিট্ লভ্য	৩৭৯০৶৬	১০১৮৪৸৶৭
রিজার্ভ ফণ্ড	৩০০০৲	৮০০০৲

ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট

মূলধন

গত বৎসরের ন্যায় ৮২৬ অংশের বাবদ আদায়ী মূলধন মজুদ ৫১৩০০৲ টাকাই রহিয়াছে। কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় নাই।

আমানত

পূর্ব্ব বৎসরের শেষ তারিখের এবং আলোচ্য বর্ষের শেষ তারিখের হিসাব মুটে মঃ ৫৪৪৫৮৷৷০ আনা আমানত বৃদ্ধি দেখা যায়। এই বৃদ্ধি ব্যাঙ্কের সুনাম এবং সফলতার পরিচায়ক।

দাদন

আলোচ্য বৎসরের শেষ তারিখে মোট মঃ ১৫২৫৭৫৲ টাকা দাদনে ছিল। অল্পকাল মধ্যে অধিক পরিমাণে দাদন হইয়াছে।

সুদ

সাটের দাম খুব কম হওয়ায় আলোচ্য বৎসর আসল বা সুদের টাকা পরিশোধ করা খাতকগণের পক্ষে কষ্টদায়ক ছিল; তথাপি প্রায় সকল খাতকই মেয়াদ সুদ পরিশোধ করিয়াছেন।

লাভ ও ক্ষতি

সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে মঃ ১০১৮৪৸৶০ আনা আলোচ্য বৎসরে নিট্ লভ্য হইয়াছে। গত বৎসর নিট্ লভ্য হইয়াছিল মঃ ৩৭৯০৶৬ পাই। মূলধন মঃ ৫১৩০০ টাকার উপর শতকরা কিঞ্চিদধিক ২৪৲ টাকা হিসাবে নিট্ লভ্য হইয়াছে।

রিজার্ভ ফণ্ড

গত সাধারণ সভায় মঃ ৩০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের নিট্ লভ্য হইতে আরও ৫০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা সঙ্গত বিবেচনা হয়। রিজার্ভ ফণ্ড বৃদ্ধি করিয়া ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করা এবং ব্যাঙ্ককে সবল সমর্থ এবং কার্য্যোপযোগী রাখা আমরা আবশ্যক ও উচিত বোধ করি। ৫০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইবে এবং তাহা হইলে রিজার্ভ ফণ্ডে মোট ৮০০০৲ টাকা জমা দাঁড়াইবে।

বিল্ডিং ফণ্ড

গত সাধারণ সভার নির্দ্দেশানুসারে ৭১০/৬ পাই বিল্ডিং ফণ্ডে জমা আছে। এ বৎসরের উদ্বৃত্ত লভ্য হইতে মঃ ১০৪৪৶০ আনা বিল্ডিং ফণ্ডে জমা করা উচিত মনে করি। উক্তরূপ জমা হইলে ঐ ফণ্ডে মোট মঃ ১৮৪৪৶৬ পাই জমা দাঁড়াইবে।

ডিভিডেণ্ড বা লভ্য-বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে মঃ ১০১৮৪৶০ আনা লাভ হওয়ায় তন্মধ্য হইতে ৫০০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে এবং মঃ ১০৪৪৶০ আনা বিল্ডিং ফণ্ডে মজুত রাখিয়া আদায়ী মূলধন ৪১৩০০৲ টাকার শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে মোট ৪১৩০৲ টাকা অংশীদারগণকে লভ্য বিতরণ করা আমরা সঙ্গত মনে করি।

বিভিন্ন অফেণ্ট ব্যাঙ্ক কোম্পানীর সহায়তা

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পার্শ্ববর্ত্তী নামজাদা লোন্ আফিস বা ব্যাঙ্কগুলি এই ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়া সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও পরস্পর সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ দূরবর্ত্তী কতকগুলি কোম্পানীর প্রচুর সহায়তায় ভরসা লাভেও সমর্থ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ম্যানেজিং এজেণ্টগণের যত্নে ও চেষ্টায় কয়েকটী নূতন ও পুরাতন লোন আফিসের অংশ এই ব্যাঙ্কের জন্য ধরিদ করা গিয়াছে। ইহাদ্বারাও বাৎসরিক লাভ নেহাৎ কম হইবে বলিয়া মনে করি না।

পোষণকারী ব্যাঙ্ক

বাঙ্গালা দেশের সমস্ত লোন্ আফিস বা ঐ জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে আবশ্যক সময়ে অর্থদ্বারা সাহায্য করার জন্য বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতায় একটী ফেডারেশন ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু উহার উদ্যোক্তাগণমধ্যে এ জেলার ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কোম্পানীর কর্ত্তৃকর্ত্তাগণের নাম দেখা যাইতেছে না। এই কারণে এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক হইতে আবশ্যক সময়ে সম্পূর্ণ সহায়তা পাওয়া সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। এই লাইনের ব্যবসায়িগণের সহিত আলোচনায় বুঝা যায় যে, এ জেলার কোম্পানীগুলির সহায়তার জন্য ময়মনসিংহ সহরে একটী ডিষ্ট্রীক্ট ফেডারেশন ব্যাঙ্ক খোলার আবশ্যকতা অনেকে বোধ করিতেছেন।

মন্তব্যতা

নানা বিষয়ে এই জাতীয় কোম্পানীগুলিকে বর্ত্তমানে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এ জেলার সকল বা অধিকাংশ কোম্পানী মিলিয়া একটী সঙ্ঘ তৈরী করিয়া পরস্পরের সহায়তা ও বিরুদ্ধশক্তির প্রতিরোধ করা আবশ্যক। যে কোন নামজাদা কোম্পানীর কর্ত্তৃকর্ত্তাগণের মধ্যে প্রতিভাশালী কেহ এই কার্য্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে অতি সহজেই এই জেলায় একটী এই জাতীয় কোম্পানীর সঙ্ঘ সৃষ্ট হইতে পারে।

নূতন ব্যবসা

অনুসন্ধানে জানা যায়, এই জাতীয় কোন কোন কোম্পানী একমাত্র লগ্নী ব্যবসা ব্যতীত ছাপাখানা, মোটর লাভিস, মৎস্যপালন, কাঠের গোলা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে হারে নিত্য নূতন কোম্পানী প্রসূত হইতেছে, তাহাতে সকলে একই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলে কাহার প্রতিযোগিতায় লাভের হার অনেক কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদিগকে বিস্তার করিয়া টিঁকাইতে পারিলে আশানুরূপ লাভও হইবে এবং তাহা কার্য্যক্ষমতার পরিচায়কও বটে। বিশেষতঃ অফেণ্ট ব্যাঙ্ক কোম্পানীর মধ্যে লোন আফিস বা ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য জাতীয় কোম্পানীর উপর সর্ব্বসাধারণের আস্থা বর্ত্তমানে কমিয়া যাওয়ায় এই জাতীয় কোম্পানী ব্যতীত দশজনের সমবেত টাকায় বড় কোনও ব্যবসায় গোড়া-পত্তন অসম্ভব। কাজেই যে সব কোম্পানী নূতন আয়ের পথে ধাবিত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের নূতন প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত।

স্বাক্ষর—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীকেদারনাথ রায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়, শ্রীকালীনাথ বাগচী, শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীমদনমোহন দত্ত—

ডিরেক্টরগণ।

টিউবওয়েল স্কুল

আজকাল নানা স্থানে গভীর ও অগভীর টিউবওয়েল ব্যবহৃত হইতেছে। টিউব ওয়েলের জল যে বিশেষ উপকারী তাহা গত কয়েক বৎসরের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অনেক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ড গভীর টিউব ওয়েল বসাইয়াছেন। ২৪ পরগণার অনেক ইউনিয়ন বোর্ড বিস্তর অগভীর টিউব ওয়েল বসাইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম যে, কালি ও রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় ৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটী টিউব ওয়েল স্কুল খুলিয়াছেন। কিরূপে টিউব ওয়েল বসাইতে ও মেরামত করিতে হয়, তথায় তাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীরা ১ মাসের মধ্যে উহা শিখিয়া লইতে পারিবেন এবং তজ্জন্য মাত্র ১০৲ টাকা দিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা লাভ করিয়া গ্রামে গিয়া অল্প ব্যয়ে টিউব ওয়েল বসাইলে গ্রামের জলাভাব দূর হইবে এবং স্বাস্থ্যোন্নতিও হইবে।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ব্যবসা ক্ষেত্র

ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির পরাজয় ও দুর্গতি নিতান্তই আধুনিক। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই বঙ্গদেশে এবং কলিকাতা সহরে বাঙ্গালী জাতি ব্যবসায় প্রবল ছিল। কলিকাতার বড় বড় সওদাগরী হৌসে বাঙ্গালীরা বেনিয়ান ও মুচ্ছুদ্দী ছিলেন। বাঙ্গালীদিগেরও ব্যবসার বড় বড় আড়ৎ ও কারবার ছিল। বড় বাজারের ঘৃত ও চিনির কাজ বাঙ্গালীদিগের একচেটিয়া ছিল। রামগোপাল রক্ষিত, সুষ্টিধর কোচ, দীননাথ রক্ষিত প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা খুব বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট ছিলেন না। এখন বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতেছে। পাটের কাজে বেনারীও বাঙ্গালী দিগের একচেটিয়া ছিল। আটখোলার তুষি মালের কাজে কুণ্ডু, মণ্ডল ও খাঁ-দিগের গদী প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল কাজই বাঙ্গালীদিগের হাতে ছিল। এখন বাঙ্গালীদিগের হাতের কাজ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন দালাল পর্য্যন্ত মাড়োয়ারী হইয়াছে। কয়লার কাজে বাঙ্গালীর "একে একে নিভিছে দেউটি।" পাটের বেনারী এবং সিপারি কাজেও বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে বড় বড় আমদানি রপ্তানির কাজে বাঙ্গালী অন্য কোন জাতি অপেক্ষা পশ্চাতে ছিল না। যে কার্য্যে রামগোপাল ঘোষ, মতিলাল শীল, দুর্গাচরণ লাহা, শ্যামাচরণ লাহা, জয়গোবিন্দ লাহা, নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি মহাত্মারা বাঙ্গালীর কীর্ত্তিভাতি দশদিকে বিকীর্ণ করিয়া ছিলেন,—আজ সেই ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সেই অতুল প্রতিভা কোথায়? কত তারক কোম্পানীও ফেল হইয়াছিল, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং লর্ড সিংহের ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের অর্থে উহা পুনর্গঠিত হইয়াছে, ইহা সুখের কথা। এখন প্রাণকৃষ্ণ লাহা, সুখলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটী কারবার বাঙ্গালীর মান রক্ষা করিতেছে।

ছোট ছোট ব্যবসায়ও বাঙ্গালীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিন দিন পরাজিত হইতেছে। কলিকাতার সন্নিকটে রামকৃষ্ণপুরে চিটাগুড়ের ও চাউলের বিরাট গঞ্জ। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গঞ্জের সকল আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীই বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই পশ্চিম বঙ্গের লোক ছিলেন। এখন সেই রামকৃষ্ণপুর, বেলিয়াঘাটা ও শালিখায় পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন ব্যবসায়ী বাঙ্গালীর মান রাখিয়াছেন এবং বহু অ-বাঙ্গালী আসিয়া বাঙ্গালীর স্থান অধিকার করিয়াছে।

কলিকাতার রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ বিপণিশ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় অধিকাংশ,—প্রায় বার আনারও অধিক—খাবারের ও মুদিখানার দোকান অ-বাঙ্গালীর। মনোহারীর দোকান এখনও কতকটা বাঙ্গালীর হাতে আছে,—কিন্তু ক্রমে তাহাও থাকিবে না বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। বাজারে আলু-পটল ও তরিতরকারী বিক্রেতার মধ্যেও অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন (সুবর্ণবণিক্ সমাচার)

ইণ্ডিয়ান জেনারেল্ স্যাভিগেশান্ অ্যাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী (১৯২৭)

১৯২৭ সনে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় লাভ ৮০০০ পাউণ্ড কমিয়াছিল। কিন্তু ইহা কোম্পানীর কোন প্রকার দুরবস্থা নির্দ্দেশ করে না। পাটের ব্যবসার উঠা-নামার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে অনেক পাট দেশের ভিতর জমা ছিল। সেই পাট কলিকাতায় আনিতে হইয়াছিল বলিয়া ১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে যথেষ্ট কাজ পাওয়া গিয়াছিল। শেষ ৬ মাসে কাজ অত্যন্ত কম ছিল। এই সময়ে পাট যথেষ্ট জন্মিলেও বাজারের অবস্থার জন্য কলিকাতায় আনিবার আবশ্যক হয় নাই, দেশের ভিতরই জমা ছিল। ১৯২৬ সনের তুলনায় চা কম জন্মিলেও রেল কোম্পানী পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সামান্য পরিমাণ অল্প চা বহিয়াছিল।

শতকরা ১০৲ হারে আবকর-মুক্ত ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হইয়াছে।

কোম্পানীর ষ্টীমার, ফ্ল্যাট প্রভৃতির সংখ্যা-বৃদ্ধির হিসাব এইরূপ :—

	১৮৮০		১৮৯৯		তাং ৩১,১২২৭
ষ্টীমার	২০	১২,৩৫৬ টন	১০৪	৭৪,৮১৬ টন	১৫১— ৯১,৭০০ টন
ফ্ল্যাট	২৯		১২১		১৫৩—১০০,০০০ ,,
মালবাহী নৌকা					২২৭— ১৯,৭৬৫ ,,
বার্জ্জ					২১
ড্রিগিঙিং ফ্ল্যাট					৪৬

১৯২৬ সনে ১৩টী ষ্টীমার এবং ২৪টী ফ্ল্যাট ও মালবাহী নৌকার অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। বিলাতে কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘটের জন্য ১৯২৭ সনের মধ্যে ১টী ষ্টীমার ও ও ১৯টী ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে আরও ৩টী ষ্টীমার পাওয়া গিয়াছে। গোয়ালন্দ-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ সার্ভিসে যে সুন্দর মেল ষ্টীমারটী সম্প্রতি চালান হইতেছে সেটী ইহাদের অন্যতম।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম কয়েক মাসে কোম্পানীর অবস্থা নিম্নরূপ ছিল :—

১৯২৭ সনের প্রথমার্দ্ধের তুলনায় মাল অনেক কম (তবে ১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে মাল অস্বাভাবিকভাবে বেশী ছিল)। ১৯২৬ সনের প্রথমার্দ্ধের তুলনায় মাল নিতান্ত কম নয়। রেলের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বাড়িতেছে, যে সকল জেলায় এ পর্য্যন্ত কেবল ষ্টীমারই চলিতেছিল, রেল আসে নাই, সেই সকল জেলায় ও অন্যান্য জেলাতেও রেলপথের বিস্তার হইতেছে। ভারতীয় নাবিকদের মাহিয়ানা অনেকটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে লোহা, ইস্পাত এবং কল-কব্জার আমদানির পরিমাণ

(১) শিল্প আয়রণ (টনে হিসাব)

	মার্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	৫২০	৫১৩	১৪৫	১,৪৪৪
ইয়োরোপ	৩১৫	৯	১০৫	৭৪৮
১৯২৮ সনে মোট	৮৩৫	৫২২	২৫০	২,২০২
১৯২৭ সনে মোট	৬৬	৫৭২	১,০৫৩	১,৮০৬
১৯২৬ সনে মোট	৩৪৭	৩০৬	৬৩১	১,৮৭০

(২) লোহা ও ইস্পাতে প্রস্তুত জিনিষপত্র (লাখ টাকায় হিসাব)

	মার্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	১,১৮	১,২১	১,২৬	৬,০০
ইয়োরোপ	৬৮	৬৩	৫০	২,৮৭
যুক্তরাজ্য	৪	৮	১২	৩৮
অন্যান্য দেশ	৩	—	—	১৫
১৯২৮ সনে মোট	১,৯৩	১,৯২	১,৮৮	৯,৪০
১৯২৭ সনে মোট	১,৫৬	১,৬৪	২,০০	৮,০৪
১৯২৬ সনে মোট	২,২৩	১,৯৯	১,৮৪	৯,৯৪

(৩) লোহা ও ইস্পাতে প্রস্তুত জিনিষপত্র (টনে হিসাব)

	মার্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	৫৫,৩৭৭	৫৯,১৬৭	৬১,৭১৮	২৮৯,৮২৩
ইয়োরোপ	৫৩,৯৭৮	৪৯,৯১৪	৩৭,১৪৫	২২৫,০২০
যুক্তরাজ্য	১,০৮০	২,৪৩১	৩,৪৬২	১১,৩১৭
অন্যান্য দেশ	২০৬	১৯	২৭	৯,৩০৬
১৯২৮ সনে মোট	১১০,৬৪১	১১১,৫৩১	১০২,৪৪২	৫৩৬,৪৬৬
১৯২৭ সনে মোট	৭৭,১৫০	৮৪,৮৫২	১০৬,৬৭০	৪০৩,৫৩৪
১৯২৬ সনে মোট	১১৭,৬৩৮	১০১,৫০৪	৯২,৬৮১	৫০৮,২৮৫

(৪) কল-কব্জা (লাখ টাকায় হিসাব)

	মার্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
	(১৯২৮)	(১৯২৮)	(১৯২৮)	(১৯২৮)
বিলাত	১,১১	১,৩৫	১,১১	৫,১২

	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত
ইয়োরোপ	২২	১৩	১৬	৮৪
যুক্তরাজ্য	২২	১৭	১৪	৬৯
অন্যান্য দেশ	১	১	২	৬
১৯২৮ সনে মোট	১,৪৬	১,৬৬	১,৪৩	৭,৩১
১৯২৭ সনে মোট	১,২৮	১,২০	১,২১	৬,১৫
১৯২৬ সনে মোট	১,৩২	১,২৮	১,৯৮	৬,৩০

(৫) বিদেশ হইতে রপ্তানি শিল্প আয়রণের পরিমাণ (টনে হিসাব)

	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮	১৯২৮
বিলাত	১,৪১০	৬০৭	—	৪,৫৩৮
জার্ম্মাণি	১,৩০৪	২০০	১,০০৪	৪,৫২০
জাপান	২২,১৯৯	২১,৫৬৯	২৪,০৮৭	১১৭,৪২৪
যুক্তরাজ্য	৪,১২৭	৩,৮৭৪	৩,০৬৯	১৭,৪১৯
অন্যান্য দেশ	৪,৭৭১	৫,৪৮৪	৩,১৩৮	১৬,৩৮৪
১৯২৮ সনে মোট	৩৩,৮১৪	৩১,৭৩৪	৩২,২৯৮	১৬০,২৮৬
১৯২৭ সনে মোট	২৯,৯০১	২৪,২০৫	৩৭,৫৭৬	১৪৮,৭৪৬
১৯২৬ সনে মোট	৩০,১০৭	৩১,৯১৩	১৯,৩৭৮	১৪৩,৯৩১

গোসাপের চামড়ার ব্যবসা

কয়েক বৎসর হইল এদেশে গোসাপের চামড়া "ট্যান" অথবা পালিশ করা এবং ঐ চামড়া রপ্তানির ব্যবসা খুব বাড়িয়া পড়িয়াছে। গত বৎসর ৮০ লক্ষের উপর গোসাপের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। বৎসর বৎসর এই চামড়ার রপ্তানি বাড়িয়াই চলিয়াছে। জুতা তৈয়ারী করিবার জন্য এই চামড়ার চাহিদা বেশী দেখা যায়।

বেশীর ভাগ চামড়া দুই প্রকার বড় গোসাপ হইতে পাওয়া যায়। "ভারানাস্ সালভেটর" নামক এক প্রকার গোসাপ প্রায় ৭।৮ ফুট লম্বা। তার চেয়ে ছোট "ভারানাস বেঙ্গালেনসিস্" প্রায় ৪ ফুট লম্বা। ইহার বড় জাতীয় গোসাপগুলা সকল রকমের ডিমের পরম শত্রু। সমুদ্রের ধার দিয়া বালির মধ্যে যে সব জায়গায় কচ্ছপে ডিম পাড়িয়া রাখে সে সব স্থানে গিয়া ইহারা সব ডিম খাইয়া ফেলে। ইহারা মুরগীর ডিমেরও পরম শত্রু এবং গাছে উঠিয়া সমস্ত পাখীর ডিমও ইহারা খাইয়া ফেলে। সুতরাং সম্ভবতঃ ইহারা সাপের ডিমও অনেক খাইয়া ফেলে। ফলে সাপের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। ছোট জাতীয় গোসাপগুলি বেশীর ভাগ ইঁদুর, চিংড়ি মাছ, ব্যাং ও ছোট ছোট মাছ খাইয়া থাকে।

গোসাপ ধরিতে খুব সাহসের দরকার হয়। শিকারীরা ইহাদের পিছন থেকে আসিয়া হঠাৎ ইহাদের লেজ ধরিয়া ফেলে। ইহারা নিম্নলিখিত অবস্থায় এইরূপ ভাবে ধরা পড়াতে কোন প্রকার ক্ষতি করিবার চেষ্টা না করিয়া নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে থাকে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার গোসাপ আছে, তাহারা গাছের গুঁড়ির গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। এদের ধরিবার প্রণালী সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমে যে গাছের গুঁড়িতে লুকাইয়া থাকে তাহাতে শিকারীরা কুঠার দিয়া আঘাত করে, তার পর যে জায়গায় লুকাইয়া থাকে তাহা জানিতে পারিলে, শিকারীরা ইহাদের লেজ

ধরিয়া কেলে ও থলির মধ্যে ভরিয়া ফেলে। বাংলায় এক প্রকার বেদের দল দেখা যায়, ইহারা সুন্দরবনে নদীর ধারে বাস করে। ইহারা জীবিত সাপ এবং গো-সাপ ধরিয়া সেগুলি বিক্রী করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

বাচ্চা গোসাপের চামড়া তিন ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। আর বড় গোসাপের চামড়া এমন কি ১১ ইঞ্চির উপরও চওড়া দেখা যায়। বাচ্চা গোসাপের চামড়ার জুতা তেমন ভাল না হইলেও ইহার ব্যবসাও বেশ চলিয়া থাকে।

এক জাতীয় খুব বড় গোসাপ আছে তাহারা জলে থাকে। চেহারা দেখিতে কাল। ইহারা দেখিতে অনেকটা কুমীরের মত। আর স্বভাবচরিত্র অনেকটা ঘড়িয়ালের মত। হল্‌দে' চামড়ার ও বাজারে বেশ কাটতি দেখা যায়।

বর্ষাকালে জলের গোসাপ ধরা খুব কষ্টকর। ফলে জুন মাস হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের চামড়ার আমদানিও অনেক কমিয়া যায়। ছোট জাতীয় গোসাপের চামড়া জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত গড়ে প্রায় মাসে ১০,০০০ আমদানি হয়, আর জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মাসে প্রায় ৪।৫ লক্ষ করিয়া আমদানি হয়।

এ ব্যবসার প্রথম উৎপত্তি উড়িষ্যা দেশে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ ব্যবসা নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এদেশের ৪ প্রকার গোসাপের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে যথা পানি গোসাপ অথবা "রামগোদী", বাঙ্গালার কাল জাতীয় গোসাপ, রাইপুর ও যুক্ত প্রদেশের আর এক প্রকার কাল গোসাপ, এবং হল্‌দে রংএর গোসাপ। এই সকল জাতির সাধারণ হিন্দুস্থানী নাম "গোসাপ"।

সম্প্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গোসাপ মারার বিরুদ্ধে এক আইন জারি করিয়াছেন।

সিন্ধু প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য

১৯২৭-২৮ সনে সিন্ধু প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ মোট ৭৬৩২ লক্ষ টাকা। গত ১৯২৬-২৭ সনের চাইতে আলোচ্য সনে ১০৪ লক্ষ টাকা বা শতকরা এক ভাগ বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৩-২৪ সনে সিন্ধু প্রদেশ মোট ১০,৯৭৬ লক্ষ টাকার কারবার করে এবং ১৯২৫-২৬ সনে তাহার সামুদ্রিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮৪০৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সনে সিন্ধু প্রদেশ যে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছে তাহার শতকরা ৭৬ ভাগ বিদেশীর সঙ্গে কারবার। অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সনে সিন্ধু প্রদেশ ৫,৯৩২ লক্ষ টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য করে। ১৯২৬-২৭ সনের চাইতে এ সনে শতকরা ২ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আলোচ্য সনে সিন্ধুদেশ বিদেশ হইতে যে পরিমাণ জিনিষ আমদানি করিয়াছে তাহার চাইতে কিঞ্চিৎ অল্প মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে।

সরকারী রেলওয়ের খরচ

১৯২৮ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বড় বড় সরকারী রেলওয়ের খরচ আগের বৎসরের ঐ সময়ের খরচের সহিত তুলনা করিয়া নীচে দেখান হইয়াছে। নীচের হিসাবে "ডিপ্রিসিয়েসন ফণ্ড" অথবা ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-প্রাপ্তির খরচের তহবিলে জমার টাকা এবং সমস্ত লাইনের মেরামতি ও বদলীর খরচও চুকান হইয়াছে :—

রেলওয়ে	১৯২৭ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত	১৯২৮ সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত	বেশী+ কম−
	(লাখ টাকার হিসাব)		
এ, বি	৯	১০	+১
বি, এন	৪৭	[illegible]	[illegible]
বি, বি, সি, আই	৬১	৬০	
বার্ম্মা	২১	২১	
ই, বি	৩৭	৩৫	−২
ই, আই	৮২	৪৮	−৩৪
জি, আই, পি	৮৪	৮৫	+১
এম, এণ্ড এস্, এম্	৩৩	৩৪	[illegible]
এস্, ডাবলিউ	২৬	২১	−৫
এস্, আই	২২	২৬	+৪

গবর্ণমেণ্ট-অধিকৃত রেলওয়ের আয়

১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে সপ্তাহে ভারতে সমস্ত গবর্ণমেণ্ট-অধিকৃত রেলওয়ের মোট আয় মোটামুটি ১৭০ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে এ সপ্তাহে ৪ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে এবং গত বৎসরের ঠিক এই সপ্তাহের আয়ের তুলনায় এবার ৩ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। ১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত এই সমস্ত রেলওয়ের মোট আয় ২৮·৭১ কোটি টাকা। গত বৎসরের এই সময়ের আয়ের তুলনায় এবার ৩৫ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

এ বৎসর এ পর্য্যন্ত বড় বড় সরকারী রেলওয়ের কত আয় হইয়াছে তাহা গত বৎসরের ঠিক ঐ সময়ের আয়ের সহিত তুলনা করিয়া নিম্নে দেখান গেল :—

	১৯২৭ সনের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত	১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত	বেশী + কম—
	(লাখ টাকার হিসাব —— লাখ টাকার হিসাব)		
এ, বি,	৫১	৫৪	+৩
বি, এন্	২৫৯	২৪০	−১৯
বি, বি, এণ্ড সি, আই	৩২৫	৩৩৫	+১০
বার্ম্মা	১৪০	১৩৬	−৪
ই, বি,	১৬৫	১৬৮	+৩
ই, আই	৫৮৮	৫৬৮	
জি, আই, পি	৩১৩	৩১৪	
এম্ এণ্ড এস্, এম্	২৩৫	২৬৭	
এন, ডাবলিউ	৪৫৩	৪৩৪	
এস্, আই	১৫৭	১৬৫	

ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের আয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বাদে অন্য সমস্ত রেলওয়ের আয়ই পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে কমিয়াছে।

গত বৎসরের ঠিক এই সপ্তাহের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বেঙ্গল নাগপুর, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বাদে অন্য সমস্ত রেলওয়েরই আয় এবার বেশী হইয়াছে।

সব চেয়ে বেশী আয় হইয়াছে বোম্বে, বড়োদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের। শস্য, লবণ এবং বিবিধ জিনিষ খুব বেশী চলাচলের জন্য এ রেলওয়ের এ সপ্তাহে প্রায় ৪॥ লাখ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

সব চেয়ে কম আয় হইয়াছে :—

এন্, ডাব্লিউ রেলওয়ে—৪½ লাখ টাকা। কারণ এ সপ্তাহে যাত্রীর ভাড়ায় প্রায় ১½ লাখ টাকা কম আয় হইয়াছে এবং গম, চিনি ও অন্যান্য জিনিষপত্রের চালান কম হওয়ার জন্য ৩৪ লাখ টাকা কম আয় হইয়াছে।

বি, এন, রেলওয়ে—৩ লাখ টাকা। গাড়ীভাড়া দেওয়া, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কাঠ, লবণ এবং পাটের চালান কমিয়া যাওয়ার দরুণ আয় এবার এতটা কমিয়া গিয়াছে।

রেলে মাল-চলাচলের হিসাব

১৯২৮ সনের ১৪ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে সমস্ত বড় বড় রেলওয়েতে বড় লাইনে

৬৮,২০৭ খানা গাড়ীতে মাল বোঝাই হইয়াছে। গত বৎসরের এ সপ্তাহের তুলনায় এবার ৩,৭৮৯ খানা গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে। ছোট লাইনে ৪২,৬৫৪ খানা গাড়ী মাল বোঝাই হইয়াছে। গত বৎসরের এ সপ্তাহের তুলনায় এবার ৩,৪৬৪ খানা গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে। এ বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় বড় লাইনে ২৩,১৩৭ খানা এবং ছোট লাইনে ৫২,৭৭৪ খানা গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় ১৯২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত কত গাড়ীতে মাল বোঝাই হইয়াছে তাহার একটা হিসাব নীচে দেওয়া গেল। নীচের সংখ্যাগুলি ১নং রেলওয়ের বড় ও ছোট লাইন হইতে লওয়া হইয়াছে।

কয়লা—১৯২৮ সনে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মোট ৩১১,৮৯৩ গাড়ী কয়লা বোঝাই হইয়াছে। ১৯২৭ সনে ঐ সময়ে ৩৩৭,৪৭৭ গাড়ী মাল বোঝাই হয়। ইহাতে এ বৎসর ২৫,৫৮৪ গাড়ী কম মাল বোঝাই হইয়াছে দেখা যাইতেছে। এ ছাড়া বেঙ্গল-নাগপুর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নিজেদের কাজে ১৯২৮ সনে ৩১,৬০৩ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ঐ সময়ে ৪১,২৫৮ গাড়ী মাল বোঝাই হইয়াছিল। তুলনায় এবৎসর ৯,৬৫৫ গাড়ী কয়লা কম বোঝাই হইয়াছে।

শস্য এবং ডাল—১৯২৮ সনে ঐ সময়ে মোট ৩০০,১৭৪ গাড়ী বোঝাই হয় এবং ১৯২৭ সনে ২৬৭,১০২ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় এবৎসর ৩৩,০৭২ গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

তৈলবীজ—১৯২৮ সনে ১০,৮৮৫ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৭১,৪৭২ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় এ বৎসর ১৯৪১৩ গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

তুলা—১৯২৮ সনে ৪৫,২৭০ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৩৭,০৭১ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় এবৎসর ৮,১৯৯ গাড়ী বেশী বোঝাই হইয়াছে।

নানা রকমের ছোটখাট জিনিষ—১৯২৮ সনে ৩৮৯,০৩৯ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৩৭৩,৫৯৩ গাড়ী বোঝাই হয়। ১৯২৮ সনে ১২,৬৩৮ গাড়ী বেশী বোঝাই হয়।

নানা রকমের জিনিষে ভর্ত্তি গাড়ী—১৯২৮ সনে ৭৩১,২১০ গাড়ী এবং ১৯২৭ সনে ৬৯৮,৪৯৬ গাড়ী বোঝাই হয়। তুলনায় ১৯২৮ সনে ৩২,৭১৪ গাড়ী বেশী বোঝাই হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯২৭-২৮ সনে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বন্দরগুলিতে মোট ২৩৪·৭১ লক্ষ টাকার বাণিজ্য কারবার হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২৩০·৬৯ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত পণ্যসম্ভার ছিল ও ৪·০৮ লক্ষ টাকার সরকারী ষ্টোর বিভাগের রসদপত্র ছিল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৫·৬৯ লক্ষ টাকার বাণিজ্যসম্ভার ঐ রাজ্যে আমদানি করা হয় ও ২১৫ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয়। কোন্ কোন্ বন্দরে কিরূপ কারবার হইয়াছিল তাহার তালিকা এখানে দেওয়া হইল।

	আমদানি	রপ্তানি
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
এলেপ্পি	১১·৭২	১৯৮·৪৬
কুইলন	৩·৯৬	·৬১
কোলাচেল	·০১	১৫·৯৩
মোট	১৫·৬৯	২১৫·০০

আলেপ্পি—বাস্তব জিনিষপত্র ৩৪৫ লক্ষ টাকা। ইহার কতক ইংলণ্ড, কতক বেলজিয়াম হইতে আনীত। সুতা ও মাদুরই এই বন্দর হইতে প্রধানতঃ রপ্তানি করা হয়। ইহাদের মূল্য ১০৯·৩০ লক্ষ টাকা। প্রধানতঃ বৃটিশ ইংলণ্ড (৫৮৪০ লক্ষ টাকা) আমেরিকা, (১৪·৫৮ লক্ষ টাকা), জার্ম্মানি (১০·৬৬ লক্ষ টাকা) এবং অষ্ট্রেলিয়া (৮·২৯ লক্ষ টাকা)। অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে রবারই প্রধান। আলোচ্য সনে সিংহলে ২৫·০৪ লক্ষ টাকার রবার প্রেরিত হয়। ইংলণ্ডে ৪·৩৩ লক্ষ টাকার রবার পাঠান হয়। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডে ও ইতালিতে যথাক্রমে ২·১০ ও ১·৪৪ লক্ষ টাকার কোপরা পাঠান হয়। আলোচ্য সনে ত্রিবাঙ্কুরের মরিচ আমেরিকায় যায় ৩১·৪৪ লক্ষ টাকার; ইংলণ্ডে

হয় ১·৬৫ লক্ষ টাকার। সিংহলে ও ইংলণ্ডে যথাক্রমে ২·৩৪ ও ১·৫৮ লক্ষ টাকার চা প্রেরিত হয়। ১·৬২ লক্ষ টাকার কেওনাট কার্পেট বিলাতে যায়।

কুইলন—আলোচ্য সনে সিংহল হইতে ৩·১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের তামাক পাতা এই বন্দরে আমদানি করা হয় এবং সিংহলে ·৪২ লক্ষ টাকা মূল্যের ইট ও টালি পাঠান হয়।

কোলাকেল—কোলাকেল বন্দরে প্রকৃতপক্ষে কোন বিদেশী মালই আমদানি করা হয় নাই। প্রধান রপ্তানির মধ্যে আমেরিকায় ১·১৪ ও জার্মানিতে ১·২০ লক্ষ টাকার ইলেমেনাইট স্তাণ্ড পাঠান হয়। আলোচ্য সনে আমেরিকায় এখান হইতে ·৪২ লক্ষ টাকার মোনাযাইট স্তাণ্ড পাঠান হয়। ইহা ছাড়া ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও আমেরিকায় যথাক্রমে ·৮২, ·৩৫ ও ·০২ লক্ষ টাকার পামিরা কাইবার পাঠান হয়।

দি ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানী লিমিটেড্ (১৯২৭-২৮)

এই কোম্পানীটি সস্তায় প্রচুর পরিমাণে মালগাড়ী নির্ম্মাণের জন্য বছর দশেক পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। আরম্ভের সময় গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এই কোম্পানীটিকে সাহায্য করিবেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে বরাবরই এই কোম্পানীটি সাহায্য পাইয়াও আসিতেছে। (১) মালগাড়ীর অর্ডার (২) 'বাউন্টি' এবং (৩) রক্ষণ-শুল্কের সাহায্যে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা কমান—এইরূপ নানা উপায়ে গভর্ণমেণ্ট এই মিলটিকে পায়ের উপর দাঁড় করাইতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৬ সনে (৮ বৎসরের মধ্যে) এই কোম্পানীটি বিদেশীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার মত অবস্থায় আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে গভর্ণমেণ্টের নীতি হঠাৎ বদলাইয়াছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া রেলের কারখানাগুলি বাড়ানো হইতেছে, রেলগুলি যাহাতে নিজেদের 'আণ্ডার ফ্রেম' প্রস্তুত করিতে পারে তাহার জন্য পেনিন্সুলার লোকো-মোটিভ ওয়ার্কসটি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং রেল কোম্পানী-গুলির অনেক মালগাড়ী টেকে মজুত আছে ইহাও হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে রেলওয়ে বোর্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীকে জানাইয়াছেন যে, আগামী দুই বৎসর ভারতীয় মালগাড়ী কোম্পানীগুলা কোন ব্রড্ গেজ মালগাড়ীর অর্ডারের আশা যেন না করেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানীর যখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, মালগাড়ীর অর্ডার পাওয়া ছাড়া কোন রকম সরকারী সাহায্য না পাইলেও পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে, তখন জানানো হইল—'আর অর্ডার পাইবে না'। ট্যারিফ বোর্ডের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করিলে বোর্ড ওয়াগন কোংর সাহায্যের জন্য যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার মধ্যে প্রধান এইটী যে, মালগাড়ীর কোন অর্ডার ভারতের বাহিরে দেওয়া উচিত নয়। গভর্ণমেণ্ট ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি বিল প্রস্তুত করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ভারত ও ভারতের বাহির হইতে টেণ্ডার লইবার ক্ষমতা থাকিবে এইরূপ একটী ধারাও ঢুকাইয়া দেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সিলেক্ট কমিটি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক ট্যারিফ বোর্ডের প্রধান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিলটী সংশোধন করেন। এখন বিলটী ঐরূপ সংশোধিত অবস্থায় পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু আইনটী কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহারই উপর উহার সফলতা নির্ভর করিতেছে।

এই বৎসরে কোম্পানীর যত অর্ডার পাইবার 'আশা' আছে তাহাতে এই কোংর কারখানার যত উৎপাদন-ক্ষমতা তাহার শতকরা ৩৫ ভাগ মাত্র কাজে লাগান হইবে। এ পর্য্যন্ত (১৮ই জুন) যত অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহা মিটাইতে ৩ সপ্তাহ মাত্র লাগিবে। এই বৎসরের আড়াই মাস (এপ্রিল হইতে) কাটিয়া গেল, অথচ এই বৎসর মোট কত অর্ডার সরবরাহ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই কোম্পানীকে জানান হয় নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় পূর্ব্ব হইতে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হয়, অর্ডার পাইবা-মাত্র অর্ডার সরবরাহ করা অসম্ভব। সুতরাং অর্ডার সম্বন্ধে এইরূপ অনিশ্চয়তা যে অত্যন্ত বিরক্তিজনক তাহা বলাই বাহুল্য।

বার্ম্মার বৈদেশিক বাণিজ্য

গত মে মাসে ব্রহ্মদেশে ৫৭২·৫০ লক্ষ টাকার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য হইয়াছিল। গত ১৯২৭ সনের যে মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ৮০৮·৩৬ লক্ষ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সনের যে মাসে বার্ম্মার ব্যবসা-বাণিজ্যে ২৩৫·৮৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে।

আলোচ্য মাসে বার্ম্মার আমদানি দ্রব্য ১১·৬২ লক্ষ হইতে ২২২·১০ লক্ষ টাকায় হইয়াছে। বিদেশী মালের কোন্ কোন্ জিনিষ আলোচ্য মাসে ঐ মাসে বেশী বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

	মূল্য (লক্ষ টাকা)	বৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)
লৌহ ইস্পাত শিটস ও প্লেন্টস করগেটেড্ টিন	৭·১৪	২·৫৬
টিনে ভরা দুধ	৭·৮৬	২·৮০
গঞ্জি, মোজা ইত্যাদি	৩·৩৬	১·২০
ধোলাই বস্ত্র (পিস গুডস)	১২·২২	১·৭৯
রঙ্গিন বস্ত্র („)	৩০·৮৬	৬·১১
তামাক, সিগারেট	৪·২১	১·৫৬
মোটরগাড়ী, বাস্, ভ্যান ইত্যাদি	২·৮৫	১·০৪
এয়রোপ্লেনস্	১·৬৯	১·৬৯
কেরোসিন তৈল (টিনে)	২·৯৬	২·৯৬

নিম্নলিখিত বিদেশী জিনিষগুলি আলোচ্য মাসে বার্ম্মায় কম বিক্রয় হয়।

	মূল্য লক্ষ টাকা	হ্রাস লক্ষ টাকা
যন্ত্রপাতি—বয়লার	·১৩	১·৩৪
খনির যন্ত্রপাতি	২·৮৩	৫·২৯
তেল-প্রস্তুতের ও পরিষ্কারের যন্ত্রপাতি	·২৭	
লৌহইস্পাত রিম, পিলার প্রভৃতি	·৬৫	
টিউব পাইপ ইত্যাদি	১·৪৯	
টিনে ভরা মাছ	২,২০	
মসলা	১·৩১	১·২৮
চিনি	৩·০৩	৪·৭১
রেশমী কাপড়	৩·০৩	১·৩২
পশমী কাপড়	১·৩৩	১·২৪

রপ্তানি—আলোচ্য মাসে ভারতে রপ্তানি পণ্য দ্রব্যের মোট মূল্য ছিল ৩৫১·৪০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্বে ছিল ৫৯৭·৮৮ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে এ মাসে রপ্তানি-শিল্পে মোট ২৪৭·৪৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। নীচের অঙ্ক দেখিলে ব্যাপারটা ভাল বুঝা যাইবে।

	মূল্য লক্ষ টাকা	হ্রাস লক্ষ টাকা
মোমবাতি	·৭৪	১·০৯
ভূষি (চাউলের)	৬·৯৭	২·৪০
ধান	·৬৮	৩·৭৫
চাউল	২৪১·৯৫	২১৮·০৪
টিন-ওর	৩·৬৭	২·০১
দস্তা	৪·০০	২·৫০
খইল	১·২০	২·০৯
কাঁচা রবার	৫·০৬	৬·৯৯
তুলা	৩·৫৭	২·৯৭

আলোচ্য মাসে বার্ম্মা হইতে ১৬৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১১৯,৯৬৬ হন্দর লেড পিগ বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯২৭ সনের যে মাসে ২১·২০ লক্ষ টাকার ১০১,৪২১ হন্দর লেড পিগ বিদেশে রপ্তানি হয়। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

	মূল্য লক্ষ টাকা	বৃদ্ধি লক্ষ টাকা
কঁলাই-বিনস	৪·৯০	২·৬৮
প্যারাফিন মোম	১৫·৬৯	১·০৪
সেগুণ কাঠ	১৯·১৭	২·৪৬

আসামে নূতন রেললাইন

এড্ভাইসরি বোর্ডের প্রস্তাব

গত ১৯শে মে তারিখের সভায় আসামের রেলওয়ে ও

সীমার বিভাগ সম্পর্কীয় এড্‌ভাইসরি বোর্ড ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ডের নিকট নিম্নলিখিত নূতন রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। ভারতের রেলওয়ে বিভাগ ভারত সরকারের অধীন। সুতরাং পরামর্শ দেওয়া ছাড়া প্রাদেশিক সরকারের এ বিষয়ে আর কোন ক্ষমতাই নাই। প্রস্তাবিত লাইনসমূহ ক্রমিক নম্বর অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই লাইনগুলির সার্ভের কাজ শেষ হইয়াছে।

১। গৌরীপুর-গৌহাটী রেলওয়ে ও তৎসহ বনগাঁও হইতে ডামালপুর পর্য্যন্ত এক শাখা লাইন—২৪৪ মাইল। মোট ব্যয়ের এষ্টিমেট ২৩৪০৪৭৫৭ টাকা।

২। তেজপুর-বালিপাড়া রেলওয়ে রাঙ্গাপাড়া হইতে টাঙ্গলা পর্য্যন্ত শাখা লাইন—৪৩ মাইল। ব্যয়ের এষ্টিমেট ২৭ লক্ষ টাকা।

৩। শ্রীমঙ্গল-মৌলবীবাজার-কুলাউড়া লাইন ও তৎসহ মধুমুখ পর্য্যন্ত এক শাখা লাইন। কুলাউড়া হইতে ব্রাহ্মণ বাজার হইয়া মৌলবীবাজার লাইন নেওয়ার জন্য জনমত অতি প্রবল বলিয়া বোর্ড ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীমঙ্গল হইতে মৌলবীবাজার পর্য্যন্ত লাইন সার্ভে করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ অংশের কাজ প্রথম আরম্ভ করার জন্য বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যয়ের এষ্টিমেট ৬৭৬৪৪৮ টাকা।

৪। সিলেট—ছাতক রেলওয়ে। মধুপুর হইয়া লাইন যাইবে—৩৫ মাইল। সুরমা নদীতে পাকা পুল সহ ব্যয়ের এষ্টিমেট ৪৭৮৬৫৩৭ টাকা। যদি সীমার যাতায়াতের জন্য পুলে পথ খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা রাখা হয় তবে ব্যয় পড়িবে ৪৮১৮৭৭৭ টাকা।

৫। বড়পেটা শাখা লাইন—১২ মাইল। ৬২২৫০০ টাকা।

৬। দারানসিরি রেলওয়ে—২১ মাইল। ব্যয় ৩১৮১০০০ টাকা।

৭। মনতলা—চাতলপার রেলওয়ে—২৮ মাইল। ব্যয় ২০০০০০০ টাকা। এই লাইনের মাত্র ৫ মাইল আসাম প্রদেশের ভিতর পড়ে।

৮। আগুগঞ্জ ও ভৈরবে বেঘনার উপর পুল।

নিম্নলিখিত লাইনগুলি নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাবও প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন সার্ভে হয় নাই। এই লাইনগুলিরও ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে প্রাধান্য দেওয়া হইবে।

১। লালাঘাট হইতে কুকিছড়া—১৫ মাইল।

২। বাঘলিপাড়া-বোকাখাট—১৫ মাইল।

৩। সোনাইবাজার—ঘোয়ারবন্দ—২০ মাইল।

৪। সিলেট—জয়ন্তিয়াপুর—৪০ মাইল।

৫। হবিগঞ্জ হইতে বানিয়াচঙ্গ হইয়া আদমিরি।

নিম্নলিখিত লাইনগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে—

১। কুরকাটিং—ছোড়হাট—৪২ মাইল।

২। করিমগঞ্জ—লঙ্গাইভ্যালি লাইন—৪৭ মাইল।

৩। হবিগঞ্জ—সাইস্তাগঞ্জ লাইন—৯ মাইল।

৪। সেনচোয়া—মৈরাবারি—৩০ মাইল।

৫। সাইস্তাগঞ্জ—বান্না লাইন—১৭ মাইল।

খাদি উৎপাদন ও বিক্রয়

(মে মাসের হিসাব)

গত মে মাসে ভারতের বিভিন্ন খাদিকেন্দ্রে যে পরিমাণ খাদি উৎপন্ন ও বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশের নাম	উৎপন্ন	বিক্রয়
আজমীর	৬৫০২৲	৭১১৯৲
অন্ধ্র	৯২৬৭৲	১৮৮৪৫৲
বিহার	১৫৪২৬৲	২৫৩৩৯৲
ব্রহ্মদেশ (অভয় আশ্রম ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাদে)	২১৩০৬৲	২০০৩২৲
দিল্লী	১০০৮৲	১৪৯৩৲
কর্ণাট	৬৬০১৲	৭৭২০৲
মহারাষ্ট্র	৩২২৯৲	১৬৩৭৩৲
পাঞ্জাব	৩৬৮৪৲	১০৪১৫৲
তামিলনাড়	৪৭১৫৬৲	৭৯৬৪৫৲
কেরল	১০৬৫৲	৩৭৫৯৲

যুক্তপ্রদেশ	২৪৩৯৲	১২৬১৩৲
	মোট ১২৫২৭৬৲	২৪২০৩০৲

ব্রহ্মদেশের কাঠ

১৯২৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে এই সময় মধ্যে ব্রহ্মদেশের বন্দর হইতে ৩৫৪৮৪ টন সেগুণ কাঠ কাটা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে মাত্র ৩৩৯৫২৬ টন কাঠ কাটা হইয়াছিল। উক্ত কাঠের দরুণ যথাক্রমে ৯০১৪৮১২ ও ৭৮৯৭০২৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে আরও ৬১১৭৯ টন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষে ৬০৫৭৫ টন কাঠের ষ্টাম্প করা হইয়াছিল। তদ্দরুণও যথাক্রমে ৫০১০৫৬ ও ৫১১০২৫৲ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। ১৯২৫—২৬ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ৬২২২৯ টন সেগুণ কাঠ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল; তাহার মূল্য ১৬৯২১৮৮৫৲ টাকা। ১৯২৬—২৭ সালে ১৩৭০১৯০০ টাকা মূল্যের ৫২২৪২ টন কাঠ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে, ক্রমশঃ কাঠের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। (বাণিজ্যবার্ত্তা)

১৯২৬-২৭ সনে ভারতে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার

	সমগ্র ভারতে সমিতির সংখ্যা	মেম্বারের সংখ্যা	খাটাইবার মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল)
১৯২৬-২৭ সনে	৮৯,০৭১	৩,৪২১,৯০৫	৮৭,৯৩,৬১,০০০ টাকা
১৯২৫-২৬ সনে	৮০,১৮২	৩,০৫৮,০২৫	৫৭,৬০,৩৯,০০০ টাকা
বৃদ্ধির পরিমাণ	৮৮৮৯	৩,৬৩,৮৮০	১০,৩৩,২২,০০০ টাকা

প্রাথমিক 'কৃষি' সমিতি বাড়িয়াছে ৭৮০৪টা। প্রাথমিক 'অ-কৃষি' সমিতি (বীমা সমিতি বাদ দিয়া) বাড়িয়াছে ১০৬৪টা। ইউনিয়ান ('দেখা-শুনা করিবার' ও গ্যারাণ্টি দিবার ইউনিয়ান, ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ান নহে) বাড়িয়াছে ১৪টা (১৪০৫ হইতে ১৪২০)। ইউনিয়ানগুলির খাটাইবার মূলধন বাড়িয়াছে ৩ কোটি টাকা (১৬ কোটি হইতে ১৯ কোটি)। গবাদি পশুর বীমা-সমিতি কমিয়াছে—৪টা (৪০৭ হইতে ৪০২)। সমগ্র ভারতের (ব্রহ্মদেশ) একটি মাত্র কেন্দ্রীয় পুনর্বীমা সমিতির মেম্বার সমিতিগুলির সংখ্যা কমিয়াছে ৪টা (৩৯৫ হইতে ৩৯০)।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলার হিসাব এইরূপ

	সংখ্যা	মেম্বার	খাটাইবার মূলধন	নিট্ লাভ
১৯২৬-২৭ সনে	৪৭৭	২১৪,২০১	৩০,৮৫ লক্ষটাকা	৪১,৮৮,১৬৫ টাকা
১৯২৫-২৬ সনে	৪৬৭	১৯৭,৯৩০	২৫,৮২	৪০,৩২,৯৮৩ ,,
বৃদ্ধির পরিমাণ	১০	১৬,২৭১	৫,০৩	৪,৫৫,১৮২ ,,

প্রাথমিক সমিতিগুলার ১৯২৬-২৭ সনের হিসাব

	সংখ্যা	মেম্বার	খাটাইবার মূলধন (লক্ষ টাকায়)	নিট্ লাভ
'কৃষি' সমিতি	৭৮,৫৩৮	২,৬১৫,৭৯২	২৬,৯৬	১৪,৭০,১৪০ টাকা
'অ-কৃষি' সমিতি	৮,১০৩	৭৯৯,৮৬৫	১০,১৩	৩৮,২৬,৩২৪ টাকা
মোট	৮৬,৬৭১	৩,৪১৫,৬৫৭	৩৭,০৯	১,৩২,৯৯,৪৬৫ টাকা

বৃটিশ ভারতের তুলনায় দেশীয় রাজ্যে সমবায় আন্দোলন

	সমিতির সংখ্যা	মেম্বার	খাটাইবার মূলধন
বৃটিশ ভারত	৭৬,৩৭১	২,৯৭০,৪০৭	৬২,৪৪,৮১,০০০ টাকা
দেশীয় রাজ্যসমূহ	১২,৭০০	৪৪১,৪৯৮	৪,৪৮,৮০,০০০ টাকা

দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতের সমিতির সংখ্যার ১/৬ ভাগ, মেম্বারের ১/৬ ভাগ এবং খাটাইবার মূলধনের ১/১৫ ভাগ দেশীয় রাজ্যগুলিতে আছে।

শস্য ফলনের ভবিষ্যদ্বাণী

১৯২৮-২৯ সনের পাটের ফলন কেমন হইবে তাহার একটা ভবিষ্যদ্বাণী নীচে দেওয়া গেল :—

শস্য এবং ভবিষ্যদ্বাণী	মোট জমি একর	পূর্ব্ব বৎসরের জমির শতকরা হিসাব (১০০ = গত বৎসরের একই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৭-২৮ সনের শেষ জমির সংখ্যা (একর)	মোট ফলন	পূর্ব্ব বৎসরের ফলনের শতকরা হিসাব (১০০ = গত বৎসরের একই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৭-২৮ সনের ফলনের শেষ সংখ্যা (গাঁইট)
পাট (প্রাথমিক)	৩,১৬৮,০০০	৯৪	এখনও পাওয়া যায় নাই		—	

১৯২৭-২৮ সনের যে যে ফসলের ফলন সম্বন্ধে এযাবৎ কোন ভবিষ্যদ্বাণী হয় নাই, তাহাদের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া যাইতেছে :—

উৎপন্ন ফসল ও ভবিষ্যদ্বাণী	মোট জমি (একর)	পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরে জমির শতকরা হিসাব (১০০ = গত বৎসরের একই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৬-২৭ সনের জমির শেষ সংখ্যা (একর)	মোট ফলন	পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের ফলনের শতকরা হিসাব (১০০ = গত বৎসরের একই তারিখের সংখ্যা)	১৯২৬-২৭ সনের ফলনের শেষ সংখ্যা
তুলা (অতিরিক্ত)	২৪,৭২২,০০০	৯৯·৬	২৪,৮২২,০০০	৫,৮৭১,০০০ গাঁইট	১১৭	৫,০২৫,০০০ গাঁইট
চীনা বাদাম (শেষ)	৩,২৪৪,০০০	১২১	৩,৩২১,০০০	২,৫৭১,০০০ টন	১২৬	২,০৪৬,০০০ টন
আক (শেষ)	২,৯৫৪,০০০	১০১	২,৯২৪,০০০	৩,২২১,০০০ টন	৯৯	৩,২৪৪,০০০ টন
সেসামাম্ (অতিরিক্ত)	৫,৪৪৫,০০০	১১৩	৩,৮৩৪,০০০	৫৪৪,০০০ টন	১৪১	৪১৪,০০০ টন
নীল (শেষ)	৬০,২০০	৫৭	১০৫,৮০০	১১,২০০ হন্দর *	৫৩	২১,০০০ হন্দর
চাউল (শেষ)	৭৭,১৯০,০০০	৯৮	৭৯,১১৮,০০০	২৭,৯১২,০০০ টন	৯৪	২৭,৬৯০,০০০ টন
রেপ এবং সরিষা (শেষ)	৫,৯৩১,০০০	১০৭	৫,৫৪৬,০০০	৮৬৪,০০০ টন	৮৪	১০০৪,০০০ টন
তিসি (শেষ)	৩,৩৪২,০০০		৩,৩৩১,০০০	৩৫১,০০০ টন	৮৭	৪০৩,০০০ টন
সন (চতুর্থ)	৩২,০১৮,০০০		৩১,২৭২,০০০	৭,৮৮৭,০০০ টন	৮৯	৮,৯৪১,০০০ টন
রেড়ী বীজ	১,৪৫৭,০০০		১,৩৯৯,০০০	১৩৫,০০০ টন	১০৪	১২৯,০০০ টন

হাওয়ায় হাওয়ায় মাল-চলাচল

ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৯২৭ সালে আকাশপথে কোথায় কত মাল বহন করা হয় তাহার সম্পূর্ণ তালিকা এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, জার্মানি এখনও এদিকে অন্য সমস্ত জাতির অগ্রগামী। জার্মানি মাল বহিবার বিমান পোতকে ব্যবসায় লাগাইয়াছে। এই কয় বৎসরে তথায় যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিম্নের তালিকা দেখিলেই তথাকার উন্নতির পরিমাণ বুঝা যাইবে।

জার্মানি ১৪৫০০০ মাইল পথ বিমান পোতে মাল বহনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহাদের বিমানপোতগুলি এ পর্যন্ত ৩৯৪০০০ মাইল যাতায়াত করিয়াছে। তাহারা ১৫১০৯১ জন যাত্রী বিমানপোতে বহন করিয়াছে, মাল বহন করিয়াছে ২২৮৯ টন, ডাক বহন করিয়াছে ৮১৩ টন।

জার্মানির পরেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। তাহারা বিমানপোতে ৫১০১০০০ মাইল মাল বহন করিয়া যাতায়াত করিয়াছে এবং ডাক বহন করিয়াছে ৪৫৯ টন। তবে যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ব্যতীত অনেকে কোন কোম্পানীর সাহায্য না লইয়া নিজের জন্যই এরোপ্লেনে মাল বহন ইত্যাদি করিয়াছে। তাহা ধরিলে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্র বিশাল দেশ। এরূপ বিশাল দেশের পক্ষেই বিমানপোত ব্যবসায় জন্য ভাল করিয়া ব্যবহার করা সম্ভব।

ফ্রান্সে বিমানপোতের পথ ৮৮৭৫ মাইল। ১৯২৭ সালে সে পথে ফরাসীরা ৪২৭০০০ মাইল যাতায়াত করে এবং ২০১১০ যাত্রী লয়।

রাশিয়া ও ইটালীতে প্রায় ৮০০০০০০ মাইল বিমানপোতে যাতায়াত করা হয়। রাশিয়ায় ৩৭০০ ও ইটালীতে ১২১৮২ যাত্রী বহন করা হয়। রাশিয়ার বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

সুইডেন, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেন্‌মার্ক সমস্ত দেশেরই বিমানপোত এইভাবে ব্যবহার করা হয়। সুইডেন ছোট দেশ এবং বিমানপোতের পথ তাহার মাত্র ৬৮৪ মাইল, কিন্তু সে দেশ গত বৎসর ১৩৫০০ যাত্রী লইয়াছে।

ইংলণ্ডের তালিকা প্রস্তুতের পদ্ধতি আলাদা বলিয়া অন্যান্য দেশের সহিত তাহার তুলনা করা একটু কঠিন। ইংলণ্ডে গত বৎসর যাত্রীরা বিমানপোতে ৪০২৭৮৬২ মাইল গিয়াছে। মাল বহন করা হইয়াছে ৪৯৫৫১২ মাইল।

অনেকে এখনও মনে করেন বিমানপোত আপনা হইতেই ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু এ ধারণা ভুল। জার্মানির সরকার মালবাহী বিমানপোতের কোম্পানীগুলিকে অন্য সমস্ত দেশের সরকারের তুলনায় অনেক বেশী সাহায্য করিয়াছেন। তাই জার্মানি এ বিষয়ে এত উন্নতি করিয়াছে। জার্মান সরকারের সাহায্যের পরিমাণ ১০৭৮১১০ পাউণ্ড, ফ্রান্সের ৬৩৪২৭৪ পাউণ্ড। আমেরিকা শুধু ডাক-বহনের জন্য ৪১১৫২০ পাউণ্ড, ইটালী ৩৭৫০০০ পাউণ্ড ও পোল্যাণ্ড ৪৫০০০ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। ১৯২৭ সালে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ ইউরোপীয় ও প্রাচ্য দেশে মাল, ডাক ইত্যাদি বহনের জন্য ২২৬০০০ পাউণ্ড সাহায্য পায়। ১৯২৮ সালে এই সাহায্যের

পরিমাণ ২৫০০০০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে আশা করা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার সরকার কিন্তু সোজাসুজি ৬৮০০০ পাউণ্ড সাহায্য করিয়াছেন এবং এই বৎসরে আরো ১০০,০০০পাউণ্ড করিবেন ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু ওখানি বিমানপোতে মাল-বহনের ব্যবসায় ইংলণ্ডের স্থান পঞ্চমের উর্দ্ধে হইতে পারে না।

তবে ইংলণ্ড এরোপ্লেনের অপেক্ষা ব্যোমযান জাতীয় বিমানপোতের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়াছে। ১৯২৮ সালের শেষাশেষি এই জাতীয় দুইটি বৃহৎ বিমানপোত নির্ম্মাণ শেষ হইবে। এই সমস্ত বিমানপোতের দ্বারা মাল, ডাক ইত্যাদি বহন করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে এরোপ্লেন ও এয়ারশিপের ভিতর প্রতিযোগিতা হইবে না। এয়ারশিপ সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াতের জন্য ও এরোপ্লেন স্থলপথের উপর দিয়া যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হইবে। এরোপ্লেনকে মোটর ও রেলের সহিত পাল্লা দিতে হইবে। এবং এয়ারশিপকে ষ্টীমার, জাহাজ ইত্যাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। জেপেলিন প্রভৃতি ব্যোমযান জাতীয় বিমানপোতগুলি এখনও নিখুঁত করিয়া নির্ম্মাণ করা যায় নাই। জেপেলিন প্রভৃতির অনেক দুর্ঘটনা ঘটার দরুণ এয়ারশিপের ভবিষ্যতে অনেকের সেরূপ আস্থা নাই। তবে বিজ্ঞানের দ্বারা এই জাতীয় বিমানপোতের ক্রমশঃ উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

বিলাতে এরোপ্লেন ব্যবহারের প্রসার

১৯২৭ সনে জুলাই মাসের মাত্র এক সপ্তাহে বিলাতে ১৪০০ যাত্রী এরোপ্লেনে আসা যাওয়া করিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে 'ইষ্টার' পক্ষে ১৬৩০ জন যাত্রী আসা যাওয়া করিয়াছে। গত বৎসরের 'ইষ্টার' পক্ষে করিয়াছে ১,১০০জন। গত বৎসর ১,২৪২,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি এবং ১,৪০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানি করা হইয়াছে। গত ৩ বৎসরে ২ কোটি ৩০ লাখ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু এরোপ্লেন সাহায্যে আমদানি বা রপ্তানি করা হইয়াছে।

বিলাতের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত স্তামুয়েল্ হোর্ "ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর সহিত একটী চুক্তিতে সম্প্রতি সহি করিয়াছেন। উক্ত চুক্তি অনুসারে ঐ কোম্পানীকে প্রতি সপ্তাহে বিলাত হইতে ভারতে নিয়মিত এরোপ্লেন চালাইতে হইবে। কয়েকটী রাজনৈতিক বাধা অপসারিত হইলেই এরোপ্লেন চালান আরম্ভ হইবে।

লাইপৎসিগের আন্তর্জ্জাতিক মেলা

জার্ম্মানির লাইপৎসিগ সহরে বৎসরে দুইবার করিয়া (মার্চ্চের প্রথমে ও আগষ্টের শেষে) একটী বিরাট আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-মেলা বসে। ৭০০ বৎসর ধরিয়া এই মেলাটী বসিয়া আসিতেছে। আগামী বারের মেলা ১৯২৯ সনের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে খোলা হইবে। আধুনিক শিল্পের এমন কোন জিনিষ নাই যাহার নমুনা এই মেলায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারখানাওয়ালারা তাহাদের নবোদ্ভাবিত জিনিষপত্রের নমুনা এই মেলায় পাঠাইয়া থাকে। খুচরা ও পাইকারী ক্রেতারা সেইগুলি পরীক্ষা করে এবং পছন্দ হইলে অর্ডার দিয়া থাকে। এই মেলাটী কেবল ব্যবসায়ীদের জন্যই খোলা হইয়া থাকে। জিনিষপত্র সাজাইবার জন্য ৫৫টি প্রাসাদ এবং ১৫টী হল আবশ্যক হয়। বৈদেশিক প্রদর্শক ও ক্রেতার সংখ্যা বাড়িতেছে। গতবারের বাসন্তী মেলায় ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ২৩,১৩০ জন বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। ১০,০০০ প্রদর্শকের মধ্যে ৩৫৫ জন ছিল বিদেশী। এই মেলার সাহায্যে স্থানীয় পণ্য কিনিবার এবং নানা দেশের লোকের নিকট পণ্য বেচিবার বেশ সুযোগ পাওয়া যায়।

জাভাই চিনি

পুসায় সুগার বিউরোর সেক্রেটারী মহোদয় জাভাই চিনি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবর পাইয়াছেন।

মে মাসের প্রথমভাগ হইতে জাভায় বৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয় ও গরম আবহাওয়া চলিতে থাকে। ইহা ইক্ষু ফসলের পক্ষে উপকারী।

ইক্ষু জার্ম্মগুলির অনেকেই ইক্ষু রোপণের কাজ সকাল সকাল সারিয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টি না থাকায় এ সময় মাঠের কাজকর্ম্ম বেশ সুবিধাজনক হইতেছে।

৯৯টি চিনির মিল ইহার মধ্যেই তাহাদের আনুমানিক উৎপাদনের রিপোর্ট পাঠাইয়াছে। গত সন এ সময় মধ্যে ৩৬টী মিল রিপোর্ট পেরণ করিয়াছিল। ৪৯টী মিলের মধ্যে ২৩টির রিপোর্টে দেখা যায় ঐসকল মিলে গত সনের চাইতে চিনি খুব বেশী উৎপাদন করা হইবে। ৫টি মিলে উৎপাদন কিঞ্চিৎ কম হইবে। বাকী ২১টি মিলের উৎপাদন সমান সমান হইবে।

ডি, জে, পি ফ্যাক্টরী বর্ত্তমান সনে আরও এক লক্ষ টন চিনি বেশী উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে ১৯২৮ সনে জাভার মোট ২,১০৬,৮১৭ টন চিনি উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ডি, জে, পি ফ্যাক্টরীর মে মাসে ১২০,০০০ টন, জুনে ৩ লক্ষ টন ও জুলাইতে ৩৮০,০০০ টন চিনি উৎপাদনের কথা। ঐ ফ্যাক্টরী ইতিমধ্যে ১০ লক্ষ টন চিনি বিক্রয় করিয়াছে। আর যাহা উৎপাদন করা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ বিক্রয় হইয়া আগষ্ট মাসের শেষে আরও ১০ লক্ষ টন গুদামেবন্দি থাকিবার কথা। অন্যান্য সনে জাভার চিনিওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গেই চিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইত।

কানাডা ১৯২৬-২৭

কানাডার সরকারী ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ বিভাগে সংবাদ দিতেছেন যে, গত ৩১শে মার্চ্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সনে কানাডা মোট ৪৭১,৮৮২,৪৪২ পাউণ্ডের কারবার করিয়াছে। এবং ইহাই তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য জীবনে সব চাইতে সফলতার বৎসর। এই সনে ১৯২৭ সনের চাইতে ১২,২০০,০০০ পাউণ্ডের কারবার বেশী হইয়াছে। ১৯২৩ সনের চাইতে এ সনে তাহার ৯০,৬০০,০০০ পাউণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য বেশী হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কানাডার আমদানি-বাণিজ্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে কানাডা ১৪৯,৩৮৮,৫০৭ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য আমদানি করে। ১৯২৭-২৮ সনে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২২১,৭৯১,২৯৩ পাউণ্ডে পৌঁছে। ১৯২৬-২৭ সনের চাইতে ১৯২৭-২৮ সনে কানাডার আমদানি কারবারের মূল্য ১৫,৬০০,০০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়।

এইবার কানাডার রপ্তানি কারবার দেখুন। কানাডা ১৯২৭-২৮ সনে বিদেশীদের নিকট মোট ২৪০,০৯১,২৪৯ মূল্যের মাল বিক্রয় করিয়াছে। আর কিনিয়াছে ২২১,৭৯১, ২৯৩ পাউণ্ড মূল্যের মাল। ১৯২৬-২৭ সনে কানাডা ১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় বেশী টাকার মাল বিদেশে বিক্রয় করে। তাহার কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্যই মোটের উপর টাকার পরিমাণটা কমিয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্য

১৯২৭ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নে ১৭০,৩৩৯,৬৫৭ পাউণ্ড মূল্যের ব্যবসা বাণিজ্য হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ১৫৯,৩৮০,৮৫০। আলোচ্য সনে ৭৪,০১৩,৮৩৬ পাউণ্ড মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হয় ও ৯৬,৩২৫,৮২১ পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে পাঠান হয়।

১৯২৭ সনে১০৬টি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য কারবার করে। ১৮টি দেশ মোট আমদানি ৭০,৬৪৮,৫৪৭ পাউণ্ডের মধ্যে ৬৬,৫১১,৩৩৮ পাউণ্ড মূল্যের মাল দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট বিক্রয় করে। কোন্ কোন্ দেশ আফ্রিকার কাছে ১৯২৭ সনে কত মূল্যের মাল বেচিয়াছে তাহা এখানে পর পর দেখান হইল। ইংলণ্ড ৩১,৬৬৬,৯৮২ পাউণ্ড; আমেরিকা ১১,৩০০,২১২ পাউণ্ড; জার্ম্মানি ৪,৫৫২,১২৫ পাউণ্ড; ভারতবর্ষ ২,৪০৬,০৩৭ পাউণ্ড; দক্ষিণ রোডেশিয়া ২,৩৫৪,৪৫৬ পাউণ্ড; কানাডা ১,৯৬৮,৬৯০ পাউণ্ড; ফ্রান্স ১,৬৯৩,৭৪৪ পাউণ্ড; অষ্ট্রেলিয়া ১,৫৪১,৫৬৮ পাউণ্ড; সুইডেন ১,২৮৩,৬৪৮ পাউণ্ড; বেলজিয়াম ১,২৫৭,৭০২ পাউণ্ড; হল্যাণ্ড ১,০৫৮,৮২৯ পাউণ্ড; জাপান ১,০৪৬,২৪৩ পাউণ্ড; ইতালী ৮৬৮,৩৪৬ পাউণ্ড; ব্রেজিল ৮৩৯,২০৯ পাউণ্ড; সিংহল ৭৯১,৮১৬ পাউণ্ড; দক্ষিণ পূর্ব্ব আফ্রিকা ৬৫৪,০৯২ পাউণ্ড; ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ৬৩৩,৪৯৬ পাউণ্ড; সুইজারল্যাণ্ড ৫৮০,৬৪৩ পাউণ্ড। পূর্ব্ব সনের তুলনায় ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, কানাডা, হল্যাণ্ড, জাপান, সুইজারল্যাণ্ড ও ব্রেজিল ছাড়া অন্যান্য সকল দেশই আলোচ্য সনে দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট বেশী মাল বিক্রয় করে। ১৯২৭ সনে ইংলণ্ড ১৯২৬ সনের চাইতে ৪০২,০৫৬

পাউণ্ড মূল্যের মাল কম বিক্রয় করিয়াছে। মোট পণ্য দ্রব্যের শতকরা ৪১·২ ভাগ তাহার হিস্সায় ছিল; উহা হ্রাস পাইয়া ৪৪·৮ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের আমদানি ১৯২৬ সনে মোট আমদানির ১৪·৩ ভাগ ছিল, আলোচ্য সনে ইহা ১৪·৮ ভাগ হইয়াছে।

১৯২৬ সনে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকার মোট আমদানি মালের মাত্র ৩·৭ ভাগ সরবরাহ করিত। এই সংখ্যাও আলোচ্য সনে ৩·৪ হইয়াছে। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হইতে আমদানির হার ৩১ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

১৯২৬ সনের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যান্য বিদেশী মালের কাটতি ২,৪১৫,৫০৮ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৬ সনে এই দেশগুলি মোট আমদানির ৩৮৷ ভাগ মাল সরবরাহ করিত। ১৯২৭ সনে ইহারা ৪০৷৩ ভাগ সরবরাহ করিয়াছে। ১৯২৭ সনে আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকার চাহিদার শতকরা ১৬ ভাগ মিটাইয়াছে, ১৯২৬ সনে সে ১৬·৭ ভাগ মাল সরবরাহ করিয়াছিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশগুলি ১৯·১ ভাগ মাল সরবরাহ করে। ইহার মধ্যে জার্মাণির হিস্সায় পড়ে ৬·৪ ভাগ, বেলজিয়ামের ১·৫ হইতে ১·৮ ও ফ্রান্সের ২·০ হইতে ২·৪ ভাগ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত হইতে আমদানি

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯২৭ সনে ভারতবর্ষের নিকট কি কি মাল কিনিয়াছিল তাহার হিসাব এখানে দেওয়া হইল।

খাদ্য দ্রব্য	৭৮১,৩৮৪ পাউণ্ড
কাইবার, সুতা, টেক্সটাইল ইত্যাদি	১,২৩৩,৩৮৭
তেল, মোম, রেসিন, রং ও ভার্ণিস	২০৭,২০৮
কাঠ, বেত ইত্যাদি	১৫৭,৯০১

বৃটিশ কারেন্সি বিল

প্রস্তাবিত চার্চ্চিল কারেন্সি বিল ১৯২৯ সনের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে কার্য্যকর হইবে না। ঐ বিল অনুযায়ী একমাত্র বিলাতের ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড নোট তৈয়ারী করিতে ও তাহা বাজারে বাহির করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্ট উভয়ের হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড এক পাউণ্ড ও ১০ শিলিংএর নোট প্রচলন করিবে। ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নোট বাজারে চালাইবে তাহার শতকরা ৯০ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত স্বর্ণ তাহাদিগকে মজুত রাখিতে হইবে। আপাততঃ ২৯ কোটি পাউণ্ড মূল্যের কাগজের টাকা বা নোট বাজারে চালান হইবে।

বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত

গত এপ্রিল মাসে গ্রেট বৃটেনে ৫৫৫,০০০ টন পিগ লোহা উৎপাদন করা হয়। মার্চ্চ মাসে ঐ উৎপাদনের সংখ্যা ছিল ৫৯২,৮০০ টন এবং গত সনের এপ্রিল মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ৬৮০,০০০ টন। গত এপ্রিল মাসে ইস্পাত ইনগট্স ও কাষ্টিংস ৬৪৯,১০০ টন উৎপাদন করা হয়। গত মে মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ৭৯৩,০০০ টন এবং গত সনের এপ্রিল মাসে ছিল ৮৫০,০০০ টন।

চীনে নকল রেশমের চাহিদা

দুনিয়ার সর্ব্বত্রই নকল রেশমের কিছু না কিছু আদর আছে। চীনের চাহিদাটা কিছু বেশী। দুনিয়ার বাজারের অবস্থা একটু ফিরিলেই এ ব্যাবসাটা যে খুব বড় হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ ব্যবসায় ইয়োরোপবাসী ব্যবসায়ীদের মধ্যেই খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সম্প্রতি জাপান এ ব্যবসায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। চীনে সংবৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী মূল্যের নকল রেশমের তাঁত আমদানি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বছর বছর এখানে ভারতের প্রায় সমান তাঁত বিদেশ থেকে আসে। এ ব্যবসায় ইতালির স্থান সব চেয়ে উঁচুতে, কিন্তু তৈয়ারী মালের ব্যবসায় বিলাত আরও উপরে। জাপান বিলাতের কাণ ঘেঁসিয়া চলিতেছে। চীনারা অধিক পরিমাণে মাল নিজেরাই প্রস্তুত করিতেছে। হোসিয়ারী ও অন্যান্য কাপড়ের মধ্যেও তাহারা নকল রেশমের চলন করিতেছে। খাঁটি রেশম ও তুলা একত্রে মিশাইয়া এক রকম নকল রেশম এখানে তৈয়ারী হয়। ইহাতে প্রস্তুত হোসিয়ারী ও

সেলাই-করা পোষাক এখানে খুব বিক্রী হয়। নকল রেশমের জিনিষের মধ্যে রেশমী ফিতা, ট্যাফেটা, রেশমী কলম, সূক্ষ্ম সূচের কাজ-বিশিষ্ট জামা কাপড় প্রভৃতি জিনিষের এখানে খুব কাটতি দেখা যায়।

দুনিয়ার বাজারে নকল রেশমের স্থান

বোম্বাইয়ে নকল রেশমের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায়ও এ ব্যবসা মন্দ চলিতেছে না। বার্মায় নকল রেশমের আশাতিরিক্ত কাটতি হইতেছে।

ক্যানাডায় নকল রেশমের চলতি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এখানে সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদে নকল রেশমের চলতি খুব বেশী। বিলাতের চেয়েও অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশের লোক সমস্ত বিষয়ে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া ইহাদের মধ্যেই নকল রেশমের চলনটা কিছু বেশী। এ কারণে এসব দেশে এ ব্যবসাও বিলাতের চেয়ে খুব জোর চলিয়া থাকে। সুমাত্রা, জাভা, বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপেও এ ব্যবসার স্থান মন্দ নয়। সম্প্রতি জাপান এ সব স্থানে নকল রেশম ও তুলা মিশ্রিত রেশমী কাপড়ের ব্যবসা খুলিয়া দিয়াছে। ব্রেজিলেও নকল রেশমের ব্যবসা বেশ চলিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় নকল রেশমের কাটতি

নকল রেশমের ব্যবসা অষ্ট্রেলিয়ায়ও মোটের উপর মন্দ চলিতেছে না এবং পরে আরও ভাল হইবার আশা আছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম চারি মাসে এখানে ২২২,৯৬২ পাউণ্ডের নকল রেশমের তাঁত আমদানি হয়। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে ১৪৯,০৮৪ পাউণ্ডের তাঁত আমদানি হইয়াছিল। এই ঘটনা থেকে এ দেশে নকল রেশম-শিল্পের দিন দিন কতদূর উন্নতি হইতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অষ্ট্রেলিয়াতে বিলাসিতা-সংক্রান্ত জিনিষপত্রের আমদানি আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে। পয়সার বাজারও কিছু কষা হইয়া যাওয়ায় এখানে নকল রেশমের ব্যবসার উন্নতিতেও কিছু বাধা পড়িবে বলিয়া মনে হয়। মেলবোর্ণএ সম্প্রতি যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাতে কয়েকটী কোম্পানী এক নতুন রকমের রেশম দেখাইয়াছেন এবং ইহা সাধারণের প্রশংসা পাইয়াছে।

মিশরে নকল রেশমের চালান

মিশরে তুলা-মিশ্রিত রেশম ও নকল রেশমের চাহিদা বেশ আছে। জার্ম্মাণি, ইতালী, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি নকল রেশমের মোজা প্রভৃতির এখানে বেশ চাহিদা আছে। আজকাল সিংহল থেকে আমদানি মালেরও বেশ কাটতি দেখা যাইতেছে। শতকরা ৪০ ভাগ নকল রেশম-যুক্ত জামা-কাপড়ের কাটতিটাই এখানে বেশী দেখা যায়। এখানে এশিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা নকল রেশমী জিনিষের কাটতি বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকায় এ ব্যবসা একটু মন্দা পড়িলেও, যে সমস্ত আপদ বিপদ দেশের উপর দিয়া গিয়াছে সে তুলনায় ব্যবসা নেহাৎ মন্দ হয় নাই। এ ব্যবসার সাধারণ অবস্থা এখানে বেশ সন্তোষ-জনক। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে নকল রেশমী কাপড়ের ব্যবসা ভালই চলিতেছে। তবে কোকোর সময় সমস্ত ব্যবসা একটু মন্দা থাকায়, এ ব্যবসাও তত ভাল চলিতে পারে না। তাকোরাদি বন্দর খোলা হইলে সমস্ত ব্যবসাই বেশ উন্নতি লাভ করিবে। "মার্ক" নৌকায় মাল চালানে সমুদ্রের জলে মালের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। ফলে মাল-বীমার হার অনেক কমিয়া যাইবে।

বেকার-সমস্যা ও জার্ম্মাণ সরকার

বেকার-সমস্যা জার্ম্মাণির শিল্প-উন্নতির কাজ অনেকটা পিছাইয়া দিতেছে। জার্ম্মাণির ইস্পাৎ শিল্প একটি প্রধান শিল্প। কিন্তু ইস্পাৎ শিল্পে আর নূতন গৃহ-নির্ম্মাণের অর্ডার বেশী পাওয়া যাইতেছে না। পুরাতন কাজ যাহা হাতে আছে তাহাই কোনরূপ টুকটাক করিয়া চলিতেছে। উচ্চ পারিশ্রমিকের জন্য বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন-খরচাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রুর কয়লা-খনি প্রদেশে শ্রমজীবি-সমস্যা ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট শতকরা ৮ ভাগ মাহিয়ানা বৃদ্ধি

করিবার আদেশ জারি করিয়াছেন। ইহার ফলে কয়লের আর্থিক জীবনে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন হইতে সরকারী ষ্ট্যাটিসটিকস্ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কয়লা খনিগুলি উৎপাদনের চাইতে ১৯২৭ সনে ৬,০৯৪,০০০ টন কয়লা বেশী বিক্রয় করিয়াছে। সরকার শ্রমজীবীদের যে শতকরা ৮ ভাগ বেতন-বৃদ্ধির হুকুম দিয়াছেন ঐ বৃদ্ধি উল্লিখিত উপরি কয়লা বিক্রয়ের আয় হইতেই কুলাইয়া যাইবে। ও দিকে কয়লার খনির মালিকরা বলিতেছেন যে, এই উপরি কয়লা বিক্রয়ের পরের সত্তা নহে।

সুইডেনে টেলিফোন

১৯২৭ সনে সুইডেনে টেলিফোন-গ্রাহকগণের সংখ্যা ১৫,০০০ হইতে ৪৫০,৪০০তে পরিণত হয়; অর্থাৎ সুইডেনের প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে ৭৭ জনের একটি করিয়া টেলিফোন আছে। ১৯২৬ সনের শেষভাগে হাজার করা ৭৪ জনের ফোন ছিল। ১৯২৭ সনে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের সঙ্গে সুইডেনের টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়। ডেনমার্কের সঙ্গেই সুইডেনের সব চাইতে বেশী কথা-বার্ত্তা চলে। ১৯২৭ সনে সুইডেন ডেনমার্ককে ২৬০,০০০ বার ডাকে। ঐ সনে নরওয়েকে ডাকে ১৯৮,০০০ বার, জার্মাণিকে ডাকে ১২৬,০০০ বার। দশ বৎসর পূর্ব্বে সুইডেনের টেলিফোন কোম্পানীগুলি মিলিত হইয়া গেলে উহা খাস সরকারের পরিচালনায় আনা হয়।

১৯২৭ সনে সুইডেনে ২,১১৯,০০০টি আভ্যন্তরীণ তার করা হয় ও ২,৫৪৪,০০০টি বৈদেশিক তার করা হয়।

সুইডেনে অটোমেটিক পাওয়ার ষ্টেশন

সুইডেনে শীঘ্রই একটি সম্পূর্ণ নূতন অটোমেটিক পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপিত হইতেছে। সুইডেনের বিখ্যাত সুয়েডিশ আর্মামেন্ট কোম্পানীর শিল্প-ভবনের জন্য ইহা কোল-বেক নদীতীরে নির্ম্মিত হইতেছে। এই কোম্পানীর লৌহ ইস্পাত কারখানা, স-মিল ও পেপার এবং পাল্প মিল আছে। তাহাদের এই নতুন তড়িৎ শক্তি ষ্টেশনটি মানুষের বিনা সাহায্যে চলিবে। ইহার টারবাইন বা রোটারী মোটরগুলি জল-শক্তির সাহায্যে আপনা হইতেই চলিতে থাকিবে। ইহার কারখানায় কোন দুর্ঘটনা হইলে কোম্পানীর টেলিফোন ঘরে আপনা হইতেই খবর পৌঁছিবে। এই ষ্টেশনটা সম্পূর্ণরূপে সুইডিশ জাতির দ্বারা প্রস্তুত।

কোলবেক নদীর তীরে সুয়ে হামার্স্ক্রিকের আরও কতকগুলি তড়িৎ শক্তি ভবন চলিতেছে। এগুলি মানুষের দ্বারা পরিচালিত। উল্লিখিত অটোমেটিক পাওয়ার ষ্টেশনে আশানুরূপ কার্য্য পাইলে, ঐগুলিতেও ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে।

কানাডায় মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ

গত মে মাসে কানাডাতে ৩০,৯৪২ খানি মোটর গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। গত সনের মে মাসের তুলনায় এবার ৪,২৩৪ খানি গাড়ী বা শতকরা ৩২ ভাগ বেশী মোটর গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

প্যারি সাবার্ব্বাণ রেলওয়ে

প্যারির সাবার্ব্বাণ আণ্ডার-গ্রাউণ্ড যাত্রিবাহী রেল-লাইনগুলির কর্ম্ম-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই প্যারির নগর সভা ও সিনের নগর সভা প্রিফেক্টের উপর কথাবার্ত্তা চালাইবার ভার দিয়াছেন। এই রেলগুলি চালাইতে প্যারি ও সিন সহরের যথাক্রমে ২৩২৬ ও ১৭৫ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ হইবে।

চেকো-শ্লোভাকিয়ায় মোটর-বীমা

চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন মোটর কোম্পানীগুলি নিজেদের গাড়ী বীমা করিবার উদ্দেশ্যে একটা স্বতন্ত্র বীমা কোম্পানী খুলিবার মতলব আঁটিতেছে। অনেকে এ প্রচেষ্টা বিপদজনক বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে।

ভল্গার বাঁধ

সোভিয়েট সরকারের লেবার কাউন্সিল কোস্ত্রোমার নিকটে ভল্গা নদীর উপর একটা নূতন রেলওয়ে ব্রিজ

বাঁধিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিবেন। এজন্য তাঁহারা মিলিটারী অর্থ কমিউনিকেশন্স ও সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলকে ১৯২৮-২৯ সনের বাজেটে টাকার বরাদ্দ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কোস্ত্রোমা হইতে রুশিয়ার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রেল সড়ক নির্মাণ করিতে ও ঐ ব্রীজ বাঁধিতে কি পরিমাণ ব্যয় হইবে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

রুশ জুতা-ব্যবসায়ী সঙ্ঘ

সোভিয়েট রুশিয়ার সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলের মতে রুশিয়ার চামড়া ও জুতা-শিল্পের জন্য ৮,০৫০,০০০ রুবল বা ৮০৪,০০০ পাউণ্ড মূলধন দরকার। রুশিয়ার ট্যানার্স ও লেদার ম্যানুফ্যাকচারারগণের কেন্দ্রীয় সমিতির এক বৈঠকে সম্প্রতি এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার প্রধান আর্থিক-উন্নতি-সঙ্ঘের সভাপতি বলেন, দেশের চামড়া-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে কেবল মাত্র এই পুঁজিই যথেষ্ট নহে। এজন্য কাঁচা মাল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া দরকার। দেশের প্রত্যেক টুকরা চামড়া যাহাতে এই কাজে খাটান হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে।

১৯২৮-২৯ সনে রুশিয়ায় বুট ও পু বর্ত্তমান সনের চাইতে বেশী উৎপাদন করা হইবে। জুতা-শিল্পে মূলধন শতকরা ৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রুশিয়ার লেদার সিণ্ডিকেটের মিষ্টার ফোমিন আশা করেন যে, কাঁচা মালের অভাব হইবে না। ট্যানকরা চামড়া ও রুশ কারখানার তৈয়ারী জুতারও খরিদ্দার বিস্তর মিলিবে। প্রস্তাবিত মূলধন খাটাইবার জন্য রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও চামড়া এবং জুতার কারখানা খুলিতে হইবে।

অষ্ট্রীয়ার আর্থিক উন্নতি

অষ্ট্রীয়ার আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে সচ্ছল। বেকার লোক অষ্ট্রীয়াতে খুব কমই আছে। শিল্প কারখানাগুলির কাজ বেশ চলিতেছে। গত দুই বৎসরের চাইতে এ সনে অষ্ট্রীয়ার শিল্প-কারখানার অবস্থা সচ্ছল।

বর্ত্তমান সনের প্রথম ভাগে গত সনের ঐ সময়ের চাইতে অষ্ট্রীয়ান শিল্পজাত মাল বিদেশে বেশী রপ্তানি হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্ক-বৃদ্ধিই অষ্ট্রীয়ার আর্থিক সচ্ছলতার কারণ।

ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের অবস্থা খুবই ভাল। অষ্ট্রীয়া যে পরিমাণ কাগজের নোট বাজারে চলন করিয়াছে তাহার শতকরা ৭২ ভাগ স্বর্ণ ঐ অষ্ট্রীয়ার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে জমা আছে। এই রিজার্ভ ছাড়া ইয়োরোপের অন্যান্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মত ইহার অনেকগুলি ডলার ও ষ্টার্লিং বিল আছে।

ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের দুর্দ্দশা

আজকাল ল্যাঙ্কাশিয়ারের অবস্থা বড় কাহিল। ল্যাঙ্কাশিয়ারের কাপড়ের কলগুলিতে বেকার-সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। অনেক কলওয়ালাকে কল-কারখানায় তালা-চাবি দিয়া ব্যবসা গুটাইতে হইয়াছে। অনেকে অল্প কয়েক ঘণ্টা মাত্র তাহাদের কলগুলি চালাইতে পারিতেছেন। শ্রমজীবী ও বেতনের হার কমাইবার জন্য চারিদিকেই চেষ্টা চলিতেছে। ইহা করিলে মজুরের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় অন্যান্য উপায়ে উৎপাদনের খরচা কমাইবারও চেষ্টাচরিত্র চলিতেছে। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে কলওয়ালাদের সঙ্গে তদ্বির করিতেছেন। তিনি বলেন কলওয়ালাদের অনেকটা স্বার্থ বলি দিতে হইবে। যে সকল ব্যাঙ্ক কাপড়ের কলগুলির পুঁজি যোগায় তাহারা কটন ইয়ার্ণ অ্যাসোসিয়েশনকে একটা টেক্সটাইল কর্পোরেশন কায়েম করিবার উপদেশ দিতেছেন।

দুনিয়ার ব্যবসা-মহলে বেশ জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে, অন্যান্য দেশের মত সস্তা দামে মাল বেচিতে পারিতেছে না বলিয়াই বিলাতী কলগুলি এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। বাণিজ্যের কমিটি সম্প্রতি বিলাতের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে "সার্ভে অব্ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রী" নাম দিয়া এক পুস্তিকা বাহির করেন। এই পুস্তিকায় অনেক-কিছু কঠোর সত্য স্বীকার করা হইয়াছে।

ইংরেজরা বস্ত্র-শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন-কর্ত্তা হইলেও ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিরা তাহাদের অনুকরণে বস্ত্র-শিল্পের বিস্তর বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া

ফেলিয়াছে ও তাহাদ্বারা তাহারা বেশ লাভবানও হইয়াছে।

ইংরেজের বস্ত্র-শিল্পের সফলতা দেখিয়া প্রথমে কন্টিনেন্ট ও পরে আমেরিকা, ভারত ও জাপান দ্রুত গতিতে ইহার উন্নতি-সাধনে ব্রতী হইয়াছে। এই সকল দেশ আজকাল প্রভূত পরিমাণে বস্ত্রাদি উৎপাদন করিতেছে। এক কথায় ইংরেজের হাতে আর আজকাল বস্ত্র-শিল্পের চাবি নাই। ইহা আর তাহার একচেটিয়া সম্পত্তিও নয়।

এই সকল দেশে ইংলণ্ডের মত অত পাতলা ফিন-ফিনে কাপড় তৈয়ারী না হইলেও মোটা কাপড় যেরূপ প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন করা হইতেছে তাহা দ্বারাই ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

মধ্যম শ্রেণীর বস্ত্র বিভাগ অর্থাৎ আমেরিকান সেকশান ইংরেজের বস্ত্রশিল্পের প্রধান আশ্রয়স্থল। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য কারণে এই বিভাগের বস্ত্র-উৎপাদনের হার খুবই কমিয়া গিয়াছে। তবু উৎপাদন এখনও পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ইয়োরোপের বাজারে বিলাতী মালের কাটতি দিন দিন বাড়িলেও এশিয়া মহলে বিলাতী মাল বিক্রয় দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ইংরেজের পিস্‌গুড্‌স্ রপ্তানির হার খুব কমিয়া গিয়াছে। অথচ দুনিয়ায় বস্ত্র-চাহিদা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইংলণ্ডে দুনিয়ার ½ ভাগ টাকু ও ½ ভাগ তাঁত বর্ত্তমান।

ইংরেজ কোথায় বাজার হারাইয়াছে ?

ভারতবর্ষ ১৯১৩ সনের পূর্ব্বে ইংরেজের নিকট হইতে ৩,৬০০০ লক্ষ গজ বিলাতী কাপড় কিনিত। বর্ত্তমানে তাহার ঘরোয়া উৎপাদনের ১১০০০ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বিলাতী আমদানির স্থান অনেকখানি পূরণ করিয়াছে।

চীন ইংরেজের বস্ত্র কেনে না

ইংরেজ আজ চীনের ব্যবসাও হারাইয়াছে। ইহার অধিকাংশ আজ জাপানের হাতে। অনেক স্বদেশী বয়কট যদিও স্বাধীন চীনে গজাইয়া উঠিতেছে, তাহা হইলেও ইহা দ্বারা চীনের ঘরোয়া চাহিদা মেটে না। জাপান চীনের অধিকাংশ বস্ত্র যোগায়।

বস্ত্রশিল্পে জাপান

জাপানের বস্ত্রশিল্প যুদ্ধের সময় হইতেই ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও আর্থিক সঙ্কটের পরীক্ষায় জাপান যেরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহার বস্ত্র-শিল্প-সৌধ খুব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভারতে জাপান

১৯১০ সনে জাপান ভারতের কোরা বস্ত্রের ৪০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র সরবরাহ করিত। আজ ১৯২৮ সনে জাপান ভারতের কোরা বস্ত্রের ৫ ভাগের ১ ভাগ নিজে সরবরাহ করে।

এই সময়ের মধ্যে চীনে জাপানের বস্ত্র রপ্তানির হিস্যা ½ ভাগ হইতে ¾ ভাগে পরিণত হইয়াছে। ইহা অবশ্য ল্যাঙ্কাশিয়ারের ভাত মারিয়া। বস্ত্র-শিল্পে আজ কেবল জাপান ইংরেজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে না; পরন্তু ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, নিকট প্রাচ্যও আজ ম্যানচেষ্টার ল্যাঙ্কাশিয়ারের বিরুদ্ধে জোট পাকাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিজলীর রেওয়াজ

সমস্ত জিনিষ উৎপাদনে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক কলকব্জা বিষয়ে সমস্ত বড় বড় বাণিজ্য-প্রিয় দেশের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মানির স্থান দ্বিতীয় এবং গ্রেট বৃটেন তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক কল-কব্জার পরিমাণ প্রায় তিন গুণ হইয়া গিয়াছে। ১৯২৪ সনে মোট ২৬,১২৩,৫৭৩ অশ্বশক্তি অথবা আগের কল কব্জার চেয়ে শতকরা ৭৩ ভাগ বাড়িয়াছে। নিউ ইয়র্কের

ন্যাশনাল ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল্ কনফারেন্সের বিশেষজ্ঞের মতে এইরূপ জানা গিয়াছে।

আর্ম্মানিতে ১৯২৫ সনের তুলনায় শতকরা ৬৬ ভাগ কল-কব্জা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। এবং গ্রেট বৃটেনে শতকরা ৪৮ ভাগ অথবা অর্দ্ধেকেরও কিছু কম কলকব্জা বিদ্যুৎ-শক্তি-সম্পন্ন করা হইয়াছে।

১৯১৪-১৯১৯ সনে—যুদ্ধের কয়েক বৎসরে—যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন-ব্যবসায় সব চেয়ে বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইয়াছিল। এবং এই পাঁচ বৎসরে ইহা শতকরা ৮৩৬ ভাগের চেয়ে বেশী হইয়াছিল এবং সাধারণ হিসাবে ইহা বৎসরে প্রায় শতকরা ১৩ বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯২৩ সন হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছিল।

বাষ্প ও জল-শক্তি

অপর পক্ষে দেখা গিয়াছে যে, বৈদ্যুতিক ছাড়া বাষ্প, জল ও অন্যান্য শক্তি-সম্পন্ন কলকব্জার ব্যবহারও ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের মধ্যে বেশ কমিয়া আসিয়াছে। ১৯১৪ সনে ব্যবসায় মোট ২২,৩০১,১৮৯ অশ্বশক্তি ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৮,৮৩৫,৯১০ অশ্বশক্তি বিদ্যুৎ-সম্পন্ন এবং ১৩,৮৭১,২১৯ অশ্বশক্তি অন্য শক্তি-বিশিষ্ট ছিল। ১৯২৫ সনে মোট ২৬,১২৩,৫৭৩ অশ্বশক্তির মধ্যে ৩৫,৭৭২,৬২৮ বিদ্যুৎ-সম্পন্ন ও ৯,৬৮৯,০৪৫ অন্য শক্তি-বিশিষ্ট ছিল। অবৈদ্যুতিক শক্তি-বিশিষ্ট কলকব্জার ব্যবহার এইরূপে খুবই কমিয়া আসিতেছে। ১৯১৪—১৯১৯ সনের মধ্যে শতকরা প্রায় ½ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৯-১৯২৩ সনের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪.৪ ভাগ এবং ১৯২৩-১৯২৫ সনের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

ব্যবসায় বিজলীর বেওয়াজ

ব্যবসায় বিভিন্ন বিভাগে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বোর্ডের মতে বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। কল-কব্জা নির্ম্মাণ বিভাগে ইহা শতকরা ১০০ ভাগ বাড়িয়াছে। খাতাপত্রে, স্থলে ও জলে চলাচলের কলকব্জা প্রভৃতি বিষয়েও বিদ্যুতের প্রায় সম্পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে শতকরা ৯৯.৭ ভাগ বিদ্যুতের ব্যবহার হইতেছে। রবারের ব্যবসায় প্রায় ৯৪.২ ভাগ বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন কলকব্জা ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত-যন্ত্র, রেলরাস্তা মেরামতি এবং ধাতু-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ব্যবসায় ৯০.৬ ভাগ থেকে ৮৩.১ ভাগের ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে।

অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যবসায়ের মধ্যে সমগ্র ব্যবসায়ে ব্যবহৃত মোট বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় পাথর, কাদা ও কাঁকর নির্ম্মিত জিনিষের শতকরা ৮০.৬ ভাগ বিদ্যুৎ-সম্পন্ন হইয়াছে, চামড়া এবং চামড়া-নির্ম্মিত জিনিষে শতকরা ৭৮.৬ ভাগ, তামাক-সংক্রান্ত ব্যবসায় শতকরা ৭৫.২ ভাগ, লোহা, ইস্পাত ও উহাতে নির্ম্মিত জিনিষে শতকরা ৭১.৭ ভাগ, কাপড় চোপড় প্রভৃতি তুলা-সংক্রান্ত ব্যবসায় শতকরা ৬৭.৫ ভাগ, খাদ্যাদি বিষয়ে শতকরা ৬৬.১ ভাগ, রসায়ন ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৬৩.৪ ভাগ, কাগজ ও ছাপা-সংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৬২.২ ভাগ এবং কাঠ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৪৯.২ ভাগ বিদ্যুতের ব্যবহার হইতেছে।

কানাডায় ইংরেজ নারী ঔপনিবেশিক

গত বৎসর ৭২১৫ জন ইংরেজ নারীকে "এম্পায়ার সেট্‌ল্‌মেণ্ট অ্যাক্ট" অনুসারে কানাডায় পাঠানো হয়। পথ খরচার বেশীর ভাগ (৭০, ২০৯ পাউণ্ড) বিলাতের গভর্মেণ্ট বহন করেন; বাকী অংশটা (২১,০০০ পাউণ্ড) কানাডা গভর্মেণ্ট দিয়াছেন। উহাদের এ বৎসরের খাওয়াপরার বন্দোবস্তের সমস্ত ব্যয় কানাডা গভর্মেণ্টকেই দিতে হইয়াছে।

বিলাতে কয়লার ব্যবসা

গত বৎসর মোট ১১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টন কয়লা জগতে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে ২৪ কোটি ২০ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা ২২ ভাগ ইংলণ্ড যোগাইয়াছে।

প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবার জন্য ইয়োরোপের সর্ব্বত্র লোকসান দিয়াও বিলাতী কয়লা বেচা হইতেছে। ইংলণ্ডের ভিতরে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া সেই লোকসান পূরণ করা

হইতেছে। বিলাতের ভিতর চড়া দরেও যখন বিক্রয় করা চলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, অতিরিক্ত উৎপাদন কয়লার ব্যবসার প্রকৃত দুরবস্থার কারণ নহে; বস্তুতঃ, কয়লার ব্যবসার দুরবস্থার প্রকৃত কারণ হইতেছে কয়লা উৎপাদনে উন্নততর প্রণালীর প্রয়োগের অভাব। কিন্তু এই গলদ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে না; বরং দেশের ভিতরে চড়া এবং বাহিরে সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া ইহা চাপা দিবারই চেষ্টা করা হইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থা নানা কারণে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক :—(১) বিলাতের নানা শিল্পের জন্য কয়লা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহা বিলাতের জন্য না রাখিয়া বিলাতের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে (জার্ম্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতিকে) সস্তায় যোগানো হইতেছে; (২) দেশের ভিতরে ও বাহিরে দরের পার্থক্যের জন্য যে পরিমাণ টাকা লোকসান হইতেছে, কয়লার রপ্তানি কোন মতে বজায় রাখিবার জন্য সেই পরিমাণ টাকা খনিওয়ালাদিগকে দেওয়া হইতেছে; (৩) যাহাদের সহিত বিলাত প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহারা আরও অল্প ব্যয়ে কয়লা উৎপাদন করে। তাহাদের দেশে লোকসান দিয়া কয়লা পাঠাইয়া তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়াই মূর্খতা।

কয়লার ব্যবসার অবস্থা খারাপ বলিয়া খনির মজুরেরা কম মাহিয়ানা পাইতেছে; দক্ষিণ ওয়েল্‌সের মজুরদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কোন কোন খনির মজুরেরা উৎপাদন কমিলেই কয়লার ব্যবসার অবস্থা ভাল হইবে, ইহা ভাবিয়া কাজে ফাঁকি দিয়া উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে আরম্ভ করিয়াছে। হর্ডেন কয়লার খনির (ডারহাম প্রদেশে) ৪০০০ মজুর ৫ ভাগ উৎপাদন কমানোর জন্য বিতাড়িত হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরাকাটা শিল্প

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসের হিসাব এইরূপ :—

(১) হীরাকাটার চলতি কারখানের সংখ্যা—৮টি

(২) মজুরের সংখ্যা—

সাইসেন্স-প্রাপ্ত 'কাটার'—১

রেজিষ্টারী করা মজুর—৪৩

আপ্রেন্টিস্—৩০

অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ মজুর—৬

কাফ্রি মজুর—৮

(৩) মসৃণ-করা হীরার মোট ওজন—৬১৭.১১ ক্যারেট

মোট মূল্য—১৪৬১৬ পা ১০ শি

অষ্ট্রীয়াকে রেল-লাইন আমদানি করিতে হইবে

অষ্ট্রীয়াতে ২,২০০ কিলোমিটার রেলপথ নূতন করিয়া পাতা হইতেছে এবং ৪৩০ কিলোমিটার নূতন লাইন খোলা হইতেছে। ৮ মাসে মোট ১৮০,০০০ টন রেল-লাইন আবশ্যক। কিন্তু অষ্ট্রীয়ার কারখানাগুলার এত রেল-লাইন উৎপাদন করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং যে পরিমাণ রেল-লাইন দেশের মধ্যে পাওয়া সম্ভব হইবে না, তাহা বাহির হইতে আমদানি করিতে হইবে।

অষ্ট্রীয়ার 'নাট' ও 'বোল্ট' ব্যবসা

১৯২৬ সনে অষ্ট্রীয়ার নাট ও বোল্ট উৎপাদন-কারীরা ৩৭০০ টন ওজনের নাট ও বোল্ট প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৯২৭ সনে ৮৪০০ টন ওজনের নাট ও বোল্ট প্রস্তুত করে। অষ্ট্রীয়ার মধ্যে নাট ও বোল্টের চাহিদার পরিমাণ অল্প। সুতরাং গত বৎসর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ রপ্তানি করিতে হইয়াছিল। ইয়োরোপের অন্যত্র প্রস্তুত নাট ও বোল্টের মূল্য অষ্ট্রীয়ায় প্রস্তুত নাট ও বোল্টের মূল্যের তুলনায় সস্তা; কিন্তু তাহা হইলেও অষ্ট্রীয়ায় প্রস্তুত নাট ও বোল্টের বেশ চাহিদা আছে। অষ্ট্রীয়ার নাট ও বোল্ট নির্ম্মাণের কারখানাগুলা পুরা দমে চলিতেছে।

১৯২৭ সনের শেষার্দ্ধে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য

জাপানের ১৪০০ কারবারের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ১৩১৭টী কারবার মোট ৪৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার ইয়েন লাভ করিয়াছে। বাকী ১৮৩টী কারবার মোট ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৭ হাজার ইয়েন লোকসান দিয়াছে। আদায়ী মূলধনের উপর লাভের পরিমাণ শতকরা ১০৭ হারে। আজকালকার দিনে শতকরা ১০৭ হারে

লাভ দেখিয়া অন্যান্য অনেক দেশেরই চোখ টাটাইবে, কিন্তু জাপানীরা বরাবর উচ্চ হারে লাভ পাইয়া আসিতেছে বলিয়া শতকরা ১০৭ হারে লাভও তাহাদের চোখে নিতান্ত কম ঠেকিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকসান ভোগ করিয়াছে রবারের কারবার। কিন্তু ইহাতে জাপানীদের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কারণ এই কারবারে কেবল বিদেশী মূলধনই খাটিতেছে। জাপানী মূলধনে রবারচাষ চলিতেছে মালয় ও বোর্ণিওতে। লোকসানের ফলে বিদেশী মূলধন এই কারবারে আরও কম আসিতে পারে, ইহাতে জাপানীদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তবে লোকসানের ফলে যদি অনেক লোক বেকার হইয়া পড়িত তাহা হইলে জাপানীদের স্বার্থে আঘাত লাগিত বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকসানের জন্য কেহই কর্ম্মচ্যুত হয় নাই।

রাসায়নিক কারবারগুলাও লোকসান দিয়াছে; তাহার কারণ কৃষির অবস্থা ভাল নহে বলিয়া রাসায়নিক সারের চাহিদা কমিয়াছে।

মদ তৈয়ারীর কারবারের হিসাব দেখিলে মনে হয় লাভ বাড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য নয়; কারবারগুলার সম্পত্তির দরের হিসাব নূতন করিয়া করা হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে আয় বাড়ে নাই, বরং একটু কমিয়াছে।

১৯২৭ সনে 'জাপেকার' বহির্ব্বাণিজ্য

গত বৎসর (১৯২৭) ৪,১৬৩,০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করা হয়; ১৯২৬ সনের তুলনায় ৬ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে।

কয়েকটী প্রধান রপ্তানি-দ্রব্যের রপ্তানি কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

	১৯২৭	১৯২৬ সনের তুলনায় বর্দ্ধিত অংশের মূল্য
কয়লা—	২১,১৫১,৮৮১ কাঁদি	৩ লক্ষ পাউণ্ড
মূল্য—	২,৩৮৫,৪৬৪ পাউণ্ড	
অশোধিত চিনি—	৪৯,১৯১ টন	১ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড
মূল্য—	৭২২,২২৭ পাউণ্ড	
সিমেণ্টো—	২,৮৬৪,৪৪১ পাঃ ওজন	১৫ হাজার ৩ শত পাউণ্ড
মূল্য—	২৬৫,৩০৮ পাউণ্ড	

কোকো, কফি, নারিকেল, মধু এবং কাঠের নির্য্যাস প্রভৃতির রপ্তানি বিশেষ বাড়িয়াছে।

নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, কমলালেবু, আদা, কাঠের রপ্তানি বিশেষ কমিয়াছে।

প্রেগের বিশ্ব-মেলা

সম্প্রতি প্রেগ সহরে ইণ্টারন্যাশনাল স্যাম্পেল ফেয়ার (আন্তর্জ্জাতিক নমুনা-প্রদর্শনী) নামক এক মেলা হইয়া গেল। ইহাতে ৪৬০,০০০ ক্রেতার ভিড় হইয়াছিল। ৩৯টি জাতির লোক ঐ মেলায় যোগদান করিয়াছিল। প্রত্যেক শিল্পের প্রদর্শনীই সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। এই মেলায় দেখা গেল চেকো-স্লোভাকিয়া যুদ্ধের ক্ষতি সামলাইয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। সে যুদ্ধের পূর্ব্বের মত সস্তা দামে শিল্পজাত মালপত্র বিক্রয় করিতেছে। দেশের চারিদিকে শিল্পোন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দেশটা ঐশ্বর্য্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। লোকের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি অনেকটা উঁচু হইয়াছে। তাহারা আহার বিহার ও অন্যান্য সুখ-শান্তির জন্য বেশী টাকা পয়সা ব্যয় করিতেছে। ব্যাঙ্কেও তাহাদের পুঁজি কম নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের খাতায় ওদের বেশ মোটা রকমের ব্যালান্স আছে। এখানে বেকার-সমস্যা নাই বলিলেই চলে।

এবারের মেলার বিশেষত্ব এই যে, বিস্তর আমেরিকান এই মেলায় যোগদান করিয়াছিল। ইহারা প্রধানতঃ কাচ ও চীনা মাটির দ্রব্য, জুতা, লিনেন ও অন্যান্য রকমারি চিজ ক্রয় করিল। মধ্য ইয়োরোপে আবার সুদিন দেখা দিয়াছে। শিল্প আজ ঐ সকল দেশে নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করিতেছে। প্রেগের মেলায় জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, যুগো-স্লাভিয়া এবং রুমানিয়া হইতে অধিক-সংখ্যক ক্রেতা আসিয়াছিল। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে

খুব চেকো-স্লোভাকিয়ার স্থান কত বড়, ভারতবাসী তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। চেকো-স্লোভাকিয়ার পরবর্ত্তী বিশ্ব মেলার তারিখ পড়িয়াছে ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর। ফ্রান্স, স্পেন, সোভিয়েট রুশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, রুমানিয়া, ব্রেজিল এবং কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশ ঐ মেলায় সরকারীভাবে যোগদান করিবে ও নিজেদের শিল্পজাত মাল প্রদর্শন করিবে। ঐ মেলার সঙ্গে একটী স্থায়ী মেলা-গৃহ উদ্বোধনেরও উৎসব সম্পন্ন করা হইবে। দুনিয়ার ফ্যাক্টরি এক্জিবিশনের মধ্যে এইটাই সব চাইতে বড় এবং ঐ মেলা-গৃহটি দুনিয়ার সেরা হইবে। ইহাতে স্থায়িভাবে মেলা প্রদর্শনীর ঘরগুলি প্রস্তুত করা হইবে। ইহা বিদেশীদের শিল্প-বাণিজ্যের এক সুবৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হইবে।

মৌসাফিরের সুবিধা

ইয়োরামেরিকানদের মধ্যে দেশ-পর্য্যটনের বাতিক খুব বেশী। আমেরিকানরা তো ওয়ার্ল্ড টুরিষ্ট বলিয়া নাম কিনিয়া ফেলিয়াছে। ইয়োরোপের টাকা পয়সাওয়ালা লোক অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া কন্টিনেন্টাল টুরে বাহির হন। ফরাসীরা টুরিষ্ট বা ভ্রমণকারীদের জন্য বালিনে সম্প্রতি এক "স্বাগতম" সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার নাম "মেসঁ দে ফ্রান্স"। ইহার মূলধন জোগাইবে ফরাসী রেল ও জাহাজ কোম্পানী, ফরাসী হোটেল, ভ্রাম্যটোরিয়াম ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-নিবাস। টুরিষ্টদের জন্য এই নয়া কোম্পানী রাস্তাঘাট, মানচিত্র, স্বাস্থ্যনিবাসগুলির পরিচয়, হোটেল, সরাই প্রভৃতির যাবতীয় খবর জোগাইবে। প্যারিস, লণ্ডন, কোপেনহেগেন-মাদ্রিদ ও নিউইয়র্কে ঐ কোম্পানীর শাখা-কেন্দ্রগুলি শীঘ্রই খোলা হইবে। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠায় ফরাসীর এক অবশ্য মতলবও আছে। দলে দলে টুরিষ্টদিগকে ফরাসী দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারিলে দেশের শিল্প-জাত মালপত্রের কাটতি বাড়িবে, এবং টুরিষ্টরা ফরাসী শিল্পের নতুন নতুন ফ্যাশানের সঙ্গে পরিচিত হইবে।

বিলাতে চিনি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য-মিশ্রিত জিনিষের উপর কাষ্টম্‌সের শুল্ক-পরিবর্ত্তন

১৯২৮ সনের ২৭শে এপ্রিল তারিখে বিলাতে হাউস্ অব্ কমনস্ সভায় চিনি, গুড়, গ্লুকস্, ক্যারামেল প্রভৃতির উপর কাষ্টম্‌সের শুল্কের হার-পরিবর্ত্তনের এক মন্তব্য পাস্ হইয়াছে। এই মন্তব্য অনুসারে লণ্ডনের কাষ্টমস্ হাউস্ হইতে চিনি অথবা যে কোন মিষ্টদ্রব্য-মিশ্রিত জিনিষের উপর এবং দুই একটা স্পিরিট ও কড়া রসের উপর শুল্কের হার বদলাইয়া এক বিজ্ঞাপন (১৯২৮ সনের জুন মাসের ১৭ নম্বর বিজ্ঞাপন) জারি করা হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বেশীর ভাগ চাটনী রপ্তানি হইয়া থাকে। শুধু এই জিনিষের জন্য প্রতি হন্দরে ২ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া শুল্কের একটা বিশেষ হার ঠিক হইয়াছে।

(১) দেশী

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির

কলিকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে ৫ এবং ৫।১ নং ওলাই-চণ্ডী রোডে এই বিদ্যালয়টী অবস্থিত। ইহাতে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

খ্যাতনামা ধনী ৺মহিলাল শীলের অন্যতম উত্তরাধিকারী ৺ঘাশিকলাল শীল মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা একটী অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহকল্পে পৃথক করিয়া রাখিয়া যান। উইলের সর্ত্ত অনুসারে ঐ বিদ্যালয়ে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে এবং বিদ্যালয়-সংলগ্ন একটী বোর্ডিংএ ১২টী দরিদ্র ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে এবং তাহাদের অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় বহন করা হইবে। ঐ টাকার সুদ হইতেই বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইতেছে।

এই বিদ্যালয়টী সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ইহার টেক্‌নিক্যাল বিভাগে নিম্নলিখিত ৮টী বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

(১) সীবন ও কর্ত্তন শিল্প বা দরজীগিরি
(২) পুস্তক বাঁধাই
(৩) বেত্র-শিল্প
(৪) লৌহ-শিল্প ও ইলেকট্রোপ্লেটিং
(৫) মৃৎশিল্প
(৬) বাকসিল্প বা ছুতারগিরি
(৭) চিত্র-বিদ্যা
(৮) রঞ্জন ও সূত্র-নির্ম্মাণ

বিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগের ছাত্রদিগকে এই ৮টী বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টী বিষয় লইতে হয়। শুধু টেক্‌নিক্যাল বিভাগের ছাত্র লওয়া হইয়া থাকে। এই সব ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে সাধারণ বিভাগেও এক অথবা একাধিক বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারে। সকল বিভাগেই ছেলেরা সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী করিতেছে।

এই বিদ্যালয়ে তৈরী বেতের সুটকেস, চেয়ার, বাস্কেট, বেতের কাজ করা ছড়ি, কাঠের চৌকী, কলমদানি বড় ছুরি ও চাকু, বাঁধানো পুস্তক, লিখিবার প্যাড্, সার্ট, পাঞ্জাবী, জামার-ছিট, মশারির থান ও মশারি ভাঁজার, ব্লাকবোর্ড ক্লিনার, মাটীর খেলনা, বাই, রিলিফ ম্যাপ ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ দেখিয়া বিশেষরূপে আশা করিতে পারা যায় যে, এই বিদ্যালয়টীদ্বারা বেকার-সমস্যা-পীড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খানিকটা উপকার হইবে।

ছাত্রদের তৈরী জিনিষগুলি বিক্রী হইলে মূল্যটা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকগুলি ছাত্র এই ভাবে বেশ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থায় তাহাদের উৎসাহ খুবই বাড়িবার কথা।

সঙ্গীত ও রান্নাদি শিক্ষা দিবার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। এজন্য একজন পৃথক শিক্ষক আছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিতভাবে ক্লাস হইয়া থাকে। তথায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং এক্সপেরিমেণ্ট দেখান হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। এ বিষয় দুইটীই বাধ্যতামূলক।

ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছাত্রদিগের নিকটে নানারূপ অত্যাবশ্যক ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়। এজন্য বিদ্যালয়ের একটী নিজস্ব ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ এবং অনেকগুলি স্লাইড আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন—যিনি বুকের উপরে হাতী রাখিতে পারেন, এক সঙ্গে দুইখানা মোটর গাড়ী থামিয়া রাখিতে পারেন, মাংসপেশীর আকুঞ্চনাদিতে যাঁহার নৈপুণ্য অদ্ভুত—এই বিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক। ছেলেদের খেলিবার জন্য বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী সুবিস্তৃত টালা পার্কে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় তাহারা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়াদি করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ২০০০ পুস্তক আছে। জানা গেল তাহার মূল্য অন্যূন ১৫,০০০ হাজার টাকা হইবে। প্রতি মাসে লাইব্রেরীর কলেবর বর্দ্ধিত করা হইতেছে। লাইব্রেরীতে কয়েকখানা রেয়ার বুক (দুষ্প্রাপ্য বই) আছে।

প্রত্যহ শিক্ষক ও ছাত্রগণের সমবেত প্রার্থনার পর বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের দিকে যে কর্ত্তৃপক্ষের সুতীক্ষ্ণ নজর আছে আর একটী ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ছেলেদের মাসিক প্রোগ্রেস্ রিপোর্টে তাহাদের শরীরের ওজনটাও লিখিয়া অভিভাবকদের নিকটে পাঠান হয়। এজন্য ওজন করিবার একটী সুন্দর যন্ত্র আছে। উহার উপরে দাঁড়াইলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ওজনটা ঠিক পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে মাসে একবার করিয়া এই যন্ত্র-সাহায্যে মাপা হয়।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বোর্ডিংএ অনাথ এবং দরিদ্র বাবুটী ছেলের বিনা খরচে থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা আছে। এই ছেলেরা খাওয়া ও থাকার খরচ ব্যতীত পুস্তক, কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র, চিকিৎসা এবং গৃহ-শিক্ষকের খরচও বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে পাইয়া থাকে। উহাদের এক্সকার্শান ইত্যাদির ব্যয়ও ঐ তহবিল হইতেই দেওয়া হয়। বোর্ডিংএর ছেলেদের নৈতিক চরিত্র ও স্বাস্থ্যের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ নজর আছে বুঝা গেল। সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করা এবং বিকাল বেলা খেলা ও ব্যায়াম করা বাধ্যতামূলক। ছেলেদের আহারের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মৎস্য ও দুগ্ধের ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে হইলে উপরি উক্ত ঠিকানায় বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত হরিদাস বসুমল্লিক, বি, এল, অথবা হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে। ফোন নং বড়বাজার ৩০১৮।

"নিম্ন-মধ্যশ্রেণী" ও মজুর

নিম্ন মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শ্রমিকদের অবস্থার চেয়ে এতটুকুও ভাল নয়। কৃষকদের ন্যায় তাঁরাও শোষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকের এই কৃষক ও শ্রমিক জাগরণের সময়ে তাঁদের জাগরণের কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না। যতই শোষিত, নির্য্যাতিত ও সর্ব্বহারা তাঁরা হোন্ না কেন, সমাজের উচ্চতর অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর সহিত তাঁদের অদ্ভুত নাড়ীর বন্ধন রয়েছে। শোষকদের দ্বারা পদ-দলিত হয়েও তাঁরা আপনাদিগকে শোষকদেরই নিকট-আত্মীয় ব'লে মনে ক'রে থাকেন। তাঁদের মানসিকতা কিছুতেই তাঁদিগকে কৃষক ও শ্রমিকদিগের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হ'তে দিচ্ছে না। তাঁরা অনেক সময় জনগণের সংগ্রামের অন্তরায় হ'তেও ছাড়েন না। কলিকাতায় ও হাওড়ায় বেথর-কর্ত্তাদের ধর্ম্মঘটের সময় এ ব্যাপার আমরা ভালরূপে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি। দু'জায়গাতেই নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর যুবকগণ ধর্ম্মঘট ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন।

যা কিছু হোক্ না কেন, অর্থনৈতিক আর সামাজিক অত্যাচার আজ কৃষক ও শ্রমিকগণকে ক্রমশই সংগ্রামশীল ক'রে তুলছে। 'শ্রেণী-সংগ্রাম বিদেশের আমদানি জিনিষ, ভারতের পুণ্য-ভূমিতে তা কিছুতেই সইবে না' ব'লে যাঁরা ধনিকগণের হয়ে প্রচার-কার্য্য চালিয়েছেন বা চালাচ্ছেন আজ তাঁদেরি বুকের উপরে শ্রেণী-সংগ্রামের নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেছে। সব ধর্ম্মঘটই যে কৃতকার্য্য হয়েছে বা হবে তা কেউই বলতে পারে না; কিন্তু, গণ-চৈতন্য ও সংগ্রামশীলতা যে অকৃতকার্য্য হবে না এটা ধ্রুব সত্য। যুগের পর যুগ যারা শোষিত ও পদ-দলিত হয়েছে তাদেরি দিন এখন আসছে। নির্য্যাতনকারী আর শোষকের দল বুঝতে

পেরেছে যে, তাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই, তারাও আজ "কাটি লীগ" আদি গঠন করে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু, যারা সমাজের পরগাছা স্বরূপ, কোনো কিছু উৎপন্ন করার ক্ষমতা যাদের এতটুকুও নেই, কেবল একমাত্র শোষণের উপরেই যাদের সব-কিছু নির্ভর ক'রে থাকে, তারা ভাড়াটে লোকের সাহায্য লাভ ক'রে অগণিত জনগণের আক্রমণ আর কতকাল সইতে পারবে?

আজ এই গণ-জাগরণের মুহূর্ত্তে যাঁরা জাতীয় আন্দোলন-কারী ব'লে আপনাদের পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁদেরও সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা এতকাল ভাবতেই পারেন নি যে, তাঁদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরেও পৃথিবী আছে। তাঁরা কখনো চান নি যে, জনগণের উদ্বোধন হোক্, সংগ্রামের দ্বারা জনগণ সব ক্ষমতা করতলগত করুক। কংগ্রেসের বেদী থেকে তাঁরা বারে বারে জনগণের দাবী-দাওয়াকে উপেক্ষা ক'রেছেন। কিন্তু, তাঁদেরও আজ গোঁজামিল দিতে হচ্ছে—এখানে ওখানে জনগণের নামে দু' একটা কথা তাঁরাও আজ না বলে থাকতে পারছেন না, যদিও সে সব কথা মোটেই প্রাণের কথা নয় এবং অনেক সময়ে জনগণের অহিত করার জন্যেও সে সব কথার উচ্চারণ তাঁরা করেন। বোম্বের কাপড়ের কলের শ্রমিক-ধর্ম্মঘট, কলিকাতার মেথর ও বাড়ুদার ধর্ম্মঘট এবং সম্প্রতি কেশোরাম কটন মিলের ধর্ম্মঘট ব্যাপারে আমরা এই শ্রেণীর লোকের স্বরূপ অনেকটা চিনে নিয়েছি। এঁরা জনগণের উদ্বোধনকে ভালো চোখে ত দেখছেনই না, অধিকন্তু এটাকে একটা বিপদ ব'লেও মনে করছেন। কাজেই, এ উদ্বোধনের বিরুদ্ধাচরণ এঁরা করবেন। বলতে গেলে তাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভও করে দিয়েছেন। তবে নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকেদের বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীদের জন্যে একটা ভাববার সময় উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা যদি এখনো তাঁদের অভিজাত মানসিকতা পরিহার না করেন এবং জনগণের সংগ্রাম থেকে আপনাদিগকে এরূপ দূরে সরিয়ে রাখেন, তাহলে তাঁদের অবস্থা কত যে শোচনীয় হয়ে পড়বে, সে কথা আমরা ভাবতেও পারছি নে।

(গণবাণী)

সমাজ সংস্কার

হিন্দুদের অন্যতম মুখপত্র আনন্দ-বাজার বলিতেছেন,—

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে যখন রাজা রামমোহন রায় "সতীদাহ" এবং "গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপের" বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং তথাকথিত রক্ষণশীল সমাজ এবং স্মৃতির মহাশয়দিগের চীৎকার ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াও তাহা রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ করিলেন, তখন দূরদর্শী রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা কেবল সদুপদেশের কার্য্য নহে। যদি আইন না হইত, তাহা হইলে কি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ বাল্যবিবাহ আইন দ্বারা বন্ধ করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে যাঁহারা 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কেবল ইহাই বলি, ধর্ম্মকে অহিফেনের বটিকারূপে ব্যবহার করিয়া লোককে আর মোহাচ্ছন্ন করিবেন না। মায়ের নিকট সন্তান কি বস্তু, তাহা বলাই বাহুল্য। সন্তানের জন্য প্রাণ দিতে পারে যে মা—সেই মা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ধর্ম্মরূপ অহিফেনের বটিকা খাইয়া সংস্কৃত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কোলের সন্তানকে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর-সঙ্গমে বিসর্জ্জন দিয়াছে—আচম্বিতে বাহুক্রোড়চ্যুত শিশু যখন ক্ষুদ্র দুই হস্তে অসহায়ের মত আকাশে আশ্রয় খুঁজিয়াছে,—ভীতকণ্ঠের ক্ষীণ কণ্ঠের অন্তিম কাকুতি অর্দ্ধোচ্চারিত থাকিতেই জলতলে ডুবিয়াছে—সেই সময় অন্যকার দ্রাবিড়ী শাস্ত্রী-তর্কবাগীশদের পূর্ব্ব-পিতৃগণ হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া পুণ্যকামী জননীর হস্ত হইতে দানের দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছেন! শতাব্দীর পর শতাব্দী এই পৈশাচিক ধর্ম্মানুষ্ঠান অবাধে চলিয়াছে—কেহ সন্দেহ করে নাই, প্রশ্ন করে নাই,—পাপ ও অন্যায় ভাবিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয় নাই।

সতীদাহে"ও সেই কথা—সদ্যঃ বিধবাকে 'সিদ্ধি ও ধুতুরা' খাওয়াইয়া 'হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আত্ম-সমর্পণের' সুবিধা করা হইত—সে পৈশাচিক কাণ্ডের বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। আইন দ্বারা এই দুই পৈশাচিক প্রথা রোধ না করিলে অদ্যাপি ধর্ম্মের নামে শিশুহত্যা, নারী-হত্যা অবাধে চলিত।

৪৬ বৎসর পূর্ব্বে সঞ্জীবনী যে কথা প্রচার করিয়াছিল, আজ হিন্দু-সমাজ তাহার সমর্থন করিতেছেন। আমরা সানন্দচিত্তে আমাদের সহযোগীকে ধন্যবাদ দিতেছি।

(সঞ্জীবনী)

মিঃ হাজীর উপকূল-বাণিজ্য-সংরক্ষণ বিল

ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার পূর্ণ সমর্থন

মিঃ হাজির উপকূল-বাণিজ্য-সংরক্ষণ বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় ছাপরাল চেম্বার্স অব্ কমার্সের জয়েন্ট সেক্রেটারী ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় প্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর মধ্যে ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইবে, মিঃ এস্, এন্ হাজির এই মর্ম্মের বিল আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এই সংরক্ষণ-নীতি ব্যতিরেকে সুগঠিত বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দেশীয় কোম্পানী গড়িয়া তোলা সুকঠিন। বিশেষতঃ বৈদেশিক কোম্পানী ভাড়া-হ্রাস প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ কার্য্য আরও সুকঠিন করিয়া তোলে।

অন্যান্য দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের ইতিহাস আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশেই দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, উপকূল-বাণিজ্য দেশীয় কোম্পানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে, ভাড়া অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ তখন একাধিক দেশীয় কোম্পানী গঠিত হইবে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিবে। যদিও তর্কের খাতিরে একথা স্বীকার করা যায় যে, এই সমস্ত কোম্পানী একতাবদ্ধ হইতে পারে, এবং প্রতিযোগিতা নাও চলিতে পারে; তথাপি বর্ত্তমান অবস্থারও তাহার সম্ভাবনা নাই, এমন কথা বলা চলেনা। বর্ত্তমান সময়েও জাহাজের ভাড়া যেরূপ কম হওয়া উচিত, সেরূপ কম নহে। দেশীয় কোম্পানী গঠিত হইলে এবং উপকূল-বাণিজ্য দেশীয় কোম্পানীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে, যে মালের দর কমিয়া গিয়াছে, সে মালের ভাড়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে এবং এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে দেশীয় দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানির অনেক সুবিধা বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এতদ্ব্যতীত ভারতীয় যুবকগণ দেশীয় কোম্পানীর অধীনে নাবিকের কার্য্য শিক্ষা করিবার অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবে এবং অনেক উচ্চপদে ভারতীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে। ফলে ভারতীয় যুবকগণ নাবিকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে। ভবিষ্যতে যদি কখনো ভারতীয় নৌবল গঠিত হয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে লোক বাছাই করিয়া লওয়া চলিবে।

তবে আমার মতে সময় কিছু বেশী করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ৫ বৎসর সময় এই কার্য্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। উহা দশ বৎসর হওয়া সমীচীন। এই সময়ের মধ্যে অনেক দেশীয় জাহাজ কোম্পানী গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত অবস্থার উপযোগী হইতে পারিবে; আর দেশীয় ধনীরাও তাঁহাদের অর্থ এই উপকূল-বাণিজ্যে খাটাইবার জন্য জাহাজ কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন।

বঙ্গীয় বৈশ্যতন্তুবায় সম্মিলন

সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সমস্ত তন্তুবায় জাতিকে প্রীতি ও একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া যাহাতে এই জাতির মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প এবং শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বৈশ্য তন্তুবায় সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেদিন কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, ডাক্তার শরৎচন্দ্র বসাক, এস্, ও, ডি, এল প্রমুখ উৎসাহী ব্যক্তিগণের আন্তরিক চেষ্টায় প্রবীণ সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মিলনে সমগ্র বঙ্গের তন্তুবায়-সমাজের সকল শ্রেণীর অন্যূন দুই সহস্র লোক যোগদান করিয়াছিলেন। কুমারী জ্যোৎস্না প্রভা বসাক কর্ত্তৃক সুন্দরভাবে উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সভাপতি মহাশয় নানা হিতকর

বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালার তন্তুবায় জাতি আমরা যতই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হই না কেন, মূলে আমরা এক পিতামাতার সন্তান—একই বংশের বংশধর—এক তন্তুবায় জাতি। আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। তন্তুবায় সমাজের সকলের প্রতি সকলের যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রেণী-বিভাগরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ধূলিসাৎ করিয়া যাহাতে আমরা সকলেই একযোগে সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারি, আমাদের সকলেরই মধ্যে যাহাতে বন্ধুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তন্তুবায় সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষ ভাবে যত্ন চেষ্টা করা একান্তই আবশ্যক।

একতা ও শিক্ষা না হইলে কোন জাতি উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। আমাদের চারিদিকে যখন সকল জাতি শিক্ষিত হইতেছে, তখন শক্তি-অর্জ্জনের জন্য তন্তুবায় জাতির মধ্যে মিলন, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গালার অনেক পল্লীতে তন্তুবায় সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলোক আদৌ প্রবেশ করিতে পারে নাই। পল্লীবাসী দীন দরিদ্র তন্তুবায় ভ্রাতাগণ এজন্যতার ও অর্থের অভাবে নিজেদের ছেলে মেয়েদিগকে আদৌ শিক্ষাদান করিতে পারিতেছেন না। এ অবস্থায় সমাজের বর্দ্ধিষ্ণু ধনবান মহোদয়গণের এদিকে দৃষ্টি পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা বাঙ্গালার বৃহত্তম তন্তুবায় সমাজকে এই শিক্ষা-বিস্তার-কার্য্যে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

সমগ্র তন্তুবায় জাতিকে একত্র করিয়া তন্তুবায় সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ-বিধান করাই এই সমিতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যানুসারে আমাদের মেদিনীপুর জেলায়ও যাহাতে উক্তরূপ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আমাদের মেদিনীপুর জেলার সকল শ্রেণীর তন্তুবায় ভ্রাতাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। তন্তু-শিল্পের অর্থাৎ বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য একদিন তন্তুবায় সমাজ দেশের শিরোস্থানীয় ছিল। সমগ্র দেশবাসীকে বস্ত্র যোগাইয়া তাহারা দেশের একটী প্রধান অভাব দূর করিত। এই জাতীয় জাগরণের দিনে এখন যাহাতে সেই তন্তু-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও ক্রমোন্নতি করিয়া জাতীয় বৈশ্যদারিদ্র্য দূর করা যাইতে পারে তদ্বিষয়েও প্রত্যেক তন্তুবায় ভ্রাতারই বদ্ধপরিকর হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমাদের তন্তুবায় সমাজ হইতে এখন "তন্তু ও শ্রী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া সমাজের বিশেষ কল্যাণ-সাধন করিতেছে। ইহা জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।

শ্রীগোপীনাথ বসাক মণ্ডল, সম্পাদক,
মেদিনীপুর বৈশ্য তন্তুবায়-সমিতি (মেছুয়া)।

ভারতে জীবনবীমা—সংখ্যা-পত্রের অভাব

ভারতীয় জীবনবীমা সম্বন্ধে কোন ভাল বিবরণী নাই। এই সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণী বাহির হয় তাহা শুধু ভারতীয় কোম্পানীগুলিরই সম্বন্ধে আলোচনা করে। যে সকল বিদেশী কোম্পানী এদেশে ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কথাই জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ২৩টি বিলাতী (বৃটিশ) ও ঔপনিবেশিক বীমা-কোম্পানী জীবনবীমার কাজ করিতেছে। এই কোম্পানীগুলি ১৯১২ সালের ভারতীয় বীমা আইনের আমলে পড়ে নাই বলিয়া ইহারা ইহাদের হিসাবপত্র ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য নহে। এই হিসাবপত্র ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে সুলভ না হওয়াতে তাহারা এই সকল কোম্পানীর অনুসৃত কার্য্য-নীতি সম্বন্ধে ক্রমাগত অজ্ঞই থাকিয়া যায়। যে-সকল ভারতীয় ব্যক্তি এই বিলাতী ও ঔপনিবেশিক কোম্পানীসমূহে জীবনবীমা করেন, এই সম্বন্ধে আইনের সংশোধন করান তাঁহাদের উচিত।

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় জাতীয় ক্ষতি

বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় জাতীয় ক্ষতি বিদেশী পণ্য ক্রয় করায় অপেক্ষাও বেশী। ইহার দুইটি প্রধান দোষের আলোচনা নিম্নে করিতেছি।

(১) বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার ব্যক্তিগত ক্ষতি কম নহে। আর্থার বা অষ্ট্রীয়ান কোম্পানীতে যে সকল ইংরেজ জীবনবীমা করিয়াছিল, মহাযুদ্ধের সময়

শত্রু-রাজ্যে টাকা পাঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহারা প্রিমিয়াম পাঠাইতে পারে নাই। ফলে তাহাদের পলিসি নষ্ট হয় ও টাকা মারা যায়। যে সব জার্ম্মাণ বৃটিশ কোম্পানীতে বীমা করিয়াছিল তাহাদেরও ঐ দশা হইয়াছিল। অচির-ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে এরূপ কোন বাধাত্মক ব্যাপার হইবে কিনা বলা যায় না; তবে ভারতের বৈদেশিক নীতি যখন ভারতীয়দের হাতে নাই, তখন এসম্বন্ধে ঝুঁকি না নেওয়াই ভারতীয়দের পক্ষে অধিকতর নিরাপদ।

(২) বীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের সংগৃহীত প্রিমিয়ামের টাকা বিবিধ লাভজনক কারবারে খাটাইয়া তাহা হইতে বীমাকারিগণকে দাবী, বোনাস্ ও অংশীদারগণকে লভ্যাদি প্রদান করে। যে দেশে টাকা ঐরূপ কারবারে খাটে সেই দেশের লোকই তদ্দ্বারা লাভবান্ হয় অর্থাৎ তথাকার শ্রমিকেরা ও সুদক্ষ লোকেরা উপার্জ্জনের সাহায্য পায় ও দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারে। ভারতবর্ষ যে প্রতি বর্ষে বহু কোটি টাকা প্রিমিয়াম হিসাবে বিলাতে পাঠাইতেছে তাহার ফলে একদিকে বিলাতের মূলধনীরা ফাঁপিয়া উঠিতেছে এবং বিলাতী শ্রমশিল্প জোরালো হইয়া উঠিতেছে, আর এক দিকে মূলধনের অভাবে আমাদের ভারতের শিল্প শ্রমশিল্প বাড়িতে পারিতেছে না। ভারতে যে সব জিনিষ তৈরী হইতে পারে, সে সব জিনিষ পর্য্যন্ত আমরা বিদেশ হইতে কিনিতে বাধ্য হইতেছি।

দেশীয় জীবনবীমার অবস্থা

যদিও বিদেশী প্রতিযোগিতা সম্মুখে লইয়াই ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলি স্থাপিত, তথাপি উহাদের কয়েকটি ভালরূপেই কাজ চালাইতেছে। গত ১৯২৬ সালের বিবরণী অনুসারে ৩১টি ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী ও ১৮টি মিউচুয়াল কোম্পানী আছে দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে এই ৪৯টি কোম্পানী প্রচুর নহে। বিদেশী ২৩টি কোম্পানীকে এই সঙ্গে ধরিলে এই দেশে মোট ৭২টি কোম্পানী রহিয়াছে বলা যায়। এক গ্রেটবৃটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের ৪ কোটি ২৮ লক্ষ লোকের জন্যই ৭০টি জীবন-বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। ভারতের লোক-সংখ্যা ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ; কাজেই সেই অনুপাতে ভারতে বীমা-কোম্পানীর সংখ্যা উহার আটগুণ হওয়া উচিত। ভারতের লোক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, কিন্তু তাহা হইলেও ভারতে যে জীবনবীমার ক্ষেত্র অন্ততঃ দ্বিগুণ প্রসারিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবনবীমার নূতন ক্ষেত্র

বেশীর ভাগ জীবনবীমার কাজ বর্ত্তমানে সহর ও বন্দর-জাতীয় স্থানেই হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে সহর হইতে দূরে যে সকল সঙ্গতিপন্ন লোক বাস করে, তাহারা এখনো জীবন-বীমার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে নাই। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারে।

পল্লীগ্রামের অল্প-আয়-বিশিষ্ট লোকেরা যাহাতে বীমা করিতে পারে এরূপ নানা প্রকারের পলিসির বন্দোবস্ত করিলেই লোকে ধীরে ধীরে বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিবে। ফলে জীবনবীমার ক্ষেত্র স্থায়িরূপে প্রসারিত হইবে।

বীমা-প্রচারে বাংলা ভাষা

আজকাল বীমা-কার্য্যে কেবল ইংরেজী ভাষাই ব্যবহৃত হয়। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কাজের পক্ষে তাহা একটু অসুবিধাজনক। প্রত্যেক পলিসি ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত বর্ণনার কয়খণ্ডলি বাংলায় করা উচিত। এই কার্য্যে গোড়াতে কিছু অসুবিধা আছে; কিন্তু তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলে বীমার কার্য্য সহজে অগ্রসর হইবে।

বীমা-সংগ্রাহকের শিক্ষা

লোককে জীবনবীমায় রাজী করাইবার জন্য উপযুক্ত বীমা-সংগ্রাহকের প্রয়োজন খুব বেশী। যতদূর জানা গিয়াছে, ভারতের কোন স্থানেই বীমা-সংগ্রাহকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই। ইংরেজী ভাষায় এসম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থাদি আছে। তাহার সাহায্যে যদি বীমার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া লেক

বীমা-সংগ্রাহক তৈরী করিতে পারেন, তবে ভারতীয় বীমার প্রসার অনেক বাড়িয়া যাইবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ (বাংলার বাণী, ঢাকা)

চাই বাঙ্গালার অর্থকরী শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর বাঙ্গালী ছাত্রদের যে একটা অতিরিক্ত মোহ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং আর্ট বা সায়েন্সের ডিগ্রী লাভের জন্য বা আইন পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য ছেলেরা এখন আর তত ব্যস্ত নহে। আইনের ব্যবসায় যে অধিকাংশ স্থলেই লোকের প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই হয় না, এ সত্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের লোক বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। ঠেকিয়া শেখার মত অভিজ্ঞতা আর কিছুতেই হয় না। সেই জন্যই আইন কলেজে ছাত্রসংখ্যা এত দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আর্ট বা সায়েন্সের ডিগ্রী সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। ডিগ্রী-ধারী যুবকদের পথে পথে উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হয়। সে বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে ডিগ্রীহীন উমেদারদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দেশের যুবকেরা এসব কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

এই কেরাণীগিরি শিক্ষার ফলে জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী পরাস্ত হইতেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই বিদেশী ও অ-বাঙ্গালীদের হস্তে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। যে বাঙ্গালী একশত বৎসর পূর্ব্বেও একটা প্রধান ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া গণ্য ছিল, তাহারাই এখন ব্যবসায় "আনাড়ি" বলিয়া অপবাদগ্রস্ত। অন্যদিকে কলকারখানার বিস্তার ও আধুনিক যুগের কার্য্যকরী বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় বাঙ্গালী বহু পশ্চাতে। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্য দিকে কল-কারখানা, এই দুই বিষয়ে বাঙ্গালীকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে এমন শিক্ষা চাই। বর্ত্তমান যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কেবল মাত্র সাহিত্যবিষয়ক (লিটারারী) শিক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া, যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রভৃতি আধুনিক যুগোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষা পাইয়া যুবকেরা জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হইয়া উঠে, তাহাই করিতে হইবে। স্কুল-কলেজে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে, আইন ক্লাসে ছাত্র কমিয়া যাইতেছে বলিয়া হা হুতাস করিয়া লাভ নাই, বরং উহাকে "যুগসঙ্কেত" মনে করিয়া নূতন পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিকে পরিচালিত করিতে হইবে।

(আনন্দ বাজার)

মহীশূর ইকনমিক কনফারেন্স

সম্প্রতি মহীশূর ইকনমিক কনফারেন্সের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেওয়ান বাহাদুর ছিলেন সভাপতি। ঐ কমিটি তাঁতের উন্নতির জন্য ৬০০০ টাকা খরচ করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্ম্ম ও অন্ন-সংস্থানের জন্য শীঘ্রই মহীশূর রাজ্যে একটি কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। ইহার জন্য ঐ কমিটি ৫,০০০ টাকা ব্যয় করিবেন। শিক্ষা, কৃষি ও শিল্প বোর্ডগুলির কার্য্যালোচনা করিয়া কমিটি কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য ও বিরাট ভারে কলের চাষ আরম্ভের জন্য অল-ষ্টেট সেন্ট্রাল এম্পোরিয়াম নামক একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মোসাবিদা করেন। পরবর্ত্তী সনের আর্থিক উন্নতির প্রোগ্রাম ধার্য্য করিয়া কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

(২) বিদেশী

বিলাতী রমণী ও ন্যাশনালিটি

ইংরেজের আইন মোতাবেক স্ত্রীলোক বিবাহের পর স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করে। অন্যান্য দেশেও সাধারণতঃ এইরূপ আইনই বর্ত্তমান। কোন ইংরেজ রমণী বিদেশীকে বিবাহ করিলে সে আর তাহার মাতৃভূমির অধিবাসী বলিয়া

দাবী করিতে পারে না। ইংলণ্ডে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা বিদেশীকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া যাহাতে তাহাদের বৃটিশ ন্যাশনালিটি বজায় রাখিতে পারে সেই সম্পর্কে পার্লামেণ্টের সদস্য মিস্ এলেন্ উইলকিন্সন্ হাউস অব্ কমন্সে প্রশ্ন করিবেন।

আমেরিকান্ আইন

আমেরিকান্ আইন অনুসারে স্বামী ও জাতীয়তা নির্বিশেষে ইয়াঙ্কি রমণীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ঐ আইনের বলে ইয়াঙ্কি রমণী বিদেশীকে বিবাহ করিয়া ইচ্ছা করিলে তাহার স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করিতে পারে বা আমেরিকানই থাকিতে পারে। কিন্তু কোন বিদেশী রমণী আমেরিকান্ স্বামী গ্রহণ করিলেই আমেরিকান্ বনিয়া যাইতে অধিকারী নয়। তাহাকে ন্যাচারালাইজ্ড্ আমেরিকান্ হইতে হইলে কমসে কম একটি বছর ইয়াঙ্কি-স্থানে বসবাস করিতে হইবে।

ফরাসী আইন

১৯২২ সনে ফ্রান্স এক আইন পাশ করে। ইহাতে ফরাসী রমণী বিদেশীকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইলেও সে ফরাসীই থাকিয়া যাইবে, যে পর্য্যন্ত সে তাহার স্বামীর জাতীয়তা প্রকাশ্যে গ্রহণ না করে।

ম্যানচেষ্টার গার্জ্জিয়ান ও বিলাতী আইন

ম্যানচেষ্টার গার্জ্জিয়ান বলেন যে, মিস উইলকিন্সন পার্লামেণ্টে ঠিকই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ রমণী বিদেশী স্বামী গ্রহণ করিলেও সে যাহাতে বৃটিশই থাকিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বর্ত্তমানে প্রচলিত আইন অতি প্রাচীন। যে সময় মেয়েদের কোনরূপ অধিকার স্বীকৃত হয় নাই ইহা তখনকার সৃষ্টি। আজকালকার দিনে যখন মেয়েদের সম্পত্তির উপরে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, যখন মেয়েরা আফিস-আদালতে পুরুষের মত চাকুরী দ্বারা নিজেদের অন্নসংস্থান করিতেছে এবং পুরুষের সমকক্ষ অধিকার ভোগ করিতেছে, তখন তাহাদিগের স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করা ঘোর অন্যায় হইবে। বর্ত্তমান আইনের দ্বারা স্ত্রীলোকের জাতীয়তা-নির্ণয়ে খুব বিপদে পড়িতে হয়। ইংরেজ রমণী বিদেশী স্বামী গ্রহণ করার অপরাধে একদিকে বৃটিশ ন্যাশনালিটি হারাইয়া বসে। অনেক ক্ষেত্রে সে তাহার স্বামীর ন্যাশনালিটি হইতেও বঞ্চিত হয়। ফলে কোন গবর্মেণ্টই তাহাকে রক্ষা করে না, তাহার আইনতঃ অধিকার স্বীকার করে না বা সমাজে তাহার কোন ঠাঁই বা ষ্ট্যাটাস থাকে না। বৈদেশিক আইন কানুনের কড়াকড়িতে ইংরেজ রমণীর জীবন আরও কষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ দেখা গিয়াছে, বিনা কারণে কোন ইংরেজ রমণীকে তাহার মাতৃভূমি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার একমাত্র অপরাধ যে, তাহার স্বামী জার্ম্মাণ বা তাহার রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে হোম সেক্রেটারী একমত নহেন। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ১৯২৬ সন হইতে এক কমিটি কর্ত্তৃক অনুসন্ধান চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত ঐ কমিটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।

বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ কোম্পানীর একটি বাৎসরিক সভায় সভাপতির আসনে বসিয়া স্যর আল্‌ফ্রড্ মণ্ড বলিয়াছেন যে, বিলাতের বড় বড় রাসায়নিক কোম্পানী-গুলি অলডেন্, এ্যালায়েড্ কেমিক্যালস্ এবং ডু-পণ্ট্স্ প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানীর সহিত চিরকাল পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে। বাজারে গুজব রটিলেও জার্ম্মাণির কোন রাসায়নিক কোম্পানীর সহিত এ যাবৎ আমাদের কোন কারবার হয় নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর দ্বারা জাতীয় অথবা সাম্রাজ্যিক স্বার্থের হানি হবার সম্ভাবনা আছে এবং যাহাদের দ্বারা বৃটেন অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন উপকার সাধিত হয় না, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ তাহাদের সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত অথবা সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে কখনও রাজী নয়। ইম্পিরিয়াল

কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ নিজেকে জাতীয় ও সাম্রাজ্যিক আপদ-বিপদের বিরুদ্ধে রক্ষক বলিয়া গণ্য করেন।

নকল রেশমের ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এসব জিনিষের রপ্তানি বেশ ভালই হইয়াছে। সারের ব্যবসায় প্রাধান্যের কথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। রাসায়নিক মিশ্রিত সার চলিয়ার আর তেমন বেশী তৈয়ারী হয় না। চিলিংহামে সিন্থেটিক্ অ্যামোনিয়া ওয়ার্কসে নাইট্রোজেন্ মিশ্রিত সার ১৯২৮ সনে ১৯২৭ সনের চারি গুণ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ১৯২৪ সনের আট গুণ প্রস্তুত হইয়াছে। নতুন যে কল বসান হইয়াছে তাহাতে এখানে দুনিয়ার সব জায়গার চেয়ে বেশী প্রস্তুত হইবে আশা করা যায়। এ কোম্পানী নিজেদের জাতির ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য পাথুরে কয়লা হইতে যাহাতে তৈল বাহির করা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ছাড়েন নাই। তিনি শুনিয়া সুখী হইয়াছেন যে, এ বিষয়ে কিছু ফল পাওয়া গিয়াছে এবং ব্যবসার দিক্ দিয়াও ইহা অনেকটা উপকারে আসিয়াছে। কারণ এজন্য পেট্রোলের টাক্স কমিয়া ৪ পেন্স হইয়াছে। নিজেদের দেশে এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে সস্তায় মীমাংসা হয় তাহার জন্য কোম্পানী খুব তদন্ত চালাইতেছেন।

মজুরদের সঙ্গে এই ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোম্পানীর একটা নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে সমস্ত মজুর কোম্পানীতে অনেক দিন ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে ৩,৫০০ জনকে কোম্পানী হইতে বকসিস্ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কোম্পানীর ৩৪১,৪০৪টী অংশ প্রায় চারি মাসের মধ্যে ৫,২৭৯ জন কর্ম্মচারী কিনিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে ৬৫০,০০০টী অংশের চেয়েও বেশী কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অধিকারে আছে।

বিদেশে ইংরেজ-রপ্তানি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের-অন্তর্গত অঞ্চলে বৃটেনের উপরি লোক-সংখ্যা সরাইয়া দিবার জন্য ১৯২২ সনে এম্পায়ার সেটেলমেণ্ট আক্ট পাশ করা হয়। ঐ আইনের বলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৫ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর উপনিবেশসমূহে ইংরেজদের চাকুরী বাকুরী ও বসতি-স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া খরচ করিতে অধিকারী। গত ছয় বৎসরে ১৮০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ইংরেজ সরকার এ বাবদে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন।

কোন বিলাতী কাগজ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে বৃটেন যত চাষক, ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি উপনিবেশ-স্থাপনকারীর আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ডের বেকার-সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের প্রতি বর্গমাইলে ৭০০ শতের বেশী লোক বসবাস করে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দুইজনের কিঞ্চিৎ বেশী লোক বসবাস করে। কানাডার বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা এক কোটি মাত্র এবং অষ্ট্রেলিয়ার লোক-সংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ।

তিন বৎসর পূর্ব্বে কানাডা ও ইংলণ্ডের মধ্যে মাইগ্রেশান সম্বন্ধে এক চুক্তি হয়। ইহার দ্বারা ইংলণ্ড হইতে কানাডায় এক একটা গোটা পরিবারকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতি পরিবারকে ৩০০ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য দিয়া তিন হাজার ইংরেজ পরিবারকে কানাডা পাঠাইয়া দেন। ইহাতে ফল খুবই ভাল হইয়াছে। ইংরেজ আরও দুই হাজার পরিবারকে কানাডা চালান করিবে।

স্যর রবার্ট হর্ণ সম্প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আজ আমাদের ঘরে অনেক উপরি লোক জমিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহাদের অন্ন-সংস্থানের কোন ব্যবস্থাই বিলাতে নাই। ডমিনিয়নগুলিতে অফুরন্ত ভাণ্ডার ও সুযোগ-সুবিধা পড়িয়া রহিয়াছে; আর ঐ সকল দেশের লোক-সংখ্যাও কম। ইংরেজ ভূমি যেখানে সুবিধা পাও সেখানে তল্পি-তল্পা লইয়া যাত্রা কর। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্রস বলিয়াছিলেন 'বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যের একমাত্র সমস্যা মানুষ, অর্থ ও বাজার।' আজ গ্রেট বৃটেন ও ডমিনিয়নগুলিকে জাতীর মত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লোক-সংখ্যা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গালী হিন্দুর মুরগীপোষা

[শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ, বি, এস্-সি মহাশয়ের সহিত মুরগীপালন সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।]

প্রঃ—আপনি নাকি মুরগীর* ব্যবসা করিতেছেন?

উঃ—ব্যবসা ঠিক এখনো আরম্ভ করি নাই, তবে মুরগী পালন করিতেছি বটে।

প্রঃ—মতলবটা ত ব্যবসারই?

উঃ—হাঁ, সেই মতলবেই আরম্ভ করিয়াছি।

প্রঃ—কতদিন আপনি মুরগী পালন করিতেছেন?

উঃ—১৯২৭ সনের নবেম্বর মাস হইতে, অর্থাৎ ৯ মাস ধরিয়া।

প্রঃ—যে কয় রকমের মুরগী পালন করিতেছেন তাদের নাম বলুন।

উঃ—তিন রকমের মুরগী পুষিতেছি (১) রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্স্, (২) হোয়াইট লেগ্হর্ণস্, (৩) চিটাগাংস্।

প্রঃ—এই তিন রকম মুরগীর একটু সাধারণ পরিচয় দিন্। প্রথমে ১নং মুরগীর সম্বন্ধে বলুন।

উঃ—রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্স্ বর্ত্তমানে গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা দেখিতে সুন্দর, লালচে রংএর। ইহাদের ওজন বেশী—সাধারণতঃ ৩ সের হইতে ৪ সের। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাদের ডিম পাড়িবার শক্তি খুব বাড়ানো হইয়াছে। এক একটি মুরগী বৎসরে ২৫০ হইতে ৩০০ ডিম দিয়া থাকে। ডিমের রং বাদামী এবং আকারেও বড়। ডিমগুলি ওজনে প্রায় এক ছটাক হইয়া থাকে।

প্রঃ—এগুলির ডিমই খায়, না মাংসের জন্যও এরা ব্যবহৃত হয়?

উঃ—ইহারা উক্ত উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। উহাই ইহাদের জনপ্রিয়তার কারণ।

প্রঃ—এখন ২নং মুরগীর সম্বন্ধে বলুন।

উঃ—ডিম দেওয়ার জন্যই অনেকদিন হইতে ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে। এই মুরগীগুলি দেখিতে শাদা ও আকারে ছোট। ইহাদের ডিমও শাদা কিন্তু আকারে খুব বড়। ১নং মুরগীর ডিমের চাইতেও ইহাদের ডিম গড়পড়তায় আকারে বড় ও ওজনে ভারি। ইহাদের মধ্যে কোন কোন মুরগী বৎসরে ৩০০ অপেক্ষাও বেশী ডিম দিয়া থাকে। ইহারা আকারে ছোট বলিয়া মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয় না। লেগ্হর্ণ জাতীয় মুরগীর ৩টা শ্রেণী আছে। (ক) শাদা, (খ) কাল, (গ) বাদামী। শাদাটাই সবচেয়ে ভাল বলিয়া সকলের ধারণা। আমার শুধু এই শাদা লেগ্হর্ণই আছে।

প্রঃ—এই মুরগীগুলির উৎপত্তিস্থান কি আমেরিকা ও ইংলণ্ডই?

উঃ—ইহাদিগকে (লেগ্হর্ণ জাতীয় মুরগী) মেডিটারেনিয়ান ব্রিড্ বলে। এই মুরগীগুলি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই ইহাদের

---

* যে স্থানে 'মোরগ' ও 'মুরগী' শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে সেরূপ স্থান ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র 'মুরগী' শব্দের দ্বারা পুরুষ ও মুরুষী উভয়কেই বুঝান হইয়াছে।

এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

প্রঃ—এখন চিটাগাংস মুরগী সম্বন্ধে বলুন।

উঃ—এইগুলি এদেশীয় মুরগী। রং শাদার উপরে ঈষৎ হলদে। ইহাদের আকার লেগ্‌হর্ণ জাতির মতই ছোট। কিন্তু এগুলি ওজনে খুব ভারি। রোড আইল্যাণ্ড মুরগীর মতই ইহাদের ওজন। ইহাদের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। ইহাদিগকে ডা দেওয়ার কার্য্যে ব্যবহার না করিলে ইহারাও বৎসরে ২০০ ডিম দিতে পারে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ডিম আকারে কিছু ছোট হইলেও আকার অনুপাতে বিদেশী মুরগীর ডিম অপেক্ষা ওজনে ভারি।

প্রঃ—চিটাগাংস ছাড়া দেশী মুরগীর অন্য কোন জাতি আছে কি?

উঃ—এদেশের মুরগীগুলির মধ্যে এমন কোন বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না যাহাতে তাহাদিগকে একটা জাতির অন্তর্গত মনে করা যাইতে পারে। একমাত্র চিটাগাংএর মুরগীগুলির মধ্যেই ঐরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় বলিয়া উহারা একটা ব্রিড্ (জাতি) হিসাবে গণ্য হইয়াছে।

প্রঃ—ঐ তিন জাতীয় মুরগীর দামের তারতম্য কিরূপ?

উঃ—১ ও ২ নং মুরগীর দাম খুব বেশী। একটা ভাল পাখী ১৫৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। উর্দ্ধপক্ষে ৫০৲ টাকাও হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে আনিবার খরচা সুদ্ধ আরও বেশী দাম পড়ে। এই দুই শ্রেণীর একটা সাধারণ পাখীও বর্ত্তমানে ৫৲৷৬৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। আজকাল এদেশে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় দাম অনেকটা কমিয়াছে। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে এত কম দাম কল্পনাও করা যাইত না। চিটাগাংস মুরগীর দাম কলিকাতায় সাধারণতঃ ২৲৷২৷৷০ উৎকৃষ্ট হইলে ৫৲৷৬৲ টাকাও হয়।

প্রঃ—পুরুষ ও স্ত্রীভেদে মুরগীর দামের পার্থক্য আছে কি?

উঃ—পুরুষ মুরগী (আমি মুরগী শব্দদ্বারা কুক্কুট কুক্কুটী উভয়কেই বুঝাইতেছি) দাম সব সময়েই বেশী। সাধারণতঃ ½ হইতে ⅔ অংশ বেশী।

প্রঃ—আপনার কার্য্য কোথায় করিয়াছেন?

উঃ—বনগ্রাম (গোবরাডাঙ্গার) পোঃ আফিসের অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে।

প্রঃ—কতকগুলি মুরগী নিয়া কাজ আরম্ভ করেন?

উঃ—রোড আইল্যাণ্ড বড় ২টা মুরগী ও একটা মোরগ এবং ৫টা বাচ্চা মুরগী। হোয়াইট লেগ্‌হর্ণ বড় ৩টা মুরগী ও ১টা মোরগ। চিটাগাংস্ প্রথমে নেওয়া হয় নাই; ২।৩ মাস হইল ৪টা মুরগী ও ১টা মোরগ নেওয়া হইয়াছে।

প্রঃ—তাহা হইলে মোরগ তিন জাতির ৩টা মাত্র। বড় মুরগী ২+৩+৪=৯টা এবং বাচ্চা মুরগী (রোড আইল্যাণ্ড) ৫টা, মোট এই ১৭টা। এইগুলি কিনিতে দাম কত লাগিয়াছিল?

উঃ—১ নং বড় ৩টা—৩০৲
ঐ বাচ্চা ৫টা— ৪৬৲
২ নং ৪টা— ৬০৲
চিটাগাংস্ ৫টা—১০৲

১১৬৲

প্রঃ—সাজ-সরঞ্জাম কি লাগিয়াছে ও সেজন্য কত ব্যয় হইয়াছে?

উঃ—৩০০ মুরগী রাখিবার উপযোগী ১ খানা ঘর করিতে ৩৪০৲টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। প্রায় ১½ বিঘা জমি লোহার জাল দিয়া ঘিরিতে ১০০৲ টাকা লাগিয়াছে।

প্রঃ—এত কম ব্যয়ে কি রূপে করিলেন?

উঃ—আপনি ঠিক ধরিয়াছেন। এ কাজে ছুতার মিস্ত্রির খরচ আমার এক পয়সাও লাগে নাই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ ধীরেশচন্দ্র ঘোষ নিজ হস্তে ও আমার সহায়তায় ছুতার মিস্ত্রির যাবতীয় কার্য্য করিয়াছে।

প্রঃ—অন্যান্য খরচ কি লাগিয়াছে?

উঃ—বাচ্চা রাখিবার জন্য ২টা স্থান জাল দিয়া ঘিরিতে ও তাহাদের বাসোপযোগী গৃহ ইত্যাদি করিতে প্রায় ৫০৲টাকা লাগিয়াছে। একটা ইন্‌কিউবেটার (বাচ্চা ফুটাইবার যন্ত্র) ক্রয় করিতে ১০০৲টাকা লাগিয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জায়গা সমতল করিতে ৫০৲ এবং একজন মজুরের ৪ মাসের বেতনের দরুণ ৬০৲ টাকা লাগিয়াছে।

প্রঃ—মোট তাহা হইলে আপনার প্রায় ৯০০৲টাকা লাগিয়াছে।

উঃ—হাঁ, মোটামুটি ঐরূপই লাগিয়াছে।

প্রঃ—জমির বাবদ যে খরচ পড়িয়াছে তাহা তো ধরেন নাই।

উঃ—সে বিষয়ে আমি ভাগ্যবান। হাইকোর্টের উকীল আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয় তাঁহার নারায়ণপুরস্থ নিজ বাগান-বাড়ীর একাংশ এই কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহারই উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে সম্ভব হইয়াছে।

প্রঃ—বর্ত্তমানে আপনার কতগুলি পাখী হইয়াছে?

উঃ—রোড আইলাণ্ড রেড্‌স—৬০ টা
হোয়াইট লেগ্‌হর্ণ—২০ টা
চিটাগাংস্—২০ টা

প্রঃ—মোট ১০০। সংখ্যা তো খুব বেশী হয় নাই।

উঃ—তা ঠিক। স্থানটী সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রথমেই সব রকম বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই। গত এপ্রিল মাসে আমার সাময়িক অনুপস্থিতিতে ২ রাত্রের মধ্যে বন-বিড়ালের দৌরাত্ম্যে প্রায় ৬০টা বাচ্চা নষ্ট হইয়াছে। শিকুরে পাখীদ্বারা কতকগুলি বাচ্চা নষ্ট হইয়াছে। খেঁকশিয়ালে একটা বড় হোয়াইট লেগহর্ণ মুরগী মারিয়াছে। এই মুরগী গোড়ায় মাত্র ৩ টা ছিল বলিয়াছি। এবারকার অত্যধিক বৃষ্টিতে অন্নবিস্তর রোগও দেখা দিয়াছে। তাহাতে মাঝে মাঝে ২।১টী বাচ্চা হারাইতেছি। এই সব কারণে বর্ত্তমান সংখ্যাটা আশানুরূপ হয় নাই।

প্রঃ—ঐ সব অপ্রত্যাশিত উৎপাত না হইলে মুরগীর সংখ্যা বোধ হয় এখন ইহার দ্বিগুণ হইত।

উঃ—রোগে যেগুলি মরিয়াছে তাহা বাদেও নিশ্চয়ই দ্বিগুণেরও বেশী হইত। মনে রাখিবেন প্রথম বৎসর বলিয়াই এত কম হইবার কথা ছিল। যখন এ বছরের সব বাচ্চাগুলি বড় হইয়া ডিম দিতে থাকিবে, তখন সংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বাড়িয়া যাইবে।

প্রঃ—চলতি খরচ কত পড়ে?

উঃ—পাখীর খোরাকী খরচ বর্ত্তমানে মাসিক অনূন ১২৲ টাকা। ১ জন বালক চাকরের মাহিয়ানা মাসিক ৭৲ টাকা(আলখোরাকী)। মোট এই ২২৲ টাকা প্রতি মাসে লাগে।

প্রঃ—পাখীরা কি খায়?

উঃ—ধান, গম, ডাল, ঘাসপাতা, মাছ, মাংস ইত্যাদি ইহাদের খাদ্য।

প্রঃ—আহার ও আহার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম কানুন আছে কি?

উঃ—এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। তাহা সম্ভব হইলে পরে সুযোগমত প্রবন্ধাকারে লিখিয়া পাঠাইব।

প্রঃ—পাখীগুলি রুগ্ন হইলে কি করেন?

উঃ—প্রথম হইতে বৈজ্ঞানিক মত অবলম্বনে পাখীদের তত্ত্বাবধান করিলে রোগ বড় একটা হয় না। রোগ হইলেও কলেরা এবং ঐরূপ ২।১টা সাংঘাতিক রোগ ছাড়া অন্য সব রোগেরই খুব ভাল চিকিৎসা আছে।

প্রঃ—উহাদেরও কলেরা হয়?

উঃ—হাঁ, কলেরা, সর্দ্দি (ইংরেজীতে রুপ্ বলে) পালিবসন্ত, ডিফ্‌থিরিয়া টিউবারকিউলোসিস (খুব কদাচিৎ), পাকস্থলীতে পোকা ইত্যাদি অনেক রোগেই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কলেরা ও সর্দ্দিই বেশী মারাত্মক।

প্রঃ—আপনি এসব রোগের চিকিৎসা জানেন?

উঃ—তাহা না জানিলে এবারকার অত্যধিক বর্ষায় ও গরমে বোধ হয় প্রায় সবগুলিকেই হারাইতে হইত। এবৎসরটী পাখীদের পক্ষে দুর্ব্বৎসর বলিয়া

মনে হয়। অনেক স্থান হইতেই উহাদের বহুল পরিমাণে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রঃ—তবে দেখিতেছি ইচ্ছা করিলেই যে-কেহ একাজে হাত দিতে পারে না। এ বিষয়েও সোজাভাবে শিক্ষার দরকার।

উঃ—শুধু শিক্ষা নহে, বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

প্রঃ—আপনি কোথায় এসব শিখিলেন?

উঃ—লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট মডেল পোলট্রি ফার্মে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

প্রঃ—সেখানে কত দিন শিক্ষা করিতে হয়?

উঃ—অন্যূন তিন মাস না থাকিলে বিশেষ কিছুই শিক্ষা করা যায় না। ৬ মাস ও ১ বৎসরের কোর্সও আছে।

প্রঃ—যে-কেহ সেখানে ঢুকিতে পারে?

উঃ—ইংরেজীতে কথাবার্তা বুঝিবার ও বলিবার মত জ্ঞান থাকিলে ঢুকিতে পারা যায়। সেখানে ইংরেজীতে লেক্‌চার দেওয়া হয়।

প্রঃ—সেখানে পড়িতে মাসে কত ব্যয় পড়ে?

উঃ—মাসে ২৫৲ টাকা ফী বাবদ দিতে হয়। তা ছাড়া থাকায় ও খাওয়ার খরচ অন্যূন ২৫৲ টাকা লাগে।

প্রঃ—আপনি তো সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। এখন আপনি এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন নাকি?

উঃ—হাঁ, আমিও সম্প্রতি ছাত্র নিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রঃ—আপনি ফী কত লেন?

উঃ—প্রথমে আমার ফী লইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ফী না লইলে ছাত্রগণের রীতিমত উপস্থিত হইয়া শিক্ষা করিবার আগ্রহ থাকে না দেখিয়া সম্পূর্ণ কোর্সের জন্য মাত্র ১০৲ লইবার নিয়ম করিয়াছি।

প্রঃ—আপনার ওখানে শিক্ষা পাইতেও কি ইংরেজী জানা আবশ্যক?

উঃ—আমি অবশ্য বাংলায়ও শিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু এ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তকাদিই ইংরেজীতে লিখিত। সুতরাং ভালরূপ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইংরেজী জানা আবশ্যক।

প্রঃ—আপনি শুধু মুরগী পালন করিতেছেন; ইহার ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই কেন?

উঃ—আরও কিছু সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব মনে করিতেছি। কলিকাতায় হইলে অল্প সংখ্যা লইয়াও ব্যবসা আরম্ভ করা যাইত। আমার ফার্ম কলিকাতা হইতে ৮।৯ মাইল দূরে। অল্প-সংখ্যক পাখীর কারবার ওখানে থাকিয়া চালান সুবিধাজনক হয় না। কারণ বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আনিবার খরচ খুব বেশী পড়িয়া যায়।

প্রঃ—ডিমের ব্যবসা করেন না?

উঃ—এসম্বন্ধেও আমার উত্তর পূর্বোক্তরূপ। অর্থাৎ এ ব্যবসাও পাখীর সংখ্যা বাড়াইয়া আরম্ভ করিব।

প্রঃ—এসম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনার আর কিছু বক্তব্য থাকিলে বলুন।

উঃ—বলিবার কথা এত বেশী আছে যে তা নিয়া বই লেখা চলে। তবে আমি এখানে বলিতে চাই যে, মুরগী পালনে বিশেষ আনন্দ আছে। ইহাতে হৃদয়ের ভালবাসা-বৃত্তি বিশেষরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। পাখীগুলির প্রতি যার স্নেহদৃষ্টি নাই সে কিছুতেই একাজে সুবিধা পাইবে না। স্নেহশীল পালকের উপস্থিতিই পক্ষীদের মনে আনন্দ জন্মাইয়া থাকে এবং তাহার সযত্নে যত্নে ইহাদের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

প্রঃ—আরও একটা কথা জানিবার আছে। আপনি যে তিন জাতীয় পক্ষী পালিতেছেন তাহাদের স্বভাবের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

উঃ—আমি যতটা দেখিতেছি তাহাতে বলা যায়, রোড-আইল্যাণ্ড অতি সহজে পোষ মানে। এগুলি অতি ভদ্র স্বভাবের। ইহাদের মধ্যে শিষ্টতা, মিষ্টবাক্-বর্তিতা এমন কি শিষ্টাচারিতা ভাবও বর্তমান। ইহারা ঝগড়াঝাটি একরূপ করেনা বলিলেই হয়। এই জাতীয় মুরগীতে মুরগীতে কিংবা মোরগে

মুরগীতে ঝগড়া-বিবাদ বড় একটা দেখা যায় না। তবে মোরগে মোরগে লড়াই হইয়া থাকে। ইহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাহিরে ইহারা বড় একটা যায় না। এই জাতীয় মোরগ ও মুরগীকে একত্র খাইতে দিলে মুরগীদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মোরগগুলি স্থিরভাবে নিকটে দাঁড়াইয়া থাকে এবং অন্য জাতীয় মোরগ যদি ঐ মুরগীদের আহারে ব্যাঘাত জন্মায় তবে তাহাদিগকে তাড়া করে। মুরগীদের খাওয়া শেষ হইলে তখন মোরগরা খাইতে প্রবৃত্ত হয়। এই জাতীয় কোন মুরগী যদি কোন মোরগের ক্ষত স্থান হইতে রক্ত খুঁটিয়া খায়, মোরগ তাহাতে বাধা দেয় না। কিন্তু কোন মুরগী অপর মুরগীকে বা মোরগ অপর মোরগকে এরূপ রক্ত খুঁটিয়া খাইতে দেয় না।

পক্ষান্তরে চিটাগাংস মোরগ ও মুরগী অতি অশিষ্ট ও দুর্দ্দান্ত। ইহারা সর্ব্বদাই ঝগড়াঝাটি ও মারামারি করে। মুরগীদের প্রতি কোনরূপ শিষ্টতা কি খাতির দেখানো দূরে থাকুক মোরগেরা জোর জবরদস্তি করিয়া মুরগীদের খাদ্য কাড়িয়া খায়। বিদেশী মুরগীর ন্যায় ইহাদিগকে আটক রাখিয়া পালন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। ইহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে না রাখিয়া এখানে সেখানে চরিয়া বেড়াইতে দিলেই ইহারা ভাল থাকে। এক কথায় ইহারা সর্ব্ববিধ ডিসিপ্লিনের বাহিরে।

প্রঃ—আচ্ছা, চিটাগাংস্ মুরগীগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্রিড হিসাবে উন্নত করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা হইতেছে কি?

উঃ—আমি যতদূর জানি হইতেছে না। এ কাজটা এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর হাতে। তাঁরা তাঁদের দেশী ব্রিডকে উন্নত করিতেই বিশেষরূপে চেষ্টিত, সুতরাং এদিকে ততটা দৃষ্টি দেন না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে বিশেষ চেষ্টা করিলে ব্রিড্ হিসাবে চিটাগাংস্ মুরগীকে খুবই উন্নত করা যায়। ইহার সুস্বাদু মাংসকে অধিকতর সুস্বাদু করা যায়, ডিম-প্রধানের শক্তি এবং ডিম ও মাংসের পুষ্টিকারিতা বাড়ানো যায়, মুরগীগুলির ও তাহাদের ডিমগুলির আকারও যথেষ্ট বর্দ্ধিত করা যায়। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়াই ত ভূমধ্যসাগর-তীরে ও এশিয়ার জঙ্গলে স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী অতি সাধারণ ক্ষুদ্রকায় মুরগীকে আধুনিক উন্নতজাতীয় বিলাতী ও মার্কিণ মুরগীতে পরিণত করা হইয়াছে। চিটাগাংস্ মুরগী লইয়া চেষ্টা আরম্ভ করিলে ইহা কোন অংশে বিলাতী মুরগীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না এবং আন্তর্জ্জাতিক পণ্য হিসাবেও ইহা একটা বড় স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।

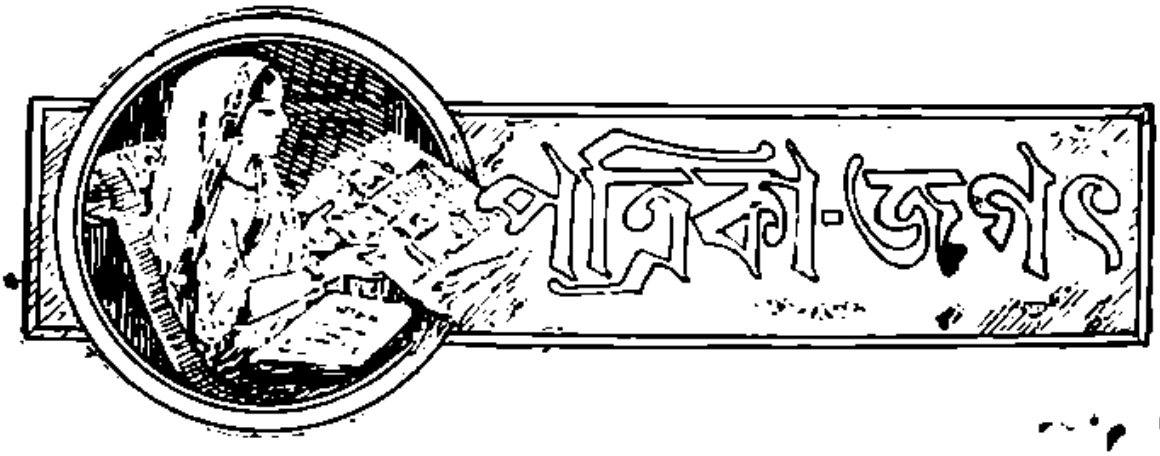

"দি ষ্টেটিষ্ট" (২১শে জুলাই ১৯২৮)

ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্ত্তমান ঝোঁক কোন্ দিকে ?

ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতেরা কখনও "তত্ত্বের" দিকে ঝোঁকেন, কখনও বা "ঘটনা ও তথ্যের" আলোচনার দিকেই ঝোঁকেন। যখন তাঁহারা একটির দিকে ঝোঁকেন তখন অপরটির দিকে তাঁহাদের প্রায়ই নজর থাকে না। গত দশ বৎসর হইতে তাঁহারা ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার বাস্তব দিকটার আলোচনার উপরই খুব জোর দিতেছেন। "ঘটনা বা তথ্যের এবং "অঙ্কের" সংগ্রহ যে বিরাটভাবে চলিতেছে তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ হইতেছে গভর্মেণ্টের রিপোর্টগুলা। রিপোর্টগুলাতে জাতির সকল প্রকার আর্থিক চেষ্টা সম্বন্ধেই অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে। নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃকও অনেক "অঙ্ক" এবং "তথ্য" সংগৃহীত হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ধনবিজ্ঞান বিদ্যার সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত গবেষণা করিবার উপযুক্ত এত মাল পূর্ব্বে আর কখনও সংগৃহীত হয় নাই। এইগুলাকে ভালভাবে আলোচনা করিতে হইলে একটি প্রকাণ্ড গবেষক-দলের আমরণ পরিশ্রম আবশ্যক। জনকয়েকের বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় হইবে না। কিন্তু সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত গবেষকের দল এখনও দেখা যাইতেছে না। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য স্তর বোনিয়া ষ্ট্যাম্পের নেতৃত্বে একটি "সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ্চ ট্রেনিং কমিটি" স্থাপন করা হইয়াছে। যাহাতে ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নতি সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবার জন্যই এই কমিটির প্রতিষ্ঠা। আর্থিক ঘটনাগুলাকে বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইলে যে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার আবশ্যক তাহা পাইতে সাহায্য করিবার জন্য ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অর্থ-সাহায্যও করিবেন। এতদ্ব্যতীত, সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলার মধ্যে যাহাতে পারিভাষিক ও প্রণালী-বিষয়ে ঐক্য রক্ষিত হয় সে দিকেও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন।

বিলাতের "লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স আণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স" লণ্ডন সহরের সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় একটা অনুসন্ধান বা গবেষণা আরম্ভ করিবেন স্থির হইয়াছে। লণ্ডনে যতগুলা শিল্প কারবার আছে সেই সবগুলার প্রত্যেক বিভাগের আলোচনাও করা হইবে। বিলাতের জাতীয় স্বাস্থ্য-বীমা আইনগুলা, বার্দ্ধক্য পেনশান্ আইন এবং ফ্যাক্টরী আইনগুলা দারিদ্র্য কতদূর কমাইতে পারিয়াছে তাহারও অনুসন্ধান করা হইবে। অনুসন্ধানটী শেষ হইতে ৫ বৎসর লাগিবে। এই ধরণের অনুসন্ধান চালাইবার যে চেষ্টা হইতেছে, ইহা হইতেই বুঝা যায়, ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের বর্ত্তমান ঝোঁক কোন্ দিকে।

"ঘটনা" বা "তথ্যের" সংগ্রহ এবং সেগুলার বিশ্লেষণের ফলে ধনবিজ্ঞানের "তত্ত্বসমূহের" কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু নূতন নূতন "তত্ত্ব" অধিকার করিতে হইবে বা পুরাতন "তত্ত্ব"গুলাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, শুধু উদ্দেশ্যে "ঘটনার" সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিলে চলিবে না। জাতির আর্থিক জীবনের স্বাস্থ্য কিরূপে বজায় থাকে ? আর্থিক বিপত্তিগুলা পূর্ব্ব হইতে সময় থাকিতে অনুমান করিয়া তাহাদের নিবারণের কি উপায় করা যায় ? এইগুলাই ধনবিজ্ঞানবিদ্যার বর্ত্তমান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই

অগ্রসর হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা যখন এইভাবে চলিতেছে তখন সহজেই বলা যাইতে পারে যে, জাতির কল্যাণের সহিত ধনবিজ্ঞানের একটা নিবিড়তর যোগ স্থাপিত হইয়াছে।

"দি ইণ্ডিয়ান টেক্‌স্‌টাইল জার্ণাল (মে ১৯২৮)"

চীনের বাজারে ল্যাঙ্কাসিয়ারের ব্যবসা নষ্ট হইল কেন ?

(ম্যাঞ্চেষ্টারের এক বিশিষ্ট সংবাদদাতার রিপোর্ট হইতে গৃহীত)। চীনদেশে ল্যাঙ্কাসিয়ারের বস্ত্রব্যবসায় ক্রমিকহ্রাসের কারণ বহির্ব্বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রকাশিত একটি বিশেষ বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্যের অস্থায়ী পরামর্শদাতা এই বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকাশ, ল্যাঙ্কাসিয়ারের বস্ত্রশিল্পী অপেক্ষা জাপানী শিল্পীর বিশেষ সুবিধা এই যে, প্রথমোক্ত সম্প্রদায় কেবল ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীর নিকটই পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল বণিকের চীনদেশে স্ব স্ব প্রতিনিধি আছে। তাহারা বিদেশীয় আমদানিকারীর সহিত মাল খরিদ সম্বন্ধে চুক্তি করিয়া থাকে। উক্ত বিদেশীয় আমদানিকারিগণ আবার চীনা পাইকারের নিকট বিক্রয় করে। অতঃপর চীনা খুচরা দোকানীরা উহাদের নিকট পাইকারী মূল্যে খরিদ করিয়া খুচরা ভাবে জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসা করিবার ফলে ল্যাঙ্কাসিয়ারের মাল চীনের বাজারে দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে এবং জাপানী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় না।

নিম্নে উদ্ধৃত তালিকা হইতে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

দুইশত বস্ত্রখণ্ডের মূল্যের হিসাব। প্রতি খণ্ড ১১ শিলিং ধরে—

	বৃটিশ (শিলিং)	জাপানী (শিলিং)
(১) কারিগরের নির্ম্মাণ-খরচ	২,২০০	২,২০০
(২) ম্যাঞ্চেষ্টারের রপ্তানিকারীর মুনাফা (শতকরা ৪ শিঃ হিসাবে)	৮৮	
(৩) জাহাজভাড়া, বীমা খরচ ইত্যাদি ৭০		১৬
(৪) জাপানী রপ্তানিকারীর মুনাফা (শতকরা ১শিঃ হিসাবে)		
(৫) সাংহাই বন্দরের আমদানি কারীর মুনাফা (শতকরা ৫ শিঃ হিসাবে)		
(৬) জাপানী দালালের মুনাফা (শতকরা ২॥ শিঃ হিসাবে)		
(৭) চীন পাইকারের মুনাফা (শতকরা ২ শিঃ হিসাবে)	৫০	
মোট	২,৫২৬	২,২৯৪

উপরি উক্ত তালিকা অনুসারে দেখা যায়, জাপানী মাল শতকরা ১০ শিলিং সস্তা।

"দি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার" (জুলাই, ১৯২৮)

আসামে লাক্ষার বাজার

(এ, কে অধিকারী)

লাক্ষার চাষিগণ পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে আপন আপন লাক্ষা বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যায়। তথায় বাজারদর ৪০৲টাকার কম হইলে লাক্ষার চাষ লাভজনক হয় না। মাড়োয়ারী এবং মির্জ্জাপুরী মহাজন আসাম হইতে কলিকাতায় লাক্ষা চালান দেয়। ইহারা যে দর ঠিক করিয়া দেয় তাহাই বাজার-দর হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানে এইসকল দালালের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেও ইহা নিশ্চিত যে, পূর্ব্বে অনেক সময়ই ইহারা শঠতা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বাজার মূল্যের উঠ্‌তি নাম্‌তি এই ব্যবসার মজা। এই উঠ্‌তি নাম্‌তির ফলে "কোন দালালের পৌষমাস, কোন দালালের সর্ব্বনাশ," —কারণ সকলেই লাক্ষা কেনা-বেচার ব্যাপারে আগাম চুক্তিতে বাধা থাকে। পাহাড়তলির খরিদ্দার হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার রপ্তানিকারী পর্য্যন্ত সকলেই "ফটকা" কারবার করিয়া থাকে।

কিন্তু লাক্ষা ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনের জন্য এই সকল

দালালগণকে অনাবশ্যকবোধে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। বাজার-দরের উঠতি নামতির জন্য কেবল মাত্র ইহাদের কেনা-বেচাই দায়ী নহে। বিদেশী চাহিদার আকস্মিক হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ঐ ফটকাবাজগণের সংযোগের ফলে বাজারদর নিয়মিত হইয়া থাকে। বাজারদরের এই আকস্মিক হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল বারো আনাই দালাল-সম্প্রদায় ভোগ করে এবং কলিকাতার বাজার-দর যাহাই হউক, লাক্ষার চাষিগণ মোটামুটি ভাল দরই পাইয়া থাকে।

মেসার্স মোরান কোম্পানীর ১৯২৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত বিবরণী পাঠে লাক্ষা-বাজারের মোটামুটি ধারণা হইবে। নিম্নে তাহারই চুম্বক দেওয়া গেল।

"গত দুই সপ্তাহে শোধিত লাক্ষার বাজারে খুব উঠতি পড়তি হইয়া গিয়াছে। লাক্ষার চাষ-কেন্দ্রগুলিতে যথা-সময়ে বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়ায় দালালগণের মধ্যে যথেষ্ট আগাম বেচার চুক্তি হয়। ফলে বাজারদর দ্রুত নামিতে থাকে। চুক্তি মিটাইবার জন্য অতঃপর আগাম খরিদ করা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে বাজার-দর কিছু চড়িয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু রপ্তানিকারিগণ ইহার পোষকতা না করায় এই চড়া দর বেশী দিন টিঁকিতে পারিবে না এবং সাধারণ বাজার-দর ক্রমশই নামিতে থাকিবে।"

এই সকল ফটকাবাজগণের কবল হইতে ব্যবসা উদ্ধার করিয়া, বাজারদর স্থিতিশীল করিবার জন্য অনেকে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সরকারী অন্ততম বিভাগের সাহায্যে অথবা সমবায়-ক্রয়-সমিতি কর্তৃক লাক্ষার ক্রয়-বিক্রয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কলিকাতার কার্যগুলি যদি চাষীদিগের নিকট হইতে বরাবর মাল খরিদ করে তাহা হইলেও ফটকাবাজগণের প্রভাব নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই সকল উপায়ের প্রত্যেকটির মধ্যেই নিয়ন্ত্রণমূলক যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

লাক্ষার চাষ বাড়াইতে হইবে এবং উহার চাষ নিশ্চিত রূপে লাভজনক করিবার জন্য দাম চড়া রাখিতে হইবে,—ইহা অবশ্য বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বিদেশী চাহিদা অথবা ফটকাবাজগণের কেনা-বেচার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা সহজ ব্যাপার নহে।

"দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড্ ডেভেলপার"

ভারতবর্ষ এবং ইতালী

ব্যবসাক্ষেত্রে ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ইতালীর খরিদ্দার হিসাবে ভারতবর্ষ ৭ম স্থান অধিকার করিতেছে। ভারতবর্ষের কাঁচামাল যে সকল দেশে যায় তাহার মধ্যেও ইতালীর [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এবং ইতালীর মধ্যে যে পরিমাণ জিনিষ আমদানি রপ্তানি হইয়াছে তাহার সমষ্টিমূল্য প্রায় ১০৯ কোটি লিরার হইবে। ইতালী হইতে ভারতবর্ষে এই সকল জিনিষ আমদানি করা হয়, যথা—তুলা কার্পাস বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম, মোটর যান, সৌখিন কাঁচের বা, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রক্ষিত শাক সব্জী ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইতালীর পশম-বস্ত্র খরিদ করিয়া থাকে। ইতালীর মোটর বেশী রপ্তানি হয় ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানিতে, এবং তার পরেই অধিকতম পরিমাণ ভারতবর্ষে আসে। ইতালী হইতে ফরাসীদেশে এবং ভারতবর্ষে একই পরিমাণ বৈদ্যুতিক পাখা রপ্তানি হইয়া থাকে। ইতালীর মার্ব্বেল পাথর খরিদে ইংলণ্ড এবং আর্জ্জেন্টিনার পরেই ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। এণ্ডদেশীয় টুপী রপ্তানিতে ভারতবর্ষের স্থান পঞ্চম এবং কাঁচা দ্রব্যের চালানে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলেই চলে। ইহা ছাড়া ইতালীর খরিদ্দার হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান যথাক্রমে মোটর টায়ারে দ্বিতীয়, মোটর যানে ষষ্ঠ এবং কৃত্রিম রেশমে তৃতীয়,—এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মনে হয় যে, ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বাড়িতে থাকিবে।

"টেক্সটাইল জার্ণাল অব অষ্ট্রেলিয়া"

অষ্ট্রেলিয়ার বস্ত্র-শিল্পবিষয়ক পত্রিকা। এপ্রিল সংখ্যায়

আছে (১) বস্ত্রশিল্পে দ্রুত উৎপাদন (২) নিউজিলাণ্ডের বস্ত্রশিল্প (৩) অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংরেজের কারবার (৪) টেক্‌স্‌টাইল ডিজাইন ও কলার (৫) অষ্ট্রেলিয়ার লিনেন শিল্প (৬) রোসিয়ারী শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (৭) বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্য (৮) অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান শিল্প দ্রব্য (৯) বেঁধ রেশম। (১০) দুনিয়ার বস্ত্রশিল্পের কথা (১১) ১৯২৭ সনে ইংরেজের কৃত্রিম রেশম রপ্তানির বহর (১২) পশম মিলগুলির প্রসার (১৩) হ্যাটস্‌টিক্‌স্‌।

"ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার"

ত্রিনিদাদের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব ট্রপিক্যাল এগ্রিকাল্‌চার ভবন কর্ত্তৃক প্রকাশিত সচিত্র মাসিক। জুন সংখ্যায় আছে (১) কোকো সমস্যা, (২) সুপারি শস্য (৩) গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ডেয়ারী শিল্প। এই প্রবন্ধে লেখক কয়েকটি দেশের উন্নত ধরণের গো-জাতির কথা আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত কৃষি-ভবনের কয়েকটি বলিষ্ঠকায় ষণ্ড ও কতকগুলি গো-জাতির চিত্র দ্বারা এই প্রবন্ধ পরিশোভিত। (৪) ত্রিনিদাদে আকের গবেষণা, (৫) ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার কৃষি—ত্রিনিদাদের কৃষি, (৬) কিউবার আক উৎপাদন হ্রাস করণ, (৭) ঔপনিবেশিক কৃষি দার্জ্জিল, (৮) সমবায়, (৯) ইজিপ্তান তুলা গাছ, (১০) কুমুর পাস্তর ভবনে ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ এনকোয়ারী (১১) ফিজির চিনি শিল্প (১২) গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির খবর—নিউ সাউথ ওয়েলস, বাঙলা, সুদান, হন্দুরাস, লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ রোডেসিয়া, গোল্ড কোষ্ট, ট্যাঙ্গানিয়াকা, (১৩) আক রসের পরীক্ষা, (১৪) ১৯২৭ সনের চিনি, (১৫) তুলার খবর, (১৬) রোডেসিয়ার ঔপনিবেশিকগণ, (১৭) রবার উৎপাদন ও হ্রাস করণ। (১৮) ১৯২৭ সনের রবার-দুনিয়া।

"টিম্বার ট্রেডস্‌ জার্ণাল"

কাঠের ব্যবসা-বিষয়ক লণ্ডন, ফ্রিটষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত একখানা সাপ্তাহিক। ২রা জুন ১৯২৮ সংখ্যায় আছে (১) কাঠের বাজারের অবস্থা—নরওয়ে, সুইডেন, পোলাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের আমদানি-রপ্তানির কথা, (২) সাম্রাজ্যের কাষ্ঠ-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ খবর। (৩) নরওয়ের কাঠের বাজার (৪) রুশিয়ার বন-সম্পদ্‌। (৫) সুইডেনের বন-সম্পদ্‌। (৬) মেহেগনি কাঠ, (৭) কাঠের আমদানি-রপ্তানির খবর।

"টয়-ট্রেডার"

খেলনা-শিল্প সম্বন্ধীয় বিলাতী মাসিক। সচিত্র বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা ধরিয়া প্রায় বেড়শ পৃষ্ঠা লইয়া প্রতি মাসে বাজারে বাহির হয়। এদেশের খেলনা-ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণের বিশেষ উপযোগী মাসিক। বিভিন্ন দেশের খেলনা কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর মস্তিষ্কপ্রসূত নতুন নতুন খেলনার খবর, খেলনার চিত্রদ্বারা ইহা পরিশোভিত। (১) সুইজারল্যাণ্ড খেলা-রেলের বিখ্যাত শিল্প-প্রধর্শনী, (২) চক্র খেলনা শিল্প, (৩) সখের জিনিষ ও মনোরম খেলনা অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট, ১৯২৭ (৪) চেকো-স্লোভাকিয়ার খেলনা-শিল্প-প্রেমের মেলা (৫) আমেরিকার খেলনা শিল্প সম্বন্ধে মতামত (৬) মার্কিণ খেলনার বৈচিত্র্য (৭) বিলাতের বেডিংটন লিমিটেড কোম্পানীর শিল্পপ্রসার (৮) খেলনার বিজ্ঞাপন দিবার কায়দা (৯) গ্রীষ্মকালের উপযোগী খেলনা, (১০) খেলনার বাজারে টক্কর (১১) রবারের খেলনা, (১২) মোটর গাড়ীর কুলানো খেলনা, (১৩) খেলনা শিল্পের শতবার্ষিকী, (১৪) সাম্রাজ্যের খেলনা-বাজার-সন্ধানে, (১৫) খেলনা পিস্তলের কাটতি, (১৬) খেলনা ব্যবসায়িগণের ডায়েরী।

"ইউরাসি পোষ্ট"

জার্ম্মাণির একখানি আর্থিক মাসিকের ইংরেজি সংস্করণ। যে সংখ্যায় আছে (১) ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে বিভিন্ন দেশে জার্ম্মাণির বৈদেশিক বাণিজ্য (২) জার্ম্মাণির জাহাজ-শিল্পের উন্নতি, (৩) প্রতি মাসে জার্ম্মাণির কত কাঁচা মাল চাই? (৪) জার্ম্মাণিতে কত তুলার কাটতি হয় (৫) জার্ম্মাণির আমদানি-রপ্তানির দাম (৬) ১৯২৭ সনে জার্ম্মাণি কত মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করে? (৭) রাস্তা নির্ম্মাণে আধুনিক যন্ত্রপাতি, (৮) কাষ্ঠ-শিল্পিগণের সাজ-সরঞ্জাম (৯) চিত্রে জার্ম্মাণি।

"এম্পায়ার রিভিউ"

জুলাই ১৯২৮ (১) সাম্রাজ্যের কথা, উপনিবেশসমূহের কৃষকসংঘের বিলাতী সফর, কানাডার বৈদেশিক নীতি, কানাডার আর্থিক সফলতা, অষ্ট্রেলিয়ার শ্রম-আইন, (২) দেশান্তর-গমনে মোহ কি? (৩) রেশম শুল্ক, (৪) কৃষি ও ইংরেজ জাতি, (৫) প্রকৃতি-মৃত্যু, (৬) অষ্ট্রেলিয়ায় চাষে আবাদের কাজ, (৭) জেলখানায় শিক্ষা। (৮) স্পেনের অবস্থা, (৯) টাকা খাটানোর পদ্ধতি, (১০) মটিল ব্যাঙ্ক। (১১) নিউজিল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক।

"আয়রণ এজ"

বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের এলাকার সকল প্রকার খবর থাকে নিউইয়র্কের এই বিরাট সাপ্তাহিক পত্রিকায়। ২১শে জুন সংখ্যায় 'আয়রণ এজ' বা লৌহযুগে বিভিন্ন ধরণপাতি কল-কব্জা, এঞ্জিনিয়ারিং জিনিষপত্রের সচিত্র বিজ্ঞাপন আছে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা। আর ৬৪ পৃষ্ঠা আছে লৌহ ইস্পাত জগতের মণগুওয়ালা লেখক ও বৈজ্ঞানিকের রচনা সম্ভারে পরিপূর্ণ। এই মাসিক খানায় যেসকল কঠিন কঠিন বিষয়ের আলোচনা করা হয় তাহার অধিকাংশই আমাদের অনেকেরই আয়ত্তের বাহিরে। তবে এ কাগজখানার পাতা দুই এক বার উল্টাইলে বর্ত্তমান শিল্প-বৈভবের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

আলোচ্য সংখ্যায় আছে (১) ফোর্ড মোটর গাড়ী নির্ম্মাণে ওয়েল্ডিং প্রথা, (২) রেল ইস্পাতের মহৎ ক্ষমতা, (৩) ইকনমিক ত্যাসু অব্ সেকটিওয়ার্ক, (৪) গ্রে আয়রণ কাষ্টিংএর উন্নতি, (৫) উচ্চতম আবহাওয়ায় ইস্পাত কারখানার কাজ, (৬) লৌহ ইস্পাতে আমেরিকার রেল সড়কগুলির কত ব্যয় হয়? (৭) ক্রোমল্স, (৮) পিগ লোহার উৎপত্তি, (৯) কার্ণেগি, মেসিনারীর দ্রুত কাটতি, (১০) লৌহ ইস্পাত ব্যবসায় বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী, (১১) কিউবার লৌহ ইস্পাত, (১২) শিট ইস্পাত বিক্রয় (১৩) ইয়োরোপে লৌহ ইস্পাতের বাজার দর, (১৪) ভারত-বর্ষ মার্কিণের নিকট হইতে মেশিনারি ক্রয় করিতেছে। (১৫) বৃটিশ লেডির গবেষণা, (১৬) কার্ণেগির মেশিনারী উৎপাদন দিন দিন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, (১৭) বৃটিশ রপ্তানি বেশী ও আমদানি কম, (১৮) ষ্লাইকারনেস ও কোক চুল্লী, (১৯) কানাডার ইস্পাত ও পাওয়ারের দ্বিতীয় প্রদর্শনী, (২০) গ্রে আয়রণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, (২১) আমেরিকার ষ্টিল এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশান, (২২) লৌহ ও ইস্পাতের বাজারদর, (২৩) পিটস্‌বার্গ হইতে-৫০ হাজার টন পাইপের অর্ডার, (২৪) ইস্পাত কারখানাগুলির সাপ্তাহিক বাজারদর, (২৫) কাঁচা মাল, স্ক্রাপ্ ষ্টিলের দর, (২৬) দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের হিসাব ও বাজার-দর।

"দি ইকনমিক জার্ণাল" (মার্চ্চ, ১৯২৮)

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বেকার-সমস্যা—

মাদ্রাজের শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বেশ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

(১) বেকার-সমস্যার অনুসন্ধানের নিমিত্ত মাদ্রাজ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটি জনৈক সরকারী কর্ম্মচারীর সাহায্যে মাসিক ৩৫৲ টাকা মাহিনার একটি কেরাণীগিরির বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপাইয়া ৬৬৬টি আবেদন পাইয়াছিলেন—আবেদনকারীদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ৩০ জন, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ ৬১ জন, হাই স্কুল পাশ ৬২৪ জন, হাইস্কুলে পাশ নহে এরূপ ৩৮১ জন।

(২) একটি ব্যবসায়ীর কোম্পানী ঠিক ঐরূপ একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া ৭৮৭টী আবেদন পাইয়াছিলেন।

(৩) মাদ্রাজে বৎসরে গড়ে প্রায় ১৪০০০ শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক স্কুল কলেজ হইতে বাহির হয়; কিন্তু কাজ খালি হয় গড়ে মাত্র ৭০০টী।

(৪) কেরাণীদের চাকুরীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে অথচ শিক্ষিতদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯১১ হইতে ১৯২১ সনে গভর্ণমেণ্টের চাকরেদের সংখ্যা শতকরা ১১½ ভাগ, মিউনিসিপ্যাল ও লোক্যাল বোর্ডের চাকরেদের সংখ্যা

শতকরা ২১ ভাগ এবং স্বাধীন ব্যবসায় রত শিক্ষিতদের সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ করিয়াছে; অথচ ১৯১৫ হইতে ১৯২৫ সনের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক, ইণ্টারমিডিয়েট পাশকরাদের সংখ্যা তিন গুণেরও অধিক এবং হাইস্কুল পাশকরাদের সংখ্যা আড়াই গুণেরও অধিক বাড়িয়াছে।

(৫) গত ৩ বৎসরের অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে, গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করাদের মধ্যে শতকরা ১৬ ভাগ, হাই স্কুল পাশ করাদের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ এবং হাইস্কুল পাশ না-করাদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ মাত্র স্থায়ী কাজ পাইয়াছে।

যাহারা কোন 'বিশেষ ব্যবসায়' জন্য শিক্ষিত তাহাদের অপেক্ষা যাহারা কেবল সাধারণ শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেই বেকার-সমস্যা প্রবলতর। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাহারা কৃষি বা শিল্পের শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা নাই বলিলেই চলে।

উকীল ও শিক্ষকদের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত বেশী। ইহাদের মধ্যে বেকার-সমস্যা খুবই প্রবল। ডাক্তারদের মধ্যে বেকার-সমস্যা আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা সহরে ভিড় না করিয়া প্রদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে অপেক্ষাকৃত কাজ পাইতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারদের বেকার-সমস্যা দেশের আর্থিক উন্নতির সহিত ঘনীভূত হইতে বাধ্য।

বেকার-সমস্যার কারণগুলা নিম্নরূপ :—

(১) যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্টের অনেক কেরাণী আবশ্যক হইয়াছিল। যুদ্ধের পর তাহাদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়; এই সকল কর্ম্মচ্যুত কেরাণী শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বাড়াইয়াছে।

(২) প্রতি বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্টকে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের মোটা টাকা দিতে হয়। ইহার জন্য মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে অন্যান্য দিকে খরচ কমাইতে হইয়াছে। ফলে গভর্ণমেণ্ট হইতে যাহারা কাজ পাইত এরূপ অনেক কোম্পানী বা ব্যবসাদার কাজ কমাইতে ও পুরাতন কর্ম্মচারীদের ছাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে।

(৩) মাদ্রাজের ব্যবসাদারদের অনেক বাজার হস্তচ্যুত হওয়াতে উৎপাদন কমাইতে হইয়াছে। সুতরাং কাজের অভাব আরও বাড়িয়াছে।

(৪) ঋণ-গ্রহণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে বাজার-দর বাড়িয়াছে। ইহার ফলে বিনিময় হারের ওলট-পালট হওয়াতে ব্যবসার ক্ষতি ও তাহার ফলে বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

(৫) মাদ্রাজবাসীদের দুইটি ভ্রান্ত ধারণা বেকার-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথমটী হইতেছে এই যে, লেখাপড়ার উদ্দেশ্যই হয় চাকুরী করা, না হয় ওকালতি করা। লেখাপড়া না শিখিলে চাকুরী পাওয়া যাইবে না বা উকীল হওয়া যাইবে না; সুতরাং লেখাপড়া শেখা আবশ্যক। এই ধারণার গোড়া পত্তন হয় ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে শিক্ষিত কেরাণী এবং বিচারকদের সাহায্যার্থ হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ লোক পাইবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। সেই সময় হইতেই লোকের মন গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর দিকে ঝুঁকিয়াছে—কারণ গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইলে ভাল মাহিয়ানা ও বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সন্ পাওয়া যায় এবং শীঘ্র কাজ হারাইবারও সম্ভাবনা থাকে না। এখনও এই মনোভাব তিরোহিত হয় নাই। ওকালতিতে পূর্ব্বে সকলেই দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিত; কিন্তু এখন উকীলদের মধ্যে অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থও অর্জ্জন করিতে পারেন না; তথাপি যে ওকালতির প্রতি যুবকদের আকর্ষণ ঘুচে না, তাহার কারণ এই যে, ওকালতিতে সুদূর ভবিষ্যতে প্রচুর উপার্জ্জনের আশা আছে, এবং উকীল গোষ্ঠির অন্তর্গত হইলেই সমাজে সম্মানের আসন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা এই যে, কৃষির কাজ ছোটলোকের কাজ—ভদ্রলোকের বা শিক্ষিতের যোগ্য কাজ নয়। কৃষির দ্বারা মোটামুটি খাওয়া-পরা চলিতে পারে; কিন্তু বড়লোক হওয়া সম্ভব নয়, এইরূপ ধারণাও আছে।

(৬) জাতিভেদ-প্রথার দরুণ মজুরের চাহিদা অনুযায়ী মজুরের যোগান নিয়মিত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাতেও বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

(৭) মাদ্রাজে এখন যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা হয়ত ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন ইহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে; এখন আবশ্যক নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী, যাহার সাহায্যে যুবকেরা বিবিধ টেক্‌নিক্যাল্ বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারে এবং চাকুরীর আশায় বসিয়া না থাকিয়া নানা প্রকার নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি করিতে পারে।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য :—

(১) লেখাপড়া যে কেবল চাকুরী বা ওকালতি করিবার জন্য নয় এবং চাষের কাজ যে ছোটলোকের কাজ নয়, তাহা ছাত্রদের ও অভিভাবকদের বুঝাইবার জন্য ধবরের কাগজে লেখালেখি এবং স্কুলে ও স্কুলের বাহিরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা।

(২) যুবকেরা যাহাতে কৃষির দিকে মনোযোগী হয় তজ্জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(ক) ভদ্র-কৃষকদের জন্য কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করা। নিম্নশ্রেণীর কৃষকদের সহিত না মিশিয়া থাকিবার সুবিধা পাইলে হয়ত ভদ্রলোকের কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তত দ্বিধা থাকিবে না।

(খ) ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কৃষককে বাছিয়া ভারতের বাহিরে নানা দেশের কৃষিক্ষেত্র দেখাইতে পাঠানো।

(গ) অ-কর্ষিত ভূমি যুবকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং ঋণদান ও অন্যান্য উপায়ে তাহাদের সাহায্য করা।

(ঘ) প্রাথমিক স্কুলসমূহের সংখ্যা বাড়ানো এবং এরূপ প্রাথমিক স্কুলের সৃষ্টি করা যাহার দ্বারা ছাত্রদের কৃষি-বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা হয় এবং কৃষির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

বেকার-সমস্যা অত্যন্ত জটিল সমস্যা। আর্থিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জ্জাতিক নানাবিধ কারণের জন্য কর্ম্মাভাবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বেকার-সমস্যার শীঘ্র সমাধান করিবার জন্য কোন বিশেষ একটী উপায় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কারণগুলি বুঝিয়া এবং কি উপায়ে-বেকার সমস্যা দূরীভূত হইতে পারে তাহা জানিয়া লইয়া দেশের লোকদিগকেই এ বিষয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে হইবে।

"ইকনমিক জার্ণাল"

বিলাতের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটির মাসিক মুখপত্র। জুন ১৯২৮ সংখ্যায় আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ট্রেড এণ্ড সিকিউরিটি সার্ভিস পত্রিকার সম্পাদক মিষ্টার এল, এইচ, ফ্রোন সাহেব মার্কিণের শিল্প-ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক এই প্রবন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন, যথা, ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে আমেরিকার অত্যধিক ঐশ্বর্য্যের কারণ কি? ১৯২৭ সনের শেষভাগ হইতে হঠাৎ এই ঐশ্বর্য্যের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যাওয়ার কি কারণ হইতে পারে? ১৯২৭ সনের শেষভাগে আমেরিকার যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও বিতরণ করা হয় তাহা ১৯২৬ এমন কি ১৯২৩ সনের চাইতেও কম। আর আমেরিকায় বেকার-সমস্যা এরূপ সর্ব্বগ্রাসী ভাবে দেখা দিয়াছে কেন, যাহার জন্য খবরের কাগজে বিস্তর কলমঘষি ও বক্তৃতা মঞ্চে গলাবাজি চলিতেছে? এক কথায় প্রাচুর্য্যের মধ্যে ক্ষুধা কেন? লেখক বিভিন্ন শিরের কথা আলোচনা করিয়া এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার মতে আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের স্রোতে ভাঁটা সাময়িক ও কয়েক দিনের জন্য মাত্র।

উপসংহারে লেখক আমেরিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে লেখক বলিতেছেন, আমরা এখন এক যুগসন্ধিস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, যখন চারিদিকে নূতন নূতন শিল্প জন্মলাভ করিতেছে ও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রেডিওর আবিষ্কার ও প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টোলা ও পিয়ানোর চাহিদা কমিয়া যাইতে থাকে, যেমন বহু পূর্ব্বে ভিক্টোলা গ্রামোফোন পিয়ানো আবিষ্কারের সময় পিয়ানো শিল্পের কদর কমিয়া যায়। আমরা আজ অটোমোবিল শিল্পের জন্য অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ টাকা ঢালিতেছি। ইহাদ্বারা কয়েক লক্ষ

লোকের অন্ন-সংস্থান হইতেছে। এবং কয়েক হাজার কর্পোরেশনেরও বিস্তর লাভ হইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, আমরা যখন কোটি কোটি টাকা নূতন শিল্পে খরচ করি তখন আমাদের পুরাতন শিল্পে ঠিক ততটা পুঁজি খাটতি পড়ে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ কোম্পানী অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯০০ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই ২৮ বৎসরে আমেরিকার শিল্প-উৎপাদন শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর এই তুলনায় জন-বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা মাত্র দেড় ভাগ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমেরিকায় জন-বৃদ্ধির চাইতে শিল্প-উৎপাদনের গতি বেশী দ্রুত। ইহা খুবই আশার কথা। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুখ-সুবিধার দিকেই দেশের গতি। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন উৎপাদনে একটা সমতা থাকা চাই। শিল্পে একটা পুনর্গঠন চাই। এক শিল্পের পুঁজি সম্পূর্ণ কাড়িয়া লইয়া অন্য শিল্পের উন্নতি করিলে চলিবে না। আমার মনে হয়, শিল্প-উৎপাদনের এই বৈষম্যই আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার জন্য দায়ী।

আমেরিকা খুব ধনী। তাহার ধন-ঐশ্বর্য্য অন্যান্য দেশের লোকের কল্পনার সামগ্রী। এই ধনৈশ্বর্য্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, আর্থিক সঙ্কট বা ঐ রকমের কোন একটা ভয়ানক জাতীয় দুর্ঘটনা না আসিলে আমাদের আর্থিক উন্নতির গতি এইরূপ ঊর্দ্ধমুখীই চলিবে।

"ডিস্‌কাভারি" (আবিষ্কার)

বিলাতী ত্রৈমাসিক। মিঃ জে, এ, বেন্ "মার্কিণের শিক্ষা ও ধনদৌলত" বিষয়ক একটা প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর হইতে বৃটিশ অর্থতত্ত্ববিদেরা ও কয়েকটী ব্যবসা এবং শিল্পসমবায় মার্কিণ দেশের সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং তথাকার সাধারণ ধন-দৌলত ও সচ্ছলতা দেখিয়া তাহারা উহাদের যন্ত্রপাতি-ঘটিত ব্যাপার এবং ইহাতে প্রচুর উৎপাদনকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মার্কিণবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাহারা এখানকার শিক্ষা বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মার্কিণের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকার একটী লেখক এ বিষয়ে আরও জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, "এখানকার শিল্প ও ব্যবসা যখন দিন দিন যন্ত্রপাতি-ঘটিত ব্যাপারে হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন প্রত্যেক ব্যবসা বিষয়ে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।" এখানকার মোটরকার, বেতার, এমন কি প্রত্যেক যন্ত্রপাতি বিষয়ে দেশের উন্নতি দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন—যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত জ্ঞান মার্কিণবাসীর স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত জ্ঞানের মূলে যে শিক্ষা কতখানি আছে তাহা ঠিক করা কঠিন। দেশের অনেক জায়গা এখনও অনেক বন জঙ্গলে পূর্ণ আছে। সে সব জায়গা পরিষ্কার করিয়া আবিষ্কার করিতে গেলে যন্ত্রপাতির সাহায্য না লইয়া পারা যায় না। মনে হয় এই সমস্ত ব্যাপারে যন্ত্রপাতি নাড়িবার ফলে দেশবাসীর যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত জ্ঞান এত বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে সদাসর্ব্বদা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দেশের শিল্প-বাণিজ্যও অনেক বাড়িয়া উঠে। কোনও মার্কিণ মজুর যন্ত্রকে শত্রু মনে করেনা। কিন্তু একথা সাধারণ হিসাবে বৃটিশ মজুরের সম্বন্ধে বলা চলে না। এটা একটা নিন্দার বিষয় সন্দেহ নাই।

ভারতের লোকসংখ্যা-সমস্যা

ভারতের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) এখানে জন্মের হার অত্যন্ত বেশী, মৃত্যুর হারও অত্যন্ত বেশী ; ফলে লোকবৃদ্ধি হয় অত্যন্ত কম পরিমাণে ; ফ্রান্স ব্যতীত অন্য কোনও দেশে এত কম হারে লোকবৃদ্ধি হয় না।

(২) অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে এখানে ১০ বৎসরের নিম্নবয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অথচ ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যাহারা উপার্জ্জনক্ষম নহে তাহাদের সংখ্যা অধিক, আর যাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী উপার্জ্জনক্ষম তাহাদের সংখ্যা কম হওয়াতে দেশের যে সমূহ আর্থিক ক্ষতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) ২০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের (যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনক্ষম) সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে নিতান্ত কম নহে। ইহা মন্দের ভাল।

(৪) এখানে জীবনের স্থায়িত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

(৫) জন্মমাত্র জীবনের আশা ভারতে ২২½ বৎসর ; ইয়োরোপীয় দেশগুলাতে ৪০ বৎসরের কম নহে ; তবে শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী বলিয়া ভারতে ১০ বৎসর বয়সে জীবনের আশা শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ে। ইয়োরোপে বাড়ে শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র।

(৬) ইয়োরোপের দেশগুলাতে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক ; কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীত। এখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম।

(৭) ১০ হইতে ২০ বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। এই বয়সে স্ত্রীলোকদের প্রথম গর্ভধারণ করিতে হয় বলিয়াই বোধ হয় সংখ্যার এই অল্পতা।

(৮) ২০ হইতে ৩০ বৎসরের পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের তুলনায় কম। এই বয়সে শক্তির তুলনায় পুরুষদের অত্যন্ত বেশী খাটিতে হয়। এই জন্যই বোধ হয় পুরুষদের সংখ্যা কম।

(৯) ৩০ হইতে ৬০ বৎসরের স্ত্রীলোকদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম। খুব সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই দুইটী :—(ক) নিম্নশ্রেণীর পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকদের চেয় বেশী কঠোরতার সহিত খাটিতে হয় ; (খ) মুসলমান ও উচ্চ জাতের হিন্দুনারীদের পর্দ্দা-প্রথা ইহার জন্য বিশেষ করিয়া দায়ী। ইহাতে নারীদের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(১০) বিধবা-বিবাহ চলন না থাকায় দুইটী কুফল দেখা দিয়াছে :—(ক) জন্ম-হারের হ্রাস হইয়াছে ; (খ) বিপত্নীকেরা অল্প-বয়স্ক কুমারীদের বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছে।

উপরি উক্ত কথাগুলা শ্রীযুক্ত ব্রিজনারায়ণ প্রণীত "দি পপুলেশান প্রব্‌লেম অব্‌ ইণ্ডিয়া" (২১৫ পৃষ্ঠা, চারি টাকা, ১৯২৫) নামক গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভারতীয় লোকসংখ্যা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কথাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। লোকসংখ্যার ঘনতা, লোকের বিভিন্ন প্রকারের পেশা, কারখানা-শিল্প ও সমাজতন্ত্রবাদ, ম্যালথাসের মত ও লোকসংখ্যার আধিক্য, জাতীয় আয়—এই কয়টি বিষয়ের অধ্যায়গুলা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গ্রন্থের মধ্যে "অঙ্কের" প্রচুর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু "অঙ্কগুলা" হইতে তাড়াতাড়ি "সাধারণ তত্ত্ব" বাহির করিবার প্রলোভন বেশীর ভাগ স্থানেই দমন করিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। ভারতের লোকসংখ্যা সম্বন্ধীয় অঙ্কগুলা এরূপ জটিল যে, তাড়াতাড়ি কোন "সাধারণ তত্ত্ব" বাহির করিতে চেষ্টা করিলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। যেমন, বিবাহ-সম্বন্ধীয় অঙ্কগুলা। বিবাহ-সম্বন্ধীয় অঙ্কের অভাব নাই; কিন্তু এমন কতকগুলি দরকারী তথ্যের অভাব আছে যেগুলি না জানিলে, কেবল অঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইলে, তাহা সন্দেহজনক বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। গ্রন্থকার বিবাহসম্বন্ধীয় অঙ্কগুলার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন "সাধারণ তত্ত্ব" বাহির করিতে চেষ্টা করেন নাই।

সেন্সাস রিপোর্টগুলাকে এবং ভারতের ও ভারতের বাহিরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থখানা লেখা হইয়াছে। ভারতীয় লোকসংখ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে সকলই এই দুইশত পৃষ্ঠার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকও যাহাতে আকৃষ্ট হয় সেইরূপ ভাবে ইহা লেখা হইয়াছে।

ধনোৎপাদনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

উৎপাদন-হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ সকল দেশের সেরা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে এই উন্নতি বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সন হইতে ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত বেগে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯১৪ সনের সহিত ১৯২৫ সনের উৎপাদনের তুলনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে। ১৯১৪ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে সমসংখ্যক মজুরকর্তৃক সমসংখ্যক ঘণ্টায় শতকরা ৫৩ ভাগ অধিক ইস্পাত, শতকরা ৩১১ ভাগ অধিক রবার টায়ার এবং শতকরা ৩১০ ভাগ অধিক অটোমোবিল তৈয়ারী হইয়াছে। অন্যান্য সকল শিল্পেও উৎপাদনের শক্তি বাড়িয়াছে দেখা যায়।

উৎপাদন-বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও এ পর্য্যন্ত মার্কিণ ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে অধ্যাপক ট্যাগ্‌ওয়েল কর্তৃক এখানি গ্রন্থ (ইণ্ডাষ্ট্রিয়্‌ কাণ্ট্রি অব এজ্‌) রচিত হওয়া যে বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থখানা নিউইয়র্ক হইতে ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা ১+২৭৪। দাম—২ ডলার।

অধ্যাপক ট্যাগওয়েল উৎপাদনশক্তির বৃদ্ধির কারণগুলা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণগুলা বুঝিবার জন্য ধনবিজ্ঞানবিদের চোখের পরিবর্ত্তে এঞ্জিনিয়ারী চোখেই শিল্পগুলাকে দেখা হইয়াছে। ৯টী সাধারণ এবং ২২টী বিশেষ 'টেকনিক্যাল' কারণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটী কারণের বিশেষ আলোচনাও স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যন্ত্রপাতির অভ্যুদয় প্রথম শিল্প-বিপ্লবের মূল কারণ ছিল বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে যে শিল্প-বিপ্লব চলিতেছে, ইহার মূল কারণ যন্ত্রপাতি নয়, ইহার মূল কারণ হইতেছে উৎপাদন ও কারখানা-শাসনের নব নব প্রণালীর আবিষ্কার।

কি কি জিনিষের সাহায্যে পণ্য উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান কি কি? গ্রন্থকার এঞ্জিনিয়ারীংএর দিক্‌ হইতে বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, উৎপাদনের উপাদান চারিটি:—পরিচালনা, যন্ত্রপাতি, মালমশলা এবং শক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন-বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব-লাভে দুইটী বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে:—প্রথম, 'প্রকৃত' মাহিয়ানার (কেবল টাকার দ্বারা নির্দ্ধারিত মাহিয়ানা নয়) বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, জীবন ধারণের মাপকাঠি উঁচু হওয়া। মার্কিণরা এ দুইটী বিষয়ে এত উঁচুতে যে, গ্রন্থকারের মতে ইয়োরোপের কোন শ্রেষ্ঠ নগরের অধিবাসীদের সহিতও তাহারা বাসস্থান বদল করিতে রাজী নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সমূহের নানা দোষের কথাও বাদ পড়ে নাই। কয়েকটার উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

(১) সকল শিল্পের বা একই শিল্পের সকল কারবারেরই দ্রুত উন্নতির অভাব; (২) পূর্ব্ব হইতে চাহিদা আন্দাজ করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা; (৩) নানা দিকে অত্যন্ত বেশী অপচয়।

শিল্পোন্নতির পথে নিম্নলিখিত বাধাগুলির আলোচনাও

স্থান পাইয়াছে :—ব্যবসা-বাণিজ্যে পৌনঃপুনিক সঙ্কট, কয়েকটী শিল্পের স্থায়ী দুরবস্থা, উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর অভাব, দারিদ্র্যের প্রভাব (ইহার জন্য শিল্পগুলা চালাইবার সামাজিক বন্দোবস্তই দায়ী), পরিবর্ত্তনের যুগের কয়েকটী অনিবার্য্য বাধা, ইত্যাদি।

শিল্পোন্নতি এখন কি ভাবে হইবে? অর্থাৎ কি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে? গ্রন্থকারের মতে তিনটী লক্ষ্যের দিকে নজর রাখিতে হইবে :—প্রথম যাহাতে শিল্পগুলা ব্যক্তির স্বার্থে চালিত না হইয়া সমাজের স্বার্থে চালিত হয়; দ্বিতীয়, এখন শিল্পগুলা যে ভাবে চলে তাহাতে মানুষের লোভ, অর্থ-পিপাসা প্রভৃতি নীচ বৃত্তিই পরিপুষ্ট হয়। শিল্পগুলার এরূপভাবে সংস্কার করা দরকার যাহাতে শিল্প-পরিচালনার ভিতর দিয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলা খেলিবার অবকাশ পায়। তৃতীয়, শিল্পের এরূপ উন্নতি করা, যাহাতে মানুষ আর্থিক উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে ও প্রফুল্ল মনে কাজ করিতে পারে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য কয়টা বাস্তব জীবনে পরিণত করিবার নানা উপায়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে। কয়েকটা মাত্র বলা যাইতেছে :—(১) যন্ত্রগুলাকে আরও দ্রুতভাবে এবং আরও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কাজ করাইতে চেষ্টা করা; (২) শিল্প-পরিচালকের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা; (৩) শিল্পগুলাকে অধিকতর সামাজিক শাসনে আনা; (৪) শিল্পগুলাকে কেন্দ্র করিয়া মজুরসঙ্ঘ (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ ইউনিয়ান) কায়েম করা।

কাটিং শিক্ষা

শ্রীযুক্ত কালিচাঁদ দত্ত প্রণীত। প্রথম ভাগ। ক্রাউন ৮ পেজী সাইজ, ৮৮ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান টেলার্স এণ্ড কাটার্স একাডেমী, শ্রীধাণি মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

পুস্তকখানি ২৮ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট কাগজে অল্পাক্ষর অথচ সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা চৌদ্দটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ১২ খানি সুন্দর হাফটোন চিত্র এবং ২২খানি লাইন চিত্রের সাহায্যে পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলি বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ :—

১ম—পাঞ্জাবী	২য়—সার্ট
৩য়—ফতুয়া	৪র্থ—সেমিজ
৫ম—চৌকো গলা সেমিজ	৬ষ্ঠ—টাইট সেমিজ
৭ম—জ্যাকেট	৮ম—বডি
৯ম—সায়া	১০ম—পেনি
১১শ—ব্লাউজ	১২শ—কেপ্ বা কলার
১৩শ—ইজার বডি	১৪শ—ফ্রক্

পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক থাকিলেও, আমাদের দেশে অন্যান্য অনেক বিদ্যার ন্যায় এতদিন এ বিদ্যারও স্থান ছিল কতকগুলি লোকের মগজে—ছাপানো কাগজে নহে। ঐ সমস্ত লোকের চেলাগিরি না করিয়া ইহা আয়ত্ত করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দরজীগিরি বিদ্যাটী দরজী বা খলিফাদোকানের সীমা অতিক্রম করিয়া শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত যুবক, বিশেষতঃ মহিলাগণ এ বিদ্যার দিকে খুবই ঝুঁকিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, শিল্প-বিদ্যালয়সমূহের অন্যান্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী বেশী না হইলেও দরজী বিভাগে কখনই ছাত্রাভাব হয় না। দরজীগিরি যখন শিল্পবিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত হইয়াছে, তখন এ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক থাকাও একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এ জাতীয় পুস্তকের আবশ্যকতা যথেষ্ট।

ইহার সাহায্যে বাড়ী বসিয়াও দরজীগিরি শিক্ষা করা সম্ভব হইবে মনে করি। ইহার যথেষ্ট প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ক্যানাডায় মজুর-আইন

ক্যানাডার মজুর-আইনের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। যেমন সাময়িক দরকার পড়িয়াছে তেমনই আইনগুলা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কোনো বিশেষ নীতিকে ভিত্তি করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে প্রণীত হয় নাই। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের ক্ষমতার সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকায় আইনগুলা আরও জটিল হইয়াছে। ক্যানাডার মজুর-আইনের দোষ অনেকগুলি। মজুরদের বাঁচাইবার আইনগুলা আধুনিক জগতের তুলনায় এখনও অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে; মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা নিতান্ত অল্প। ট্রেড,

ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই প্রকার মকদ্দমারই অভিযোগ আনা যাইতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নের ভাণ্ডার হইতে ক্ষতিপূরণও আদায় করা যাইতে পারে। প্রশংসার কথা এই মাত্র যে, ধনিক-মজুরের বিবাদ-অনুসন্ধানের জন্য যে আইন ক্যানাডায় আছে, তাহা সত্যই অন্যান্য দেশে আদর্শ আইন বলিয়া স্বীকৃত।

শ্রীযুক্ত ব্রাইস্ এম্, ষ্টুয়ার্ট ক্যানাডার মজুর-আইন সম্বন্ধে একটী বই লিখিয়াছেন। "ক্যানেডিয়ান্ লেবার লজ্ অ্যাণ্ড দি ষ্টেট"—কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস—৬ ডলার। ক্যানাডার মজুর-আইন সম্বন্ধে অনেক কথা এই গ্রন্থ হইতে জানা যাইবে। ক্যানাডায় যত মজুর আইন আছে সব গুলিরই সারমর্ম্ম এই ৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; প্রত্যেকটীর আলোচনাও করা হইয়াছে। ভার্সাই সন্ধির মজুর-বিভাগে যে নয়টী নীতি ঢুকান হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই নয়টী নীতিকেই মাপকাঠি করিয়া ক্যানাডার মজুর-আইনের আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রণালীটি নূতন। পূর্ব্বে কেহ এই ধরণে মজুর-আইনের আলোচনা করেন নাই। যদি কেবল এই নয়টী নীতিকেই আদর্শ ধরিয়া বিভিন্ন দেশের মজুর-আইনের আলোচনা হয়, তাহা হইলে মজুর-আইনের তুলনামূলক আলোচনা সহজ হইয়া আসিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের ফলাফল

আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিলে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা জানিবার জন্য আমাদের মত মদ্যপান-বিরোধীর স্বতই তীব্র কৌতূহলের উদ্রেক হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ ধনসম্পদে জগতে সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করে। সেই দেশে কয়েক বৎসর হইল আইন দ্বারা মদ্যপান নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং মদ্যপান বন্ধ করিলে কি ফল হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য আর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে না। আর্থিক হিসাবে জগতের একটী শ্রেষ্ঠ দেশ মদ্যপান বন্ধ করিয়া কি সুফল লাভ করিয়াছে বা কুফল ভোগ করিতেছে, অঙ্ক ও তথ্যের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠভাবে তাহার বিচার করা এখন সম্ভব।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের ফলাফল সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত অনেক বই বাহির হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত এইচ্, ফেল্ডম্যান প্রণীত "প্রহিবিশান্, ইট্স্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ অ্যাণ্ড ইকনমিক্ অ্যাস্পেক্ট্স্" (নিউ ইয়র্ক, অ্যাপ্লটন্; ১৯২৭; ১৫+৪১৫; ২ ডলার) একটী উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনে দক্ষতা, কার্য্যে স্থৈর্য্য, শিল্প-সম্পর্কিত ও মোটর-দুর্ঘটনার সংখ্যা, আফিং, কোকেন ইত্যাদি নেশা করার অভ্যাস এবং দণ্ডনীয় অপরাধ প্রভৃতির উপর মদ্যপান বন্ধের প্রভাব সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। মদ্যপান বন্ধ হওয়াতে মদ্য প্রস্তুত করিবার ব্যবসা, আইসক্রীম ও চুরুট ব্যবহারের পরিমাণ প্রভৃতি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাও দেখান হইয়াছে। মদ্যপান-নিবারণ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কয়েকটী সিদ্ধান্ত এইরূপ :—(১) পূর্ব্বে মজুরেরা যে অর্থ মদে ব্যয় করিত এখন তাহা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগাইতেছে; (২) মদ্যপান-নিবারণে যতটুকু কুফল দেখা গিয়াছে তদপেক্ষা সুফল বেশী; (৩) উৎপাদন ও বাণিজ্যের উপর ইহার সুফল দেখিয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের শিল্প-বাণিজ্য-নেতারা ইহার স্বপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান-নিবারণের সাফল্য সম্বন্ধে আনন্দে উৎফুল্ল হইবার সময় এখনও আসে নাই; বরং গত দুই বৎসরের অবস্থা দেখিয়া একটু নৈরাশ্য আসা স্বাভাবিক। মদ্যপান-নিবারণ এই দুই বৎসর অত্যন্ত সঙ্কটের ভিতর দিয়া গিয়াছে এবং এখনও সেই সঙ্কটের ভিতর দিয়াই যাইতেছে। এই সময়টী নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হইলে তবে যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান নিবারণ সফল হইয়াছে কি না বলা চলিবে।

সাধারণের ধারণা এই যে, "ভল্‌ষ্টেড্ আইন" পাশ হইবার পূর্ব্বেই যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপান কমিয়া আসিতেছিল। এই ধারণা যে ভ্রান্ত গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন।

অঙ্ক ও তথ্যের ব্যবহারে গ্রন্থকার অত্যন্ত সাবধান এবং বিশেষ পারদর্শী। সামান্য প্রমাণের উপর কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রলোভন সংবত করিবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের আছে। ব্যক্তিগত মনোভাব এবং ঝোঁকপ্রবণতা তিনি রাখিবার ক্ষমতাও আছে। বস্তুতঃ, প্রকল্পনিক হইতেই গ্রন্থটী অপূর্ব্ব হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

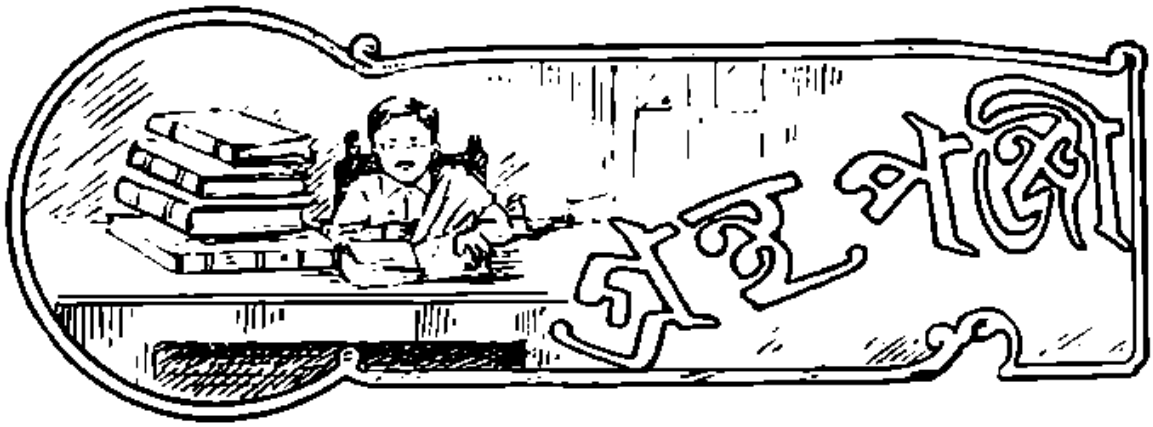

১। "ল' মঁদ একোনোমিক" (১৯১৮-১৯২৭), (আর্থিক দুনিয়া, ১৯১৮-১৯২৭), ত্যালাৎ, রিভিয়ের কোং, প্যারিস, ১৯২৮।

২। "ইল কারাত্তেরে লত্যালমিক দেল্লা সিয়েন্‌ৎসা দেল্লে ফিনান্‌ৎসে এ লে স্তুদিঅ সিয়েন্তিফিক দেই ফাক্তি ফিনান্‌ৎস্যারি" (রাজস্ববিজ্ঞানের সমাজ-তত্ত্ব)—লসিনি, ফ্রিতা ইতালিয়ানা কোং, রোম, ১৯২৮।

৩। "ই, গুপ্‌পি, সুস্যালি,—ফন্দামেন্তি দি সিয়েন্‌ৎসা পলিতিকা" (সামাজিক শ্রেণী-ভেদ,—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বনিয়াদ), ক্লুম্যানি,—ইন্তিতুত এদিতরিয়ালে সিয়েন্তিফিক, মিলান, ১৯২৮, ২০ লিয়ার।

৪। "সিট্‌লিখ্‌ কাইট ইন্‌ৎসিফ্‌রার্ণ" (রীতিনীতির সংখ্যাবিজ্ঞান),—মিথেল্‌স, ডুঙ্কার কোং মিউনিক্‌ ১৯২৮, ৭·৫০ মার্ক।

৫। "বাইড্‌ পাওয়ার অব্‌ লেবার অ্যাণ্ড পোইওয়ার সাইক্‌ল্‌স্‌" (মজুরদের ক্রয়শক্তি ও লড়াইয়ের পরবর্তী বাণিজ্য-চক্র),—আর্চিন্‌ট্রাইন, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯২৭, ৩ ডলার।

৬। "একনমক্স ক্লাসিক্স" (ক্লাসিটদলের অর্থনীতি),—স্কেচ্‌ৎস, লিব্রেরিয়া দেল্‌ লিওরিও, রোম, ১৯২৮ ১৫ লিয়ার।

৭। "সার্ভে অব্‌ দি সোস্যাল ষ্ট্রাক্‌চার অব্‌ ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েলস্‌ অ্যাজ্‌ ইলাষ্ট্রেটেড্‌ বাই ষ্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ (ইংলাণ্ড এবং ওয়েল্‌সের সমাজ-বিজ্ঞান,—অঙ্ক ও সংখ্যাবিজ্ঞানের নজির),—ব্লার্—সণ্ডার্স। অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন, ১৯২৭, ১০ শি।

৮। "লেদেবু দ্র কাপিতালিস্‌ম্‌" (পুঁজিনিষ্ঠার জন্ম-কথা),—গুয়েয়ার, আল্‌কো কোং, প্যারিস, ১৯২৭, ২৫ফ্রাঁ।

৯। "ডী ইন্টার্ণাট্‌সিওনালে শিফফার্টস্‌ ক্রিজে" (আন্তর্জাতিক জাহাজ-সমস্যা)—হেলাণ্ডার, ফিশার কোং বেনা, ১৯২৮, ১৮ মার্ক।

১০। "দি প্রব্‌লেম অব পপিউলেশন অ্যাণ্ড ফুড সাপ্লাই ইন জাপান" (জাপানের লোক ও খাদ্য-সমস্যা),—নম্ব. ইন্‌স্টিটিউট অব প্যাসিফিক রেলেশন্‌স্‌, হনলুলু, ১৯২৭।

১১। "হেল্‌থ্‌-প্রব্‌লেম্‌স্‌ ইন্‌ অর্গ্যানাইজ্‌ড্‌ সোসাইটি" (সুসঙ্ঘবদ্ধ সমাজের স্বাস্থ্য-সমস্যা)—নিউজহোল্‌ম,—কিং কোং, লণ্ডন, ১৯২৭, ১২ শি।

১২। "দি ন্যাশন্যাল ডিভিডেণ্ড" (জাতীয় আয়),—লাটকিফ,—ইউনিভার্সিটি প্রেস, মেলবোর্ণ, ১৯২৬, ৩ শি ৬ পে।

সংরক্ষণশুল্কের কুফল—কৃষকের সর্ব্বনাশ*

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

যুদ্ধের পর জগতে যে আর্থিক বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইয়াছিল তাহা শুধরাইবার জন্য ১৯২০ সনের ব্রাসেলস্ ইকনমিক কনফারেন্স বলিলেন, 'যুদ্ধের সময় গভর্মেণ্টগুলার খরচ মিটাইবার জন্য অধিক পরিমাণে মুদ্রা বাহির করাই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী।' একে একে ইয়োরোপের গভর্মেণ্টগুলা নিজ নিজ দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমাইয়া আনিল, কিন্তু তথাপি এই আর্থিক দুরবস্থা দূর হইল না। তখন বুঝা গেল যে, যুদ্ধের পর আর্থিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির মধ্যে মুদ্রা-বিকাই একমাত্র কারণ নহে। ১৯২৭ সনের জেনেভার ইকনমিক কনফারেন্স আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন এবং কারণগুলা আলোচনা করিয়া ইয়োরোপের আর্থিক রোগ সারাইবার উপায়গুলাও বলিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে জেনেভা কনফারেন্স এই বিশেষ মূল্যবান নীতিটী লিপিবদ্ধ করেন—"জগতের এক দেশের আর্থিক স্বাস্থ্য-লাভ অন্যান্য সকল দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যলাভের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ; যদি কোন দেশ অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধির ক্ষতি করিয়া কোন বাণিজ্যনীতি চালাইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সহিত তাহারও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

শেষোক্ত নীতিটী কতদূর সত্য তাহা যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগের জগতের প্রায় সর্ব্বত্র কৃষির ও ইয়োরোপীয় কারখানা-শিল্পের দুরবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

কৃষি-প্রধান দেশগুলিতে (ও অন্যত্রও) কৃষির অবস্থা যে শোচনীয় তাহার প্রমাণ কি? প্রাগ্‌যুদ্ধযুগে কৃষিজাত ও কারখানাজাত দ্রব্যগুলার যে দর ছিল, তাহার সহিত এখনকার কৃষিজাত ও কারখানাজাত দ্রব্যের দরের তুলনা দ্বারাই কৃষির প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়। বিলাতের আমদানির অর্দ্ধেকেরও অধিক কৃষিজাত দ্রব্য। রপ্তানির ¾ ভাগ কারখানাজাত দ্রব্য; বিলাতের রপ্তানির ইন্‌ডেক্স নাম্বার (১৯১৩ সনের) যখন ১৯২০ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত আমদানির ইণ্ডেক্স নাম্বারের তুলনায় যথেষ্ট কম দেখা যাইতেছে, তখন কৃষিজাত দ্রব্যের দর যে বিশেষ কমিয়াছে তাহা বুঝা শক্ত নহে। নিউজিল্যাণ্ডের রপ্তানির শতকরা ৯৪ ভাগ কৃষিজাত দ্রব্য, আমদানির ¾ ভাগ কারখানাজাত দ্রব্য। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২০ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের আমদানির ইণ্ডেক্স নাম্বার রপ্তানির ইণ্ডেক্স নাম্বার অপেক্ষা যথেষ্ট কম; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কৃষিজাত ও শিল্পজাত উভয় প্রকার দ্রব্যই প্রায় সমান পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। সুতরাং আমদানি ও রপ্তানির ইণ্ডেক্স নাম্বার দেখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে যুক্তরাষ্ট্রের বা অন্যান্য দেশের পুঁজির অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝা যাইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত কৃষিজাত দ্রব্যের দরের ইণ্ডেক্স নাম্বার কারখানাজাত দ্রব্যের দরের তুলনায় বরাবর কম ছিল। ইহা হইতে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষির অবস্থা বুঝা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকের আয় কিরূপ কমিতেছে (১৯১৯ সন হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত কৃষকদের মাথা পিছু আয় শতকরা ৪৯ ভাগ কমিয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য পেশার লোকের মাথা পিছু আয় শতকরা ৩ ভাগ মাত্র কমিয়াছিল; ১৯২৫ সনে অন্যান্য পেশার লোকের আয় তাহাদের ১৯১৯ সনের আয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কৃষকের আয় তখনও ১৯১৯ সনের আয়ের শতকরা ২৮ ভাগ কম ছিল) এবং কৃষিতে কত পরিমাণ মূলধনের লোকসান হইতেছে (১৯২০ হইতে ১৯২৬ সন অবধি মোট লোকসানের পরিমাণ ২০,০০০,০০০,০০০ ডলার) ইহা হইতেও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির অবস্থা কিরূপ তাহা বুঝা যায়। কানাডা, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও ১৯১৩—১৪ সনের তুলনায় ১৯২০ সন হইতে

* বিলাতী আর্য্যান অব্ দি টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট (জুন, ১৯২৮) অবলম্বনে।

৪।৬ বৎসর উক্ত দুই প্রকার দ্রব্যের দরের ইণ্ডেক্স নাম্বারে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রায় ১৯২০ সন হইতে জগতের সর্ব্বত্রই যে কৃষির দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখন বুঝা শক্ত হইবে না।

অপরদিকে ইয়োরোপের কারখানাশিল্পের যে অংশ রপ্তানির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে, তাহারও অবস্থা সুবিধার নহে। বিলাতে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইয়োরোপের অন্যত্র বেকারের সংখ্যা তত বেশী নহে বটে, মুদ্রাধিক্যের (ইন্‌ফ্লেশান) জন্য প্রায় সকল কারখানাই চলিতেছে বটে, কিন্তু মুদ্রাধিক্যের ফলে মজুরদের জীবন-যাত্রার মাপকাঠি নীচু করিতে হইয়াছে। বিলাত জীবন-যাত্রার মাপকাঠি ঠিক রাখিয়া বেকারের দল সৃষ্টি করিয়াছে। মোটের উপর বিলাতের (বেকারের সংখ্যা বাড়ার জন্য) ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানের (জীবন-যাত্রার মাপকাঠি নীচু হওয়ার জন্য) ক্রয়-শক্তি কমিয়াছে।

একদিকে জগতের কৃষিপ্রধান দেশগুলা (এবং কারখানাশিল্প-বহুল দেশগুলাও কিছু কিছু) ক্রয়কের আয় হ্রাসের জন্য ভুগিতেছে, অপরদিকে ইয়োরোপের কারখানা-শিল্প কাজের অভাববশতঃ উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ কি ?

কৃষির দুরবস্থার একটি কারণ এই যে, জগতের কৃষি-প্রধান দেশগুলা ইয়োরোপের বাজারের জন্যই কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে (প্রত্যেক কৃষিপ্রধান দেশই দেশের প্রয়োজনের জন্যও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু জগতের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য যেমন, গম ও অন্যান্য শস্য, তুলা প্রভৃতির দর প্রধানতঃ বিদেশের চাহিদার উপরই নির্ভর করে, আর বিদেশের চাহিদা যে দর নিরূপিত করে উৎপাদনকারী দেশের মধ্যেও সেই দর ক্রমে ক্রমে অনেকটা চলিত হয়; যে সকল কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলেনা বিদেশের চাহিদা কমার জন্য সেই ধরণের কৃষিজাত দ্রব্যের দরের উঠানামা হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু এই ধরণের কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ খুব বেশী নহে)। ইয়োরোপের বাজারে চাহিদা কমাতে কৃষিতে মন্দা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আরও একটি কারণ এই যে, চাহিদা কমিলে কলকারখানার মত কৃষি-কাজের পরিমাণ ইচ্ছামত কমান বাড়ান চলে না। সুতরাং যত অল্প দামই দেওয়া হউক না কেন, তাহা লওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না। এই অসুবিধার জন্যও কৃষিজাত দ্রব্যের দর কমিয়াছে। কিন্তু কৃষির দুরবস্থা বুঝিতে হইলে ইয়োরোপের শিল্পসমূহের দুরবস্থার কারণ-গুলাই বিশেষ করিয়া বুঝা দরকার। যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের কারখানাগুলা সাধারণ আবশ্যক জিনিষের চেয়ে যুদ্ধের জিনিষপত্রই অধিক তৈয়ারী করিত। স্বাভাবিক বাণিজ্যের গতি সেই সময়ে বাধাপ্রাপ্ত ছিল, মুদ্রার পরিমাণ আবশ্যকের অতিরিক্ত বাড়ান হইয়াছিল। এই সকল কারণে যুদ্ধের পর শিল্পজগতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। ক্রমে ক্রমে মুদ্রা-ব্যবস্থার গোলমাল মিটান হইল, যুদ্ধের পর যে সকল নূতন নির্ম্মাণ-কার্য্যে হাত দিতে হইল তাহার দরুণ এবং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ লোহা লক্কড়ের কারবারে যুদ্ধের সময়ে বর্দ্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার উপযুক্ত চাহিদাও দেখা দিল; তথাপি এই দুরবস্থা স্থায়ী হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এক দেশ হইতে অন্য দেশে মূলধন, মজুর ও মাল-চলাচলের যে স্বাধীনতা ছিল তাহার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। জগতের কৃষিপ্রধান দেশগুলা, যাহারা প্রধানতঃ ইয়োরোপের বাজারে কৃষিজাত দ্রব্য পাঠাইয়া মোটা লাভ করে, তাহারা নিজেদের দেশে কলকারখানা গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। জগতের কতগুলি দেশ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে, আর কি পরিমাণেই বা করিয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে :—

আমদানির দর অনুযায়ী শতকরা যে হারে শুল্ক স্থাপন করা হইয়াছে :—

	সকল প্রকার আমদানির উপর		কারখানা-জাত আমদানির উপর	
	১৯১৩	১৯২৫		
স্পেন	৩৩	৪৪		
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৬ (১৯১৪)	২৯		

আর্জ্জেন্টিনা	২৬		২৯
অষ্ট্রেলিয়া	১৭		২৭
হাঙ্গেরী	১৮		২৭
পোল্যাণ্ড			৩২
সার্ভিয়া			২৩
চেকো-শ্লোভাকিয়া	১৮		২৭
ইতালি	১৭		২২
কানাডা	১৮	১৬	২৩
ভারতবর্ষ	৪	১৪	১৬

এই সংরক্ষণনীতির ফলে এই সকল শিল্পগুলা হয়ত গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তাহার সঙ্গে আজ ইয়োরোপের রপ্তানির উপর নির্ভরশীল কারখানাগুলাকেও আঘাত করা হইয়াছে। ফলে ইয়োরোপের ক্রয়শক্তি কমাতে ইহাদের কৃষিজাত দ্রব্যের দরও কমিয়াছে। সুতরাং এই কৃষিপ্রধান দেশগুলার নূতন কারখানা-শিল্প নিছক বিদেশকে আঘাত করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে না, এই আঘাত ঘুরিয়া আসিয়া তাহাদের কৃষকদের উপরও বেশ জোরেই পড়িতেছে। কৃষির এই দুরবস্থার জন্য ইয়োরোপের মালের চাহিদা আরও বেশী করিয়া কমিয়াছে।

এই কথার সত্যতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝা যাইবে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির অবস্থা বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তখন ইয়োরোপ যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ঋণের সাহায্যে যথেষ্ট কিনিত। যুদ্ধের পর ঐ ঋণ বন্ধ করা হয়। ফলে ইয়োরোপের ক্রয়শক্তি যেরূপ কমিল কৃষিজাত দ্রব্যের দামও তদনুযায়ী কমিতে বাধ্য হইল। ১৯২২ সনে যুক্তরাষ্ট্র সংরক্ষণ-শুল্কের হার বাড়াইল। ইয়োরোপ এপর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কাছে টাকা ধার লইয়া ঋণের সুদ শোধ দিতেছিল। এই সময়ে ধারের আসল টাকা শোধ করিতে আরম্ভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইয়োরোপের ধার এ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই জমিতেছিল, ঠিক ধার শোধ দিবার সময় তাহার পথে শুল্কের জন্য বাধা পড়িল। ইয়োরোপ যে ধরণের মাল যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করিত সেই ধরণের মালের সাহায্যে ধার শোধ দেওয়া অসম্ভব হইল। অন্য কোন ধরণের মাল তৈরী করিয়া তাহার সাহায্যে ঋণ শোধ দিতে অথবা পূর্ব্ব ধরণের মালই তৈরী করিয়া যে সমস্ত দেশের জিনিষ অবাধে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকিতে পারে, সেই সকল দেশে বেচিয়া ঋণ শোধ করিবার বন্দোবস্ত করিতে সময় লাগে। এই দুই পথের কোন পথই শীঘ্র অবলম্বন করা সম্ভব নহে। সুতরাং, এক দিকে ইয়োরোপের ধার শোধ দিবার তীব্র ইচ্ছা অথচ ক্ষমতার অভাব, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ধারী পর্ব্বত-প্রমাণ। ইহার ফল হইল এই যে, ইয়োরোপের রপ্তানির দর চড়িল আর যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির দর নামিল। দরের উঠা-নামার দ্বারাই এই ধারী আর ঋণের একটা সাময়িক সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সংরক্ষণশুল্ক ইয়োরোপের ঋণ-শোধের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া একদিকে ইয়োরোপের মালের দর চড়াইয়াছে, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজাত দ্রব্যের দর কমাইয়াছে। সুতরাং সংরক্ষণশুল্কের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা সংরক্ষণশুল্কের সুবিধাভোগকারী দেশের কারখানা-শিল্পজাত দ্রব্যগুলা বেশী দরে কিনিতেছে, ও অন্যদিকে স্ব স্ব পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য সস্তা দরে বেচিতে বাধ্য হইতেছে। কৃষিপ্রধান দেশগুলায় প্রেরিত হইবার জন্যই ইয়োরোপের শিল্পগুলা প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ইয়োরোপের বাজারের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। এই জন্যই শুল্ক-প্রাচীররূপ বাণিজ্যের বাধা সৃষ্ট হওয়াতে ইয়োরোপের কারখানা-শিল্প ও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ক্ষতিভোগ করিতেছে। এই ক্ষতি এড়াইবার নিমিত্ত এখন ইয়োরোপকে শিল্পের জন্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে কৃষির জন্য নিজ নিজ সীমানার মধ্যেই বাজার খুঁজিতে হইতেছে। শিল্প ও কৃষি এই নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে ইতিমধ্যেই অনেকটা সমর্থ হইয়াছে বটে, কারখানাজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের দরের ইনডেক্স নাম্বারের পার্থক্য কমিতেছে সত্য, কিন্তু এই ওলট-পালটের সময়ে ইয়োরোপের অনেক কারখানাওয়ালাকে ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কৃষককে যে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না।

জগতের বিভিন্ন দেশগুলার মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ, এখন বোধ হয় তাহা বুঝা সম্ভব হইবে।

কয়লার দুনিয়া

তাহেরউদ্দিন আহমদ

১৯২৫ সনে ইয়োরোপের কয়লার খনিগুলির দৈনিক কাজের হিসাব নিম্নরূপঃ—

	খনির ভিতরে কাজ		খনির বাহিরে কাজ
	হাজিরার সময়	খনির মুখে কাজের ঘণ্টা (অবসর নাই)	অবসরহীন প্রকৃত কাজ
	ঘণ্টা—মি	ঘঃ—মি	ঘঃ—মি
জার্মানি—			
রুর	৮—০	—	১০—০
আখেন	৮—৩০	—	১০—০
উত্তর সাইলেশিয়া	৮—৩০	—	১০—০
দক্ষিণ সাইলেশিয়া	৮—০	—	৯—৩০
স্যাক্সনি	৮—০	৬—১৫	৯—০
বেলজিয়াম	৭—৪০	৬—২০	৮—০
ফ্রান্স	৭—৪৪	৬—১৭	৭—৫৯
গ্রেট বৃটেন	৭—৩০	৫—৪৫	৭—৪৫
নেদারল্যাণ্ড	৮—০	৬—২০	৮—০
পোলাণ্ড—			
সাইলেশিয়া	৮—০	৬—১৬	৮—০
দোমব্রোয়া	৮—০	৬—১৬	৮—০
সার	৭—৩০	—	—
চেকো-শ্লোভাকিয়া	৭—২৫	৫—৪৫	৭—৪৫

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের খনির কাজের ঘণ্টার মধ্যে বেশ তফাৎ আছে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার খনির মধ্যদেশে শ্রমজীবীকে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা খাটিতে হয়।

অন্যদিকে জার্মানির আখেন ও উত্তর সাইলেশিয়া অঞ্চলের খনিগুলির তলদেশে জার্মাণ শ্রমিককে কমসে কম সাড়ে আট ঘণ্টা কয়লা কাটা ও উঠানোর কাজে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কয়লার খনিগুলির মুখে মজুরদের গ্রেট বৃটেনে ৫½ ঘণ্টা ও স্যাক্সনি বেলজিয়ামে ৬½ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়।

খনির কাজের মজুরি

এখানে ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের মজুরির হার দেওয়া হইল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গ্রেট বৃটেনেই কয়লার খনির মজুররা বেশী মজুরি পায়। শ্রমজীবিগণকে খনির মালিকগণ কর্তৃক বীমা-তহবিলে দেয় টাকা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। এখানে গ্রেট বৃটেনের মজুরির হার ধরে জনপ্রতি বৎসরে ১০০ মোহর করিয়া ধরিয়া তদনুপাতে অন্যান্য দেশের পারিশ্রমিকের হার দেওয়া হইয়াছে। ইহা খনির তলদেশে নিযুক্ত শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের হিসাব।

গ্রেটবৃটেন	
নেদারল্যাণ্ডস	৮৯
জার্মাণি (রুর, স্যাক্সনি)	৭০
ফ্রান্স	৬৫
সার	৫৮
বেলজিয়াম	৫৮
জার্মাণি—উত্তর সাইলেশিয়া	৫৫
চেকো-শ্লোভাকিয়া	৪৮
পোলাণ্ড	৪০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, বিলাতে কয়লার খনির একজন মজুর বৎসরে যাহা আয় করে, নেদারল্যাণ্ডের শ্রমজীবী তাহার ১০ ভাগের ৯ ভাগ আয় করে, জার্মানির

শ্রমজীবী ১/৩ হইতে ১/৪ ভাগ, ফরাসী, সার ও বেলজিয়ামের শ্রমজীবি ১/৫ ভাগেরও কম আয় করে। চেকো-শ্লোভাকিয়ার মজুর ইংরেজ মজুরের অর্দ্ধেকেরও কম আয় করে; আর পোলাণ্ডের মজুর ইংরেজ মজুরের তুলনায় মাত্র ১/৮ ভাগ আয় করে।

শ্রমজীবিগণের ক্রয়-ক্ষমতা

গ্রেট বৃটেনের শ্রমজীবিগণের ক্রয়-ক্ষমতা ১০০ ধরিলে অন্যান্য দেশের কত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল।

গ্রেট বৃটেন	১০০
নেদারল্যাণ্ড	৯৯
বেলজিয়াম	৮২
ফ্রান্স	৭৭
সার	৭৬
জার্ম্মাণি (কয়ল)	৬৯
চেকো-শ্লোভাকিয়া—	
ওস্ত্রাভো	
ক্লাডনো	
জার্ম্মাণি—	
উত্তর সাইলেশিয়া	৫৯
পোলাণ্ড	৫২

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ঐ সকল দেশের শ্রমজীবিগণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

কয়লা উত্তোলনের খরচা

খনি হইতে এক টন কয়লা উত্তোলন করিতে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে কি হারে খরচা পড়ে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

গ্রেট বৃটেনে	১০০ (খরচ হইতে)
বেলজিয়ামে	৯৯
জার্ম্মাণির স্যাক্সনিতে	৯৬
নেদারল্যাণ্ডে	৯০
ফ্রান্সে	৮১
সারে	৭৩
জার্ম্মাণির রুরে	৬৩
চেকো-শ্লোভাকিয়ায়	৫৫
জার্ম্মাণির উত্তর সাইলেশিয়ায়	৩১
পোলাণ্ডে	২৮

জার্ম্মাণ আপার সাইলেশিয়ায় মজুরদের খনিগর্ভে দৈনিক ৫১০ মিনিট করিয়া কাজ করিতে হয়। রুর, স্যাক্সনি, নেদারল্যাণ্ড ও পোলাণ্ডের খনিগর্ভে দৈনিক ৪৮০ মিনিট কাজ করিতে হয়, বেলজিয়ামে ৪৭০, ফ্রান্সে ৪৬৪, গ্রেট বৃটেনে ও সারে ৪৪০ এবং চেকো-শ্লোভাকিয়ায় ৪৪৫ মিনিট খনিগর্ভে মজুরদের কাজ করিতে হয়।

বর্ত্তমানে কয়লা-উৎপাদনের হার কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যদি ইউরোপের সকল দেশেই ইংলণ্ডের মত খনি-গর্ভের কাজ দৈনিক ৪৫০ মিনিট বা ৭½ ঘণ্টা ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে ইয়োরোপের কয়লার উৎপাদন বর্ত্তমান উৎপাদন হইতে ১৩০ লক্ষ টন হ্রাস করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু উৎপাদনের এই সামান্য কমতি দ্বারা ইয়োরোপের কয়লার বাজার চাঙ্গা করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কয়লা-জগতে আর্থিক সচ্ছলতা আনিতে হইলে প্রতি সন কমসে কম ১০ কোটি টন কয়লা খনিতে মজুত রাখিতে হইবে।

দুনিয়ায় যত কয়লা উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে এক ইয়োরোপে হয় মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৩ ভাগ। অতএব উল্লিখিত ১০ কোটি টন হারে জগতের কয়লা উৎপাদন কমাইতে হইলে ইয়োরোপকে কমসে কম ৪৩০ লক্ষ টন কয়লা-উৎপাদন কমাইতে হইবে। বর্ত্তমানে ইয়োরোপে ৪৯৩০ লক্ষ টন কয়লা জন্মে। ঐ সংখ্যা ৪৫০০ লক্ষ টনে আনিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের কয়লার খনিগুলির দৈনিক কাজের সময় সাত ঘণ্টা ধার্য্য করিতে হইবে। ইয়োরোপে এইরূপ হারে কয়লা-উৎপাদন কমাইতে হইলে কোন্ কোন্ দেশের কি হিস্যা পড়িবে তাহা এখানে অঙ্ক কষিয়া দেখান হইল।

দেশের নাম	১৯২৪ সনে কাজের ঘণ্টা হিঃ উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	দৈনিক ৭ ঘণ্টা হিঃ উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	শতকরা কতভাগ কমিবে
জার্ম্মানি—			
রুর			
উত্তর সাইলেসিয়া			
সাক্সনি		৩,৩৮৫	

বেলজিয়াম	২৩,০৯৭	১০'৮
ফ্রান্স	৪৭,৫৭২	৯'৪
গ্রেটবৃটেন	২৩৮,৯২০	৬'৬
নেদারল্যাণ্ড	৬,৮৪৯	১২'৪
পোলাণ্ড	২৯,০৮১	১২'৪
সার	১২,৫৯৭	৬'৬
চেকো-শ্লোভাকিয়া	১২,৫৫৯	৫'৬

বয়নশিল্প

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী মজুমদার, তেলিয়াপাড়া চা-বাগান, শ্রীহট্ট

স্বদেশী যুগ চলিয়াছে। গ্রামে গ্রামে তাঁত বসাইতে হইবে। প্রত্যেক তন্তুবায়কে ত তার জাতীয় ব্যবসা করিতে হইবেই, পরন্তু দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার দ্বারা বস্ত্রশিল্পে স্বাধীনতা আনিতে হইবে। এই জন্য বয়ন-শিল্পের উন্নতি আবশ্যক। বাংলা দেশে বয়ন-শিল্পের কাজে প্রায় ৫২৫০০০ লোক নিযুক্ত আছে। এই কাজে আরও অধিক লোক নিযুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক।

অনেক তন্তুবায় তাদের জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া চাকুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, বয়ন-শিল্পের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। দেশের বস্ত্র তাহাদিগকে যোগাইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে তাঁত খুলিয়া নিজের দেশের বস্ত্র সেই তাঁতে উৎপন্ন করিতে হইবে। তন্তুবায়গণ না জাগিলে উপায় নাই। আমাদের ভারতবর্ষে যদি মোট ৮০০টী কটন মিল স্থাপিত হয় তবে দেশের জন্য আবশ্যক বস্ত্র কটন মিলগুলিই যোগাইতে পারে। কিন্তু ভারতে মাত্র ২৪৬টী কটন মিল স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই গ্রামে গ্রামে তাঁত বসানো একান্ত আবশ্যক। ভারতের বেকার-সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, সকলেই চাকুরী চায়। পরের দাসত্ব ছাড়িয়া ভারতবাসীকে নিজের দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতির দিকে মন দিতে হইবে।

বয়নশিল্পের উন্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে।

ভারতের কটন মিলগুলির মূলধনের অর্দ্ধেক বিদেশে যায় কলকব্জার জন্য। তারপর কোন কল নষ্ট হইলে ত আরও যায়। এজন্য তাঁত ও চরকা ভারতের গ্রামে গ্রামে বসাইতে হইবে। ভারতে তাঁত হইতে ৬০ কোটি টাকার ও কটন মিল হইতে ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং বিদেশ হইতে ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি হয়। কখনও বা বিদেশ হইতে ২।৩ কোটি টাকার বস্ত্র বেশী আমদানি হয়, কখনও বা ভারতীয় মিল ও তাঁত হইতে ২।৩ কোটি টাকার বস্ত্র বেশী প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে যতগুলি তাঁত আছে, তাহার দ্বিগুণ তাঁত বসাইতে হইবে। যদি ভারতীয় কৃষকগণ তাহাদের গৃহে চরকা বসাইতে পারিত, তবে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত। যদি কোন কৃষক-রমণী প্রত্যহ ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া সূতা কাটে তবে সে মাসে ৪৲।৫৲ উপার্জ্জন করিতে পারিবেই।

অনেকে হয়ত বলিবেন, এই সামান্য আয়ের জন্য কে ৬।৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে যাইবে। আয় সামান্য বটে, কিন্তু এই বেকার-সমস্যার দিনে মাসিক ৪৲।৫৲ টাকা উপার্জ্জন

কি কম কথা? কৃষক-রমণীরা কি দিনে ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া অবসর পান না? এই সময়টা গল্পগুজবে অপব্যয় না করিয়া, যদি তাঁহারা চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করেন, এবং যদি মাসিক ৪৲।৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা মন্দ কি?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—কৃষক-রমণীরা সুতা কাটিবার জন্য তুলা পাইবে কোথায়? তুলা যদি কিনিতে হয় তবে বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

নিজ বাড়ীর চারিদিকে যদি ৭০।৮০টী কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করা যায় তবে তুলার জন্য ভাবিতে হইবে না। ৭০।৮০টী বৃক্ষই পরে সহস্র বৃক্ষে পরিণত হইবে। অবশ্য প্রথম অবস্থায় তুলা কিনিতে হইবে।

বেশী শুষ্কও নয় বেশী ভিজাও নয় এরূপ স্থানে কার্পাস ভাল জন্মে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বসত বাড়ীর চারিদিকে কার্পাস বৃক্ষ জন্মিবে না। বয়নশিল্পের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। বয়নশিল্পের জন্য বীরভূম প্রসিদ্ধ। সেখানকার তন্তুবায়গণ নানা রকম রেশম, পশম প্রভৃতির বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যদি এদিকে মন দেন, তবে বয়ন-শিল্পের সংগঠন ও পুষ্টিসাধন হইতে পারে।

আমদানি, রপ্তানি ও উৎপাদন

শ্রীসুকুমার মিত্র, যশোহর

১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসের 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় 'আর্থিক ভারত' অধ্যায়ের দুইটা লেখা চোখে ঠেকিয়াছে,—একটা হইতেছে 'আমরা বেচি বেশী কিনি কম' এবং অন্যটা হইতেছে 'চাই আরও বেশী রপ্তানি।'

হিসাব-কিতাবে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যেখানে কাঁচা মাল বিক্রয় করি বিদেশীদের কাছে ২৪ কোটি পাউণ্ডের, সেস্থলে আমরা মাল কিনিতেছি মাত্র ১৫ কোটি পাউণ্ডের। অবশ্য ইহা ১৯২৫-২৬ সালের হিসাব। শাদা চোখে দেখিতে গেলে লাভটা আমাদেরই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখন প্রকৃতপক্ষে লাভটা আমরা করি কিনা তাহাই বিবেচ্য। আমরা আমাদের জীবনী শক্তির উপাদান চাউল, গম, ডাল, কলাই, তিসি, সরিষা প্রভৃতি বিদেশে চালান দিয়া অর্থ পাইতেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু সে অর্থের ব্যবহার আমরা কিভাবে করিতেছি তাহা জানিবার বিষয়। ১৯২৫-২৬ সনে ভারত ২৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে এবং ১৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল আমদানি করিয়াছে। মোটের উপর ভারত লাভ করিয়াছে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। এই লাভের অংশ ভাগ করিয়া দেখিলে ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক-সমন্বিত একটা বিরাট জাতির পক্ষে ইহা যে খুব বেশী কিছু সে কথা কোন ক্রমেই বলা চলে না। ১৯২৪-২৫ সনে বাংলা দেশ এক খেলনাই কিনিয়াছে ১৯৬২৪৮১৲ টাকার এবং অঙ্গরাগ ও প্রসাধন সামগ্রী কিনিয়াছে ১৪৪৬৩৬২৲ টাকায়। আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ বিবেচনায় এই সমস্ত বস্তু ক্রয় করা আমাদের দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে অন্যায় হইলেও ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশের জন-সাধারণ আধুনিক সভ্যতার আবহাওয়ায় কিছু বিলাসী হইয়াছে সন্দেহ নাই। দেশ-প্রেমিকগণ প্রাণপণে চীৎকার করিলেও এই বিলাসিতার মোহ দূর হইবে কিনা সন্দেহ। অতএব আমাদের অন্য পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। রপ্তানি যত টাকার হইতেছে তদপেক্ষা আরও বেশী টাকার করিলে অর্থ নৈতিক দিক্ দিয়া এই বিলাসিতার বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই রপ্তানি-বৃদ্ধি নীতির বিরুদ্ধেও একটি কথা আছে। কথাটা এই যে, আমরা ঘরে কিছু না রাখিয়া সমস্ত কাঁচা মাল রপ্তানি করিব কিনা এবং তাহা করা সঙ্গত কিনা? উত্তরটা 'না' হওয়াই

উচিত, বিশেষতঃ খাদ্য-শস্যের দিক্ দিয়া। সরকারী হিসাবে ৫১ লাখ টন উৎপন্ন খাদ্য শস্যের মধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ টন রপ্তানি হয় বলা হইয়াছে; কিন্তু এই বিপুল লোক-সংখ্যা-সম্বলিত দেশের পক্ষে অবশিষ্ট ৫৪ লাখ টন জিনিষ উপযুক্ত কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। আর উপযুক্তই যদি হয় তবে সর্ব্বদা ক্ষুধা-পীড়িতদিগের ক্রন্দনে ভারতের গগন বিদীর্ণ হইতেছে কেন? এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর পাইবার নিমিত্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯২০ সালের ১লা জুলাই 'হাই প্রাইসেস্' কমিটি গঠন করেন। ২২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া কমিটি যে রিপোর্ট বাহির করেন তাহাতে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া কমিটি মনে করেন :—

(১) যে পরিমাণ চাউল প্রয়োজনীয় সেই পরিমাণ চাউল সরবরাহ না হওয়া।

(২) বিদেশে চাউল রপ্তানি।

(৩) ব্যবসায়িগণের অতিরিক্ত লাভ।

(৪) কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে বহু মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর সৃষ্টি।

এই প্রবন্ধে ৩য় ও ৪র্থ কারণ বাদ দিয়া ১ম ও ২য় কারণ গ্রহণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? ১ম কারণের অর্থ উপযুক্ত পরিমাণ উৎপাদন হইতেছে না। ২য় কারণও ইহার আনুষঙ্গিক। উৎপাদনই উপযুক্ত ভাবে হইতেছে না, তার উপর আবার রপ্তানি করিলে কল ত মন্দ হইবেই এবং হইতেছেও। অবশ্য কমিটী এই দ্বারাকারের নিবারণার্থ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই উৎপাদন-বৃদ্ধি করার কথা আছে। কমিটি বলিতেছেন—

যে পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া দেশের অভাব পরিপূরণের পর প্রকৃত প্রস্তাবে শস্য উদ্বৃত্ত না থাকে, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র চাউল রপ্তানি রহিত করা হউক।

কয়েকটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ও কৃষিশিক্ষার প্রসার করিতে হইবে। ইহার ফলে উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

অবশ্য এই সকল প্রমাণাদির দ্বারা আমি এ সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি না যে, রপ্তানি করা অন্যায়। উদ্বৃত্ত কাঁচামালের রপ্তানির দ্বারা যদি আমাদের দেশ অপেক্ষাকৃত ধনী হইয়া উঠে, তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না। আসল কথা রপ্তানি যত বেশী করিতে পারা যায় করা উচিত, কিন্তু ঘরের ব্যবহারের উপযুক্ত অংশ রাখিয়া। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারিলেই সকল অসুবিধার মীমাংসা হয়। কিন্তু সেদিকে আমরা তেমনভাবে নজর দিয়াছি কি? অবশ্য অন্যান্য কথার সহিত 'আর্থিক উন্নতি'তে সে কথাও বলা হইয়াছে। সে কথাগুলি একটু পরিষ্কার ভাবে জানাইতেছি। আমাদের এত বড় দেশে আমরা যা মাল উৎপাদন করি তাহা এত সামান্য যে, তুলনামূলক আলোচনায় তাহা জগতের যে কোন দেশের উৎপন্ন মালের পরিমাণ অপেক্ষা কম বলিয়া বিবেচিত হইবে। কত কম তাহা একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। শর্করার দিক্ দিয়াই ধরা যাউক। সমস্ত পৃথিবীতে ৪৮ লক্ষ একর (১ একর বঙ্গের ৩ বিঘার কিছু বেশী) জমিতে আকের চাষ হয়। ইহার মধ্যে ভারতে চাষ হয় সাড়ে সাতাশ লক্ষ একর জমিতে*। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে কাঁচাগুড় জন্মে ৩৩ কোটি মণ, ভারতে জন্মে মাত্র ৮ কোটি মণ। তুলনায় ভারতে উৎপন্ন গুড় চিনির পরিমাণ জগতের যে কোন দেশের অপেক্ষা বেশী হইলেও আমাদের খরচের পঞ্চমাংশ চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯২৩-২৪ সনে এক বাংলা দেশেই বিদেশী চিনি আসিয়াছে ৭৯০ কোটি টাকার। ইহার কারণ উৎপাদনের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কাজে কাজেই এই প্রকার ঘটনা ঘটে। এখানেও সেই উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধির কথা আসে। পূর্ব্বোক্ত হিসাব অনুসারে আমাদের দেশে প্রতি একরে ৩৬ মণ গুড় চিনি হয়, এখন আমরা যদি আধুনিক উন্নত উপায়ে চাষকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা

* এটা অবশ্য ১৯০৮—১৯১০ সন অবধি ৩ বৎসরের গড়ে প্রতি বৎসরের হিসাব। এখন ইহা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

করিতে পারি এবং মোট ২৭৪০০০০ একর জমিতে চাষ না করিয়া ৩৪৩৭৫০০ একর জমিতে চাষ করি তাহা হইলে একজন আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

উৎপাদন-শক্তি কেন বাড়ে না ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশের চাষীরা সেই মান্ধাতার আমলে যেভাবে চাষকার্য্য করিয়া আসিয়াছে এখনও ঠিক সেই ভাবেই করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে সকল দিকেই ক্রমাগত উন্নতি হইতেছে এবং কৃষিকার্য্যও সেই ক্রমোন্নতি হইতে বাদ পড়ে নাই। আমাদের দেশের চাষীদের এই সকল উন্নতির কথা কিছুমাত্র জানানো হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যেটুকু চেষ্টা করা হয় তাহা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। তদ্ভিন্ন একশ্রেণীর লোকের মত এই যে, ঐ সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এদেশে চলিবে না, বা চলিতেছে উহাই চালাও। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, ইয়োরোপ আমেরিকার আবিষ্কৃত কৃষিযন্ত্রাদি অনেক স্থলে ভারতের ভূমির উপযুক্ত নয়, কিন্তু তাই বলিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়। কোন্ যন্ত্র কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে আমাদের দেশের উপযুক্ত হয় সেসকল বিষয় মাথা খেলাইতে হয়। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র হুয়র মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। যাহাহউক এই দিকটায় দেশ-সেবকদের মস্তিষ্কচালনা সুরু হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন চাষোপযোগী প্রায় ১১ কোটি একর জমি অব্যবহৃতরূপে পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলিরও উদ্ধারসাধনে যত্নবান হইতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য চালাইবার পক্ষে আমাদের দেশে কতকগুলি গুরুতর বাধা বর্ত্তমান আছে। সেই সকল বাধা দূরীভূত করিতে না পারিলে বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সকল বাধা দূর করিতে হইলে প্রথমতঃ সমবায় প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং জমিজমা-সংক্রান্ত ও উত্তরাধিকারবিষয়ক আইনসকলের সংস্কার-সাধন করিতে হইবে। এই সকল করিতে হইলে কৃষকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র (১৯২৭)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি এল

"দি ইকনমিক জার্ণাল" ও "দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" এই উভয়ের ১৯২৭ সনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে হিসাব লওয়া হইতেছে। এই খতিয়ানটা বৈশাখ মাসে "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত সালতামামির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে হইবে। তবেই সম্পূর্ণ ছবিটা বুঝা সম্ভব হইবে।

আকার-প্রকারের কথা

পত্রিকাদ্বয় সম্বন্ধে "আর্থিক উন্নতি"র সমান, আর পাশে আধ আঙ্গুল কম হইবে। অর্থাৎ তুলনার পক্ষে এই তিন পত্রিকার আকার তুল্য জ্ঞান করিলে বেশী ভুল হইবে না। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে আঁটান হইয়াছে বিভিন্ন পরিমাণে লেখা।

গত বৎসর "আর্থিক উন্নতিতে" ছিল ৯৬০ পৃষ্ঠা। ইকঃ জাঃ দিয়াছে ৭০০ পৃষ্ঠা (১৯২৭), ইকঃ রিভিউ দিয়াছে ৭৯২ পৃষ্ঠা। সুতরাং এই দুই পত্রিকায় গড়ে প্রতি সংখ্যায় পাওয়া যায় ১৭৫ ও ১৯৮ পৃষ্ঠা।

মাসিক হিসাব লইলে তিনখানা পত্রিকার আকার গড়ে এইরূপ দাঁড়ায়:—

আর্থিক উন্নতি	৮০ পৃষ্ঠা
দি ইকনমিক জার্ণাল	৫৮·৩ "
দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ	৬৬ "

অর্থাৎ ইংরেজ ও আমেরিকান পত্রিকাদ্বয় গড়ে প্রতি মাসে গ্রাহকদিগকে যথাক্রমে ৫৮·৩ ও ৬৬ পৃষ্ঠার মাল বণ্টন করিয়া দিয়াছে। এই মালের শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষের বিষয়ে

কোনরূপ আলোচনা না করিয়া বলা চলে যে, পৃষ্ঠা-হিসাবে "আর্থিক উন্নতি" প্রথম, আমেরিকান্ পত্রিকা দ্বিতীয়, ইংরেজীখানা তৃতীয়।

কিন্তু উৎকর্ষের দিকে না চাহিলেও কেবলমাত্র পৃষ্ঠা ধরিয়াই বিচার করা চলে না। কোন্ পত্রিকা তার শরীরের ভিতর কতখানি লেখা পুরিয়া দিতে পরিতেছে, সেইটাই সকলের আগে দেখা কর্ত্তব্য এবং তথায়ীই শ্রেণী-নির্দ্দেশ হইবে।

লেখ-তৌল

ইংরেজী পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৩ লাইন আছে ও প্রতি লাইনে অক্ষর-সংখ্যা ৫০ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আর আমেরিকান্ পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠায় ৪১ লাইন ও প্রতি লাইনে ৫২ অক্ষর গণা যাইতে পারে।

"আর্থিক উন্নতি"কে ইহাদের সহিত তুলনা করিতে যাওয়ায় মুস্কিল আছে। কারণ বাঙ্গালায় 'আ'কার 'ই'কার ইত্যাদি ও যুক্তাক্ষর ভিন্ন লেখা হয় না বলিয়া অক্ষরের সংখ্যা টাইপের চেয়ে কম হয়, অথচ ইংরেজীতে সাধারণতঃ যত অক্ষর তত টাইপ্। "আর্থিক উন্নতি" দুই কলমে ছাপা হয়। একটা গোটা পৃষ্ঠায় দুই কলমকে এক কলম বিবেচনা করিলে, ৩৩ লাইন ও প্রতি লাইনে ৪৮টী অক্ষর আছে বলা চলে।

এইরূপে ৩টা পত্রিকারই প্রতি পত্রে ধৃত অক্ষরের সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে—২১৫০ (ইং) ; ২০৯২ (আ) ; ১৫৮৪ (আঃ উঃ)। অতএব গোটা বছরের ধৃত অক্ষরের তুলনা করিতে গেলে অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইবে—

প্রথম (আঃ)	১৮,৯৪,৫৬৪ (বছরে),	১,৫৭,৮৭২ (মাসে)
দ্বিতীয় (আঃ উঃ)	১৫,২০,৬৪০ („)	১,২৬,৭২০ („)
তৃতীয় (ইং)	১৫,০৫,০০০ („)	১,২৫,৪১৭ („)

কোন্ পত্রিকা গ্রাহকদের কতখানি মাল যোগান দিতেছে তা মাপা চলে না, উপরের তুলনাটাকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই লেখ-তৌলের সবটাই মোটামুটি একটা গড়পড়তা হিসাব মাত্র।

চৌহদ্দি জরীপ

ইংরেজী ও আমেরিকান্ পত্রিকা দুইখানার স্তর-বিন্যাসের কথা অল্প-বিস্তর আলোচনা করা গিয়াছে। ইকনমিক জার্ণালের ৬টা মোটা বিভাগকে (প্রবন্ধ, সমালোচনা, নোট্স ও মেমোরাণ্ডা, পত্রিকা-জগৎ ও নূতন পুস্তক) যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। এইগুলির কোন্‌টার জন্য কোন্ সংখ্যায় কত পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে তার হিসাব এইরূপ :—

	২	৩		মোট
মার্চ্চ	৫৭	২১		১৭২
জুন	৫৭	২৭		১৮১
সেপ্টেম্বর	৪৭	৪৫		১৬৬
ডিসেম্বর	৬১	২৩		১৮০
	২৯৬	২৩০	১২২	৫১	৬৯৯
গড় (সংখ্যায়)	৭৪	৫৭·৫	৩০·৫	১২·৭৫	১৭৫
গড় (মাসে)	২৫	১৯·১	১০·১	৪·২৫	৫৮·৩

আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউর বিষয়গুলি হইতেছে প্রবন্ধ (১), প্রাপ্ত (২), সমালোচনা ও নূতন পুস্তকের নাম (৩) [অর্থাৎ জার্ণালের ২+৩ এর অংশবিশেষ], পত্রিকা-জগৎ (৪), দলিল, দস্তাবেজ, বিবরণী, আইন (৫), নোট্স (৬)। হিসাব নিম্নরূপ :—

	১	২	৩	৪	৫	৬	মোট
মার্চ্চ	৪৯	৫	১৪	২৭	১৬	৮	২০০
জুন	৭১	২	৮৩	৩৭	৩	৮	২০৮
সেপ্টেম্বর	৭১		৭০	৪৮ *	৬	১০	২০৮
ডিসেম্বর	৫৮	৬	৬৩	২৯	৪	১৬	১৭৬
	২৪৯	১৩	৩১৪	১৪১	৩২	৪২	৭৯২
গড় (সংখ্যায়)	৬২·২৫	৩·২৫	৭৮·৫	৩৫·২৫	৮	১০·৫	১৯৮
গড় (মাসে)	২০·৭৫	১·৮	২৬·০	১১·৭৫	২·৬	৩·৫	৬৬

* ২৭ পৃষ্ঠা চক্রবেল ডিসাইটেশন ছাপাইতে গিয়াছে।

ইহার সহিত "আর্থিক উন্নতি"র গত ১২ মাসের হিসাবটা জুড়িয়া দিলে তুলনার সুবিধা হইবে। ইহার বিষয়গুলি—বাংলার সম্পদ্ (১), আর্থিক ভারত (২), দুনিয়ার ধনদৌলত (৩), ব্যক্তি ও সঙ্ঘ (৪), মোলাকাৎ (৫), পত্রিকা-জগৎ (৬), সমালোচনা (৭), গ্রন্থপঞ্জী (৮), প্রবন্ধ (৯), তর্কপ্রশ্ন (১০)।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	মোট
বৈশাখ	৭	৭	৬	৯	৬	১৩	৬	১	২৭		৮০
জ্যৈষ্ঠ		৬	৬	২২	৯	৭	২	১	১৬		৮০
আষাঢ়	২২	১৩	৫	৯	৬	৮	৪	১	১১	১	৮০
শ্রাবণ	১০	১২	১১	১১	৪	৮	৫	১	১৭	১	৮০
ভাদ্র	৮	৬	৯	১৮	৩	৮	৩	১	২৪		৮০
আশ্বিন	৫	৭	৮	৪	৩	৪	২	১	৪৫		৮০
কার্ত্তিক	৯	৫	১২	৯	৮	৩	৮	১	২৫		৮০
অগ্রহায়ণ	১০	৬	২	৩	৪	১৩	৪	১	৩৭		৮০
পৌষ	৯	৯	৪	৪	৪	১১	৩	১	৩৫		৮০
মাঘ	৭	৯	৬	১৩	৩	৭	৪	১	৩০		৮০
ফাল্গুন	১১	৮	৭	৭	৪	৫	৪	১	৩৩		৮০
চৈত্র	৮	৬	৮	৯	৬	১০	৭	১	২৫	০	৮০
	১১৭	৯৪	৮৪	১১৮	৬০	৯৮	৫২	১২	৩২৫	২	৯৬০
গড়	৯·৭৫	৭·৮	৭	৯·৮	৫	৮·১	৪·৩	১	২৭		৮০

প্রবন্ধ-সম্ভার

উপরের আলোচনাটা পৃষ্ঠা ধরিয়া করা গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে কত মালের পরিমাণটা বাহির করা শক্ত নয়। ইংরোমেরিকায় যে সব বড় বড় আর্থিক পত্রিকা চলিতেছে, সেগুলির সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা দরকার। কোন পত্রিকারই গোটা দেহটাকে সাধারণতঃ প্রবন্ধ-সম্ভারে সাজাইয়া দেওয়া হয়ত নয়। প্রবন্ধের অংশটা নানা আকারের হইয়া থাকে। ইংরেজী পত্রিকায় অর্দ্ধেকের কম আর আমেরিকান্ পত্রিকায় এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি।

এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। গত বছরে "আর্থিক উন্নতি" প্রতি মাসে গড়ে ২৭ পৃষ্ঠা মাত্র প্রবন্ধের জন্য দিতে পারিয়াছে। সমগ্র অবয়বের ইহা মাত্র ৩৩%। ইহাতে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আর্থিক প্রবন্ধ বা সাহিত্য গড়া নির্ভর করিতেছে অনেকগুলি মালমসলার উপরে। সেই মালমসলাগুলি দফায় দফায় প্রতি মাসে বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। এইগুলির উপরই অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিদেশী কাগজগুলি সমালোচনা ও পত্রিকা-জগতের খবর ব্যতীত অন্যান্য দফার জন্য মাথা না ঘামাইয়াও পারে। কারণ, প্রথমতঃ তাদের অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি ঐ জিনিষ সাজাইয়া সম্মুখে ধরিতেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা এবিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর আমাদের সবে মাত্র হাতে খড়ি।

ইংরেজী ও আমেরিকান্ পত্র দুইটার প্রবন্ধগুলি লইয়া কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করা যাক।

প্রথমতঃ প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য। ইংরেজ বা আমেরিকান্ লেখকেরা সাধারণতঃ এই দুই পত্রিকার জন্য কত বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন? প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য হইতেও উহা তৈরী করিবার জন্য কতটা সময় দেওয়া হয় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য সময়টা প্রবন্ধের ভিতর নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের ইতর-বিশেষের উপরও নির্ভর করে।

১৯২৭ সালে ইকনমিক জার্ণালে ও আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ও প্রবন্ধ-লেখকদের নাম বৈশাখ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দুই পত্রিকার মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর অবধি লেখকদের নাম ও প্রত্যেকে কতপৃষ্ঠা করিয়া লিখিয়াছেন তার একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে ইকনমিক জার্ণাল ধরা যাক্।

মার্চ্চ। ১। অঃ এইচ, ক্লে, ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় ১৮ পৃষ্ঠা।
২। অঃ এল্, ডি, বার্ড কোপেনহেগেন " ১৪ "
৩। অঃ ডি, ডব্লিউ, ড্যানিয়েল্‌স
৪। " জে, জিউকেস্
৫। এফ্, পি, রামসে
৬। উইলিয়াম্ হার্ব্বার্ট ডসন
৭। এন, পি, ম্যাক্সটন, কৃষি-সম্বন্ধীয় আর্থিক গবেষণা মন্দির, অক্সফোর্ড ৮ "

জুন।	৮।	জে, ডব্লিউ, এক্‌, রো	১৫ পৃঃ
	৯।	অঃ এ, সি, পিগু	১০ „
	* ১০।	জে, এম্‌, কেইন্‌স্‌	১৫ „
	১১।	অঃ চার্জ ওয়ার্ড ষ্টকিং টেক্সাস্‌ বিশ্ববিঃ	১৩ „
	১২।	এন্‌, স্তরস্কি ...	১১ „
	১৩।	অঃ ডি, কিণ্ডলে সিন্নাম্‌, গুজরাট কলেজ, বোম্বে	১০ „
		অঃ ডি, এইচ, ম্যাক্‌গ্রেগর	৮ „
			৮২
সেপ্‌।		অঃ এ, সি, পিগু ...	১৪ „
	১৫।	আর, এম্‌, ক্যাম্পবেল, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ওয়েলিংটন, নিউজিল্যাণ্ড	১৫ „
	১৬।	জে, এ, বাউস্টি, কলেজ অব্‌ টেক্‌নলজি, ম্যানচেষ্টার ...	১১ „
		ই, ডব্লিউ, শান্‌ন্নান্‌	৯ „
		জে, এ, হেবন্‌, স্কুল অব এগ্রিকাল্‌চার, কেম্ব্রিজ	৭ „
		অঃ এইচ, এস্‌, ফক্‌সওয়েল	৭ „
			৬৩
ডিসেম্বর।		অঃ ডি, এইচ্‌, ম্যাক্‌গ্রেগর	৩০ „
		জে, এম্‌, কেইন্‌স	১৫ „
		ডি, এইচ্‌, রবার্টসন	১৬ „
		লর্ড আর্থলে ...	৮ „
		অঃ ডি, বি, কপল্যাণ্ড, মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়	৭ „
			৩ „
			২৯৬

দেখা যাইতেছে ২২জন ব্যক্তি মিলিয়া ২৯৬ পৃষ্ঠার রসদ নাড়িয়া পিটিয়া খাড়া করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে মাত্র ১৩·৪ পৃষ্ঠা করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক অধ্যাপক পিগু ও সম্পাদকদ্বয় ব্যতীত প্রত্যেকে ১২ মাসের ভিতর মাত্র ১টি করিয়া প্রবন্ধ যোগাইয়াছেন।

২২ জনের লেখা ২৪টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতি প্রবন্ধের জন্য গড়ে-গিয়াছে প্রায় ১২·৩ পৃষ্ঠা। তন্মধ্যে কিন্তু তারকা-চিহ্নিত প্রবন্ধগুলিকে প্রবন্ধ না বলিয়া সমালোচনা বলিলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়। এগুলিকে বাদ দিলে খাঁটি প্রবন্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১৭টি। অধিকন্তু ম্যাক্‌গ্রেগরের লিখিত ৩০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটী (ডিসেম্বরে প্রকাশিত) একটা অভিভাষণ। উহাকে আর্থালের জন্য রচিত বলা চলে না। এই বিবরণ হইতে বিশদরূপে বুঝা যাইবে যে, গোটা বছরে এই ইংরেজী পত্রিকা কয়টা প্রবন্ধ বাহির করে ও তদ্দরুণ কত পৃষ্ঠা দেয়।

অধ্যাপক পিগু ও সম্পাদকদ্বয় প্রত্যেকে ২টী করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পিগু দান করিয়াছেন ১০+১৪ পৃষ্ঠা (দুইটীই প্রবন্ধ); কেইন্‌স্‌ ১৫+১৫ পৃষ্ঠা (১টী সমালোচনা ও ১টী প্রবন্ধ; ম্যাক্‌গ্রেগর ৮+৩০ পৃষ্ঠা (১টি সমালোচনা ও ১টি অভিভাষণ)। এই তিনজনে ৯২ পৃষ্ঠার জন্য দায়ী হইয়াছেন। বাকী ২০৪ পৃষ্ঠার হিসাব কিরূপ? রয়াল ইকনমিক সোসাইটি নামক যে প্রতিষ্ঠানটি রহিয়াছে, তার সভ্যরা এই পত্রিকা চালাইতে কে কতখানি সাহায্য করিয়া থাকেন? পিগু ও সম্পাদকদ্বয় সভ্য। তাঁদের হিসাব লইয়াছি। অন্য সভ্যদের মধ্যে জে ১৮ পৃষ্ঠা, ফক্‌সওয়েল (সমিতির অন্যতম সহঃ সভাপতি) ৭ পৃষ্ঠা (সমালোচনা), ও রবার্টসন ১৬ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত জড়াইয়া সমিতির সভ্যদের নিকট হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠা। বাকী থাকে ১৬১ পৃষ্ঠা। এগুলি কোথা হইতে আসিল?

কোথায় কোপেনহেগেন আর কোথায় ম্যাঞ্চেষ্টার, কোথায় অক্সফোর্ড আর কোথায় বোম্বাই অথবা টেক্সাস্‌ অথবা ভিক্টোরিয়া ও মেলবোর্ণ! দূরদূরান্তর হইতে আমেরিকান্‌, অষ্ট্রেলিয়ান্‌, রুশ প্রভৃতি জাতিরা ইংরেজের আর্থিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতেছে—শুধু প্রবন্ধের তাগাদেই নহে, অন্যান্য ব্যাপারেও।

এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা প্রণিধানযোগ্য:—

১। ইংরেজের ইকনমিক জার্ণাল এরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকা যে, ইহাতে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করিবার জন্য বিদেশের সুধী ও বিশেষজ্ঞরাও লালায়িত।

২। ইংরেজের পত্রিকা হইলেও লেখকের দেশ বা জাতি বিচার করা হয় না।

৩। এই আর্থিক পত্রিকার পিছনে এক বড় সহায় রয়াল ইকনমিক সোসাইটি রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরেজ জাতটা অথবা ইংরেজী-ভাষীরা সোসাইটির সাহায্য না

পাইলেও পত্রিকা চালাইবার শক্তি রাখে; কারণ অধিকাংশ প্রবন্ধ সোসাইটির বাহির হইতে আসিয়াছে।

৪। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে পত্রিকার এতখানি শক্তির মূলে রহিয়াছে ঐ সোসাইটি। বস্তুতঃ এই সোসাইটির কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এক নয়, বহু। তারই একটা এই পত্রিকার আকারে রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে।

এইবার আমেরিকান ইকনমিক রিহ্বিউ ধরা যাক্।

মাঃ।	১।	ই, ডব্লিউ, কেমেরার, প্রিন্সটন বিশ্ববিঃ	১২	পৃঃ
	২।	সি, ডব্লিউ, টাউসি, ওয়েস্লিয়ান বিশ্ববিঃ	১৩	,,
	৩।	এম্, সি, ওয়াল্টারস্‌ডর্ফ ওয়াশিংটন ও জেফারসন্ কলেজ	১২	
		গ্রেন ই, হুভার, মিল্‌স কলেজ	১২	,,
			৪১	,,
জুঃ।	৪।	এইচ্, প্রেষ্টন ওয়াশিংটন বিশ্ববিঃ	১৮	,,
	৫।	এইচ্, গর্ডন হেস্, ওহিও ষ্টেট বিশ্ববিঃ	১১	,,
	৭।	মণ্টোগোমারি ডি, অ্যাণ্ডারসন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়	৪২	,,
			৭১	,,
মেঃ।	৮।	ফ্রেডারিক থার্গার্ড হলে নিউ ইয়র্ক সহর		
		এইচ্, ফ্রেইন্ পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ...	১৯	,,
	১০।	ডব্লিউ, এল, ক্রাম, হার্ভার্ড বিশ্ববিঃ	১০	,,
	১১।	এ, পি, হ্বিন্‌টন, টেক্সাস্ বিশ্ববিদ্যালয়	২০	,,
	১২।	এফ্, ডব্লিউ ফেটার, কুইটো, ইকোয়াডর	২	,,
			৭১	,,
ডিঃ।	১৩।	উইলিয়াম্ ওয়টন, স্মিথ কলেজ	১৯	,,
	১৪।	এইচ্, জে, ডাহ্লেন্‌পোর্ট কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়	২১	
	১৫।	বেন্ ডব্লিউ, লিউইস্ ওবার্লিন কলেজ	১২	
	১৬।	ওল্‌কার মর্গেনষ্টার্ণ, রকাফেলার মেমোরিয়েল, নিউ ইয়র্ক	৬	,,
			৫৮	,,
			২৪৯	,,

এই তালিকার দিকে চোখ পড়িবামাত্র ধরা পড়িবে যে, আমেরিকান পত্রিকায় প্রতি ব্যক্তি ১টা মাত্র প্রবন্ধ সারা বছরে যোগাইয়াছেন। সারা বছরে অর্থাৎ ৪ সংখ্যায় মোট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে ১৬টা। লিখিয়াছেন ১৬ জন ব্যক্তি। অতএব প্রতি প্রবন্ধের অথবা প্রতি ব্যক্তির দানের পরিমাণ গড়ে দাঁড়াইতেছে ১৫·৬ পৃষ্ঠা। এই ষোলটা প্রবন্ধের মধ্যে একটী জীবনচরিত (নং ১৬), আর একটীকে (৮নং) সমালোচনা বলিলেও চলে। বাস্তবিক পক্ষে এটি লেখকের পূর্ব্বলিখিত এক প্রস্তাবের নূতন সংস্করণ। বাকীগুলি খাঁটি প্রবন্ধ।

এই পত্রিকার পিছনে যে আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশান বলিয়া জবর প্রতিষ্ঠানটি আছে, কাগজ চালাইবার ব্যাপারে প্রবন্ধের দিক্ হইতে সে কতখানি সাহায্য করিয়াছে? বোর্ড অব্ এডিটর বা সম্পাদক-সঙ্ঘে ৬ জনের নাম আছে। আর আছে ম্যানেজিং এডিটর। এই ৭ জনের ১ জনও কোন প্রবন্ধ লেখেন নাই। সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যদের নিকট হইতেও কোন লেখা পাওয়া যায় নাই। ১৯২৬ সনে সমিতির সভাপতি ছিলেন কেমেরার। এ বছরের গোড়াতেই তাঁর একটা প্রবন্ধ (১নং) স্থান পাইয়াছে। রিহ্বিউর বাকী প্রবন্ধগুলি তবে কাহারা লিখিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমেরিকানরা সদর্পে বলিতে পারে, বেঁচে থাকুক্ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলা। এতগুলি অধ্যাপক-শিক্ষক যেখ জুড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের ভাবনা কি?" বস্তুতঃ এ পত্রিকার প্রবন্ধাংশ মূলতঃ অধ্যাপকদের পরিশ্রমের ফল। ৯টা প্রবন্ধ (১৬৬ পৃষ্ঠা) আসিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে। তন্মধ্যে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ২টাতে (৫ ও ৭ নং) ৩০ পৃষ্ঠা দান করিয়াছে। কলেজগুলি হইতে ৪টা প্রবন্ধের দরুণ ৫৫ পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। বাকী ৩টা প্রবন্ধ বাবদ ২৭ পৃষ্ঠা মাত্র বাহির হইতে আসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

"ক্যামেরালিজম"—খাজাঞ্চিখানা-নীতি, ভাণ্ডার-তত্ত্ব বা রাজস্বনিষ্ঠা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্. এ, বি, এল্, হাজারিবাগ

বিলাতী বাণিজ্যবাদের (ম্যার্ক্যান্টিলিজ্‌মের) দুই একটা তরঙ্গ জার্মাণ উপকূলে আসিলেও আঘাত করিয়াছিল। তাহার ফলে জার্মাণিতে সে সময়ে যে মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল তাহাকে "জার্মাণ মার্ক্যান্টিলিজ্‌ম্" বা "ক্যামেরালিজ্‌ম্" আখ্যা দেওয়া হয়। জার্মাণিতে ও অষ্ট্রীয়ায় প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া আর্থিক চিন্তা এই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকাল হইতে "ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ" পর্য্যন্ত জার্মাণির আর্থিক সমস্যা এত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, দেশে শান্তি ছিল না। জাতীয় শুল্ক-প্রাচীর (১৫২২-১৫২৩) এবং একবিধ সিক্কার প্রচলনদ্বারাও বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না।

ওয়েষ্টফ্যালিয়ার (১৬৪৮) শান্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুদ্ধে জনবল প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল এবং বৃহৎ বৃহৎ ঋণের ভার রাজন্যবর্গের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছিল। দেশে অশান্তি থাকায়, তুরস্ক ও ফরাসীর কাছে অপমানিত হওয়ায় এবং হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে হটিয়া যাওয়ায় সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ইহা অধিকতর গভীরভাবে অনুভূত হইল।

এই সকল কারণে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর আর্থিক সমস্যা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য জার্মাণির মাতব্বরগণ "ক্যামেরালিজ্‌ম্" সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিলেন। জার্মাণ মার্কেন্টিলিজ্‌মের উৎপত্তি এইখানেই লক্ষ্য করিতে হইবে।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লুথার ও ওসার (১৫০৬-১৫৫৬) লেখায়ই প্রথম জার্মাণ মার্ক্যান্টিলিজ্‌মের দেখা পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথম "ক্যামেরালিষ্ট" হিসাবে ষ্ট্রালবুর্গের আইন-অধ্যাপক ওবরেখট উল্লেখ-যোগ্য। বোর্ডিউস্ এবং ক্লক্ (১৫৮০-১৬৫৫) তাঁহার পরবর্ত্তী লেখক। এই লেখকেরা টাকাকড়ি এবং ধন-জন-বলের উপর জোর দিয়াছেন। সরকারী অনুশাসনে তাঁহাদের আস্থা ছিল। কিন্তু "জার্মাণ অর্থপণ্ডিতদের রাজা" গ্রন্থের (১৬৫৫) লেখক সেকেন্‌ডোর্ফকে ক্যামেরালিজ্‌মের জনক বলা চলে।

ক্যামেরালিষ্ট লেখক ও গ্রন্থ

(ক) বেথার্স প্রণীত "রাষ্ট্রিক আলোচনা" (১৬৬৭)

এই কেতাবের প্রথমভাগে বেথার্স কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহাদ্বারা মেইন্‌স জনপদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—যেমন, বণিক্, শিল্পী, ধনিক, ইহুদি, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকলেই—পরিচালিত হইবে। পণ্যের ধরণ ও মূল্য অনুশাসিত হওয়া প্রয়োজনীয়; সঙ্ঘের কর্ত্তারি কথার আবশ্যক; নিপুণ শিল্পীকে সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও স্বীয় শিল্পে লিপ্ত থাকিতে দেওয়াই উচিত। বণিক্, শিল্পী ও চাষী এক কর্ত্তার অধীনে থাকিয়া পরস্পরের সহায়তাদ্বারা সমাজের ব্যবসায় উন্নতি-বিধান করিবে। পণ্যের উপর শুল্কের হার চড়া হইলে ব্যবসায় মন্দা পড়িবে এবং বণিক্‌রা মূল্যবৃদ্ধিদ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবে; অতএব এরূপ শুল্ক হানিকর। ফলে, হয় বিদেশী বণিক্ বাজার অধিকার করিবে, নতুবা ভোগের মাত্রা হ্রাস হইয়া ব্যবসায় ক্ষতি করিবে। শিল্পক্ষেত্রেও এই কথা খাটে; উচ্চহারের ট্যাক্স শিল্পীকে অধিক মূল্য দাবী করিতে এবং বিদেশ হইতে সস্তায় মাল আনিতে বাধ্য করে; ফলে, চাষী বাজার হারায়।

বণিক্, শিল্পী ও চাষী এই তিন শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ভোগ (বিক্রয়) একান্ত প্রয়োজন। বাজারে মালের কাটতি যখন অধিক, তখন বণিক্ বিক্রয় করে, শিল্পী দিনরাত খাটিয়া বিক্রয়ের জন্য বণিক্‌কে মাল যোগায়, এবং চাষী কাঁচামাল উৎপন্ন করিতে রত থাকে। বণিক্‌ই দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ; তাহার বিক্রয়ের উপরই দেশের সমৃদ্ধি ও জন-বল নির্ভর করে।

বাজার দুই শ্রেণীর—স্বদেশী ও বিদেশী। স্বদেশী বাজার

স্বদেশী বণিক্‌দের জন্য থাকা উচিত। মাল উৎকৃষ্ট ও সস্তা হইলে তবেই বিদেশী বাজার হইতে টাকাকড়ি স্বদেশে আনয়ন করা সম্ভব। এই জন্যই খাদ্যদ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক লঘু করিয়া জীবনযাত্রার সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং গুণী শিল্পী ও উৎকৃষ্ট মালকে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক।

থেখার্সের মতে রাষ্ট্রের পক্ষে সিক্কার স্থিরতা, নিকর বাজার-গৃহ, জনবহুল কারখানা এবং ধনী ব্যাঙ্ক একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম তিনটী টাকাকড়ি যোগানের ও চতুর্থটী বিদেশ হইতে ধন-দৌলত আনয়নের সহায়তা করিবে।

বিদেশী বাণিজ্য সম্বন্ধে থেখার্স অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি কোম্পানী কায়েম করিয়া বিদেশী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

(খ) হবিস প্রণীত "ইচ্ছা করিলেই অষ্ট্রীয়া সকল দেশের সেরা হইতে পারে"

তিনি জাতিকে স্বাবলম্বী করিবার নিয়মাবলী (১৬৮৪) প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সোণারূপা ও অপরাপর যাহা কিছু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় তাহার প্রকৃতির উপর দেশের শক্তি ও মাহাত্ম্য নির্ভর করে। অষ্ট্রীয়ার নিক্তি পরীক্ষা করিয়া তিনি একথা বুঝাইয়াছেন। প্রথমে সোণারূপার ক্রট বা "ডেফিসিট্" কতখানি দেখিয়া পরে তাঁহার বাড়্‌তির প্রতি লক্ষ্য দেন এবং এই সীমাংসায় উপনীত হন যে, লবণ, কটী, মদ্য, মদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাকৃতিক সম্পদ্ থাকার দরুণ অষ্ট্রীয়া উৎপাদনের হার বাড়াইয়া অনুকূল বাণিজ্য-নিক্তি কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছে।

হোবিগের বাণিজ্য-নিক্তি সম্বন্ধে ধারণা সঙ্কীর্ণ নহে। কারণ তিনি বলিতেন যে, যে দেশে প্রচুর সোণারূপাই শুধু আছে সে দেশ ধনী একথা সত্য, কিন্তু আত্মনির্ভর অর্থাৎ আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নহে, যেহেতু লোকে সোণারূপা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে দেশে সোণারূপা ব্যতীত অপর সকল প্রকার বস্তু আছে, সে দেশ সাহায্য ব্যতিরেকে বহুকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেও, অনেক বিষয়ে তাকে পরাধীন থাকিতে হয়। কারণ একথা আমাদের অবিদিত নাই যে, সোণারূপা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক এবং বিদেশীরা যদি দয়া করিয়া এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সোণারূপা চালান দেয়, তবেই উহা পাওয়া যাইবে।

হোবিগ জাতীয় অর্থনীতির জন্য নিম্নোক্ত নয়টী সূত্র প্রণয়ন করেন। এগুলির মধ্যে মার্কাণ্টিলিজ্‌ম্ ও ক্যামেরালিজ্‌মের মূল সূত্রগুলি সুন্দররূপে মিশিয়াছে।

(১) পৃথিবী এবং পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে তাহা সম্যভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহা কি প্রকারে সমগ্র জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং যাহা কিছু সোণারূপার সহায়তা করিবে, তাহার জন্য সকল প্রকারের কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে।

(২) দেশে যে কোন মাল পাওয়া যায় এবং যাহা কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে যতদূর সম্ভব পাকামাল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) এই নিয়মগুলি কার্য্যকর করিবার জন্য দেশবাসীকে কাঁচামাল উৎপন্ন করিয়া তাকে পাকামালে পরিণত করিবার কাজে লাগিতে হইবে। এইজন্য জন-বলের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগকে অর্থহীন উপজীবিকা হইতে নিরস্ত করা উচিত। শিল্পী ও কারিগরদিগকে বিদেশীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে উৎসাহ দেওয়াও আবশ্যক।

(৪) সোণারূপা একবার দেশে প্রবেশ করিলে সেখানেই আটক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। তবে ভাণ্ডারে স্তূপাকার করিয়া না রাখিয়া যাহাতে তাহাদের গতিবেগ হয় তাহার প্রতি নজর দিতে হইবে। মূলাকাহীন কার্য্যে সেগুলিকে লগ্নী করিয়া রাখাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

(৫) রাষ্ট্রের অধিবাসীদের দেশজ মালে সন্তুষ্ট থাকিয়া বিদেশী মাল যতদূর বর্জ্জন করা যায় তাহা করা উচিত।

(৬) যদি বিদেশী মাল আমদানি করা নেহাৎই আবশ্যক হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে সোণারূপা রপ্তানি না করিয়া বিনিময়যোগ্য দেশজমাল পাঠাইয়া মূল্য শোধ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

(৭) এইসকল আমদানি-মালের কাঁচামাল হওয়া আবশ্যক; দেশেই সেগুলিকে পাকামালে পরিণত করা উচিত।

(৮) সকল প্রকার শিল্পে এইটাই দেখা চাইবে, যে

মাল দেশে বাড়তি হয় তাহাই পাকামালে পরিণত করিয়া রপ্তানি করা হয় এবং এই হেতু পৃথিবীর সীমান্তেও বাণিজ্য করিতে যাইতে নিষেধ করা উচিত নয়।

(২) দেশে যে মালের বাড়তি রহিয়াছে, যদিও বিদেশে সেই মাল সস্তায় পাওয়া যায় তথাপি তাহা আর আমদানি করা উচিত নহে।

হোবিসের বিশ্বাস ছিল যে, আমদানি বন্ধ করা অতি সোজা। এই উপায়ে স্বদেশীয় মালব্যবসায়ীরা নিশ্চিন্তরূপে অঢেলিয়া বাজার ভোগ করিতে পারিবে। "যখন টাকাকড়ি আর বিদেশীদের কাছে যাইবে না, তখন, অন্ততঃ এক কোটি টাকা স্বদেশে থাকিয়া বাণিজ্য-পুঁজির আকার ধারণ করিবে; এবং বাজার সবলে থাকায় ও মুনাফা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া পুঁজিপতিরা টাকাকড়ি খাটাইতে উৎসাহিত হইবে। বিদেশী শিল্পীরা কর্মহীন অবস্থায় থাকার দরুণ এবং খাদ্যাভাবের নিমিত্ত এই দুই সুখ অন্বেষণে এদেশে আসিতে বাধ্য হইবে।"

(গ) ডারিয়েস প্রণীত "ক্যামেরালিজমের মূল সূত্র"

এই কেতাবখানি বেথার্সের কেতাবের প্রায় ৯০ বৎসর পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ভেনায় মুদ্রিত হয়। সূচনায় তিনি জানাইয়াছেন যে তিনি প্রত্তার, সেকেন্‌ডোরফ্‌ ও জিউবারের নিকট কেতাবখানি লেখার জন্য ঋণী।

তিনি বলেন যে, বাৎসরিক আয়কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) নিশ্চিত ও পরিমেয়, (২) দৈব। ইহার মধ্যে প্রথমটারই বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব।

তিনি পুঁজির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা বেশ সরস ও ইঙ্গিতপূর্ণ। সাধারণভাবে পুঁজি (ফণ্ড) বলিতে বুঝা যায়—উপার্জিত সম্পত্তি যাহা আমাদের ব্যবহারের জন্য বৎসর বৎসর কার্যকর হইবে বলিয়া স্থায়িরূপে ধরিয়া লই।

"রাজার আয়ের পুঁজি বা ভাণ্ডার হইতেছে রাষ্ট্র ও প্রজাবর্গের ধন-দৌলত।" কিন্তু আয়ের জন্য প্রজার পুঁজিতে হস্তক্ষেপ করা রাজার কর্তব্য নয়। রাজা এবং প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি অভিন্ন।

ডারিয়েস নিম্নোক্তরূপে ক্যামেরালিজমের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। প্রথমেই কৃষি বা গ্রাম্য অর্থনীতি। ইহা প্রাকৃতিক শক্তি ও আইন লইয়া নাড়াচাড়া করে। কর্ষণ ও পশুপালনই ইহার বিষয়। ইহার পরই সহরে অর্থনীতির স্থান। কল ছি প্রকারে কারখানা-ফ্যাক্টরীতে প্রকৃতিকে সাহায্য করে তাহা শিক্ষা করাই ইহার বিষয়। রাষ্ট্রতন্ত্রের বা শাসননীতির স্থান ইহার পরেই। জন-বল, শিক্ষা, দরিদ্র-সেবা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি অর্থাৎ সংক্ষেপে অধিবাসীদের বাৎসরিক আয়-বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের সকল প্রকার প্রচেষ্টার কথাই ইহাতে আছে। পরিশেষে রাজার আয়ের কথা লইয়া রাজনীতির স্থান। তাহাই হইল আসল ক্যামেরালিজম বা ভাণ্ডার-নীতি।

ধর্ম এবং আইন হইতে রাজতন্ত্র পৃথক। ধন-দৌলত সম্বন্ধে কথা ইহাতে থাকে। ন্যায় এবং ধর্মের যত অংশ দারিদ্র্য-নিবারণ ও ধন-বৃদ্ধির সহায়তা করে তত্টাই রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্গত। তথাপি, রাষ্ট্রতন্ত্রের নিয়ম নীতি বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নহে; নীতি-সঙ্গত উপায়ে কিরূপে ধন-বৃদ্ধি সম্ভব তাহাই দেখা আবশ্যক। প্রকৃতি মানুষকে স্বাধীনভাবে যুক্তি-চালনার উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাষ্ট্রতন্ত্র কিন্তু এই স্বাধীন যুক্তিচালনার মধ্যে গুঁজিয়া টানিয়া উহাকে সংযত করিয়া রাখে।

সহরে অর্থনীতি অধ্যায়ে খরচার বিশ্লেষণ করিয়া ডারিয়েস দেখাইয়াছেন যে, মালব্যবসায়ীর পক্ষে (১) কাঁচামাল, (২) যতদিন না পাকামাল বিক্রয় হয় ততদিন পর্যন্ত কাঁচামালের সুদ, (৩) যন্ত্রপাতির মূল্য, (৪) তাহার সুদ এবং ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-প্রাপ্তি, (৫) মজুরি, (৬) মজুরির উপর সুদ, (৭) গৃহ-আবাসের সুদ, (৮) বাজারে মাল ফেলা, খরচের হিসাব—এই সকল বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত। যখন এই রকাগুলি পুঁজিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎপন্ন মালের জন্য যে দর পাওয়া যায় তাহাতে সুদ সুদ্ধ এই পুঁজি উঠিয়া আসে, তখন ব্যবসায় মুনাফা হইতেছে বলিতে হইবে।

সোণারূপা কখনো রপ্তানি করা উচিত নয়, একথা ডারিয়েস্‌ মানিতেন না। তিনি বলিতেন "সোণারূপা রপ্তানির দ্বারা যখন দেশের সকল সাধিকল্প হয়, তখন রপ্তানি বন্ধ করাই আবশ্যক। পক্ষান্তরে সোণারূপা রপ্তানি

করিলে যদি দেশের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সহায়তা হয়, তবে তাহা করাই বিজ্ঞ রাজনীতির পরিচয়।" তিনি ব্যবসা বাণিজ্যকে সীমাবদ্ধ করিবার বিরোধী; বরং দেশের উৎপাদিকা-শক্তিকে লাভজনক শিল্পের দিকে চালানো বিশেষ বাঞ্ছনীয়। মাল রপ্তানি করিয়া সোণারূপা আমদানি করার পরিবর্ত্তে মালের বদলে মাল আমদানিই সময়ে সময়ে বিশেষ লাভজনক। প্রত্যেক দেশেরই একটা বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে; তাই উভয়ের এই বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা উভয় দেশই লাভবান হইতে পারে।

"অধিকসংখ্যক জন-বলকে পালন করিবার ক্ষমতা যে সকল শিল্পের আছে তাহাই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর।" ধন জন-বল দেশের ধনোৎপাদনের মূল। যদি শান্তি বিরাজ করে তবে জনবলের বাহুল্য খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করে, সুতরাং দেশের বাণিজ্য এবং আয়ও বৃদ্ধি করে। দেশ-রক্ষার জন্যও জন-বল-বৃদ্ধি আবশ্যক।

(খ) হুষ্টির লেখা "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" ১৭৫৫

ক্যামেরালিষ্টদের মূল সূত্রগুলি এই কেতাবখানিতেই বিশেষ সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হুষ্টি বলেন যে, ধনবিজ্ঞান জন-সাধারণের বৈভবের বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করে। ক্যামেরাল বিজ্ঞানও এই কথা আলোচনা করে; কিন্তু তাহা সরকার বা গভর্ণমেণ্টের জন্য। রাজনীতি ও অর্থনীতি এই দুইটার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হয়। ক্যামেরাল বিজ্ঞান এই দুইটী এমন সুচারু রূপে সম্পন্ন করে যাহাতে সাধারণের সুখ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে।

উদীয়মান জাতির লক্ষণ তিনটী। স্বাধীনতা, বিষয়-বৈভবের নিরাপদ অবস্থা এবং সমৃদ্ধিশালী শিল্প। রাষ্ট্রের ধনাগমের জন্য জন-বল-প্রাচুর্য্য, বিদেশী বাণিজ্য এবং খনি আবশ্যক। হুষ্টি যদিও বাণিজ্যের উপরই জোর দিয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই।

ধনোৎপাদন সম্বন্ধে হুষ্টি অনেক অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। যেমন, তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, সোণারূপা না থাকিলেও একটা দেশ ধনী হইতে পারে। জীবন-ধারণের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজনীয় তাহার যোগানই ধন। কিন্তু আবার অন্যস্থানে বলিয়াছেন যে, সোণারূপা বিনিময়ের জন্য আবশ্যক এবং সেইজন্য উহা ব্যতিরেকে দেশকে ধনী বলা যায় না। একথাও বলিয়াছেন যে, ধন টাকা-কড়ি যোগানের সমান।

হুষ্টির কেতাবের বিশেষত্ব হইতেছে কর-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) এরূপভাবে কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে, লোকে স্বেচ্ছায় তাহা দিবে।

(২) এরূপভাবে কর ধার্য্য করিবে না যাহাতে স্বাধীন কর্ম্ম, ক্রেডিট্ প্রভৃতির ক্ষতি হইয়া শিল্প-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়।

(৩) আপেক্ষিক সমতা রাখিয়া কর ধার্য্য করিবে।

(৪) কর সত্য এবং নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। অতএব এমন সকল বস্তুর উপর কর ধার্য্য করিবে যাহাতে তাহা আদায় করা সম্ভব হয়।

(৫) এমন বস্তুর উপর কর ধার্য্য করিতে হইবে যে অতিঅল্পসংখ্যক লোক দ্বারা তাহা আদায় হইতে পারে।

(৬) কর-দানের সময় এবং মাত্রা এরূপভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, তাহা দাতার পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

রাজকীয় স্বত্ব

রাজস্বের দিক্ হইতেই ক্যামেরালিষ্টদের রাজকীয় স্বত্বের প্রতি দৃষ্টি ছিল। কর-প্রথা সেকালে বড়ই সঙ্কীর্ণ ছিল। রাজার নিজস্ব জমিজমা হইতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা খরচ নির্ব্বাহ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং রাজস্ব-বৃদ্ধির একটা অভিনব পন্থা অবলম্বন আবশ্যক হয়। রাজস্ব-বৃদ্ধির উপায় হিসাবে রাজার বিশেষ অধিকারের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্ম্মানিতে রাজকীয় স্বত্বসম্বন্ধে ধারণা চরম আকার ধারণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে পণ্ডিত রোশো ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর রাজকীয় স্বত্বের চারিটী শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। "রিউজাল্ এড্‌স্ আণ্ড ডিউটীস্" বা আয়সৌরি সাহায্য এবং কার্য্য হইতে যাহা আদায় হইত তাহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন, টাকা দিয়া আমীর ওমরাহরা বাদশার

নকরী হইতে অব্যাহতি পাইত; জমি বিক্রয় করিলে টাকা আদায় করা হইত; এবং রাজার ভ্রমণকালে সকল প্রকারের খরচ প্রজাবর্গকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা কতকটা জমিদারী স্বত্বাধিকারের মত। যেমন, যে সকল স্বত্বের মালিক থাকিবে না, তাহা রাজার স্বত্বের অন্তর্গত হইবে। মাটীর নীচে যে সকল ধাতব পদার্থ আছে তাহাও রাজার। রাজার রাজনীতি-সংক্রান্ত যাহা কিছু তাহা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যুদ্ধের সময় যে সকল বস্তু লুট করিয়া আনা হইত, জহরতও তাহাতে অংশ থাকিত। রাজ-পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্য চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। পোষ্ট আফিস, লটারি, খনি হইতে সোণারূপা উত্তোলন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ষ্টুয়ার্ট চারিটী বিভাগ করিয়াছেন—রাজপথ, জল, খনানি, এবং ভূগর্ভস্থ ধন-দৌলত। সোনেম্‌কেন্স্ খনি, লবণ এবং তামাক করের অন্তর্গত এবং অপর যাহা-কিছু সকলই রাজশক্তির অন্তর্গত করিয়াছেন।

রাজার "প্রেরোগেটিভ্" বা বিশেষ অধিকার যতই সীমাবদ্ধ হইতে লাগিল এবং করও বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল, রাজকীয় স্বত্বগুলি ততই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা হয় কর নয় শুল্কের অন্তর্গত হইয়া রহিল।

ক্যামেরালিজ্‌ম্ ও মার্কাণ্টিলিজ্‌ম্

ক্যামেরালিজ্‌ম্‌কে জার্ম্মাণ মার্কাণ্টিলিজ্‌ম্ আখ্যা দেওয়া যায়। মার্কাণ্টিলিজ্‌মের মত ইহার একটা সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ নহে। তথাপি ইহা মার্কাণ্টিলিজম্ হইতে বিশেষ একটু তফাৎ। এই দুই মতবাদই সরকারী অনুশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী এবং আইনকানুনের উপর বিশেষ আস্থাবান। উভয়েই কর এবং শুল্কের উপর জোর দিয়াছে; সোণারূপাকে সকল বস্তু হইতে বিশেষ কাম্য বলিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক দ্বন্দ্বের দ্বারা উভয়েই উত্তেজিত হইয়া ঘন ঘন জন-বল, মিতাচার ও স্বাবলম্বন প্রচার করিয়াছে।

আবার দুইয়ের মধ্যে তফাৎটাও সমুজ্জ্বল। ইংরেজ বাণিজ্যবাদীরা ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের লেখা ব্যাপক নহে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতরা মোটা মোটা কেতাব লিখিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বিশেষ সুচিন্তিত শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। সমুদ্রকূলবাসী ফরাসী ও ইংরেজদের মত জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ বিদেশী সম্বন্ধ, বাণিজ্য এবং বাণিজ্য-নিক্তি লইয়া তত্তটা মাথা ঘামান নাই; তাঁহারা দেশজ শিল্পের কথাই বিশদ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাই, কৃষি, গোচারণ, খনি, বন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট লেখার তাঁহাদের কেতাব পূর্ণ। ইংরেজ মার্কাণ্টিলিষ্টগণ এ বিষয়ে কিছুই লেখেন নাই।

ক্যামেরালিষ্টদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজার আয়ের বৃদ্ধি, রক্ষণ ও তাঁহার খরচ-নির্ব্বাহের প্রতি লক্ষ্য রাখা। সে সময়ে গ্রাম ও সহরের জন-বল কমিয়া যাইতেছিল বলিয়া তাঁহারা জন-বল বৃদ্ধির স্বপক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন। "ক্যামেরাল্-হিস্‌সেন্‌শাফ্‌ট্" বা খাজাঞ্চিখানা-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে জার্ম্মাণ অর্থনীতি বুঝা কঠিন; সেই জন্য ইহার সহিত জার্ম্মাণ অর্থনীতির সম্বন্ধটা জানিয়া রাখা ভাল। ক্যামেরাল্লিষ্ট পণ্ডিতরা ধন-বিজ্ঞানের সাধারণ অর্থ-নীতি, বিশেষ অর্থনীতি ও রাজস্বনীতি, এই তিন শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং টেক্‌নিক্যাল ও রাজস্বের দিকটার প্রতিই নজর দিয়াছেন অধিক। সার্ব্বজনিক বা সরকারী এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভেদ, আইনসঙ্গত সুবিধা, বিশেষ অধিকার প্রভৃতিও এই ক্যামেরালিজ্‌মের অঙ্গ। ক্যামেরাল্লিষ্ট ডারিয়েল এবং ধনবিজ্ঞানবিদ্ হারমানের পুঁজি সম্বন্ধে ধারণা এক প্রকার এটা লক্ষ্য করিবার বস্তু। এইরূপ নানা প্রকারে আধুনিক জার্ম্মাণ ধন-বিজ্ঞান সেকেলে ক্যামেরালিজ্‌মের নিকট ঋণী।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩৩৫ | আর্থিক উন্নতি | ৩য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

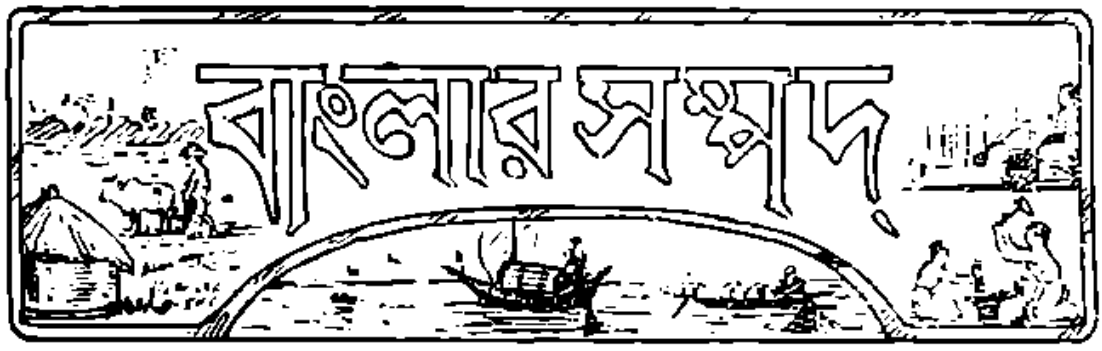

বাঙ্গালীর জাহাজ কোম্পানী

চট্টগ্রামের কতিপয় মুসলমান ব্যবসায়ী কিছুদিন যাবৎ "দি বেঙ্গল-বার্ম্মা-ষ্টীম নেভিগেশান কোম্পানী নাম দিয়া এক জাহাজ কোম্পানী খুলিয়াছেন। সম্প্রতি ইঁহারা দেশ-বাসীর কাছে আবেদন প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, সমুদ্র-যাত্রিগণের প্রতি বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীগণের নানাবিধ অত্যাচার নিবারণের জন্যই সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে তাঁহারা নিজ হইতে টাকা দিয়া রেঙ্গুন-আকিয়াব ও চট্টগ্রাম লাইনে দুইখানি জাহাজ নিয়মিতভাবে চালাইতেছেন। আরও একখানি খুব বড় ষ্টীমারের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ২০০০ প্যাসেঞ্জারের লাইসেন্স আছে। ইঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এযাবৎ নানা রকম মালে প্রায় ১০,০০০,০০৲ দশ লক্ষ টাকা, প্যাসেঞ্জারের ভাড়া বাবদ প্রায় ৮,০০০,০০৲ আট লক্ষ টাকা এবং চাউলের বস্তায় প্রায় ১৫,০০০,০০৲ পনর লক্ষ টাকা ভাড়া কম লাগিয়াছে। মোটের উপর এই নয় মাসে দেশের প্রায় ৩৩,০০০,০০৲ তেত্রিশ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। অথচ দুঃখের বিষয় বহুলোক, বিশেষ করিয়া হিন্দুগণ, অন্যান্য ষ্টীমারে যাতায়াত করিতেছেন। দেশের সহানুভূতি না পাইলে ইঁহারা জাহাজ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন। যাহাতে এই দেশীয় জাহাজ কোম্পানী সহানুভূতির অভাবে কেন না হয় সেদিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীর প্রধান কর্ত্তব্য। (যাদেম)

১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে চা-কুলী সংগ্রহ

১৯২৬ সনে ৯৪৪৩ জন কুলী বাংলা ও বাংলার বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া গোয়ালন্দে পাঠানো হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৮ জন পলাইয়া যায়, অক্ষম বলিয়া ৩ জনকে ও যাইতে অনিচ্ছুক বলিয়া ৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং গোয়ালন্দে ৩ জন মারা যায়। সুতরাং মোট ৯৪২৬ জনকে চা-বাগানগুলাতে পাঠানো হয়। ইহাদের মধ্যে

৪,৮৩৯ জন আসামে, ১৪০৩ জন কাছাড়ে ও ৩১৫৪ জন শ্রীহট্টে যায়।

১৯২৫ সনে গোয়ালন্দে পাঠান হয় ১২,৬৩৮ জনকে। মৃত্যু, অযোগ্যতা, পলায়ন ও যাইতে অনিচ্ছা প্রভৃতি কারণে ১৫ জন কমিয়া যায়। মোট ১২,৬২৩ জনকে চা-বাগানে পাঠান হয়। ইহাদের মধ্যে ৬,১৭১ জন আসামে, ১,৮৬৮ জন কাছাড়ে ও ৪,৫৮৫ জন শ্রীহট্টে যায়।

কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা

বাংলায় এ পর্য্যন্ত কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানার নিম্নলিখিত হার বাহাল ছিল :—

সার্জ্জেণ্ট (কলিকাতায়)	—১৫০৲	—৫৲	—২০০৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ („)	— ১৮৲	—১৲	— ২২৲
সার্জ্জেণ্ট (কলিকাতার বাহিরে)	—১৩৫৲	—৫৲	—১৭৫৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ („)	— ১৬৲	—১৲	— ২০৲

বাংলা কাউন্সিলের বর্ত্তমান সেশনে গভর্ণমেণ্ট কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা বাড়াইবার জন্য ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। বাংলার নানা স্থানে দুর্ভিক্ষের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব বলিয়া কাউন্সিল এ সময়ে পুলিশের মাহিয়ানা বাড়াইবার জন্য ঐ টাকা দিতে অসম্মত হন। সম্প্রতি বাংলার লাটসাহেব তাঁহার অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োগে গভর্ণমেণ্টকে এই টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। এই টাকা ব্যয়ে কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ ও সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা নিম্নলিখিত হারে বাড়িবে :—

সার্জ্জেণ্ট (কলিকাতায়)	--২০০৲	—৫৲	—২৫০৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ („)	— ২৫৲	—১৲	— ২৯৲
সার্জ্জেণ্ট (কলিকাতার বাহিরে)	—১৭৫৲	—৫৲	—২২৫৲
কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ („)	—, ২০৲	—১৲	— ২৪৲

কলিকাতার সার্জ্জেণ্টদের মাহিয়ানা বাড়িয়াছে ৫০৲ ও কন্‌ষ্টেব্‌লদের মাহিয়ানা বাড়িয়াছে ৭৲।

কলিকাতার একজন সার্জ্জেণ্টের মাহিয়ানা একজন কন্‌ষ্টেব্‌লের মাহিয়ানার ৮ গুণ; কলিকাতার বাহিরের একজন সার্জ্জেণ্টের মাহিয়ানা একজন কন্‌ষ্টেব্‌লের মাহিয়ানার ৯ গুণ।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে কলিকাতা কর্পোরেশান

গত ৩১শে মার্চ্চের অঙ্ক অনুসারে কলিকাতায় এখন মোট ১০০৫টী স্কুল আছে; গত বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ ছিল ৯২১টী।

১০০৫টী স্কুলের মধ্যে উচ্চ ইংরেজী স্কুল আছে ৮৩টী, মধ্য ইংরেজী ৩১টী, মধ্য বাংলা ৫টী, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য ১৫৭টী, অননুমোদিত ১২৬টী ও প্রাথমিক ৬০৩টী। ৬০৩টী প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে কর্পোরেশান চালাইয়া থাকে ১৮৩টী (অবৈতনিক)।

কলিকাতায় ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার সংখ্যা ১,৬১,৪৯৩; ইহাদের মধ্যে ১,০১,২৪৫ জন (শতকরা ৬২·৬ ভাগ, পূর্ব্ব বৎসর ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ) স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে। কর্পোরেশানের অবৈতনিক স্কুলগুলাতে শিক্ষা পাইতেছে ২৩,০৬৩ জন (১৪,৯৪৬ জন বালক ও ৮,১১৭ বালিকা)।

১৯২৭-২৮ সনে কলিকাতা কর্পোরেশান ৬,২৫,৩৮০ টাকা শিক্ষার জন্য খরচ করিয়াছিল; প্রাথমিক স্কুলগুলা চালাইতে ও দেখাশুনা করিতে খরচ পড়িয়াছিল ৪,২৬, ৮৮৬ টাকা, এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলার প্রাথমিক বিভাগসমূহের জন্য দান করা হইয়াছিল ৫০,০০০ টাকা।

১৯২৮-২৯ সনে শিক্ষার জন্য ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা রাখা হইয়াছে। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাইমারী বিভাগগুলায় দেওয়া হইবে ২ লক্ষ টাকা। ৫০টী নূতন প্রাথমিক স্কুল খোলা হইবে—ইহাদের ছাত্র হইবে প্রায় ৪ হাজার। এই বৎসরের শেষে কর্পোরেশানের স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২৩৩টী, এবং ছাত্রের সংখ্যা হইবে প্রায় ২৮ হাজার।

হাওড়া পুলের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী

১৯২৮-২৯ সনে হাওড়া পুলের আয় ৪,১১,৮৮৮ টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৪,২৯,৩৮৮ টাকা আয় হইবে অনুমান করা হইয়াছিল—পুনঃ পরীক্ষার পর গত বৎসরের অনুমান দাঁড়ায়—৪,২৯,৮৭৩ টাকা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ৩,৫০,০০০ টাকা আয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। এই রেলওয়ে হইতে গত বৎসরের আয়ের অনুমান ৩,৭০,০০০ টাকা; পুনঃপরীক্ষিত অনুমান ৩,৪০,০০০ টাকা।

গত বৎসর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ২৬,০০০ টাকা দিয়াছিল; এই বৎসরেও তাহাই দিয়াছে।

এই বৎসরে মোট সাধারণ ব্যয় ৪,১০,৩৭৯ টাকা দাঁড়াইবে অনুমান করা হইয়াছে; গত বৎসরের অনুমান ৪,১৭,০২৯ টাকা, পুনঃপরীক্ষিত অনুমান ৪,০৪,৯৭৯ টাকা।

গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে আয় ও ব্যয় দুইই কমিবে অনুমান করা হইয়াছে।

এই বৎসরে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৯,৪০৯ টাকা বেশী হইবে; পুনঃপরীক্ষিত অনুমান অনুসারে গত বৎসরে আয় অপেক্ষা ব্যয় ২৩,৮৯৪ টাকা বেশী ছিল।

পল্লীগ্রামের জল-সরবরাহ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শীঘ্রই বাঙ্গালার জেলা বোর্ডসমূহের প্রতি একটি ইস্তাহার জারি করিয়া গ্রামসমূহে জল-সরবরাহ সম্পর্কে কতকগুলি নির্দ্দেশ দিবেন; কিন্তু ইতাবসরে তিনি ঐ বিষয়ে প্রত্যেক জেলা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত সমস্যা-সমাধানের জন্য তৎপর করিতে ও অবহিত হইতে বলিতেছেন।

বাঙ্গালার জেলা বোর্ডসমূহের কার্য্যাবলীর বিবরণ সমালোচনা করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রী বিবেচনা করিয়াছেন যে, উন্নত ধরণে জল-সরবরাহ একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক গ্রামে যদি জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে আরও উন্নত ধরণের ব্যবস্থা হওয়া দরকার এবং তজ্জন্য প্রত্যেক গ্রামের স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশে ৩৮০০০ গ্রাম আছে; ৩ কোটিরও উপর লোক এই সকল গ্রামে বাস করে। ৮০ লক্ষ লোক ২৮৮০টি গ্রামে বাস করে, ঐ সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতে দুই হাজার হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত লোক বাস করে।

৯০ লক্ষেরও উপর লোক ১১৩৭ গ্রামে বাস করে। ঐ সকল গ্রামের প্রত্যেকটীতে এক হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত লোক বাস করে এবং এক কোটি বিশ লক্ষেরও উপর লোক ৫৯০০০ গ্রামে বাস করে, ঐ সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতে প্রায় ৫০০ করিয়া লোক বাস করে।

চৌদ্দ হাজারের উপর গ্রামে এক কোটির উপর লোক বাস করে, এই সকল গ্রামের প্রত্যেকটিতে ৫০০ হইতে ১০০০ হাজার পর্য্যন্ত লোকের বাস। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, যেখানে দুই হাজার হইতে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত লোকের বাস, সেখানে স্থানীয় জল-সরবরাহের ব্যবস্থার দ্বারাই তথাকার লোকের জলাভাব দূর করা কষ্টকর হইবে না। সাধারণভাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ৭০০০ গ্রামে যেখানে এক হাজার হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত লোকের বাস সেখানে স্থানীয় লোকেরাই তথাকার জল-সরবরাহের অধিকাংশ খরচ বহন করিতে সমর্থ।

যে সকল গ্রামে লোক-সংখ্যা কম, বস্তুতঃপক্ষে সেই সকল স্থানেই দারিদ্র্য প্রবল।

জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের উচিত, স্থানীয় লোকের নিকট হইতে তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ-সংগ্রহ করা। ঐশ্বর্য্যশালী গ্রামসমূহ হইতে জল-সরবরাহের জন্য যাহাতে অধিক অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তজ্জন্য জেলাবোর্ড-সমূহের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ঐরূপভাবে সাহায্য পাওয়া গেলে জেলাবোর্ডসমূহ ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জল-সরবরাহ করা সহজ হইবে। কোন কোন স্থানে যাঁহাদের জল-সরবরাহের নিজস্ব ব্যবস্থা আছে, তাঁহারা জল সরবরাহ-সমস্যার সমাধান-ব্যাপারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

জল-সরবরাহ-ব্যাপারে জেলাবোর্ডসমূহ যদি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রীকে আবশ্যক পরামর্শ দান করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। মন্ত্রী চেষ্টা করিবেন যাহাদের নিজস্ব স্বাস্থ্যকর জল-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে তাঁহারা যাহাতে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন এবং এজন্য তিনি আইন করিতেও প্রস্তুত আছেন। তবে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারের উপর হাত দেওয়া হইবে না।

বাংলার পল্লীগ্রামসমূহের লোকসংখ্যা

বাংলার ৮৪,০০০ পল্লীগ্রামে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে।

২৮৮৪টী গ্রামের প্রত্যেকটীর ২০০০ হইতে ৫০০০ জন বাসিন্দা; ইহাদের মোট লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ;

৭,১৩৭টী " ১০০০ " ২০০০ " " ৯০ লক্ষের উপর;

১৪,০০০এর উপর " ৫০০ " " ১ কোটির উপর;

৪৯,০০০টী " " ৫ শতের কম " " ১ কোটি ২০ লক্ষের উপর।

বাংলার মোট যত গ্রাম আছে তাহার প্রায় ½ ভাগের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা ৫ শতের কম।

বাংলায় ১৭,৯৬০ মাইল রাস্তা

১৯২৬-২৭ সনে বাংলায় ১৭,৯৬০ মাইল রাস্তা ছিল। ইহার মধ্যে ২৫১৩ মাইল কাঁচা ও ১৫৪৪৭ মাইল পাকা রাস্তা। ১৯২৫-২৬ সনে ২,৪৯৫ মাইল কাঁচা ও ১৫,৩০৫ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। এক বৎসরে ১৮ মাইল কাঁচা ও ১৪২ মাইল পাকা রাস্তা বাড়িয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের আয়=ব্যয়ের ৩।৪ গুণ

১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে কলিকাতা হাইকোর্টের আয়-ব্যয়ের হিসাব:—

	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
মোট আয়	২২,২৭,২৪৬৲	৩১,২৫,৫১২৲	২০,০১,৮০১৲
জজদের মাহিয়ানা সহিয়া মোট ব্যয়	৭,৬০,৮৯২৲	৭,৬৬,২০৬৲	৭,৪৪,৫৭৩৲

আলোচ্য ৩ বৎসরেই ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় সমানই আছে; কিন্তু আয় ১৯২৫ সনে খুব বাড়ে; ১৯২৬ সনে ১৯২৪ সন অপেক্ষা কমিয়া যায়।

১৯২৪ সনে আয়ের পরিমাণ—ব্যয়ের প্রায় ৩ গুণ

১৯২৫ " = " ৪ গুণের উপর

১৯২৬ " " ৩ গুণের কিছু কম

জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন

বঙ্গদেশের নদীসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী ষ্টীমার কোম্পানী না থাকায় এবং গভর্ণমেণ্টও আইনের কড়াকড়ি না করায় ও নিরীহ যাত্রীরা তাহাদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করায় আর, এস্, এন্ ও আই, জি, এস্, এন ষ্টীমার কোম্পানীদ্বয় বেপরোয়াভাবে আপন আপন ব্যবসা চালাইতেছেন। যে স্থানে আইনের বন্ধন নাই, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, যেখানে অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করা যায়, সেখানে লুঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। গত বৎসর ষ্টীমারে অত্যাচার ও অসুবিধা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবাসী আপনাদের অভাব ও অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করেন নাই। চাকা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে ইহা লইয়া তীব্র প্রতিবাদ হয় নাই। দেশবাসী যখন বিণ্ড-বুদ্ধি লইয়া আপন হিত যাহাতে হয় তাহা করিতে অনিচ্ছুক তখন তাহাদিগকে অত্যাচার অবিচার সহ্য করিতেই হইবে এবং যতদিন না তাহাদের নিজের সুবিধা ও দাবী আদায় করিবার শক্তিলাভ করিবে, ততদিন এই বিষয় লইয়া সংবাদ-পত্রে আন্দোলন করা আবশ্যক।

বরিশালের লাইনে আজকাল নূতন ও দ্রুতগামী ষ্টীমার দেওয়া হইয়াছে কেবলমাত্র বরিশালবাসীর আন্দোলনের ফলে। বরিশালবাসী তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিতে পারে, আপন দাবী আদায় করিতে জানে। সেই জন্য তাহাদের সুবিধা হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে যাতায়ত করিতে পারিতেছে। অন্যান্য স্থানের ষ্টীমার-যাত্রিগণ কোনও প্রকার আন্দোলন করে নাই। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট পাইতেছে। অন্যান্য স্থানের অধিবাসী ও যাত্রিগণকে আন্দোলন করিতে ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আমরা পুনরায় বলিতেছি।

অন্যান্য স্থানে ষ্টীমারের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে যাওয়ার কথা বলা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে রাত্রি ৯টায় ছাড়িয়া পরদিন বেলা ১১টার সময়ে ময়মনসিংহে পৌছান যাইত। ষ্টীমার কোম্পানী সিরাজগঞ্জ হইতে জগন্নাথগঞ্জ যাইবার জন্য একটা নূতন-গতি ষ্টীমার রাখায় ও রেল কোম্পানীর ক্রটীতে রাত্রি ৮টার সময় কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া পরদিন ৩টার সময় যদিও পৌছিবার কথা, কদাচিৎ ঐ সময়ে পৌছে; প্রায় প্রত্যহই এক বা দুই ঘণ্টা দেরীতে পৌছে। অন্যত্র উন্নতি হইতেছে, গতি দ্রুত হইতেছে, আর ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগের অবসাদে তথাকার যাত্রীদিগকে কষ্ট পাইতে হয়। ইহাতে ষ্টীমারের লাভ, কারণ গতি যত কম হয় ব্যয় তত অল্প লাগে।

কেবল যাত্রিগণের নিকট হইতে অধিক ভাড়া আদায় করিয়া ষ্টীমার কোম্পানী লাভের মাত্রা বাড়াইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু মালের ভাড়াও তেমনি অধিক। কলিকাতার জগন্নাথঘাট হইতে পোড়াবাড়ী পর্য্যন্ত মালের ভাড়া প্রতি মণ সাত আনা এক পয়সা। কিন্তু তাহা হইতে আর ১৬ মাইল দূরস্থিত সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত ভাড়া চারি আনা। ইহার কারণ এই যে, কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া চারি আনা তাহার সহিত ষ্টীমার কোম্পানী সমান ভাড়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু পোড়াবাড়ীতে রেল নাই সেজন্য রেলে করিয়া মাল আনা সম্ভব নহে, তাহার জন্য ষ্টীমার কোম্পানী দূরত্ব ১৬ মাইল কম হইলেও প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করে। ইহার জন্য কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জে অধিক মাল যায় এবং ব্যবসায়িগণ তথা হইতে নৌকায় পোড়াবাড়ীতে মাল লইয়া যান। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সুবিধা পাইয়া ষ্টীমার কোম্পানী যাহা ইচ্ছা ভাড়া আদায় করে এবং দেখা যাইতেছে যে, অধিক দূরে প্রায় অর্দ্ধেক ধরে ষ্টীমার কোম্পানী মাল বহন করিলেও পারেন। এই জন্য মাল বহনের হার কমান উচিত। ব্যবসায়িগণ ষ্টীমার কোম্পানীর মালের হার কমাইবার জন্য আন্দোলন করিলে তাহা ফলিয়া যাইবে। আমরা তাঁহাদিগকে তজ্জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে অনুরোধ করিতে বলিতেছি।

(সঞ্জীবনী)

জলপাইগুড়ি পোষ্টাল্ ডিভিশান কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটী লিমিটেড্

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার অধিকাংশ এবং দার্জ্জিলিং, সিকিম ও তিব্বতের কোনো কোনো ডাককর্ম্মী এই সোসাইটীর মেম্বার। পরস্পরের সাহায্যে ডাকঘরের কর্ম্মচারীদিগকে টাকা ধার দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই সোসাইটীর দশ বৎসর পূর্ণ হইল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ, এই ২১ মাসের হিসাব-নিকাশ হইতে দেখিতে পাই ঐ সময় মধ্যে মেম্বার-সংখ্যা ছিল ২২৬ জন। তন্মধ্যে ১৪৭ জনকে ২০২৮০৲ টাকা ঋণ দেওয়া হয়? অর্থাৎ গড়ে প্রতিজনের ঋণের পরিমাণ ১২৯৮৯ পাই। দেয়ার বাবদ মেম্বারদিগের নিকট হইতে যে টাকাটা আদায় হইয়াছে, এবং তাঁহাদের আমানতি টাকা। এই দুইই তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। মোট ঋণের পরিমাণ হইতে এই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাদ দিলে মেম্বারদিগের খাঁটি ঋণের পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইতে পারে। কিন্তু মাসকাবারি নিকাশপত্রে বাহিরের লোকের ও মেম্বারদিগের আমানতি টাকার পরিমাণ একসঙ্গে দেখান হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মচারী-দিগের খাঁটি ঋণটা বুঝিতে পারা গেল না। দেয়ারবাবদ আদায় হইয়াছে ৮৩৮৮৲ এবং আমানতি টাকার মোট পরিমাণ ৩৬২৬৷৵০ আনা।

কতজন মেম্বার কি বাবদ টাকা ধার নিয়াছেন তাহা নীচে দেখান হইল—

১।	পুরাণো ঋণ শোধের জন্য	৪৫ জন
২।	চিকিৎসা	৩৭
৩।	বাড়ী তৈয়ারী	৩৩ ,,
৪।	মেয়ের বিবাহ	২৩ ,,
৫।	শ্রাদ্ধ	৬ ,,
৬।	অন্যান্য পূজাপার্ব্বণ নির্ব্বাহের জন্য	৩ ,,

৭। ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য ৪ ,,

৮। যাতায়াত খরচ মিটাইবার জন্য ৩ ,,

এই হিসাব হইতে ঐ জিলাগুলির ডাককর্ম্মচারীদিগের আর্থিক অবস্থার একটা আঁচ পাওয়া যাইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মাহিয়ানা বাড়িবার ৭ বৎসর পরেও কর্ম্মচারীদিগের আর্থিক অবস্থা এইরূপ।

দিনাজপুরে শফর

১৯২৬ খৃষ্টাব্দ। দিনাজপুর জিলার সীমান্তে—জলপাইগুড়ি ও পূর্ণিয়া জেলা একেবারে ঘেঁষিয়া চলিয়াছি। দিনাজপুর সহর হইতে ৫০।৬০ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পথ চলিতে হইতেছে হয় গরুর গাড়ীতে নয়তো পায়ে হাঁটিয়া। গরুর গাড়ী ছাড়া অপর কোন যানের চলন নাই। সড়ক ত নামেই সড়ক, কার্য্যতঃ মাঠেরই সহোদর ভাই! দেখিয়া শুনিয়া যাহা বুঝিতেছি তাহাতে বর্ষাকালে এই সকল পথ ঘাট জল-কাদায় বোঝাই থাকে। দেশটা জঙ্গলা—যেদিকে তাকাই কেবল ঝোপ ও জঙ্গল দেখিতেছি।

(২)

দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের জমিদারীর ভিতর দিয়া যাইতেছি। রাণীগঞ্জ এই এষ্টেটের কাছারী। টাঙ্গাই নদীর তীরেই কাছারী। তীর না বলিয়া চর বলিলেই ঠিক হয়। কারণ টাঙ্গাই নদী দুই ভাগ হইয়া দুই দিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, রাণীগঞ্জ গ্রামটি মাঝে। গ্রামের নামের শেষে 'গঞ্জ' শব্দটী হইতে মনে হয় যে, এক কালে এই নদীতে নৌকা চলিতে পারিত, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের এই গ্রামে একটা আড্ডা ছিল। আর বর্ত্তমানের জঙ্গলা চেহারা দেখিয়া মনে হয় যেন সবে মাত্র লোকের বসতি হইতেছে। নদীতে জল নাই; গ্রামের জঙ্গল বন্য-বরাহ ও বাঘে ভরপুর।

(৩)

এক কৃষক বন্ধু বলিতেছেন, "নদীতে জল না আসিলে আবাদ হয় না। তাই এত জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে দেখিতেছেন। ১৩২৩ সনের পরে আর বান হয় নাই, তাই আমাদের আর্থিক দুর্দ্দশা। যদি একবার টাঙ্গাইএর বান ভাল হয় তাহলে আমাদের অবস্থা এক মাসেই আল হইবে। চাই তো খোদার মর্জ্জি হইলে টাকায় ১৫।১৬ সের (৬০ তোলায় ওজন) চাউল ও খাইতে পারি।

অনাবাদী জমিগুলি সবই 'টান' জমি। জল-সেচনের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে আবাদের আশা বৃথা।

ঝোপ ও জঙ্গলে বেড়াইয়া দেখিলাম ছোট ছোট কুল গাছই বেশী। ইহাতে লাক্ষার চাষ সম্ভবপর হইলে বড় একটা ব্যবসার পত্তন এখানে হইতে পারে।

এদিকে সাঁওতালের বসতি নাই বলিলেই চলে। সাঁওতাল থাকিলে এই সব অনাবাদী জমিগুলিকে তাহারা যেন তেন প্রকারেণ আবাদ করিত। স্থানীয় চাষীরা আরামপ্রিয়। পশ্চিমা মজুর না আসিলে তাহাদের ক্ষেতের ধান কাটা হয় না। চাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কষ্ট করিয়া হাল দেওয়া, বর্ষায় ধান রোপণ করা প্রভৃতি কাজ নিজ হাতে করিয়া শুকনার দিনে ধান কাটিবার জন্য মাইনা দিয়া লোক নিযুক্ত কর কেন? যাহার অনেক জমি লোক কম, তাহার না হয় লোক নিযুক্ত করার প্রয়োজন আছে বুঝি। কিন্তু এক বিঘা, আধ বিঘার জন্যও পয়সা দিয়া ধান কাটাইতে হয় কেন?"

চাষী বলিল, "আমাদের দেশের লোক কাঠ কেটে টাকা হাতে পাইলেই আরামী হইয়া যায়, আর কাজ করিতে চায় না। তাই জন খাটাইয়া ধান কাটান।"

এই অঞ্চলের প্রায় প্রতি গ্রামেই দেখিতেছি সাধারণতঃ টাকায় ৩ 'জন' মজুর পাওয়া যায়, খোরাক অবশ্য তিন বার দিতে হয়; আপ-খোরাকী মজুরীর হার দৈনিক ৷৷০ আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত। পাট ও ধান কাটার সময় মজুরীর হার বাড়ে।

ধান ও পাটই এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। পথ চলিতে চলিতে স্থানে স্থানে কিছু কিছু আলু, পিঁয়াজ, তামাক এবং আকের চাষও দেখিতেছি।

(৪)

ঘরের চাল খড়ের। পয়সা যার আছে সে বাঁশ দিয়া ছাওয়ায়। টিনের ঘরের চলন কম। ঘরগুলি প্রায়ই চৌচালা। চাল ছাইবার সুকৌশল এখনো আয়ত্ত হয় নাই দেখিতেছি। বাস্তু-সৌন্দর্য্যের জন্যও কোনো মাথা-ব্যথা

নাই। একটা বড় গ্রাম নজরে পড়িল। তথায় প্রত্যেকটী বাড়ীর সম্মুখে একটি করিয়া ডোবা আছে—পাট পচাইবার জন্য।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদিকটা ম্যালেরিয়ার ডিপো। এদিকটা তরাইএর সামিল বলিলেও চলে। সোজাসুজিভাবে হিমালয়ের পাদমূল ৪০ মাইল দূরে। কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি। শীতের পরিমাণও বেশী।

(৫)

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বলিতেছে টাঙ্গাই নদীর বাঁধের অভাবে আজ আমাকে হাল ছাড়িয়া গাড়ী চালানো করিতে হইয়াছে। তাহা না হইলে আমার ছোট বেলাতেও টাকায় ২০।২২ সের চাল বিকাইয়াছে। আমার 'বুড়ার' (পিতা) নিকট শুনি এদেশে সের হিসাবে জিনিষ বিক্রয় হইত না। হাটে ধান বিক্রয় না হইলে হাটেই ফেলিয়া আসিত। আবার বাড়ী বহিয়া আনা লোকসান মনে করিত। সব জিনিষই ভাগা হিসাবে বিক্রয় হইত। ধান চাউল স্তূপ অথবা "ঘুচি" হিসাবে বিক্রয় হইত। তখনকার দিনটা ছিল সুখের। তখন কড়ির চলন। আমার ছোট বেলায়ও কড়ির চলন দেখিয়াছি। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন পয়সায় ৬গণ্ডা কড়ি ছিল। এখনো প্রায় সাত ক্রোশ দক্ষিণে গেলে একটা গ্রামে দেখিবেন কড়ির চলন আছে। তবে ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। আজকাল পয়সা না হইলে কেহই কেনা বেচা করিতে চায় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানকার ধান চাউল এখন চালান হয় কোথায় ?"

কৃষক বলিল "প্রায়ই ডোমার প্রভৃতি স্থানের বেপারীরা কেনে। কিছু কিছু মাটিগারা হাটেও যায়। মাটিগারা হাট এখান হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে, শিলিগুড়ির কাছে। গত বৎসর আমার গ্রামের একজন মাটিগারা হাটে চাউল বিক্রয় করিয়া ১৫০৲ টাকা লাভ করিয়াছে। এবারও সে ঐ মহলবে ধানের 'রাবি' করিতেছে।

ধানের দর এখন (মাঘ মাসে) দেখিতেছি ২৲—২৲ পর্য্যন্ত। ওজন ৬০ তোলার।

এ অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কৃষক বলিল "এই অঞ্চলে ভাল চট তৈয়ারী হয়। এখান হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে লাহিড়ীর হাটে খুব বেশী চট বিক্রয় হয়। এই সব চট সওদাগরি দরও পাইবেন।

"কোনও কোনও গ্রামে তাঁতী আছে; কিন্তু তাঁতের ব্যবসায়ে তাহাদের দিন চলে না। কম লোকেই তাঁতের কাপড় পরে। মুসলমান মেয়েদের শাড়ী ও লুঙ্গি প্রভৃতি তাহারা আজকাল তৈয়ার করে, কারণ তাহাই বেশী বিক্রয় হয়। আমরা বেটাছেলেরা মার্কিণ কাপড়ই পরি বেশী।"

দেখিতেছি এদেশে তাঁতীর বস্ত্র মেয়েরা এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের সস্তা মার্কিণের পৃষ্ঠপোষক পুরুষেরা।

কৃষক, গাড়োয়ান, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকের সহিত দেনাপাওনা ও আলাপ করিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে দেখিতেছি দুনিয়ার আবহাওয়ার খবর এ অঞ্চলের লোক রাখে কম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

১৯২৭-২৮ সনে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরে ভারতের আমদানি, রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানির হিসাব :—

আমদানির মোট মূল্য ২৫০ কোটি টাকা ; পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ

রপ্তানির (পুনঃ রপ্তানি লইয়া) „ ৩২৯ „ „ „ „ „ „ „ „

[শুদ্ধ রপ্তানি-বৃদ্ধি শতকরা ৬ ভাগ "পুনঃ রপ্তানি" বৃদ্ধি শতকরা ১৯ ভাগ]

আমদানি রপ্তানি ও পুনঃ রপ্তানি — শতকরা ৭ ভাগ

[পূর্ব্ব বৎসরে রপ্তানির মোট মূল্য ৫৪১ কোটি টাকা]

ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে বিলাতের স্থান

১৯২৬-২৭ সনে বিলাত ভারতে মোট ১১০ কোটি টাকার মাল পাঠাইয়াছিল ; ইহা ১৯২৬-২৭ সনের ভারতীয় মোট আমদানির শতকরা ৪৭·৭ ভাগ।

১৯২৭-২৮ সনে বিলাত ভারতে মোট ১১৯ কোটি টাকার মাল পাঠাইয়াছিল ; ইহা ১৯২৭-২৮ সনের ভারতীয় মোট আমদানির শতকরা ৪৭·৭ ভাগ। ১৯২৭-২৮ সনে ভারতে বিলাতী জিনিষের আমদানি বাড়িলেও, অন্যান্য দেশ হইতে আমদানিও বাড়িয়াছিল ; সেইজন্য ১৯২৬-২৭ সনে ভারতের আমদানির শতকরা যত ভাগ বিলাত যোগাইয়াছিল, ১৯২৭-২৮ সনেও ঠিক তত ভাগই যোগাইয়াছিল।

মাদ্রাজ বন্দরে বাণিজ্যের প্রসার

১৯২৭-২৮ সনে মাদ্রাজ বন্দরে ব্যবসা কতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছে তাহা নীচের বিবরণী হইতে জানা যায়।

মাদ্রাজ পোর্টট্রাষ্ট্ এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে প্রকাশ যে, এ বৎসরে এবন্দরে অথবা এ বন্দর হইতে যত মাল আসা যাওয়া করিয়াছে, তাহাতে বন্দরের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এ বন্দরে এবার যত জাহাজ আসিয়াছে এবং সে-গুলিতে যে পরিমাণ মাল আসিয়াছে, তাহাতে গত বৎসর নানান আপদ-বিপদ এবং কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘটের দরুণ ব্যবসায় যে টুঁটু বন্ধা পড়িয়া গিয়াছিল, এবার হইতে তাহা বেশ উন্নতির দিকে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ভবিষ্যতেও ব্যবসা বেশ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। নদীর মত জল হওয়ার দরুণ তাল সত্ত্ব হওয়ায় পূর্ব্বের মন্দা কাটাইয়া ব্যবসা ভালর দিকে গিয়াছে। এ ব্যয়ের জন্য বন্দর অভিনন্দনের যোগ্য।

বাণিজ্যের বহর

এবৎসরে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৩,৭৭২৭ লক্ষ টাকা, অথবা গোটা প্রেসিডেন্সির সমস্ত বাণিজ্যের শতকরা ৪৬.১৮ ভাগ বাণিজ্য এবং গত বৎসর শতকরা ৪৬.৪১ ভাগ

ব্যবসা এ বন্দরে হয়। ইহার মধ্যে আমদানি ২,৫২৭.৪৩ লক্ষ টাকার এবং রপ্তানি ২,২৪৫.২৭ লক্ষ টাকার। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কাজকর্ম বাদ দিয়া এই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে।

আদায়ের পরিমাণ

মাদ্রাজ পোর্ট ফণ্ড হইতে ৪০,০০০ টাকা চাঁদা ধরিয়া এবৎসর মোট ৪৫,০৪,৭১২ টাকা আদায় হয়। পূর্ব্বে কখনও এ বন্দরে এত টাকা আদায় হয় নাই। বন্দরের পূর্ব্বের ইতিহাসে ১৯২৬-২৭ সনে সব চেয়ে বেশী আদায় হইয়াছিল। এবৎসর তাহার চেয়েও ৭,৬৫,৩৪৯ টাকা অথবা শতকরা ২০.৫ ভাগ বেশী আদায় হইয়াছে। এবার এত বেশী টাকা ঘরে আসার কারণ এই যে, এবৎসর বন্দরে আমদানি রপ্তানি দুইই খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে।

বন্দরে জাহাজ এবং মালের টনেজ্

১৯২৬-২৭ সনে মাদ্রাজ বন্দরে মোট ৭৯৫ খানা জাহাজ ঢোকে। ১৯২৭-২৮ সনে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৯৩৬ খানায় উঠিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে মোট ২,৬০৯,৯০৫ টন এবং ১৯২৭-২৮ সনে ৩,০১৩,১০৯ টন মাল রেজিষ্টারী হয়। বন্দরের ইতিহাসে জাহাজের সংখ্যা এবং মালের টনেজ্ বর্ত্তমান বৎসরেই সব চেয়ে বেশী হইয়াছে। গত চার বৎসরে এ বন্দরে যথাক্রমে ৬৭৪,৭১৭,৭৯৫ এবং ৯৩৬ খানা জাহাজ ঢুকিয়াছে এবং মাল উঠা-নামা করিবার জন্য ঐ চারি বৎসরে যথাক্রমে ৪৫৭,৫৪০,৫৯৯ এবং ৬৮০ খানা জাহাজ বন্দরে লাগান হইয়াছে।

মাল আমদানির পরিমাণ

ধাতু—এ বন্দরে ১৯২৬-২৭ সনে ৮২,৮৪২ টন ধাতু আমদানি হয়। ১৯২৭-২৮ সনে ইহা বাড়িয়া ৮৫,৭৩৪ টনে উঠে। গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী আমদানি হয়। বন্দরের জীবনে এইবারই বেশী ধাতুর আমদানি দেখা যায়।

মোটর গাড়ী—১৯২৭-২৮ সনে বন্দরে মোটর গাড়ী ও মোটর বাস্ সবচেয়ে বেশী আমদানি হইয়াছে। বন্দরের গত ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী আমদানি যে বার হয় এবার তাহা হইতেও ৮৭৮ খানা বেশী গাড়ী আমদানি হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা ৩৪ ভাগ বেশী আমদানি এবার দেখা গিয়াছে। এবৎসর মোট ৩,৪৭১খানা মোটর এ বন্দরে আমদানি হইয়াছে এবং ১৯২৬-২৭ সনে ২,৫৯৩ খানা গাড়ী আমদানি হয়। এই সমস্ত আমদানি মোটরের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী মার্কিণ দেশ হইতে আসে।

রেল-সংক্রান্ত কলকারখানা—এবিষয়ে আমদানি এবৎসর ২৭,০২৬ টন হইতে উঠিয়া ৯৬,৭২৮ টন দাঁড়াইয়াছে। বন্দরে এইবারেই সব চেয়ে বেশী আমদানি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ১৯২২-২৩ সনে এ সমস্ত কল-কারখানার আমদানি খুব বেশী হইয়াছিল। এবৎসর তাহা হইতেও শতকরা ৪৪.৭ ভাগ বেশী আমদানি হইয়াছে।

লোহালক্কড়—শতকরা ৫৫ ভাগের মত বেশী লোহা-লক্কড় এবার এখানে আমদানি হইয়াছে। এবৎসর মোট ১৪,৫০২ টন লোহালক্কড় আমদানি হয়। বন্দরে এইবারেই সব চেয়ে বেশী আমদানি দেখা গিয়াছে। আগের বছরে ৯,৩৬০ টন আমদানি হইয়াছিল।

দিয়াশলাই—দিয়াশলাইয়ের আমদানিও এবার সবচেয়ে বেশী দেখা গিয়াছে। এবার মোট ৭,১১৩ টন (মাপে) দিয়াশলাই আমদানি হইয়াছে। এই সংখ্যা আগের বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ বেশী। বার্ম্মা হইতে এবার দিয়াশলাইয়ের চালান বেশী আসায় আমদানিটাও এবার খুব বেশী হইয়াছে।

কলকারখানা—এবন্দরে আগের বৎসরের তুলনায় এবৎসর শতকরা ১৪ ভাগ বেশী কলকারখানার আমদানি হইয়াছে। এবার মোট ১২,৪০৮ টন আমদানি হয়। এবারই সবচেয়ে বেশী আমদানি দেখা গিয়াছে। মোট আমদানির শতকরা ৯২ ভাগ ইয়োরোপ হইতে আসিয়াছে।

টীন করা জিনিষ—এবৎসর টীন করা জিনিষ মোট ১০,০৪৩ টন আমদানি হইয়াছে। এবার শতকরা ৬১.৪৪ ভাগ বেশী আমদানি হইয়াছে।

মদ—আগের বছরের তুলনায় এবার শতকরা

২৬'৫ ভাগ বেশী মদ আমদানি হইয়াছে। এবৎসরের মোট আমদানি ৫,৩৫০ টন। মদের মোট আমদানির মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ "এল" "বিয়ার" ও "পোর্টার" জাতীয় মদ আসিয়াছে।

এবৎসর মদের মত কোন একটি জিনিষ এ বন্দর হইতে বেশী চালান হয় নাই। বন্দরের মোট রপ্তানির শতকরা ৬৭.৯৬ ভাগই মদ চালান হইয়াছে। এবার মোট ২৬৬,৮৩৪ টন মদ রপ্তানি হয় এবং গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা ৬৩.২ ভাগ বেশী চালান হয়। বন্দরের জীবনে এত বেশী মদের চালান কোন বার হয় নাই।

ভারতে আকের চাষ

১৯২৮-২৯ সনে মোট ২,৬৪৭,০০০ একরে আকের চাষ করা হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে ২,৮৯৩,০০০ একরে চাষ করা হইবে অনুমান করা হইয়াছিল এবং ২,৯৪৪,০০০ একরে প্রকৃত পক্ষে চাষ করা হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সনে যত জমিতে আকের চাষ হইয়াছিল, যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরই তত অধিক জমিতে আকের চাষ হয় নাই।

বৃটিশ বেলুচিস্থানের খনিজ পদার্থ

উপযুক্ত খবরাখবরের অভাবে বৃটিশ বেলুচিস্থানের কোথায় কোন জিনিষের খনি আছে সে সংবাদ তেমন মেলে না। তবুও কোথায় কোন মূল্যবান ধাতুর খনি আছে সে সব স্থান-নির্দ্দেশের খুব চেষ্টা চলিতেছে। খুজদারের কাছাকাছি আরগায় প্রচুর লোহা ও সীসা পাওয়া যায়। সিন্ধ-পিশিন রেলওয়ের খোস্ত নামক স্থানে কয়লার খনি যথেষ্ট আছে। এবং কথ্ নামক স্থানে অ্যাসবেষ্টস ও ক্রোমাইট্ অনেক পাওয়া যায়। তা ছাড়া মাকী প্রদেশ ও বোলান পাসে তেলকূপ যথেষ্ট আছে। ১৯২৬-২৭ সনের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এ দেশের খনির অবস্থা তেমন ভাল না থাকায় এ বৎসর খনির ব্যবসা তেমন ভাল চলে নাই। ফলে কতকগুলি খনির কাজ ঐ সময়ে এক রকম বন্ধ থাকে। এ বৎসর মোটের উপর ১৫,৫৮৪ টন কয়লা তোলা হয়। আসের বছর ৩৪,১৮৪ টন কয়লা খনি হইতে উঠে। এ বৎসর ক্রোমাইট তোলা হয় ১১,৮৩২ টন এবং ১৯২৫-২৬ সনে উঠে ১১,১৭০ টন। এ বৎসর মোট ৬,৭১১ একর জমি লইয়া মোটের উপর ৩৯টী কয়লার খনি এবং ১৮টী ক্রোমাইট খনির ইজারা ছিল।

মাদ্রাজী জাতীদের অবস্থা

জাতীদের অবস্থার উন্নতির জন্য মাদ্রাজ প্রদেশ যত খরচ করিয়াছে ভারতের আর কোন প্রদেশ তাহা করে নাই। তথাপি এই প্রদেশের জাতীদের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না। তাহারা সাধারণতঃ দৈনিক আট আনার বেশী রোজগার করিতে পারে না। জিনিষের কাটতির জন্য জাতভাইদের উপর ইহাদের অত্যন্ত নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং তাহারাও সুবিধা বুঝিয়া ইহাদের যথাসম্ভব ক্ষতি করিতে ছাড়ে না। ইহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গত বৎসর মাদ্রাজ কাউন্সিলে গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে মাদ্রাজের ডেভেলপ্‌মেণ্ট ডিরেক্টরের কর্ত্তৃত্বে সম্প্রতি মাদ্রাজে একটী সভা আহূত হইয়াছে।

রবারের চাষ

আসাম, ব্রহ্ম এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই বেশীর ভাগ রবার জন্মে। মাদ্রাজ ও ব্রহ্মের তুলনায় আসামে রবারের চাষ খুব কমই হইয়া থাকে এবং এখানে প্রতি একর জমিতে গাছের সংখ্যা মাদ্রাজ ও ব্রহ্মের চেয়ে অনেক কম। তিনটী প্রদেশের মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ ও বৃক্ষ-সংখ্যা বার্ম্মায় যদিও খুব বেশী, এখানকার বেশীর ভাগ গাছই ৬ বৎসরের কম বয়সের বলিয়া বর্ত্তমানে রবারের উৎপাদন এখানে তেমন ভাল হয় না। সুতরাং মাদ্রাজের উৎপাদনের পরিমাণ (রপ্তানি-সংখ্যা অনুসারে) বার্ম্মার যে দ্বিগুণ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বর্ত্তমানে বার্ম্মায় ২৯৫৪৪ একর জমিতে রবারের চাষ হইতেছে এবং এই জমিতে গাছের সংখ্যা মোট ৪,৯১১,৩৯৯টী। মাদ্রাজে

আবাদী জমির পরিমাণ ১২,০২২ এবং বৃক্ষ-সংখ্যা মোট ১,৬৩৬,৪৭৬টী। আসামে ৪৬৮১ একর জমিতে ১৩৭,৪৩০টী রবারের গাছ আছে।

সিংহল ও মালয় রাজ্যের চেয়ে দক্ষিণ ভারতে রবারের ফলন অনেক বেশী হইতেছে। জিনিষের কোয়ালিটিও বেশ ভাল দাঁড়াইতেছে। তবে পূর্ব্ব বৎসর হইতে দাম এবার অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। বার্ম্মায় রবারের চাষ যাহাতে কম খরচে চালান যায় এবং রবার বাজারে চালাইবার প্রণালীর যাহাতে আরও উন্নতি করা যায় সেই চেষ্টা চলিতেছে।

ফিকাস্ ইলাষ্টিকা নামক এক শ্রেণীর গাছে সব চেয়ে ভাল রবার জন্মে। এই শ্রেণীর গাছ আসামের দিকেই বেশী দেখা যায়। এই গাছের প্রথম উৎপত্তি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং প্রথমে আসামে এই গাছের চাষ হয়। প্রথমে হিমালয়ের সন্নিহিত নীচু জমি হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালে এবং পূর্ব্ব দেশে ইহার চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে দক্ষিণে আসাম ও বার্ম্মার ভিতর দিয়া মালয় উপদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে এই শ্রেণীর গাছের চাষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সব রকম মাটীতে এবং সকল রকম আবহাওয়াতেই এ গাছ জন্মিলেও, যে সমস্ত জমিতে ভাল জল-নিকাশের ব্যবস্থা আছে তথায় এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এ গাছের চাষ ভাল চলে। আসামের ৩০০০ ফুট উচ্চ জমিতে, খাসিয়া পাহাড়ে এবং আপার বার্ম্মার ৫০০০ ফুট উচ্চ জমিতে পাহাড়ের উপরেও এ গাছ জন্মিতে দেখা যায়। তবে আসামে ২৫০০ ফুট এবং বার্ম্মায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ জমিতে এ গাছের চাষ খুব ভাল হয়।

এই "ফিকাস্ ইলাষ্টিকা" শ্রেণীর সবুজ বর্ণের বড় বড় গাছ হয়। ইহার উচ্চতা ১২০ ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। গাছের ডাল হইতে শিকড় বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে মাটীতে পড়িয়া পরে মোটা রবারে পরিণত হয়। গাছের পাতার কয়েকটী বিশেষত্ব আছে। পাতাগুলির রঙ গাঢ় সবুজ, আকারে খুব বড় এবং গাত্র খুব পালিশ হয়। আসামের চার্দ্দোয়ার নামক স্থানে এই শ্রেণীর দুই রকম গাছ দেখা যায়। ইহাদের এক রকম গাছের পাতা খুব বড় বড় হয়। ইহাদের ফল হয় খুব ছোট ছোট—ঠিক মটরের মত। এক একটী ফলের মধ্যে ৬০ হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত ছোট বীচি থাকে।

"ফিকাস্ ইলাষ্টিকা" শ্রেণীর গাছ হইতে যত রবার পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই বন্য গাছ হইতে আহরণ করা হয়। তবে ভারতের অনেক জায়গায়, আসামের চার্দ্দোয়ার এবং কুর্গে এবং অল্প পরিমাণে ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশূরে, মালয় উপদ্বীপ, জাভা এবং সুমাত্রাতে আজকাল এই শ্রেণীর গাছের বেশ চাষ হইতেছে।

ভারতে বীমা কোম্পানী

ভারতে এক্ষণে ৮০টী দেশী কোম্পানী ও ২৩টী বিদেশী কোম্পানী জীবনবীমার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে ১৮টীর প্রধান কার্য্যালয় গ্রেট ব্রিটেনে, ২টীর কানাডায়, ১টীর অষ্ট্রেলিয়ায়, ১টীর হংকঙে ও ১টীর সিঙ্গাপুরে অবস্থিত। দেশী ৮০টী কোম্পানীর মধ্যে ৩৯টি মুলধন-ওয়ালাদের কোম্পানী, অবশিষ্ট ২২টী বীমাকারিগণের নিজস্ব কোম্পানী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অনুসারে এই কোম্পানীগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে :—

প্রদেশ	বীমাকারীদের কোম্পানী	মূলধনীদের কোম্পানী
বোম্বাই	১০	১৪
বাঙ্গালা	১	১০
মাদ্রাজ	৬	২
পাঞ্জাব	৩	৪
দিল্লী		৩
মধ্য প্রদেশ		২
যুক্ত প্রদেশ		
আসাম		
জাওয়ার মারবাড়		
মহীশূর		

বীমাকারীদের কোম্পানী

বীমাকারিগণের নিজস্ব ২১টি কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ২টীতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করা হয়। অবশিষ্টগুলির মধ্যে ৫টী খ্রীষ্টানদের, ৪টী রেলওয়ে বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের, ১টী ইউরোপীয়দের, ১টী গোয়ানীজদের ও ১টী পানবিরোধী সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য। এই কোম্পানীগুলির মধ্যে বোম্বাইএর "বোম্বে মিউচুয়াল" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, বৃহৎ ও সুপরিচিত কোম্পানী। ১৮৭২ সালে বোম্বাই নগরে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। আর্থিক সংস্থানের পরিমাণ হিসাবে ইহার পরই "হিন্দু মিউচুয়ালের" নাম করা যাইতে পারে। ১৮৯১ সালে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। ইহা বাঙ্গালার প্রাচীনতম কোম্পানী এবং ইহার চাঁদার হার অত্যন্ত কম।

মূলধনীদের কোম্পানী

মূলধনীদের কোম্পানীর মধ্যে "ওরিয়েণ্টাল" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৮৭৪ সালে বোম্বাই সহরে ফ্রেটার হেল নামক জনৈক দূরদর্শী ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতবাসীদের অর্থে ও ভারতীয় ডাইরেক্টরগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই কোম্পানী স্থাপন করেন। এক্ষণে এই কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ আট কোটি টাকারও অধিক। ইহার পর করাচী সহরে ১৮৯২ সালে "ইণ্ডিয়ান লাইফ" নামক কোম্পানী এবং বোম্বাই নগরে ১৮৯৬ সালে "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সুপ্রসিদ্ধ কোম্পানী স্থাপিত হয়। "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার' সম্পত্তির পরিমাণ এক্ষণে তিন কোটি টাকারও অধিক। কলিকাতার মেসার্স ডি, এম, দাস এণ্ড সন্সের কৃতিত্বের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে এই কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত। যে বৎসর "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া" স্থাপিত হয় সেই বৎসরেই লাহোরে "ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী" স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৯০৬ সালে মাদ্রাজে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া" ও কলিকাতায় "ন্যাশন্যাল" ও "ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান্" কোম্পানীদ্বয় এবং ১৯০৭ সালে কলিকাতায় "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ" স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে বোম্বাই নগরে "বোম্বাই লাইফ", "এশিয়ান" "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ও প্রভেন্সিয়াল", "ইষ্ট ও ওয়েষ্ট", "জেনিথ" প্রভৃতি কোম্পানী, সাতারা সহরে "ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া", কলিকাতায় "ইণ্ডিয়া ইক্যুইটেব্‌ল", "ইষ্টনিক" প্রভৃতি ও লাহোরে "লক্ষ্মী" প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলি সমধিক পরিচিত ও ইহাদের কার্য্যও ঘণ্টে প্রসার লাভ করিতেছে।

দেশী কোম্পানীগুলির আয়

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৪ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির আয় দুই কোটি টাকারও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলির গত ১৪ বৎসরের আয়ের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৯১৩	সালে	১,২৬,৬৯,০০০ টাকা
১৯১৪		১,৩৪,৮০,০০০
১৯১৫		১,৪০,৭২,০০০
১৯১৬		১,৩৭,১৩,০০০
১৯১৭		১,৪৪,২২,০০০
১৯১৮		১,৫৩,৯০,০০০
১৯১৯		১,৬৯,০১,০০০
১৯২০		১,৯০,৪১,০০০
১৯২১		২,১৮,৮৩,০০০
১৯২২		২,৩৬,৪৫,০০০
১৯২৩		২,৪৮,৯৭,০০০
১৯২৪		২,৯০,০৩,০০০
১৯২৫		২,৯৮,৪৭,০০০
১৯২৬	„	৩,৩২,৫০,০০০ „

উক্ত বিবরণী হইতে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির বার্ষিক আয় যাহা ছিল, এক্ষণে তাহার দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলির জীবনবীমার মোট তহবিলের পরিমাণ এই ১৪ বৎসরে শতকরা ৮০৲ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ১৯১২ সালে ভারতীয় জীবনবীমা-বিষয়ক আইন

প্রবর্ত্তন করিবার কালে এই তহবিলের পরিমাণ যাহা ছিল এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে।

উপরি উক্ত ১৪ বৎসরে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির বীমার তহবিলের পরিমাণ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে তাহা জানা যায় :—

সন	কোম্পানীর মোট সংখ্যা	বৎসরান্তে বীমা-তহবিলের পরিমাণ
৩৬		৪,৮২,৮৫,৪১৫ টাকা
৩৯		৬,৩৬,২১,৭০০
৪০		৬,৭৭,১১,৪৩০
৪৩		৬,৮৬,৯০,২৮০
৪৩		৭,২০,০৮,০৪৯
৪৩		৭,৩৬,০১,৪৬৬
৪২		৭,৮৭,১১,০১১
৪৩		৮,৪৬,৫৪,৩৪৬
৪৫		৮,৬২,৪২,৪৭০
৪৮		৯,৩৬,৯২,৫৫০
৫৪		১০,২৯,৬৫,২৬৯
৫৮		১১,৪৫,৯৪,১৮৫
৪৯		১২,৫৭,১০,৪৪৫
৫১		১৩,৭৫,৯০,৮০৭

অংশীদারগণকে দেয় লভ্যাংশ

১৯১২ সালে ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দেশীয় জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি অংশীদারগণকে কতকটা ইচ্ছানুরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিতেন। অভিজ্ঞ "অ্যাকচুয়ারী" দ্বারা বীমা-তহবিলের পরিমাণ কি হওয়া উচিত তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া তদতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী তখনও এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৯১২ সালের আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে পূর্ব্বেকার স্বেচ্ছানিক লভ্যাংশ বণ্টনের প্রথা রহিত হইয়া আধুনিক বীমাবিজ্ঞানসম্মত প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

সুদের হার

আমাদের দেশের জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির তহবিলের অধিকাংশ অর্থই কোম্পানীর কাগজ বা তদনুরূপ নিরাপদ "সিকিউরিটি"তে খাটান হয়। কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশের বীমা কোম্পানীগুলির অর্থ দেশের শিল্প, কৃষি বা ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হয় না। ফলে এদেশীয় কোম্পানীগুলির ন্যস্ত অর্থের সুদের পরিমাণ বহু পরিমাণে কোম্পানীর কাগজের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরে আমাদের দেশের জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি ন্যস্ত তহবিলের বিনিময়ে কোন্ বৎসর কি হারে সুদ পাইয়াছেন সরকারী বিবরণী হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

সন	শতকরা সুদের হার
১৯১৩	৪·২৩
১৯১৪	৪·২১
১৯১৫	৪·২৯
১৯১৬	৪·৪৩
১৯১৭	৪·৭৮
১৯১৮	৫·০৭
১৯১৯	৫·২৭
১৯২০	৫·৪১
১৯২১	৫·৮৮
১৯২২	৫·৯৬
১৯২৩	৬·২৬
১৯২৪	৫·৯৩
১৯২৫	৫·৭০
১৯২৬	৫·৭০

মোট সম্পত্তি

দেশের ৬০টী জীবন-বীমা কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৮,৯৯ লক্ষ টাকা। কোথায় কি ভাবে এই অর্থ ন্যস্ত আছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে দেয় গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি...	৫,৪৬,৮১,৮৪৯
৪ টাকা সুদের „	৫,৬৪,১০,২১৯
সাড়ে তিন টাকা সুদের „	৫,৮৪,৯৩,৫৩৫
৩ টাকা সুদের „	৬,৮৮,৫৯,২৫৯
মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্টের „	৮,১৫,১৬,৪৪৭
„ ডিবেঞ্চার	১০,৩৪,৯১,৬৯৮
রেলওয়ে ও অন্যান্য শেয়ার	
স্থাবর সম্পত্তির উপর ঋণ	
বীমাকারিগণের পলিসির উপর ঋণ	
ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ	
বাটী ও ভূসম্পত্তি	
বীমার চাঁদা, সুদ ও এজেণ্টগণের নিকট পাওনা	৪৫
প্রাপ্ত সুদ	১০
নগদ, জমা, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি	৩৬
ফার্ণিচার	৪
অন্যান্য বাবদ	৬
মোট	১৮,৯৯ লক্ষ

দেশী কোম্পানীর বার্ষিক বীমার পরিমাণ

গত ১৯২৬ সালে দেশী কোম্পানীগুলি এদেশে প্রায় কোটি টাকার জীবনবীমার কার্য্য করিয়াছিলেন। এত টাকার জীবনবীমার কাজ এদেশে ইতিপূর্ব্বে কোন বৎসরই হয় নাই। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৪ বৎসরে এই কাজ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সরকারী বিবরণী হইতে আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

১৯১৪	সালে	৩,১৯,৯৯,৯৪২	টাকা
১৯১৫		২,২৭,৩৪,৫৬৫	
১৯১৬		১,৭৫,৪১,১৮৯	
১৯১৭		২,২৩,৪৮,২৬২	
১৯১৮		২,৮৪,৪৯,১৪৪	
১৯১৯		৪,৬৯,০৬,১৭০	
১৯২০		৫,১৬,৯০,৬২৩	

মোট বীমার পরিমাণ

এ দেশবাসীর জীবনের উপর বর্ত্তমান বীমার মোট পরিমাণ প্রায় ১১০ কোটি টাকা এবং এজন্য দেয় বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ৫ কোটি টাকারও অধিক। এই বীমার ৭ ভাগের ৪ ভাগ পরিমাণ দেশীয় কোম্পানীতে ও অবশিষ্ট ৩ ভাগ বিদেশী কোম্পানীতে করা হইয়াছে। জীবনবীমার ব্যবসায় এককালে এদেশে বিদেশী কোম্পানীদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে লোকে এখন ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে যে, নানা কারণে বিদেশী অপেক্ষা দেশী কোম্পানীতে জীবনবীমা করা সমধিক নিরাপদ ও শ্রেয়ঃ। ফলে দেশীয় কোম্পানীগুলির কার্য্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস ('উপাসনা')

নীল ও রেশম চাষ

১৭৮০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেখিলেন যদি নীল এবং রেশমের চাষ রীতিমত বাড়ান যায়, তবে দেশের এই দুইটি জিনিষের রপ্তানিও খুব বাড়িয়া যাইতে পারে। এবং এই মতলব কাজে পরিণত করিবার জন্য তাহারা নানা রকমের উপায় ঠাওরাইতে লাগিলেন। কোম্পানীর পশ্চিম ভারতীয় প্রতিনিধিরা নীল কিংবা তুঁতের চাষের কোন চেষ্টাই করিলেন না। তবে তাহারা নীল এবং তুঁত হইতে রেশম বাহির করিবার জন্য কতকগুলি কারখানা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এবং সমস্ত চাষীদের টাকা আগাম দিয়া নীল ও তুঁত চাষে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত দেখা গেল যে কোম্পানীর দেশ-শাসনের দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবসা ব্যাপারটা নিতান্ত বেখাপ্পা হইয়া

উঠিতেছে। এবং ঐ সময়ে পার্লামেণ্ট হইতে কোম্পানীকে শিল্প ও ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। ফলে ইহাদের নীল ও রেশমের ব্যবসার টাকা যোগানোর ভার অন্যের হাতে চলিয়া গেল। সাধারণতঃ ভূস্বামীর হাতে শাসন ভার থাকে বলিয়া, আবাদকারীরা নিজেদের হাতে শাসনভার আনিবার জন্য অনেক সময় নিজেরা আবাদী জমি কিনিয়া ফেলিত। এই সময় পূর্ব্ববঙ্গ নীল-চাষের প্রধান স্থান ছিল বলিয়া অনেক সাহেব ঐ সময় পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিত। কিন্তু নানা কারণে তাহারা পূর্ব্ব বঙ্গ ছাড়িতে বাধ্য হয়।

সাহেব নীল-আবাদকারীরা এই সময় বিহারে ব্যবসার পক্ষে আরও সুবিধাজনক স্থান বলিয়া মনে করিলেন। এখানে দামও খুব বেশী ছিল, লাভও হইত অনেক এবং এমন এক সময় ছিল যখন নীল চাষীদের বিহার সমাজে খুব মান প্রতিপত্তি ছিল। পরে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত নীল আবিষ্কৃত হইলে নীলের চাষ একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

চায়ের চাষ ও ব্যবসা

চায়ের চাষ দিন দিন বেশ বাড়িয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের কাটতি যেমন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ মজুরের যদি সংস্থান করা যায় তবে এ দেশের চায়ের ব্যবসার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল সন্দেহ নাই। আসাম, বার্মা ও চীনের মাঝামাঝি জায়গায় সমস্ত পাহাড়ে চায়ের গাছ বন্য অবস্থায় জন্মে। সত্তর বৎসর আগে এই কথা মানুষের অগোচর থাকায় ষ্টেটের খরচে চীন হইতে চায়ের গাছ আনিয়া ভারতের মাটিতে কেমন ফলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইত।

প্রথম প্রথম হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। তাহাতে চায়ের কোয়ালিটি বেশ ভালই হইল। তবে শুধু সিকিমের পূর্ব্ব ধার দিয়াই চায়ের ফলনটা খুব বেশী দেখা গেল। সিকিম হিমালয়ের পাদদেশে ডুয়ার্সে চায়ের চাষ হইতে বোঝা গেল ভারতের মাটিতে চায়ের চাষ বেশ বাড়িয়া উঠিতে পারে। উচু অঞ্চলের চায়ের মত এখানকার চাতে তেমন সুবাস না থাকিলেও এ জায়গায় চা পরিমাণে খুব বেশী হইতে লাগিল। কিন্তু আসামের দুইটি উপত্যকার বাগানে চায়ের ফলন অতি আশ্চর্য্য রকমে বাড়িয়া উঠিল। ছড়ান মাথাওয়ালা চায়ের ঝোপের সারিতে দেশ ছাইয়া ফেলিল। এবং চায়ের চাষ দেশের অন্যান্য কৃষি বিভাগকে একেবারে চাপা দিয়া দিল।

যে সমস্ত প্রদেশে মানুষের বসতি খুব পাতলা, সেই সব দেশেই চায়ের চাষের উপযুক্ত 'পোড়ো' জমি মিলে। তবে ধারে কাছে তেমন মজুর পাওয়া যায় না বলিয়া দূর হইতে মজুরের আমদানি করিতে হয়। চায়ের ব্যবসার পূর্ব্ব অবস্থায় সাধারণতঃ চাষীদের নিজেদেরই বাগান থাকিত। এ বিষয়ে আজকাল অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আজকাল বেশীর ভাগ বাগান কোম্পানীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। এই সব কোম্পানীর এজেণ্ট কলিকাতায় বাস করেন। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চাষীরা কোম্পানীর মাইনে করা চাকর।

কফির চাষ

চায়ের মত কফির চাষ অত বেশী ধরকারী নয়। ইহার চাষ ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ দিয়াই বেশী দেখা যায়। এ প্রদেশের কুর্গ এবং ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়ে জমিতে সমুদ্রের বাতাস বেশী পাওয়ায় এখানকার বাতাস কখনও আর্দ্রতা-শূন্য হয় না। চায়ের মত কফির চাষও তাড়াটে মজুর দিয়া হইয়া থাকে এবং এ ব্যবসায় সাধারণতঃ বিদেশী টাকা খাটিয়া থাকে। কাফরেড্ নামক এক প্রকার বন আসিয়া এদেশী কফির চাষের অনেক ক্ষতি করিয়া দিয়াছে।

১৯২৯ সনের ফরাসী বাজেট

মঁসিয়ে পঁয়কারে ১৯২৯ সনের বাজেটের খসড়া তৈরী করিয়া ফেলিয়াছেন। শীঘ্রই ইহা "শাঁবর ও দেপুতে"তে উপস্থাপিত করা হইবে। এই খসড়াতে আগামী বৎসরে কোন খাজনা বাড়াইবার বা কমাইবার প্রস্তাব নাই, কেবল আয়-কর কিছু কমানো হইবে। সামরিক ব্যয় আরও বাড়াইবার কথা আছে। গভর্নমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগগুলা যত টাকা চাহিয়াছে, তাহা দিতে হইলে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের ঘাটতি পড়িবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন খাটানো

১৯২৮ সনের প্রথম ৬ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কত পরিমাণ মূলধন বিদেশে খাটাইয়াছে আর কত পরিমাণ মূলধন দেশের মধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাটাইয়াছে এবং ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে দেশে ও বিদেশে মূলধন খাটানোর পরিমাণ কিরূপ ছিল তাহা নীচের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৫ (প্রথম ৬ মাস)	১৯২৬ (প্রথম ৬ মাস)	১৯২৭ (প্রথম ৬ মাস)	১৯২৮ (প্রথম ৬ মাস)
বৈদেশিক :—	(ডলার)	(ডলার)	(ডলার)	(ডলার)
গভর্নমেণ্টে খাটানো	৩১৯,৮৬২,০০০	৩১১,০৪২,০০০	৩৮২,৯৯৭,১০০	৫৯০,১১৭,০০০
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ,,	২৫৪,৬৯৫,০০০	৩১৩,৬৯৪,০৪০	১৪৩,৫৮৯,৩৭৫	৫১৩,৯৭৩,৪৮২
দেশের মধ্যে :—				
মিউনিসিপ্যালিটিতে ,,	৭৫১,৮৩৮,৫১৪		১,০৯০,১০৯,০৬৭	৫৬৪,৪৩৮,৯৩৪
রেল পথে ,,	২৯৫,৩২৭,২০০		৫৩৭,৬৪৪,০০০	৫১১,৩৫১,৫০০
পাবলিক ইউটিলিটিতে ,,	৮৭০,০৪৮,৩০০	১,০১৪,৪৩৭,৫০০	১,১৪২,৮৫২,৩০০	১,৪৩৫,৭৯০,৯৪১
শিল্পসমূহে	৫৪৩,৬৫৮,৫০০	৬০৪,০৭৪,৮০০	১,০৯৫,১৩২,৪৪৫	১,২০২,৭৭০,৫৯৬
অন্যান্য দিকে ,,	২৭৬,১৯১,৫০০	৩৪৫,৪৭২,৭০০	৬৭৫,০৮১,৮১৪	৮০২,১১৬,৬০৮
মোট	৩,০০২,৬২০,০৭৪	৩,৫০৯,০৪৬,১৮৫	৫,০৬৭,৪১৬,১০১	৫,৬৮০,৫৫৮,৯০২

এই অঙ্কগুলা হইতে আমরা বুঝিতে পারি :—

(১) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ অপেক্ষা দেশেই অধিক টাকা খাটাইয়া থাকে।

(২) বিদেশে খাটানো টাকার পরিমাণ বাড়িতেছে :—

(ক) ১৯২৫ সনে বিদেশে খাটানো টাকা ঐ সনে দেশে খাটানো টাকার ½ ভাগ, ১৯২৬ সনের ½ ভাগ, ১৯২৭ সনে ½ ভাগ এবং ১৯২৮ সনে ½ ভাগ।

(খ) ১৯২৮ সনে বিদেশে খাটানো টাকা ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে বিদেশে খাটানো টাকার যথাক্রমে ২ গুণের বেশী, ২ গুণের কম ও ২ গুণের বেশী।

(৩) ১৯২৪ সনে বিদেশী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে খাটানো টাকা বিদেশী গভর্ণমেণ্টে খাটানো টাকার অনেক কম, ১৯২৬ সনে বেশী, ১৯২৭ সনে অর্দ্ধেকেরও কম এবং ১৯২৮ সনে প্রায় সমান।

(৪) মিউনিসিপ্যালিটি ও রেলপথে '২৭ সনে '২৪ ও '২৬ সন অপেক্ষা অধিক পরিমাণ টাকা খাটানো হইতেছিল। '২৮ সনে মিউনিসিপ্যালিটিতে খাটানো টাকা পূর্ব্ব ৩ বৎসর অপেক্ষা কমিয়াছে। '২৮ সনে রেলপথে খাটানো টাকা '২৭ সন অপেক্ষা কমিয়াছে বটে; কিন্তু ইহা '২৪ ও '২৬ সন অপেক্ষা বেশী। এই দুইটী ব্যতীত দেশের মধ্যে অন্যান্য দিকে খাটানো টাকা প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে।

(৫) দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা খাটানো হয় 'পাব্‌লিক ইউটিলিটিতে', তাহার পর শিল্পসমূহে। টাকা খাটানো হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটি '২৪ ও '২৬ সনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত, '২৭ সনে তৃতীয় স্থানে ছিল, এইবার চতুর্থ স্থানে নামিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোণা কেন বাহিরে যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সুদের হার কেন বাড়িতেছে, তাহা বিদেশে খাটানো মূলধনের বৃদ্ধি হইতেই বুঝা যায়। সুদের হার বাড়ার জন্য 'অ্যাম্লেপ্‌টেন্সের' কাজ কিছু কিছু নিউ-ইয়র্কের হাত-ছাড়া হইয়া লণ্ডন ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় সহরে চলিয়া যাইতেছে এবং সম্ভবতঃ বিদেশ হইতে মূলধনের প্রার্থনাও ইয়োরোপের দিকেই চালিত হইবে।

৯ বৎসরের প্রথম ৬ মাসের অঙ্ক হইতে যে সিদ্ধান্ত-সমূহে উপনীত হওয়া যায়, সেইগুলাই উপরে দেওয়া হইয়াছে। শেষ ৬ মাসের অঙ্কগুলা দৃষ্টে উপরের সিদ্ধান্ত-গুলা কিছু কিছু বদলান আবশ্যক হইলেও হইতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ময়দা রপ্তানি বাড়িতেছে

১৯২৫ সনের রপ্তানি	১১,১১৮,৮০৮ পিপা
১৯২৬ „ „	১১,৮৫০,৩২২
১৯২৭ সনের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ	৭৩১,৫১৪ „
১৯২৭ সনের রপ্তানি	১২,৮২৬,০০৯ „
১৯২৬ সনের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ	৯৭৫,৬৮৭ পিপা
১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসের রপ্তানি	৩,২০৩,০০০
১৯২৭ „ „	২,৭৫১,০০০ „
বৃদ্ধির পরিমাণ	৪৫২,০০০ পিপা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রপ্তানি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতি বৎসর মোট প্রায় ১০ কোটি ডলার দামের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর কেবল রেডিওর যন্ত্রপাতিই প্রায় ১ কোটি ডলার দামের রপ্তানি করা হয়।

এই বৎসরে এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা হইয়াছে, তাহা ১৯২৭ সন অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসের তুলনায় এই বৎসরের প্রথম ৩ মাসে ফ্লাশ লাইট ব্যাটারীর রপ্তানি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে। ওয়াশিং মেশিনের রপ্তানিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। এই বৎসরের মার্চ্চের রপ্তানি গত বৎসরের মার্চ্চ মাসের রপ্তানির প্রায় দ্বিগুণ। গত বৎসরে বিলাত ওয়াশিং মেশিনের প্রধান খরিদ্দার ছিল। এই বৎসরের প্রধান খরিদ্দার অষ্ট্রেলিয়া। সহজে বহন করা যাইতে পারে সেই ধরণের যন্ত্রপাতিগুলার রপ্তানি গত বৎসরের তুলনায় এ পর্য্যন্ত শতকরা ৩২ ভাগ বেশী। সুইচ্‌ বোর্ড প্যানেল-গুলার রপ্তানিও এ পর্য্যন্ত গত বৎসরের দ্বিগুণ। ভারী যন্ত্রগুলার (যেমন ডিরেক্ট জেনারেটার, রেলওয়ে মোটর ও রোটারী কন্‌ভার্টার, মোটর জেনারেটার ডাইনামো ইত্যাদি) রপ্তানিও গত বৎসরের প্রথম দিকটার তুলনায় যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

তুরস্কের নূতন রেলপথ ও বন্দর

৬ কোটি ডলার খরচে তুরস্ক ২টী বন্দর ও ৭৫০ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছে। কন্ট্রাক্ট পাইয়াছে নিউ ইয়র্কের ফক্স ব্রাদার্স ইণ্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশান। চুক্তি মতে উক্ত কোম্পানীকে ৬।৭ বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ করিতে হইবে।

বন্দর দুইটীর একটি হইবে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে, অপরটি কৃষ্ণসাগরের উপকূলে। রেলপথগুলির মধ্যে কৈসারিয়া, সিভাস্ ও টুরবল সহরগুলি যোগ করিবার রেলপথটিই প্রথমে নির্ম্মিত হইবে। তাহার পর কৈসারিয়াকে ম্যালেশিয়া ও এরজেরুমের সহিত যোগ করিবার জন্য ২টি রেলপথ নির্ম্মিত হইবে।

প্রথম রেলপথটি একটি বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইবে। বাকী ২টা যে স্থানের উপর দিয়া যাইবে সেই স্থানটি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ষণযোগ্য ভূমি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই স্থানটী পর্ব্বতময় বটে। তৈল, কয়লা, তাম্র প্রভৃতি এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শেষোক্ত রেলপথ দুইটীর ফলে তুরস্কের যে যথেষ্ট অর্থাগম হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে কক্স ব্রাদার্স ইন্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশান কৈসারিয়াতে ২৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি কারখানা খুলিয়াছে। কন্ষ্টাণ্টিনোপ্‌লএ উক্ত কোম্পানীর একটি আফিসও খোলা হইয়াছে।

উপরি উক্ত ৭৫০ মাইল রেলপথ ছাড়া আরও দুইটী রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। এক সুইডিশ কোম্পানী একটীর অর্ডার পাইয়াছে, অপরটীর অর্ডার পাইয়াছে এক আর্ম্মাণ কোম্পানী।

রাস্তা সম্বন্ধে ২৪টি দেশে অনুসন্ধান

আন্তর্জ্জাতিক বণিক্ সভার 'হাইওয়ে ট্রান্সপোর্ট কমিটি'র একটী অধিবেশনে সিজোর্ণ একটী প্রস্তাব আনয়ন করেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে রাস্তা সম্বন্ধীয় একটী জগদ্ব্যাপী অনুসন্ধানের প্রবর্ত্তন করাই হইতেছে প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য :—

(১) যাত্রী ও ব্যবসাদারদের নিকট রাস্তা ব্যবহার করার জন্য কত খাজনা আদায় করা হয়; (২) মোটর গাড়ীর উপর সকল প্রকার খাজনার চাপের পরিমাণ কত; (৩) মোটর গাড়ী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে রাস্তা-নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য কত খরচ করা হইত, মোটরগাড়ী সৃষ্ট হইবার পরেই বা কত খরচ করা হয়; (৪) রাস্তা-নির্ম্মাণের কি কি বিভিন্ন প্রণালী আছে; (৫) নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের কি কি প্লান প্রস্তুত হইয়াছে। প্রস্তাবটী কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। একই সঙ্গে ২৪টি দেশে অনুসন্ধান চলিতে থাকিবে শুনা যাইতেছে। অনুসন্ধানের ফলে যে রিপোর্ট লেখা হইবে সেটী আগামীবারে অ্যাম্ষ্টার্ডামে যে কংগ্রেস বসিবে সেই কংগ্রেসে পেশ করা হইবে।

বস্তুশিল্পের উৎসাহদাতারূপে বিলাতী ব্যাঙ্ক

যুদ্ধের পর হইতে বিলাতের বড় বড় সহরের, এমন কি পল্লীগ্রামেরও, ব্যাঙ্ক-বাড়ীগুলা প্রায় সমস্তই নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। বিভিন্ন সহর ও পল্লীতে অনেক নূতন ব্যাঙ্কও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ৫টী প্রধান ব্যাঙ্কের ৩টীর হেড অফিসের বাড়ী পুনরায় সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, আর ২টি ব্যাঙ্কের হেড অফিসের বাড়ী অনেক বেশী বাড়ান হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে বিলাতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-শিল্পীদের নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং বিলাতে ব্যাঙ্কগুলাই বাস্তুশিল্পের উন্নতির সর্ব্বপ্রধান পরিপোষক হইয়াছে এবং বাস্তুশিল্প সম্বন্ধে আধুনিকতম পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে জনমতকে শিক্ষিত করিতেছে, এই কথা বলা চলে।

বিলাতের বেকার—১৩ লক্ষের উপর

গত ১০ই আগষ্ট তারিখে বিলাতে মোট ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার ২ শত লোক কর্ম্মহীন ছিল। এই সংখ্যা পূর্ব্ব পক্ষের তুলনায় ৯২২৯ বেশী এবং পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২,৯০,০০০ বেশী। বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে।

বিলাতে সংরক্ষণনীতির প্রসারের চেষ্টা

বিলাতে আজকাল সংরক্ষণনীতি কিছু কিছু অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু কোন শিল্প সহজে সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। কোন বিশেষ শিল্প যদি বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সংরক্ষণ শুল্কের প্রার্থনা করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে, তাহাকে দেখাইতে হইবে যে :—(ক) আমদানি অস্বাভাবিক রকমে বাড়িয়াছে; (খ) বৈদেশিক মাল অন্যায় সুবিধার সুযোগে

প্রস্তুত হইয়াছে; (গ) শুল্ক-প্রার্থী শিল্পে বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে; (ঘ) শুল্ক-প্রার্থী শিল্পটী দক্ষতার সহিত উন্নত প্রণালীতে চালিত হইতেছে। উক্ত চারি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সংরক্ষণ-শুল্কের প্রার্থনা রক্ষিত হয় না। কিন্তু ঐ চারিটি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করা সহজ নহে। সেই জন্য অল্প কয়েকটি শিল্প মাত্র সংরক্ষণ-শুল্কের সুবিধা ভোগ করিতেছে। সম্প্রতি রক্ষণশীল দলের জন কয়েক সভ্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটী প্রস্তাব পেশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রস্তাবটী এই যে, যদি কোন শিল্পে বেকার-সমস্যা আছে প্রমাণিত হয় তাহা হইলেই সেই শিল্প সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা পাইবে।

রোম নগরীর আধুনিকতা

মুসোলিনি বর্ত্তমান ইতালির নানা দিকে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যাহাতে ইতালি সর্ব্ববিষয়ে একটী প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-শক্তিতে পরিণত হয় ইহার জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইতালির রাজধানী রোম নগরীকেও সকল দিক্ হইতে আধুনিক করিয়া তোলা যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা তিনি ভুলেন নাই। ১৯২২ সন হইতে তাঁহার চেষ্টার ফলে রোম নগরী এখন একটী আধুনিক সহরে পরিণত হইয়াছে। একজন লেফ্‌টেন্যাণ্টকে রোমের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। মুসোলিনি তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, রোমের কোন অংশ যেন অপরিচ্ছন্ন বা কদাকার না থাকে এবং রাস্তাগুলা পাথরের পরিবর্ত্তে যেন অ্যাশফাল্টে নির্ম্মিত হয়। বলা বাহুল্য তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে। যেন যাদুমন্ত্রবলে রোমের সর্ব্বত্র অসংখ্য বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। অরেলীয় প্রাচীরের বাহিরে দশটী নূতন উপ-নগরও নির্ম্মিত হইয়াছে। টাইবার নদীর তীরদ্বয় সুন্দর তরুবীথিকা দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে। নদী-তীরবাহী ছায়াচ্ছন্ন পথ এখন প্যারী নগরীর রাজপথকেও লজ্জা দেয়। ট্রেন-গুলা এখন ঠিক সময়ে পৌঁছে ও ছাড়ে, সময়ের এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হয় না। ষ্টেশনের কুলীদের ভাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা আর বেশ লইয়া কষাকষি করিতে পারে না; পূর্ব্বের তুলনায় এখন তাহারা অধিকতর ভদ্র ও শান্ত-শিষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের পরে কয়েক বৎসর ধর্ম্মঘটের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহার ফলে অনেক সময়ে যানাভাবে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত; এখন আর ধর্ম্মঘট হয় না বলিলেই চলে, সুতরাং পায়ে হাঁটিয়া চলিতে বাধ্য হইবার ভয় নাই। যেখানে খুসী ট্যাক্সি পাওয়া যাইতে পারে। ট্যাক্সি চালকদের স্বেচ্ছায় বক্‌শিস্ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহারা কোনরকম বক্‌শিস্ দাবী করিতে পারে না। নিয়ম মানিয়া চলিতে সহরবাসীরা এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। গভর্ণর মহাশয় বা কোন পুলিশের লোক যদি পথচারীদের রাস্তার বাম দিক্ দিয়া যাইতে হুকুম করেন তবে কেহই ডান দিক্ দিয়া যাইবে না। রুটি ও মাংসের দাম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন দোকানদার নির্দ্দিষ্ট দামের বেশী লইতেছে কি না সে বিষয়ে গভর্ণর মহাশয় ও তাঁহার অনুচরবর্গ কড়া নজর রাখেন। প্রত্যেক জিনিষের উপর তাহার প্রকৃত দাম ছাপিতে দোকানদারদের বাধ্য করা হয়। যদি কেহ কোন প্যাকেটে প্রকৃত দাম না ছাপে, কিংবা পুলিশকে দেখাইবার জন্য এক পিঠে প্রকৃত দাম ছাপিয়া ক্রেতাদের দেখাইবার জন্য অন্য পিঠে বেশী দাম ছাপে, তাহা হইলে ধরা পড়িলে পরদিন খবরের কাগজে জুয়াচোর বলিয়া তাহার নাম রটান হইয়া থাকে। এই ধরণের শাস্তির ভয় দোকানদারদের অনেকটা চিট্ রাখিয়াছে। ক্যাব, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট মোটর-চালকরা কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাদের আদালতে টানিয়া লইয়া যাইবার দরকার নাই, পুলিশের লোক তখনি তাহার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট জরিমানা আদায় করিয়া রসিদ দিয়া থাকে, ইহার ফলে রাস্তায় নিয়ম ভঙ্গ করা অনেক কমিয়াছে। নাগরিক-দের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার এমন কি খেলাধূলারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রোম যে এখন একটী আধুনিক সহরের পদবাচ্যের যোগ্য হইয়াছে সে বিষয়ে বোধ হয় আর সন্দেহ করা চলে না।

মোটর-জাহাজ বনাম ষ্টীমার

গত ৩০শে জুন তারিখে যে ও মাস শেষ হইয়াছে ঐ

৩ মাসে জগতে মোট ১৪ লক্ষ টনের মোটর জাহাজ এবং ১১ লক্ষ ৩৯ হাজার টনের ষ্টীমার তৈরী হইতেছিল। ৮০০০ টনের বেশী মোটর জাহাজের সংখ্যা ৬৫, কিন্তু ৮০০০ টনের বেশী ষ্টীমারের সংখ্যা মাত্র ২১।

বিলাতে জাহাজ-নির্ম্মাণ

গত ৩০শে জুন তারিখে যে ৩ মাস শেষ হইয়াছে ঐ ৩ মাসে বিলাতে মোট ১২ লক্ষ ৩ হাজার টনের জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল। পূর্ব্ব ৩ মাসের তুলনায় ইহা ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টন কম। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাত জগতের নূতন জাহাজের শতকরা ৪৭ ভাগ প্রস্তুত করিত, এখন শতকরা ৩৫ ভাগ প্রস্তুত করিতেছে।

বিভিন্ন দেশের তুলার ক্ষেতের পরিমাণ

জগতের কোন্ দেশে কত পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হয় তাহা নীচের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে :—

(হাজার একর)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৪০,১৬৮	৪৭,০৮৭	৪৬,০৫৩	৪১,৩৮০	৩৭,১২৩	৩৩,০৩৬	৩০,৫০৯
ভারত	২৩,৮১১	২৪,৬৭৬	২৮,৪৯২	২৬,৮০১	২৩,৬৩১	২১,৮০৫	১৮,৪৫২
মিশর	১,৫৭৪	১,৮৫৩	১,৯২৭	১,৮৫৬	১,৭৭১	১,৮৬৮	১,৩৩৯
সোভিয়েট রুশিয়া	১,৯৮৪	১,৭৩২	১,৬১৪	১,২৪৩	৪২৬	১৭৩	২৯৭
অন্যান্য দেশ	১,২২৩	১,৫০৭	১,৩১০	১,১৩১	৯১৪	৮৫০	৭৫৪
	৫৮,৭৮০	৭৬,৮৮৪	৭২,৪৬৬	৭২,৩৯১	৬৩,৯৭৩	৫৭,৭০২	৫১,৩৫১

জগতে মোট যত জমিতে তুলার চাষ হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগের হিসাব উপরে দেওয়া হইয়াছে ; একই সঙ্গে জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ জানা যায় নাই বলিয়া শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিতে হইয়াছে।

উপরের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে যে, ১৯২৭-২৮ সনের মোট তুলার জমির পরিমাণ

সনের তুলনায় শতকরা	১০·৬ ভাগ কমিয়াছে
	১৩·৫
	৫ ,,
	৭·৫ বাড়িয়াছে
	১৯·১
	৩৩·৯ ,,

ভারতে তুলা চাষের মোট পরিমাণ ১৯২১-২২ সন হইতে ১৯২৬-২৭ সন পর্য্যন্ত বরাবর বাড়িতেছিল। ১৯২৭-২৮ সনে প্রায় ১৯২৩-২৪ সনের সমান কমিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯২১-২২ সন হইতে ১৯২৬-২৭ সন পর্য্যন্ত বরাবর বাড়িতেছিল, কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে প্রায় ১৯২৪-২৫ সনের সমান কমিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মোট যত জমিতে তুলার চাষ হয় ভারতে তাহার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী জমিতে চাষ হয়।

১৯২৭-২৮ সনে ভারতের তুলার জমি মিশরের তুলার জমির ১৫ গুণ এবং সোভিয়েট রুশিয়ার ১৪ গুণ।

১৯২১-২২ সনে সোভিয়েট রুশিয়ার তুলার ক্ষেতের পরিমাণ মিশরের প্রায় ½ ভাগ ছিল ; কিন্তু ১৯২৭-২৮ সনে সোভিয়েট রুশিয়া মিশরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন দেশে তূলা-উৎপাদনের পরিমাণ

(হাজার গাঁইট ; প্রত্যেক গাঁইটে ৪৭৮ পাউণ্ড তূলা)

	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫	১৯২৩-২৪	১৯২২-২৩	
যুক্তরাষ্ট্র	১২,৭৮৯	১৭,৯৭৭	১৬,১০৪	১৩,৬২৮	১০,১৪০	৯,৭৬২	
ভারত	৪,৫৮৬	৪,১৮৬	৫,২৩০	৫,০৯৫	৪,৩১৯	৪,২৪৫	
মিশর	১,২৫২	১,৫৮৬	১,৬৫০	১,৫০৭	১,৩৫৩	১,৩৯১	
সোভিয়েট রুশিয়া	৯৮৩	৭৫৫	৭০৩	৪৫৩	১৯৭	৪৮	
অন্যান্য দেশ	৪৬০	৬৮৫	৪৮৯	৩৯২	৩৪৮	৩৪৭	
	২০,০৭০	২৫,১৬৯	২৪,২০৬	২১,০৭৫	১৬,৩৫৭	১৫,৭১৩	১২,৯১৪

জগতে মোট যত তূলা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ১০ ভাগের হিসাব উপরে দেওয়া হইয়াছে ; একই সঙ্গে উৎপাদন ও জমির হিসাব পাওয়া যায় না বলিয়া শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদনের হিসাব বাদ দিতে হইয়াছে।

উপরের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে যে,

১৯২৭-২৮ সনের মোট উৎপাদন

সনের	তুলনায়	শতকরা	ভাগ
১৯২৬-২৭			
১৯২৫-২৬			
১৯২৪-২৫			
১৯২৩-২৪			
১৯২২-২৩			
১৯২১-২২			

ভারতের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২১-২২ সন হইতে বাড়িতেছিল, ১৯২৬-২৭ সন হইতে কমিতেছে। ১৯২৭-২৮ সনের উৎপাদন প্রায় ১৯২৩-২৪ সনের কাছাকাছি।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনও বরাবর বাড়িতেছিল, ১৯২৭-২৮ সনে কমিয়াছে ; ১৯২৭-২৮ সনের উৎপাদন ১৯২৪-২৫ সনের উৎপাদন অপেক্ষা কিছু কম।

১৯২৫-২৬ সনে ভারতের মোট তূলা উৎপাদনের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ½ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে ½ ভাগ ও ১৯২৭-২৮ সনে পুনরায় প্রায় ½ ভাগ। অথচ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের তূলার জমির অর্দ্ধেকেরও কিছু বেশীতে তূলার চাষ হয়।

১৯২১-২২ সনে মিশরের উৎপাদন ভারতীয় উৎপাদনের ½ ভাগ, ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ সনে যথাক্রমে ½ ও ½ ভাগের কিছু বেশী। অথচ ১৯২৬-২৭ সনে মিশরের তূলার জমি ভারতীয় তূলার জমির $\frac{১}{১৬}$ ভাগ ও ১৯২৭-২৮ সনে $\frac{১}{১৭}$ ভাগ।

১৯২১-২২ সনে সোভিয়েট রুশিয়ার উৎপাদন মিশরের উৎপাদনের ½ ভাগ, ১৯২৫-২৬ সনে প্রায় ½ ভাগ, ১৯২৬-২৭ সনে অর্দ্ধেক ও ১৯২৭-২৮ সনে ½ ভাগ।

১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের প্রথম চারি মাসে মিশরের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের প্রথম চারি মাসে মিশর কত মূল্যের আমদানি রপ্তানি করিয়াছিল তাহা নিম্নের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে। অঙ্কগুলাকে হাজার গুণ করিয়া লইতে হইবে। মিশরীয় পাউণ্ডে মূল্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

	মোট		বিলাত		বৃটিশ সাম্রাজ্য	
	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৭	১৯২৮
আমদানি	১৩,৯৫৭	১৬,৫৩৪	৩,৬৭১	৩,৭৬৮	১,৬০৬	১,৫১৪
মোট আমদানির শতকরা ভাগ			২৬	২৩	১১	৯
রপ্তানি			৭,১৭০	৭,১১৬	৪৪০	৬৬১
মোট রপ্তানির শতকরা ভাগ			৪৪	৩৯		৩

আমদানি—১৯২৭ সনের প্রথম চারি মাসের তুলনায় মোট আমদানির মূল্য বাড়িয়াছে। বিলাত হইতে আমদানির মূল্য বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ১৯২৭ সনে বিলাত হইতে আমদানি মোট আমদানির শতকরা যত ভাগ ছিল, ১৯২৮ সনে তাহা অপেক্ষা কম। ১৯২৮ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য (বিলাত বাদে) হইতে আমদানি কমিয়াছে; ১৯২৭ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে মোট আমদানির শতকরা যত ভাগ আসিয়াছিল, ১৯২৮ সনে তাহাও কমিয়াছে।

রপ্তানি—১৯২৮ সনে মোট রপ্তানির মূল্য বাড়িয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে (বিলাত বাদে) রপ্তানি বাড়িয়াছে; ১৯২৭ সনে মোট রপ্তানির শতকরা যত ভাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যে গিয়াছিল, ১৯২৮ সনে তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে। বিলাতে রপ্তানির পরিমাণ কমিয়াছে, মোট রপ্তানির শতকরা ভাগও কমিয়াছে।

১৯২৮ সনের প্রথম চারি মাসের অঙ্ক হইতে বুঝা যায় যে মিশর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ হইতে যত আমদানি করে বিলাত হইতে তাহার ২।৩ গুণ আমদানি করে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে যত রপ্তানি করে বিলাতে তাহার ১৩ গুণ রপ্তানি করে। বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য সব কয়টা দেশ অপেক্ষা বিলাতের সহিত মিশরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর।

ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের গতি

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একজন সওদাগর "ষ্টেটস্‌ম্যানের" এক প্রতিনিধির কাছে বলিয়াছিলেন ভারতে বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যে "বুম্" অথবা জোয়ার শীঘ্রই দেখা দিবে।

এ বিষয়ে সম্প্রতি কয়েকটী বড় বড় ব্যবসাদার তাঁহাদের মতামত "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় দিয়াছেন।

বিলাসিতা-সংক্রান্ত শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ার

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোন বড় গোছের "ম্যানেজিং এজেন্ট" বলিয়াছেন যে, "ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সওদাগরটী" লণ্ডন ও মার্কিণের অধিকাংশ শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের কথা বলিতে গিয়া ভুল বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সেখানে এক বিলাসিতা-সংক্রান্ত শিল্প-বাণিজ্য বাদে আর বিশেষ কোন দিকে উন্নতি দেখা যায় না। বিলাসিতা-সংক্রান্ত জিনিষের মধ্যে গ্রামোফোন, নকল রেশমী কাপড়, তামাক, খবরের কাগজ, মোটর গাড়ী ও হোটেল প্রভৃতি সংক্রান্ত জিনিষের বেশ চলতি দেখা যায়। এসব বাবুয়ানা-সংক্রান্ত জিনিষের চলন ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এখনও তত বেশী হইতে পারে নাই।

লোহা ও ইস্পাত বিষয়ে ভারতের অবস্থা বেশ ভাল। ইহার কারণ ভারতবর্ষ কাঁচা মালের সাহায্য যথেষ্ট পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে যখন একটা সুবিধা আছে তখন সময় থাকিতেই আরও ইস্পাতের কারখানা করা দরকার। কিন্তু লোহা এবং ইস্পাতকে "বিবিধ শিল্পে"র মধ্যে ফেলা যায় না।

তৈলের বীজ বিষয়ে বলিতে গেলে, নকল ঘীর ব্যবসায় প্রথমটা বেশ কিছু রাসায়নিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার। কিন্তু পরে যাহারা তাহাদের প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে ব্যবসা চালাইবে, তাহাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা বেশী খরচ করিতে না হইলেও ইহাতে দু'পয়সা করিয়া লইতে পারিবে।

দেশের বিপুল খনিজ পদার্থের কথা ধরিলে, প্রতি তিনটী খনির মধ্যে খুব ভালভাবে পরিচালনা করিলেও একটী খনি খুব লাভবান হইতে পারে, একটী অমনি কোন মতে টিঁকিয়া থাকে, আর অন্যটীকে লোকসান দিতে হয়। এই হইতেছে খনি-বিষয়ে সাধারণ হিসাব। ভারতের বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যকেও এই অনুপাতের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে।

উন্নতি

অন্য দিকে তেমনি দেশের সমস্ত অনুষ্ঠান ও কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে সন্তোষজনকও অনেক কিছু পাওয়া যায়। গাড়ী নির্ম্মাণ, সিমেণ্ট, বিস্কুট, চীনে মাটির বাসন, দিয়াশলাই, গ্যালভানাইজিং, চায়ের বাক্স, বিজলী সংবরাহ, গ্রামোফোন রেকর্ড, বাঁশের কাজ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি (সাধারণ রসায়ন সংক্রান্ত এবং কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি) এবং রঞ্জন প্রভৃতি বিষয়ে দেশ বেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এ সমস্ত উন্নতি একটা কম কথা নয়।

আর একটা খুব দরকারী বিষয় হইতেছে যে, যাহাতে দেশের ব্যবসাদারেরা গুপ্ত ধন আনিয়া ব্যবসায় খাটায় সে দিকে বিশেষ নজর রাখা। ইহাতে উন্নতি ধীরে ধীরে হইলেও নিশ্চিত। এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিলে কোন ফল হইবে না। আর এই সব টাকা যাহাতে কোন নতুন

অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় না খাটাইয়া পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসার অংশ প্রভৃতি কিনিয়া খাটান হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ লাভ ইহাতেই বেশী হইবার সম্ভাবনা।

কোন বিষয়ের জোয়ার হঠাৎ আসা বাঞ্ছনীয় নয়। রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহিলে কলিকাতার "রেস্" আছে। অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় টাকা না খাটাইয়া বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসার শেয়ারে টাকা লাগান ভাল। ১৯১৮ সনে ফিস্‌কাল্ কমিশন্ কলিকাতার ব্যবসায়ীদের এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে টাকা লাগানোর খুব নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ব্যবসার পরিণাম শীঘ্রই দেখা গেল। ১৯২০-২১ সনে পোষ্ট-আর্মিষ্টিস্ আন্দোলনে একে একে সব ব্যবসাগুলি কেল পড়িয়া গেল।

শেষ কালে তিনি বলিয়াছেন :—শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের যেমন ভাঁটা আসিয়াছিল, সমস্ত দিক্ বুঝিয়া নতুন ব্যবসায় নামিলে জোয়ার আবার ফিরিয়া আসাও কিছু আশ্চর্য্য নয়।

ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের জোয়ারের কোন আশা নাই

ম্যাকিনন্ মেকেঞ্জির মিষ্টার জে, এইচ্, ফাইফ ভারতে নতুন শিল্প-বাণিজ্যের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধার কথা বলিয়াছেন :—

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সওদাগর শীঘ্রই বিবিধ শিল্প বাণিজ্যের জোয়ারের সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন, তাহা খুবই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। বৃটেন, ইউরোপ ও মার্কিণ দেশে আমরা যেমন শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি দেখিতেছি, তেমনি সে সব দেশের অবস্থা এদেশের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ তফাৎ এটাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্ত পাশ্চাত্য দেশের আবহাওয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির খুবই অনুকূল বলিতে হইবে। সে সব দেশের সওদাগরেরা এমন কি খারাপ সময়েও তাহাদের লাগানো টাকার উপর একটা আস্থা রাখে। কিন্তু এ দেশে সাধারণতঃ টাকা কেউ ঘর থেকে বাহির করিতে চায় না, আর করিলেও একটুখানি লোকসানের সম্ভাবনা দেখিলেই আবার সব গুটাইয়া ফেলে।

আর একটা কারণেও পাশ্চাত্য দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়িবার সুবিধা পায়। সেখানে শিক্ষিত ও কর্ম্মপটু মজুরের কখনও অভাব হয় না। মজুর-সমস্যাই এ দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়িয়া উঠার একটা বিষম অন্তরায়।

এদেশ প্রকৃতির সাহায্য খুব বেশীই পায় এ কথা আমি মানি, তবে যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলিলাম সেগুলি দূর করা সময়সাপেক্ষ। শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে এদেশে কোন বিশেষ উন্নতি করিতে হইলে ভিত্তি আগে পাকা করা দরকার।

শিল্প-বাণিজ্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা

বিড়লা ব্রাদার্সের, মিঃ জি, ডি, বিড়লা, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সওদাগরের মতে অনেকটা মত মিলাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এ দেশে বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির বেশ সম্ভাবনা আছে। সস্তা সুতার এবং সূক্ষ্ম বুননি প্রভৃতি তন্তু-শিল্পের উন্নতির বেশ আশা আছে। চিনির ব্যবসাও খুব বাড়িয়া যাইবে। তাছাড়া হোসিয়ারী, বাসন প্রস্তুত, ঘড়িপাতি নির্ম্মাণ, মোটরগাড়ী প্রস্তুত, চামড়া টান করা প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্য বাড়িবার সুবিধা এদেশে খুবই আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের এসব ব্যবসায় নামা উচিত নয়। বস্তুতঃ, ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া কোনই ঐক্য নাই। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশই রক্ষণশীল হইয়াছে। এমন কি ইংলণ্ডেও শিল্প-বাণিজ্যের আইন-কানুন বজায় রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবসায় রক্ষণ নিয়ম মানিয়া চলা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এ সব বিষয়ে কতকটা ভিন্ন পথে চলা হয়। এই যেমন ধরুন কাপড়ের ব্যবসা। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এ ব্যবসায় বেশ মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য কোনও দেশে ব্যবসার এমন অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু এদেশে "টারিফ বোর্ড" ভাল রকম অনুসন্ধানের পরও সমস্ত কাপড়ের মিলদের রক্ষণের জন্য অতি সামান্য কিছুই করিয়াছেন এবং সেটুকুও ভারত গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন :—

ভারতের বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতির আশাটা খুবই মহৎ সন্দেহ নাই।

বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যে চামড়া "ট্যানিং", দাবান প্রস্তুত, ও এইরূপ ছোট ছোট শিল্প-বাণিজ্যের এদেশে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা বেশ আছে। তবে প্রথমটা এসব ব্যবসার ফলাফল পরীক্ষা করিতে কোন ছোটখাট প্রতিষ্ঠানকে খুবই বেগ পাইতে হয়। এ কারণেই প্রায়ই ব্যবসা তেমন বাড়িয়া উঠিতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক শিল্প-বাণিজ্য-বিভাগের প্রথমটা এসব ব্যবসায় নামিয়া ইহাদের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া তারপর উহা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাবের পরীক্ষা মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশে সুরু হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশেও এই রকম হওয়া উচিত। সাধারণ পুঁজিপতিরা ছোটই হউক আর বড়ই হউক, যদি একবার বুঝিতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে এই এই ব্যবসায় টাকা দিলে এত পরিমাণ লাভ হইতে পারে, তাহলে পুঁজি এবং উদ্যমের অভাব হইবে না।

এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি কতদূর হইবে একথা বলা বড় শক্ত। ইয়োরোপে ও মার্কিণ দেশে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে জরীপ ও হিসাবপত্রের বেশ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প, বন্যা, মড়ক, অসুখ-বিসুখ, এবং মৃত্যু-সংখ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই "চক্র" অথবা উঠানামার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার করা হইতেছে। কিন্তু এদেশে এ সব হিসাব নিকাশ অথবা পর্য্যবেক্ষণের কোনই ব্যবস্থা নাই। কেবল একমাত্র মিষ্টার বার্ডই পাটের বাজারের "চক্র" অথবা উঠানামা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে মনোবিজ্ঞানেরও একটা দিক্ আছে। মনের গতিবিধি এ পক্ষে বেশ কাজ করে।

চায়ের ব্যবসা স্বাবলম্বী হইয়াছে

ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোঃ লিঃ এর মিষ্টার জে, ইক ছোটখাট ব্যবসার কথা বলিতে গিয়া চায়ের ব্যবসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এ ব্যবসায় সমস্ত বিষয়ে না হইলেও কোন কোন বিষয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে। ছোটখাট ব্যবসার মধ্যে অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা চায়ের ব্যবসাটাই বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

কোন কোন বিষয়ে আমরা এদেশের প্রস্তুত জিনিষপত্র বেশ ভালই পাই, আবার কোন কোন বিষয়ের জিনিষপত্র বিদেশী জিনিষের মত তত ভাল হয় না।

শেষকালে মিষ্টার ইক্ বলিয়াছেন, অন্ত একটা যুদ্ধ বাধিলে আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিব।

নকল রেশম

কেটল্ওয়েল বুলেন এণ্ড কোঃ এর মিষ্টার ই, এইচ্, ওয়াটসন্ নকল রেশমের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

নকল রেশমের শিল্পটা যদিও বেশী দিনের নয়, তবুও দুনিয়ার সমস্ত কাপড়ের ব্যবসার মধ্যে বেশ পাকা স্থান অধিকার করিয়াছে। এবং এদেশে শুধু এ মালের কাটতি না হইয়া এ শিল্পটাও বেশ বাড়িয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

জাপানিয়ার হইতে যেসব কাপড় এদেশে আসিত তাহার মধ্যে সাধারণতঃ কম দামী জিনিষপত্রগুলিকে ইতালিয়ান মাল আসিয়া একটু চাপা দিয়াছিল। আবার এসব মালে জাপানীরাও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে যে, ভারতীয় ব্যবসাদারেরাও এ ব্যবসাটা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বেশই সন্তোষজনক। বোম্বাইয়ের প্রস্তুত নকল রেশমী কাপড়ের ধুতি বিদেশী মালের চেয়ে ভালই হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের ঢাকায় এবং শান্তিপুরে যে পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, তাহা সমস্ত চাহিদা মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এদেশী কাপড় বেশী চওড়া হইতেছে না বলিয়া

কিছু অসুবিধা হইতেছে। এদেশে আরও চওড়া কাপড় প্রস্তুতের তাঁত না বসাইলে শাড়ী ও অন্যান্য চওড়া কাপড়ের ব্যবসা বিদেশীর একচেটিয়া হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে যেসমস্ত বিদেশী নকল রেশমী মাল এদেশে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দামের উপর শতকরা ৭৷৷০ টাকা আমদানি-শুল্ক দিয়াও ইহার প্রস্তুতকারীরা যে লাভ করিতেছে তাহা দেখিলে এ সমস্ত মাল এদেশে প্রস্তুত করিলে খুবই লাভ করা যাইতে পারে একথা বেশ বুঝা যায়।

এ শিল্প এদেশে বসাইলে বিদেশী ব্যবসাদারের চেয়ে আমরা অনেক বিষয়ে বেশ বড় বড় সুবিধা ভোগ করিতে পারি। দেশের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে মাল সরবরাহ করিবার বেশ সুযোগ পাই। বিদেশী মালের উপর যে শতকরা ৭৷৷ টাকা আমদানি-শুল্ক দিতে হয়, তাহা বাঁচাইতে পারি। এ ছাড়া শতকরা ২০ ভাগের বেশী নকল রেশম আমদানি করিলে যে আরও শতকরা ১৫৲ টাকা বেশী দিতে হয়, সেটাও আমরা বাঁচাইতে পারি।

এ সমস্ত সুবিধা থাকাতে শুধু এদেশের কাটতি কেন, অন্যান্য বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী মাল রপ্তানি করিবার উপযোগী নকল রেশমী কাপড় প্রস্তুত করাও এদেশের পক্ষে বিশেষ কিছুই কঠিন নয়।

বিলাতে অর্থকরী শিক্ষা

ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর কি বিরাট তাহা ষ্টেটস্‌ম্যানের ইয়ারবুক, টাইম্‌সের ট্রেড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট (শিল্প-পত্রিকা) প্রভৃতির পাতা খুলিলে দেখা যায়। ইংরেজ কত টাকা রোজগার করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুনিয়ার একটা মহাদেশের কাপড় যোগায় ইংরেজ, কয়লার মালিক ইংরেজ, পাটের দালাল ইংরেজ, তেলের রাজা ইংরেজ, চা-ব্যবসায়ী ইংরেজ, রবারের ব্যবসায় ইংরেজ পয়লা নম্বর, সমুদ্রের মালিক ইংরেজ, বার্ম্মার টীকারের মত বড় ব্যবসা ইংরেজের তাঁবে। মোটের উপর ইংলণ্ডের ব্যবসা-প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

আজ এই ব্যবসায়ী ইংরেজের ব্যবসা-শিক্ষার বিবরণ এখানে দিতে চেষ্টা করিব। ইংরেজ খুব বড় ব্যবসায়ী জাতি। তা সত্ত্বেও আজকালকার প্রতিযোগিতার দিনে ব্যবসা জগতে টিকে থাকবার উপযোগী এক্সপেন্সি অর্জ্জনের জন্য কতগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক স্কুল দেশের মধ্যে কায়েম রাখিতে হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইবে।

আজকালকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলে 'যেন তেন প্রকারেণ' চলে না। ব্যবসা-বুদ্ধি অর্জ্জনের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন জিনিষ ও হাটবাজারের সঙ্গে ভাল রকম পরিচিত হওয়া চাই। এক দেশের মধ্যে চাই নূতন ধরণের বিদ্যাপীঠ। সাধারণ শিক্ষালাভ ছাড়াও এই সমস্ত শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল-কলেজে কিছু দিন কাটান আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতের বেকার-সমস্যার দিনে ঐ ধরণের বিদ্যাপীঠের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষা

একশত বৎসর পূর্ব্বে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার উপযোগী কোন প্রতিষ্ঠানই ইংলণ্ডে ছিল না। মজুর-আন্দোলনের জন্মদাতা রবার্ট ওয়েনের পূর্ব্বে বিলাতের শ্রমজীবীদের শিক্ষার জন্য আর কোন চেষ্টাই ইংলণ্ডে হয় নাই। সর্ব্বপ্রথম রবার্ট ওয়েন শিক্ষাকে আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য প্রয়াস পান।

১৮৩২ সনে ইংলণ্ডে রিফর্ম্‌স্ অ্যাক্ট (সংস্কার আইন) কর্ত্তৃক জনসাধারণের মধ্যে ভোট দিবার ক্ষমতা (ফ্রাঞ্চাইজ) বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৭০ সনের পূর্ব্বে এমন কোন চেষ্টাই ইংলণ্ডে হয় নাই, এমন কোন শিক্ষা-কেন্দ্রই সেখানে গড়িয়া উঠে নাই, যাহার ফলে ইংলণ্ডের সকল লোক শিক্ষার সুবিধা লাভ করিতে পারে।

ইহারও দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮০ সনে বিলাতের সকল স্থানে ১০।১৪ বৎসর বয়স্ক ইংরেজ সন্তানের স্কুলে পড়া বাধ্যতা-মূলক করা হয়। ১৯০২ সনের শিক্ষা-আইনের

ফলে প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলি সরকারের কর্তৃত্বাধীন করা হয়।

বিলাতের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ১৮৭০ সনে ইংলণ্ডের কোন অঞ্চলের লোক বেশ লেখা পড়া শিখিতেছে আবার কোন অঞ্চলে কোন প্রকার বিদ্যালয়ই নাই, ফলে সেখানকার লোক গণ্ডমূর্খ রহিয়া গিয়াছে। বিলাতের মাস্ এডুকেশান বা জন-শিক্ষা বিগত ২৪।৩০ বছরের জিনিষ মাত্র। ভারতবাসীর নিকট ইহা আশার সংবাদ। বিলাতের এলিমেণ্টারী বা প্রাথমিক এডুকেশান কারিকুলামে সাধারণতঃ ইতিহাস, গণিত, জ্যোগ্রাফি, লেখন, ইংরেজী ভাষা, অঙ্ক, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ, গান, স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষারই স্থান আছে। মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলে গৃহস্থালীর কাজও শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের বাগানকরা বা ছোট ছোট শিল্প-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কতকটা খিচুরি ধরণের। সকল বিষয়েরই প্রাথমিক একটু আধটু সেখানে শিখানো হয়।

পাব্লিক স্কুল

এ ছাড়া বিলাতে পাবলিক স্কুল নামক এক রকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলিতে সাধারণতঃ কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপনা হয়। যেখানে ভাষা-শিক্ষা সেখানে কেবল ভাষা-শিক্ষাই দেওয়া হয়। কোন কোন স্কুলে কেবল অঙ্কই কষান হয় বা ইতিহাসের অধ্যাপনা চলে। ক্যাথিড্রাল স্কুলকোর্ড এই ধরণের শিক্ষা-কেন্দ্র। এই ধরণের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে ২৫ হাজার পড়ুয়া আছে। গোটা দেশের পড়ুয়ার সংখ্যা ৬০ লক্ষ। বিলাতে ৭০০ গ্রামার স্কুল আছে।

গভর্ণমেণ্টের হাতে শিক্ষা আসিবার পূর্ব্বে স্কুলগুলি সাধারণতঃ ধর্ম্মযাজকগণ-কর্তৃক পরিচালিত হইত। যাঁহারা ধর্ম্মকে বিদ্যামন্দির হইতে বিতাড়িত করিবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্ম্মযাজকগণের হস্ত হইতে শিক্ষালয়গুলিকে একেবারে মুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে বিলাতের প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ লোকাল কাউন্সিল ও ধর্ম্মযাজকগণ-কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বিলাতে ৭,৭০০টি স্থানীয় কাউন্সিল-পরিচালিত স্কুল আছে। ইহাদের ছাত্র-সংখ্যা ৩,৯৪৪,৮০৫ জন। এই ধরণের অন্যান্য প্রাথমিক স্কুলের মোট ছাত্র-সংখ্যা ৩,৪৯০,৫৩৩ জন।

সেকেণ্ডারী স্কুল

১৯২৫ সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত বিলাতের সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৪৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পড়ুয়ার সংখ্যা ১৪ বৎসর আগের পড়ুয়া-সংখ্যার তিনগুণ।

১৯২৪-২৫ সনে পাবলিক এলিমেণ্টারী স্কুলের ৫,৮০০,০০০ জন ছাত্রের মধ্যে ৭১৪,৩১২ জন সার্টিফিকেট লইয়া অন্যত্র ভর্ত্তি হয় বা কাজের জন্য যায়।

১২ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের সেকেণ্ডারী স্কুলে কতকটা উন্নত ধরণের পড়াশুনা হয়। এইসকল স্কুলে ১১।১২ বছর বয়সে ভর্ত্তি হইতে হয়। ১৫।১৬ বছর পর্য্যন্ত এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকিতে হয়। ৩৫ বছর এখানকার শিক্ষার নিয়াদ। ১৯২৪ সনে ১,১৪৫টি স্কুলে ৪১৫,০০০ জন ছাত্র সরকারী শিক্ষা-বোর্ডের সাহায্য পাইত। বোর্ডের তরফ হইতে ইহাদের কাজ-কারবার তদারক করা হয়।

সেকেণ্ডারী স্কুলের ৩৫০,০০০ ছাত্রের ½ ভাগ পাবলিক এলিমেণ্টারী স্কুল হইতে আসে। এইসকল গ্রামার ও সেকেণ্ডারী স্কুল হইতে প্রতিদিন ৭৫,০০০ ছেলে বাহির হয়। ইহাদের শতকরা ৪ জন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবেশ করে। আর যে সকল সেকেণ্ডারী স্কুল সরকারী সাহায্য পায় না, সেগুলি হইতে প্রতি বছর ১৩ হাজার করিয়া ছাত্র বাহির হয়। ১৯২৪-২৫ সনে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৯,১৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশলাভ করে। এদের মধ্যে ৬,৭৪১ জন ছাত্র ও ৩০০৫ জন ছাত্রী। ১৯১৮ সনের বিখ্যাত এডুকেশান্যাল অ্যাক্টের (শিক্ষা আইন) সকল দফা এখনও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব, টাকার অভাব, ন্যাশনাল ইকনমি, মজুর-অসন্তোষ প্রভৃতি ইহার জন্য দায়ী।

গত ১৯২৬ সনের আর্থিক বৎসরে ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ এডুকেশান শিক্ষা বাবদ ৩৬,৪৮৬,৮১৫ পাউণ্ড খরচ করেন। ইহা ছাড়া ঐ সনে স্থানীয় শিক্ষা কর উঠে ৩০,৪৩৪,২১৭ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৯২৬ সনে ইংরেজী শিক্ষা বাবদ মোট ৭৭,৪২১,০৩২ পাউণ্ড খরচ করে।

টেক্‌নিক্যাল স্কুল

এইবার বিলাতের টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলির কথা বলিব। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুল হইতে কত ছাত্র ও ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রবেশ করে এবং কত জন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি লাইনে যাইবার প্রয়াসে এই সকল টেকনিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করে তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া হইবে। সরকারের তরফ হইতে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা বড় বেশী দিন হয় নাই। এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসর হইল মাত্র বিলাতী সরকার এ দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন।

১৮৮৯ সনে বিলাতে টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশান অ্যাক্ট পাস হয়। ইহাদ্বারা স্থানীয় কাউন্সিলকে মাথা পিছু ১ পেনি করিয়া কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৯০ সনে পার্লামেণ্ট টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ-সাহায্য করেন। ইহা দ্বারা বিলাতে ইভ্‌নিং কমার্শাল স্কুল বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সান্ধ্য বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সায়েন্স টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, আর্ট স্কুল ও ডে টেক্‌নিক্যাল স্কুল গড়িয়া উঠে। স্থানীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য যেরূপ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দরকার তাহাই ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হইত। এই ধরণের সাধারণ শিক্ষালয় হইতে বাহির হইয়া যে সকল ছাত্র টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা পাইতে চায়, তাহারা অনেকে ডে কন্টিনিউয়েশান স্কুল বা ইভ্‌নিং স্কুলে যোগদান করে। এই ধরণের ৪১৫৮টি কন্টিনিউয়েশান স্কুলের ১৯২৪-২৫ সনের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা এখানে দেওয়া হইল।

১৪ বৎসর বয়সের	৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী
১৬ বৎসর বয়সের	১২৯১২০ পুং, ১০৫৩৬০ স্ত্রী
১৬ ও ১৮ বছরের মধ্যে	৯২,৬৯৫ „ ৫৬,১৪৭ „
১৮ ও ২১ বছরের মধ্যে	৭২,২১৪ পুং ৪০,৫৮৯ স্ত্রী
২১ ও তদূর্দ্ধ	৯৪,৬৮০ „ ১১৪,২০৮ „
মোট	৩৮৮,৬৯১ পুং ৩১৬,৩১৪ স্ত্রী

এইসকল স্কুলে ৪ হইতে ৫ বৎসর কোর্স বা পাঠের সময়। প্রথম দুই বৎসর এলিমেণ্টারী ও সেকেণ্ডারী স্কুলের সাধারণ শিক্ষা ও পরের দুই বৎসর জুনিয়ার ও সিনিয়ার কমার্শাল কোর্স পড়ান হয়। সরকারী পরিদর্শকগণ এই বিদ্যালয় তদারক করেন।

ডে কন্টিনিউয়েশান স্কুল, কমার্শাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণ এবং প্রাইভেট কমার্শাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্রগণ সরকার-পরিচালিত পরীক্ষা দিতে পারেন। ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দস্তুরমত সরকারী ছাপমারা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ঐ সকল সার্টিফিকেটে পরীক্ষার্থীর গুণাগুণ বর্ণন করা থাকে এবং এইগুলির উপরই তাহাদের চাকুরী বাকুরী নির্ভর করে। কার কিরূপ দৌড়, কার বিদ্যা কতখানি তাহা ঐ সকল সার্টিফিকেট হইতে বেশ বুঝা যায়। জনসাধারণও লোকটার ঘর কতখানি তাহা বুঝিয়া লয়।

পরীক্ষাগৃহগুলির মধ্যে রয়াল সোসাইটি অব্ আর্টস প্রধান। ১৮৫১ সনের বিরাট প্রদর্শনীর পর হইতে ঐ প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। ১৮৫১ সন হইতে ইউনিয়ন মার্কেণ্টাইল ইন্‌ষ্টিটিউট কর্তৃকও এই ধরণের পরীক্ষা লওয়া হয়। ১৮৫৬ সন হইতে লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স এই ধরণের পরীক্ষা লইতেছে।

গত ১৯২৬ সনে রয়াল সোসাইটী অব্ আর্টস, লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স ও ল্যাঙ্কাশিয়ার-চেশিয়ার ইউনিয়ন কর্তৃক যথাক্রমে ৮৩২৬৫,২২১১৪ এবং ৩৩২২০ জন ছাত্রের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার পরীক্ষা

এইসকল পরীক্ষাভবনে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সকল প্রকার পরীক্ষা লওয়া হয়। তবে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, বুককিপিংএর পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশী। ইহাদের

সংখ্যা মোট পরীক্ষার্থীর অর্দ্ধেক। প্রতি সনে তিন প্রকার পরীক্ষা লওয়া হয়। প্রতি প্রশ্নপত্রের উত্তর করিবার সময় তিন ঘণ্টা মাত্র।

প্রথম বিভাগে এই সকল পরীক্ষা লওয়া হয়, যথা :—(১) গণিত, (২) ইংরেজী, (৩) বুক কিপিং, (৪) শর্টহ্যাণ্ড, (৫) প্রিসাইস রাইটিং, (৬) টাইপ রাইটিং, (৭) আর্থিক ভূগোল, (৮) আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, (৯) ধন-বিজ্ঞানের চিন্তাধারা (ইকনমিক থিয়োরী), (১০) কমার্শ্যাল ল বা বাণিজ্য-বিষয়ক আইনকানুন, (১১) কোম্পানী আইন, (১২) অ্যাকাউন্টিং বা হিসাবরক্ষা, (১৩) ব্যাঙ্কিং, (১৪) কমার্স বা বাণিজ্য, (১৫) রেলের আইন ও প্রথা, (১৬) জাহাজ আইন, (১৭) বীমা আইন, (১৮) রেলওয়ে ইকনমিকস্, (১৯) ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময়, (২০) ব্রোক এক্সচেঞ্জ আইন, (২১) বিজ্ঞাপন বিদ্যা ও বেচাকেনার বুদ্ধি, (২২) মূল্য-নীতি, (২৩) ফরাসী (২৪) জার্মাণ (২৫) ইটালিয়ান (২৬) স্পেনিশ (২৭) পর্তুগীজ (২৮) রুশিয়ান (২৯) ডেনিশ ও নরওয়েজিয়ান (৩০) সুইডিশ এবং (৩১) ওলন্দাজ ভাষা।

দ্বিতীয় বিভাগে (ইণ্টার মিডিয়েট) নিম্নলিখিত পরীক্ষা লওয়া হয় :—(১) গণিত, (২) ইংরেজী, (৩) বুক কিপিং, (৪) শর্ট হ্যাণ্ড, (৫) লিখন, (৬) টাইপরাইটিং, (৭) আর্থিক ভূগোল, (৮) আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, (৯) ইকনমিক থিয়োরী বা ধনবিজ্ঞানের চিন্তাধারা, (১০) কমার্স বা বাণিজ্য, (১১) বাণিজ্য-বিষয়ক আইন, (১২) কোম্পানী আইন, (১৩) ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময়, (১৪) ব্রোক এক্সচেঞ্জ আইন। প্রথম বিভাগের মত ইয়োরোপের ভাষা পরীক্ষাও ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের সামিল।

তৃতীয় বিভাগে আছে—(১) কমার্শ্যাল গণিত, (২) ইংরেজী, (৩) বুক কিপিং, (৪) শর্টহ্যাণ্ড, (৫) টাইপ রাইটিং, (৬) আর্থিক ভূগোল, (৭) আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, (৮) কমার্স, (৯) ফরাসী (১০) জার্মাণ (১১) ইতালিয়ান (১২) স্পেনিশ এবং (১৩) রাশিয়ান ভাষা।

এই তিন পরীক্ষাতেই শতকরা ৫০ নম্বর রাখিলে পাশ এবং ৮০ নম্বর রাখিলে কৃতিত্বের সহিত পাশ হওয়া যায়।

অ্যাডভান্স্ট্ ষ্টেজ বা তৃতীয় বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে বুক কিপিং, কমার্স, ইকনমিক থিয়োরী এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপ ছাড়া অবশিষ্ট বিষয়গুলির যে-কোন একটাতে পাশ করা চাই।

ইণ্টারমিডিয়েট ষ্টেজ বা দ্বিতীয় বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে গণিত, বুক কিপিং, কমার্স ও অবশিষ্ট বিষয়গুলির ১টিতে পাশ করিতে হইবে। শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং এক বিষয় বলিয়া ধরা হয়।

এলিমেণ্টারী ষ্টেজ বা প্রথম বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে গণিত, ইংরেজী, এবং অবশিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে দুইটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়া চাই। এই দুইটির মধ্যে একটি কমার্স বা বুককিপিং হওয়া চাই।

এই সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিলাতের বিভিন্ন কেন্দ্রে আরও অনেকগুলি পরীক্ষাগৃহ আছে, যথা—ইষ্ট মিড্‌ল্যাণ্ড এডুকেশানাল ইনষ্টিটিউশান, নটিংহ্যাম ইউনিয়ন অব্ এডুকেশানাল ইনষ্টিটিউশান, বার্মিংহাম, ডার্লিংটন প্রভৃতি।

আফিসের কাজকর্ম্মে ওস্তাদ সৃষ্টি

আফিসের কাজে ওস্তাদ হইবার জন্য গণিত, শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং, বুককিপিং, কমার্শ্যাল করেস্পণ্ডেন্স, ব্যাঙ্কিং একাউন্টেন্সি, ট্রান্সপোর্ট, কমার্স, সেক্রেটারিয়েটের কাজ, বর্ত্তমান বিশেষ ভাষা (যেগুলি ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয়), কমার্স সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, যথা ভূগোল, বাণিজ্য-ইতিহাস, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, ইকনমিক থিয়োরী, বিজ্‌নেস্ ইকনমিকস্। প্রধান প্রধান পণ্য-সম্ভারের সংবাদ—এগুলি কোথায় পাওয়া যায় ও এগুলির রকমারি, কি প্রকারে ঐ সকল মালের আদান প্রদান করা যায় প্রভৃতি যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্য ও আফিস-সংক্রান্ত বিষয় ইংরেজ সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী হইবার জন্য ব্যাঙ্কিং, বীমা, ফিনান্স ও ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতিরও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়।

এক লণ্ডনে এইসকল অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কমসে কম ২৫টি বাণিজ্য-বিদ্যালয় বা কমার্শাল ইনষ্টিটিউট চলিতেছে। এই ধরণের সব চাইতে ছোটটির ছাত্র-সংখ্যা ৫০০ এবং সব চাইতে বড় বিদ্যালয়টির ছাত্র-সংখ্যা আড়াই হাজার। সিটি অব্ লণ্ডন কলেজ ও রিজেণ্ট ষ্ট্রীট পলিটেকনিকে লণ্ডনের অর্থকরী-শিক্ষা-প্রয়াসী ছাত্র-ছাত্রীর অভাব পূরণ হয়। যাই সকল স্কুলে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের জন্য সপ্তাহে তিন সন্ধ্যা ক্লাস করা হয়। অনেক স্কুলে কেরাণী তৈরী করার চাইতে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ছাত্রগণের আকৃষ্ট করিবার ঝোঁক বেশী দৃষ্ট হয়। ঐ ধরণের স্কুলগুলিতে বিজ্‌নেস ইকনমিকস্ কমার্শাল গ্রুপিঙ, বুক কিপিং প্রভৃতি ও আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ চার্টার্ড অ্যাকাউণ্টেণ্টস, সোসাইটি অব অ্যাকাউণ্টেণ্টস এণ্ড অডিটরস, ইন্‌ষ্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স, চার্টার্ড ইনষ্টিটিউট অব সেক্রেটারিজ, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ লোকাল গভর্ণমেণ্ট অফিসার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে হইলে ঐ সকল বিশেষ বিভাগের বিশেষ শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হয়।

প্রাইভেট টেকনিক্যাল স্কুল

বিলাতে সরকারী টেকনিক্যাল স্কুলের চাইতে বে-সরকারী স্কুলগুলিতে পড়াশুনা ভাল হয় এবং এগুলির ষ্ট্যাণ্ডার্ডও উঁচু। এইসকল প্রাইভেট স্কুলের বেতনও বেশী। অনেক পিতা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছেলে মেয়েকে না পাঠাইয়া ঐ সকল স্কুলে পাঠানো পছন্দ করেন।

১৯২৪ সনে ঐ সকল প্রাইভেট স্কুলে শর্টহ্যাণ্ড পড়িয়াছিল ৫২৫৮ জন, বুককিপিং পড়িয়াছিল ৪৭০৭, টাইপ ১৬৮৪, ফুগোল ১২৪৮, ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখা ১০৫৫, বিজ্‌নেস্ ইকনমিকস্ ১২৭২, পণ্য-সম্ভার ১২৭, কমার্শ্যাল আইন ৪৯৬, ব্যাঙ্কিং কারেন্সি ১৫৪, ইংরেজী, ১০,৯১১, ফরাসী ২৩৪৯, জার্মাণ ৩৭৮, ইতালিয়ান ১৬৯, স্পেনিশ ৩৪। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের স্কুলগুলিই ইংরেজের প্রধান বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র। এখানে কতকগুলি বিদ্যালয়ের পরিচয় দেওয়া হইল।

ম্যানচেস্টার উচ্চ বাণিজ্য-বিদ্যালয়

ম্যানচেষ্টার হাইয়ার স্কুল অব্ কমার্সে জুনিয়ার কোর্স ছাড়াও পুরা দুই বৎসর সময় পড়িতে হয়। এখানে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিদেশী সংবাদদাতা পদবী হয়। এবেরকে অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চীন ও আরবী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ সুদূর প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় ইংরেজের যথেষ্ট স্বার্থ আছে। এই বিদ্যালয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে আর্থিক বক্তৃতা হয় ও দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধনদৌলত ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ঠিকানা ছাত্রদেরকে বলিয়া দেওয়া হয়। তুলা শিল্প, তুলার বাজার, পাট-শিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্য-সম্ভারের বক্তৃতাও এখানে দেওয়া হয়।

শিল্প-পরিচালনা

মিউনিসিপাল কলেজ অব্ টেকনোলজিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান কি ভাবে পরিচালনা করিতে হয় সে বিষয়ে বিশদভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

লিভারপুল বাণিজ্য-বিদ্যালয়

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা দিবার জন্য লিভারপুল সহরে ৩৩টি ইভ্‌নিং কন্টিনিউয়েশান স্কুল আছে। ১০টি ইভ্‌নিং ইন্‌ষ্টিটিউট আছে। এগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল স্কুলের এক একটিতে একটি বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা—কটন ট্রেডে বা বস্ত্র শিল্পে যাহারা নিযুক্ত তাহাদিগকে তুলা, বস্ত্র ও সুতা সম্বন্ধেই বিশেষজ্ঞ করিয়া তৈরী করা হয়। সামুদ্রিক জীবনের জন্য যাহারা প্রস্তুত হইতে চায়, তাহাদিগকে শিপিং প্রাকটিস্, জাহাজ এবং এগুলির ব্যবহার, পরিচালনা, যাত্রী ও দেশান্তরগামী (এমিগ্রাণ্টস) জাহাজ আফিস, জাহাজ শিল্প, জাহাজ আইন (শিপিং ল) প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

ব্রাড্‌ফোর্ড টেক্‌নিক্যাল কলেজ

এটা ডিপার্টমেণ্ট অব্‌ টেক্‌স্টাইল্‌সের অন্তর্ভুক্ত। সওদাগর আফিসে যে সকল কেরাণী কাজ করে তাহাদের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য বা ঐ সকল মার্চেণ্ট আফিসের সুদক্ষ কেরাণী তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত এই কলেজে বস্ত্র-শিল্প, তুলা ও সূতা-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সওদাগরী শিক্ষাও এখানে দেওয়া হয়। বার্মিংহামে কমার্সের একটি ইভ্‌নিং স্কুল আছে। ১৯২৬ সনে ট্রান্সপোর্ট ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে সহযোগিতায় ইহার পাঠ্য-তালিকার ব্যবস্থা করা হয়।

লিচেষ্টারে চামড়া-শিল্প শিক্ষা

চামড়া-শিল্পের ব্যবসা-সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য লিচেষ্টারে একটা মিউনিসিপ্যাল কলেজ আছে। ইহা সরকারের কমার্স ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্গত। এখানে বুট স্যু ও হোসিয়ারি-শিল্প শিক্ষার জন্য এক বৎসর পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

রেলওয়ে কেরাণী

রেলওয়ে-কেরাণীদের জন্য কার্ডিফ টেক্‌নিক্যাল কলেজে ইভ্‌নিং কোর্সের ব্যবস্থা আছে। ইহাও সরকারী কমার্স দপ্তরের অন্তর্গত।

সমুদ্র ও খনির কাজ

সমুদ্র ও খনির কাজে সুদক্ষ কেরাণী তৈয়ারীর জন্য লণ্ডন কলেজে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে ১৪ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ৪ বৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গণিত, প্রাথমিক ষ্টাটিষ্টিক্‌স্, সাধারণ বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য-বিষয়ক দ্রব্যের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখিয়া পড়ান হয়। ইহা হইল ডে কোর্স।

বৈকালিক ক্লাসের জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত আছে।

লণ্ডনে যে সকল পণ্যদ্রব্যের কাটতি হয়, সে সকল বিষয় ছাড়া শস্য, লোহা ইস্পাত, তেল, চর্ব্বি, টিন, টিম্বার, টেক্‌স্টাইল ও অন্যান্য দ্রব্যের সম্বন্ধে ছাত্রগণকে পড়ান হয়।

রিজেণ্ট ষ্ট্রীট পলিটেক্‌নিক্

এই পলিটেক্‌নিক্‌টিতে ব্যবসা-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইহার কোর্স দুই বৎসরের। দিবাভাগের ক্লাসে ছুনিয়ারদের শিল্প-ব্যবসার নীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি শিখান হয়। ইভ্‌নিং ক্লাসগুলিতে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল আডমিনিষ্ট্রেশ্যান সম্বন্ধে পড়ান হয়।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে স্থানীয় বিশেষ বিশেষ শিল্প-ব্যবসার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্যালফোর্ড কলেজ

ম্যানচেষ্টারের কটন ট্রেডের জন্য এই কলেজে উপযুক্ত লোক তৈয়ারী করা হয়।

বোল্টন টেক্‌নিক্যাল্ কলেজ

এখানে কটন ট্রেডের বিশেষজ্ঞ তৈরী করা হয়।

ল্যাঙ্কাশিয়ার ও চেশিয়ার ভবন

ইউনিয়ন অব্‌ ল্যাঙ্কাশিয়ার এণ্ড চেশিয়ার ইনষ্টিটিউটে কটন স্পিনিং ও কটন উইভিংএর কারিগর তৈয়ারী করা হয়। খুচরা ও পাইকারী ব্যবসাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সার্টিফাএড ট্রেডার্স্ ও মিট ট্রেডার্স আসোসিয়েশানের পক্ষ হইতে ঐ সকল ব্যবসার গূঢ় তত্ত্ব ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্মিথফিল্ড ভবন

এখানে মাংস-ব্যবসায়ী তৈয়ারী করা হয়। বিভিন্ন দেশের মাংস-শিল্পের সকল কথা তরুণ ব্যবসায়ীদিগকে জানান হয়।

চামড়া-শিল্প, কাচ-শিল্প ও অন্যান্য প্রত্যেকটি শিল্পের

এক একটি স্কুল বা কলেজ বিলাতে চলিতেছে। ছুতোরের শিল্পের জন্যও কলেজ আছে।

দোকান-পসারে বেচা-কেনা করাও একটা বিদ্যা। এ বিদ্যা শিক্ষার জন্যও স্কুল আছে। ব্যারেট ষ্ট্রীট ট্রেড স্কুল হইতে বিলাতের বড় বড় সেলস্‌ম্যান ও সেলস্‌উম্যান বাহির হয়।

বিলাতের যুবকগণ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া মাত্র দুই বৎসর জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুলে কাটাইয়া ১৬ বৎসর বয়সেই উপার্জ্জনক্ষম হয় ও বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে আরম্ভ করে। বিলাতের টেক্‌নিক্যাল ও শিল্প স্কুলগুলিতে খুব নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম করান হয়। যে সকল বিষয়ের অধ্যাপনা করা হয়, তাহা দ্বারা যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীগণের ব্যবসার প্রতি ঝোঁক জন্মে সেদিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই ধরণের শিক্ষার ফলে ইংরেজ সন্তানের যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন আকৃষ্ট হয় তেমনি আফিসের ও শিল্প-কারখানার কাজেরও তাহারা যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য-শিক্ষা

আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও অর্থকরী বিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীন নহে। অল্প কিছুদিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কমার্সের ক্লাস খোলা হইয়াছে এবং বাংলার কতিপয় যুবক কমার্সের গ্রাজুয়েট হইয়া বা বি, কম ডিগ্রি লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতেছে। তবে বর্ত্তমানে বি, কম ডিগ্রিধারী অনেকেই বড় বড় চাকুরী লইয়াই সন্তুষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে বিলাতের কমার্শ্যাল গ্রাজুয়েটদের খানিকটা পরিচয় দেওয়া হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষার দৌড় তাহাদের কতখানি, ডিগ্রী পাইয়া তাহারা কোন কোন লাইনে জীবন পরিচালিত করে তাহা এখানে বলা হইবে।

বার্ম্মিংহাম

১৯০১ সনে বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য ফ্যাকাল্‌টি অব্ কমার্সের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিলাতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম-ভাগ হইতে কমার্স বা বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে ডারহাম (আর্মষ্ট্রং কলেজ), লিভারপুল, লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার, এডিনবরা, অ্যাবারডিন, বেলফাষ্ট, রেডিং, নটিংহাম সাউথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কমার্স গ্রাজুয়েট

ম্যাট্রিকুলেশানের পর সাধারণতঃ তিন বৎসরের কোর্স এইসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়। তিন বৎসরে কমার্স ক্লাসের পাঠ সমাপন করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ কমার্সে বি, কম ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয়।

কমার্সের এম, এ

কমার্সের মাষ্টার বা এম, কম ডিগ্রির জন্য বার্ম্মিংহাম লিভারপুল ও ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এম, কম ডিগ্রি দেওয়া হয়। যেসকল ছাত্র বি, কম পাশ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জ্জন করে, কেবল তাঁহারাই এম, কম ডিগ্রি পাইবার অধিকারী।

নিউক্যাসেল অন্ টাইনের আর্মষ্ট্রং কলেজে বি, কম পাশ করিয়া দুই বৎসর পড়ার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এম, কম ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৯৫ সনে ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম "লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স" নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০০ সনে ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির ফ্যাকাল্‌টি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যখন সংকল্প করেন তখন এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়া ঐ ইকনমিক্স্ ও পলিটিক্যাল সায়েন্সের ফ্যাকাল্‌টি গড়িয়া উঠে। তারপর বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে করা হয়। তখন হইতে বি, এস-সি (ইকনমিক্স) ডিগ্রি ঐ স্কুল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে।

১৯১৯ সন হইতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কমার্সের একটা স্বতন্ত্র ডিগ্রি উপাধির ক্লাস আরম্ভ করেন। লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যেই ঐ কমার্স ক্লাস খোলা হয়। গত সেসনে ইহাতে ২৬১২ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়। এদের মধ্যে ৮১৬ জন নিয়মিতভাবে ডে ক্লাসে অধ্যয়ন করে এবং ২৬২ জন ছাত্র বি, কম এর জন্য তৈয়ারী হইতেছে। আর অধিকাংশ ছাত্র ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য বি, এস-সি (ইকনমিকস্) ডিগ্রির পাঠ পড়িতেছে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। প্রায় এক হাজার ছাত্র যাহারা ইভ্‌নিং ক্লাসে যোগদান করিয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক এক জন হয়ত মস্ত বড় আমদানি রপ্তানি ব্যবসা চালাইতেছেন এবং তাঁহারাই অবসর করিয়া সন্ধ্যাবেলা ঐ স্কুলে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নূতন নূতন বিষয় শিখিতে আসেন। যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন কিন্তু সেদিকে খুব ঝোঁক আছে তাহাদেরও বেশীর ভাগ লোক এই স্কুলের ছাত্র।

মোটের উপর বিলাতের বি, কম ডিগ্রির উদ্দেশ্য ব্যবসা-জীবন ও সাধারণ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য উপযুক্ত লোক গড়িয়া তোলা এবং এই বিষয়ক শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রচার করা।

লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্এ প্রথম বর্ষের ছাত্রগণকে কমার্স (বাণিজ্য) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল জিওগ্রাফি (শিল্প বিষয়ক ভূগোল), এলিমেণ্টারী অ্যাকাউণ্টেন্সি, ইকনমিকস্, কারেন্সি, ব্যাঙ্কিং এবং এক বা ততোধিক আধুনিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেকণ্ড ও ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রগণকে প্রথমবর্ষের পাঠ্য বিষয়গুলিই উন্নতভাবে পড়ান হয়। ইহার সঙ্গে টান্সপোর্ট, কমার্শ্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আইনকানুন, পাব্‌লিক ফিনান্স প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা হয়।

ইণ্টারমিডিয়েট—প্রথম বর্ষ

(১) এলিমেণ্টস অব্ ইকনমিকস্ (ধনবিজ্ঞানের মূল কথা) (২) ভূগোল (৩) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা (৪) ইংরেজের আর্থিক ইতিহাস। (৫) আকাউণ্টিং।

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রগণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়ান হয়:—(১) শিল্প, ব্যবসা, টান্সপোর্ট ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান (২) সাম্রাজ্যের আধুনিক আর্থিক উন্নতি (৩) বাণিজ্য আইনকানুনের সার কথা (৪) ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের ধারা (৫) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা, ইতিহাস, ইংরেজী, কমার্স-সম্বন্ধীয় শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের যে কোন একটি।

তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় বর্ষের ছাত্রগণ উল্লিখিত বিষয়গুলির যে কোন চারিটী বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্ততঃ ইংরেজী ও একটী বিদেশী ভাষা থাকা চাই। ইহা ছাড়া (ক) ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্স, (খ) ট্রেড—কলোনিয়াল, জেনারেল বা ডিষ্ট্রীবিউটিং (গ) একটি বিশেষ জায়গার সঙ্গে ব্যবসা—যথা ব্রেজিল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি (ঘ) শিল্প (ঙ) জেনারেল ট্রান্সপোর্ট (চ) শিপিং (ছ) আভ্যন্তরীণ ট্রান্সপোর্ট (জ) পাব্লিক ইউটিলিটিজ (ঝ) ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কলা-বিজ্ঞান।

ফার্ষ্ট ইয়ার ও সেকণ্ড ইয়ার ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স শেষ হইবার পর ফাইনালে।

ফার্ষ্ট ইয়ার

এলিমেণ্টস অব ইকনমিক্স, (২) ভূগোল, (৩) গণিত বা ফরাসী বা জার্মাণ ভাষা (৪) ইংরেজের আর্থিক ইতিহাস, (৫) বৃটিশ কন্‌ষ্টিটিউশান বা ইংরেজের আইনকানুনের মূলকথা।

সেকণ্ড ও থার্ড ইয়ার

(১) ইকনমিকস্—ধনবিজ্ঞানের মূলনীতি, কারেন্সি ও ব্যাঙ্কিং, ইংলণ্ডের আর্থিক ইতিহাস (১৮১৪), ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল

ও সাহেটিক্সিক মেথড (২) বড় বড় জাতির ইতিহাস (১৮১৫ সন হইতে) (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-বিজ্ঞানের চিন্তাধারা, পাব্লিক অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশান বা প্রতিযোগী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তুলনামূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান (৪) ধনবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান চিন্তাধারার ইতিহাস (মিডিভ্যাল) ইকনমিক হিষ্টরি, (মর্ডার্ণ), রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস, পাব্লিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ; আধুনিক ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সির ইতিহাস, ভূগোল, ইতিহাস, আধুনিক ট্রান্সপোর্ট, বীমার ইতিহাস, অ্যাকাউন্টেন্সি ও বিজ্‌নেস অর্গানিজেশান, ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের মূলনীতি, আন্তর্জ্জাতিক আইনকানুন, শিল্প-জগতের আইনকানুন, ব্যবসাবাণিজ্য-বিষয়ক আইন-কানুন প্রভৃতি বিষয়ের যে কোন একটি।

বি, কমএর ছাত্র যে শিল্প বা ব্যবসায় প্রবেশ করিতে চায় তাহাকে প্রথম বৎসর সেই বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কিং, ষ্টক-ব্রোকিং ফার্ম্ম বা রেল ও শিপিং কোম্পানীর কাজে যাহারা নিযুক্ত আছে তাহাদের ব্যাঙ্কিং ও ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতের রেল-কর্ম্মচারিগণের জন্ত বিশেষ বক্তৃতারও বন্দোবস্ত আছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ছাত্রও বি, কম, এম, কম পরীক্ষা দিতে অধিকারী। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানকার হাজিরা বাধ্যতামূলক নয়।

বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০১ সনে কমার্সের ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ১৯০২ সন হইতে বি, কম ডিগ্রির জন্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। বিলাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা ইহাই প্রথম। বার্ম্মিংহামের এই ফ্যাকাল্টির সঙ্গে আসে পাশের শিল্প-ব্যবসায় নিযুক্ত ধুরন্ধরদের সম্বন্ধ আছে। এখানে তিন বৎসরের কোর্স। প্রত্যেক বছরের শেষে একটি করিয়া পরীক্ষা। ১০ মাসে বৎসর।

ফার্ষ্ট ইয়ার

(১) ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস (সপ্তাহে দুই ঘণ্টা) (২) ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র (দুই ঘণ্টা) (৩) বৃটিশ শিল্প ও কাঁচা মালের রসদ (তিন ঘণ্টা) (৪) ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আইন কানুন (দুই ঘণ্টা) (৫) অ্যাকাউন্টিং (এলিমেণ্টারী) (এক ঘণ্টা) (৬) জার্ম্মাণ, স্পেনিশ, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান, রাশিয়ান কিংবা বিদেশী ছাত্রের বেলায় ইংরেজী (সপ্তাহে তিন ঘণ্টা) (৭) স্থানীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক শিক্ষা (তিন ঘণ্টা) (৮) কমার্স (দেড় ঘণ্টা)।

সেকণ্ড ইয়ার

(১) ব্যবসা ও শিল্পের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (এক ঘণ্টা) (২) ইক-নমিকস্ অব্ ট্রান্সপোর্ট (এক ঘণ্টা) (৩) ব্যাঙ্কিং ও টাকার বাজার (দুই ঘণ্টা) (৪) অ্যাকাউন্ট (সেকণ্ডারী)—কোম্পানী ও পার্টনারশিপ অ্যাকাউন্টিং (এক ঘণ্টা) (৫) কমার্শ্যাল ল (দুই ঘণ্টা) (৬) বিদেশী ভাষা (যাহা ফার্ষ্ট ইয়ারে লওয়া হইয়াছিল (তিন ঘণ্টা) (৭) ফার্ষ্ট ইয়ারে গৃহীত একটি বিষয় (৮) কমার্স (দেড় ঘণ্টা)।

থার্ড ইয়ার

(১) বিজ্‌নেস্ অর্গানিজেশান ও পলিসি—শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গঠন ও সেগুলির পরিচালনা-পদ্ধতি (দুই ঘণ্টা) (২) বিজনেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান (এক ঘণ্টা) (৩) মার্কেটিং ও আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড্ (এক ঘণ্টা) (৪) অ্যাকাউন্টিং (এক ঘণ্টা) (৫) বিদেশী ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে গৃহীত) (দুই হইতে তিন ঘণ্টা) (৬) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ল (এক ঘণ্টা) (৭) একটি মনোনীত বিষয়, (এক ঘণ্টা) (৮) কমার্স (দেড় ঘণ্টা)।

বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং ও মেটালার্জ্জি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং ঐ সকল বিষয়ের গ্রাজুয়েটদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

ভাল অ্যাকাউন্টেন্ট হইবার জন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র এক বৎসরের কোর্স আছে। (১) এলিমেণ্টারী ইকনমিক্স (দুই ঘণ্টা) (২) ট্রান্সপোর্ট ইকনমিক্স (এক ঘণ্টা) (৩) ট্রেড্ ও ইণ্ডাষ্ট্রী ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (এক ঘণ্টা) (৪) শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক আইনকানুন (দুই ঘণ্টা) (৫) বিজনেস্ অর্গানি-

ফেন্সান (এক ঘণ্টা) (৬) বিজনেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান (এক ঘণ্টা) (৭) মূল্য নির্দ্ধারণ ও অ্যাকাউন্টসের বিশ্লেষণ, কমার্স (দেড় ঘণ্টা)। এম্, কম এর জন্য আরও এক বৎসর পড়ান হয়।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স

(১) ইকনমিক থিয়োরি—ইতিহাস ও আধুনিক উন্নতি (২) বিদেশী শিল্প ও বাণিজ্য (৩) পাব্লিক ফিনান্স,—ন্যাশনাল ও মিউনিসিপ্যাল (৪) অ্যাকাউন্টিং সমস্যা (৫) ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (অ্যাড্‌ভান্সড্) (৬) মুদ্রানীতি ও ব্যাঙ্কিং ইতিহাস।

ক্যাম্ব্রিজ ট্রাইপস

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স শিক্ষার কি আয়োজন উপকরণ আছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে।

১৯০৩ সনে ক্যাম্ব্রিজে ইকনমিক্স ও অ্যাসোসিয়েটেড্ ব্রাঞ্চেস অব পলিটিকাল সায়েন্সের ট্রাইপোস প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিক্ ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য ও যে সমস্ত শিক্ষার্থী ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাষ্ট্রনীতি লইয়া কালাতিপাত করিতে চায়, তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্যই মুখ্যতঃ ইহার সূচনা হয়। ক্যাম্ব্রিজে পলিটিক্যাল ইকনমির অধ্যাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ও একজন অধ্যাপক আছেন। ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্র ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্স অধ্যাপনার জন্যও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের স্পেশাল বোর্ড কর্ত্তৃক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয়। ঐ বোর্ড ট্রাইপোসের জন্য পুস্তকাদিও নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

৪ বৎসরের ট্রাইপস

ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি দুই বৎসরের কোর্স। প্রথম বারে নিম্নলিখিত বিষয়ের পরীক্ষা লওয়া হয়।

(১) রচনা—সাহিত্যের ভঙ্গী বা ষ্টাইল, চিন্তার বহর ও সাধারণ জ্ঞান (২) ইকনমিক প্রিন্সিপলস্ অব ইকনমিক্স। (৩) শিল্প ও শ্রমিক, শিল্পের কাঠাম ও ইহার গঠন-প্রণালী, শ্রম ও সামাজিক উন্নতি (৪) ব্যবসা ও পুঁজি, টাকার কথা, ব্যাঙ্কিং, বাজার, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা, করনীতি ট্যাক্সেশান ও পাব্লিক ফিনান্স (৫) ইংরেজের আর্থিক ইতিহাস—১৭০০ সন হইতে এবং তাহার পূর্ব্ব সময়ের কিঞ্চিৎ আভাষ, (৬) ইয়োরোপের আধুনিক আর্থিক ইতিহাস বা বৃটিশ সাম্রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক আর্থিক ইতিহাস।

সাধারণতঃ যে সকল শিক্ষার্থী বিজনেস্ কেরিয়ারের জন্য প্রস্তুত হইতে চায় তাহারাই এই সকল বিষয় লয়।

পার্ট টু বা দ্বিতীয় ভাগে সাধারণতঃ রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত ছেলেরা ভবিষ্যতে পলিটিক্স বা রাজনীতি তাহাদের জীবনের অবলম্বন করিতে চায় তাহারাই এই বিভাগে শিক্ষালাভ করে। ইহার কারিকুলামে দেখিতেছি :—(১) রচনা—সাহিত্যের ভঙ্গী বা ষ্টাইল, চিন্তার বহর ও সাধারণ জ্ঞান (২) ইকনমিক প্রিন্সিপলস্, —ধন বিজ্ঞানের মূলসূত্র। ধন-বিজ্ঞানের দৌড়, ওয়েজ থিয়োরি, লভ্যাংশ, খাজনা বা ট্যাক্সেশান। বৈদেশিক বাণিজ্য, মূল্য ও করের দিক্ হইতে চাহিদা ও যোগানের বিবেচনা করা (৩) শিল্পের কাঠাম ও ইহার বিভিন্ন সমস্যা, শিল্প-সম্বন্ধীয় আইনকানুন, প্রডাকশান ও মার্কেটিং (জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ভাবে উৎপাদন ও কাটতির ব্যবস্থা)। ট্রান্সপোর্ট, ষ্টক ও প্রডিউস এক্সচেঞ্জ, কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্পে চাহিদার ওঠানামা (৫) ডিষ্ট্রীবিউশান ও লেবার—ধনিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধ, কলকারখানার মালিক ও মজুরের সঙ্গে ভাব, এম্প্লয়মেণ্টে ওঠানামা, বেকার-সমস্যা ও দারিদ্র্য প্রভৃতিতে সরকারের দায়িত্ব (৬) পুঁজি, ঋণ ও মূল্যতত্ত্ব, কারেন্সি সিস্টেম, ক্রয়-ক্ষমতার পরিবর্ত্তন, ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, টাকার বাজার ও ঋণের তারতম্য, বিদেশী বিনিময়; ট্রেড ব্যালান্স, আন্তর্জ্জাতিক মূলাহার (৭) নয়া দুনিয়ায় গভর্ণমেণ্টের কাঠাম ও শাসন-পদ্ধতি (৮) পলিটিক্যাল থিয়োরি (৯) ইণ্টারন্যাশন্যাল থিয়োরি (১০) ক—ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা (১৮২৩—

১৯২৮) এবং সমসাময়িক সামাজিক চিন্তা, খ—ষ্ট্যাটিসটিক্স থিয়োরি।

ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৩ সনে ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বা কমার্স শিক্ষার পূর্ব্বে ব্যবি, এ ক্লাসে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র ও ইংলণ্ডের আর্থিক ইতিহাস পড়ান হইত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কমার্স সার্টিফিকেটও দেওয়া হইত। যে সকল ছাত্র একটা বিদেশী ভাষা ও এক বা ততোধিক বাণিজ্য-বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিত তাহাদিগকেই ঐ সার্টিফিকেট দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স ফ্যাকালটি প্রবর্ত্তনের পর হইতে এ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ছাত্রগণকে উচ্চ কমার্শ্যাল সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটা অ্যাডভাইসরি কমিটি আছে। ইহার মধ্যে স্থানীয় চেম্বার অব কমার্স, ব্যাঙ্কার্স ইনষ্টিটিউটের ম্যানচেষ্টার শাখা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস, চার্টার্ড ইন্সটিটিউট অব সেক্রেটারিস, ইনকরপোরেটেড অ্যাকাউন্টেন্টস জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি প্রভৃতি শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি আছেন। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ছাত্রগণকে বাণিজ্য-শিক্ষা দেওয়া হয়।

ল্যাঙ্কাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে বি, কম এর ডিগ্রির জন্য ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কোর্স সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা করিয়া পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক পাঠ্য-তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। (১) এলিমেণ্টস অব পলিটিক্যাল ইকনমি, (২) ব্যবসা ও বাণিজ্য-বিষয়ক ভূগোল (৩) ১৮১৫ হইতে বর্ত্তমান কালের আধুনিক ইতিহাস (৪) ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, রুশ, ইতালীয়ান, স্পেনিশ, চীনা ও আরবী ভাষার যে কোন একটি (৫) শিল্পগঠন-প্রণালী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ-কারবার পরিচালনা-পদ্ধতি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস (৬) অ্যাকাউন্টিং (৭) কমার্শ্যাল লজ বা বাণিজ্য আইন।

বি, কম ও এম, কমের ডিগ্রি-প্রার্থীদের উল্লিখিত পাঠ্যতালিকা ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রুপগুলি হইতে এক বা ততোধিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

এ গ্রুপ

ব্যবহারিক গণিত, ফিজিক্স, রসায়ন ও জুলোজি, বোটানি, ফিজিওলজি, জিওলজি, সাইকোলজি, দেহতত্ত্ব বা অ্যানাটমি, ফার্ম্মাসিউটিক্স, এঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, মেটালার্জ্জি বা ধাতুবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়।

এই সমস্ত ক্লাসে অন্ততঃ সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করিয়া দুই বৎসর পড়া চাই। সাধারণতঃ ইহার চাইতে বেশী সময় পড়িতে হয়।

বি গ্রুপ

বিদেশী ভাষা, পাব্লিক ইকনমিক্স ও ফিনান্স, আর্থিক ইতিহাস প্রভৃতি।

সি গ্রুপ

তুলা-শিল্প, শিল্প মনোবিজ্ঞান, ষ্ট্যাটিসটিক্স, সোস্যাল ইকনমিক্স, রাজনৈতিক দর্শন, ব্যাঙ্কিং, আন্তর্জ্জাতিক আইন, অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টস, গণিত, কারেন্সি ও বিদেশী বিনিময় প্রভৃতি বিষয়।

যাঁহারা বি, কম এ ডিগ্রিটুকু লইতে চান, তাঁহাদিগকে আবার কতকগুলি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বেশী পড়িতে হয়। প্রত্যেকটি বিষয় সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করিয়া পড়িতে হয়।

ধনবিজ্ঞান, আর্থিক ইতিহাস, ভূগোল, ফরাসী, জার্ম্মাণ, স্পেনিশ প্রভৃতি ভাষার উচ্চ শিক্ষা ইহারা লাভ করে। বিলাতের ফ্যাকালটি অব কমার্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে ব্যবসা জীবনের জন্য চৌকোস করিয়া তোলা। পাব্লিক লাইফের জন্য তাহারা যাহাতে উপযুক্ততা লাভ করে সেদিকেও ইহা দৃষ্টি আছে।

ম্যানচেষ্টার ও লিভারপুলে বিশেষ বিশেষ বিভাগের জন্য স্পোসাল বক্তৃতারও ব্যবস্থা আছে। রেলওয়ে ও

ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের তিন বৎসর ধরিয়া সন্ধ্যা রাত্রে রেলওয়ে ও ইকনমিক্স সম্বন্ধে পড়ান হয়। অনবিজ্ঞান, রেলওয়ে অর্থনিবেক্ষান, ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি বিষয়ে বৎসরে বিশটি করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। রেলওয়ে আইন, ভূগোল ও রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট বিষয়ে ১০টি বক্তৃতা ও রেলওয়ে প্রাকটিস সম্বন্ধে ২০টি বক্তৃতা দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কার্স ইন্‌স্টিটিউটের যে সকল ছাত্র ঐ দুইটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ব্যাঙ্কিং, কারেন্সি ও বিদেশী বিনিময় প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে যান তাঁহাদের সংখ্যা বৎসরে গড়ে ২০০।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়

লিভারপুলে ১৯১০ সনে বি, কম সায়েন্স ডিগ্রি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯২০ সন হইতে ইহাকে বি, কম ডিগ্রি বলা হয়। ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার জন্য তিন বৎসর পড়িতে হয়। ডিগ্রির উমেদারদের ম্যাট্রিকুলেশান পাশ থাকা চাই। ডিপ্লোমার জন্য ঐ পাশের দরকার হয় না। এম, কমও দুই বৎসর পড়িতে হয়।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১৮ সনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, কম ডিগ্রির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে তিন বৎসরের কোর্স।

অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়

স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে অ্যাবারডিনই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বাণিজ্য-শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এখানে বি, কম শিক্ষা ১৯১৮ সনে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার মধ্যেই ইহাতে অনেক ছাত্র জুটিয়াছে। ইতিমধ্যেই ১৫২ জন বাণিজ্যে গ্রাজুয়েট উপাধি লাভ করিয়াছে।

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৪ সনে লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। ঐ সময় হইতেই এখানে বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে বি, কম এর পাঠ্যতালিকায় তিন বৎসরের কোর্স। ব্যবসা-জগতে যাহারা প্রবেশলাভ করিতে চায় এখানে তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার খুবই ভাল বন্দোবস্ত আছে। পাঠ্য-তালিকার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্প্রতি প্রিন্টিং বা মুদ্রণ-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তিনটি স্থানীয় টেক-নিক্যাল স্কুলের প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সাউদামটন ইউনিভার্সিটি কলেজ

এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য অনবিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯১৯-২০ সনে কমার্স ফ্যাকালটি প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্ব্বেও আর্ট কোর্সের সঙ্গে ইকনমিক্স পড়ান হইত। এখানকার ছাত্রগণ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, কম ও বি, এস-সি (ইকনমিক্স) ডিগ্রি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ঐ কলেজের বাণিজ্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ডিপ্লোমাও আছে। এক বা দুই বৎসর শিক্ষা-লাভের পর ইহা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে এই কলেজ হইতে ১৯ জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

নটিংহাম ইউনিভার্সিটি কলেজ

এখানে বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য তিন বৎসর ছাত্রদের পড়িতে হয়। অনবিজ্ঞান, শিল্প ইতিহাস, বাণিজ্য আইন, বুক কিপিং, অ্যাকাউন্টেন্সি, ব্যাঙ্কিং, ব্যবসা, বাণিজ্য বিষয়ক চিঠিপত্রের আদান প্রদান শর্টহ্যাণ্ড, ফরাসী, জার্মাণ, স্পেনিশ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। তিন বৎসর ধরিয়া সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করিয়া ছাত্রগণ বাণিজ্য ডিপ্লোমা পাইবার জন্য অধ্যয়ন করে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি (ইকনমিক্স) ও বি, কম এর জন্য কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে, সে জন্য ১৯১৩ সন হইতে কলেজে ইকনমিক থিয়োরি, ব্যাঙ্কিং, কারেন্সি বৈদেশিক বাণিজ্য, পাব্লিক ফিনান্স, শিল্প ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানেও তিন বৎসরের কোর্স।

রেডিং ইউনিভার্সিটি কলেজ

১৯০২ সন হইতে ইহা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অল্প দিন হইল ইহা একটা স্বতন্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং স্বাধীনভাবে নিজ পাঠা-তালিকা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এখানেও বি, কম, বি, এস-সি (ইকনমিক্স) ডিগ্রির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

একসিটার ইউনিভার্সিটি কলেজ

১৯২০ সন হইতে এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি (ইকনমিক্স) কোর্স আরম্ভ করা হয়। ঐ সময় হইতে উচ্চ বাণিজ্য-শিক্ষার জন্য ইভ্‌নিং ক্লাসও খোলা হয়। এখানে দুই বৎসরের কোর্স।

আর্ম্মষ্ট্রং কলেজ

এটা ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। ইহা বাণিজ্য শিক্ষার জন্যই প্রসিদ্ধ। এখানে বি, কম এর জন্য ছেলেরা প্রস্তুত হয়। কমার্স ডিপ্লোমার জন্য দুই বৎসর পড়িতে হয়।

বেলফাষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে ১৯১০ সনে ফ্যাকাল্‌টি অব্ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগে মিউনিসিপ্যাল কলেজ অব্ টেকনলজি কর্ত্তৃক ছাত্রদের বি, কম ও সায়েন্স ডিগ্রি দেওয়া হয়।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। বিলাতে আমেরিকার মত কোন একটা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তৈয়ারী করা হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ের উপরই ইংরেজ যুবকদের অল্পবিস্তর অধিকার জন্মে। কোন কোন বিষয়ে স্পেশালিজেশান এখানেও আছে। মোটের উপর ইংরেজ যুবকদের ব্যবসা বাণিজ্যে এফিসেন্সির মূলে এই সকল বাণিজ্য-শিক্ষা-কেন্দ্র ও ধনোৎপাদনের বিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমান।

তাহেরউদ্দিন আহ্‌মদ

কলিকাতায় খাবারের দোকান

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত খাবারের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

প্রঃ—আপনি কি আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক ?

উঃ—হাঁ, ঐ দোকানটী আমারই।

প্রঃ—ঐ দোকান কতদিন পূর্ব্বে করিয়াছেন ?

উঃ—১৫ বৎসর পূর্ব্বে।

প্রঃ—আগে কি এ ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল ?

উঃ—এর আগে আমি আমার জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে আর একটী খাবারের দোকান করিয়াছিলাম।

প্রঃ—সে দোকান কতদিন চালাইয়াছিলেন ?

উঃ—তিন বৎসর এজমালীতে ঐ দোকান চালাইয়া আমি উহা ছাড়িয়া দিয়া পৃথকভাবে বর্ত্তমান দোকান করিয়াছি।

প্রঃ—শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এ ব্যবসায়ে কি আপনারাই অগ্রণী ?

উঃ—না। আমাদেরও পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপাল মোদক এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি গ্রাজুয়েট। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে তাঁহার দোকান এখনো আছে। তাঁহার ঐ দোকানেরই একটা ব্রাঞ্চ তাঁহার নিকট হইতে আমরা কিনিয়া লইয়াছিলাম।

প্রঃ—এই ব্রাঞ্চটীর নামই কি 'গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ড্' ছিল ? শ্রীমাণি মার্কেটে ?

উঃ—হাঁ। আমার বর্ত্তমান দোকান শ্রীমাণি বাজারের দক্ষিণাংশে, আর ঐ দোকান উহার উত্তরাংশে ছিল। এখনো সে দোকান আছে।

প্রঃ—কৃষ্ণগোপাল বাবু তো তাঁর জাতীয় ব্যবসায়েই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে কি আপনারাই এ ব্যবসায়ে প্রথম ?

উঃ—আমি যতটা জানি আমরাই প্রথম।

প্রঃ—আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ ?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ, আমি কুলে সমাজের কীর্ত্তিবাস-বংশীয় লোক।

প্রঃ—আপনার এ ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা কেন হইল ? স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনই কি এই প্রবৃত্তির মূলে ছিল ?

উঃ—স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই ব্যবসায়ের দিকে আমার ঝোঁক জন্মে এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চাকুরী ছাড়িয়া কলোর ব্যবসায় ও বাঙ্গা সরিষার ঘাঁটি তৈলের ব্যবসায় করি। কিন্তু খাবারের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার প্রবৃত্তির মূলে ছিল দুই দিনকার দুইটী ক্ষুদ্র ঘটনা।

প্রঃ—আপনার মেখিতেছি একাধিক ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা আছে। তবে তো আপনার সঙ্গে আরো দুই একটা "মোলাকাৎ" চলিতে পারিবে।

উঃ—আমার যেটুকু সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তা আপনাদিগকে জানাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

প্রঃ—এইমাত্র যে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিলেন তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবেন কি ?

উঃ—একদিন শিয়ালদহের নিকটে কোন খাবারের দোকানে খাবার কিনিয়া খাই। পরে জল খাইতে চাহিলে দোকানদার আমাকে একটা কল দেখাইয়া দিল। ঐ কলটী দোকানের ভিতরে পাইখানার অতি নিকটে ছিল। তার চারিদিকে রাশীকৃত আবর্জ্জনা। সে কল হইতে জল খাইতে গেলে বমি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই অত্যন্ত পিপাসা সত্ত্বেও জল না খাইয়াই দোকান ত্যাগ করিলাম। বিরক্তি যা হইয়াছিল তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

প্রঃ—সে দোকানটা কি বাঙ্গালী ময়রার ছিল?

উঃ—না, অ-বাঙ্গালীর।

প্রঃ—দোকানটা অতি ছোট, না বেশ বড় রকমের ছিল?

উঃ—বেশ বড় দোকান; কিন্তু বড় হইলে কি হইবে, এই শ্রেণীর দোকানীরা শুধু পয়সা চায়, ক্রেতার সুখ-সুবিধা কি স্বাস্থ্যের দিকে এদের কোন নজর নাই। ক্রেতাকে এরা বিশ্বাস করে না, আগে বাঁ হাত বাড়াইয়া মূল্য আদায় করিয়া পরে ঠোঙায় করিয়া জিনিষ দিয়া থাকে।

প্রঃ—ক্রেতার সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য না করিলে পয়সা হইবে কেন?

উঃ—সব দোকানই এক রকমের হইলে ক্রেতাকে দায়ে পড়িয়া ইহার কোন না কোন দোকানে যাইতেই হইবে।

প্রঃ—আর একটা ঘটনা কি?

উঃ—আর একদিন এক দোকানে খাবার খাইতে গিয়া শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই বন্ধ হইল।

প্রঃ—কিরূপে?

উঃ—কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছি। ষ্টেশনের কাছে কিছু খাবার কিনি। আমার অলক্ষ্যে ঠোঙার ভিতরকার সব ডাল আসিয়া আমার গায়ের জামার উপরে হাজির! জামাটী একেবারে নষ্ট হইল। ঐ রূপ পোষাকে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হইলেও শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ সেই বয়সে। বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

প্রঃ—তার পরেই বুঝি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন?

উঃ—প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর না হইলেও প্রতীকার করিতে চেষ্টিত হইলাম একথা ঠিক। আমার মনে হইল খাবারের দোকানকে অনেক দিক্ দিয়া উন্নত করা সম্ভব এবং করা একান্ত আবশ্যকও। আমি দেখিলাম দোকানের খাবার খাইবার বিরুদ্ধে যে-ই যত লিখুন বা বলুন না কেন, তাহাতে ক্রেতার সংখ্যা কিছুমাত্র কমিতেছে না, বরং দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। সুতরাং সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া এই দোকানগুলির উন্নতিসাধনে মন না দিলে আর জাতির স্বাস্থ্য কিছুতেই টিঁকিবে না। এই মতলব লইয়া আমি একটী উন্নত ধরণের খাবারের দোকান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আশা করিলাম যদি একটা দাঁড় করাইয়া তাহা টিঁকাইয়া রাখিতে পারি, তবে হয়ত অনেকে ভবিষ্যতে এই নূতন পথে চলিয়া এ ব্যবসায়ে একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিবে।

প্রঃ—আপনার এই দোকানে আপনার আদর্শ অনুযায়ী কোন্ কোন্ দিকে কি কি উন্নতিসাধন করিতে কার্য্যতঃ সমর্থ হইয়াছেন?

উঃ—প্রথমতঃ ঠোঙায় করিয়া খাবার খাইতে দিবার প্রথা বন্ধ করিয়াছি। আর কাহারো যাতে আমার মত শ্বশুরবাড়ী যাওয়া মাটী না হয় সেজন্য ঠোঙার পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়ামের পাত্রে করিয়া খাবার দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। আর পাইখানা-সংলগ্ন ও আবর্জ্জনারাশি-বেষ্টিত কল হইতে জল খাইবার বিড়ম্বনার ভয়ে কাহাকেও যাতে পিপাসাশুষ্ক কণ্ঠে ফিরিতে না হয়, সেজন্য সাদে করিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই জল খুব সাবধানতার সহিত রাখা হয়। পাত্রগুলিও পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া মাজিয়া দেওয়া হয়। কোনরূপ অপরিচ্ছন্নতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

প্রঃ—তৈয়ারী মাল সম্বন্ধে কি কি উন্নতি করিয়াছেন?

উঃ—খাবার তৈয়ারী করিতে চারিটা জিনিষের দরকার (১) ঘী, (২) ময়দা, (৩) চিনি, (৪) ছানা। আমি এই চারিটার মধ্যে কোনটারই খারাপ কোয়ালিটী ব্যবহার করি না, অথবা উপযুক্ত পরিমাণের কম দিয়া কাজ সারি না।

প্রঃ—ঘী সম্বন্ধে আপনি কি সাবধানতা অবলম্বন করেন?

উঃ—আমি অতি উৎকৃষ্ট খুরজা ঘী ছাড়া কোন দিন অন্য কিছু ব্যবহার করি না। খুব বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ঘী কিনিয়া থাকি। তা ছাড়া এখন অভিজ্ঞতার ফলে এমন হইয়াছে যে, চীন কাটিলেই কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ঘী তা বলিয়া দিতে পারি! এ ছাড়া আমি সম্প্রতি ডেয়ারি ফার্ম্ম করিবার মতলব করিয়াছি। এই মতলব কার্য্যে পরিণত হইলে আমার কার্য্যের ঘী ছাড়া অন্য ঘী ব্যবহার না করিয়াও পারিব।

প্রঃ—কোন্ ময়দা ব্যবহার করেন?

উঃ—বাজারে সাধারণতঃ ৩ কোয়ালিটির ময়দা আছে। ওপায়ুপারে তাহাদের নাম করিতেছি। (১) পেটেন্ট। ইহাতে শুধু খাস্তা তৈয়ারী হয়। (২) সুপার ফাইন। ইহাতে ঘী বেশী টানে। (৩) হাউস-হোল্ড। এ ছাড়া চতুর্থ নিকৃষ্ট কোয়ালিটির ময়দাও আছে। অনেকে ৩য় ও ৪র্থ কোয়ালিটি ব্যবহার করে। আমি ২য় কোয়ালিটী ব্যবহার করিয়া থাকি।

প্রঃ—প্রথম কোয়ালিটী ব্যবহার করেন না কেন?

উঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহাতে খাস্তা ছাড়া অন্য জিনিষ ভাল তৈয়ারী হয় না; কেমন জাটা জাটা হইয়া যায়।

প্রঃ—আপনি সাধারণতঃ কোন্ কলের কোন ব্রাণ্ডের ময়দা ব্যবহার করেন?

উঃ—ন ওয়ালেস্ কোম্পানীর হুগলী মিলের কাকাতুয়া মার্কা ময়দা এবং বামার লরী কোম্পানীর মিলের ময়ূর মার্কা ময়দাই বাজারে শ্রেষ্ঠ ও তুল্যমূল্য। আমি কাকাতুয়া ময়দা ব্যবহার করি।

প্রঃ—কোন্ চিনিতে জিনিষ তৈয়ারী করেন?

উঃ—আমি জাভা চিনির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ (কোয়ালিটি) ব্যবহার করিয়া থাকি।

প্রঃ—স্বদেশী চিনি ব্যবহার করেন না?

উঃ—কানপুরের কল ফেল হওয়ার পরে ভাল দেশী চিনি অতি চড়া দরে ছাড়া পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত কম দরে যে দেশী চিনি পাওয়া যায় তাতে তৈয়ারী জিনিষ ক্রেতারা পছন্দ করে না। কিন্তু উৎকৃষ্ট দেশী চিনিতে তৈয়ারী জিনিষের পড়্‌তা এত বেশী পড়ে যে, ক্রেতাদের কাছে তার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া অসম্ভব।

প্রঃ—"দেশী চিনিতে প্রস্তুত" বলিয়া কেহ কেহ বিজ্ঞাপন দেয় দেখিয়াছি।

উঃ—বিজ্ঞাপনের কথা কি সব সময়ে সত্য হয়?

প্রঃ—বাটা চিনিগুলি কোন দেশী?

উঃ—ওগুলি লাল জাভা চিনি বাটিয়া তৈয়ারী করা হয়। কখনো কখনো জাভা চিনির সঙ্গে কিছু গুড়ও মিশানো হয়। প্রে ষ্ট্রীট, চিৎপুর, দর্ম্মাহাটা অঞ্চলে বাটা চিনি তৈয়ারীর কারবার আছে। তথায় অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন ওগুলি কোন দেশী চিনি। লাল দেখিয়াই দেশী মনে করিবেন না।

প্রঃ—জাভা চিনি ছাড়া আর কোন বিদেশী চিনি খাবার প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয় কি?

উঃ—ঠিক দোবরা চিনির মত একরূপ আমেরিকান চিনি এক সময়ে খাবারের দোকানে ব্যবহৃত হইতেছিল, কিন্তু ঐ চিনি বড় রসে' যায় এবং উহার তেজ কম হওয়ায় উহাতে তৈয়ারী জিনিষ ভাল হয় না। তাই উহা খাবারের দোকানে চলিল না।

প্রঃ—ছানা কোথাকার ভাল? আপনি ছানা কিরূপে সংগ্রহ করেন?

উঃ—ছানা ৩ রকমের। (১) ঘরে তৈয়ারী। বলা বাহুল্য ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কলিকাতার ১% দোকানেও এরূপ ছানায় খাবার তৈয়ারী হয় না। (২) তারকেশ্বরের ছানা। ইহা বাসি দুধ হইতে প্রস্তুত নয়। (৩) তারকেশ্বর, বাদুনগাছি প্রভৃতি স্থানের ছানা। ইহা বাসি ও টাট্‌কা মিশ্রিত দুধ হইতে তৈয়ারী।

(৪) মুর্শিদাবাদ লাইনের বেঁদী-গন্ধযুক্ত ছানা। দুধ যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য ভাঁড়ে বোঁয়া দেওয়া হয়। এই দুধ হইতে তৈয়ারী ছানাতেও বোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। (৫) বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের মাঠা-তোলা দুধের ছানা। এই ছানা রাস্তার পাশে কাটা ছানারূপে বিক্রয় করা হয়। ইহা জলে ভিজাইয়া রাখিলে টক রসটা নষ্ট হয়। কাজেই এই ছানা বাসি কি টাটকা তাহা ধরা কঠিন। ইহাতে কোন খাবার তৈয়ারী হয় না।

প্রঃ—বিভিন্ন প্রকারের ছানার মূল্যের তারতম্য কিরূপ?

উঃ—ভদ্রেশ্বর ও তারকেশ্বরের ছানার মূল্য ওজন হিসাবে একই। কিন্তু ইহাদের ওজনের পার্থক্য আছে।

প্রঃ—"ওজন" আবার কাহাকে বলে?

উঃ—ওটা একটা টেক্‌নিক্যাল টার্ম। ছানার ওজন হয় জলশুদ্ধ। ভদ্রেশ্বরের একমণ ওজনের ছানায় জল বাদে ১৫ সের খাঁটি ছানা পাওয়া যায়; কিন্তু তারকেশ্বরের ১ মণ ছানায় জল বাদে ১৬।১৭ সের খাঁটি ছানা পাওয়া যায়। সুতরাং ওজন হিসাবে দুই রকম ছানার দর এক হইলেও ওজনে ভদ্রেশ্বরের ছানার দর চড়া দাঁড়ায়।

প্রঃ—তাহা হইলে জল বাদে ওজনকে ওজন বলা হয়।

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—বাকী কয় রকমের ছানার দরের কিরূপ পার্থক্য?

উঃ—ইহাদের সহিত গন্ধযুক্ত ছানার দরের পার্থক্য ৷৶০ আনা ।৵০ আনা রকম। অর্থাৎ পূর্ব্ব দুই প্রকারের দর ৷৶০ আনা হইলে গন্ধযুক্ত ছানার দর ।৵০ হইবে এবং বিষ্ণুপুরের মাঠা-তোলা দুধের ছানার দাম অর্দ্ধেক অর্থাৎ ।৵০ হইবে। ফেরীওয়ালাদের অনেকের জিনিষ ঐ গন্ধযুক্ত ছানায় তৈয়ারী।

প্রঃ—ইহাদের মধ্যে কোন্ ছানা আপনি ব্যবহার করেন?

উঃ—আমি আমার নিজের দেশে নিজের লোক দ্বারা ছানা কাটাইয়া আনিয়া থাকি। ১২টা পর্য্যন্ত গাই দোহা হয়, ছানা কাটিতে ১টা বাজে, সন্ধ্যার সময় ঐ ছানা আমি পাই এবং রাত্রে জিনিষ তৈয়ারী হয়।

প্রঃ—আপনার জিনিষ তৈয়ারীর কোনরূপ বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—ময়ান দেওয়ায় আমি কোনরূপ ফাঁকি দিই না। অর্থাৎ ময়ানে কম ঘী ব্যবহার করি না।

প্রঃ—ময়ান দেওয়া বলেন কাকে?

উঃ—খাবারকে খাস্তা (নরম) করিবার জন্য জিনিষের সঙ্গে ঘী মিশানোকে ময়ান দেওয়া বলে। এই ময়ান দিতে ময়দায় যত বেশী ঘী ব্যবহার করা হইবে ঐ ময়দা ভাজিতেও তত বেশী ঘী লাগিবে। অথচ জিনিষের স্বাদ ও কোমলতা ইহার উপরেই নির্ভর করে। বেশী ময়ান দিলে জিনিষের পড়্‌তাও বেশী হয়। কথাটা উদাহরণ-সাহায্যে বুঝাইয়া দিতেছি। বস্তিবাড়ীর (নিম্নশ্রেণীর বাড়ীর) লুচির ময়দায় ময়ানে সেরকে এক ছটাক ঘী দেওয়া হয়। উহা ভাজিতে সেরকরা নয় ছটাক ঘী লাগে। আমাদের ফুল খাস্তা লুচিতে সেরকে আধ পোয়া ময়ান দেওয়া হয়। উহা ভাজিতে সেরকরা ১১৷৷ কি ১২ ছটাক ঘী লাগে। ইহাতে মূল্য-হিসাবে মণকরা প্রায় ১০৲ টাকার পার্থক্য হয়।

প্রঃ—সব খাবারের ময়ানেই কি সেরকে আধ পোয়া ঘী আবশ্যক?

উঃ—গজাশ্রেণীর খাবার অর্থাৎ যাহা রসে ডুবাইয়া লইতে হয়, তাহা খাস্তা করিতে আমি সেরকে ১ পোয়া ঘী ময়ানে দিয়া থাকি। অনেকে আধ পোয়া কি তদপেক্ষাও কম দিয়া থাকে। অনেকে আবার এই শ্রেণীর জিনিষের ময়ানে ঘীয়ের পরিবর্ত্তে সোডাও দিয়া থাকে।

প্রঃ—ঘীয়ের পরিবর্ত্তে সোডা! এযে 'অন্ধভাবে গুরুম্'কেও হার মানাইল!

উঃ—এর ফল কি হইল বুঝিলেন? ঘীয়ে আছে ফ্যাট, আর সোডায় আছে আলক্যালি, তার সঙ্গে ময়দার ষ্টার্চ্চ হইল এক্সেন্ট। সুতরাং ফলে তৈয়ারী হইল সাবান। গজার পরিবর্ত্তে সাবান খাওয়া হইল! এই সব কারণেই দোকানের খাবার বিষতুল্য হয়।

প্রঃ—ঘীয়ের বদলে বাদাম তেলও ব্যবহার করা হয় কি ?

উঃ—হাঁ, অনেকে তাও করে। গরম অবস্থায় কোন জিনিষ বাদাম তেলে তৈরী বলিয়া ধরা যায় না। ঠাণ্ডা হইলে একরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। বাদাম তেলে তৈরী খাবার খাইলে পেট নামে।

উঃ—আর কোন দিকে কোন উন্নতি করিয়াছেন কি ?

প্রঃ—আর একটা বড় কথা বলা হয় নাই। আমি বাসি কচুরী, সিঙ্গারা, লুচি ইত্যাদি দোকানে রাখিনা। অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে তৈরী ঐ সব জিনিষ পর দিন বিক্রয় করি না।

প্রঃ—পূর্ব্ব রাত্রের তৈরী ঐ সব জিনিষ পরদিন সকালেও বিক্রয় করেন না।

উঃ—না তাও করিনা। উহাও বাসি বলিয়া গণ্য। তবে ছানার জিনিষ ৬৮ ঘণ্টা রাখি। কারণ ঐগুলি কিছু বেশী সময় ভাল থাকে।

প্রঃ—জিনিষগুলি যথাসময়ে না কাটিলে কি করেন ?

উঃ—খুব হুসিয়ার হইয়া আবশ্যকানুযায়ী জিনিষ অল্প অল্প করিয়া বার বার প্রস্তুত করিলে খুব বেশী পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইবার আশঙ্কা কমই থাকে। সাবধানতা সত্ত্বেও যদি উদ্বৃত্ত হয়, তবে দোকান বন্ধ করিবার সময়ে নিকটবর্ত্তী কাঁসারী কারখানার লোকদিগের কাছে কি অল্প থাকে পাই তার কাছে খুব কমমূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলি, কতক বা বাড়ীতে আনিয়া নিজেরা খাই, দোকানের লোকজনে খায় এমনকি গরীব দুঃখী পাইলে তাহাদিগকেও বিলাইয়া দিয়া থাকি।

প্রঃ—যে সব দোকানী খরিদ্দারের স্বাস্থ্যের দিকে না চায়, তারা বাসি জিনিষ কি করে ?

উঃ—যতদূর পারে এবং যতদিন রাখিয়া পারে চালাইতে চেষ্টা করে। যখন আর চালানো অসম্ভব হয় তখন লুচি এবং পুর-শূন্য অবস্থায় কচুরী সিঙ্গারা ইত্যাদি জলে ভিজানো হয়। পরে উহার সঙ্গে কিছু ময়দা মিশাইয়া গলা তৈয়ারী করা হয়। জিলেপী, মিহিদানা, দরবেশ ইত্যাদি হালুয়ার সঙ্গে মিশাইয়া চালানো হয়। বাসি ভাল সন্দেশের সঙ্গে চিনি মিশাইয়া বাসি সন্দেশ (ঠাকুর দেবতার সন্দেশ) তৈয়ারী করা হয়। কোন জিনিষই ফেলা যায় না।

প্রঃ—কত টাকা পুঁজি নিয়া এই দোকান করেন ?

উঃ—৮০০৲ টাকা।

প্রঃ—বর্ত্তমানে কতজন লোক এই দোকানে কাজ করে ?

উঃ—সর্ব্বসুদ্ধ ১৪ জন।

প্রঃ—এ দোকান কি গোড়াতেই এই ষ্টাইলে আরম্ভ করিয়াছিলেন ?

উঃ—হাঁ, প্রায় এই ষ্টাইলেই।

প্রঃ—এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ কত ?

উঃ—ঘরভাড়াসহ মাসিক ৬০০৲ টাকারও বেশী।

প্রঃ—লোকজনদের বেতনের উর্দ্ধতম ও নিম্নতম হার কত ?

উঃ—কারিগরদের উর্দ্ধে ৫০৲ টাকা ও নিম্নে ২৫৲ টাকা। চাকরদের ২০৲ টাকা।

প্রঃ—যারা কাজ করে তারা সব কোন শ্রেণীর লোক ?

উঃ—বামুন, কায়েত, নবশাক এই সব। জল অনাচরণীয় কেহই নাই।

প্রঃ—ইংরেজী স্কুলের উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এমন কোন লোক এই সব কাজের জন্য উমেদার হইয়া কখনো আপনার নিকটে আসিয়াছে ?

উঃ—মুহুরীগিরির জন্য আসিয়া থাকে, ময়রাগিরির জন্য কখনো আসে নাই।

প্রঃ—কারিগরদের মধ্যে বিশ্বস্ত এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের সংখ্যা কিরূপ ?

উঃ—এই দুই প্রকার গুণই যার আছে এরূপ লোক খুব কমই পাওয়া যায়। কেহ পয়সা চুরি করে, কেহ কাজ চুরি করে, আবার কেহ কেহ বা দুই রকম চুরিতেই পটু। তবে খুব ভাল লোক যে মোটেই মিলে না তাও নয়, কিন্তু খুব কদাচিৎ মিলে। আমি এরূপ ২।১টী লোক যা পাইয়াছি ৯৭ বৎসরের মধ্যে তাহাদের বেতন ১৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছি।

প্রঃ—কাজের সময় কতক্ষণ ?

উঃ—সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা। ইহার মধ্যে দুপুর বেলা ৪ ঘণ্টা ছুটী। কিন্তু এই সব সময়টাই যে সবাইকে খুব খাটিতে হয় তা নয়। তবে দোকানে থাকিতে হয়।

প্রঃ—ঐ ৪ ঘণ্টা কি দোকান বন্ধ থাকে ?

উঃ—না, বন্ধ থাকে না, উহারা পর্যায়ক্রমে ছুটী লয়।

প্রঃ—আপনার কারিগরদের মধ্যে কেহ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে কি ?

উঃ—আমার দোকানে কারিগর ছিল এমন ১১জন লোক স্বাধীনভাবে দোকান করিয়াছে।

প্রঃ—তারা ব্যবসায়ে কিরূপ উন্নতি করিতে পারিয়াছে ?

উঃ—কয়েকজন বেশ উন্নতি করিয়াছে। কেহ কেহ ১৫।২০ হাজার টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছে। একেবারে খারাপ কেহই করিতেছে না।

প্রঃ—শুনিয়া থাকি এই সব ব্যবসায়ে ৫০% লাভ হয়, তা কি ঠিক ?

উঃ—সে কথা ঠিক নয়। গ্রোস প্রফিট (আয়) ২৫% কি ৩০% হইয়া থাকে। তার মধ্যে যার এষ্টাব্লিশমেণ্ট খরচ যত কম, তার নেট প্রফিট (মুনাফা) তত বেশী দাঁড়ায়।

প্রঃ—যারা কারিগর না রাখিয়া নিজেরাই সব কাজকর্ম নিজেদের হাতে করে এবং বেতন বাবদে পৃথকভাবে কিছু নেয় না, তাদের নেট প্রফিট বোধ হয় ৫০% হওয়া অসম্ভব নয়।

উঃ—বেতন ছাড়াও ঘরভাড়া একটা প্রধান খরচা আছে। তা ছাড়া অন্যবিধ ব্যয়ও আছে। সুতরাং ৫০% মুনাফা হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রঃ—দোকানের জন্য ঘী ময়দা ইত্যাদি কি নগদ কিনিতে হয় ?

উঃ—সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রেডিট (বাকীকারী) জমাইতে পারিলে কলিকাতা সহরে ব্যবসা করিতে ঘরের পুঁজির গায়ে হাত না দিয়াও পারা যায়।

প্রঃ—আপনার তো ৮০০৲ টাকা পুঁজি সোড়ায় লাগিয়াছিল।

উঃ—হাঁ, সোড়ায় লাগিয়াছিল, কিন্তু সে পুঁজি বহুকাল পূর্ব্বে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। এখন দোকান চলিতেছে লাভের উপর।

প্রঃ—আপনার চালাকজনেরা দোকানের পয়সা যাতে চুরি করিতে না পারে সে জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ?

উঃ—প্রত্যহ রাত্রে আমি দৈনিক লাভ-লোকসানের হিসাব করি। আমার নিজের উদ্ভাবিত নিয়মানুযায়ী আমি অতি সহজে এই হিসাব করিতে পারি। এবং চুরি হইয়াছে কি না তাহাও মোটামুটি বুঝিতে পারি।

প্রঃ—লেখাপড়া-জানা কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, সেজন্য লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে কি ?

উঃ—প্রথম প্রথম হইয়াছিল। দোকান বেশ জমিয়া উঠিবার পরে কেউ আর বড় একটা নিন্দা করে না।

প্রঃ—এ দোকানে আপনার কখনো লোকসান হইয়াছে ?

উঃ—হাঁ, প্রথম প্রথম বিশেষ অভিজ্ঞতার অভাবে ও যুদ্ধ-কালীন দুর্ম্মূল্যতার জন্য লোকসান দিতে হইয়াছে।

প্রঃ—এ দোকান আরম্ভের সময়েই ত আপনার পিছনে পূর্ব্ব দোকানের ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা ছিল।

উঃ—সেটা ছিল পরিষ্কী কারবার। তাতে আমার যা অভিজ্ঞতা হইয়াছিল সেটাও ছিল অনেকটা অসম্পূর্ণ। সুতরাং প্রথমে প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারে আমাকে কারিগরদের উপর নির্ভর করিতে হইত। এরূপ অবস্থায় লোকসান হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রঃ—কিরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া একাজে হাত দিলে লোকসানের আশঙ্কা কম থাকে ?

উঃ—যেরূপ অভিজ্ঞতার বলে কারিগরদের পরামর্শের উপর নির্ভর না করিয়া কাজ চালাইতে পারা যায়।

প্রঃ—সেরূপ অভিজ্ঞতা আপনি তো লোকসান দিয়া যা খাইয়া অর্জ্জন করিয়াছেন। অন্য কি উপায়ে উহা অর্জ্জন করা যাইতে পারে ?

উঃ—এই ব্যবসায়ের কথাই বলুন আর অন্য ব্যবসায়ের

কথাই বলুন, কাজের পথই অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনের একমাত্র রাজপথ। অর্থাৎ যে ব্যবসায় শিখিতে হইবে তাহার সংস্রবে কোন কাজ লইতে হইবে। কারিগররূপে, মুহুরীরূপে, এমন কি সাধারণ কুলি-রূপে কাজ করিতে করিতেও যদি সবদিকে লক্ষ্য রাখা যায়, তবে গোটা ব্যবসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা বিশেষ কঠিন হয় না।

প্রঃ—আপনি বলিতে চান, হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়া এই ব্যবসায় করিতে যাওয়া অনুচিত।

উঃ—সে কথা আমি খুব জোর দিয়াই বলিতেছি।

প্রঃ—এই ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কিরূপ মনে করেন?

উঃ—পূর্ব্বে এ ব্যবসাটা বেশী মহরাদের একচেটিয়া ছিল। মহরারা মোটের উপর ভাল লোকই ছিল। তাদের ধর্ম্মভয় ছিল। ক্রমে তারা অ-বাঙ্গালী কর্ত্তৃক কোণ-ঠেসা হইতে লাগিল।

প্রঃ—এরূপ কোণ ঠেসা হইবার কারণ কি?

উঃ—কারণ একাধিক। তবে মোটামুটি বলিতেছি। মহরারা এ কাজের শিল্পের দিকটা অর্থাৎ জিনিষ তৈয়ারীর দিকটাই ভাল জানিত। কাজটা জাতিগত থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটা কম ছিল। তাই ইহার ব্যবসায়ের দিকের ফিকির-ফন্দি সম্বন্ধে তাহাদিগকে বেশী মাথা ঘামাইতে হইত না। সুতরাং অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু ও ব্যবসায়ের ফিকির-ফন্দিতে সুচতুর অ-বাঙ্গালীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে তাহারা হটিতে বাধ্য। কিন্তু উহারা কষ্ট-সহিষ্ণু এবং সুচতুর ব্যবসায়ী হইলেও ক্রেতাদের সুখ-সুবিধা ও স্বাস্থ্য অপেক্ষা তাহাদের পকেটের দিকেই উহাদের লক্ষ্য বেশী। এই কারণে এবং দেশের সাধারণ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন-হেতু শিক্ষিত লোকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল। বর্ত্তমানে এই দো-মুখো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। ভবিষ্যৎ কিরূপ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। আমার ধারণা এই যে, ক্রেতারা ভালমন্দের পার্থক্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এখনো এ ব্যবসায়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। চাই শুধু সৎসাহস, অভিজ্ঞতা অর্জ্জনোপযোগী কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ক্ষণস্থায়ী লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিবার মত দৃঢ়তা এবং 'সাধুতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফন্দি' এই মহা-বাক্যে অকৃত্রিম আস্থা। অবিলম্বে বহু উদ্যমশীল ও লেখাপড়া-জানা যুবকের এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। নতুবা ব্যবসায়ের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্র হইতেও বাঙ্গালীকে অচিরেই তল্পিতল্পা গুটাইতে হইবে।

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিহ্বিউ ; জুন, ১৯২৮"

"র‍্যাশনালিজেশান্" ও বেকার-সমস্যা

গত মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা বাহির করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর অতিরিক্ত মুদ্রা কমাইবার যুগ আসিল। কিন্তু এই মুদ্রা কমানোর ফলে যে-সকল কারবার অতিরিক্ত মুদ্রা-জনিত উচ্চ দরের কৃত্রিম সহায়তায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা ফেল মারিতে লাগিল। ফলে চারিদিকে বেকার-সমস্যা দেখা দিল। তখন কথা উঠিল কি করিয়া কারবারগুলির উন্নতি করা যায়। ইহা হইতেই "র‍্যাশনালিজেশানের" উৎপত্তি। "র‍্যাশনালিজেশান" শব্দে বুঝায় শিল্পোন্নতির আধুনিক নানাবিধ প্রচেষ্টা। বেকার-সমস্যার উদ্ভব নানা কারণে হইয়া থাকে। র‍্যাশনালিজেশানের ফলে বেকার-সমস্যা বাড়ে কি না, যদি বাড়ে ত কতখানি বাড়ে ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অপেক্ষাকৃত উন্নত কল-কব্জার সাহায্য লওয়া "র‍্যাশনালিজেশানের" একটী অর্থ। শিল্প-সম্বন্ধে "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটি প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বেও কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধিত হইত। তাহা হইলেও "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটী কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির উন্নতিও বুঝাইয়া থাকে। এখন এই প্রকার "র‍্যাশনালিজেশানের" ফল কিরূপ তাহা দেখা যাউক। কাচ-শিল্পে যদি এমন একটি কল উদ্ভাবিত হয় যাহার সাহায্যে একজন মজুর ৪০ গুণ বেশী কাচ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সকল কাচ ফ্যাক্টরীতে একই সময়ে ঐ কল ব্যবহৃত হইতে থাকিলে একই সময়ে অনেক লোক কাজ হারাইবে বটে। কিন্তু কোন নূতন যন্ত্র বা কল একই সময়ে সকল ফ্যাক্টরী-কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় না। ক্রমে ক্রমে সকল ফ্যাক্টরীতে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে যাহারা কর্ম্মচ্যুত হয় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যেমন এক দিকে অনেকে বেকার হয় তেমন অন্যদিকে ঐ নূতন ধরণের যন্ত্র বা কল নির্ম্মাণের জন্য লোক আবশ্যক হয়। সুতরাং নূতন উদ্ভাবিত যন্ত্র-নির্ম্মাণ ও মেরামতের কার্য্যে যোগ দিতে পারিলে বেকারদের অনেকেরই আর বেকার অবস্থা থাকে না। তবে যাহারা এই নূতন কাজে যোগ দিবে তাহাদের এই নূতন কাজ শিখিতে সময় লাগিবে। ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বেকার অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলেই উৎপন্ন দ্রব্যের দর কমিবে, দর কমিলে চাহিদা যদি খুব বাড়ে তাহা হইলে অধিক পরিমাণে উৎপাদনের দরকার হইবে, সুতরাং যাহারা অন্যথা বেকার হইতে পারিত তাহারা যে স্থানে কাজ করিতেছিল সেই স্থানেই যথেষ্ট কাজ পাইয়া যাইবে। আর যদি উৎপন্ন দ্রব্যটী এই ধরণের হয় যে, দর কমিলেই চাহিদার পরিমাণ বিশেষ বাড়ে না, তাহা হইলে দর কমার ফলে ঐ জিনিষটীর জন্য খাদকদের ক্রয়-শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে নিয়োজিত হইতে থাকিবে। সুতরাং যে ক্রয়শক্তিটুকু বাচিবে তাহাদ্বারা খাদকরা অন্য যে সকল জিনিষ বেশী ক্রয় করিতে চাহিবে তাহাদের উৎপাদন বাড়ান আবশ্যক হইবে এবং ঐ সকল জিনিষের উৎপাদনে বেকার মজুররা নিযুক্ত হইতে পারিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উন্নততর কল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে জন কয়েক

মজুর কেবল 'সাময়িক' ভাবে বেকার হইতে পারে এবং অনেক সময়ে তাহাদের বেকার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন কাজেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

মজুরদের মধ্যে উন্নততর শ্রম-বিভাগ-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া এবং তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা বৈজ্ঞানিক ভাবে নিয়মিত করিয়াও মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে; ইহাও এক প্রকার "র‍্যাশনালি-জেশান"। ইহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মজুরের আবশ্যক হইবে, সুতরাং জনকয়েক বেকার হইবেই; তবে নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে যতকগুলি লোকের বেকার হওয়া সম্ভব, ইহার জন্য তাহা অপেক্ষা ঢের কমসংখ্যক লোকের বেকার হইবার আশঙ্কা। অপর দিকে, নূতন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য বেকারেরা ভবিষ্যতে কাজ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার "র‍্যাশনালিজেশনের" ফলে ঐ ধরণের নূতন কাজের আনুষঙ্গিকভাবে সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই।

কারবারের উন্নতি-সাধনের আর একটী উপায় আছে। ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যার সাহায্যে কারখানার গৃহগুলি এরূপভাবে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে যাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং তাহারা অধিকতর নিরাপদে এবং আরামে কাজ করিতে পারে। ইহার ফলেও মজুর-প্রতি উৎপাদন বাড়িবেই। কিন্তু এই ধরণের উন্নতি কখনও সহসা হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই প্রকারের উন্নতিতে হঠাৎ অনেকগুলি মজুরের বেকার হওয়ার জন্য মজুর-জগতে কোন ওলট্ পালট্ হইবার মোটেই সম্ভাবনা নাই।

কারবারের আর্থিক ব্যাপারগুলি উন্নততর প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করা র‍্যাশনালিজেশানের আর একটী ধাপ। প্রধানতঃ দুই প্রকারে আর্থিক ব্যাপারগুলি আরও উন্নত ভাবে চালান যাইতে পারে:—(১) বাজারের চাহিদা যেমন উঠিবে নামিবে উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক সেইরূপ বাড়িবে ও কমিবে এই ধরণের বন্দোবস্ত করা; (২) যে সকল কারবারে কাজ সারা বৎসর ধরিয়া থাকেনা, সেই সকল কারবারে অর্ডার-সরবরাহ করিবার সময় যথাসম্ভব দীর্ঘ করিয়া, অথবা যে সময়ে কাজ থাকেনা সেই সময়ে অন্য কোন প্রকার স্থায়ী চাহিদাযুক্ত কাজের বন্দোবস্ত করিয়া মজুরদের যথাসম্ভব স্থায়ী ভাবে কাজ দিবার ব্যবস্থা করা। এই দুইটী নীতির ফলেই বেকার-সমস্যা বাড়িবে না বরং কমিবে। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন না হইলে, যখন দেখা যায় উৎপাদন চাহিদাকে অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন কারখানা বন্ধ করিতে হয়, অথবা কাজের ঘণ্টা কমাইতে হয়। ইহার জন্য অনেক মজুর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বেকার অবস্থায় পতিত হয়। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে হঠাৎ অনেকগুলা মজুরকে কাজ ছাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে না। উপরি উক্ত দ্বিতীয় উপায়টী অবলম্বন করিলে, যে কারবারে অনেকগুলি মজুর বৎসরে কয়েক মাস কাজ করিয়া বাকী সময় বেকার হইত, সেই কারবারে পূর্ব্বাপেক্ষা মজুর আরও দীর্ঘকাল-স্থায়ী কাজ পাইতে পারিবে। সুতরাং উপরি উক্ত দুই উপায় অবলম্বনের জন্য বেকার-সমস্যা বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, কমিবার সম্ভাবনাই আছে।

১৯২৭ সনের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সভায় সার আর্থার বেলফোর বলেন যে, "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটী দ্বারা কেবল কোন কোম্পানী বা কারবারের আভ্যন্তরীণ উন্নতি অর্থাৎ কলকব্জা যন্ত্রপাতির উন্নতি, শ্রেষ্ঠতর শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা ইত্যাদিই বুঝায় না। এই ধরণের উন্নতির ধারণা জগতে নূতন নয়, কিন্তু "র‍্যাশনালিজেশান" কথাটী অতীব আধুনিক। "র‍্যাশনালিজেশান্" বিশেষ করিয়া সেই ধরণের উন্নতির অবস্থা বুঝায় যাহাতে এক একটী শিল্পে যত কারবার বা কোম্পানী আছে সবগুলি চুক্তিদ্বারা পরস্পরের প্রতিযোগিতা কমাইয়া সকলের মিলিত চেষ্টায় শ্রেষ্ঠতর প্রণালীতে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে। পরস্পরে প্রতিযোগিতা থাকিলে উন্নতির দিকে নজর দিবার সময় পাকে না, কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠাইবার জন্যই সকল চেষ্টা প্রয়োগ করিতে হয়। প্রতিযোগিতার ফলে যে কয়েকটী কারবার নিতান্ত পিছাইয়া আছে, তাহারা ক্রমে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদের মজুরেরা বেকার হয়; পরে অধিকতর উন্নত কারবারগুলি যখন কাজ বাড়ায় তখন এই সকল বেকার মজুরদের ভর্ত্তি করিয়া

লইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ বা অল্প সময়ের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু দিনের জন্য জন কয়েক মজুর বেকার হইয়া পড়ে। অপর দিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারগুলির পরস্পরের মধ্যে রফা হইলে, সেই শিল্পের সকল কারবারগুলিই সমগ্র শিল্পটীকেই (কেবল প্রত্যেক কারবারটী মাত্র নয়) সকলের মিলিত চেষ্টায় আরও উন্নত অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং রেষারেষিতে হারিয়া কয়েকটী কারবারের কারখানা বন্ধ করিবার আবশ্যকতা থাকেনা বলিয়া মজুরেরা উক্ত কারণে আর বেকার হইতে পারে না। অতএব অনিষ্টকর প্রতিযোগিতা কমাইয়া শিল্প-বিশেষকে সকল কারবারের মিলিত চেষ্টায় চালানো রূপ "র‍্যাশনালিজেশনের" ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে না, বরং কমিবে। তবে, কোন শিল্পের বিভিন্ন কারবারগুলির চুক্তিতে সমগ্র শিল্পটীরই স্বার্থের জন্য যদি এমন কোন সর্ত থাকে যে, যে সকল কোম্পানী বা কারবার নিতান্ত অসুবিধাজনক বা অপটু তাহাদের কাজ বন্ধ করিতে হইবে, তখন এই ধরণের "র‍্যাশনালিজেশানের" ফলে অনেক মজুর বেকার হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উপরে যে কয়েক প্রকারের "র‍্যাশনালিজেশানের" কথা আলোচনা করা হইল তাহার ফলে বেকার-সমস্যা কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে, কিংবা অবস্থাবিশেষে জন কয়েক লোক 'সাময়িকভাবে' বেকার হইতে পারে (এবং "র‍্যাশনালিজেশানের চেষ্টা 'বরাবর' চলিতে থাকিলে 'বরাবরই' জন কয়েক লোক 'সাময়িকভাবে' বেকার হইতে পারে), কিন্তু একই সঙ্গে অনেক লোক বেকার হইয়া পড়িয়া একটী বিরাট ও দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার-সমস্যার সৃষ্টি করিবে এরূপ কোন আশঙ্কা করা যায় না।

"র‍্যাশনালিজেশানের" ফলে বেকার-সমস্যা কিরূপ দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে একটী সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। এ পর্যন্ত "র‍্যাশনালিজেশান" যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক কি না তাহা বুঝিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক।

১৯১৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের "ম্যাক্টরীগুলাতে" নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯২৭ সনে (ম্যাক্টরীগুলাতে নিযুক্ত) মজুরের সংখ্যা সেই অনুপাতে দাঁড়াইবে ৯২ ; অথচ ১৯১৯ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণকে ১০০ ধরিলে ১৯২৭ সনে মজুর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৩৭ দাঁড়াইবে। দেখা যাইতেছে শতকরা ৮ ভাগ মজুর কমিলেও মজুর-প্রতি শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপাদন বাড়িয়াছে অর্থাৎ অল্পসংখ্যক মজুর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিয়াছে। এই বৃদ্ধির বিশেষ কারণ হইতেছে এই যে, ১৯২০ হইতে ১৯২৬ সন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগুলাকে পুরা দমে "র‍্যাশনালাইজ" করা চলিতেছিল। কিন্তু ১৯২০ হইতে ১৯২৬ সন পর্যন্ত "র‍্যাশনালিজেশানের" চেষ্টা গভীর ভাবে চলিলেও যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা বাড়ে নাই। কারণ যাহারা র‍্যাশনালিজেশানের জন্য "ম্যাক্টরীর" কাজ হারাইয়াছে তাহারা অন্যত্র (যেমন মোটর গ্যারেজ বা পেট্রল ষ্টেশনের কাজে, কিম্বা তৈরী গতীত সিনেমার অন্যান্য কাজে) অত্যন্ত বেশী সংখ্যায় ঢুকিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে মাত্র সেদিন—১৯২৭ সনের শেষ হইতে (১৯২৫ সনে বেকার-সংখ্যা ১০ লক্ষ ; ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে ৪৮ লক্ষ)। সম্প্রতি যে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার কয়েকটী সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ কারণও আছে ; যেমন :—(১) প্রেসিডেন্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে যেরূপ আর্থিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়া থাকে তাহার আবির্ভাব ; (২) মিসিসিপি নদীর বন্যা ; (৩) গত শীত ঋতুতে যথেষ্ট তুষার-পাতের অভাবে সহরে তুষার কাটিবার কাজের অভাব ; (৪) বিনিময় কার্যের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রা ও ঋণ-বৃদ্ধি বিষয়ে নিশ্চেষ্টতা। কাজেই, যুক্তরাষ্ট্রের ইদানীন্তন বেকার-সমস্যার জন্য "র‍্যাশনালিজেশান"কে দায়ী করা শক্ত।

জার্মানিতে ১৯২৪ সন হইতে ১৯২৬ সনের জুন মাস পর্যন্ত অতিরিক্ত মুদ্রা কমানো এবং তাহার ফলে যাহে কারবারগুলা ওটানো ও বাকী কারবারগুলা উন্নততর প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা চলিতে থাকে। এই আড়াই

বৎসর "র‍্যাশনালিজেশান" প্রায় সমানভাবে চলিলেও বেকার-সমস্যা কখনও খুব বাড়িয়াছে কখনও খুব কমিয়াছে। ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ সনের জুন অবধি বেকার-সংখ্যা খুব কমিয়া যায় (১৫ লক্ষ হইতে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার)। তাহার পর ১ বৎসর ধরিয়া খুব বাড়িতে থাকে (১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসে ২০ লক্ষ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, "র‍্যাশনালিজেশানের" সহিত জার্ম্মাণির তদানীন্তন বেকার-সমস্যার কোন ঘনিষ্ঠ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ছিল এমন কথা বলা চলে না।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, "র‍্যাশনালিজেশানের" জন্য কোন ভীষণ সর্ব্বব্যাপী বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয় না। তবে উন্নততর প্রণালীসমূহ প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বরাবর জনকয়েক মজুর যে সাময়িকভাবে বেকার হইবে ইহা নিশ্চিত। আর্থিক উন্নতির জন্য এই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবেই। দেশের উন্নতির জন্য জনকয়েক লোক যখন এইরূপ বেকারের দুর্দ্দশা ভোগ করিতে থাকে, অর্থাৎ তাহাদের দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়াই যখন দেশ আর্থিক বিষয়ে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন যতদিন তাহারা বেকার থাকে ততদিন তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার দেশেরই লওয়া কর্ত্তব্য। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেকার বীমা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। অনেকে বলেন যে, যে কারবার হইতে লোক ছাড়ানো হইতেছে সেই কারবার কর্ম্মচ্যুত লোকদের কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ দিলেই ত যথেষ্ট; ইহার জন্য বীমার বন্দোবস্ত করার আবশ্যকতা কি? কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুপরিচালিত বীমা-ব্যবস্থার সহিত কারবারের ইচ্ছামত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের কখনই তুলনা হইতে পারে না।

যদি বীমার ব্যবস্থা করিতেই হয়, তাহা হইলে কেবল "র‍্যাশনালিজেশানের" জন্য যাহারা কাজ হারাইয়াছে শুধু তাহাদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা অসঙ্গত, কারণ কোন মজুর "র‍্যাশনালিজেশানের" জন্য অথবা অন্য কোন কারণে কাজ হারাইয়াছে কি না তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক বলা অনেক সময়ে সম্ভব নহে। সুতরাং সকল প্রকার বেকারের জন্যই বীমার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"র‍্যাশনালিজেশানের" উদ্দেশ্য হইতেছে মানের এবং মানুষের শক্তির সকল প্রকার অপচয় নিবারণ করিয়া অল্প ব্যয়ে বেশী উৎপাদন করা। মজুরেরা বেকার হইলে তাহাদের শক্তির যত অপব্যয় হয় আর কোন কারণে তত হয় না। সুতরাং বেকার অবস্থাতে যাহাতে মজুরদের আদৌ পড়িতে না হয় এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করাও "র‍্যাশনালিজেশানের" লক্ষ্যের অন্তর্গত হওয়া উচিত। কিন্তু বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিতে হইলে কোন বীমা-প্রণালী অবলম্বন করিলেই চলিবে না, যে সকল কারণে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হয়, সেইগুলি একে একে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শিল্পে শিল্পে, জাতিতে জাতিতে এক্ষণে যে ধরণের আর্থিক সম্বন্ধ প্রচলিত আছে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সংস্কার-গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়:—(১) আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য উন্নততর প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা, (২) সমগ্র জগতের যেখানে যেরূপ প্রয়োজন তদনুযায়ী মূলধন ও শ্রমিক যোগানো; (৩) উৎপাদনের দাম আরও বেশী পরিমাণে খাদকদের দেওয়া। ইহার ফলে অধিকাংশ লোক ক্রয়শক্তির অভাবে কিনিতে পারিতেছে না, অথচ জনকয়েক ব্যক্তি কারবারের সম্পত্তি যত মূল্যের শেয়ার নির্দ্দেশ করে তদপেক্ষা অধিক শেয়ার গাইয়া লাভের আশায় বসিয়া আছে, এই ধরণের সমস্যা দেখা দিবে না; (৪) বিভিন্ন শিল্প এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যেন শিল্পগুলার পরস্পরের তুলনায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন (রিলেটিভ ওভার-প্রডাক্‌শান) না হয়, (৫) আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জগতের সর্ব্বত্র বিনিময়-কার্য্যের পরিমাণ অনুযায়ী মুদ্রা ও ঋণের বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ বেকার-সমস্যার উদ্ভব নিবারণ করিতে হইলে জগতের আর্থিক ভিত্তির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইহাই "র‍্যাশনালিজেশানের" ভাবী চরম ধাপ।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

প্যাম্বুন্‌জিওর নূতন বই ও তাঁহার সমালোচক

এমিগ্রেশান ক্রসরোড্‌স্ (লোক-আমদানির চৌমাথার)। কন্‌স্ট্যান্টাইন্ প্যাম্বুন্‌জিও। নিউ ইয়র্ক, ম্যাকমিলান কোম্পানী। ১৯২৭। ৮+৩০৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ২·৫০ ডলার।

আমেরিকায় বিদেশীদের বসবাসের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ আইন "এমিগ্রেশান ল" নামে পরিচিত। এই আইনের বলে বহু আমেরিকাবাসী ভারতীয়ের আমেরিকানত্ব লোপ পাইয়াছে। ইহা লইয়া বহু আন্দোলন, আলোচনা ও মোকদ্দমা হইতেছে, তা সকলেই জানেন। বলা বাহুল্য ভারতীয়েরাই একমাত্র বিদেশী নয় এবং আমেরিকানরা চীনা, জাপানী ও ইতালীয় নরনারীকেও বড় বেশী সুনজরে দেখে না।

সম্প্রতি "লোক-আমদানির চৌমাথায়" বলিয়া একখানা বই এই আইনের ভিতরকার তত্ত্বকথাটা ঘাঁটিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে। লেখক নিজে ইতালিয়ান্, কিন্তু কেতাব লিখিয়াছেন ইংরেজীতে—বেশ মনোরম ইংরেজীতে। এ বিষয়ে ইতালিয়ান্ ও ভারতীয়ের ব্যথা প্রায় এক প্রকারের। সুতরাং ভারত-সন্তানেরা এ বইখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে নিজের মনের মত কথা অনেক পাইবেন সন্দেহ নাই। এই বৎসরের জুন মাসের আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউতে ওহিও ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত এ, বি, উলফ্ এই কেতাবের এক সমালোচনা লিখিয়াছেন। কেতাব-খানার ঠিক পাশেই সমালোচনাটা সাজাইয়া দেখিবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। উল্‌ফের প্রায় ৩ পৃষ্ঠা সমালোচনার ভিতরেই জ্ঞানী ও গুণী বলিয়া পরিচিত সাধারণ আমেরিকানরা সমস্যাটাকে সাধারণতঃ কিরকমে দেখে তার একটা আঁচ পাওয়া যাইবে।

এখানে উল্‌ফের বক্তব্যটা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। ইহাতে কেতাব ও কেতাবের সমালোচনা উভয়েরই মোট কথাটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম "মজুরের নবীন দুনিয়া", আর সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম "আমেরিকার বাস উঠাইতে হইল" অথবা "আমেরিকার দুয়ার বন্ধ হইল"। এই ৭টা পরিচ্ছেদে আমেরিকার এমিগ্রেশান নীতিটা ইতিহাসের দিক্ হইতে আলোচিত হইয়াছে ও বিবর্তনটা ধাপে ধাপে প্রকাশ করিয়া দেখান হইয়াছে।

ঝগড়াটা এই ৭টা পরিচ্ছেদ লইয়া নয়, ঝগড়া পরবর্ত্তী ৬টা পরিচ্ছেদ লইয়া। এই ৬টা পরিচ্ছেদে প্যাম্বুন্‌জিও মাটী খুঁড়িয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, বর্ত্তমানে অবলম্বিত বিদেশী-অপ্রীতি-নীতির কারণটা কি। তারপর কারণের সমালোচনা চলিয়াছে।

প্যাম্বুন্‌জিও বলিতেছেন, বর্ত্তমানের বাধা-প্রদান নীতির মূলে রহিয়াছে দুইটা বিশ্বাস মাত্র (১) বাহির হইতে আর লোক আসিতে না দিলে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমানে যারা অধিবাসী তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির সহায়তা করা হইবে, (২) আমেরিকান্ সমাজকে জানা বাঁধিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে ইহার একজাতিত্ব ও জাতিত্বের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বাসটার ভিতর হিন্দুরা তাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একটা দিকের পুনঃ প্রবর্ত্তনের আভাষ পাইয়া সুখী হইবে। জাতিভেদ, জাতির একরাটত্ব, অবিভাজ্যতা, আভিজাত্য ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ ধারণা

বর্তমান আছে। পরীক্ষাটাকে সাময়িক পরীক্ষামাত্র বলিয়া মনে করা হয়। সমগ্র জাতির পক্ষে বিস্তৃতভাবে একেবারে অন্ত সকলের "হুকাপানি বন্ধে"র ব্যবস্থা পূর্ব্বকালে কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। অন্তান্ত আধুনিক আমেরিকা এই বিংশ শতাব্দীতে পরীক্ষা করিতে যাইতেছে। এটা আরম্ভ মাত্র। সুতরাং ফলাফলের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না, আন্দাজ করা যাইতে পারে মাত্র।

আমেরিকা বলিতেছে "রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে হইবে।" অর্থাৎ "আমরা আমেরিকান্, আমরা পৃথিবীর সেরা জাত, ধনে, মানে, কার্য্য-ক্ষমতায় ও পটুতায়, সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছি, আমরা কি এখন যার-তার সঙ্গে মিশিতে পারি? আমরা যদি এখন জাপানী, চীনা, ইতালীয়, ভারতীয় ইত্যাদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবদিগকে আমাদের কুলে আসিতে দিই, তবে আমাদের অতি সাধের এত বড় সভ্যতাটার কি দশা হইবে ভাবিয়া দেখ দেখি। আমাদের ভাল রক্তের সহিত খারাপ রক্ত মিশিয়া আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে অধঃপাতের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। অতএব সাধু সাবধান!

উল্‌ফ স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদেশীর নামে আঁতকাইয়া উঠে এমন আমেরিকানের যেমন অভাব নাই, অন্যদিকে মিশ্রণের গোঁড়া অর্থাৎ নানা জাতি না মিশিলে আমেরিকার উন্নতি বন্ধ হইবে এইরূপ ভাবনার ভাবুকও আছেন। জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমেরিকার দান যে ঐশ্বর্য্যময় নয়, বড় নাটকার, কবি, ঔপন্যাসিক ইত্যাদি যে সেখানে দুর্লভ, প্যাপুন্‌জিওর এই অভিযোগের উত্তর উল্‌ফ দিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, এই দিকে নূতন তথ্য ও তত্ত্ব-সংগ্রহে মন দিলে বাঙ্গালীর ছেলে একটা বড় রকম গবেষণার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিব।

উল্‌ফ নিজে আমেরিকান্‌দের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু সেই কথাটা চাপা দিয়া ভাণ করিয়া বলিতেছেন যে, বর্ণ-সঙ্করতার চেয়েও বড় ভয়ের জিনিষ হইল আর্থিক সঙ্করতা। আমেরিকার জীবনযাত্রার ধারা আজ যে খুব উঁচু একথা চারি মহাদেশের সকল লোকে জানে। যুক্তরাষ্ট্রের মজুররা এমন সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে (যেমন বাড়ীতে থাকে ও খাওয়া-পরার জন্য খরচটা যায় করিতে সমর্থ হয়) যে, ইংলণ্ড বা জার্ম্মাণির মত অগ্রসর দেশেও তা সম্ভব নহে, ইতালি-জাপান-ভারত ইত্যাদিতে তো দূরের কথা। কিন্তু এই উঁচু জীবন-যাত্রার ধারা অব্যাহত রাখা আমেরিকান্‌রা কি পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে না? যদি করে, তবে কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া তাদের নিকৃষ্ট দেশের লোকদের আসা বারণ করিতে হয়। ইতালি বা জাপানের লোক অল্প মজুরিতে সন্তুষ্ট থাকে, অনেক বেশী সময় ধরিয়া খাটিতে পারে। তাতে দুইটা বিষময় ফল দেখা যাইতে পারে (১) আমেরিকান্ মজুরের মজুরি নামিয়া যাইবে অর্থাৎ তার পূর্ব্বের মত ক্রয়-ক্ষমতা থাকিবে না, (২) কর্ম্ম-পটুতা হীন হইতে হীনতর হইতে থাকিবে।

প্যাপুন্‌জিও এ সম্পর্কে দুইটা কথা বলিয়াছেন। তাঁর প্রথম কথা এই যে, আমেরিকান্‌রা অতিরিক্ত আর্থিক সমৃদ্ধির বড়াই করিতেছে বটে; কিন্তু এটা সমৃদ্ধি ভাল নহে। সমাজের অতিশয় ধনবৃদ্ধি হইলে, তার তাল আর ঠিক থাকে না। এইরূপ অতিবৃদ্ধিতে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন কালে এইরূপে কত জাতি রসাতলে চলিয়া গেল, ইত্যাদি। এটা যেন রাগের কথা। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইতালি দরিদ্র দেশ, সেইজন্যই কি প্যাপুন্‌জিওর হিংসা হইতেছে? কিন্তু হিংসা দ্বারা একটা জাতের ঐহিক সুখভোগের মাত্রা কিছুমাত্র কমানো যায় না। আরও এক কথা। ঐহিক সুখভোগ অর্থাৎ বেশী জায়গা-জমি হাতে থাকা ও বেশী পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে হয়ত নিন্দনীয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক লোক সন্ন্যাসী, তাদের অধিকাংশ অভাব মিটাইতে পারিলে তারা খুসী হয় না, এমন মনে করিবার কি কারণ আছে? বস্তুতঃ উল্‌ফও প্যাপুন্‌জিওর যুক্তির দুর্ব্বলতা বুঝিয়া এইখানেই ঝোল বুঝিয়া কোল বসাইয়াছেন। জমির আয়তনের উপর যে লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সুখদুঃখ নির্ভর করে একথা প্যাপুন্‌জিওও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

প্যাম্নুলিওর দ্বিতীয় যুক্তি অন্য ধরণের। তিনি বলিতেছেন যে, যদিই ধরিয়া লওয়া যায় যে, আর্থিক সমৃদ্ধি ভাল জিনিষ, তথাপি লোককে আসিতে বাধা না দিলেও ঐ সমৃদ্ধির কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। উল্‌ফ কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলি একে একে না কাটিয়া একেবারেই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রে অ-চষা জমি এখনও ঢের পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ স্থান-বিশেষ অত্যধিক লোকপূর্ণ, ইত্যাদিও তিনি বলিয়াছেন। অন্যের হার, লোকবৃদ্ধি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান নাই—ইত্যাকার উল্‌ফের মন্তব্যগুলাকে কোন ক্রমেই যুক্তি বলা চলে না। অবশ্য একথাও বলিতে হইবে যে, তাঁর বক্তব্য যতখানি স্পষ্ট ও বিস্তৃত করিয়া বলা উচিত ছিল, প্যাম্নুলিও তা বলেন নাই।

উল্‌ফের সমালোচনার ভিতর একস্থানে প্যাম্নুলিওকে চাপ দিয়া ২।১টী কথা বলা হইয়াছে। তার ভাবার্থ এইরূপ :—ইতালির বিরুদ্ধে এমিগ্রেশান ল যে।তায়েন আছে, এটাকে অনেক ইতালিয়ান্ অপমানজনক মনে করে। সুতরাং এই বইটা-সম্পর্কে কোন ইতালিয়ানের কাছে সুযুক্তির প্রত্যাশা করা বৃথা। অর্থাৎ প্যাম্নুলিওর বইটা কিছুই নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উল্‌ফ এ কথাও বলিতে বাধা হইয়াছেন যে, "হামবড়া"ভাব যে লোক বা জাতের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে, তার নিকট সুযুক্তি প্রত্যাশা করা চলে না। তাই যদি হয়, উল্‌ফের এত পরিশ্রম করিয়া বই পড়িয়া এতটা সমালোচনা লিখিবার কি দরকার ছিল?

আসল কথা এই যে, প্যাম্নুলিওর বইখানাকে বিশেষ সম্মান দিতেই হইবে। এমিগ্রেশান ল সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বহু পণ্ডিতী আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু নিজে ইতালিয়ান্ হইয়াও যেরূপ সংযম ও ধৈর্য্যের সহিত তিনি সমগ্র সমস্যাটার তত্ত্বকথাকে আমেরিকার বাজারে একবার করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। বলা বাহুল্য, আমেরিকান্ মনোভাবের আর একটি অভিজ্ঞানরূপে উল্‌ফের সমালোচনাও রক্ষিত হইবার মত পদার্থ বটে।

কর-তত্ত্বে ওস্তাদ স্পাওল্ডিং ও সমালোচক প্লেন

"দি ইন্‌কাম ট্যাক্স ইন্ গ্রেট বৃটেন অ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্" (গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে আয়-কর)। হ্যারিসন বি, স্পাওল্ডিং। লণ্ডন পি, এস্, কিং। ১৯২৭। ৩২০ পৃষ্ঠা। ১২ শি।

কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত কার্ল সি, প্লেন এই পুস্তকের এক সমালোচনা আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউতে প্রকাশ করিয়াছেন। সমালোচনার পরিমাণ ৯ পৃষ্ঠা। এই পত্রিকায় সাধারণতঃ এত বড় সমালোচনা হয় না। তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, বইখানার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

সমালোচনার প্রসঙ্গে আরও একটা কথা লক্ষ্য করিবার মত। গ্রন্থকার ইংরেজ। তাঁর গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দুই দেশের আয়কর লইয়া তুলনামূলক সমালোচনা লেখা। তিনি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী প্রথার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন ও নিজ দেশের পক্ষে রায় দিয়াছেন। তথাপি তাঁর আমেরিকান্ সমালোচক কোন প্রকার উষ্মা প্রকাশ করা ত দূরের কথা সর্ব্বতোভাবে তাঁর কেতাবের মর্য্যাদা বাড়াইতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈজ্ঞানিকের মাথা এইরূপই বটে।

আমেরিকান প্রথার বিরুদ্ধে নালিশ

স্পাওল্ডিং আমেরিকান্ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করিয়াছেন—উহার অটিলতা। একে ত ইংরেজী ট্যাক্স বহু কালের—এ বিষয়ে প্রবাদ বচন চলিয়া আসিতেছে যে, "পুরাণা ট্যাক্স মাত্রেই ভাল অর্থাৎ সহজ ট্যাক্স" তার উপর আমেরিকানরা ইহা আগাগোড়া এমন বিশৃঙ্খলার সহিত চালাইতেছে যে, সে দেশে কর হইতে কি করিয়া এত টাকা উঠে তাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন করদাতাদের ক্ষেত্রেও বয়স ও অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। বৃটিশ ট্যাক্সের জন্মকাল ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য ইহার কোন কোন রূপ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দেও দেখা দিয়াছিল। আর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার কাজ একটানা হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইংরেজের পিছনে রহিয়াছে কম বেশী এক শতাব্দীর ইতিহাস ও শক্তি। আর আমেরিকান্ ট্যাক্সের বর্ত্তমান রূপ দেখা দিয়াছে ১৯১৩ সন হইতে।

ইংরেজী ও আমেরিকান্ করদাতার কারবার মূল কথাটা পাকড়াও করিতে হইলে দুইটাকে পাশাপাশি খাড়া করাইয়া দেখা আবশ্যক। বৃটিশ ট্যাক্সের বিশেষত্ব এইরূপ :

১। আসলে ইহা ডবল ট্যাক্স—সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ও অন্য সমস্ত প্রকার আয়ের উপর ট্যাক্স। সম্পত্তি-করটা প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ বছর অন্তর নির্দ্ধিষ্ট হয়।

২। করদাতার সুবিধার জন্য কর-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—(ক) রিয়েল এষ্টেট বা স্থাবর সম্পত্তির মালিক—সম্পত্তির বাৎসরিক (বা খাজনাগত) মূল্য অনুযায়ী কর ধার্য্য হয়। (খ) স্থাবর সম্পত্তির চাষী বা রায়ত—মালিকদিগকে খাজনা দিবার পর সম্পত্তি হইতে যে মুনাফা চাষী যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইতে কর দিতে হয়। (গ) সুদ ও ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ যারা পায়। (ঘ) সরকারী চাকুরে—যারা সরকার হইতে আয় লাভ করে, বেতন, বার্ষিক, পেন্সন ইত্যাদি পায়। (ঙ) অন্যান্য, যেমন শিল্পী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

৩। যেখানেই সম্ভব সেখানেই ট্যাক্সটাকে একেবারে মূলে গিয়া পাকড়াও করা হয় অর্থাৎ উদ্গমস্থলেই কর চাপান হয়। করটা যে উপার্জ্জন করিতেছে তার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যে সেই আয়টা দিতেছে তার কাছে হাত পাতিয়া বসে। যেমন চাষী তার মালিক খাজনা পাইবার আগেই মালিকের করের জন্য দায়ী থাকে।

৪। টাকা খাটাইবার আয় হইতে পারে, আবার নিজ পরিশ্রমের ফলেও আয় বাড়ে। টাকা খাটানোর বা সম্পত্তির আয়ের উপরেই প্রচলিত হারে কর বসে, পরিশ্রমলব্ধ আয় কিছু "ছাড়" পায়।

৫। মাথার উপরে কেন্দ্র-শাসনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে স্থানীয়। কর-স্থাপন-যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির (কর-প্রদানের পূর্ব্বেই) সরকার হইতে অনুসন্ধান হয়।

৬। কর-দাতাদের যদি টাকা ফেরৎ বা সাহায্য পাইবার কথা থাকে ত তার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা হয়। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত করই স্থির হইয়া যায়।

৭। "ডিপ্রিসিয়েশন" ইত্যাদির জন্য বিশেষ-কিছু "বাদ" বলিয়া ধরা হয় না।

৮। সমস্ত করকে সাধারণ কর ও অতি-কর রূপে শ্রেণী-বিন্যস্ত করা হয়। আইন সহজ, সংক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধ।

এইবার আমেরিকান্ ট্যাক্সের বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে :—

১। টাকাকড়িতে ও মুনাফায় বা আদায় হয় তারই উপর কর স্থাপিত হয়। আয় বলিতে যা বুঝায় তার উপর কর ত বসেই, পুঁজিপাটা বৃদ্ধি পাইলে যে লাভ ও মুনাফা হয়, তার উপরও কর ধরিতে হইবে; কিন্তু একটা বাড়ী বা জিনিসপত্র ব্যবহারে যে লাভ হয়—ইংরেজদের মত আমেরিকানরা তাতে কর বসাইবে না।

২। কর-দাতৃগণের কোন প্রকার শ্রেণী-বিভাগ করা নাই। মাত্র ব্যক্তি ও কর্পোরেশন এই প্রভেদটা করা হয়।

৩। করটা প্রায় আগাগোড়াই আপনি-বিবেচিত হয় অর্থাৎ কর-দাতা নিজেই নিজের পরিমাণ ঠিক করে, শেষ আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারী উহা স্থির করে না। আদায়ের পর কর্ম্মচারী দেখে ঠিক হইল কি না।

৪। শাসন-ব্যবস্থাটা যোলআনা কেন্দ্রীকৃত।

৫। কর-ভারটা নির্দ্দেশ করিতে করিতে ঢের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।

৬। ডিপ্রিসিয়েশান, হ্রাস ইত্যাদির জন্য "বাদ" হয়।

৭। সব করই সাধারণ করব্রূপে শ্রেণী বিন্যস্ত; কিন্তু ইহার আবার কতকগুলি সার-নরম্যাল সার-ট্যাক্স (অনুকর) আছে। পরিশ্রম-লব্ধ আয়ের কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা নাই, তজ্জন্য ½ অংশ মাপ করিবার ব্যবস্থা আছে।

৮। আইন দীর্ঘ ও জটিল। যে সব সাধারণ কথা করদাতাদের জানা উচিত তা পরিমাণে অনেক ও অত্যন্ত কটমট।

আয়-কর কোন্ বস্তু?

আয়-কর বলিয়া একটা জিনিষ ইংরেজরাও আদায় করিতেছে, আমেরিকানরাও করিতেছে। কিন্তু দুইটা যে এক পদার্থ নয়, তা বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না।

আয় বলিতে একটা রাস্তার লোক কি বুঝে? আয়

হইল এমন পদার্থ যে, তা নিয়মিত আসিবে ও অনবরত (অর্থাৎ কখনও না থামিয়া) আসিবে, আর অনবরত বাড়া করা চলিবে, ভবিষ্যতে আয় হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিবে না। বৃটিশ কর-প্রবর্তনের মূলে এই মনোভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রেট বৃটেনে করটা বসে বাস্তবিক অথবা সম্ভাব্য আয়ের উপর। এই আয়ের পরিমাণ দ্বারাই কর-নির্দ্ধারণ হয়; দ্বারের সম্পত্তির বাৎসরিক মূল্য ৫ বছরের জন্য স্থির হইয়া থাকে। কোন বৃটিশ সম্পত্তির মালিক যদি তার সম্পত্তি বেচিয়া মুনাফা অর্জ্জন করে ত সেই লাভের উপর কর বসিবে না। অবশ্য এমন একদল লোক আছে, যাদের সম্পত্তি লইয়া বেচাকেনাই হইল ব্যবসা, তাদের লাভের উপর কর বসাইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু আমেরিকান্ সম্পত্তির মালিক এ বিষয়ে কোন রেহাই পাচ্ছ নাই। যে বৎসরে তার সম্পত্তি হইতে মুনাফা ইত্যাদি আদায় হয় সেই বৎসরেই করটা দিতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আমেরিকান্‌রা শুধু আয়ের উপর কর-ভার চাপাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, সর্ব্বপ্রকার লাভ ও মুনাফা হইতেও করাদায় করা তাদের দস্তুর। বলা বাহুল্য, এরূপ নীতি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য তৈরী হইলে ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার থাকে না বটে। কারণ যুদ্ধের সময় কর-দাতাদের শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদির দিকে নজর দেওয়া চলে না। কিসে তাড়াতাড়ি সব চেয়ে বেশী আদায় হয়, সেদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। কাজেই যার যত বেশী আছে, সে তত বেশী কর দিবে ইহা যুদ্ধকালের নীতি বলিয়া ক্ষমার্হ হইতে পারে। কিন্তু শান্তির সময়ে ইহাকে অন্যায় বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আমেরিকান্‌রা সিভিল ওয়ারের আয়-কর আইনটাকেই ১৯১৩ সনে অনুকরণ করিয়া চলিতেছিল। গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর সেটাকে দৃঢ়ীকৃত করিয়াছে। পুঁজিপাটার লাভ বাস্তবিক আয়-হিসাবে গণ্য হইতে পারে না, এই যুক্তি কথঞ্চিৎমাত্র স্বীকৃত হইয়াছে উচ্চতম কর-হারকে ১২½% পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করায়।

সমালোচক প্লেন বলিতেছেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ক্যাপিটাল লেভির জিনিষটা করাদায়ের দিক্ হইতে কঠিকর। আমেরিকার প্রকারান্তরে তা প্রমাণিত হইয়াছে। ইনভেষ্টমেণ্ট বেচিয়া যারা লাভ হয় করদাতা তা হইতে কিছু কাড়িয়া লইলে পুনরায় ইনভেষ্টমেণ্টের সময় তহটা কম পড়ে, কাজেই ভবিষ্যতে ট্যাক্স-যোগ্য আয় কমিয়া যায়। কিন্তু আমেরিকান্ নীতির স্বপক্ষে বলিবার কিছু নাই, এমন নয়। সম্পত্তির স্থায়িত্ব বিষয়ে দুই দেশের লোকের মনোভাব একরূপ নহে। ইংরেজের পক্ষে সম্পত্তিটা অনেকটা স্থাবর জিনিষ অর্থাৎ ইংরেজ তার অর্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রয়াসী, তাহা লইয়া বেচাকেনা করিয়া ক্রমাগত "লাভ করার" কথা তার মনে আসে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানেই, আমেরিকানের শুধু সম্পত্তি নয় অন্য সমস্ত জিনিষও ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক আমেরিকান্ জানে যে, সুবিধাজনক দর (যা সে নিশ্চয়ই পাইবে) পাইলে সে তার জিনিষ বেচিয়া ফেলিবে। এই দুই প্রকার মনোভাবের ফলে আয়-করের ভিতর পার্থক্য হওয়া বিচিত্র নহে।

কর-আদায়ের খরচা

কর আদায় করিবার খরচা আছে। ডিপ্রিসিয়েশান ও তত্তুল্য তারগুলিকে খরচার মধ্যে গণ্য করা হয়। দুই দেশে ডিপ্রিসিয়েশান ইত্যাদি সম্পর্কে দুই প্রকার ধারণা বর্ত্তমান আছে। আমেরিকান্‌রা পুঁজিপাটার লাভ-ক্ষতিকে খুব বড় করিয়া দেখে, ইংরেজরা তা দেখে না। কাজেই আমেরিকান্ ট্যাক্সে ডিপ্রিসিয়েশান ইত্যাদি বাবদ্ ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী ছাড়্ দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ইংরেজী ট্যাক্সে আরও বেশী ছাড়্ দিবার জন্য, বিশেষতঃ খনির বেলায়, যুক্তি খাটান হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের রয়েল কমিশন তার অভাব এই দিয়াছেন :—(১) তা হইলে উকীল, ডাক্তার কারিগরদের শিক্ষার জন্য যে টাকাটা খরচ হয় তারও কথা বাদ দিলে চলিবে না; (২) এই প্রথাতে হারটা বৃদ্ধি পাইবে, কমিবে না।

শাসন-ব্যবস্থার কথা

করাদায়ের তত্ত্ব ও প্রণালী এক জিনিষ, সেই তত্ত্ব ও

প্রণালীকে কাজে খাটানো অন্য এক জিনিষ। তবু যা প্রণালীটা যত ভালই হোক্, শাসন-ব্যবস্থার দোষে সব গুণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ, কর-গ্রহণের দোষগুণ-বিচারের প্রধান কষ্টিপাথর হইতেছে যাদের উপর করাদায়ের ভারটা রহিয়াছে তারা কিরূপ কৃতকার্য্যতার সহিত, ভাল-ভাবে উহা যোগাড় করিতে সমর্থ হইতেছে।

এই কষ্টিপাথরে কষিলে ইংরেজী প্রথাটা অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আয়-কর আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য সমগ্র যুক্তরাজ্য ১২৪ "ডিভিশন" বা জিলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক জিলায় একদল ভদ্রলোক সভাপতির কাজ করেন। ইহারা কোন প্রকার বেতন পান না। এইরূপ কমিশনারের মোট সংখ্যা ৫,৬০০। এইরূপ ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, ইহারা একদিকে যেমন যথাভাবে করাদায়ের জন্য দায়ী থাকেন, অন্যদিকে তেমনি সর্ব্বদা করদাতাদের নাকের ডগার কাছে থাকিয়া তাদের সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, অত্যাচার অবিচার হইতে তাদের রক্ষা করিতে পারেন। ইঁহাদের কাজটা গুরুতর বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রতি বছর যত লোককে করভার চাপান যাইতে পারে তার সংখ্যা ২৫ লাখ বা তদ্ধোর্দ্ধিক, প্রত্যর্পণের দাবী হয় ২০ লাখ-আর ১০,০০০ কর পুনরায় স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু আপীল হয় মাত্র ১,২০০ হইতে ১,৫০০ পর্য্যন্ত। প্রত্যেক বছরে এতগুলি আপীল শুনা কিছু কষ্টকর নয়।

অ্যাংলো-স্যাকসন প্রথা এইরূপ প্রচলিত আছে যে, আইনতঃ ট্যাক্স্ সংগ্রহ করিতে হইলে ওয়ারেণ্ট দরকার হয়। এসেসররা রোল বা রেকর্ড তৈয়ারী করিয়া এই কাজটা করে। এই এসেসররা প্রতি বছর ডিভিশনের কমিশনারগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকে। আর ইন্‌ল্যাণ্ড রেভিনিউ কর্ত্তৃক প্রেরিত ওস্তাদ সরকারী কর্ম্মচারীরা, ইন্‌স্পেকটার বা সার্ভেয়াররা ট্যাক্সের প্রকৃত পরিমাণ, আঁকজোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে করাদায়-প্রথার সঙ্গে ইংরেজী প্রথার সাদৃশ্য আছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর-শাসন-রীতি অন্য ধরণের। স্থানীয় এসেসর, বোর্ড অব্ রিভিউ ও এসেসমেণ্ট রোল বা লিষ্ট নামে পরিচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহি হইল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসমূহের বিশেষত্ব।

বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার মাথায় রহিয়াছে বোর্ড অব্ ইন্‌ল্যাণ্ড রেভিনিউ, আইনতঃ আয়-করের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান-চালনার ভার ইহারই উপর। যুক্তরাষ্ট্রে ইহার পাল্টা জিনিষ হইতেছে কমিশনার অব্ ইন্‌টার্ণাল রেভিনিউ ও তাঁর আফিস কাছারি। ইংরেজের "অতিরিক্ত" ও "বিশেষ" কমিশনার নিষদ্ধ। সাধারণ কমিশনারগণের পক্ষে যে সব আপীল শুনা ও ফয়সালা বিশেষ শক্ত, সেগুলি বিশেষ কমিশনারগণ শুনিয়া থাকে। পূর্ব্বে ট্যাক্স-ইন্‌স্পেক্টারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা ইন্‌ল্যাণ্ড রেভিনিউর নিযুক্ত কর্ম্মচারী, মাহিয়ানা পায় ও নিযুক্ত হইবার আগে পরীক্ষায় পাশ করে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইহার উপর গ্রেটবৃটেনে প্রত্যেক প্যারিসে আয়-কর কলেক্টারগণ মোতায়েন রহিয়াছে, কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ কলেকশন জিলার প্রত্যেকটিতে মাত্র ১টি করিয়া কলেক্‌শন আফিস রহিয়াছে।

আমেরিকান্ আয়-কর আদায়ের গলদ

ইংরেজের আয়কর ঠিক হয় সরকারী এসেসর দ্বারা। আর আমেরিকান্‌রা নিজেদের আয়-কর নিজেরা ঠিক করে। ভাবটা এই, আগে ত করটা গোণ করিয়া চুকাইয়া দাও, পরে দেখা যাইবে পরিমাণটা ঠিক দিয়াছ কি কম বেশী দিয়াছে। এই মনোভাবের দরুণই এসেসর দরকার হয় না। করদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যে কর্ম্মচারীর সম্পর্ক সে হইল কলেক্টার। সমগ্র দেশে ইহাদের সংখ্যা ৬৫। কিন্তু ইহারা নিজ অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার জন্য নিযুক্ত হয় না, নিযুক্ত হয় দলের লোক বলিয়া। বৃটিশ সার্ভেয়ার বা ইন্‌স্পেক্টারের তুল্য কোন কর্ম্মচারী যুক্তরাষ্ট্রে নাই। রেভিনিউ এজেণ্টগণকে কাছাকাছি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহাদের কাজ হইল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হিসাব করিয়া দেখা আইন মানা হইয়াছে কি না।

ইহার ফলে বিস্তর অসুবিধা হয়। করদাতাদের কর

সম্বন্ধে নিষ্পত্তি আর সহজে হইতে চায় না, গবর্ণমেণ্ট বহুকাল ধরিয়া এই নিষ্পত্তির কাজ খোলা রাখিয়া বিচার করিতে থাকে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে বোর্ড অব্ ট্যাক্স আপীল আদ্ধ ও ইন্‌কাম ট্যাক্স ইউনিটের জন্য বহু কর্ম্মচারী পুষিতে হয়।

সেল্ফ-এসেস্‌মেণ্ট অর্থাৎ নিজে নিজে আয়-কর নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া যুদ্ধকালে কার্য্যকর হইতে পারে, কিন্তু শান্তির সময় ইহার গুণের চেয়ে দোষ বেশী। সস্তা বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাতে ফাঁকি দিবার সুযোগ আছে। আর বস্তুতঃ সস্তাও নহে। ফাঁকি ধরিবার খরচ ত আছেই, তার উপর করদাতাদের অযথা বিরক্ত করিতে ও কষ্ট দিতে হয়, আপীল শুনিতে হয়, ইত্যাদি কারণে আরও ঢের খরচ হয়।

যুক্তরাষ্ট্র কি ইংল্যণ্ডের অনুকরণ করিবে?

সমালোচক প্লেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইংরেজের আয়কর ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু ভাল রহিয়াছে, আমেরিকানরা তা নিজ দেশে নকল করিতে পারে কি? কোন কোন বিষয়ে অনেক প্রকার বাধা সত্ত্বেও ইংরেজী আদব-কায়দা যে আমদানি করা যাইতে পারে ও করিলে আমেরিকান্ আয়-করের উন্নতি ঘটিবে তাতে সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা আছে। গাছ যেমন দেশের মাটিতে ও জল-বাতাসে বাড়ে, দেশের আয়-কর ব্যবস্থাও সেইরূপ। পরিবেষ্টন এবং আচার-ব্যবহারও ইহার রূপ অনেকটা স্থির করে। সুতরাং গায়ের জোরে এক দেশের করদাতা-ব্যবস্থা অন্য দেশে আনিয়া লাগাইতে গেলে ফল ভাল নাও হইতে পারে। সুতরাং প্লেনের মত যা হয় সব তাই করা ভাল অর্থাৎ ইংরেজ ও আমেরিকান্ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একে অন্যের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব ধার করিতে পারে।

স্পণ্ডিংএর কেতাবের দর-যাচাই

আমাদের দেশে আয়-কর লইয়া ভাল করিয়া মাথা ঘামানো এখনও সুরু হয় নাই। নিজ দেশের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের আয়-কর লইয়া গভীর বিশ্লেষণ ও বিচার-প্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার সার্থকতা যথেষ্ট আছে। স্পণ্ডিংএর কেতাব সংক্ষেপে ইংরেজী-ভাষী দুই দেশের আয়কর সম্বন্ধে যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছে তাহাতে কর-তত্ত্ব-জগতে যথেষ্ট আলোকপাত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই কেতাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মহলে মহলে ঘুরিতে দেখিলে বুঝিব যে আয়-করে আমাদের হাতে খড়ি সুরু হইয়াছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই পুস্তক এবিষয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীসুধাকান্ত দে

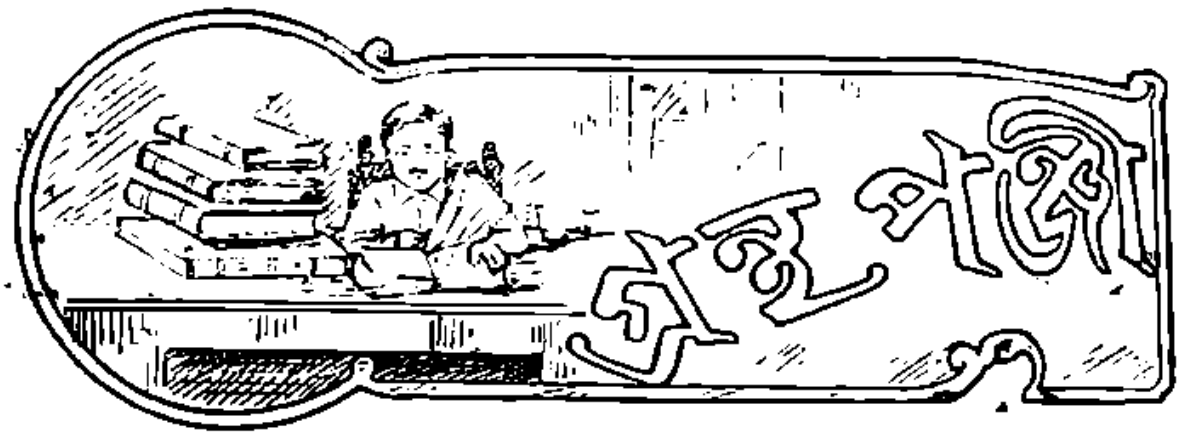

১। "দিস্ ইকনমিক ওয়ার্ল্ড অ্যাণ্ড হাউ ইট মে বি ইম্প্রুভ্ড্" (আধুনিক আর্থিক জগতের প্রকৃতি ও তাহাকে উন্নত করিবার উপায়)—টি, এল, কার্ভার ; শ, শিকাগো ও নিউইয়র্ক ; ১৯২৮ : ৬+৪৩২ পৃষ্ঠা ; ৪ ডলার।

২। "মার্ক্স অ্যাণ্ড লেনিন ; দি সায়েন্স অব্ রেভোলিউশান" (মার্ক্স ও লেনিন—বিপ্লব-বিজ্ঞান) এম্, ইষ্টম্যান ; আলবার্ট ও চার্লস বনি, নিউইয়র্ক ; ১৯২৭ ; ২৬৭ পৃষ্ঠা। ২ ডলার।

৩। "দি রোড টু প্লেটি" (প্রাচুর্য্য-লাভের উপায়)—ডাব্লিউ, টি, ফষ্টার ও ডাব্লিউ ক্যাটিংস ; 'পোলাক ফাউণ্ডেশান ফর ইকনমিক রিসার্চ' কর্তৃক প্রকাশিত ১১ সংখ্যক গ্রন্থ ; হাউটন মিফ্লিন, বোষ্টন ; ১৯২৮ ; ৬+২৩১ পৃষ্ঠা ; ২ ডলার।

৪। কন্‌টেম্পোরারি ইকনমিক থট" (সমসাময়িক আর্থিক চিন্তা)—পি, টি, হোমান্ ; নিউইয়র্ক ; ১৯২৮ ; ১০+৪১৫ পৃষ্ঠা ; ২৫০ ডলার।

৫। "ইকনমিক ইন্‌ষ্টিটিউশান্" (আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ডাব্লিউ, এল, থর্প ; ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক ; ১৯২৮ ; ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৬। "হাউ দি সোভিয়েটস্ ওয়ার্ক" (সোভিয়েটদের কার্য্যপ্রণালী—এইচ, এল, রেইলস্‌ফোর্ড ; ভ্যানগার্ড প্রেস, নিউইয়র্ক ; ১৯২৭ ; ১৪+১৬৯ পৃষ্ঠা ; ৪০ সেণ্ট।

৭। "দি প্রস্পারিটি অব্ অষ্ট্রেলিয়া : অ্যান্ ইকনমিক অ্যানালিসিস্" (অষ্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধি ও তাহার আর্থিক বিশ্লেষণ)—এফ, সি, বেনহাম ; পি, এম, কিং লণ্ডন ; ১৯২৮ ; ১০+২৭৬ পৃষ্ঠা ; ১২ শি, ৬ পে।

৮। "ইয়োরোপস্ ইকনমিকল সানরাইজ" (ইয়োরোপের আর্থিক উষা)—ই, পি, মিল ; ডেলিনিউজ, শিকাগো ; ১৯২৭ ; ২১৭ পৃষ্ঠা ; ডলার।

৯। "নর্ডার্ক ডেন্‌মার্ক : ইট্‌স্ সোশ্যাল, ইকনমিক অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল লাইফ" (আধুনিক ডেন্‌মার্কের আর্থিক, সামাজিক ও কৃষি-বিষয়ক জীবন)—এইচ, রোনস ; পি, এস, কিং ; লণ্ডন ; ৮৩ পৃষ্ঠা ; ২ শি ৬ পে।

১০। "ইকনমিক হিষ্টরি অব্ ইয়োরোপ ইন্ মডার্ণ টাইমস" (আধুনিক যুগে ইয়োরোপের আর্থিক ইতিহাস) —এম্, এন্, নাইট, এইচ, ই, বার্ণেস ও এফ, নুগেন্ ; হাউটন মিফ্লিন, বোষ্টন ; ১৯২৮ ; ৮+৮০৮ পৃষ্ঠা ; ৩৭৫ ডলার।

১১। "ব্রিটেন্‌স্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিউচার" (শিল্প-বিষয়ে বিলাতের ভবিষ্যৎ)—ডাব্লিউ, টি, লিটন ও অন্যান্য কয়েক জন ; বিলাতের উদারনৈতিক দল কর্তৃক বিলাতের শিল্প সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান চালান হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট ; বেল, লণ্ডন ; ৫০৩ পৃষ্ঠা ; ২ শি, ৬ পে।

১২। "আমেরিকা অ্যাজ্ এ ক্রেডিটার নেশান—এ সিরিজ্ অব্ অ্যাড্রেসেস্ অ্যাণ্ড পেপার্স প্রেজেণ্টেড্ অ্যাট্ দি অ্যানুয়াল মিটিং অব্ দি অ্যাকাডেমি অব্ পলিটিক্যাল সায়েন্স ইন্ দি সিটি অব্ নিউইয়র্ক" (উত্তমর্ণ জাতিরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—নিউইয়র্কস্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের ১৯২৭ সনের বার্ষিক সভায় যেসকল বক্তৃতা দেওয়া ও প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল সেইগুলির সংগ্রহ)—পি, টি, মুন (সম্পাদক) ; অ্যাকাডেমি অব্ পলিটিক্যাল্ সায়েন্স, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক ; ১৯২৮ ; ১০+১৭০ পৃষ্ঠা।

দুনিয়ায় সমাজ-বীমার সূত্রপাত*

ভারতবাসীর মাথার ঘী

আমার কথা অতি সামান্য, আর বলিবার জিনিষও মাত্র একটী। ডাইনে বাঁয়ে, তালে বেতালে অঘলে, যেদিকে যাই, ঘুরিতে ফিরিতে সামনে পিছনে সেই এক জায়গায় গিয়া পৌঁছি। যদি কেহ আমাকে গভীর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বলেন, আর সে বিষয়ে আমার যদি কোনো দখল থাকে, তাহা হইলেও ঠেকিতে ঠেকিতে সেইখানে গিয়াই পৌঁছিব।

কথাটা এই, আমরা আজকাল আছি কোথায়? আমাদের দেশটা ঠিক্ কোন্ অবস্থায় রহিয়াছে? এইটা জরিপ করা আমার ব্যবসা। এজন্য আমাদের দেশের লোকের মাথাটা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাও জরিপ করা আমার কাজ। মাথার বাহির দিক্‌টা মাপা যায়, আর ভিতরটাও মাপা যায়। মাথার বাহির লইয়া কারবার সাধারণতঃ আমি করি না। ভিতরটাতে মগজের মধ্যে ঘী কতটা আছে, আমাদের মাথায় কতটা আছে, আর ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ ইহাদের মাথাতেই বা কতটা আছে, এই সব মাপাজোপা আর তুলনা করা আমার পেশার অন্তর্গত।

মাঝে মাঝে অতীতের কথাও বলিয়া থাকি। সেকেলে গ্রীস, রোম, চীন, ভারত, পারস্য ইত্যাদি নানাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি। তাহাতেও প্রশ্ন একই। গ্রীকই হউক, হিন্দুই হউক, খৃষ্টানই হউক আর মুসলমানই হউক তাহাদের মাথায় ঘী কতটা ছিল? তাহা মাপিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করা আমার রেওয়াজ নয়, রেওয়াজ কতকগুলি বস্তু আবিষ্কার করা আর তাহার সাহায্যে মাথার ভিতরকার ঘী ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টা পাকড়াও করিবার কৌশল উদ্ভাবন করা। এই হইতেছে আমার একমাত্র আলোচনার বিষয়।

অতীতই হউকআর বর্ত্তমানই হউক এই ঘী মালমশ্লা কারবারে লক্ষ্য আমার বাঁধা। কি তত্ত্ব-হিসাবে, কি আলোচনা-প্রণালী-হিসাবে, সকল হিসাবেই আমার একমাত্র ধ্যেয়—ভারতবর্ষ।

বর্ত্তমান জগতের নানা স্তর

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া বর্ত্তমান যুগটাকে আমি ৪ ভাগে ভাগ করিয়াছি (১) ১৮৪৮—৭৫ খ্রীঃ, (২) ১৮৭৫—৯৪ খ্রীঃ, (৩) ১৮৯৪—১৯০৫ খ্রীঃ (৪) ১৯০৫—২৫ খ্রীঃ। দেখিতে হইবে আমরা এখন ইহার কোন্ জায়গায় আছি। আপনারা বলিবেন "আমরা পূর্ব্বের লোক। আমাদের ল্যাটিচিউড অত, আমাদের লঙ্গিচিউড অত" ইত্যাদি। আমি বলিতেছি আমরা পূর্ব্বেরও নই, পশ্চিমেরও নই। আমরা আছি কোন একটা বিশ্বব্যাপী সিঁড়ির নির্দ্দিষ্ট ধাপে। আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি, জগতের লোকও ক্রমাগত ছুটিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে কেহ সিঁড়ির ৩য় ধাপে, কেহ ৪র্থ ধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি সেটা ১৯২৫।২৬ সালের ধাপ নয়, এমন কি ১৮৭০ সালের ধাপও কি না সন্দেহ আছে। বোধ হয় কোন কোন দফায় আমরা ১৮৪৮ সালের ধাপেই আছি। কড়াক্রান্তিতে হিসাব করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, হয়ত আমরা ১৮৭০ সালের আগে কি পরে, ডাইনে কি বাঁয়ে কোন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এই হইল বাঁকি সম্বন্ধে আমার কথা।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা (বীমা—বোমা নয়) এই তিনটী সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা বেশ জানিতে পারিব আমরা ঠিক্ কোথায় আছি। আপনারা প্রথমেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, বীমা জিনিষ আমাদের দেশে নাই। ব্যাঙ্ক আছে। বীমা নাই। একথা বলিলে ইহত মিথ্যা কথা

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতার পর্টহাউ বিবরণ। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী পর্টহাউ লইয়াছিলেন।

বলা হয়, কেননা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বীমা বস্তু কিছু কিছু হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বীমা-প্রথা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু আমি যে দরের বীমার কথা বলিতেছি, সেইটি ভারতের ত্রিসীমানায় নাই। এই দিক্ হইতে যদি আলোচনা করি তাহা হইলে আমরা কোথায় আছি তাহা সহজেই অনেকটা ধরা পড়িয়া যাইবে। আজ সে হিসাবে আলোচনা করিব না, অন্যান্য তরফ হইতে মাত্র কয়েকটী কথা বলিব।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য আর দৈব এই তিন বীমা তিন স্বতন্ত্র বস্তু। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নাই। এই জিনিষগুলা কি তাহাই বিশ্লেষণ করা আমার বিশেষ উদ্দেশ্য।

স্বদেশ-সেবা কাহাকে বলে ?

১৯০৫ সালে যখন লড়াই হয়, রুশ-জাপানী লড়াই, তখন আমরা "জন্মগ্রহণ" করিয়াছি বা করিতেছি। যুবক ভারত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনাইয়াছি শিখিয়াছি ও শিখাইয়াছি। তারপর আজ ২১ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই জাপানীদের মতন স্বদেশ-সেবক জাতি পৃথিবীতে কম। স্বদেশী বক্তৃতা করিতে হইলে আমরা আগে জাপানের দৃষ্টান্ত দিই। বিদেশী জাতিকে সম্মান করা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু বিষয়টা তলাইয়া দেখা দরকার। জাপানে গিয়াছি সেই লড়াইএর অনেকদিন পরে।

স্বদেশ-সেবা বস্তুটা কি আমরা বেশ জানি। অন্ততঃ পক্ষে ১৯০৫—১৫ সাল আমার বেশ জানা আছে। এই ১০ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের এই ধারণা ছিল যে, যে স্বদেশ-সেবক সে না খাইয়া মরিবে, তাহার ঘরে হাঁড়ি চড়িবে না, হয়ত চড়িবে একবেলা। দুবেলা আঁচানো তাহার কপালে লেখা নাই। তাহার রোজগার করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে রোজগার করিবে না। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে তবু সে কাজ করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণা আমাদের আছে এবং ছিল। এই কয় বৎসরের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন যে, বাংলায় হাজার চাজার না হউক অন্ততঃ শত শত লোক ছিল, যাহারা আন্তরিকই এক, দুই বা আড়াই বৎসর ঐরূপভাবে চলিয়াছে। চিরকাল চলিয়াছে তাহা বলি না।

জাপানের স্বদেশ-সেবক রাষ্ট্র

তারপর জাপানে গেলাম। তার আগে বিলাতে গিয়াছি। ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজভাবে মেলামেশা করিয়াছি, জাপানীদের সঙ্গে সেইরূপই করিয়াছি। পরে ফরাসীদেশে গিয়াছি, জার্ম্মানিতে গিয়াছি ইত্যাদি। আমাদিগকে অতি অপদার্থ জাতি বলা হয়; আমরা স্বদেশ-সেবক জাতি নই, আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, যখন তখন আমাদিগকে এইরূপ তিরস্কার করা হইয়া থাকে। কিন্তু নিজ চক্ষে কি দেখিয়া আসিলাম ?

জাপানের প্রথম কথা—রাষ্ট্রশক্তি। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণের প্রধান কথা রাষ্ট্রশক্তি। স্বদেশ-সেবা কোথায় ? ওসকল দেশে স্বদেশ-সেবক কৈ ? জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি সর্ব্বত্র দেখিলাম,—স্বদেশ-সেবা বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে ধরের স্বদেশ-সেবা সে সকল দেশে নাই। কাজ করিব আর না খাইয়া মরিব, ৫।৭।১০ বৎসর ধরিয়া এইভাবে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে, —এ ধারণা, এ রকম কার্য্য-প্রণালী সেখানে দেখি নাই। তাহা হইলে ওসব দেশ কি করিয়া চলিতেছে ? আপনারা বলিবেন—"এত বড় লড়াই চলিল লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল—তাহারা স্বদেশ-সেবক নয় !" আমি বলি—চাকের বাজনার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া অসংখ্য লোক যখন এক সঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়া চলে, তখন এমন কেহ থাকেনা যে মৃত্যুর কথা ভাবিতে পারে। যাহা হয় হউক এই ভাবিয়া তাহারা হুজুগে ছুটিয়া চলে। তাহারা ভাবে "আমি গেলাম, না হয় লড়াইয়ে মরিতে। আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার বাপমা, মাসীপিসী ইহাদের ভার ত একজন লইতেছে ?"

মহাভারতের আদর্শ

মহাভারতেও এ প্রশ্ন, এ সমস্যা উঠিয়াছিল। অমুক রাজাকে কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মহারাজ এই

যে লোকরা লড়াইয়ে যাইতেছে ইহারা মরিলে ইহাদের পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্ব লইয়াছে ত?" এইখানে কথা এই, যাহারা যুদ্ধে যায় তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ করে রাষ্ট্র। যুদ্ধে এক লক্ষ কি বিশ পঁচিশ হাজার জাপানী শ্রেণীবদ্ধভাবে মুণ্ডে পাশে, মদ খাইয়া সঙ্গীত গাহিয়া চলিল। কারণ তাহারা জানে যাহারা তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগকে যাহারা দেশে রহিল তাহারা প্রতিপালন করিবে। কাজেই তাহাদের ভাবনা নাই। জার্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা সর্ব্বত্রই তাই।

রাইনল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ দৃষ্টান্ত

ধরুন জার্ম্মাণিতে এই রাইনল্যাণ্ড লইয়া কি বিপুল আন্দোলন হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে "আমরা না খাইয়া মরিয়া যাইতেছি, জার্ম্মাণি রসাতলে গেল" ইত্যাদি। এই সময় কয়জন লোক, কয়জন উকিল, ডাক্তার নিজের পেট হইতে পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়া কোনো দুঃস্থ লোককে উদ্ধার করিয়াছে? অতি কম। এই জার্ম্মাণ জাতির যাহারা মরিয়া যাইতেছে, নিজের দেশের সেসব লোকের জন্য, তাহাদের পরিবারের লোকের জন্য দান-ধ্যান করিতেছে এমন লোক অতি অল্পই আছে। ভাবিবেন না, আমি অতি-রঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। এই জিনিষের এই সব দেশে আদৌ প্রয়োজন নাই। কেন প্রয়োজন নাই? মনে করুন, একজন পণ্ডিত রসায়ন চর্চ্চা করিতে করিতে মরিয়া গেলেন। তাহার পরিবারের সংস্থানের জন্য একটা সরকারী ব্যবস্থা রহিয়াছে। কুলী মজুর কেরাণী প্রত্যেকের বেলায়ই এইরূপ। মহাভারতেও অন্ততঃ "আদর্শ" হিসাবে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। রাজা সে ভার লইত। এখন রাষ্ট্র যাহা করে মান্ধাতার আমলে রাজা সেইটা করিত। তখন রাষ্ট্র ছিল রাজা। সেই জন্য মহাভারত বলিয়াছেন "রাজা কালস্য কারণম্"। এসব ব্যবস্থা করা ছিল রাজার "কর্ত্তব্য"। আজকাল জার্ম্মাণিতে, জাপানে রাষ্ট্র এই সব করিতেছে। ঐ সকল মুদ্রুকে স্বদেশ-সেবা বলিয়া বস্তু আছে কিনা বুঝিতে হইলে মাথা খাটানো আবশ্যক। মনে রাখিবেন, ব্যাধি-বাহুল্য দৈববীমা সম্বন্ধে আমি যেই হারাই নাই।

কর্ম্ম-দক্ষতার ভিত্তি

দ্বিতীয় কথা, এক একটা লোক কর্ম্মক্ষম হয় কি করিয়া? কি ঐতিহাসিক, কি বৈজ্ঞানিক যে কাজটা লইয়া রহিয়াছে সেই কাজটা লইয়া চিরকাল থাকিবে কি করিয়া? এই হইতেছে প্রশ্ন। যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিনা কেন, যে লোক কাজ করিতেছে সে ৬ মাস, ১ম বৎসর কি ২ বৎসর মাথা ঠিক রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে যদি করিতে না পারে, দর্শনই বলুন, বিজ্ঞানই বলুন, আর যাই বলুন কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না। যে লোক কাজ করিতেছে যাহাতে সে বরাবর নির্ভাবনায় ধীর-স্থিরভাবে কোন একটা মত বা প্রণালী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাস, বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। বাঙালী আমরা একজনও তাহা পারিনা। আপনারা সকলেই জানেন ম্যালেরিয়া হয় নাই এমন বাঙালী একটিও আছে কিনা সন্দেহ। কাজ করিতে করিতে মাথা ধরে নাই এমন লোক কয়জন আছে জানি না। ১ দিন ২ দিন না হয় ৩ দিন, ৪র্থ দিন মাথা ধরিবেই। ব্যাধি একটা কিছু আছেই আছে।

এসব কথা গভীরভাবে ভাবা ও বুঝা দরকার। "জাতি-হিসাবে আমাদের কর্ম্মক্ষমতা আছে কিনা বুঝা দরকার।

দুঃখ-নিবারণের সেকেলে দাওয়াই

মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে বুড়ো হইতেই হইবে। তেমনি মানুষ হইয়া জন্মিলে তাহার ব্যাধি হইই হয়। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও আমেরিকান—তাহাদেরও হয়। মানুষ সকলেই, কেহ জানোয়ারও নয় দেবতাও নয়। তেমনি মানুষ মরিলেই বুড়ো বাপ, বিধবা স্ত্রী, অনাথ শিশু মানুষের থাকিবেই থাকিবে। বিধবা-সমস্যা আছেই আছে।

এইসব কথা যদি গভীর দার্শনিক হিসাবে আলোচনা করিতে যান, তাহারও একটা দিক্ আছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, মানুষ হইলে দুঃখ থাকিবেই, দুঃখ থাকিলে তাহার কারণও আছে, সে কারণ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও

তিনি নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। "সত্যচতুষ্টয়" আর "অষ্ট পথ" অতি প্রসিদ্ধ কথা। মানুষ মাথা খাটাইয়া উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু, বিধবা, অনাথ ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছে। ইহাকে দুঃখবাদ বলিতে হয় বলুন, সুখবাদ বলিতে হয় বলুন। কথা হইতেছে রক্তমাংসের শরীরে এইসব জিনিষ আছেই। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, তাহা যদি থাকে ভারতবর্ষে সেটা নিবারণ করা যাইবে কি করিয়া? মান্ধাতার আমলের লোকেরা—যথা পেটপল, আর্য্যাণ দার্শনিক বোমে ইত্যাদি সাধু ঋষিরা (খৃষ্টান মুলুকেও হাজার হাজার সাধু ঋষি আছেন) এবং আমাদের দেশের সাধুরাও কেহ কেহ এক রকম উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"কুছ পরোয়া নেই। না জন্মিলেই হইল। সংসারের কথা বেশী চিন্তা না করিয়া, সংযম টংযম করিয়া বনে যাইয়া যান-ধারণা তপস্যায় কাটাইয়া দিলেই হইল। জন্মিবার দরকার নাই" ইত্যাদি। আমি এই ধরণের মতকে হাস্যাস্পদ মনে করি না। মানুষের মাথার পক্ষে ইহাও একটা বড় আবিষ্কার। এই ধরণের আবিষ্কার কেবল ভারতে হইয়াছে তাহা নয়, কেবল চীনে হইয়াছে তাহা নয়, মুসলমান খৃষ্টান সকল মুলুকেই হইয়াছে।

যুগ-প্রবর্ত্তক বিস্‌মার্ক

আজ-কালকার দিনেও আবার মানুষ এই দিকে মাথা খাটাইয়া দেখিয়াছে। যদি মানব-জীবনকে সুখময় করিতে হয়, কর্ম্মক্ষম করিতে হয়, মানুষকে যদি মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্ভাবনায় কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে তার জন্য আর কোনো প্রণালী অবলম্বন করা যায় কিনা মানুষের মাথা সেদিকেও খেলিয়াছে। যেমন ষীম এঞ্জিন আগে পৃথিবীর কোন কারখানায় ব্যবহৃত হইত না, মানুষ মাথা খাটাইয়া সেইটা বাহির করিয়া তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে, ঠিক তেমনি ১৮৮৩ সালে একটা জিনিষ মানুষের মাথা হইতে বাহির হইল—দেবতার মাথা হইতে নয়, আনোয়ারের মাথা হইতেও নয়, ঋষির কল্পনা হইতেও নয়—মানুষেরই চিন্তার ফলে আসিয়াছে। সে আবিষ্কার ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশে একটু একটু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ভারতে এখনও তাহার নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানে না। সেই ১৮৮৩ সালের জিনিষটার আবিষ্কর্ত্তা ঘটনাচক্রে একজন জার্ম্মাণ। যে সে জার্ম্মাণ নয়, তাঁহার নাম বিস্‌মার্ক। তাঁহাকে লোকে লড়াইয়ের বিস্‌মার্ক বলিয়া জানে। যিনি ফরাসীকে কূপোকথা করিয়া কূটনীতি দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপকে ভেদ করিয়া জার্ম্মাণিকে বড় করিয়াছেন, সেই বিস্‌মার্ক।

আমি বলিতে চাই সেইটি তাঁহার বড় কাজ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আর একটা বড় জিনিষ তাঁহার মাথা হইতে বাহির হইয়াছে। সে জিনিষ জগতের এক অপূর্ব্ব অমৃত। সেইটা এই—মানুষের ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু হয়। কিন্তু মানুষকে ব্যাধিঞ্জয়ী, বার্দ্ধক্যজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়রূপেও গড়িয়া তোলা সম্ভব। এ সকল দুঃখের প্রতিকারের যে উপায় তাহাকে বিস্‌মার্ক আইনবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া খাড়া করিয়াছেন। আমরা মন্তর আওড়াইয়া থাকি:

"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ"

তেমনি এই, যে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে তাহার সূত্রপাতের যুগে মানবজাতির জন্য যে হিত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধেও বলা চলে—"জগদ্ধিতায় বিস্‌মার্কায় জার্ম্মাণায় নমোনমঃ।" ভারতবর্ষ বীমা শব্দ জানে না তা নয়। এখানে বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। কিন্তু ইহা এক জিনিষ, আর জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির দেখা-দেখি অন্যান্য দেশে যাহা রহিয়াছে সে আর এক জিনিষ। বিস্‌মার্ক বর্ত্তমান জগতের অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক।

ইতালির দুরবস্থা

এই যে সামাজিক আইনকানুন ইহাতে হইতেছে কি? আজ যে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে এইটা তাহার একটা ফল-বিশেষ। তাহার ভিত্তিও বটে। একজন ইতালিয়ান পণ্ডিত বলিতেছেন, "ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা ইত্যাদি সমাজ-ঘটিত আইন কানুন কোন ধনী, বদান্য ব্যক্তির দান নয়। দুনিয়ার সকল সভ্যদেশেই এ

জিনিষ গোটা দেশের সার্ব্বজনীন ভারস্বরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইতালীতে যখন এই রকম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তখনের কাগজওয়ালারা বলিল এতবড় কঠিন, দুরাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ জিনিষ আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব নয়। আর আজ যতটুকু বীমা-প্রথা ইতালিতে প্রচলিত আছে তাহার ভিতর দেখিতেছি কেবল-ব্যভিচার আর দুর্নীতি।"

অন্য দেশ অপেক্ষা ইতালীর সঙ্গে বোধ হয় ভারতের তুলনা বেশী চলিতে পারে। এই রকম প্রস্তাব হইলে আমাদের দেশের লোকও বলিবে—"জিনিষটা এত কঠিন, এ দেশে হইবে না।" ইতালিয়ান পণ্ডিত আবার বলিতেছেন—ইহাতে বুঝিতে হইবে আমরা অনভিজ্ঞ। জিনিষটা আমরা বুঝিতে পারি না। সকল সভ্যদেশের মাপকাঠিতেই আমরা একেবারে জঘন্য জাতি। এই যে বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু এবং ব্যাধি চার রকমের বীমা, আজ যাহা সমস্ত সভ্যজগতে ঘরে ঘরে হইয়া গিয়াছে সে জিনিষের একটা জিনিষ ইতালিতে সবে মাত্র সুরু হইয়াছে, সেইটা দৈব বীমা।" ইতালিয়ানরা কোন্ অবস্থায় রহিয়াছে তাহার তুলনায় আমরা কোথায় আছি, ঐতিহাসিক ভাবে সে আলোচনা সম্প্রতি করিব না। বিস্‌মার্কের মাথাটা লইয়া, মাথার ভিতরকার "বিলুটা" লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইতে চাই।

দেড় কোটি জার্ম্মাণের ব্যাধি-বীমা

বিস্‌মার্ক দেখিল, মানুষ যখন জন্মিয়াছে তখন তাহার অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অসুখ যদি হয়, তাহার জন্য দায়ী থাকিবে কে? আমরা বলিব, "ব্যক্তি স্বয়ংই দায়ী।" উহারা বলিতেছে তাহা হইলে চলিবে না, গোটা দেশটাকে সেইজন্য দায়ী করিতে হইবে। পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে আমি একজন, আমার অসুখ হইয়া থাকে সেইটা আমার ব্যাপার, আমার পয়সা না থাকে আমি ভিন্ন আর কে সেজন্য দায়ী থাকিবে? উহারা বলিতেছে "দেশ সেজন্য দায়ী।" খালি বলিলে হইবে না, আমি কোন, না কোন জায়গায় চাকুরী করি, যে আমাকে অন্ন দিতেছে তাহার দায়িত্ব আমার জীবনের উপর রহিয়াছে। আমাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য প্রথম দায়িত্ব অন্ন-দাতার, দ্বিতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কারণ রাষ্ট্র সকলকে মানুষ করিয়া বাঁচাইয়া রাখে।

রামচন্দ্র পোদ্দার ১০০৲ টাকার চাকুরী করে, কি ইস্কুল মাষ্টারী করে। আফিসে; হউক, কারখানায় হউক, মহুর হউক, কুলী হউক, কেরাণী হউক, দুনিয়ার সকল দেশেই বহু লোক চাকুরী করে। ১০০৲ টাকা যদি এক জনের মাহিয়ানা হয় ১০৲ টাকা কারখানার মালিক দিল, ১০৲ টাকা নিজে দিল, ১০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট দিল, মোট ৩০৲ টাকা মাসে মাসে জমা হইতে লাগিল। এইভাবে যখন জমা হইতে থাকিবে, যখন তাহার অসুখ হইবে, তখন তাহার বাপ, স্ত্রী, ছেলের দায়িত্ব কিছু নাই, তাহার যে মনিব অন্নদাতা সে তাহাকে এম্বুলান্স গাড়ীতে করিয়া হাসপাতালে পাঠাইবে, হাসপাতালে যত শীঘ্র অসুখ সারে সে চেষ্টা হইবে, তাহা যদি সে করে, তবে বলিব তাহার দায়িত্ব পালন করা হইল।

যখন আমি চাকুরী করিতে ঢুকিয়াছি তখন আমার মনিব এই রকম ভাবে আমাকে বাঁচাইতে আইনতঃ বাধ্য। যদি না করে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ চলিবে, গভর্ণমেণ্ট মোকদ্দমা চালাইবে, তাহার নানারকম আইনকানুন আছে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র উকিলের দরকার, খবরের কাগজের দরকার, ব্যাখ্যার দরকার হয়। বিপুল কাণ্ড। তাহা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।

আমাদের দেশে যেমন ৫ কোটি লোক, জার্ম্মাণিতে ৪০ কোটি লোক। তাহার মধ্যে ১৫০ কোটি লোকের সম্বন্ধে এই রকম নিয়ম জারি আছে। এই দেড় কোটি লোকের যদি অসুখ হয় তাহার বাপ দাদা ভাই স্ত্রী দায়ী নয়। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এমন একটা টাকা আছে, যে টাকা যথাসময়ে তাহার জন্য খরচ হইবে। এই ভাবে তাহারা ২৫ হাজার কর্ম্মকেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ। গভর্ণমেণ্টের কারখানার হউক, পোষ্ট আফিসে হউক, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ১৮৮৩ সালে ব্যাধি-বীমা-সমিতি দ্বারা এতগুলি লোক প্রতিপালিত হইয়াছে।

ধরুন, আমি কাজ করিতে গিয়াছি, অসুখ হইয়াছে,

৩ মাস থাকিতে হইবে দার্জ্জিলিংএ। আমার পয়সা কোথায়? দরকার হইলে দার্জ্জিলিং কি রাঁচি পাঠানো আমার মনিবের দায়িত্ব। ১৯০ কোটি লোকের সে দায়িত্ব নাই। জার্ম্মাণিতে এই রকম ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশে যদি সে রকম ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে যখন তখন যে-সে লোকের বানপ্রস্থে যাওয়ার প্রয়োজন হইত না। মাথা খাটাইয়া দেখা গিয়াছে, এই ১৯০ কোটি লোককে এমন করিয়া কর্ম্মক্ষম করা যায়, ম্যালেরিয়া হউক, কালাজ্বর হউক যে কোন অসুখ হউক, দার্জ্জিলিং দরকার হইলে মক্কা, কামস্কাট্‌কাও পাঠান যাইতে পারে। তাহা হইলে বলুন স্বদেশসেবার প্রয়োজন কোথায়? খাওয়া পরার ব্যবস্থা থাকিলে অসম-সাহসিক, দুঃসাধ্য কাজে কে না ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে?

আমরা কর্ম্মক্ষম নই। দেখিতে হইবে আমরা কি করিয়া কর্ম্মক্ষম হইব। যে কাজটা করিতেছি সে কাজটা ঠিক সমানভাবে ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেমন করিয়া চালান যায়? সম্ভব কিনা সেটা বুঝিবার জন্য অন্যান্য জাতি কি করে তাহা দেখা উচিত। তাহার প্রথম নম্বর ব্যাধি-বীমা।

দৈব-বীমা

দ্বিতীয় নম্বর দৈব-বীমা। এইটা আলাদা বস্তু। মনিবের কাজের জন্য রাস্তায় হাঁটিতে মোটর-চাপা পড়া সম্ভব। রেলে যাইতে যাইতে কলিজন হইয়া মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে করিতে আঙুলের একটুকু কাটিয়া গেল। কে প্রতিকার করিবে? তাহার জন্য আইন হইল ১৮৮৪ সালে। তাহার আগাগোড়া মজার। আমার কিছু পয়সা দিতে হইবে না। আমাকে বাঁচাইবার জন্য কাপাকড়ি পর্য্যন্ত যে খরচ সে সব কারখানার মালিক দিতে বাধ্য। ডাক্তারকে ডাকিতে সে বাধ্য, ওষুধ পত্রের জন্য সে দায়ী। পরিবার-প্রতিপালন করিতে মাসিক ভাতা দেওয়া দরকার, মনিব দিবে। হাঁসপাতালে পাঠান দরকার মনিব পাঠাইবে। আজকালকার কথা বলি না, আজ কাল এত সমিতি হইয়াছে, নাম করিতে গেলে মহাভারত হইতে হইবে। ১৮৮৪ সালের কাছাকাছি ৪৯০ কোটি লোকের মধ্যে পৌনে দুই কোটি লোক জার্ম্মাণিতে দৈব-বীমা করিয়াছিল। তাহারা হাসিয়া খেলিয়া যাহা কিছু করিতে পারিত, এখনও পারে। আমরা পারি না। তাহাদের চিরজীবনের ভার লইয়াছে অন্য লোকে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অসুখ হইলে ডাক্তারকে ৪৲টাকা কি দিতে হইবে। সে কথা বাঙ্গালী কয় জন লোক না ভাবিয়া পারে? কিন্তু এই সব লোকের এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এমন একটা চিন্তা ইহাদের মগজে আসিয়াছিল যাহাতে দৈব নামক বস্তু চিন্তা করিবার তাহাদের আর প্রয়োজন হয় না। জন্ম হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা নিশ্চিন্তভাবে, বেপরোয়া-ভাবে কাজ করিয়া যায়। এখানে বলিতে চাই, এ ধরণের চিন্তায় যাহাদের জীবনটা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের টক্কর দেওয়া সম্ভব কি? আমাদের কুলী, মজুর, তাহাদের কুলী মজুরের সঙ্গে, আমাদের ব্যবসাদার তাহাদের ব্যবসাদারের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে কি করিয়া? পৌনে দুই কোটি লোক এই রকম স্বাধীন ও নিশ্চিন্তভাবে জীবন-যাপন করিতেছে।

বার্দ্ধক্য-বীমা

তারপর বিস্‌মার্কের মাথায় খেলিল—ইহা হইলেও চলিতেছে না, আরো কিছু আছে। মানুষ অস্থিচাছে যখন বুড়ো হইবেই। বুড়ো হইলে অথর্ব্ব হইবেই হইবে। বুড়ো হওয়া আর অথর্ব্ব হওয়া সব ক্ষেত্রে এক নয়। কোন্ বয়সে কাকে বুড়ো বলে দেশ হিসাবে তাহা আলাদা। বিলাতে ৭০ বৎসর বয়সে, সুইটসারলাণ্ডে ৬৫ বৎসর বয়সে, প্রুসিয়ার ৭৫ বৎসর বয়সে বুড়ো হয়। আমরা না হয় ৪৫ বৎসর বয়সেই বুড়ো হই। আইন মতে বুড়ো। বিস্‌মার্ক দেখিল লোকগুলো বুড়ো হইবেই। "বুড়ো হইলে তো ফেলিতে পারি না, আমাদেরই দেশের লোক, এত দিন খাটিয়াছে, ৬০।৬৫।৭০ বৎসর ধরিয়া দেশকে বড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া দিই কি করিয়া? এ খাটিতে পারিতেছে না তাহার জন্য কিছু করা দরকার।" আবার চালাইল বোমা, সে বোমা বার্দ্ধক্য-বীমা। পেন্‌সন্‌লিষ্ট বাড়া হইল। ইহার জন্য টাকা আসিতেছে খানিকটা গভর্ণমেণ্টের কাছ

হইতে খানিকটা বুড়োর কাছ হইতে, খানিকটা যেখানে সে কাজ করে সেখান হইতে। ১৮৮৯ সালে সেটা হয়। ইহার মধ্যে পড়িয়াছে পুরুষ স্ত্রী লইয়া ২ কোটি লোক। ইহারা যখন বুড়ো হইবে, ৭০ বৎসর যখন ইহাদের বয়স হইবে তখন ইহারা পেনশন-তালিকায় পড়িবে। নিয়ম হইল—বুড়ো হইবামাত্রই সরকার হইতে দেওয়া হইবে বৎসরে ৫০ মার্ক বা ৩১ টাকা। বীমা কোম্পানীতে যে কত হইল তাহা হইতে দেওয়া হইবে ২৩০ মার্ক বা ১৭০ টাকা। এই ২০৭ টাকা সে বৎসরে পাইবে। ইহা হইল পেন্সন-বীমা। কেবল তাহা নয়, অথর্ব হওয়ার জন্য আরো কিছু আছে, তাহার সঙ্গে আরো কিছু টাকা জুড়িয়া দেওয়া হয়। ধরা যাক্ যেন হঠাৎ লোকটা পাগল হইয়া গেল, কি তাহার হাত-পা কাটিয়া গেল। তখন তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই জন্য বুড়োর চেয়ে সে কিছু বেশী পায়। গভর্ণমেণ্টের ভাতা ৫০ মার্ক ঠিকই আছে। কোম্পানীর থেকে আরো কিছু বেশী দিতে হইবে (৪৫০ মার্ক=৩২০ টাকা)।

মৃত্যু-বীমা

তারপর মানুষ মরিবে এইটও বিস্‌মার্কের মাথায় আসিল। কেবল যে বুদ্ধদেবের মাথায় আসিয়াছিল, বা যীশুখৃষ্ট কি সেণ্টপলের মাথায় একথা আসিয়াছিল তাহা নয়। তবে বিস্‌মার্কের মাথার একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি ভাবিলেন,—একটা উপায় বাহির করিতে হইবে, যেই মানুষ মরিল তখন তখনি কেওড়াতলায় পাঠাইবার খরচ আছে। লোকা কথা নয়, কেওড়াতলায় লোক পাঠাইতে দেড়শ, দুইশ, ২৫০ টাকা খরচ হইবে। এই সমস্তের জন্য কোম্পানী দায়ী। এই অবস্থায় হাসিয়া খেলিয়া মরিতে পারা যায়। আমি মরিলে যদি পয়সা খরচ না হয় আমি যখন-তখন মরিতে রাজি আছি। তারপর মহালোকের আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করিতে হইবে, ৪ কন্যা ও পুত্র, বিধবা স্ত্রী রহিয়াছে তাহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণিতে মা ষষ্ঠীর কৃপা যথেষ্টোনাস্তি। ২০।২১ বৎসর হয় নাই এমন অন্ততঃ ১০টী সন্তান অধিকাংশ পরিবারেরই গৌরব। ২০।২১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কত করিয়া দেওয়া হইবে? কোনো লোকের একশ টাকার চাকুরী থাকিলে মাসে কুড়ি টাকা দিতে হইবে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে, তারপর যে বিধবা স্ত্রী আছে তাহাকেও সেই ২০ টাকা হারে দেওয়া হইবে।

বিধবা-সমস্যা

একজন বিধবা ২টী মেয়ে লইয়া পথের ভিখারী হইল। আমাদের দেশে বিধবা-সমস্যা যেমন আছে উহাদের দেশেও তেমনই আছে। মাথা খাটাইয়া জীবনকে কত উপায়ে সুখময় করা যায় তাহার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ইয়োরোপের বিধবা-সমস্যার মীমাংসা। বিসমার্ক ব্যবস্থা করিলেন ও জনকে মাসে ৬০ টাকা দেওয়া হইবে। ভাবিয়া দেখুন বিধবার সব আছে, আসবাবপত্র বাড়ীঘর সব রহিয়াছে, স্বামী মরিয়া গেলে কিছু খরচ হইল না। তাহার উপর ৬০ টাকা মাসে মাসে পাইতেছে। বিধবারা, অনাথ শিশুরা তাহা হইলে আর কাঁদিবে কেন? বাস্তবিক পক্ষে চখের জল ওসকল দেশে কমিয়া আসিয়াছে।

আর আমাদের দেশে কান্নাকাটির বিরাম নাই। আপনারা বলিবেন "স্বামীকে ভালবাসা আমাদের বিধবাদের একমাত্র ধর্ম্ম। আমাদের বিধবারা একেবারে সব সতীসাধ্বী এই জন্যই কাঁদে। যত অসতী সব ওদের দেশে।" প্রশ্ন করা যাউক—আমাদের দেশে বিধবারা যখন কাঁদে, কিসের জন্য কাঁদে? বাপ মরিলে আমরা যখন কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি, একবার আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমরা বাস্তবের কিছু জানি না। আমরা জানি একটা বোল "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ"। কাজেই শাস্ত্র আওড়াইয়া আমরা তোতা পাখীর মত বলিয়া ফেলি যে, ঐ শ্লোক অনুসারেই আমরা কাঁদিয়া থাকি,—বাপকে ভালবাসি বলিয়া। কিন্তু এইটা মিথ্যা হইতেও পারে। সমস্যাটা যুবক ভারতের মনে জাগিয়াছে কি? বোধ হয় জাগে নাই, তাই তাহারা কল্পনারাজ্যে এখনও বিচরণ করিতেছে।

বিস্‌মার্কের মাথায় আসিল এই যে, স্বামী যখন মরিবে

বিধবারা কাঁদিবেই। এটা অতি স্বাভাবিক এবং প্রথম স্বীকার্য্য। কিন্তু বিধবার চোখের জল কমানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। অনেক বিধবা পশ্চিমা সমাজেও আছে, যাহারা মরা স্বামীর কথা ভাবিয়া কাঁদে। পুনর্ব্বিবাহের আইনতঃ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করে না, এমন হাজার হাজার স্ত্রীলোক জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের সমাজে আছে। তাহা থাকা সত্ত্বেও স্বামী মরিলে স্ত্রী কাঁদে। বাপ মরিলে ওই সকল দেশেও ছেলে কাঁদে। ভালবাসার মনুক, স্নেহ-মমতা ভক্তি-শ্রদ্ধার রাজ্য খৃষ্টিয়ান-দেশে কম বিস্তৃত নয়। কিন্তু আসল কথা, ক্রন্দন-তত্ত্বে আসল ভালবাসার বিজ্ঞান কতখানি আছে, অর্থ-চিন্তাই বা কতখানি আছে যুবক ভারত একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বিস্‌মার্ক বলিল "মাথা মুড়াইয়া মরা স্বামীর চরণ বুকে করিয়া থাকাই অথবা ঐ রকম কিছু করাই বিধবার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। বর্ত্তমান জগতের বিধবাকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভুলাইয়া রাখা উচিত হইবে না। তাহাদের জন্যও সম্পূর্ণ মানবত্বের নতুন নতুন সুযোগ তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে।" তাহাই হইয়াছে।

বর্ত্তমান জগতের জন্ম

ভারতে বোধ হয় এমন কোনো পরিবার নাই যেখানে বিধবা নাই, এমন কোন পরিবার নাই যেখানে কাজ করিতে করিতে চাকুরো ৩০।৩৮ বৎসর বয়সে মারা যায় নাই। তাহার ফলে এক একটা পরিবার হাহাকার করিতেছে, যেন আর কিছু করিবার নাই। হিন্দু-সমাজে আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে আমরা হাহাকার করিয়াছি বিস্‌মার্কের ঠাকুরদাদাদের আমলেও জার্ম্মাণরা তাহাই করিয়াছে। গোটের আমলে এমন কোন ক্ষমতাবান্ জার্ম্মাণ ছিল না যে চিন্তা করিতে পারিত যে, দেড় দু'কোটি লোকের ভার লইবে কোনো এক প্রতিষ্ঠান। সেকালের বিলাতেও কেহ এইরূপ বলিতে সাহস পায় নাই। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় ফরাসীরাও বলিতে পারে নাই। বিস্‌মার্ক মাথা খাটাইয়া এক একটা প্রণালী, এক একটা কর্ম্ম-কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। মান্ধাতার আমলের কোন লোকের মাথায় তাহা আসে নাই। সোজাসুজি আমাদেরও বলা উচিত, হিন্দু-সমাজ এই লাইনে কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মামুলি যৌথপরিবারের ব্যবস্থায় অবশ্য সেকালের দুনিয়া এই দায়িত্ব কিছু কিছু সামলিয়া চলিয়াছে। আসল কথা, নবীন জগতের সূত্রপাত হইয়াছে ১৮৭০—৮৩ সালে; তাহার আগের কথা আলোচনা করিতে হয় কর, প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে কর, বাসি মাল হিসাবে কর। কিন্তু যৌবনের কথা যদি শুনিতে চাও, ১৮৭৫, ১৮৮৩, ১৮৯৫ ইত্যাদি সালের কথাই ভাবিতে হইবে। এই সকল তারিখেই বর্ত্তমান জগতের জন্ম। আমি এখানে আগে বলিয়াছি, ইতালি আহা উহু করিয়া বলিতেছে "অন্য জাতি বড় হইয়াছে আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না। আমরা শুধু নৈব নৈব করিয়াছি, তাহাতেও জুয়াচুরি বাটপাড়ি রহিয়াছে, কিছু উপকার হইতেছে না ইত্যাদি ইত্যাদি।" যেই এই বিনিব আবিষ্কার হইল, অমনি নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। অষ্ট্রীয়া, ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িল। জার্ম্মাণির শিষ্য বলিয়া রুডেড অর্ক্কের খ্যাতি আছে। সে থাক না থাক তাঁহার মাথায় আসিয়াছিল বিলাতে কিছু করার দরকার। তখন বিলাতে "ওল্ড এজ পেন্‌শান" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

সরকারী আইন বনাম স্বাধীন বীমা

এখন জিজ্ঞাস্য—বীমা সম্বন্ধে আইন করা উচিত কি? না উহা স্বাধীন রাখিয়া দেওয়া ভাল? ইহা লইয়া প্রবল আন্দোলন আছে। যেমন বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি চলিবে কি অবাধ নিয়ম চলিবে এই লইয়া ঘোরতর তর্ক চলিয়াছিল তেমনি বীমা-প্রথাটা গভর্ণমেণ্টের আইনের সাহায্যে চালানো উচিত, না লোকের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ফেলিয়া রাখা উচিত, এই লইয়া লড়াই চলিতেছে। দুই রকম তর্ক আছে। একটা হইতেছে "তুমি যখন সেয়ানা মানুষ, নিজে বুঝিতেছ অসুখে পড়িবে মরিবে, তোমার বিধবা স্ত্রী থাকিবে, ছেলে পুলে না খাইয়া মরিবে, তাহাদের ব্যবস্থার ভার তোমার উপর।" এ অতি সঙ্গত কথা, বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। উল্টা তর্ক নিম্নরূপ—"গভর্ণমেণ্ট এখন

বলিবে তুই যদি না করিস তোকে করাইতে বাধ্য করিব।"

এ আজগুবি চিন্তাপ্রণালী নয়। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইহার নজির আছে। আমরা স্কুলে পড়িব কিনা? যে চাকরের ছেলে পড়িতে চায় না, উপদ্রব মনে করে, বাধ্য করিতে পারে না—একথা আমরা বলিয়া থাকি। ঠিক তাহার উল্টোও আছে। বহুত আচ্ছা, বাধ্যতামূলক একটা শিক্ষার বিধি কর, হবেই হইবে। তেমনি বীমা বিষয় লইয়া ধনী ও বিত্ত মহলে বিপুল তর্ক চলিতেছে। আইন করা উচিত কিনা, করিলে বাধ্যতামূলক করা হইবে কিনা, সার্বজনিক করা হইবে কিনা ইত্যাদি। আর সেই আইনের প্রত্যেক শব্দ লইয়া তোলপাড় হইয়াছে, অনেক কাণ্ড হইয়াছে। এখানে খানিকটা দলিল দেখাইতে চাই—ফরাসীর দলিল।

ফরাসী পণ্ডিতদের তর্ক

ফরাসীদেশে এ লইয়া অনেক বিতণ্ডা চলিতেছে। ফরাসী ধন-বিজ্ঞান-পরিষদের হোমরা-চোমরা লোকেরা তাহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। তাহার অনেক কারণ আছে, একটা কারণ এই। ফরাসী পণ্ডিতেরা বলিতেছেন "বিস্‌মার্ক এই কাজ করিয়াছিল কেন জান? অবশ্য তাহার কোন মতলব ছিল। সে সময় কার্ল মার্কস্ নামে একটা লোক এবং তাহার বন্ধু এঙ্গেলস্ দুই জনে মিলিয়া জার্মাণিতে ভয়ানক আন্দোলন চালাইতেছিল। আরেক জন লোক তাহাদের তাঁবে আসিয়াছিল। নাম তার লাসাল। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় দল জার্মাণিতে প্রবল ছিল। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল সোশ্যালিজম বলিয়া একটা জিনিষ। তাহারা মুটে মজুরের দল। সাম্রাজ্যবাদী দল জার্মাণদেরকে বলিত "জাতীয়তা বা সাধারিকতা ১৮৭০ সালে ফরাসীর হাড় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়াছে। দরকার হইলে আবার লড়াই করিতে হইবে। সকলের মধ্যে একমাত্র কথা দেশ, তাহাকে বড় করিতে হইবে।"

জার্মাণির মত বিলাতেও ইম্পীরিয়ালিজম আছে, ফ্রান্সেও তাহাই আছে। সেই সব চিজ আমাদের দেশেও আছে। তাহার তত্ত্বকথা এই "আগে এদেশের লোক স্বাধীন হউক তারপর চাষীদের বড় করিব, আগে স্বরাজ গড়িয়া উঠুক, তারপর আর সব হইবে, ইত্যাদি" সমস্ত পৃথিবীতে একই শাস্ত্র চলিতেছে।

কার্ল মার্কস্ বনাম বিস্‌মার্ক

যাক, ফরাসী পণ্ডিতদের জার্মাণি সম্বন্ধে মতামত আলোচনা করিতেছি। ফরাসীরা বলিয়া থাকেন—তখন একটা মত চলিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে আর একটা মত দাঁড়াইল, সমাজ-সাম্যদল। তাহারা মজুরগুলিকে বলিতে শিখাইল—"মজুরদের স্বার্থ এমন কিছু যাহা বাস্তবিক রাষ্ট্রীয় স্বার্থদ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক শাসিত যে দেশ তাহার সেবা করিলে মজুরদের স্বার্থ-রক্ষা হইতে পারে না।" ফরাসী পণ্ডিত-সঙ্ঘ—আমিও যাহার মেম্বর—তাহারা বলিয়াছে "বিস্‌মার্ক ভেল্কির লোক। কার্ল মার্কসের মগজে ছিল মজুর-জগতকে করায়ত্ত করা। বিস্‌মার্ক ভাবিল এমন একটা কিছু করা দরকার যাহাতে এই লোকগুলোর কথা আর শুনিবার প্রয়োজন না থাকে। মরিলে আমি সাহায্য করিব, ব্যাধি হইলে ওষুধপত্র দিব, যত রকম উপায় থাকিতে পারে সব দিক্ দিয়া যদি মজুর, গরীব, কেরাণী, ইস্কুল মাষ্টার ইত্যাদিকে সাহায্য করি, তবে আন্দোলন চালাইবে কে? পেট যতক্ষণ ঠাণ্ডা থাকিবে ততক্ষণ কেহ কিছু করিবে না। অতএব দাও উহাদের রুটী, তাহার উপর দাও একটু মাখন, তারপর মাংস, তারপর আর একটু রুটী।"

ফরাসীরা একটু রুটী আর খুব জোর একটু কফি খায়। জার্মাণরা খায় আগে রুটী, তারপর মাখন, তারপর মাংস। তাহারা খাইতে খাইতে চলে, কাজ কর্ম করে, পাঁচ পাঁচ বার খায়, আর তাহাদের মজুর চাষীরা পর্য্যন্ত মোটা হইয়া উঠে। বিস্‌মার্ক বলিল—"সব লোককে পাঁচ বেলা খাওয়াও তাহা হইলে 'স্বদেশী' বক্তৃতা হইবে না। যাহারা আন্দোলন চালাইতেছে, তাদের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। পেট ভর্তি করিলে মুখ বন্ধ হয়। তাই বিস্‌মার্ক তাহাদের পেট ভর্তি করিয়া রাখিয়াছে" ইত্যাদি ধরণের ব্যাখ্যা পাই ফরাসী পণ্ডিত-মহলে।

ফরাসীদের আত্ম-প্রশংসা

ফরাসীরা বলিতেছে "জার্ম্মাণদের সমাজ পচা, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা একটা কিছু করিতেছে। আমরা ফরাসী, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টান্তস্থল, পৃথিবীর যত বড় বড় চিন্তা,—আদর্শ সব আমরা, এই ফরাসীজাতি আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের লোককে শিখাইবে উহারা! আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার যারপর নাই সংযমী, তাহাদিগকে সংযম শিখাইবার প্রয়োজন নাই।" আমি গল্প করিতেছি না। আমি সেই পণ্ডিত-সঙ্ঘের সভ্য। তাহারা আমাকে বলিয়াছে তুমি ভারতে গিয়া এই মত প্রচার করিবে।"

জার্ম্মাণির যেমন ক্রুপ ফ্যাক্টরী তেমনি ফরাসীদেরও একটা কোম্পানী আছে, তাহার যে বড় এঞ্জিনিয়ার, তাহার নাম সিনো। এক বইয়ে সে লিখিয়াছে "সরকারী বীমার কোন প্রয়োজন নাই, বীমা জিনিষ এবং প্রত্যেক জিনিষই লোকেরা স্বাধীনভাবে স্বতঃভাবে নিজ স্বার্থ অনুসরণ করিয়া গড়িয়া তুলিবে। আইন করিবার প্রয়োজন নাই।" ফরাসী পণ্ডিত-সঙ্ঘের হোমরা-চোমরা লোক আইন করিবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা আইন করিতে দিবে না। ১৯২৪ সালে এই সম্বন্ধে সিনোর বই বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে দেখাইতে চাই তাহাদের যুক্তিটা কি। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া কুলী মজুরদের জন্য ফরাসীরা কি করিয়াছে তাহার একটা বিবরণ সে বইয়ে আছে এবং আইন না থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা কি করিতে পারিয়াছে তাহারও কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে। যুক্তিটা কি এখানে আমি শুধু তাহাই দেখাইব।

ফ্রান্সের বিশেষত্ব

বইয়ে আছে—"জার্ম্মাণির অবস্থা আর ফ্রান্সের অবস্থা কি এক? জার্ম্মাণির যে নরনারী তাহারা স্বভাবতঃ শৃঙ্খলীকৃত ও সঙ্ঘবদ্ধ; সেখানকার নরনারী যখন তখন যে কোন সঙ্ঘের ভিতর ঢুকিতে পারে। বক্তৃতা দিয়া শিখাইতে হয় না, সঙ্ঘের ভিতর ঢুকা অতি সহজ, আর সেখানকার সুবিধাগুলা তাহারা সহজেই নিজস্ব করিতে পারে। সেখানে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতেও জার্ম্মাণদের ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বাধীনতার স্বাদ জার্ম্মাণি জানে না। ফরাসীও কি তাই? ফরাসীরা কেমন? যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রত্যেক সমাজে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে ফরাসীর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উঠিতে স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়াছে, সেই ফরাসী-মহলে কি এই নিয়ম খাটিতে পারে? কি রকম ফরাসী? যে ফরাসী জমি-জমার আইন এমন করিয়া ফেলিয়াছে যাহার ফলে সব জমি ছোট ছোট টুকুরো টুকুরো। তাহাতে জমিদার নামক বস্তু নাই, যদি থাকে সে জমিদার কি রকম? ছোট ছোট জমির স্বাধীন মালিক। যেখানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এত বেশী সেই ফরাসী দেশে কিনা আইন করিতে হইবে? এই যে ফরাসী কারখানা এই যে শিল্প, ইহাতে কি দেখিতে পাই? সেখানে সকলে ছোট-খাট শিল্পের মালিক, অল্প মূলধন-বিশিষ্ট কারখানার মালিক, সেই সমাজে আবার আইন? এ জিনিষ ফরাসীর বিশেষত্ব—

এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার ফরাসী ভূমি।

এ জিনিষটা না আছে বিলাতে, না আছে জার্ম্মাণিতে, না আছে আমেরিকায়।" এভাবের বক্তৃতা চলিয়াছে। বাঙালী চরিত্রও অনেকটা এইরূপই দেখা যায়। বক্তৃতা করিতে করিতে কেহ বলিতেছে—"বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, যে আন্দোলনের ঢেউ জাপান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেই জাপান হইতে ইত্যাদি।" সেইরূপ বুকনিই শুনিতেছি এই ফরাসী পণ্ডিতের মুখে। তিনি আবার বলিতেছেন—"স্বল্প মূলধন-বিশিষ্ট স্বল্পায়তন কারখানার মালিক, যাহা-দিগকে কোন দিন বিশাল-আয়তন কারখানার মালিকেরা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে নাই, ছোট ছোট মালিক যাহারা তাহাদের হইতে কেহ কেহ বড় মালিক হইয়াছে কিন্তু তাহারা ছোটগুলাকে ধ্বংস করে নাই,—সেজন্য বড়দের নিকট ছোটদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত" ইত্যাদি।

বীমা আইন সম্বন্ধে ফরাসী মজুর

এখানে মালিক নিজকে নিজেই ধন্যবাদ দিতেছেন। বইখানি কে লিখিয়াছেন? একজন যেন টাটা কোম্পানীর মালিক লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি মজুরদের জন্য যাহা করিয়াছেন পৃথিবীতে আর কেহ তাহা করে নাই। কুলী-মজুর-কেরাণী তাহারা কি সেকথা বলিবে? তাহারা বলিবে—"তাহা ত আমরা জানি না।" সেইরূপ বড় একটা ফরাসী কারখানার মালিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন "কেরাণী ও গরীবদের জন্য আমরা যাহা করিয়াছি, কেহ কখনও তাহা করে নাই, আমরা গরীবদের কখনো বাঁধিয়া রাখি নাই।" গরীবদের জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—উহার মত জুয়াচোর, বাটপাড় কেহ নাই। যুক্তি দেখাইতেছেন জার্মাণিতে যে রকম আইন,ফরাসী দেশে তাহার দরকার নাই। কারণ ছোট ছোট মালিক, ছোট ছোট জমিদার, ছোট ছোট কারিগর, ছোট ছোট কুটীর-শিল্পী এই হইতেছে আমাদের দেশের—ফরাসীদেশের বিপুল সমাজ-শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল আর্থিক শক্তি। যেন ফরাসী পুঁজিপতি আর জার্মাণ পুঁজিপতি আছে ফারাক!

ঐরূপ লোক থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা এতদিনে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছে। কাহারা করিয়াছে? মজুরদের প্রতিনিধিরা। উহাদের দেশে ৪ কোটি লোক। তাহার মধ্যে প্রায় এক কোটি লোক এই আইনে পড়িয়াছে। তাহাদের খরচ দেওয়া হইবে। অর্দ্ধেক দিতেছে মজুররা আর অর্দ্ধেক দিতেছে কারখানার মালিকরা।

যুবক ভারতের সমস্যা

কি ফ্রান্স, কি জার্মাণি, কি ইংলণ্ড সকল সভ্য দেশেই জনসাধারণ ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা দ্বারা পেন্সন পাইতেছে। আমাদের পক্ষে সে রকম ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা জানিনা। ১৯২৬ সালে এ জিনিষ আমরা ধারণা করিতে পারি কি? অথচ এ ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না করিব, কর্ম্মদক্ষতা বলিয়া জিনিষ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিব না। স্বদেশসেবা হিসাবে যদি কাজ করিতে চাই, পারিব না। ইয়োরোপের সঙ্গে যদি টক্কর দিতে হয়, পারিব না। যে কোন দেশের সঙ্গেই টক্কর দিতে হয়, পারিব না। আমাদের টক্কর দিতে হইবে কাহার সঙ্গে? একবার ভাবি কি? চোখের সামনে দেখি লড়াইয়ে জার্ম্মাণির হাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিস্‌মার্কের সাধের সাম্রাজ্য টুঁটা হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের আর্থিক দৃঢ়তা অটুট আছে। বিস্‌মার্কের আধখানা কাজ ষোল কলায়ই খাড়া রহিয়াছে। তাহা যতক্ষণ ঠিক থাকিবে, ঐ দেশকে কেহ নড়াইতে পারিবে না। জার্ম্মাণি ত জার্ম্মাণি, মনে হয় ইতালী আমাদের থেকে একটু কিছু বেশী বটে; কিন্তু আমরা ইতালীর কাছাকাছিও নহি। আমরা কাহার সঙ্গেই টক্কর দিবার পথে আজ দাঁড়াইতে পারি না।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে এই সব করিয়া উঠা কঠিন হইলেও ইহারই কথা ভাবিতে হইবে। পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে দেড় কোটি বাঙ্গালী এই আইনফানুনে বদ্ধ হইবে, যাহার ফলে আমরা আর্থিক হিসাবে স্বাধীন ভাবে, নিশ্চিন্ত ভাবে এবং নিরুদ্বেগে যার যার কাজকর্ম করিয়া যাইব। এইটা ১৯২৬ সনে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব মনে হইতেছে। কিন্তু এই সব প্রণালী অবলম্বিত না হইলে আমরা কোন কিছু করিতে পারিব না। আর ইহা যদি করিতে পারি তাহা হইলে অহরহ যে সব বুজরুকি ও আজগুবি কথা বলিতে আমরা অভ্যস্ত সে সব কথাও আওড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।

আয়ের পথে পিপুল

শ্রীঅমিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বে আমরা হরীতকীর বিষয়ে দু'চার কথা বলিয়াছি; এবারে পিপুলের বিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

যে সমস্ত লতা, গুল্ম এবং গাছ ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। পিপুল গাছও ওষধি জাতীয় একপ্রকার গুল্ম-বিশেষ। বাংলাদেশ, আসাম, সিংহল, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর এবং মালাবারদেশ ইহার জন্মস্থান। কিন্তু কুমারীকা অন্তরীপ হইতে মালবারের তাবৎ ভূভাগে এবং বাংলাদেশেই ইহা সব চেয়ে বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অনেক জিনিষই তো বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক জিনিষেই আবার বাঙ্গালী প্রচুর পরিমাণে দরিদ্র। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

ভাদ্রমাসের শেষ এবং আশ্বিন মাসের প্রথমে পিপুল গাছে ফুল ধরে এবং পৌষ মাসের প্রথমে ফলগুলি পাকে। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি যথানিয়মেই সম্পন্ন করিয়া যেয়, কিন্তু আমাদের কাজ আমরা করিয়া উঠিতে পারি কই? তাই যথানিয়মে ফল পাকে, ঝরিয়া পড়ে, আবার যথা নিয়মেই পচিয়া যায়।

পিপুল গাছের মূল হইতে যে চারা গজাইয়া উঠে উহা-দ্বারাই পিপুলের বংশ-বৃদ্ধি হয়। বর্ষা পড়িলে ঐ চারাগুলি সাবধানে তুলিয়া শুষ্ক, উচ্চ এবং উর্ব্বর জমিতে পাঁচ ছয় ফুট অন্তর লাগাইয়া দিতে হয়। এই হিসাবে এক বিঘা জমিতে প্রায় দুই শত চারা লাগান যাইতে পারে। পিপুল শুষ্ক, উচ্চ এবং উর্ব্বর জমিতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। উর্ব্বর জমি হইলে প্রতি বিঘায় প্রথম বৎসর দুইমণ, দ্বিতীয় বৎসর চারিমণ এবং তৃতীয় বৎসর ছয়মণ পর্য্যন্ত পিপুল জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

পুরাতন গাছগুলি জমি হইতে উঠাইয়া ফেলিয়া সেই সেই স্থানে নূতন চারাগুলি লাগাইতে হয়। চারাগাছগুলির গোড়ায় সামান্য সার এবং সূর্য্যের উত্তাপ হইতে কচি শিকড়গুলিকে রক্ষা করার জন্য তৃণাদি বিছাইয়া দিবে।

অনেক স্থানে পিপুল ক্ষেতে বেগুণ মূলা, লঙ্কা প্রভৃতি গাছ লাগাইয়া দিতে দেখা যায়। উহাতে পিপুলের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দেখা গিয়াছে উহাতে ফসলের বিশেষ কোন কমবেশ হয় নাই।

ফল একেবারে সুপক্ক হইবার পূর্ব্বেই তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। সুপক্ক ফল অপেক্ষা একটু কাঁচা ফল শুকাইয়া লইলে ব্যবসায়ের পক্ষে উহার মূল্য বেশী হয়। আয়ুর্ব্বেদেও এই শেষোক্ত প্রকারের পিপুলকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। কেন তাহা ঠিক জানিনা। বোধ হয় সুপক্ক হইলে উহার তেজ কতকটা কমিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি,—শুকনা সুপক্ক ফল অপেক্ষা শুকনা ঈষৎ কাঁচা ফলে ঝাল অনেক বেশী।

বাংলাদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে পিপুল প্রতি বৎসর বোম্বাই প্রদেশে চালান হইয়া যায়। পিপুলের ফল এবং মূল দুই-ই সমান দরকারী। বোম্বাইয়ের 'বাজার গুরে' দেখিয়াছি,—সেখানে প্রতিমণ পিপুল নয় টাকা এবং প্রতিমণ মূল সাত টাকা হিসাবে বিক্রয় হয়। আবার মুঙ্গাপুর এবং মালবারের পিপুল অপেক্ষা পিপুলের মূলই উৎকৃষ্টতর। বোম্বাইতে মালবারের পিপুলের মূল প্রতিমণ পনর টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা এবং মুঙ্গাপুরের পিপুলের মূল প্রতিমণ দশ টাকা হইতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে পিপুলের নাম পিপ্পলী। বোধ হয় হরীতকীর পরই আয়ুর্ব্বেদে পিপুলের স্থান। বহু প্রাচীনকাল হইতে পিপুল আমাদের দেশে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসি-তেছে। চরক বলেন :—"পিপুল তাপরক্ষক, মৃদু-বিরেচক, বায়ুনিঃসারক, উত্তেজক এবং কফ ও পিত্ত-নাশক। কাশি,

স্বরভঙ্গ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, হাঁপি ও পক্ষাঘাতে পিপুল মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।" আমি নিজেই পিপুল ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্বরভঙ্গ ও কাশিতে যে উপকার পাইয়াছি, ছাপানো লেবেল মারা বিলাতী পেটেণ্ট—যার উপর লেখা আছে,—"ধন্বন্তরি সৃষ্ট হয় নাই"—তার সত্তর টাকার ঔষধেও একশ ভাগের এক ভাগ উপকার পাই নাই। সে লেবেল-মারা শিশিতে পোরা ঔষধের মূল্য লাগিল সত্তর টাকা, আর পিপুলে আমার খরচ হইল আট পয়সা। তবু আমরা আশুতোষ, তবু আমরা পরমুখাপেক্ষী।

পিপুলের গুঁড়া মধুর সহিত পুনঃ পুনঃ লেহন করিলে কাশি, হাঁপি, স্বরভঙ্গ ও অনিদ্রা আরোগ্য হয়। পিপুল, পিপুলের মূল, গোল মরিচ এবং আদা সমানভাগে চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বদ্ধকোষ্ঠ গুপ্ত-সন্ধি ও স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

চক্রদত্ত বলেন,—"প্রথমদিন তিনটি পিপুলের গুঁড়া মধুর সহিত লেহন করিবে। এইভাবে দশদিন পর্য্যন্ত পিপুলের মাত্রা দৈনিক তিনটী করিয়া বাড়াইয়া দশম দিন হইতে আবার দৈনিক তিনটী করিয়া কমাইয়া দশ দিন ব্যবহার করিলে পুরাতন কাশি, হাঁপি, বক্ষৎ প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হয়।" পিপুলের নস্য মাথা পরিষ্কার করিয়া অবসাদ এবং তন্দ্রা দূর করে। পিপুল তৈলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই তৈল মাথায় ব্যবহার করিলে মাথার বিকৃতি দূরীভূত হয়।

পিপুল প্লীহা, যকৃৎ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের অত্যুৎকৃষ্ট টনিক। পিপুলে তৈয়ারী সুরা ব্যবহার করিলে রাতকাণা দোষ সারিয়া যায়। পরিপাক-ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে পিপুল অদ্বিতীয়। ধাত এবং চর্ম্মরোগে পিপুলের বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। পিপুলের দ্বারা মলম তৈয়ারী করিয়া সর্পদষ্ট স্থানে তৎক্ষণাৎ দিতে পারিলে সুফল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদে অম্লপূল রোগের পক্ষে এবং পাকস্থলী-সম্পর্কীয় রোগের পক্ষে পিপুল অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিশুদের হৃৎপিণ্ড-সম্পর্কীয় রোগেও ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রসবের পর পিপুল ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র প্রসূতির রক্ত বন্ধ হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-বর্ণিত পিপুলের সম্যক ইতিহাস এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা অসম্ভব, আজ আমরা এইখানেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। এই অতি উপকারী জিনিষটী ব্যবসায়ের জন্য জন্মাইলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী মেডিকেল কলেজ। ইহা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের ভিত্তির উপর গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ বেসরকারী তত্ত্বাবধানে একটি প্রথম শ্রেণীর মেডিকেল কলেজ চলিতে পারিবে, একথা তখন অনেকেই ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও জনসাধারণের মুক্তহস্ত সাহায্যের এবং বহুসংখ্যক খ্যাতনামা চিকিৎসকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠান দেশের একটি মুখোজ্জ্বলকর কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কলেজ-সংযুক্ত হাঁসপাতালসমূহও দেশের অভাব যথেষ্ট মোচন করিয়াছে। ১৯২৭ সালে সর্ব্বসমেত একলক্ষ বিশ হাজারেরও অধিক রোগী হাঁসপাতালে থাকিয়া (ইন-ডোর) ও বাহির হইতে (আউট-ডোর) চিকিৎসিত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গুরুতর আর্থিক অভাব ইহার কার্য্য পরিচালনার ও আশানুরূপ অগ্রসরের পথে অন্তরায় হইয়াছে। বাহুল্যবোধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাঁসপাতালের অনুপাতে

এখানে অর্দ্ধেকেরও অনেক কম খরচ হয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার ব্যয় বার্ষিক ন্যূনাধিক ৩।০ লক্ষ টাকা। এখানে মোটে ৭০,০০০ টাকা। ইহা সম্ভবপর হইবার একমাত্র কারণ এই যে, এখানকার অধিকাংশ শিক্ষকই কেবল নামমাত্র বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কয়েকজন আদৌ বেতন গ্রহণ করেন না। কিন্তু এত ব্যয়-সংক্ষেপ সত্ত্বেও কিছুতেই ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইতেছে না; অথচ কলেজ ও হাঁসপাতালের নানাদিকে প্রসারেরও অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, যথা :—

১। অত্যাবশ্যক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্য্যের প্রসার।

২। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসার হাঁসপাতালের আয়তন-বৃদ্ধি। (দ্রষ্টব্য :—এতদর্থে স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির স্মৃতিরক্ষা কমিটী তাঁহাদের সংগৃহীত ৩০,০০০ টাকা এই কার্য্যে দান করিয়াছেন। ১,২৬,০০০ টাকা ব্যয়ে জমি খরিদ করা হইয়াছে। এতদর্থে আরও ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় আবশ্যক হইবে।)

৩। একটি পৃথক চক্ষু-চিকিৎসার হাঁসপাতাল।

৪। অস্ত্র-চিকিৎসা হাঁসপাতালের আয়তন-বৃদ্ধি,—ইত্যাদি—

এই সকল উন্নতি-সাধনের ও সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অন্যূন দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

আমাদের বিশেষ নিবেদন এই যে, জনসাধারণের সদ্ভাবতার ফলে যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহারই অত্যাবশ্যক উন্নতির জন্য এবং কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য আজ আমরা পুনরায় অর্থ-সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তাঁহাদেরই নিকট আবেদন জানাইতেছি।

যে কোনও দান—"সেক্রেটারী মেডিকেল এডুকেশান সোসাইটী অব্ বেঙ্গল" ১নং বেলগাছিয়া রোড—এই ঠিকানায় পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

শ্রীকেদারনাথ দাস,
প্রিন্সিপাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও সেক্রেটারী
মেডিকেল এডুকেশান সোসাইটী অব্ বেঙ্গল।

সরকারী গৃহস্থালীর খরচ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, দিনাজপুর

গৃহস্থালী থাকিলেই খরচ আছে—সে সরকারী গৃহস্থালীই হউক, আর ব্যক্তিগত গৃহস্থালীই হউক। আর এই খরচ মিটাইবার জন্য সকল দেশে সকল সময়ে অর্থেরও প্রয়োজন হয়। তবে ব্যক্তির ও সরকারের খরচ যে একই রকম তাহা নয়। ব্যক্তির গৃহস্থালীতে খরচ যে যে খাতে হয় সরকারের খরচও যে ঠিক সেই সেই বাবদ হয় তাহা নয়। এই দুই ধরণের খরচের মধ্যে মিলও আছে, আবার গরমিলও ঢের। আর দুই গৃহস্থালীর ধরণ-ধারণেও প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি তার নিজের আয় বুঝিয়া খরচ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ঠিক উল্টা। সরকার আগে ঠিক করে খরচ কি কি খাতে করিতে হইবে, তাই বুঝিয়া আয়ের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহস্থের লক্ষ্য থাকে নিজের আয় হইতে সংসার খরচ মিটাইয়া যাহাতে দুই পয়সা বাঁচাইতে পারে। ঋণের ধার সে ধারিতে চাহে না। কিন্তু সরকারের আয় ব্যয়ে মিল হওয়া চাই—সঞ্চয় যেন না হয়, ঋণও যেন না হয়। সরকারের খরচের টাকা জোগায় করদাতা জনসাধারণ। সরকারী গৃহস্থালীর খরচ মিটাইয়া যদি টাকা বাঁচে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই ফালতো টাকা করদাতাদের নিকট হইতে আদায় না করিলেও চলিত। তাহাদের করভার আরও কমানো যাইত। আবার বে-হিসাবী খরচ করিয়া সরকার যদি দুই হাতে অতিরিক্ত ঋণ করিতে থাকে, তাহা হইলেও উহা

নিম্ননীয়; কারণ সে ঋণ শোধ করিতে হইবে দেশবাসীকেই। তৃতীয়তঃ, গৃহস্থ খরচ করিবার সময় নজরে রাখে তাহার নিজের সংসারের লাভালাভ। আর সরকারের খরচের উদ্দেশ্য থাকে সমাজের কল্যাণ। কাজেই ব্যক্তিগত রাষ্ট্রের খরচের ক্ষেত্রেও পার্থক্য যথেষ্ট।

সরকারের খরচ কি কি ?

রাষ্ট্রের খরচ যে সকল দেশে সকল সময়ে একই ছিল বা আছে তাহা নহে। যুগে যুগে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা যেমন বদলাইয়াছে, তেমনি উহার খরচের ধরাগুলিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনুপাতও ঠিক থাকে নাই। একই রাষ্ট্রের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের খরচের মধ্যেই যে কেবল প্রভেদ তাহা নহে; বর্ত্তমান যুগেও মানুষের শিক্ষা ও চিন্তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও যেমন বদলাইতেছে, সরকারী খরচের খাতে এবং অনুপাতেও তেমনি পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা, দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষা, কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তার এই সকল কাজই সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র মনে করে প্রজাদিগের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কিছু করা তাহার কাজ নহে, শুধু দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষা করিলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। কোনো রাষ্ট্রে হয়তো দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা ব্যয় হইতেছে, অথচ শিক্ষার বিস্তারের জন্য তাহার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খরচ নমো নমো করিয়া সারা হইতেছে। আবার হয়তো আর কোনো রাষ্ট্রে দেশের সকাগুলিতে টাকা যার হইতেছে জলের মত, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার প্রতি ততটা নজর নাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সকল রাষ্ট্রে সরকারী খরচের তালিকায় অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও আগাগোড়া ঠিক একই রকম নহে। যে রাষ্ট্রের চেষ্টা যত ব্যাপক, তাহার খরচও তত বেশী। আবার এই খরচ মিটাইবার জন্য তাহাকে টাকাও সংগ্রহ করিতে হয় অনেক। কোন্ কাজের জন্য কত খরচ হয়, এবং খরচের টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে কি কি বাবদ কত হারে আদায় হয় ইহার উপরই সমাজের কল্যাণ অনেকটা নির্ভর করে। তাহা হইলেই মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি সরকারের কর্ত্তব্য ঠিক করিবার কোনো মাপকাঠি নাই? এমন একটা মাপকাঠি নাই যাহা দিয়া বিচার করিয়া এক দুই তিন করিয়া বলা যায় যে, এইগুলি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কাজ। আজ যাহা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা হইতেছে ৫০ বৎসর আগে হয়তো তাহা সরকারের কাজ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্যক্তি নিজের গরজেই উহা করিত। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রের কাজ কি কি তাহা জানিতে হইলে কোন্ কোন্ যুগে রাষ্ট্রের কি কি কাজ ছিল, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তখনকার লোকের কি রকম ধারণা ছিল তাহা বুঝা দরকার। আজকাল কি পূবের কি পশ্চিমের, সকল দেশের রাষ্ট্রেরই গড়ন, ধরণধারণ, কম-বেশী পশ্চিমা রাষ্ট্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই আপাতত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের অভিব্যক্তি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। আদিম যুগে ইয়োরোপে রাষ্ট্রই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল না। সমস্ত সমাজের গড়ন ও চলন নির্ভর করিত সমাজের আইন-প্রণেতার মর্জ্জির উপর। তাহার পরের যুগে ব্যক্তির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একটু একটু করিয়া জাগিতে ছিল বটে, কিন্তু তাহার বাহ্য প্রকাশ বা সুফল তেমন কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। মধ্যযুগের পরে যখন কেন্দ্রীভূত সম্রাটগণের উদ্ভব হইল, তখন তাঁহারাও চাহিলেন আগের মতই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক জীবনের সব-দিকটাই শাসন করিতে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেও আজ-কালকার মত তখন স্বাধীনতা ছিল না। শ্রীযুক্ত জি, আর্নিটেজ্ স্মিথ তাঁহার "প্রিন্সিপ্যাল্ এণ্ড মেথড্স্ অব্ ট্যাক্সেশান" নামক বহিতে লিখিয়াছেন "যুগে যুগে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রশক্তি প্রথানুসারে ব্যক্তির উপরে যে শাসন চালাইয়া আসিয়াছে তাহাতে সামাজিক ও আর্থিক অধীনতার চেহারাই ফুটিয়া উঠিয়াছে বেশী করিয়া। শ্রম ও করের উপরে দেখিতে পাওয়া যায় জুলুমের প্রভাব; হরেক রকম বাঁধনে বাঁধা ছিল শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য ও

প্রশ্ন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেশীর ভাগ লোকের কাছে ছিল স্বপ্নের জিনিস।" একদিকে ব্যক্তির জীবনের উপরে রাষ্ট্রশক্তির এই শাসন ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছিল, অপরদিকে ব্যক্তির মনে এই বাঁধন হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চালাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের উপরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে লাভ হইল ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এমনি করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার কর্ত্তব্য কিছু কিছু করিয়া কমিতে লাগিল। কিন্তু তখনো সমাজের আর্থিক জীবন ছিল রাষ্ট্রের মুঠার মধ্যে। আর্থিক কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করিত রাষ্ট্রশক্তির উপর। সপ্তদশ শতাব্দীতেও আর্থিক জীবনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা কিছু ছিল না, সরকারের হুকুম ছিল বড় কথা। এই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ হইল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তখনকার মানুষ ভাবিতে শিখিল যে, শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারের কর্ত্তামি অনেকটা কমানো দরকার। মানুষ যদি তাহার স্বাভাবিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ বেশী হয়। ব্যক্তির জীবনের উপর সরকারের কর্ত্তামি কমাইয়া দিয়া প্রতি ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেও, সে তাহার স্বার্থের টানে স্বাধীনভাবে দশের সঙ্গে এটকর দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। দেখিবে সমাজের আর্থিক জীবন আরও উন্নত হইয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় মানুষ স্বার্থের প্রেরণায় প্রতিযোগিতা করিয়া চলিলে তাহার শক্তির বিকাশ হয়, কাজের ক্ষমতা বাড়ে, এবং সে নূতন নূতন বিষয়ে মাথা খেলাইয়া নানারকম আবিষ্কার করিয়া দেশের সম্পদ্ বাড়াইতে পারে। তাহাতে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলেও সমাজে শান্তি ও জ্ঞানের বিস্তার না থাকিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কাজেই এই দুইটি কাজ আসিয়া পড়ে সরকারের ঘাড়ে। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তখনকার ইংলণ্ডের অর্থশাস্ত্রী আডাম্ স্মিথ্ তাঁহার "ওয়েল্থ্ অব্ নেশান্স্" (জাতীয় সম্পদ্) নামক বহিতে লিখিয়াছেন—"স্বাভাবিক স্বাধীনতার নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের কেবলমাত্র তিনটি কাজ করা দরকার :—(১) বাহিরের অন্যান্য স্বাধীন সমাজের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করা (২) সমাজের ভিতরেই একজন যেন আর একজনের উপরে অত্যাচার বা অবিচার না করে তাহা দেখা এবং (৩) ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় যে সকল কাজ কোনও ব্যক্তি করিতে চাহে না, সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য সেই সকল কাজ করা অথবা তজ্জন্য প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা। যেমন পথ-ঘাট যান-বাহন, খাল, বন্দর, স্কুল, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি।" এক কথায় বলিতে গেলে তখনকার লোকের মত ছিল যে মানুষের জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে তাহার সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও চর্চ্চার জন্য তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হইবে। সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তির জীবনের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই মতবাদের প্রভাবেই রাষ্ট্রের কাজ কমিয়া আসিল, এবং ব্যক্তির কর্ত্তব্য বাড়িয়া চলিল। ইহার পর আর এক ধরণের চিন্তা মানুষের মাথায় খেলিল। সমাজতান্ত্রিকেরা বলিলেন "মানুষের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজ-ভুক্ত অপরাপর লোকের সাহায্য পাওয়া একান্ত দরকার। এই সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে রাষ্ট্রের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে।"* এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ ঠিক করিতে গেলে আর্থিক জীবনের সকল কাজকর্মই সরকারের হাতের মুঠায় আসিয়া পড়ে। ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়। স্নেহপ্রবণ পিতা যেমন পুত্রের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ-কামনায় তাহার স্বাধীনতায় বাধা দেয়, তেমনি সমাজতন্ত্র-প্রবণ রাষ্ট্রগুলিও ব্যক্তির কল্যাণের জন্য তাহার স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটায়। কোনো কোনো রাষ্ট্র এই মতবাদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

* কার্ল সি. রেহন প্রণীত "ইন্ট্রোডাক্সন টু পাব্লিক ফিনান্স।"

এখনকার সকল রাষ্ট্রই এই সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি তন্ত্রবাদের নাকামাঝি থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইতেছে। তবে সকলেরই মূল নীতি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে মানিয়া চলা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কর্ত্তব্যও বদলায়। কখনো উহার দুই একটা কাজ বাড়ে আবার কোনো সময়ে বা ব্যক্তিই নিজে সরল করিয়া কোনো কোনো কাজ করে, সরকার রেহাই পায়। আজকাল রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতায় তখনই হস্তক্ষেপ করে যখন সে ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির সুযোগ নষ্ট না করিয়া তাহার কল্যাণ করিতে পারে। কিন্তু গত ইয়োরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রের পর হইতে বড় বড় দেশের রাষ্ট্রের ঝোঁক দেখিতেছি সমাজতন্ত্রবাদের দিকে।

বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমালোচনার রকমফের

ইয়োরামেরিকার আর্থিক সাহিত্যে সমালোচনা একটা মস্তবড় জিনিষ। ইহা স্বাধীন প্রবন্ধের সম্মান পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ, প্রবন্ধ ও সমালোচনা এই দুইটা জিনিষ দিয়াই এক একটা পত্রিকার প্রায় সমস্তটা অবয়ব পূরণ করা হয়। এ দুটি পত্রিকার দিকে তাকাইলেও সে কথা বুঝা যাইবে।

গোটা বছরে ইকঃ জাঃ তে প্রবন্ধ ও সমালোচনার জন্য যথাক্রমে ২৯৬ ও ২৩০ পৃষ্ঠা গিয়াছে; আর আঃ রিঃ তে ২৪৯ ও ৩১৫ পৃষ্ঠা গিয়াছে। অর্থাৎ আমেরিকান্ কাগজ সমালোচনার জন্য অনেক বেশী স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

কিন্তু সমালোচনারও রকমফের আছে। ইকঃ জাঃ আধ পাতা বা তার চেয়েও কম্ পৃষ্ঠায় সমালোচনাও বাহির করিয়া থাকে। কিন্তু সমালোচনার দফায় মাত্র পুস্তকের নাম ইত্যাদি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা নাই। সেটা শেষ অধ্যায়ে স্থান পায়। ইকঃ জাঃ সমালোচনাকে যে প্রবন্ধের তুল্যমূল্য জ্ঞান করে তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, প্রতি বছর কতকগুলি সমালোচনাকে প্রবন্ধের আসনে স্থান দেয়। আমেরিকান্ কাগজ সাধারণতঃ এরূপ করে না। তার নিকট সমালোচনা একটা আলাদা দরকারী বিভাগ।

"আর্থিক উন্নতি"র ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে দুই পত্রিকায় সমালোচিত সমস্ত গ্রন্থ, গ্রন্থকারের নাম ধাম ইত্যাদি সবিস্তারে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। এখানে ঐ বিষয়ে, বিশেষতঃ গ্রন্থকার ও সমালোচকদের সম্বন্ধে ২।১টা মাত্র কথা বলা যাইবে।

ইকনমিক জার্ণালে সমালোচকের সংখ্যা ৬৭ আর সমালোচিত কেতাবের পরিমাণ এইরূপ :—

মার্চ্চ	২৭ খানা
জুন	২৯
সেপ্টেম্বর	২৫
ডিসেম্বর	৪১ „
মোট	১২২

অর্থাৎ গড়ে প্রতি সংখ্যায় ৩০ খানা বই সমালোচিত হইয়াছে ও প্রতি ব্যক্তি প্রায় ২খানা বই সমালোচনা করিয়াছেন।

ইকঃ জার্ণালের সমালোচনা পদার্থটাকে এক নিশ্বাসে গণিয়া গাঁথিয়া বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমে-

রিকান কাগজের সমালোচনাটা তৎক্ষণাৎ হাজির করিয়া দেওয়া যায় না। গত বছরের অগ্রহায়ণ মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে যেখান হইয়াছে, এই সমালোচনার ভিতর কোন্ কোন্ দফা ঠাঁই পাইয়াছে। এখানে বিভিন্ন দফার আলাদা হিসাব না দিয়া একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করা যাইতেছে। সমালোচকদের মধ্যে ৮৭ জনের নাম আছে, আর প্রতি মাসে এক এক বিভাগে মোট কেতাবের সংখ্যা ও তদ্রূপ পৃষ্ঠার সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	মার্চ্চ		জুন		সেপ্টেম্বর		ডিসেম্বর			মোট	
১। সাধারণ প্রস্তাবনী, তত্ত্ব ও তার ইতিহাস	২৩	৮	৪১	১২৯	২৯	৯	৩৯	১১	= ১৩৫	৪০৷
২। আর্থিক ইতিহাস ও ভূগোল	৬৩	১৮	৬১	১০৷	৫৭	১৩	৬৭	১২৷	= ২৪৮	৫৪
৩। কৃষি, খনি-বিদ্যা, ধনবিজ্ঞান, মৎস্যপালন	৩৬	৯	৪৫	৫৷	২৯	৬	৩৮	৪।	= ১৪৮	২৬
৪। মানুষ্যাকৃচারিং ব্যবসা	১৩	১	১৩	১	১২	১	৪	৷	= ৪২	৩৷
৫। যান-বাহন ও বার্ত্তা সম্প্রেষ	২৪	২	২১	৩৷	২৬	৩	১৯	১	= ৯০	৯।
৬। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক চক্র	১২	২	১৯	২	৯	২	১২	১	৫২	৭
৭। হিসাব, খতিয়ান, ব্যবসা-প্রণালী, টাকা খাটান ও বিনিময়-প্রথা	৯৭	১৪৷	৯১		৭৬	১১৷	৭৫	৯৷	= ৩৩৯	৫২৷
৮। পুঁজিপাটা ও পুঁজিপাটামূলক প্রতিষ্ঠান	৮	১	৯		৯	১	১০	৮	৩৬	৬৷
৯। মজুর ও মজুর-প্রতিষ্ঠান	৩৬	৬৷	৩৪		২৮	১০৷	২০	১৷	= ১১৮	৩০৷
১০। মুদ্রা, দর, ক্রেডিট্ ও ব্যাঙ্কিং	৪১	১০৷	৪৬		৩৯	৩৷	৩৬	৩	= ১৬২	২০৷
১১। সরকারী কোষ, করাদায় ও টারিফ্	২২	৫৷	৪১		৩৩	৪৷	১৬	১৷	= ১১২	১৭৷
১২। লোকবল ও উপনিবেশ	১০	৬	১৫		৯	২৷		১৷	= ৪৬	১৪
১৩। সমাজ-সমস্যা ও সংস্কার	৩৫	৩৷	২৯		৩৪	২৷	৪০	৩৷	= ১৫৮	১১৷
১৪। বীমা ও পেন্সন	১১	৷৷	১৭		১৩	৮	২০	৫।	= ৬১	৫৷৷
১৫। দারিদ্র্য, দান ও সাহায্য-ব্যবস্থা			৪		৩	৷	১	৮	= ৮৯	
১৬। সোশিয়েলিজ্‌ম ও সমবায়-আন্দোলন	১২	২৷	১১		৩	৷	৭	১	৩৩	৫৷
১৭। ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ ও তার প্রণালী	২৩	৪৷	২০		২২	১৮	২১	৫৷	= ৮৯	১৩৷
	৪৭২	১৫	৪১৭	৮৩	৪৩১	৭৩	৪০৭	৬১	= ১৮৫৭	৩১৪

উপরের দিকে তাকাইলে আমারিকান্ সমালোচনাকে এক বিরাট কাণ্ড বলিয়া মনে হইবে না কি? বলা বাহুল্য প্রায় হাজার দুই কেতাবকে ৩১৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সমালোচনা করা সম্ভবপর নহে। ইহার মধ্যে সমালোচনা, অর্দ্ধ ও সিকি সমালোচনা অথবা শুধুমাত্র নাম-নির্দ্দেশ (অধিকাংশের) স্থান পাইয়াছে। প্রতি সংখ্যায় এরূপ বইয়ের সংখ্যা গড়ে দাঁড়াইতেছে ৪৫৪·২৫।

ইংরেজী পত্রিকায় শুধু বইয়ের নাম শেষ অধ্যায়ে দেশ-অনুসারে স্থান পায়। বিগত ৪ সংখ্যার হিসাবে পাই (হিসাবে ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক গ্রন্থও রহিয়াছে):—

	ইংরেজী	আমেরিকান্	ফরাসী	জার্ম্মাণ	ইতালীয়	সুইডিশ	ওলন্দাজ
মার্চ্চ	২৫(১)	১৭	১৮	২২	৬	১	
জুন	৩৭(৩)	১৩	৭	১৪	৪	৮	

	ইংরেজী	আমেরিকন্	ফরাসী	জার্মাণ	ইতালীয়	সুইডিশ	ওলন্দাজ
সেপ্টেম্বর	২০(৪)	৮	৪	১১	৮		
ডিসেম্বর	৩১(৫)	৯	৬	৯	৯		১০
	১১৭(১৩)	৪৭	৩৬	৪৬	২৭	৯	১০ = ৩০২

এখানে মোট ৩০২খানা কেতাবের নাম পাই। বলা বাহুল্য এগুলির সহিত সমালোচিত পুস্তকগুলি যোগ দিয়া বলা চলে না যে, ইকনমিক জার্ণালে অতগুলা বই প্রতি সংখ্যায় ধরা হয়। কারণ, এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত বহু পুস্তকই পরে আবার সমালোচনা বিভাগে স্থান পাইয়াছে। এই শ্রেণী-বিভাগের ও নামকরণের কিন্তু এক বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। ইংরেজী পত্রিকার সমালোচনা অধ্যায়ে যে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার লইয়াই আলোচনা করা হয়, তা সহজেই বুঝা যাইবে। আমেরিকান্ কাগজ সম্বন্ধেও ঐ কথা।

এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, ইকনমিক জার্ণালে ১৩ টা ভারতীয় পুস্তকের নাম ও অধিকাংশের সমালোচনা করা হইয়াছে। আমরা এ বিদ্যা মোটে আরম্ভ করিয়াছি। সে হিসাবে ইংরেজী ভাষায় আমাদের এ প্রচেষ্টা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নহে।

আমেরিকান্ কাগজে যত বইয়ের সমালোচনা ও নাম করা হইয়াছে, তা বিস্ময়জনক। ইহার সহিত ইকনমিক জার্ণালের তুলনা করা চলে না। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, ইংরেজী সমালোচনার তুল্যমূল্য সমালোচনা আমেরিকান্ কাগজে ঢের বেশী আছে, তবে ভুল করা হইবে। কিন্তু এইরূপ বহুলভাবে আর্থিক সাহিত্যের অন্ততঃ নামটার সঙ্গেও পরিচিত করিয়া দিবার সার্থকতা আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে দুনিয়ার এই সাহিত্য দ্রুতবেগে কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে। অথচ ইহাও সব কেতাব নয়। সারা দুনিয়ায় এর চেয়েও বেশী কেতাব প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালীর ছেলের সেদিকে খোঁজ লইবার প্রবৃত্তি হইবে কি? হাজার কেতাবের মলাটের ধূলা ঝাড়িয়া সেগুলির অন্ততঃ পাতা উল্টাইবার অদম্য বাসনা আমাদের অধ্যাপকগণের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে কি? যদি উঠে, সেদিন উঠিবে সেদিনই আমাদের আর্থিক সাহিত্যে শুভদিনের সূচনা হইবে।

সমালোচকের কুলের খবর

"অধ্যাপক" "অধ্যাপক" বলিতেছি, এজন্য অধ্যাপকেরা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু এই দুই পত্রিকায় অধ্যাপকদের দানের পরিমাণ কিরূপ তার কিছু আভাষ পাওয়া গিয়াছে প্রবন্ধ আলোচনার কালে। সমালোচনার আলোচনা করিলে উহা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

ইংরেজী পত্রিকার ৬৮টা আর আমেরিকান পত্রিকার ৪১টা (অর্থাৎ সমালোচনার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের আসনে স্থিত প্রায় সবগুলি) অধ্যাপকদের লিখিত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেহ বা কলেজে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। টেক্‌নোলজিকাল ও টেক্‌নিকাল ওস্তাদ ও নানা প্রকার আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডাও আছেন।

এই গেল সমালোচকদের সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এখানে আরও দুইটা বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক্—(১) প্রবন্ধ-লেখকেরা কে কতখানি সমালোচনা গোটা বছরে করিয়াছেন অর্থাৎ কজনে কত পাতার বই ঘাঁটা-ঘাঁটিতে আনন্দ পাইয়াছেন? (২) যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটি কাগজ ছাপার পিছনে আছে, তার সভ্যদের কার দানের পরিমাণ কিরূপ?

(১) অধ্যাপক ড্যানিয়েল্‌স ১৪+২৮৮ পৃষ্ঠার একখানা ইংরেজী বইয়ের ১১ লাইন সমালোচনা লিখিয়াছেন। বইয়ের নাম "দি রোমান্স অব্ কটন ইন্‌ডাষ্ট্রী ইন্ ইংল্যণ্ড" (ইংল্যণ্ডে তুলার ব্যবসার অপূর্ব্ব কাহিনী)। গ্রন্থকার এল্, এম্, উড্ ও এ, উইল্‌মোর। ১৯২৭।

উইলিয়ম হার্ব্বার্ট ডসন—৩ খানা জার্ম্মাণ বইয়ের সমালোচনা করিয়াছেন—প্রথম দুইখানার সমালোচনা প্যান-ইয়োরোপীয় আন্দোলন নামে প্রবন্ধের সহিত স্থান পাইয়াছে। তৃতীয়খানা মধ্য-জার্ম্মাণির ব্যবসা সম্বন্ধে। পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৭৮+১৮৬+৮৬।

জন পি, ম্যাক্লটন—"রয়্যাল স্কটল্যাণ্ড ডিউরিং দি ওয়ার" (যুদ্ধের সময়ে স্কটল্যাণ্ডের গ্রামদেশ) নামক গ্রন্থখানির (৭ জন লোকের রচিত) সমালোচনা করিতে গিয়া ৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক প্রবন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই; কিন্তু বেশ বড় বই হইবে।

জে, ডব্লিউ, এক্, গ্রো—"দি লিমিটেড্ মার্কেট" (বাজারের সীমানা) ১৪০ পৃষ্ঠার এবং "দি কমার্শ্যাল এডুকেশান" (ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি ও যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য বা শিল্প-শিক্ষা) ও "বিজিনেস্ ইকনমিক্স" (ব্যবসার অর্থতত্ত্ব) ১৪০ পৃষ্ঠার সমালোচনা। পৃষ্ঠার পরিমাণ—১২৩+(৯+১৬৪)+(৮+৭১)।

ডি, এইচ্, ম্যাক্‌গ্রেগর—অধুনা প্রকাশিত কার্টেল সম্বন্ধে প্রবন্ধাদির আলোচনা উপলক্ষে। এক পৃষ্ঠার প্রবন্ধ তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। লীগ অব্ নেশানের তাঁবে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের ১১টি পুস্তিকা বা প্রবন্ধই আলোচিত হইয়াছে। কার্টেল সম্বন্ধে দু'খানা জার্ম্মাণ বই যথাক্রমে ২১ লাইনে ও ১৪০ পৃষ্ঠায় সমালোচিত হইয়াছে। আর "দি এথিক্স্ অ্যাণ্ড ইকনমিক্স অব্ ফ্যামিলি এনডাওমেণ্ট" (পারিবারিক ভাণ্ডার নীতি ও অর্থতত্ত্ব) বইয়ের সমালোচনায় গিয়াছে প্রায় দুই পৃষ্ঠা। সমালোচিত বইগুলিতে (১ম দফা বাদে) ৩৬+৮৩+১১৮ পৃষ্ঠা।

জে, এ, বাউঈ—একখানা মাত্র বই সমালোচনা করিয়াছেন। ২ পৃষ্ঠায় "এম্প্লয়ি ইক ওনারশিপ ইন্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্স্" (যুক্তরাষ্ট্রে চাকুরেদের পুঁজি-স্বামিত্ব)। বইয়ে আছে ১৭৪ পৃষ্ঠা।

জে, এ, হেবস্—দুইখানা বই সমালোচনা করিয়াছেন প্রায় ২ পৃষ্ঠায় ও ১ পৃষ্ঠায়। দুইখানা কেতাবই কৃষি-ঘটিত অর্থতত্ত্ব-সম্পর্কে। একখানার নাম "ডিমিনিশিং রিটার্ণস ইন অ্যাগ্রিকালচার" (কৃষিতে লাভ আদায়) ১০০ পৃষ্ঠা। অন্যটার "দি ইকনমিক্স অব্ স্মল হোল্ডিংস" (ছোট ছোট জোতের অর্থকথা) ৯+১৩২ পৃষ্ঠা।

লর্ড আর্থলে—লর্ড আর্থলের প্রবন্ধ বলিয়া যেটার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে সেটাই ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বইয়ের সমালোচনা। কেতাবের নাম "পলিটিক্স অ্যাণ্ড দি ল্যাণ্ড" (রাষ্ট্রনীতি ও জমি)। পৃষ্ঠার সংখ্যা জানা নাই।

ডব্লিউ, এল্, ক্রাম্—ইঁহার প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ (১০ পৃষ্ঠাব্যাপী) সেপ্টেম্বরের আমেরিকান্ পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। নাম "আর্থিক ও ব্যবসা-গত সংখ্যা-বিজ্ঞানে অঙ্কশাস্ত্রের প্রভাব।" ইহা সমালোচনা হইলেও গ্রন্থ-সমালোচনা নহে। ঐ পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত এক প্রবন্ধের সমালোচনা। সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে।

ওসকার মার্গর্থ্রর্ণ—ইনি তিনখানি কেতাবের সমালোচনা লিখিয়াছেন। তিনখানাই জার্ম্মাণ ভাষায়। কেতাবগুলির প্রথমটা পুঁজিপাটা, ক্রেডিট্, চক্র ইত্যাদি সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টা জার্ম্মাণরা যাকে বলে "সোৎসিয়াল পোলিটিক্" তৎসম্বন্ধে, তৃতীয়টার বিষয় শতাব্দীর ২৫ বছরের মধ্যে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইতালিতে আর্থিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশের ধারার সন্ধান লওয়া হইয়াছে। পুস্তকগুলির পৃষ্ঠার পরিমাণ এইরূপ:—(১৪+৩৬৯)+(৮+১৭০)+(১২+৩২০)। সমালোচনার জন্য দেওয়া হইয়াছে প্রায় ২ পৃষ্ঠা+১৪০ পৃষ্ঠা +১পৃষ্ঠা।

উপরের বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, ইংরেজী পত্রিকায় ২২ জন প্রবন্ধ-লেখকের মধ্যে ৮জন সমালোচকও বটেন। ইঁহারা গোটা বছরে ১৫।১৬খানা বইয়ের প্রায় হাজার দুই পাতা (১৭৮০ পৃষ্ঠার হিসাব পাওয়া গিয়াছে) সমালোচনা করিয়াছেন। আমেরিকান পত্রিকায় ১৬ জন লেখকের মধ্যে মাত্র ১জন সমালোচনাতেও ভিড়িয়াছেন। গোটা বছরে ৩খানা কেতাবের (৮৯৩ পৃষ্ঠা) সমালোচনা হইয়াছে।

(২) একাধারে সমালোচক ও লেখক ৮ জন জুটিয়াছে ইংরেজী পত্রিকার জন্য। তন্মধ্যে ড্যানিয়াল্স, ম্যাক্‌গ্রেগর ও রবসনরোল এই তিন জন মাত্র হয়েল ইকনমিক সোসাইটির সভ্য, অন্যেরা নহেন। অন্যান্য সভ্যেরা সমালোচনায়

খাতে কে কতখানি দান করিয়াছেন তার হিসাব লওয়া যাইতে। সমস্ত সভ্যের নাম গত বছরের পৌষ মাসের আর্থিক উন্নতিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাক্তার হেন্‌স বোনার—১৯১৩ সনে যুদ্ধের পর যে দুর্যোগ দেখা দিয়াছিল তৎসম্বন্ধে জার্মাণ বই। পৃষ্ঠার সংখ্যা ১১৬। সমালোচনার পরিমাণ ১॥০ পৃষ্ঠা। অন্য বইখানির নাম "আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট অ্যাজ অ্যান ইণ্টারন্যাশনাল প্রব্লেম" (আন্তর্জাতিক সমস্যা—বেকার)। ১৫+১৮৮ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠায় সমালোচনা।

অধ্যাপক ডাক্তার এ, এল্‌ বাউলি ১৫১ পৃষ্ঠায় একখানা মাত্র বইয়ের ২ পৃষ্ঠা সমালোচনা লিখিয়াছেন। বইয়ের নাম ডাস্‌ ডয়চে কোলমিল্‌কোমেন (জার্মাণির জাতীয় আয়)।

অধ্যাপক এডউইন্‌ ক্যানান্‌—ইনি সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক। ইঁহার সমালোচিত বই দুইখানির নাম "দি ফার্ষ্ট ইয়ার অব্‌ দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (স্বর্ণ-প্রমাণের প্রথম বছর) "দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইন্‌ থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাক্‌টিস্‌"। বইয়ে আছে ১৪১+(৮+১২৪)। সমালোচনায় ২½+২½ পৃষ্ঠা।

অধ্যাপক এ, এম্‌. কার সৌণ্ডার্স্‌ ইহার সমালোচিত বইগুলির নাম (১) "প্র্যাক্‌টিকাল সোসিয়াল সায়েন্স' (বস্তুনিষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞান), কেতাবের পৃষ্ঠা ৩৭১, সমালোচনার ১॥। (২) "ইকনমিক্‌স্‌ অ্যাণ্ড হিউম্যান বিহেভিয়ার" (অর্থ-শাস্ত্র ও মনুষ্য-স্বভাব), কেতাবের ১২৭ পৃষ্ঠা, সমালোচনার ২॥। (৩) (৪) (৫) "মডার্ণ ডেভেলপমেণ্ট অব্‌ সিটি গবর্ণমেণ্ট ইন্‌ দি ইউনাইটেড্‌ কিংডম্‌ অ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড ষ্টেটস" (যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে নগরশাসনের আধুনিক বিকাশ-ধারা); কেতাবে আছে (২ খণ্ডে) ৭৩৫ পৃষ্ঠা; "মিউনিসিপ্যাল ফিন্যান্স (মিউনিপালিটির কোষ) ৫৬২ পৃষ্ঠা; "প্রব্লেমস ইন দি মিউনিসিপ্যাল গবর্ণমেণ্ট" (নগর-শাসন সমস্যা), ৪৫৭ পৃষ্ঠা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এই তিনখানা বই একত্র সমালোচিত হইয়াছে ২ পৃষ্ঠায়।

ডাক্তার যে, এইচ্‌ ক্ল্যাপহাম্‌—২॥ পৃষ্ঠায় "দি আমেরিকান উল ম্যানুফ্যাক্‌চার (আমেরিকান পশম-শিল্প) (২ ভাগ) নামে কেতাব সমালোচনা করিয়াছেন। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই।

অধ্যাপক জি, ডব্লিউ ড্যানিয়েলস লেখক হিসাবে আগেই আলোচিত হইয়াছেন।

এ, ডব্লিউ, ফ্লাক্স ৫৯ পৃষ্ঠায় বই "দি ন্যাশনাল ইন্‌কাম্‌", (১৯২৪ সনে জার্মাণ আয়)। তারই সমালোচনায় লিখিয়াছে ২॥ পৃষ্ঠা।

আর, জি, হট্রে। ইঁহার সমালোচিত কেতাবগুলার নাম (১) "রেষ্ট্রোরিং কারেন্সি ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্‌" (সিক্কা প্রমাণের পুনঃ প্রবর্ত্তন) ১০৬ পৃষ্ঠা। সমালোচনা-প্রায় ২ পৃষ্ঠা। (২) "থিওরি অব্‌ ইণ্টারন্যাশনাল প্রাইসেজ্‌" (আন্তর্জ্জাতিক দরতত্ত্ব ৫৭১ পৃষ্ঠা। ২॥ পৃষ্ঠা। (৩) "মানি" (মুদ্রা) ১২০ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠা। (৪) "মডার্ণ মনিটারি সীষ্টেম্‌স্‌" (আধুনিক মুদ্রা-রীতি) ২০৬। ৩ পৃষ্ঠা। "কন্‌ট্রোলিং দি আউট্‌পুট অব্‌ দি গোল্ড (স্বর্ণোত্তোলন-শাসন) ৩১ পৃষ্ঠা। ১। পৃষ্ঠা। (৫) "এ মনিটারি হিষ্টরি অব্‌ আয়ারল্যাণ্ড" (আয়ারল্যাণ্ডের মুদ্রার ইতিহাস)—২১৯ পৃষ্ঠা। প্রায় ১ পৃষ্ঠা।

হেন্‌রি হিগ্‌স্‌—"দি ইন্‌ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড ট্রেড্‌ অব্‌ জাপান (জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য)। ১৪+৩২৮ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠা।

ডব্লিউ, টি, লেটন—"ক্যাসিলি এলাউন্সেস্‌ ইন্‌ প্র্যাক্‌টিস্‌" (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মাণি ও ইত্যাদিতে পারিবারিক ভাতার প্রথা ও ক্ষতিপূরণ দাও সম্বন্ধে আলোচনা। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই। "ক্যামিলি ইন্‌কাম ইন্‌সিওরেন্স" (পারিবারিক আয়-বীমা) পৃষ্ঠা দেওয়া নাই। ৩ পৃষ্ঠা।

অধ্যাপক এল্‌, এল্‌, প্রাইস্‌। এই ভদ্রলোক সমিতির সহযোগী সম্পাদক। (১) "ষ্টাডিজ্‌ ইন্‌ পাব্‌লিক ফিনান্স" (সরকারী কোষ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা), পৃষ্ঠা ১+৩০২। ৩ পৃষ্ঠা। (২) (৩) "দি ইকনমিক ব্যাক-গ্রাউণ্ড অব্‌ দি গস্‌পেল্‌স" (খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের আর্থিক ভিত্তি), ১৫২ পৃষ্ঠা; "দি ক্রিশ্চিয়ান এথিক অ্যাজ্‌ অ্যান্‌ ইকনমিক ফ্যাক্টর" (খৃষ্টান নীতিবাদের আর্থিক সার্থকতা), ১০৬ পৃষ্ঠা। উভয় পুস্তক একত্রে ৪॥ পৃষ্ঠায় সমালোচিত হইয়াছে। (৪) "দি টেব্‌লস্‌ টার্ণড্‌—এ লেক্‌চার অ্যাণ্ড ডায়েলগ্‌ অন্‌ অ্যাডাম্‌ স্মিথ অ্যাণ্ড দি ক্লাসিকাল ইকনমিষ্টস্‌" (মোড় পরিবর্ত্তন—অ্যাডাম্‌ স্মিথ ও

ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কথোপকথন বা মোলাকাৎ) ৬+৪২ পৃষ্ঠা ; ১। পৃষ্ঠা। (৫) ১৫৪ পৃষ্ঠার একখানা ফরাসী কেতাব (দামের উঠা-পড়ার নিয়ম ও দরের সাধারণ গতি)। ৪ পৃষ্ঠা। (৬) "দি রোড্ টু প্রস্পারিটি" (সৌভাগ্যের সড়ক অর্থাৎ উপায়); ৭+১৫৪ পৃষ্ঠা। ২ পৃষ্ঠা।

স্যার জি, সি, ষ্ট্যাম্প—(১) "আমেরিকান রেলওয়ে ইনভেষ্টমেণ্টস্" (আমেরিকার রেলে টাকা খাটান)—৪২১ পৃষ্ঠা ; ১৪ পৃষ্ঠার উপর। (২) পিগুর "ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্লাক্-চুয়েশনস্ (ব্যবসার জোয়ার-ভাঁটা); ৩৯৭ পৃষ্ঠা। সমালোচনার জন্য প্রায় ৭ পৃষ্ঠা দিয়াছে।

অধ্যাপক আর, এইচ্, টনি—ক্যালেণ্ডার অব্ দী আণ্ড মেমোরেণ্ডাম রোল্স রেকর্ডেড্ এবং দি আর্চিভ্স্ অব্ দি কর্পোরেশন অব্ দি সিটি অব্ লণ্ডন আট্ দি গিল্ড হল্। রোল এ ১ এ—এ ৯ (১৩২৩-১৩৩৪ খৃঃ অঃ") (এটাকে লণ্ডন সহরের এক প্রাচীন "মজুর" শ্রেণীর কার্য্য-কলাপের মূল্যবান পত্রিকারূপে গণনা করা যাইতে পারে)। পৃষ্ঠা দেওয়া নাই। সমালোচনায় প্রায় ১ পৃষ্ঠা।

এই তালিকার সহিত বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রতিনিধিদের সমালোচনা কার্য্যটাও জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। ১৫ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জনের নিকট হইতে ৫ খানা বইয়ের সমালোচনা পাওয়া গিয়াছে।

কানাডা হইতে অধ্যাপক সি, আর, কে সমালোচনা করিয়াছেন (১) "এ হিষ্টরি অব্ আমেরিকান ইমিগ্রেশন, ১৮২০-১৯২৪" (আমেরিকান উপনিবেশ ইতিহাস, ১৮২০-১৯২৪) ৩১৬ পৃষ্ঠা ; (২) প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড প্র্যাক্টিস্ অব্ কো-অপারেটিভ্ মার্কেটিং (সমবায় প্রণালীতে বাজারে বেচার নীতিও তার প্রয়োগ) ৮+৫৮০ পৃষ্ঠা। উভয়ের একত্রে সমালোচনায় ৩ পৃষ্ঠার উপর ব্যয়িত হইয়াছে।

আর্ম্মাণি হইতে অধ্যাপক রোসেক্ আ গুম্পোটর কর্ত্তৃক সমালোচিত পুস্তকের নাম "দি সোশিয়েল রিভলিউশান ইন অষ্ট্রীয়া" (অষ্ট্রীয়ার সামাজিক বিপ্লব), কেতাবের পৃষ্ঠা দেওয়া নাই, কিন্তু সমালোচনায় ১৪ পৃষ্ঠার উপর দিয়াছে।

ফ্রান্সের অধ্যাপক শার্লিভ্ "আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক জীবন" নামক ১৬+৪৯০ পৃষ্ঠার পুস্তকখানার সমালোচনা প্রায় ১ পৃষ্ঠা। ফরাসী ভাষায় করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক এডউইন আর এ সেলিগম্যান পৌনে দুই পৃষ্ঠায় ১৭+৪৭১ পৃষ্ঠার এক মার্কাণ কেতাব সমালোচনা করিয়াছেন। ১৭৮৯ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কোষ আলোচনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশানের সভ্যদের মধ্যে কে কতখানি সমালোচনার কাজ করিয়াছেন?

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ল সি, প্লেন এক বৎসর সমিতির সভাপতিগিরি করিয়াছিলেন। তিনি দু'খানা কেতাবের সমালোচনা লিখিয়া দিয়াছেন। (১) দি বিজনেস সাইক্ল্ অব্ এনসিয়েণ্ট এথেনস্" (প্রাচীন এথেন্সের ব্যবসায়-জীবন), ১০+১৭৫ পৃষ্ঠা। সমালোচনায় ১½ পৃষ্ঠা। (২) "ইনকাম ট্যাক্স প্রসিডিওর ১৯২৭" (আয়-কর আদায়ের রীতি, ১৯২৭)। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম 'নিট্ আয় ও কর-নির্দ্ধারণ। আদায় ও শোধের হিসাব।' ১৪+১৪৮৬ পৃষ্ঠা। অন্য ভাগের নাম 'ট্রেজারি বোর্ড অব্ ট্যাক্স, আপীল ও রেভারেল কাছারিতে চলিত প্রথা'। ৪+৫৭৬ পৃষ্ঠা। সমালোচনার জন্য ১ পৃষ্ঠা।

ফ্রাঙ্ক এইচ, নাইট (আইওআ বিশ্ববিদ্যালয়)—ইনি সম্পাদক-সঙ্ঘের অন্যতম। (১) "প্রিমিটিভ্ ট্রেড, ইটস্ সাইকোলজি অ্যাণ্ড ইকনমিকস্" (আদিম যুগের বাণিজ্য, তার মনস্তত্ত্ব ও আর্থিক তত্ত্ব) ১৯১ পৃষ্ঠা ; ১ পৃষ্ঠা। (২) "সোস্যাল প্রগ্রেস্" (সামাজিক উন্নতি) ১৮+৩৮৮ পৃষ্ঠা ; ¾ পৃষ্ঠা। (৩) চেকো-শ্লোভাকিয়ান ভাষায় লিখিত সামাজিক নীতির ভিত্তি নামক ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত গ্রন্থের ¾ পৃষ্ঠা সমালোচনা। (৪) মার্ম্মাণের "সরকারী কাগজপত্র"। ৭+৪২৮ পৃষ্ঠা। ¾পৃষ্ঠা।

জন আইস (কন্সাস্ বিশ্ববিদ্যালয়)—ইনিও সম্পাদক সঙ্ঘের একজন। (১) "এলিমেণ্টারি ইকনমিক্স্" (অর্থশাস্ত্রের প্রথম পাঠ)—দুইভাগে সমাপ্ত—১৮+৫৬৮ ও ৮+৬৬১ পৃষ্ঠা। সমালোচনা পৃষ্ঠার উপর।

(২) "ইন্‌ট্রোডাকশান টু প্রডাক্‌শন ইকনমিক্‌স্" (উৎপাদক অর্থশাস্ত্রের সূচনা) —১৬+২৫৭ পৃষ্ঠা। ১।০ পৃষ্ঠার উপর।

(৩) "এলিমেণ্টস্ অব্ ইকনমিক্‌স" (অর্থশাস্ত্রের কাঠখড়), —৬৮+৬৩১ পৃষ্ঠা ; ½ পৃষ্ঠার উপর।

(ক্রমশঃ)

তর্ক-প্রশ্ন

ভারতীয় জীবনবীমায় স্বদেশী কোম্পানীর প্রাধান্য

গত বৈশাখ মাসের "আর্থিক উন্নতি"র ১৯শ পৃষ্ঠায় ভারতের জীবনবীমার মোট কাজের যে বহর দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে বিদেশী বা অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলির হিস্যা ¼ অংশ দেখান হইয়াছে, বাকী ¾ অংশ ভারতীয় কোম্পানীর ভাবে আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু উল্টা। বর্ত্তমানে যত টাকার জীবনবীমার চুক্তি চলতি আছে তার ¾ অংশের হিস্যায় ভারতীয় কোম্পানী; অবশিষ্ট ¼ অংশ বা শতকরা মাত্র ৪২·৩২ অংশ বিদেশী কোম্পানীর ভাবে আছে। এমন এক সময় ছিল যখন ভারতীয় জীবনবীমার শতকরা ৮০ ভাগের উপর বিদেশী কোম্পানীর হাতে চলিয়া যাইত। কিন্তু জনসাধারণের ভিতর "জীবনবীমা কোম্পানী নির্ব্বাচনের" অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কোম্পানীর কাজ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী,
চীফ্ এজেণ্ট, হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ্ আস্যুরান্স, লিঃ।
৪২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

২। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয় গত বৈশাখের "আর্থিক উন্নতি"র ১৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও আমি 'ডিমিনিশিং রিটার্ণ' এবং 'ইন্‌ক্রিজিং রিটার্ণ'এর বাংলা "ক্রমিক লাভের হ্রাস, বৃদ্ধি" চালাইয়াছি। কোথায় কি লিখিয়াছি তাহা মনে পড়িতেছে না। হাতের সামনে "ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা"র পাণ্ডুলিপিখানা রহিয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি আমি 'রিটার্ণে'এর বাংলা 'আয়' লিখিয়াছি। সে মহাশয়ের ব্যবহৃত "নিয়ন্ন—" ও "উর্দ্ধগ—" শব্দাংশ দুটী ভালই হইয়াছে; কিন্তু চল্‌তি শব্দের সাহায্যে ভাবটি প্রকাশ করিতে পারিলে সকলের নিকট বেশী দ্যোতক হইত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ব্যবসার ইঙ্গিত

গত আষাঢ় মাসের 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় সংকলিত 'কয়েকটি ব্যবসায়ের ইঙ্গিত' নামক-প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং ভুলক্রমে প্রবন্ধের নিম্নদেশে লিখিত "কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা হইতে সংকলিত" এই লাইনটী মুদ্রিত না হওয়াতে আমাকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। প্রবন্ধটী আমার স্বকীয় রচনা মনে করিয়া এবং উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যবসায়সমূহে আমাকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া সম্প্রতি ডেহুন হইতে শ্রীযুক্ত হরিহর মজুমদার নামক এক ভদ্রলোক আমাকে সুদীর্ঘ প্রশ্নপূর্ণ এক পত্র লিখিয়াছেন। আমি বিনীতভাবে জানাইতেছি উক্ত ব্যবসাগুলিতে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং প্রবন্ধটী একটি সংকলিত প্রবন্ধ।

শ্রীসুকুমার মিত্র

১০৭নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক—১৩৩৫ আর্থিক উন্নতি ৫ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

দি চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড্

১৯২৪ সনের ২৩শে নবেম্বর তারিখে এই কোম্পানী গঠিত হয় এবং ১৯২৫ সনের মধ্যভাগে চট্টগ্রাম সহরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের দরখাস্ত করা হয়। লাইসেন্স-প্রাপ্তির সম্বন্ধে বহুপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উদ্যোক্তাগণের বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯২৬ সনের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন এবং ১৯২৭ সনের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সহরের কয়েকটি রাস্তায় প্রথম বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ আরম্ভ করা হয়।

চট্টগ্রামে বিজলীর চাহিদা

১৯২৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাব নিম্নরূপ:—

৪৩৯টী বাড়ীতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইতেছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬০১টী বাড়ীতে "কনেক্‌শান" ও মিউনিসিপ্যাল রাস্তায় ৩২৭টী বাতি দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরের প্রতিমাসে কত ইউনিট বিক্রয় হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে:—

১৯২৭ সনের এপ্রিল	১৪৪৮ ইউনিট
মে	১৪৮৮
জুন	১৯৯২

	জুলাই	২৬১২
	আগষ্ট	৩২২৬
	সেপ্টেম্বর	৪৫৪২
	অক্টোবর	৫১০৩
	নবেম্বর	৪৭৯২
	ডিসেম্বর	৫০৭২
১৯২৮ সনের	জানুয়ারী	৫১৪৪
	ফেব্রুয়ারী	৫৭০৮
	মার্চ্চ	১১৭৯০

অংশীদারদিগকে কর্ম্মকর্ত্তারা জানাইতেছেন :—

"উপরোক্ত হিসাব হইতে প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রাম সহরে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রথম বৎসরেই কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণ সমস্ত হিসাব নিকাশ করিয়া আপনাদিগকে শতকরা ৬৵০ আনা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। অধিকাংশ ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীতে প্রথমবর্ষে কোন লাভ হয় নাই। গত বৎসরের ১৫১৬০৷৵১ লাভের অঙ্ক বাদ দিলেও কোম্পানীর আর এক দিকে বিশেষ লাভ হইয়াছে দেখা যায়। ইঞ্জিনিয়ার, কেরাণী, মিস্ত্রী ইত্যাদি প্রায় ৬০ জন কর্ম্মচারী এই কোম্পানীতে কার্য্য করিয়া তাহাদের স্ব স্ব পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

কারখানায় কারখানায় বিজলী

চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক শক্তির যেরূপ আদর ও চাহিদা বাড়িতেছে তাহাতে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিসাধনও কোম্পানীর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের দৈনিক পত্রিকা "জ্যোতিঃ" বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত প্রেসে মুদ্রিত হয়। একটি সোডা লিমনেডের কল, একটী ইলেক্ট্রোপ্লেটিং মেশিন, একটি বায়স্কোপের কল ও একটী তুলার বীচি ছাড়াইবার বৃহৎ কল বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে। আর একটী বরফের কারখানা চট্টগ্রামে স্থাপিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ৩০ ঘোড়ার বেগশালী একটি মোটর আনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে চট্টগ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নিম্নলিখিত কল কারখানাগুলি লাভজনকভাবে পরিচালিত করা যাইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের অংশীদারগণের অবগতির জন্য এখানে উহার আলোচনা করা যাইতেছে :—

১। কাঠ চিরাইবার কল। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে প্রচুর কাঠ প্রতি বৎসর আমদানি হয়। চট্টগ্রাম-নাজিরের হাট রেলওয়ে লাইনে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে রামগড় পাহাড়ের কাঠও চট্টগ্রামে আসিবে। এই স্থানে লোকের সাহায্যে যেভাবে কাঠ চিরান হয়, বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত কল বসাইলে অতি অল্পব্যয়ে ও কম সময়ের মধ্যে কাঠ চিরাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে।

২। পিতল ও এলুমিনিয়ামের পাতের কল। বর্ত্তমানে চট্টগ্রামে প্রচুর এলুমিনিয়ামের ও পিতলের বাসন বিক্রয় হইতেছে। ইহার অধিকাংশই কলিকাতায় প্রস্তুত। এইরূপ কল এখানে বসাইলে এলুমিনিয়াম, পিতল ও টিনের চাদর হইতে নানাপ্রকার বাসন খুব অল্প খরচে প্রস্তুত করিয়া সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম এবং আরাকানের বাজারে প্রচুর ব্যবসা করা যাইতে পারে।

৩। চট্টগ্রামে প্রতিমাসে পাটনা ও কলিকাতা হইতে হাজার হাজার মণ আটা ও ময়দা আমদানি হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত ময়দা ও আটা-পেষা কল এখন কলিকাতার প্রতি রাস্তাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে খুব কম মূলধন ও স্থানের আবশ্যক হয়। এখানে ঐরূপ কল বসাইলে টাটকা ময়দা ও আটা প্রস্তুত করিয়া বিদেশাগত পুরাতন ও ভেজাল জিনিষের সহিত প্রতি-যোগিতায় সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে।

৪। বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় ব্যবহৃত তৈলের শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক বিদেশ (প্রধানতঃ পাটনা, কলিকাতা) হইতে আসিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত আধুনিক এক্‌স্‌পেলার যন্ত্রের সাহায্যে এখানে তৈল প্রস্তুত করিবার ব্যবসা বিশেষ লাভজনক হইবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, আরাকান, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতির আবাদ

হয়। সুতরাং কল চালাইবার কাঁচা মাল প্রচুর পাওয়া যাইবে। উৎপন্ন তৈল ব্যতীত পশুখাদ্য ও চা-বাগানের জন্য খৈলেরও প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে।

৫। বর্ত্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কলিকাতার নিকটে ও আলিপুর প্রভৃতি স্থানে তালা, চাবি, ট্রাঙ্ক, বালতী, ঝুড়ী, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে এবং উহা গুণে ও মূল্যে বিলাতীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। চট্টগ্রামেও উপরোক্ত জিনিষগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বাজারে সরবরাহ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কাপড় বোনা কল (বিশেষতঃ সুতি প্রস্তুতের জন্য), পাটের কল, ধানভানা কল প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার লাভজনক কল, যাহা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সর্ব্বত্র চলিতেছে, তাহা এখানে চলিতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের অংশীদারগণকে বিস্তারিত বিবরণী, এষ্টিমেট ও অন্যান্য বিষয়ে জানাইয়া সাহায্য করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। কোম্পানীর আফিসে পত্র লিখিলে বা উপস্থিত হইলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। চট্টগ্রামে একটি কটনমিল ও জুটমিল কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই সকল মিল কল-কারখানা চালাইবার জন্য আমাদের নিকট বৈদ্যুতিক শক্তি চাহিলে প্রতি মাসে বহু লক্ষ ইউনিট বিক্রয় হওয়ার আশা করা যায়।

চট্টগ্রামে পাওয়ার হাউস তৈয়ারীর খরচ

আপনারা অবগত আছেন বর্ত্তমান সময়ে আমরা আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিয়া সহরে সরবরাহ করিতেছি এবং তজ্জন্য তাহাদের সঙ্গে ৫ বৎসরের চুক্তি করা হইয়াছে। উক্ত চুক্তিমূলে স্থির হইয়াছে যে, এই ৫ বৎসর পরে যদি রেলওয়ে কোম্পানী বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হন কিংবা আমরা যদি তাহাদের নিকট হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে ৩ বৎসর অন্তে পরস্পর দুই বৎসরের নোটিশ দিতে হইবে। ১৯২৭ সনের ২৩শে মার্চ্চ তারিখ হইতে এই চুক্তিনামামূলে কাজ চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং যদি রেল কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে হয় তবে ১৯৩০ ইং ২৩শে মার্চ্চ তারিখে আমাদিগকে দুই বৎসরের জন্য এই মর্ম্মে নোটিশ দিতে হইবে যে, ১৯৩২ ইং ২৩শে মার্চ্চ তারিখ হইতে আমরা আর রেলওয়ে কোম্পানী হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিব না। রেলওয়ে কোম্পানী এই ৫ পাঁচ বৎসর পরে আমাদিগকে আর বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবেন কিনা তাহার কোনও মতামত জানা যায় নাই। কিন্তু আমাদের দিক্ দিয়া আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, যদি উল্লিখিত ভাবে চট্টগ্রাম সহরে শিল্প-কারখানাদি বিস্তার লাভ করে এবং রেলওয়ে কোম্পানী তাহাদের বর্ত্তমান দর বিশেষরূপে কমাইয়া না দেন, তবে কোম্পানীর নিজের জেনারেটিং ষ্টেশন অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী কারখানা প্রস্তুত করার কার্য্য ১৯৩০ সন হইতেই আরম্ভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। আমরা এই বিষয়ে ইতিমধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের বিক্রয়ের পরিমাণ ও রেল কোম্পানীর বর্ত্তমান দর বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাহারা সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৪০০ কিলো-ওয়াট্ অর্থাৎ ৬০০ ঘোড়ার শক্তি-বিশিষ্ট জেনারেটিং ষ্টেশন কোম্পানী নিজে পরিচালনা করিলে অনেক কম খরচে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারা যাইবে। এই জন্য কয়েক কোম্পানী হইতে উপরোক্ত জেনারেটিং ষ্টেশন প্রস্তুত করিবার ব্যয়ের যে এষ্টিমেট লওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, জমি, ইঞ্জিন, ডাইনামো ও অন্যান্য কল-কব্জা ইত্যাদির মূল্য বাবদ প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হইবে। উক্ত কল-কারখানার মূল্যাদিও বিশেষ সুবিধাজনক কিস্তিমতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জেনারেটিং ষ্টেশনের কল-কব্জা ইত্যাদি প্রথমে সুচারুরূপে স্থাপন করিতে পারিলে তাহা পরিচালনা করা অত্যন্ত সহজসাধ্য।

১৬ মাইল লাইন

কোম্পানীর গত বৎসরের হিসাব-নিকাশ হইতে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে, গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০৬৩১ শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। তন্মধ্যে এলটমেণ্টের

টাকা না দেওয়াতে ৮৮২ মেয়ার বাকেয়াপ্ত হইয়া বাকী ১৭৪৩ মেয়ার বাকাল হইয়াছে। আরও ২২৫১ মেয়ার অধিক্রা আছে। এবছরে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রধান রাস্তাগুলিতে ১৬ মাইল ব্যাপী লাইন প্রস্তুত করা হইয়াছে। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তাতে প্রায় ৬ মাইল লাইন করার একান্ত প্রয়োজন আছে। তজ্জন্য বাকী মেয়ার বিক্রয়ের একান্ত প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়্তি

চট্টগ্রাম বন্দরকে সম্প্রতি একটী প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান বার্ষিক আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকারও অধিক। দ্রুত-গতিতে এই বন্দর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। শীঘ্রই এখানে একটী এরোড্রোম ষ্টেশন ও বেতার বার্ত্তার অফিস স্থাপিত হইতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে বার্ম্মা রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে এই বন্দরের আকার বিগুণ হইবে এবং কল-কারখানা ও আলোক, পাখা প্রভৃতির চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এমতাবস্থায় এখানে বৈদ্যুতিক কারখানার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইসকল দিক্ বিবেচনা করিয়াই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্বন্ধে এখন হইতেই আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইতেছে। আমরা আশা করি কোম্পানীর জেনারেটিং ষ্টেশন স্থাপন কার্য্যও সুসম্পন্ন করিয়া আপনাদের এই জাতীয় অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারিব।

সরকারী বন-বিভাগ ও গোচারণ

বাঙ্গলা সরকারের একটী বন-বিভাগ আছে। উহা সংরক্ষিত বিভাগ। অর্থাৎ উক্ত বিভাগ সম্বন্ধে সর্ব্ব-সাধারণের মত সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতেও পারেন না করিতেও পারেন। বাঙ্গালাদেশে এক বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ব্যতীত আর সকল জঙ্গলগুলি সরকারের খাস সম্পত্তি। ঐ ডিপার্টমেণ্টের বিশেষ লাভজনক, কত টাকা সরকারের আয় হয় তাহাও আর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ সরকারী জঙ্গল মহলে গো-মহিষ চারণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বহু গোয়ালা গো-মহিষ চারণ করিত এবং এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ পাওয়া যী ও মহিষা ঘী পাওয়া যাইত। লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। এখন গো-মহিষ চারণ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বিশুদ্ধ ঘৃত, মাখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ভেজাল ঘীতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, দেশের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। স্থানীয় ডেপুটি কন্‌সারভেটার মিঃ ম্যাকালপীন্ সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কথা হয়। তিনি গো-মহিষ চারণের পক্ষে এবং এ বিষয়ে কন্‌সারভেটর সাহেবের নিকট লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ফল হয় নাই। কন্‌সারভেটার সাহেবের মত গো-মহিষ চারণ করিলে জঙ্গলে শাল শিশু প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষের চারা মরিয়া যায়, মাটি শক্ত হইয়া যায়, বনসম্পদ্ বৃদ্ধি পায় না, সরকারের আয় কমিয়া যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করি সরকার কি ব্যবসা-লক্ষ্য, যে কেবল লাভের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন? জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি করাও তাঁহাদের কাজ। সরকার মুখে জনসাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য অনেক কথা বলেন এবং অনেক টাকাও ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু গো-মহিষ চারণ জন্য কি সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন না? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গল মহল সরকারের হাতে। তাহার এক-চতুর্থাংশ গো-মহিষ চারণের জন্য খুলিয়া দিলে সরকারের অতি সামান্য ক্ষতি হইবে। কিন্তু আরও হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ ঘৃত মাখন পাইবার ব্যবস্থা হইবে ও সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। সেদিন কলিকাতার ছাত্র-মঙ্গল সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ যে বাঙ্গলার কলিকাতার ছাত্র-সমাজের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ক্ষীণ-দৃষ্টি এবং প্রত্যেক তিনটি ছাত্রের মধ্যে দুইটি স্বাস্থ্যহীনতার জন্য উচ্চশিক্ষা লাভের অনুপযুক্ত। কেন এমন হইল? কারণ পুষ্টিকর বিশুদ্ধ ঘৃত মাখনের অভাব ও ভেজাল খাবারের প্রাদুর্ভাব। দেশে ক্ষয়কাশ ও যক্ষ্মা রোগের বৃদ্ধি হইতেছে কেন? আমরা আশা করি ডেপুটি কমিশনার সাহেব ও কমিশনার সাহেব বাহাদুর এবিষয়ে অবহিত হইবেন ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

(অসমাপ্ত)

কলিকাতা কর্পোরেশানে নয়া পুরাণ।

(১) আওয়াজ কমাইবার ব্যবস্থা—আজকাল কলিকাতার নানাস্থানে লোহার ফ্রেমের উপর আধুনিক প্রণালীতে বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মিত হয় সাধারণতঃ সেই স্থানেই লোহার গার্ডারগুলিকে কাটিবার বন্দোবস্ত করা হয়; ইহাতে অত্যন্ত আওয়াজ হয় বলিয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এই যে তারিখের কর্পোরেশান মিটিংএ চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার জানাইয়াছেন যে, যেখানে বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে সেই স্থানেই গার্ডার কাটা বন্ধ করা যাইতে পারে। আবেদন করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম জারী করিয়া ঐরূপ গার্ডার কাটা বন্ধ করিবেন। কর্পোরেশানের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও হেল্‌থ অফিসারও (কেহ আবেদন করুক বা না করুক) ঐরূপ হুকুম জারি করিতে পারেন।

(২) নকল চা ধরিবার চেষ্টা—নকল চায়ের বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান টি সেস্ কমিটীর ভারতীয় কমিশনারগণ কলিকাতার গুদামগুলাতে চায়ের যে সব টক আছে, তাঁহাদের সহকারীদের সেইগুলা পরিদর্শনের অধিকার দিবার জন্য, কর্পোরেশানকে অনুরোধ করিয়াছেন। পাবলিক হেল্‌থ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী এখন এই ব্যাপারটীর আলোচনা করিতেছেন।

এই সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইণ্ডিয়ান্ টি সেস্ কমিটির পরিদর্শকেরা স্থানীয় গুদামগুলায় কোথায় অস্বাস্থ্যকর চা আছে তাহার খবর পাইতে কর্পোরেশানের স্বাস্থ্য-বিভাগকে কয়েক বৎসর যাবৎ বেসরকারীভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

(৩) টালিগঞ্জে খৃষ্টানদের গোরস্থান—খৃষ্টানদের মৃতদেহ কবর দিবার জন্য টালিগঞ্জে, রসারোড হইতে ৭০০ ফুটদূরে, ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ১ শত টাকা ব্যয়ে, ৭৯ বিঘা জমি লইবার কথা হইতেছে। কর্পোরেশানের সাধারণ মিটিংএ আলোচিত হইবার পর ফিনান্স এষ্টেট্‌স্ আণ্ড জেনারেল পারপাসেস্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও পাবলিক হেল্‌থ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এই দুইটী কমিটির মিলিত মিটিংএ আলোচিত হইবার জন্য প্রস্তাবটী পাঠান হইয়াছে; কমিটির মেম্বারগণ ছাড়া শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, সনৎ কুমার রায় চৌধুরী ও বি. সি, ঘোষও ঐ মিটিংএ উপস্থিত থাকিবেন। কমিটি দুইটির মত পাইলে আবার সাধারণ মিটিংএ আলোচনা চলিবে। এদিকে, খৃষ্টান বেরিয়াল বোর্ড একটি চিঠিতে কর্পোরেশানকে জানাইয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট স্থানটী তাঁহাদের মোটেই পছন্দসই নহে।

(৪) মহিষে টানা ২ চাকার গাড়ীর ভার কমানো। গত বৎসরের নবেম্বর মাসে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশানের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মহিষে টানা ২ চাকার গাড়ীতে ৬০ মণের স্থানে ৪৫ মণের বেশী মাল বহিতে দেওয়া হইবে না, এই নিয়ম করা আবশ্যক এবং তাহার জন্য ১৯২০ সনের বেঙ্গল ক্যারেজ টু অ্যানিমালস্ অ্যাক্টের ২৯ (২) ধারা অনুসারে যে নিয়মাবলী আছে সেগুলার পরিবর্ত্তন করা ও ঐ সম্বন্ধীয় কর্পোরেশানের বাই-ল পরিবর্ত্তন করা, অথবা তাহা তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। কর্পোরেশান তাঁহাদের জানান যে, তাঁহারা মহিষটানা গাড়ীর মালের ওজন কমাইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। তখন বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশানকে জানাইলেন যে, মহিষে টানা গাড়ীর মালের ওজন সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহার পরিবর্ত্তন করা হইবেই, এ বিষয়ে তাঁহারা স্থিরসঙ্কল্প। আর কর্পোরেশান যদি আইনের পরিবর্ত্তন অনুসারে তাঁহাদের বাই-ল পরিবর্ত্তন করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে ১ মাসের মধ্যে কোন উত্তর না পাইলে, তাঁহারা নিজেরাই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪৮৭ ধারা অনুসারে ঐ বাই-ল উঠাইয়া দিবেন। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কর্পোরেশান হইতে চিঠি পাঠানো হইয়াছে।

(৫) জল-সরবরাহ বাড়াইবার জন্য নলকূপ। কলিকাতার অনেক স্থানে অত্যন্ত জলাভাব অনুভূত হয়। সেই সকল স্থানে যাহাতে নলকূপ বসান হয় তাহার জন্য গত মে মাসের মিটিংএ অন্তরীণস্থান শ্রীযুক্ত এম্, ঘাষুদ ও কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত [redacted], সি, সরকার দুইটী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। প্রস্তাব দুইটী "ওয়াটারওয়ার্কস্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে" পাঠান হয়। কমিটি বলেন যে, আগামী নবেম্বর মাসে

দৈনিক ১২ হইতে ১৮ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ বাড়ান হইবে। সুতরাং যে কয়টী নলকূপের খনন চলিতেছে কিংবা যে কয়টীর খনন অনুমোদিত হইয়াছে, সেগুলা ব্যতীত নূতন নলকূপ-খননের ব্যবস্থা করিবার দরকার নাই। কর্পোরেশানের সাধারণ মিটিংএ উক্ত মত অনুমোদনের জন্য আনিত হইলে, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী বলেন যে, আগামী নবেম্বর মাসে জল-সরবরাহের পরিমাণ বাড়িলেও যত দিন না নূতন যেন বসানো হইতেছে ততদিন কলিকাতার অনেক স্থানে জল পাঠানো বা জলের প্রেসার বাড়ান সম্ভব হইবে না। আর নূতন যেন বসাইতেও ৩।৪ বৎসর লাগিবে। সুতরাং এই সকল স্থানে নলকূপ স্থাপন ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্মণ ও আশুনাথ চ্যাটার্জ্জি বলেন যে, যে স্থানগুলা ১৯২০ সনের আইন অনুসারে কর্পোরেশানের অধীনে নূতন আসিয়াছে, জল-সরবরাহের নূতন স্কীম হইতে সেগুলাও কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

(৬) এণ্টালির বাজার পূর্ব্বদিকে বাড়ান হইবে। জন্য নূতন জমি কিনিতে হইবে। জমি কিনিবার জন্য কর্পোরেশান ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা খরচ করিবেন।

পঞ্চ-বার্ষিক শিক্ষা-বিবরণী

১৯২১-২২ হইতে ১৯২৬-২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের বাংলা দেশের শিক্ষা-বিবরণী সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, এই বর্ষ-পঞ্চকে বঙ্গদেশ শিক্ষায় তেমন অগ্রসর হয় নাই। ইহার কারণ "আর্থিক অসচ্ছলতা।" এটা এখন একটা সাধারণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অভাবগ্রস্ত দেশে অর্থাভাব ত রহিয়াছেই; কিন্তু তাই বলিয়া দেশ যদি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া অবনত অবস্থায়ই রহিয়া যায়, তবে তাহা বাস্তবিকই বড় কলঙ্কের কথা।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এক সময়ে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালার বহু স্কুলের মহা-হ্রাস উপস্থিত হইয়াছিল। আলোচ্য পাঁচ বৎসরে সেই দুরবস্থা [illegible] কাটিয়া গিয়াছে। হাই স্কুলের সংখ্যা ৮৭৮টার স্থলে বাড়িয়া ২৮৭টা হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ১ লক্ষ ৯০ হাজারের স্থলে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বয়স-বিশিষ্ট ছাত্রদিগের প্রতি ৫ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন লেখাপড়া শিখে এবং যাহারা স্কুলে যায় তাহাদের মধ্যেও আবার অর্দ্ধেক বয়স শেষ না হইতেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। সরকার পক্ষ হইতে এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য না করিলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সাধিত হইবে না।

ইয়োরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য ৬২টী বিদ্যালয় আছে। এই দুই শ্রেণীর জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা ১০৮২১। ইহাদের মোট শিক্ষা-ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট প্রদান করেন। প্রত্যেক ইয়োরোপীয় ছাত্রের জন্য মোট খরচ হয় বছরে প্রায় ৩৮০৲ টাকা, আর ভারতীয় ছাত্রের জন্য খরচ হয় ৩৫৷৹ টাকা। ৩৮০৲ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ১০০৲ টাকা দেন, আর ৩৫৷৹ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৯৲ টাকা প্রদান করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণভেদে এত বৈষম্য কোন প্রকারেই অনুমোদনীয় নহে।

১৯২৪ খৃঃ অব্দে কয়েকটী ইয়োরোপীয় স্কুলকে সাহায্য করিবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে ৯৯ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন। কাউন্সিল সে দাবী অগ্রাহ্য করেন। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু অন্য স্থান হইতে সে টাকা দিয়াছেন।

(শিক্ষাসমাচার)

৪ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন-বিভাগ অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গালা প্রদেশে যে সকল ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত আছে বা স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাদের সংখ্যা ৪ হাজার।

(পল্লীবাসী)

চীনামাটির বাসন আমদানি

বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চীনামাটির নানাপ্রকার জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানি হইতেছে। ১৯১৯—২০ অব্দ হইতে ১৯২৪—২৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে চীনামাটির জিনিষের বাবদ ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ৭৯ টাকা এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে বৎসরে গড়ে আমরা প্রায় ১ কোটি টাকা বিদেশী বণিক্ ও মৃৎ-শিল্পীর হাতে তুলিয়া দিতেছি। চীনামাটির তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষের চাহিদা দেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। চীনামাটির সকল প্রকার জিনিষ তৈয়ারী করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান ভারতের মৃত্তিকাতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ভারতে চীনামাটির নানাবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের ধন দেশে রক্ষা করিতে হইবে ও দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিতে হইবে।

চীনামাটির নানাপ্রকার জিনিষ সভ্যজগতের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের দ্বারা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অসংখ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। কলকারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি এক্ষণে আমাদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত চীনামাটির অপরিচালক ("ইন্‌সুলেটর") দ্রব্যসকলের আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান প্রয়োজন নির্ব্বাহের নিমিত্ত জাপান, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষকে লক্ষ লক্ষ টাকার চীনামাটির বিদ্যুৎ অপরিচালক দ্রব্যসকল ক্রয় করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষকে যদি পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তাহা হইলে দেশেই এই সকল দ্রব্য তৈয়ারী করিতে হইবে।

ইষ্টক, অগ্নিসহ পোর্সলেন, পাইপ্ ও শিল্প-বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থে নানাবিধ পাত্র ও যন্ত্রাদি চীনামাটির দ্বারা তৈয়ারী হয়। আবার উহা অত্যুৎকৃষ্ট কাগজ, সাবান, নানাবিধ মলম, টয়লেট বা বেশ-বিন্যাসের নানা দ্রব্যের মূল উপকরণের সঙ্গেও মিশ্রণার্থ ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ নানা প্রয়োজনে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র চীনামাটির দ্রব্যের চাহিদা বা টান রহিয়াছে। ক্রমেই উহা বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে চীনামাটির জোগান

গবর্ণমেণ্টের জিওলজিকাল সার্ভের ১৯০৯ অব্দের রিপোর্টে দেখা যায় যে, রাজমহলের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট চীনামাটি রহিয়াছে। পোর্সলেন বা চীনামাটির শিল্পদ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে আরও দুইটী জিনিষের দরকার হয়—স্ফটিক প্রস্তর ও বালুকা প্রস্তর। এই দুই জিনিষও গয়া, হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯০৫ অব্দে চীনামাটির শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ও সেরামিক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব মিহিজামের নিকট এক উৎকৃষ্ট স্ফটিক প্রস্তরের স্তূপ আবিষ্কার করেন। সত্যসুন্দর বাবু বার্লিনের ডাঃ সেগারের সুবিখ্যাত পরীক্ষাগারে এই স্ফটিক প্রস্তরের নমুনা লইয়া যাইয়া পরীক্ষা করাইলে উহা উৎকৃষ্টশ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ফটিক প্রস্তরের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তদবধি মিহিজামের উক্ত স্তূপ হইতে সহস্র সহস্র টন স্ফটিক প্রস্তর নানা স্থানে চালান হইয়া যাইতেছে।

"বিহারের অন্তর্গত রাজমহল ও মিহিজাম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত স্থানের চীনামাটির শিল্পের খনিজ উপাদানসকল যেমন প্রচুর তেমনি উৎকৃষ্ট। অপর আবশ্যক বস্তু সকলও এই সকল স্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রমিকও যথায় অতি সুলভ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিহার গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ বিহারের এই সকল খনিজ ধনকে কার্য্যোপযোগী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং বিহার ও উড়িষ্যায় শিল্পোন্নতিতে সাহায্য-দান বিষয়ক আইন অনুযায়ী এই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠান-প্রয়াসে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

মিহিজামে চীনাবাসনের কারখানা

এই সকল সুযোগ লক্ষ্য করিয়া সত্যসুন্দর বাবু মিহিজামে চীনামাটির এক কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া পাটনায় "বিহার পটারিস্ লিমিটেড্" নামে এক যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিহারের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ, বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কারবারের পরিচালক হইয়াছেন। আমাওয়ানের রাজা হরিহর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ও, বি, ই, এম্, এল্, সি, বনাদীর রাজা কীর্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুর, বি, এ, পাটনার ব্যারিষ্টার মহম্মদ ইমুমুল, সদনপুরের জমীদার ও ব্যবসায়ী শঙ্করপ্রসাদ মিত্র বি, এ, এবং মিঃ এস, দেব কোম্পানীর ডিরেক্টার। এতদ্ব্যতীত গয়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কেদারনাথ, খাঁ বাহাদুর খাজা মহম্মদ নুর (গয়া), সিক্কিম হিল্ নেভিগেশান কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ডেভিড্ একলকর, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর বসু প্রভৃতি প্রথম অংশীদার হইয়া কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সুযোগ লইয়া বিহারে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যসুন্দর বাবু এক্ষণে তাঁহার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদিগের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

সত্যসুন্দর দেবের কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের নাম 'স্বদেশী'ভক্ত বাঙ্গালার নিকট অপরিচিত নহে। 'স্বদেশী' যুগে দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহারই ফলে সত্যসুন্দর বাবু চীনামাটির শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করেন। জাপান জার্ম্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শিক্ষালয়ে ও কারখানায় হাতে-কলমে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সেরামিক ইঞ্জিনিয়ার উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি গত ২০ বৎসর কাল তিনি দেশে মৃৎ-শিল্পের প্রতিষ্ঠান পরিচালন ও উহার খনিজ উপাদান আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। এই দেশে চীনামাটির শিল্পে সত্যসুন্দর বাবু শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ। বার্লিনের ডাঃ সেগারের বিখ্যাত লেবরেটরিতে সহযোগিরূপে কার্য্য করিয়া তিনি সুনিপুণ শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশেষজ্ঞ শিল্পিরূপে তিনি ২০ বৎসরকাল উহার উন্নতিকল্পে যে কঠোর সাধনা করিয়াছেন, সজ্জনমাত্রেই তাহা স্বীকার করেন। তাঁহার তৈরী ইনসুলেটার প্রভৃতির কিরূপ আদর, নিম্নে প্রদত্ত তাঁহার কতিপয় গ্রাহকের নাম হইতেই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

টাটা আয়রণ ও ষ্টীল কোং; ই, আই, আর; বি, বি, আর; জি, আই. পি; বি, বি, সি, আই, রেলওয়ে; ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের চীফ্ কনট্রোলার অব্ ষ্টোরস্; কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট; মহীসুর গবর্ণমেণ্ট; পাটনা, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, এলাহাবাদ, লাহোর, রেঙ্গুন, বোম্বাই ইলেকট্রিক সাপ্লাই ও ট্রামওয়ে কোম্পানীসমূহ; ইংলিশ ইলেকট্রিক কোং লিঃ; কেনারেল ইলেকট্রিক কোং লিঃ; মেট্রোপলিটান ভাইকারস্ লিঃ; কালাণ্ডার্স কেব্‌ল্ এণ্ড কনষ্ট্রাক্‌শন কোং লিঃ প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত নিউজিলাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ, সিংহল প্রভৃতি হইতেও সত্যসুন্দর বাবুর নিকট ইনসুলেটারের জন্য নানা কোম্পানী ও কারখানা খবর লইয়াছেন। মেট্রোপলিটান ভাইকারস্ কোং এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মিঃ দেবের তৈয়ারী জিনিষ লণ্ডনে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে ও উহা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বিহার পটারিজ লিমিটেড্

সত্যসুন্দর বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিহার পটারিজ বিহারের শিল্প-প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে ইহাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। আমাদের আশা এই, বাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ী ও 'স্বদেশী'ভক্ত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে সহযোগী হইয়া দেশের ধনরক্ষা ও ধনাগম-বৃদ্ধির সহায় হইবেন এবং অংশীদার হইয়া নিজেরাও বিশেষ লাভবান হইবেন।

"বিহার পটারিজ লিমিটেড্" বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের নিকট ৮৫০০০৲ টাকা মূল্যের কল ও যন্ত্রাদির জন্য আবেদন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে শীঘ্রই এই সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা আছে। মিহিজাম বিহারের অন্তর্গত; কলিকাতা হইতে ১৪০ মাইল দূরে এবং ই, আই, রেলওয়ের উপরে অবস্থিত। সুতরাং কারখানার উৎপন্ন মাল সহজেই কলিকাতার বাজারে আসিতে পারিবে। সত্যসুন্দর বাবু তাঁহার সুনিপুণ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ চরিত্র এবং দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া এই কারখানার সফলতা সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে "বিহার পটারি লিমিটেড্"এর সফলতা কামনা করি এবং দেশবাসীকে ইহার অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। (সঞ্জীবনী)

ভারতের খনিজ সম্পদ্

১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে ভারতের খনিগর্ভ হইতে খনিজ দ্রব্য বেশী আহরণ করা হইলেও এগুলির যাহা মূল্য পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৯২৬ সনের চাইতে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কম। পেট্রোলিয়ামের দাম পড়িয়া যাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। কয়লা, সীসা এবং রৌপ্য অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হইলেও ১৯২৬ সনের মূল্য পাওয়া যায় নাই। গত সনে এগুলির বাজার-দর খুব কমিয়া গিয়াছে।

কয়লা

মিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার সদ্যঃপ্রকাশিত ১৯২৭ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ সনে খনিগর্ভ হইতে মোট ১,০৮১,০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। কিন্তু কয়লার দর পড়িয়া যাওয়ায় ১৯২৬ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে ৫ লক্ষ পাউণ্ড কম মূল্য পাওয়া যায়।

বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা ও হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কয়লা-উৎপাদনের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

কয়লা রপ্তানি

১৯২৭ সনে ৬১৭,৫৬৩ টন হইতে ৫৭৬,১৬৭ টনে কয়লা-রপ্তানি হ্রাস পায়। ১৯২৬ সনের তুলনায় এ সনে ৪১ হাজার টন কয়লা কম রপ্তানি হয়। ভারতীয় কয়লার সব চাইতে বড় পরিদ্দার প্রতিবেশী সিংহল এবং সিংহলেই ভারতের অধিকাংশ কয়লা চালান হয়। ষ্ট্রেইট্‌সেটেলমেণ্ট, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বেশী পরিমাণ কয়লা রপ্তানি করা হয়। এ সনে এডেন, মিশর ও ইংলণ্ড প্রভৃতি পশ্চিম মুলুকে ভারতীয় কয়লা রপ্তানির হিসাব কমিয়া যায়। ১৯২৬ সনে ইংলণ্ডে বিরাট কয়লা ধর্ম্মঘটের সুযোগে ঐ বাজারগুলি ভারতীয় কয়লা-ব্যবসায়িগণ দখল করিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু আস্তে আস্তে সেগুলি তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে।

কয়লা আমদানি

১৯২৭ সনে ভারতে কয়লা-আমদানির পরিমাণ ১৯৩,৯০৮ টন হইতে ২৪৩,৬০৩ টনে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ড হইতেই বেশী কয়লা এদেশে আসে। এ সনে পর্ত্তুগিজ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে কম কয়লা আমদানি হয়।

মিওলজিক্যাল সার্ভে তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিদেশী কয়লার সঙ্গে ভারতীয় কয়লা এখন বেশ প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। ভবিষ্যতে বিদেশী কয়লা আমদানির জন্য আর ভারতীয় কয়লা-মহলে মন্দাভাব দেখা দিবার সম্ভাবনা নাই।

কয়লা-খনির শ্রমজীবী

১৯২৭ সনে কয়লা-খনিগুলির উৎপাদন-বৃদ্ধি হইলেও

খনিতে নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯২৬ সনে জনপ্রতি ১১৩·১ টন কয়লা আহরিত হয়। ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা ১২২·৩ টনে বৃদ্ধি পায়। আসাম, বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের কয়লার খনিগুলিতেই এই বৃদ্ধি দেখা যায়।

১৯২৭ সনে কয়লা-খনিগুলিতে হাজার-করা মৃত্যুর হার ছিল ১·১ জন ও ১৯২৬ সনে ছিল ·৯৯ জন। ১৯১৯ -১৯২৩ এই ৫ বৎসরে গড়ে হাজারকরা ১·৩৬ জন করিয়া মরিত।

গত সনের কয়লার অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট বলিতেছেন যে, আমদানি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে; কিন্তু প্রাচ্য বন্দরগুলিতে ভারতীয় কয়লা যে পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে তাহার তুলনায় এ বৃদ্ধি বৎসামান্য বলিতে হইবে। আমদানির তুলনায় রপ্তানির বৃদ্ধি যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অনুরূপ। জনপ্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত ৫ বৎসরের তুলনায় খনি-অঞ্চলে দৈব দুর্ঘটনা প্রভৃতি মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সনে খনিগুলির পুঁজি মাল অনেকটা সাবার হইয়া গিয়াছে।

এইসকল বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় কয়লা-শিল্প শীঘ্রই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান সমভাবে চলিতেছে এবং ভারতীয় কয়লা-শিল্প এরূপ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, হঠাৎ দাম পড়িয়া গিয়ের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উন্নত ধরণের কোম্পানীগুলি কর্ত্তৃক পয়লা নম্বরের কয়লা উৎপাদন করা হইতেছে।

পেট্রোলিয়াম-সমস্যা

পেট্রোলিয়াম উৎপাদন সম্বন্ধে রিপোর্ট বলিতেছে যে, পেট্রোলিয়াম তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত একাদশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভূত পরিমাণ পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও তাহার ফলে পেট্রোলিয়াম-খনিকার বাজারদর পড়িয়া যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ১৯২৭ সনে ভারতে পেট্রোলিয়ামের দর আরও পড়িয়া যায়। ঐ সনে জর্জ্জিয়া ও রুশিয়া অঞ্চল হইতে প্রভূত পরিমাণে কেরোসিন তৈল এদেশে আমদানি হয়।

গত কয়েক বৎসরের পেট্রোলিয়াম ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ১৯১৯ ও ১৯২১ সনে বার্ম্মাকে লইয়া মোটা ভারতে যে পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয় ভবিষ্যতে তাহা আর হইবার কোনই লক্ষণ নাই। ঐ সময় ৩·৫৪ লক্ষ গ্যালন তেল ভারত-ভূমি হইতে উত্তোলন করা হয়। আলোচ্য সনে ২৮১০ লক্ষ গ্যালনের কিঞ্চিৎ বেশী পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করা হয়। ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ২৮৫০ লক্ষ গ্যালনের কিছু কম এবং ১৯২৫ সনে ছিল ২৮৯৫ লক্ষ গ্যালনের কিছু বেশী। ১৯২৭ সনে উৎপাদন-হার বেশী হ্রাস না পাইলেও এখন হইতে ক্রমেই কম তৈল উৎপন্ন হইবারই বেশী সম্ভাবনা। নূতন কোন তৈল-ভাণ্ডার খনিগর্ভ হইতে বাহির না হইলে এই হ্রাস চলিতেই থাকিবে। উৎপাদনের অঙ্ক ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে একরূপ সমান সমান থাকিলেও মূল্যের পরিমাণ ১৯২৭ সনে খুবই কম। ১৯২৬ সনে ভারতীয় কয়লা হইতে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য পাওয়া যায়। ১৯২৭ সনে পাওয়া যায় মাত্র ৫৪ লক্ষ পাউণ্ড।

কেরোসিন আমদানি

যুক্তরাষ্ট্র, ষ্ট্রেট্‌স সেটেলমেণ্ট, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এই সনে বেশী কেরোসিন আমদানি করা হয়। জর্জ্জিয়া ও রুশিয়া ১৯২৬ সনে এক সের কেরোসিনও এদেশে পাঠায় না। ১৯২৭ সনে ইহারা ১২৫ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন ভারতে চালান দেয়। এই সকল কারণে ১৯২৭ সনে কেরোসিনের আমদানি কিছু বৃদ্ধি পায়।

১৯২৫ সনের তুলনায় ১৯২৬ সনে ৬০ লক্ষ গ্যালন জ্বালানি তেল ভারতে বেশী আমদানি হয়। ঐ সনে মোট ১০ কোটি গ্যালন তেল ভারতে আমদানি হয়। এই তেলের চারি ভাগের তিন ভাগ পারস্য হইতে আসে এবং অবশিষ্ট অংশের বেশীর ভাগ বোর্ণিও দ্বীপ হইতে আমদানি হয়।

১৯২৭ সনে প্যারাফিন মোমের রপ্তানি ৭,০০০ টনে বৃদ্ধি পায়।

লৌহ-উৎপাদন

গত সনে ১৮৭,৪৪০ টন লৌহ ওর উৎপন্ন হয়: ১৯২৬ সনের চাইতে এ সনের উৎপাদন শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পিগ লৌহ উৎপাদন ৯০২,৪৩৩ (১৯২৬) টন হইতে ১৯২৭ সনে ১,১৪০,০৪১ টনে বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬-২৭ সনে ৩০৯,৫০৫ টন লৌহ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সনে ঐ রপ্তানি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৩,২৪৯ টনে দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় পিগ লৌহের সব চাইতে মোটা খরিদ্দার জাপান। ১৯২৭-২৮ সনের রপ্তানির শতকরা ৬৯ ভাগ জাপান ক্রয় করে। ১৯২৭ সনে রপ্তানি লৌহের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পায়। ১৯২৬-২৭ সনে প্রতি টন রপ্তানি লৌহের মূল্য ছিল ৪৫'১ টাকা। ১৯২৭-২৮ সনে ইহা ৪৫'৪ টাকায় বিক্রয় হয়।

ম্যাঙ্গানিজ

১৯২৬ সনে ১,০১৪,৯২৮ টন ম্যাঙ্গানিজ ওর উৎপাদন করা হয়। ১৯২৭ সনে হইয়াছে ১,১২৯,৩৫৩ টন এবং ইহার মূল্য ২,৮৪৪,২৩৭ পাউণ্ড। ম্যাঙ্গানিজের সব চাইতে বড় ক্রেতা ইংলণ্ড। ১৯২৭ সনে ইংলণ্ড ১৯২৬ সনের আমদানির তিন গুণ বেশী ক্রয় করিয়াছে।

স্বর্ণ-উৎপাদন

গত সনে ১,৬২৬,৯১৩ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করা হয়। ১৯২৬ সনের তুলনায় এ সনে কিঞ্চিৎ বেশী উৎপাদন হয়। আলোচ্য সনে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের ৬ হাজার টন তাম্র উত্তোলিত হয়।

বার্ম্মার চাউল-সমস্যা

বার্ম্মার চাউল-শিল্পকে আজকাল প্রবল ভাবে বিদেশী চাউল-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। ইহার ফলে গত ৫ মাসে তাহার চাউল রপ্তানির হিসাব হইতে ৫৯০ কোটি টাকার কারবার কমিয়া গিয়াছে। ঐ সময় মোটা বাজার চাউল রপ্তানি শিল্পে ক্ষতি হইয়াছে ৬৩ লক্ষ টাকা। জার্ম্মানি, নেদারল্যাণ্ডস, ইংলণ্ড, আরব, এডেন,সিংহল, ষ্ট্রেটস সেটলমেণ্ট, সাউদার্ণ আইল্যাণ্ডস, চীন, জাপান, আফ্রিকা, কিউবা প্রভৃতি দেশ বার্ম্মার চাউল ক্রয় করে। ইদানিংও আজকাল প্রভূত পরিমাণে বার্ম্মা চাউল আমদানি করিতেছে।

ইয়োরোপে চাউল উৎপাদন

ইয়োরোপের দক্ষিণাঞ্চল যথা স্পেন, ইতালী গ্রীস এবং ফ্রান্সের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ধান্য উৎপাদন আরম্ভ করায় বার্ম্মার চাউল-শিল্পকে এক জবর প্রতিযোগিতায় পড়িতে হইয়াছে। এদিকে প্রতিবেশী শ্যাম ও ইন্দোচীনেও প্রভূত পরিমাণ ধান্য জন্মিতেছে।

ইয়োরোপে ভারতীয় চাউলের কাটতি কমিয়াছে

অষ্ট্রিয়া, নেদারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি এবং ইতালী প্রভৃতি দেশ ইয়োরোপে জাত ধান চাউল পাইতে আর সুদূর বার্ম্মা হইতে চাউল আমদানি করিবে না। এই সকল দেশে ইতিমধ্যেই ইয়োরোপীয় শস্য দ্বারা অনেকটা চাহিদা কতকটা পূরণ করা হইতেছে। "টেবল রাইস" বা সাহেবী পানার জন্য চাউল সাধারণতঃ ইয়োরোপের জন্য বার্ম্মা হইতে চালান হইত। বর্ত্তমানে ইয়োরোপের দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি এই "টেবল রাইস" উৎপাদনের কাজেই নিযুক্ত আছে।

শ্যাম ও ইন্দোচীন বনাম বার্ম্মা

শ্যাম ও ইন্দোচীনে ধান্যের চাষ প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মালয় ষ্টেট ও অন্যান্য প্রাচ্য এশিয়া খণ্ড শ্যাম ও ইন্দোচীনের চাউল বেশী খরিদ করিতেছে। তা ছাড়া এই দুইটী দেশ জাপান ও অন্যান্য চাউল-ক্রয়কারী দেশের সংলগ্ন থাকায় জন্য বার্ম্মার চাউলের চাইতে এই দুইটী দেশের চাউল তাহারা বেশী ক্রয় করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

জাপানের প্রতিশোধ

ভারতবর্ষ জাপানী সুতার উপর শুল্ক বসাইয়াছে। ইহার প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে জাপান নাকি ভারতীয় তথা বার্ম্মার চাউল খুব কম পরে খরিদ করিবে।

গত ১২ মাসে জাপান বার্ম্মা হইতে যে কম চাউল খরিদ করিয়াছে ইহা অনেকের মতে জাপানের ইয়ার্ণ-শুল্কের প্রত্যুত্তর।

সিংহল বার্ম্মার প্রতি বিরূপ

সিংহলও নাকি ইন্দোচীনের চাউলের বেশী ভক্ত। ইন্দোচীনের সায়গন নামক স্থানে মাদ্রাজের বিস্তর চেটিয়ার ব্যাঙ্কার আছে। বার্ম্মার চাইতে সায়গানে তাহাদের লগনী কারবার ভাল চলে এবং সেখানে তাহাদের ইন্‌কামট্যাক্স দিতে হয় না। এই চেটিয়ারদের কলম্বোর সঙ্গে যথেষ্ট আর্থিক সম্বন্ধ আছে। এই জন্য ইহাদের দ্বারা ইন্দোচীন ও সিংহলের মধ্যে চাউলের কারবার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতীয় চাউল রপ্তানিতে ৬ কোটি টাকা ক্ষতি

বর্ত্তমান ১৯২৮-২৯ সনের প্রথম ৪ মাসে ১২,০০,৬০,১৯৯ টাকার চাউল ভারত হইতে রপ্তানি হয়। গত ১৯২৭-২৮ সনে ঐ সময় ১৮,০৯,৪৮,৮০০ টাকার চাউল রপ্তানি হয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গত সনের তুলনায় এ সনে কমসে কম ৬ কোটি টাকার চাউল রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। যে সকল ইয়োরোপীয় দেশ এই সনে কম চাউল ক্রয় করিয়াছে তাহাদের তালিকা এখানে দেওয়া হইল। জার্ম্মানি ২,১৫,৯৬,৭২৮ টাকার স্থলে এ সনে ১,১২,৮১,২১৩ টাকার চাউল কিনিয়াছে। বেলজিয়াম ৯২,৫৭,১৭১ টাকার স্থলে ৩৪,০৮, ৫৭৩ টাকার চাউল কিনিয়াছে। অষ্ট্রিয়া গত বৎসর ১৭,৬১,৬৪৮ টাকার চাউল ক্রয় করে। বর্ত্তমান সনে সে আধ পয়সার চাউলও কিনে নাই। ইতালী ৫৪,৮১,৮২৭ টাকার স্থলে মাত্র ৪,৫৪,৮৬৮ টাকার চাউল কিনিয়াছে। গত সনের তুলনায় এবার আফ্রিকা ৪৫½ লক্ষ টাকার কম, কিউবা ৩৯½ লক্ষ টাকার কম, অষ্ট্রেলিয়া ১৬ লক্ষ টাকার কম এবং সিংহল ৭৩½ লক্ষ টাকার কম চাউল খরিদ করিয়াছে।

জাপান ও চীনে ভারতীয় চাউলের কাটতি খুবই কমিয়া গিয়াছে। চীন গত সনে ১,৪৬,৯১,৭৫৮ টাকার চাউল ক্রয় করে। এবার সেস্থলে মাত্র ৫৬,৫৩,৬৪৪ টাকার চাউল কিনিয়াছে। জাপান ১৯১,২৯,৯০১ টাকার স্থলে মাত্র ৭,৯৪,৯০২ টাকার চাউল কিনিয়াছে। অর্থাৎ ১৯২৭ সনের এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই ৪ মাসে জাপান যত চাউল ক্রয় করে বর্ত্তমান সনে ঐ সময় জাপান তাহার ১৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র ক্রয় করিয়াছে।

বিলাত ও মিশরে ভারতীয় চাউল আমদানি

কেবল মাত্র ইংলণ্ড ও মিশরে ভারতীয় চাউলের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ড ৪৫,৭৪,২৫১ টাকার স্থলে বর্ত্তমান সনে ১,৩৩,৩৪,৪৫৮ টাকার চাউল ক্রয় করিয়াছে। মিশর ১,৩৩,৬২৪ টাকার স্থলে এবার ১,০৯,৬৩,৪৮৬ টাকার ভারতীয় চাউল স্বদেশে আমদানি করিয়াছে।

মোটের উপর গত সনের প্রথম ৪ মাসের তুলনায় ১৯২৮-২৯ সনের প্রথম ৪ মাসে বার্ম্মার চাউল রপ্তানি কারবারে কমসে কম সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বাংলার ক্ষতি ৬৩ লক্ষ।

বাংলা ও আসামের ফ্যাক্টরি

বাংলা ও আসামের ফ্যাক্টরিগুলির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি প্রদেশে ১৯২৬ সনে ১৮৮৮টী ফ্যাক্টরি ছিল। ১৯২৭ সনে মোট ফ্যাক্টরির সংখ্যা ১,৯৮৪ হইয়াছে। এই সনে ১০৩টী নতুন ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ও ৩৩টী উঠিয়া যায়। নতুন ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যে একটী জুট মিল ও একটী কটন মিল উল্লেখযোগ্য। কার্ডবোর্ড তৈয়ারীর জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি পেপার এণ্ড বোর্ড মিলস লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুইটী প্রদেশের ফ্যাক্টরিগুলিতে ১৯২৬ সনে দিন-মজুরের সংখ্যা ছিল ৫,৯৯,০৯২; ১৯২৭ সনে এই সংখ্যা

বৃদ্ধি পাইয়া ৬,০৮,৪৫৩ জনে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলায় ৮,৮০৬ ও আসামে ৫৭৫ জন। বাংলায় সাধারণতঃ লৌহ ইস্পাত কারখানায় মজুর খাটে ও আসামে চা ও মাটি কারখানায় লোক খাটে।

আলোচ্য সনে বাংলা ও আসামের কারখানাগুলিতে ৭২,৯০৭ জন স্ত্রীলোক ও ২৬,৪৩৭ জন বালক কাজ করে। গত বৎসরের চাইতে এ সনে স্ত্রী শ্রমজীবী ১৭৮ জনে ও বালক শ্রমজীবী ১,৩৬৬ জনে হ্রাস পাইয়াছে।

আসামের কারখানাগুলিতে দৈনিক ১২,৬৭১ জন স্ত্রী মজুর ও ১১,২৬৩ জন বালক কাজ করে। গত সনের তুলনায় এ সনে ১৮২ জন স্ত্রী মজুর বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ৮৭ জন বালক মজুর কমিয়াছে।

টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী

১৯২৭-২৮ সনের রিপোর্ট

টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর ১৯২৭-২৮ সনে খরচপত্র বাদে মোট আয় হইয়াছে ১,০৯,৮০,৫৪১৲ টাকা। ইহা ভিন্ন গত বৎসরের হিসাব নিকাশ হইতে ৪৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এর মধ্যে ডিপ্রিসিয়েশান্ (ব্যবহার জনিত ক্ষয়) ও সিঙ্কিং ফাণ্ডের (শোধ করিবার জন্য সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডার) জন্য প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা লাগিবে এবং অবশিষ্ট টাকার মধ্যে প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা ৬ টাকা লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড) ও দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাকী ১,৬৮,৯২৮৲ টাকা পর বৎসরের আয়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইবে।

সংরক্ষণ-প্রণালী

অত্যন্ত কম ব্যয়ে আরও অধিক পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ারী হইবে সেই হেতু কারখানার পরিসর-বৃদ্ধির জন্য কোম্পানী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেইজন্য ১৯২৭ সালের সংরক্ষণনীতি মঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া এই রিপোর্টে প্রকাশ। ডিরেক্টারগণের মঞ্জুর অনুযায়ী কার্য্য যখন সম্পাদিত হইবে তখন পিগ লোহার পরিমাণ ৮০০,০০০ টন ও ইস্পাত ৬০০,০০০ টনের উপর দাঁড়াইবে। এই জন্য মোট খরচের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে এবং প্রায় ৫।৬ বৎসর সময় লাগিবে। ইহার ফলে প্রধানতঃ কারখানায় কোক, পিগ লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এবং রোলিং ইক্যু, ক্রেন্ সোকিং পিট্স্ (গাড়ী ইত্যাদি যন্ত্রপাতি) ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে আরও ভাল কাজ পাওয়া যাইবে। এই খসড়া অনুসারে মোটা গত বৎসর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মোট খরচ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর নবেম্বর মাসে বোর্ডে (কার্য্য নির্ব্বাহসভা) যোগদান করিয়াছেন।

১৯২৯ সনের প্রথমার্দ্ধে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক

১৯২৮ সনের প্রথম ৫ মাসে টাকার বাজার খুব "কষা" ছিল। গভর্ণমেণ্ট প্রতি সপ্তাহে 'ট্রেজারি বিল' বিক্রয় করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করাতে টাকার টান আরও বাড়িয়া যায়। এই ৬ মাসে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের গড়ে ব্যাঙ্ক রেট ছিল শতকরা ৬,৯৪৪ ; গত বৎসরে প্রথম ৬ মাসের ব্যাঙ্ক-রেট ছিল ৬,৫০৮। এই বৎসরের প্রথম ৬ মাসের লাভের পরিমাণ ৭১,৩৮,৫৫৭ টাকা ; গত বৎসরের প্রথম ৬ মাসের লাভের পরিমাণ ৭৬,১৫,২২৯ টাকা। গত বৎসরের ৬ মাসের তুলনায় এই বৎসরের প্রথম ৬ মাসের লাভের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬ শত ৭২ টাকা কম।

১৯২৭ সনে আসামে চায়ের অবস্থা

বৃষ্টির জন্য ভীষণ ক্ষতি

আসামের চা চাষ সম্বন্ধে ১৯২৭ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, ১৯২৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত আসামে চা-বাগানের সংখ্যা ৯৫৭টী ছিল ৮ পূর্ব্ব বৎসর ৯৩১টী ছিল। আলোচ্য বৎসরে লক্ষীপুর জেলায় ৮টী নূতন বাগান খোলা হইয়াছে। শিবসাগর জেলায় ৪টী, শ্রীহট্ট জেলায় ৩টী এবং দরং জেলায় ১টী খোলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের মত এ বৎসরেও কামরূপ জেলায় একটী বাগানে কাজ করা হয় নাই।

চা-আবাদের মোট পরিমাণ এই বৎসর ৪২৩,৮৯১ একর

আগের বৎসর ৪২০,৫৬৪ একর। এর মধ্যে নূতন আবাদ ৮,৩৮০ একর এবং ৫,৩৬০ একর জমিতে চাষ বন্ধ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষীপুর জেলায় আবাদ বাড়ান হইয়াছে। কাছাড়, কামরূপ ও দরং জেলায় কমিয়াছে। সদিয়া সীমান্ত প্রদেশে আবাদ বাড়েও নাই কমেও নাই। এর মধ্যে ৩৯৯,১৩০ একর জমির চা তোলা হইয়াছিল। কিন্তু আগের বৎসর তোলা হইয়াছিল ৪০১,৭৮৮ একর জমির। বাজারে পাছে মালের যোগান অতিরিক্ত হইয়া পড়ে এই ভয়ে এইরূপ কম করিয়া চা তোলা হইয়াছিল। সেই জন্য আগের বৎসরের শতকরা ৯৬ ভাগ জমির পরিবর্ত্তে আলোচ্য বৎসরে প্রায় ৯৫·৩ ভাগ জমির চা তোলা হইয়াছিল।

আসামের চা এষ্টেটগুলির অধিকারে এই বৎসর মোট ১,৫৯৮,৪৪৯ একর জমি ছিল। আগের বছর ছিল ১,৪৭১,০৪৮ একর জমি। তার মধ্যে শতকরা ২৬·৫ ভাগ জমিতে চায়ের আবাদ চলিয়াছিল।

অতি অধিক মাত্রায়, অনিয়মিতভাবে ও কোথাও বেশী কোথাও কম এইরূপ বৃষ্টি-পাতের জন্য আলোচ্য বৎসর চা-আবাদের পক্ষে তত সুবিধাজনক হয় নাই। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের অতিবৃষ্টি স্থানে স্থানে চায়ের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছিল। শিবসাগর মহকুমায় প্রচণ্ড শিলা-বর্ষণের জন্য একটী বাগানের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। অক্টোবরের শেষাশেষি লক্ষীপুরে সকাল সকালই আবহাওয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। সেই জন্য চায়ের পরিমাণ কম হইয়া যায়।

উৎপন্ন চায়ের কমতি

আলোচ্য বৎসরের উৎপন্ন চায়ের মোট পরিমাণ, ২৩৪,৮৪৮,০৭৪ পাউণ্ড কাল চা, ও ১,০৪১,১৫১ পাউণ্ড সবুজ চা; ১৯২৪-সালের ২৪০,৪৪৯,৫০৭ পাউণ্ড কাল চা ও ১,৫৩২,১৬৬ পাউণ্ড সবুজ চা, অর্থাৎ মোট চায়ের কমতি ৬,০৯১,৮৪২ পাউণ্ড। শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, দরং এবং সদিয়া সীমান্ত জেলা বাদে প্রায় সব জেলাতেই চায়ের পরিমাণ কম হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই চা কম তোলা হইয়াছে; কারণ ভয় ছিল বাজারে অধিক চায়ের যোগান হইয়া পড়ে, আর আবহাওয়ার অবস্থাও ভাল না থাকায় পাছে চা নষ্ট হইয়া যায়। সবুজ চা শ্রীহট্টের দুইটী বাগানে ও কাছাড়ের একটী বাগানে উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে চায়ের পরিমাণ একর-প্রতি পড়ে ৪৬ পাউণ্ড কম হইয়াছিল।

চায়ের বাজার মোটের উপর সন্তোষজনক ছিল, বরং পূর্ব্ব বৎসরের চেয়েও ভাল ছিল, যদিও বছরের শেষে অনেক নামিয়া যায়।

পূর্ব্ব বছরের মত এ বছরেও এই প্রদেশে চা-বীজের চাহিদা বেশ ভালরূপ চলিতে থাকে।

ভারতবর্ষীয় চা-সমিতির বৈজ্ঞানিক বিভাগ এই প্রদেশের নানা স্থানে বেশ জোরের সহিত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া তাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া, পি, এইচ, কার্পেন্টারের কৃত "দি ম্যানুফ্যাকচার অব্ টি ইন নর্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া" (অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে চা প্রস্তুতকরণ) নামে একখানা পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। পূর্ব্ব বৎসরের মত এ বৎসরও আসাম গভর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য করেন।

গোয়ালপাড়ার একটী ও লক্ষীপুরের একটী এই দুইটী বাগান ছাড়া আসামের আর সমস্ত বাগানেরই আয়-ব্যয় ইত্যাদির তালিকা লওয়া হইয়াছে। ঐ দুইটী বাগান সম্বন্ধে তত্রত্য ডেপুটি কমিশনার মহাশয়গণের আন্দাজ-করা তথ্য গ্রহণ করা গিয়াছে।

চা-ব্যবসার মোটামুটি অবস্থা বেশ ভাল ও উন্নতিশীল; কিন্তু সেরূপভাবে কুলী সরবরাহ করা হইতেছে না। গোয়ালপাড়া ও শিবসাগর জেলায় ভারতীয় পুঁজিপতিগণ এখনও ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। বর্ষার সময় ধরা জেলায় চলাচলের রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় চা চালান দেওয়া ব্যাপারে ভীষণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল।

মার্কিণে ভারতীয় অভ্রের কাটতি

মার্কিণের যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় অভ্রের কাটতি খুবই আছে। তবে কয়েক বৎসর ধরিয়া কাটতি একটু কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৯,০০০ হন্দর এদেশী অভ্র চালান দেওয়া হয়। আগের বৎসরে সে জায়গায় ৩৭,০০০ হন্দর চালান হয়। তার আগের বৎসরের অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনের চালানের পরিমাণ ৪৩,০০০ হন্দর।

মার্কিণে অভ্রের ব্যবহার

"মিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া"র মিঃ হবসন্ নামক এক সাহেব যুক্তরাষ্ট্র ঘুরিয়া মার্কিণে অভ্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটী সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তাহার বিবরণে তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল মার্কিণে চাপ অভ্রের পরিবর্ত্তে মিকানাইটেরই বেশী চলন হইয়া গিয়াছে। দুইটী ব্যবহার তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া বলেন, একটী চুম্বক লোহার কাজে এবং অপরটী বিজলী বাতির ছাউনি নির্ম্মাণে।

মিকানাইট নির্ম্মাণ-প্রণালী

অভ্রের এক একটী পর্দ্দা ছাড়াইয়া মিকানাইট তৈরী হয়। এ ব্যবসা ভারতেরই আজকাল একচেটিয়া। সেনেক্‌তাদী নামক স্থানে কলে মিকানাইট নির্ম্মাণ মিঃ হবসন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এই প্রস্তুত-প্রণালীর চলন বেশী দিন হয় নাই। তিনি আরও দেখিয়া আসিয়াছেন যে, এক রকম কৃত্রিক রজন দিয়া মাইকা প্লেট তৈরী হইতেছে। এই সমস্ত প্লেট আগে ভারতীয় গালা দিয়া তৈরী হইত। সুতরাং এই কৃত্রিম রজন গালার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ানতে এদেশী গালার ব্যবসা মারা পড়ার অনেকটা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

অভ্র-উত্তোলনের নূতন যন্ত্র

দেখিতে দুনিয়ার সব চেয়ে বড় একটী খনি পরিদর্শনের সময় মিঃ হবসন দেখিয়াছেন আজকাল এক রকম যন্ত্র উঠিয়াছে তাহাতে ছিদ্র করিবার ও মাটি ধসাইবার বেশ সুবিধা। ভারতের সমস্ত খনিতে অভ্র ছড়ান অবস্থায় থাকে বলিয়া খুড়িয়া বাহির করিবার সময় লোকসানের আশঙ্কা কম। এ দেশে এইরূপ কলের চলন করিলে অনেক সুবিধা হইবে আশা করা যায়। তবে এই কল খাটাইতে অনেকটা দক্ষতার দরকার। এমনভাবে কল চালাইতে হইবে যে মাটী টুকরা না করিয়া ঠিক দরকার মত মাটী ধসাইয়া দেওয়া যায়।

বিজলী-সংক্রান্ত কাজে অভ্রের ব্যবহার

দুনিয়ার সর্ব্বত্র বিজলী-সংক্রান্ত কাজে অভ্রের ব্যবহার আরও বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। অভ্র হইতে এক রকম মিকানাইট্ কিংবা তৈয়ারী হয়। কাজের সুবিধার জন্য ধরাইয়া ভাঁজ করা যায় এমন জিনিষও তৈয়ারী হইতেছে। তা বাদে দরকার অনুযায়ী নানা রকম আকারের জিনিষ ও তাপ-রক্ষণশীল নানা যন্ত্র এই অভ্র হইতে আজকাল তৈয়ারী হইতেছে। বিজলী-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত রকমের কাজেই অভ্রের ব্যবহার করা যায়। কেবল দরকার হইলে অভ্র চালিয়া দিবার মত পালান সম্ভব হয় না।

অস্ত্রের ব্যবসায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অস্ত্রে প্রস্তুত জিনিষের আরও উন্নতি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই কাজের জন্য যদি সে সব দেশ সস্তায় পারদর্শী মজুর যোগাড় করিতে পারে তবে অস্ত্রের ব্যবসায় ভারতের অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

বৃটিশ বাণিজ্যের ওঠানামা

বোর্ড অব ট্রেড্ এর প্রেসিডেন্ট স্যার পি, কান্‌লিফ্ লিষ্টার কমার্সএর একটী সভায়,—বোর্ড অব ট্রেড্এর সমস্ত খরচ খরচা বাবদ ১০০,১১৫ পাউণ্ড মঞ্জুর হওয়ায় বলেন যে, গত বৎসর থেকে তাহার বিভাগ দেশের বিভিন্ন ব্যবসায় প্রকৃত উৎপাদন কতখানি তাহা ঠিক করিবার জন্য একটী নিয়মিত সূচীসংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে তিনি বলিয়াছেন ১৯২৭ সনের এবং ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসের ব্যবসায় সূচীসংখ্যা তিনি দিতে পারিবেন। ইহা হইতে দেখা যায় দেশের ⅔ ভাগ শিল্প-বাণিজ্য এই সময়ে হয়। তিনি দেশের সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা নির্ণয় করিয়া কখন কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার একটা সূচীসংখ্যা দেখাইতে পারিবেন। বিলাতের মোট বহির্ব্বাণিজ্য বিভিন্ন বৎসরে নীচের হিসাবমত ছিল :—১৯১৩—১০১·৪; ১৯২৪ সনে—১০০; ১৯২৫ সনে—৯৯·৩; ১৯২৭ সনে—১০২·৩; ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে—১০৭।

বিলাতের নির্ম্মিত জিনিষের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল—

১৯১৩ সনে ১৩২.৮; ১৯২৪ সনে ১০০; ১৯২৫ সনে ১০১·৪; ১৯২৭ সনে ১০৪·৪; ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে ১১১·৪।

ইহা হইতে দেখা যায়, ১৯২৪ এবং ১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনের প্রথম তিন মাসে রপ্তানির পরিমাণ অনেক পড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে গোটা দুনিয়ার রপ্তানি-ব্যবসার তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ মাল এদেশ থেকে রপ্তানি হইত। ১৯২৭ সনে তাহা নামিয়া শতকরা ১১ ভাগে ঠেকিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ইয়োরোপের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণও দুনিয়ার ব্যবসার তুলনায় অনেক নামিয়া গিয়াছে। ১৯১৩ সনে দুনিয়ার ব্যবসার তুলনায় ইয়োরোপের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৬২ ভাগ ছিল। ১৯২৭ সনে তাহা নামিয়া শতকরা ৫২ ভাগে ঠেকিয়াছে।

ব্রাজিলে কোকোর চাষ

ব্রাজিল দেশে কোকোর চাষ বছর বছর বাড়িয়াই চলিয়াছে। রপ্তানি জিনিষের মধ্যে এ দেশে মূল্য হিসাবে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া কোকোর রপ্তানি নিয়রূপ হইয়াছে।

সানসালভাডর, ইহিয়ো কোকোর রপ্তানির সর্ব্বপ্রধান বন্দর। এই দুই বন্দর হইতে মোট শতকরা ৯২ ভাগ কোকো রপ্তানি হয়। অন্যান্য বন্দরের মধ্যে মানাগো ইতাকোতিয়ারা, রিওদ' জেনিরো হইতেও কোকো রপ্তানি হয়।

ব্রাজিল দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় তথ্য-সংগ্রহালয়ের নিকট ইহিয়ো বন্দরের কদর গত দুই বৎসর হইতে অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। কারণ এই বন্দরের সংস্কারের পর বড় বড় জাহাজ এখানে আসিতে পারায় জন্য নিউইয়র্ক হইতে সোজাসুজি মাল আমদানি রপ্তানি চলিতেছে। এখান থেকে ছোট জাহাজে মাল লইয়া গিয়া সানসালভাডার বা রিওদ, জেনিরোতে বড় জাহাজে বোঝাই করিবার আর দরকার হইতেছে না।

এই মালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রাহক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র মোট রপ্তানির শতকরা ৬৪ ভাগ গ্রহণ করে। বাকী শতকরা ৩৬ ভাগের ৫ অংশ ফ্রান্স, ৫ অংশ নেদারল্যাণ্ডস্, ৬ হইতে ৩½ আর্জ্জেন্টিনা দেশ গ্রহণ করে।

১৯২৭ সনে ব্রাজিল দেশে ৬৯,৩৮০ টন কোকো উৎপন্ন হয়, আর খুব বেশী মাত্রায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোকো চতুর্দ্দশ স্থান অধিকার করে।

কোকো উৎপাদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া প্রবেশ। এই প্রবেশের উপরই এই দেশের সমগ্র কোকো শস্যের ভাগ্য নির্ভর করে।

ফরাসী ফ্রাঁর স্থিতিকরণ

ইতিমধ্যে ইয়োরোপের ১৮টী দেশ স্বর্ণমানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। এইবার ফ্রান্সও পুনরায় স্বর্ণমান অবলম্বন করিল। ১২৪·২১ ফ্রাঁ এক পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর এবং ২৫·৪২ ফ্রাঁ এক ডলারের সমান। ফ্রাঁর এই দর ঠিক করা হইয়াছে। গত প্রায় বৎসর ধরিয়া ফ্রাঁর দর বিশেষ উঠানামা করে নাই, তবে উঠানামার ভয় ছিল বটে। এখন যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহার ফলে ফ্রাঁর দরের কোন উঠানামা হইবার ভয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ

১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় কতগুলি মোটরগাড়ী ও মোটর লরী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার হিসাব :—

১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসে— ৯৯৮,৭০২
১৯২৭ „ — ৯৯৫,৪১৪
১৯২৬ „ „ „ —১,১৮৪,৮৮৫

১৯২৮ সনের প্রথম ৩ মাসের উৎপাদন ১৯২৭ সনের প্রথম ৩ মাসের উৎপাদনের ৩৩১৮ বেশী, কিন্তু ১৯২৬ সনের প্রথম ৩ মাসের ১৬৬১৩৩ কম।

মিশরীয় সরকারী রেলওয়ের কয়লার অর্ডার

মিশরীয় সরকারী রেলওয়ের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন কয়লার টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। বিলাত এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও দর পাঠাইয়াছিল। বিলাতের দরই সর্ব্বাপেক্ষা কম, সুতরাং খুব সম্ভব বিলাতই অর্ডারটী পাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বিলাতের জিতিবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, এই ক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লাই চাওয়া হইয়াছে। যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লা না চাওয়া হয়, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশগুলাতে বিলাত ইয়োরোপীয় দেশগুলার সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না।

জাহাজী ব্যবসাতে আশার ক্ষীণালোক

সম্প্রতি জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই গমের উৎপাদন বাড়িয়াছে। যাহারা জাহাজে করিয়া মাল চালানের ব্যবসা করিয়া থাকে তাহারা ইহাতে আনন্দিত হইয়াছে। গমের উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে উৎপাদক দেশগুলা হইতে খাদক দেশগুলাতে মাল বহিবার জন্য জাহাজের চাহিদা আরও বাড়িবে; ইহাই তাহাদের আনন্দের কারণ। ইতিমধ্যে জাহাজের (মাল বহিবার) ভাড়াও বাড়িয়াছে। জুন মাসের ভাড়ার ইণ্ডেক্স নাম্বারের তুলনায় জুলাই মাসের ইণ্ডেক্স নাম্বার শতকরা ২·৬৬ ভাগ বাড়িয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গমের উৎপাদন-বৃদ্ধির ফল ইতিমধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাড়া কিছু বাড়িলেও খুব বেশী বাড়ে নাই। এখনকার ভাড়ার ইণ্ডেক্স নাম্বার জানুয়ারীর ইণ্ডেক্স নাম্বারের তুলনায় কম। জাহাজী ব্যবসার শীঘ্র যে উন্নতি হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ, ইহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ এই যে, চাহিদার তুলনায় জাহাজের যোগান অত্যন্ত বেশী। আপাততঃ গমের উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য কিছু উন্নতি হইলেও, মাল চালানের স্থায়ী চাহিদা-বৃদ্ধি অথবা জাহাজের সংখ্যা-হ্রাস না হইলে জাহাজী ব্যবসার সাধারণ অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হইবার আশা নাই। তবে, জাহাজী ব্যবসার সাধারণ অবস্থা এখন মন্দ হইলেও, বিশেষ বিশেষ যোগ্যতর কোম্পানীগুলা সাধারণ কোম্পানীগুলা অপেক্ষা বেশী লাভ করিতেছে না এইরূপ ধারণা করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে।

বুলগেরিয়ায় আমদানি-শুল্কের হার-বৃদ্ধি

বুলগেরিয়ার আমদানি-শুল্কের হার বাড়ান হইয়াছে। এই হার বাড়ানোর উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটী :—(১) বুলগেরিয়া গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের তুলনায় আয় কম বলিয়া আমদানি-শুল্ক বাড়াইয়া আয়ের পরিমাণ বাড়ানো;

(২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ও দ্বিতীয়করণ ঋণের জন্য যে কয়টা কর গ্যারাণ্টি আছে সেইগুলার আয় বাড়ানো। সোফিয়াস্থ বৃটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের আফিস হইতে এই কর-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পাঠানো হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সভায় আমদানি-শুল্কের হার-বৃদ্ধি-নিবারণ সম্বন্ধে একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। বুলগেরিয়াও উক্ত মন্তব্যে সম্মতি দিয়াছিল। আমদানি-শুল্ক-বৃদ্ধির দ্বারা উক্ত মন্তব্যকে অমান্য করা হইয়াছে। ইহাই বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলার প্রতিবাদের প্রধান যুক্তি। অথচ, শুল্ক বৃদ্ধি না করিলে বুলগেরিয়া গভর্ণমেণ্টের ব্যয়-সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, বুলগেরিয়া যে সহজে বৈদেশিক প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিবে তাহা মনে হয় না। বর্ত্তমান জগতে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য আমদানি-শুল্ক হ্রাস করা যে কত দুরূহ ও জটিল ব্যাপার, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।

শুল্কের হার বাড়াইবার সময়ে যে মাল বুলগেরিয়া অভিমুখে যাইতেছিল কিংবা বুলগেরিয়ার শুল্ক আফিস কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইতেছিল, সেইগুলাকে শুল্কের নূতন হার হইতে রেহাই দেওয়া হউক—বুলগেরিয়াকে এই ধরণের অনুরোধও করা হইয়াছে। বুলগেরিয়া এই অনুরোধটী রাখিতে বোধ হয় দ্বিধা করিবে না।

ফ্রান্সে কাগজের জুতা

সম্প্রতি প্যারিতে জুতার উপরের দিকটার জন্য চামড়ার পরিবর্ত্তে কাগজে প্রস্তুত একপ্রকার 'কাপড়' ব্যবহৃত হইতেছে। এই ধরণের কাগজ-কাপড়ের জুতার গুণ অনেক :—(১) বুনানি সুন্দর হওয়াতে জুতা দেখিতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়; (২) অনেকদিন টেঁকে; (৩) ঠিক গড়নটী তৈয়ারী করা অপেক্ষাকৃত সহজ; (৪) ইচ্ছামত ধোয়া চলে; (৫) দাম সস্তা। মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে ইহার যথেষ্ট কাটতি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নূতন উপাদানটী প্রস্তুত করিবার একচেটিয়া অধিকার পাইবার জন্য প্যারীর অনেক বড় বড় জুতার দোকান যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল।

লোকসংখ্যার তুলনায় রাস্তা

বিলাতে এক একটী জনপদের মোট জনসংখ্যা কত আর সমস্ত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্যই বা কত তাহা স্থির করিয়া প্রত্যেক জনপদের প্রতি ১ মাইল রাস্তায় লোকসংখ্যার হার কত দাঁড়ায় তাহা বাহির করা হইয়াছে। অঙ্কগুলা এইরূপ :—

অ্যাঙ্গল্‌সি—৭০; বেডফোর্ড—১৯৯; বার্কশিয়ার—১১৮; ব্রেকন—৫৪; বাকিংহাম—১৩০; কেম্ব্রিজ—১৫৩; কার্ডিগান—৪৪; কার্মার্থেন—৭৭; কার্ণারভন—১০১; চেশিয়ার—২২৩; কর্ণওয়াল—৭৩; কাম্বারল্যাণ্ড—৮৬; ডেনবিগ—৮১; ডার্বি—২০৯; ডেভন—৫৭; ডর্সেট—৯৮; ডারহাম—৪২৪; আইল্ অব্ ইলি—১২০; এসেক্স—২৪১; ফ্লিণ্ট—১০৭; গ্লামরগ্যান—৪৫০; গ্লাউসেষ্টার—৯৩; হিয়ারফোর্ড—৫৬; হার্টফোর্ড—১২৪; হাণ্টিংডন—৯৭; কেণ্ট—২৩০; ল্যাঙ্কাশিয়ার—৩৮৪; লিসেষ্টার—১২৪; লিঙ্কন্ (হলাণ্ড)—৬৭; লিঙ্কন্ (কোষ্টভেন)—৭১; লিঙ্কন্ (লিণ্ডসে)—৭৮; মেরিয়নেথ—৪৮; নর্ত্থাম্পটন—১১৪; মিড্‌লসেক্স—৯৭২; মন্মাউথ—২১৭; মণ্টগমারি—৩২; নরফক্—৬০; নর্থাম্বারল্যাণ্ড—১৩০; নটিংহাম—১৯৯; অক্সফোর্ড—৭৯; পেম্ব্রোক্—৬০; সোক্ অব্ পিটারবরো—২২৩; র‍্যাডনর—২৩; রাটল্যাণ্ড—৫৮; স্যালপ—৭০; সমারসেট—৮৫; সাউথাম্পটন—১০৫; ষ্টাফর্ড—২০১; সাফক্ (ইষ্ট)—৮৭; সাফক্ (ওয়েষ্ট)—৮৩; সারে—৩২৪; সাসেক্স (ইষ্ট)—১৪১; সাসেক্স (ওয়েষ্ট)—১৪৩; ওয়ারউইক্—১৪৫; ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড—৫৭; আইল্ অব্ ওয়াইট—২৩০; উইল্টশিয়ার—৮৭; ওরসেষ্টার—১৩৯; ইয়র্কস্ (ই, আর)—৭৬; ইয়র্কস্ (এন্, আর)—৮৯; ইয়র্কস্ (ডব্লিউ, আর)—২৬০।

১ মাইল রাস্তা প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকসংখ্যা (৯৭২) মিড্‌লসেক্সে, আর সর্ব্বাপেক্ষা কম লোকসংখ্যা (২৩) র‍্যাডনরে।

১৯২৭ সনে যুগোস্লাভিয়ার আর্থিক অবস্থা

১৯২৭ সনে যুগোস্লাভিয়াতে ফসল ভাল হয় নাই।

যুগোস্লাভিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। সেইজন্য ফসল ভাল না হওয়াতে দেশের আর্থিক জীবনের সকল বিভাগই ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কৃষকদের সহিত, ছোটখাট ব্যবসাদারেরাও, লোকসান ভোগ করিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণও কমিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর যুগোস্লাভিয়ার মোট রপ্তানির মূল্য মোট আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক থাকে, কিন্তু গত বৎসর যত মূল্যের মাল আমদানি করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম মূল্যের মাল রপ্তানি করা হইয়াছিল। রপ্তানি করিবার শস্যের পরিমাণ কমার ফলেই এই পরিবর্ত্তন। তবে ১৯২৭ সনটা যুগোস্লাভিয়ার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ যায় নাই। কৃষিতে লোকসান হইলেও কয়েকটী শিল্পে উন্নতি দেখা গিয়াছে। এ বৎসর শস্যের ফলন ভালই হইয়াছে। ১৯২৭ সনের ক্ষতি এই বৎসরে পূরণ করা সম্ভব হইবে।

জার্ম্মাণ লৌহ-ইস্পাত-শিল্প

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির লৌহ-ইস্পাত-শিল্প কারখানায় ৩,৩০০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে; এবং ঐ সকল কারখানায় ৬,৫০০,০০০ অশ্বশক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান জার্ম্মাণ রাষ্ট্রগঠনের কিছুদিন পরে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির লৌহইস্পাত-শিল্প কেবল-মাত্র প্রাথমিক অবস্থার মধ্যে চলিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ডেলিমেল নামক বিখ্যাত বোম্বাই ইংরেজী দৈনিকের জনৈক বালিনস্থ সংবাদদাতা গত ৫০ বৎসর পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের জার্ম্মাণ লৌহইস্পাত-শিল্পের এক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে ঐ শিল্পে জার্ম্মাণি কি প্রভূত উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভাগ	কারখানায় নিযুক্ত লোক		বৈদ্যুতিক শক্তি	
	১৮৭৫	১৯২৫	১৮৭৫	১৯২৫
কাঁচা লৌহ ও অন্যান্য নন ফেরাস মেটালের	৩৯২,৮০৪	৮৮৮,৮৮০		
লৌহ ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব জিনিষ পত্রের				
যন্ত্রপাতি, মেক্যানিকাল হার্ডওয়ার ও যান-বাহনের	১২,৫৩৯			
ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ইনষ্ট্রুমেণ্ট অব প্রিসিশন ও অপ্টিক্যাল শিল্পের	১৭,৭০৭	৪৬,৪২২	৩৬,৪৮৭	৫১৮,২৮২	৮৮১	৪৫৫,৮১৯

এই অঙ্কগুলি দ্বারা জার্ম্মাণির লৌহ-শিল্পের দৌড় পরিমাপ করা যায় এবং ইহা কি দ্রুত ভাবে উন্নতির পথে চলিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এই অঙ্কগুলি সম্যক বুঝিতে হইলে ইহা জানা দরকার যে ১৮৭৫ সনে লৌহ-শিল্পের জন্য জার্ম্মাণির যতটা জমি ছিল ১৯২৫ সনে এবং বর্ত্তমান ১৯২৮ সনে আর ততটা নাই। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ লৌহ-ইস্পাতের জন্য বিখ্যাত আলসেস লোরেণ ও ইষ্টার্ণ আপার সাইলেশিয়া জার্ম্মাণির হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জার্ম্মাণির লৌহইস্পাত-শিল্পের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

উপরের অঙ্কগুলি হইতে দেখা যায় যে, কারখানা-বৃদ্ধির চাইতে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জার্ম্মাণির লৌহ ইস্পাত কারখানাগুলিতে অধিকতর মূলধন খাটিতেছে ও ব্যাপকভাবে কারখানাগুলি পরিচালিত হইতেছে। তাই

আজকাল প্রায়ই "বিগ কন্‌সার্ণসে"র কথা শুনা যায়। আবার জনবলের চাইতে মেক্যানিক্যাল পাওয়ার বা যন্ত্রবল বেশী করা হইয়াছে। এই সকল কারখানায় ইঞ্জিন তৈয়ারী ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএর কাজে দশ চাইতে বেশী উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যে জাপানের উন্নতি

মাত্র ৬০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান মধ্যযুগের আবহাওয়াতেই ছিল। জমিদারতন্ত্রের প্রভাব তখন দেশের মধ্যে প্রবল। চাষাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইত। পণ্যোৎপাদন গিলডগুলার দ্বারা সম্পাদিত হইত, কিন্তু এই গিলডগুলাতে প্রবেশাধিকার জমিদার প্রভুদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। জমিজমার ক্রয়বিক্রয় হয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, না হয় নানা নিয়মে শাসিত ছিল। দেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া-আসার জন্য উপযুক্ত পথঘাটের অভাব ছিল। দেশের বাহিরে কাহারও যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বিদেশীদেরও দেশের ভিতরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। জাপানের সহিত বহির্জগতের কোন প্রকার আর্থিক যোগাযোগ আদৌ ছিল না বলিলেই হয়।

১৮৬৮ সনের পূর্ব্বে জাপানী সম্রাট শোগুণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র হইয়া থাকিতেন। ঐ সন হইতে সম্রাট নিজ ক্ষমতা জাহির করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাপানে মধ্যযুগের অবসান হইল, জমিদারতন্ত্রের প্রভাব লুপ্ত হইল। আধুনিকতার যুগ জাপানে দেখা দিল। আগেকার যুগের আর্থিক উন্নতিতে বাধাদানকারী সকল প্রকার নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইল। জমিজমার ক্রয় বিক্রয়ে স্বাধীনতা এবং ইচ্ছামত পেশা অবলম্বনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। বিদেশীরা এদেশে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল। কুটীর-শিল্পের স্থানে প্রধানতঃ কারখানা-শিল্পকে বরণ করিয়া জাপান মধ্য যুগের সহিত শেষ সম্পর্কও ছিন্ন করিল।

উক্ত পরিবর্ত্তনগুলার ফলে জাপান আর্থিক হিসাবে কিরূপ দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইতেই বুঝা যায়। ১৮৬৮ সনে জাপান ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার ইয়েন মূল্যের রপ্তানি ও ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ইয়েন মূল্যের আমদানি করিয়াছিল; ১৯২৪ সনে ১৮০ কোটি ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার ইয়েন মূল্যের রপ্তানি ও ২৪৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার ইয়েন মূল্যের আমদানি করিয়াছে।

কেবল আধুনিকতাকে বরণ করার জন্যই জাপানের এরূপ অদ্ভুত উন্নতি ঘটে নাই; এই দ্রুত উন্নতির তিনটী বিশেষ কারণ আছে:—(১) কারখানা-শিল্প দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য প্রথম হইতেই জাপানী গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণে প্রযত্ন হইয়াছিলেন। নানা কারখানা খাড়া করিয়া দিন কতক সেগুলাকে চালাইয়া লোকদের কারখানা-শিল্পে অভ্যস্ত করিয়া, সেগুলাকে বেসরকারী হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপন করিয়া ও সাবসিডি দিয়াও কারখানা-শিল্পের বিস্তারের জন্য জাপানী গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। (২) চীন-জাপান যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বিশেষ করিয়া গত মহাযুদ্ধের জন্য জাপানী শিল্পগুলা উন্নতি করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ইয়োরোপীয় প্রায় সকল জাতিই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সেই সুযোগে জাপান আধুনিকতম কলকব্জা ও উৎপাদন-প্রণালী অবলম্বন করিল। মহাযুদ্ধের সময়ও যে কয়টী দেশ জগতের প্রায় সর্ব্বত্র বাণিজ্য চালাইতেছিল জাপান তাহাদের মধ্যে অন্যতম। (৩) জাপানে অল্প মাহিয়ানায় অনেক মজুর পাওয়া যাইত; ইহার জন্য জাপানী শিল্পপতিদের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত জাপানী শিল্প-বাণিজ্যের বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে বটে; কিন্তু ভবিষ্যতে জাপান এরূপ দ্রুত উন্নতি করিতে পারিবে কিনা তিনটী কারণে সে বিষয়ে সন্দেহের উদয় হয়। এই তিনটি কারণ হইতেছে—(১) জাপানে কয়লা ও লোহার অভাব; (২) জিনিষ পত্রের দর বাড়ায় জন্য মজুরির হারের বৃদ্ধি; (৩) ইয়োরামেরিকা এবং ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতা।

ভারতবর্ষীয় রেল-কর্ম্মচারিগণের দাবী

দি অল্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স্ ফেডারেশান্ (নিখিল ভারতবর্ষীয় রেল-কর্ম্মচারি-সঙ্ঘ) সমস্ত রেলকর্ম্মচারিগণের অভাব-অভিযোগ ভারত গভর্ণমেণ্টের রেলওয়ে মেম্বারের নিকট জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে একখানি মেমর‍্যাণ্ডা অর্থাৎ স্মৃতিপত্র দাখিল করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মচারী জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরি পায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন বেতনের ও বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধির হার নিরূপণ করিয়া সকল প্রকার কর্ম্মচারীর জন্য টাইম স্কেল অর্থাৎ কার্য্যকালের পরিমাণ-অনুযায়ী বেতন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য এই মেমর‍্যাণ্ডাম বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। আনাড়ি কর্ম্মীদিগের সর্ব্বনিম্ন বেতন ৩৫৲ টাকা হওয়া উচিত; এছাড়া ছোট-বড় সহরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ভাতা থাকিবে। ফেডারেশানের মতে দৈনিক মজুরির ব্যবস্থা উঠিয়া যাওয়া উচিত, ও ঠিকা দরে কাজ চালাইবার ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা আবশ্যক এবং পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট, পোষ্টাফিস বিভাগে যেমন বর্ষাবাদল বা অন্যান্য প্রকার দুর্দ্দিনের জন্য বিশেষ ভাতা দিবার ব্যবস্থা আছে, রেল বিভাগেও সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। জেনেভা কন্‌ভেনশান অনুসারে ছুটীর ব্যবস্থা করিতে হইবেই, এবং তার সঙ্গে দৈনিক পরিশ্রমের হার যাহাতে সবচেয়ে বেশী সময়ের বেশী না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে (ডাক বিভাগে) যেমন শতকরা ২০ জন লোককে ছুটী দেওয়া যায়, রেল বিভাগেও তাহা করিতে হইবে, এবং মাঝে মাঝে ছুটী না লইয়া একেবারে বেশী দিনের জন্য লম্বা ছুটী লওয়ার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটীর নিয়মকানুন সম্বন্ধে ফেডারেশান বলিতেছে যে, ১৫ বৎসর চাকুরী না হইলে গ্র্যাচুইটী পাওয়া যায় না, এই নিয়ম রদ করিতে হইবে। চাকুরী করিতে করিতে মাঝে ছাড়িয়া দিলে আর পূর্ব্বের কার্য্যকাল সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা না করিবার যে নিয়ম আছে তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল করিতে হইবে। কেবলমাত্র আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তিরই গ্র্যাচুইটীও বোনাস খেলাপ হইবে। নিম্ন কর্ম্মচারী কোন উপরওয়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলে, যার নিকট অভিযোগ করা হয় তাহাকে সমস্ত বিষয় স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে পরিবর্ত্তন-সাধনের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা :—প্রকৃত অনুসন্ধান না করিয়া শাস্তি-দানের ব্যবস্থা, প্রকৃত বাসগৃহের অভাব, চাকুরী ব্যাপারে জাতি বিচার, রেল-মজুরদিগের অবস্থা। এবং নিম্নলিখিত কতকগুলি অভিযোগও আনা হইয়াছে, যথা—জরিমানা করা, অনেক ঘণ্টা ধরিয়া খাটাইবার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থার কমতি, সাময়িক স্বাস্থ্যপরীক্ষা, অসমান গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, উপযুক্ত-সংখ্যক রেলওয়ে ইনস্ট্রিটিউটের অভাব, প্রমোশান দিবার বেলায় পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি।

ট্রেড্ ডিস্পিউট বিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সাবকমিটির তৈয়ারী মেমর‍্যাণ্ডাম্ জেনারেল কাউন্সিল অনুমোদন করিয়াছেন এবং সমস্ত রেল কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করিয়া কতকগুলি রিজলিউশান পাশ করিয়াছেন যে, রেল কর্ম্মচারিগণের একটী ডেপুটেশান নির্দ্ধারণ করিয়া কতকগুলি দাবী জানানোর জন্য রেলওয়ে মেম্বারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাউন্সিল

ভারতের ট্রেড্‌ডিস্পিউট্‌ বিল, ও পাবলিক সেফটি বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। কারণ, এই সকল আইনে, কর্ম্মচারিগণের স্বার্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

বৈকুণ্ঠপুর অবৈতনিক কৃষি-শিল্প-বিদ্যালয়

জেলা ২৪ পরগণার বারুইপুর ষ্টেশন হইতে ২ মাইলের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুর নামক দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষক-প্রধান গ্রামে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি"র ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসের "কৃষকদের আর্থিক শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী আলোচিত হইয়াছিল, এই বিদ্যালয় তাহাই অনুসরণ করিতেছে। বর্ত্তমানে ৩৫টী ছাত্র এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সহজ উপায়ে পাটের দড়ি পাকান এবং চরকায় সূতা কাটা অভ্যাস করিতেছে। শীঘ্রই তাঁত বসাইয়া কাপড়, গামছা, মশারির থান, গায়ের চাদর ইত্যাদি বুনিবার ব্যবস্থা হইবে। আবশ্যকীয় অর্থের অভাবে জমি সংগ্রহ, গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য শিল্প যন্ত্রাদি ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই। একারণ কৃষিশিক্ষারও কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যাইতেছে না। সম্প্রতি "খাদি প্রতিষ্ঠান" তিনটী চরকা দান করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ছাত্রেরা উৎসাহের সহিত সূতা কাটিতেছে। দেশের অন্যান্য দানশীল ব্যক্তিগণ যদি "খাদি প্রতিষ্ঠানের" দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই দরিদ্র শিশু-বিদ্যালয়ের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

নিবেদন ইতি

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

সেক্রেটারী, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা

হাজির বিল বনাম ফিনান্‌স্যাল টাইম্‌স্‌

ভারতবর্ষের "ফ্রি প্রেসের" অন্যতম সংবাদদাতা বলিতেছেন, বিলাতের "ফিনান্‌স্যাল্‌ টাইমস" পত্রিকা এই বর্ষে অনেকবার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবিত ভারতের উপকূল-বাণিজ্য কেবলমাত্র ভারতীয় জাহাজের জন্যই নির্দ্ধারিত রাখা সম্বন্ধে মিষ্টার হাজির বিল ভারতীয় রাজনীতি-বিশারদগণের বৃটেনের প্রতি বিদ্বেষভাবই জ্ঞাপন করিতেছে এবং ইহাতে বৃটেনের স্বার্থের বহু ক্ষতি হইবে। ভারতবর্ষস্থ বৃটিশ-সমাজের রাজনৈতিক মতানুসারে মিষ্টার হাজির বিল অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই কথা প্রথম প্রচারিত হয় লণ্ডন চেম্বার্স অব্‌ কমার্সের ইষ্ট ইণ্ডিয়া সেক্সনের সভায়। এই সভায় মিষ্টার সি, বি, চার্টারস, সি ক্রফোর্ড, মিষ্টার এলেন্‌ ইত্যাদি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে "ফিনান্‌স্যাল টাইম্‌স্‌" পত্রিকা উহার মতগুলি ঝালিয়া লইবার অবসর পাইয়াছে। অ্যাসোসিয়েটেড্‌ চেম্বারের মেমরাণ্ডামে দাবী করা হইয়াছে যে, ভারতের কন্‌স্টিটিউশানে (দেশ-শাসনের গোড়ায় লিখিত বিধি সকল) এমন একটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে বৃটিশদিগের জন্য অর্থনৈতিক ক্যাপিচুলেশান্‌ (বিশেষ সুবিধাভোগের জন্য চুক্তি) পাওয়া যাইতে পারে। এই মেমরাণ্ডামের সমালোচনা করিয়া উক্ত পত্রিকার বর্ত্তমান সপ্তাহে একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। "ফিনান্‌স্যাল্‌ টাইম্‌স্‌" পত্রিকার মতে ইকনমিক্‌ ক্যাপিচুলেশান সম্বন্ধে নূতন আইন বৃটিশের স্বার্থ-সাধন ও ভারতের উন্নতিবিধান এই দুইয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বৃটিশের বিশেষ বিশেষ অধিকার ও দাবীগুলি পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া ভারতের উন্নতি যে কিরূপে সাধিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে কিছুই বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় নাই।

এই পত্রিকা বলিতেছে :—যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতে যাইতেছে তাহার পাণ্ডুলিপিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের একটী নূতন ধারা সন্নিবেশিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পবাণিজ্য স্বার্থ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন বা টাক্স নির্দ্ধারণে কোনরূপ ভেদনীতি অবলম্বিত না হয়। এ বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। অনেক ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক নেতাগণের ভাবভঙ্গীতে বেশ বুঝা যায় কোন কোন স্থানে স্বার্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এবং এ সম্বন্ধে ৬ মাস পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। ভারতের আর্থিক উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির পথে যে সমস্ত অন্তরায় উপস্থিত হইতেছিল

তাহার বিরুদ্ধে যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য প্রচেষ্টাকে আমরা অন্তরের সহিত অনুমোদন করিতেছি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ

ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ মিশনের মাতব্বর ডাঃ জি, বি, মীক্ বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের বাণিজ্য বাড়িবার খুব সুবিধা আছে। ডাঃ মীকের এক রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, দক্ষিণ অফ্রিকায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা বিশেষ দরকার।

ডারবানে তাঁহার এক বিদায়-সভায় তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

দুনিয়ার কোন বাজারে ভারতের মাল বেশী আছে, বিশেষতঃ ভারতের জিনিষপত্রের কোথায় চাহিদা বেশী হইবে, লক্ষ্য করা আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য। আমরা যে যে দেশ ঘুরিয়াছি সেই সেই দেশেই ভারতের কোন জিনিষ কাটিতে পারে কিনা, এবং সে দেশের কোন মাল, অন্যান্য দেশ হইতে বর্ত্তমানে যে দামে ভারতে আমদানি হইতেছে, তাহা হইতে কম দামে ভারতে আমদানি করা যায় কিনা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা যে যে দেশ ঘুরিয়াছি তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশে ভারতের ট্রেড্ কমিশনার নিযুক্ত করা দরকার সে মন্তব্য প্রকাশ করাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের মাত্র পাঁচটী দেশ ভ্রমণ করিবার কথা ছিল, তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা একটী। এ দেশ ঘুরিয়া আমাদের ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের একজন ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা খুবই আবশ্যক।"

মাল বদলাবদলি

ডাঃ মীক্ এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, পারস্য, ইরাক্, সীরিয়া, সুদান, এডেন এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার সমস্ত দেশ, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত তাহারা ঘুরিয়াছেন। প্রত্যেক দেশেই তাহারা দেখিয়াছেন যে, এ সমস্ত দেশ হইতে ভারত যে পরিমাণে মাল আমদানি করিয়াছে, তাহার অনেক বেশী মাল সে সব দেশে ভারত রপ্তানি করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কথা স্বতন্ত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকার বেলায় অবস্থা ঠিক উল্টা। কারণ এখান হইতে সোনা এবং হীরকই বেশী ভারতে আসে। আর ভারত হইতে এখানে যায় চা, পাট, চাউল, কাঠ, কাপড় চোপড়, ছড়ী এবং অন্যান্য ভারতীয় ছোট খাট মাল। শুধু পাটই ভারত হইতে এদেশে আসে ১,০০০,০০০ পাউণ্ডের। ভারত হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন লক্ষ পাউণ্ডের চাউল আসে, তবে চাউলের "কোয়ালিটী" এবং বেশী ভাড়া সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক নালিশ শুনিয়াছেন, এবং তাহাতে চাউলের ব্যবসাটাও বাড়িবার মত সুবিধা পাইয়া উঠিতেছে না। ব্রহ্ম হইতে যে সমস্ত কাঠ দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে, তাহার ব্যবসা বাড়াইতে হইলেও কতকগুলি অসুবিধা নিবারণ করার দরকার, এটাও তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

ডাঃ মীক্ আরও বলিয়াছেন যে, তাহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজে নামিয়াছেন, তাহার মধ্যে, বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে যে সমস্ত সুতির কাপড় চোপড়, বিশেষে রপ্তানি হয়, তাহার ব্যবসার অবস্থা লক্ষ্য করা একটী। এই সমস্ত জিনিষ দক্ষিণ আফ্রিকায় বৎসর মাত্র ৪১,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ভারত হইতে আসে।

অপর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে সমস্ত মাল ভারতে রপ্তানি হয়, তাহার মূল্য অনেক বেশী। পাঁচ বৎসর আগে এদেশ ভারতে মাত্র ৮,০০০ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ পাঠাইত। গত বৎসর এই সংখ্যা ৮১,০০০ পাউণ্ড উঠিয়াছে। ভারতের সহিত এদেশের যে ব্যবসাই করা যায়, সেই ব্যবসাই দ্রুত বাড়তির দিকে যায় এইরূপ দেখা গিয়াছে।

ডাঃ মীক্ আরও বলিয়াছেন যে, ভারতে সোনা আমদানি দেশের রপ্তানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারত বেশ বড় রকমের খরিদ্দার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের ব্যবসা দিন দিন বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসার কোঠা বাড়িয়া দুই কোটি পাউণ্ডে ঠেকিয়াছে।

শেষকালে ডাঃ মীক বলিয়াছেন যে, ভারতে সোনার কাটতি কি পরিমাণে হয় এ বিষয় লইয়া তিনি অনেক

মাথা ঘামাইয়াছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারটা ভারতের ব্যবসার পক্ষে খুব দরকারী হইলেও সাধারণতঃ এ দিকে কেহই তেমন মন দেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কতক পরিমাণে সোনা সোজা ভারতে পাঠান হয়, এবং দিন দিন ভারতে এই ভাবে সোনার আমদানি বাড়িয়া যাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার একটা টাকশাল খোলার কথা হইতেছে। তাহা হইলে এই ভাবের সোনার ব্যবসা খুব বাড়িয়া যাইবে। যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই টাকশাল হইতে বৎসরে চার কোটি গিনি বাহির হয়। সাধারণতঃ এই টাকাতেই ভারতের সব দরকার মিটিয়া যায়।

আফগানিস্থানের রেলওয়ে

আফ্‌গানিস্থানের পক্ষে রেলওয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া "আমিস্" নামক কাবুলের একটী সংবাদপত্র বলিয়াছে যে, দেশে চলাচলের সুবিধা যত বেশী হইবে দেশের উন্নতিও তত বাড়িবে।

এই বিষয়ে কতকগুলি উপায় বাতলাইতে গিয়া সংবাদপত্রটী বলিতেছে যে, এই উদ্দেশ্যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেসব রকম সাহায্য, পুঁজি ও সুদক্ষ কারিকর আবশ্যক এবং এই সমস্ত কারিকর এমন দেশ হইতে আনিতে হইবে, যে দেশ রাজনৈতিক অথবা আর্থিক উন্নতি বিষয়ে আফ্‌গানিস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সে কাগজে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ কিংবা কোন ইংরেজ অথবা রুষ রাজ্য হইতে কোন রকম সাহায্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

এ কাগজে আরও বলা হইয়াছে যে, কাবুল হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত, কান্দাহার হইতে কানান ও হিরাত পর্য্যন্ত এবং হিরাত হইতে রুষ এবং পারস্য সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রেল লাইন খুলিলে ভাল হয়। এই পথে রেল লাইন চালাইলে, বাণিজ্যের দিক্ দিয়াও সুবিধা হইবে আর খরচও খুব সস্তা পড়িবে; কারণ এ পথে কোন পাহাড়-পর্ব্বত নাই অথবা কোন বড় সুড়ঙ্গ কাটিবারও দরকার হইবে না।

আমেরিকার কেরোসিন তৈল কি শুকাইয়া যাইতেছে?

বিখ্যাত সোভিয়েট ভূতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ট্রাইফেভ্ কয়দিনমাত্র আমেরিকার তেলের ব্যবসার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পাঁচ বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট রুশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে কেরোসিন তেল যোগাইবে; আমেরিকা তার পরিবর্ত্তে রুশিয়ার পুনর্গঠনে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তিনি বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে পেট্রোলিয়াম যেরূপ অতিরিক্তমাত্রায় খরচ করা হইতেছে তাহাতে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের তেলের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তেল কোম্পানীগুলির মধ্যে উৎপাদনের মত প্রতিযোগিতা ও যাহাতে তেল অথথা নষ্ট না হয় তেলকূপ খননের উপযুক্ত মত ব্যবস্থা না থাকার জন্য এই সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

অধ্যাপক ট্রাইফেভ্ বলেন যে, আমেরিকার তেল-শিল্প সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য আর্থিক উন্নতির কথা শুনিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি বলেন যে, কেবল মাত্র একটা নীতি এই শিল্প সম্বন্ধে আমেরিকা মানিয়া চলিতেছে। তাহা হইতেছে সব চেয়ে অল্পসময়ের মধ্যে সব চেয়ে অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারীর চেষ্টা। এ হিসাবে আমেরিকার নিকট রুশিয়ার অনেক শিখিবার আছে। কিন্তু আমেরিকাও আমাদের নিকট অনেক বিষয় শিখিতে পারে।

তবুও বাকু হইতে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্ত্তী কেরোসিন তেল জাহাজ বোঝাই করিবার বন্দর বাতুম পর্য্যন্ত ২০০ মাইল লম্বা নলের লাইন গঠন-কার্য্যে বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্য সত্ত্বেও সোভিয়েটগণ একটার পর একটা ক্রমাগত ফুল করিয়া যাইতেছে। "দি ইষ্টার্ণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়িলফেল্ কোম্পানি অব্ মেরীল্যাণ্ড, এল, জে" তাহার রাশিয়ান্ কন্‌সেশান্ "রাপাস"এর সাহায্যে নল বসাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ারগণ, ডিজেল পাম্প নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু সোভিয়েটগণ বিদেশে ক্রয় না করিয়া চারি মাস পূর্ব্বে

লেনিনগ্রাডের "দি সোভিয়েট মেরিন্ ওয়ার্কস"এর নিকট অর্ডার দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত একটী পাম্পও প্রেরিত হয় নাই। ১লা জানুয়ারি হইতে বাতুম বন্দরে সোভিয়েটদের নিউ-ইয়র্কের দি ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর তেল বেচিবার কথা। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে নলের লাইন সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই। এই বিলম্বের জন্য দোকসান দিয়া রেলের সাহায্যে বাতুম বন্দরে তেল চালান দিতে হইবে।

প্রাচ্য জাতি-সঙ্ঘ

আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লার চাচাত-ভাই জেনারেল আলী আহ্‌মদ খাঁ কায়রোতে মিশরের মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্তশ্রেণীদিগকে এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। উক্ত ভোজ-সভায় তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই আলী আহ্‌মদ খাঁর হাতেই আফগানিস্থান ও মিশরের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চালাইবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

জেনারেল আলী আহ্‌মদ খাঁ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধের পর আফগান দূতরূপে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছিলেন। উল্লিখিত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জেনারেল মহোদয় বলেন :—'সমগ্র প্রাচ্য ব্যাপিয়া এই যে জাগরণ, এই যে পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক ও মিত্রতা-বোধ—ইহা কোন আকস্মিক ব্যাপারের ফল নহে। তৌরাস পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া লেবাননের দেবদারু বন, পামিরের শৈল-শিখর-মালা, আফগানিস্থানের সমতল ক্ষেত্র, আরবের মরুভূমি এবং মেসোপটেমিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, সাইবেরিয়া ও জাপানের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে আজ এই নবজাগরণ বিরাজিত। যাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিলিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ, সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে পারে—একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে প্রাচ্যের নূতন স্বাধীন ও মিত্র সাম্রাজ্যগুলি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতর ও নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে।

এশিয়ার জাতি-সঙ্ঘ

পৃথিবীব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের সদস্যগণ মোটেই সংযত এবং দ্বিধানিশ্চয় নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত ব্যথা এবং দুঃখ পাইয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা এখনও তাঁহাদের মহান্ মানবব্রত কিছুমাত্র পালন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমি আশা করি যে, এই মহান্ ব্রত উৎযাপন-কল্পে এশিয়ার জাতিসঙ্ঘ ইউরোপের জাতি-সঙ্ঘকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আমি বিশ্বাস করি, অচিরেই আমি উক্ত এশিয়ার জাতিসঙ্ঘ হইতে এই বাণী ঘোষণা করিতে পারিব যে, এই ব্রত নিশ্চয়ই পালিত হইবে।

আফগানরাজের ভ্রমণ-ফল

আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, সম্প্রতি মহামান্য আফগান-রাজের ভ্রমণের ফলে আমাদের সহিত বেলজিয়ান গবর্ণমেণ্ট, পোলিশ গবর্ণমেণ্ট এবং সুইজারল্যাণ্ডের গণতন্ত্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির সহিত সন্ধি-স্থাপন

ইতিপূর্ব্বেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট, ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট, ফরাসী গণতন্ত্র, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট, তুর্কী গণতন্ত্র এবং পারস্য গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের বন্ধুত্বের সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকার সহিত আমাদের কোন বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু আমার উপর মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি-স্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই সন্ধির কথাবার্ত্তা এক্ষণে মীমাংসিত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। আমি আশা করি, এইরূপে অতঃপর আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সহিতও অনুরূপ সন্ধি স্থাপিত হইবে। আমি এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আশা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিষয়টি এই,—মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের সন্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে

আফ্রিকা এবং এশিয়ার জাতি-সমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রাচ্য দেশ-সমূহের গর্ব্ব ও আনন্দ

স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কোন প্রাচ্যবাসীর নিকট যদি একবার জাপানের উন্নতি, তুরস্কের উন্নতি, আফগানিস্থানের জাগরণ ও উত্থান, পারস্যের পুনর্জ্জীবন, মিসরের উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য এবং সিরিয়ার বিপ্লবের কথা উল্লেখ করা যায়, তবে সে যুগপৎ আনন্দ এবং গর্ব্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। এই আনন্দ এবং গর্ব্বের কারণ এই যে, প্রাচ্যের জাতি-সমূহ আজ অজ্ঞতা এবং গোঁড়ামির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের গলায় ছুরিকাঘাত করা হইতে বিরত হইয়াছে। কারণ তাহারা স্বদেশ এবং অন্যান্য দেশের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। ভাষার পার্থক্য এবং ধর্ম্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাহারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃভাব-সম্পন্ন।

শান্তি ও ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা

আফগানিস্থান পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা দ্বারা সে তাহার সান্নিধ্যস্থ সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত হইবে।

আমি বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের প্রিয় রাজা মহামান্য আমানুল্লাহ্ খাঁ আমার স্বদেশবাসিগণ এবং আমি স্বয়ং কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কখনও পক্ষপাতযুক্ত নহি। সমস্ত জাতি এবং মানবের প্রতি আমরা বন্ধুভাবসম্পন্ন, যে-কোন শক্তি বা জাতি আমাদের দিকে তাহার সরল বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিবে আমরা তাহারই মিত্র।

(খাদেম)

রবার-গবেষণা আইন

প্রথমবারকার মত এবারও রবার-শিল্প বিল নামঞ্জুর হইয়া গেল (মিষ্টার ই, টি, ক্যাম্পবেল, এম্, পি কর্ত্তৃক ১৯২৭ সালে এই বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সময়াভাবে ইহা পাশ হইল না। এই সম্বন্ধে দি কিনান্যাল নিউজ পত্রিকার প্রতিনিধির সাক্ষাতে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন :—

দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশে রবার-শিল্প বিশেষতঃ রবার তৈরীর কারখানার মালিকগণ মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ নহে। এটী একটী দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। কারণ তাহাদের নিজের সুবিধার জন্য যদি তাহারা মিলিত না হয় তাহা হইলে রবার-নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে নূতন নূতন উপায় খুঁজিয়া বাহির করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

রবার ইণ্ডাষ্ট্রী বিলের উদ্দেশ্য ছিল সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা। এই অর্থের পরিমাণ মাত্র ১৫,০০০ পাউণ্ড। এই টাকা দিয়া বর্ত্তমান রবার রিসার্চ্চ অ্যাসোসিয়েশান্ অর্থাৎ রবার গবেষণা সমিতিটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার ইচ্ছা ছিল। এই গবেষণা-সমিতি এতদিন প্রকৃতপক্ষে কেবল গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থে জীবিত আছে। অবশ্য পরে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অনেকে অর্থ-সাহায্য করিয়াও ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। ১৯২০ সালে যখন এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন গবর্ণমেণ্ট ইহার খরচের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। ১৯২৪ সালে এই সমিতি গবর্ণমেণ্টের নিকট জমিজমা, ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ২০০০ পাউণ্ড অর্থ-সাহায্য পায়। এই অর্থের পরিমাণ প্রতি বৎসর ৪০০ পাউণ্ড করিয়া কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং ১৯২৯ সালে এই গবেষণা সমিতি গভর্ণমেণ্টের নিকট আর কোন অর্থ-সাহায্যই পাইবে না।

রবার গবেষণা সমিতি প্রধানতঃ কি কি কার্য্য করিয়াছে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় মিষ্টার ক্যাম্প্‌বেল বলেন, "১৯২০ সনে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এপর্য্যন্ত ইহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার গবেষণা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সাধিত হইয়াছে। এই সমিতি কতকগুলি গবেষণা-বিষয়ক বিবরণী বাহির করিয়াছে। এই বিবরণীগুলি রবার-শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্যই করা হইয়াছে। এই সমিতি কতকগুলি সেক্রেটারি সার্কুলার বাহির করিয়াছে

এবং এই শিল্পের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে তিনটী দরকারী বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে। এই শিল্পে সচরাচর যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, সে সম্বন্ধেও কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়াছে। আরও একটী প্রয়োজনীয় কাজ সমিতি করিয়াছে। রবার-শিল্প সম্বন্ধে আজকালকার প্রচলিত বই, কাগজ ইত্যাদি সম্বন্ধে একখানি মাসিক সারকুলার বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে অনেক উদ্ধৃত অংশ ও অন্যান্য পুস্তক-পরিচয় লিখিত আছে।

এই সমিতি প্রশংসাযোগ্য কাজ করিতেছিল, এবং রবার-শিল্পের উন্নতি-বিধান করিতে হইলে যেরূপ গবেষণা-কার্য্যের প্রয়োজন তাহাও চালাইতেছিল। গভর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ এই সমিতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছে। এখন যদি রবার-শিল্প-ব্যবসায়িগণ আপন ইচ্ছাতেই হউক কি বাধ্য হইয়াই হউক, কোন অর্থ-সাহায্য না করে তাহা হইলে এই সমিতি টিকিবে না। অথচ এই বিনাশ-সাধন হইতে যাইতেছে এমন সময় যখন অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে রবারশিল্প খুব বেশী পরিমাণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

যে সমস্ত দেশে রবার জন্মায় সে সমস্ত দেশে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে, রবার-ব্যবসায়িগণ এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইতে পারেন, এই কথা বলায় মিষ্টার ক্যান্সবেল নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রবার যে যে দেশে জন্মায় সেই সেই দেশে গবেষণা চলিলেই যথেষ্ট হইল না। এই দেশের জনসাধারণকে রবার-সম্বন্ধে শিক্ষা-লাভ করিতে হইবে। তবে মালয়ে গবেষণা সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইতেছে সেটী নিশ্চয়ই সুখের বিষয়।

রবারের দাম কমিয়া গিয়াছে। এখন সস্তায় রবার মিলার জন্য রবার-শিল্প চালাইবার সব চেয়ে সুবিধাজনক সময়। রবার-শিল্পিগণ যদি জনসাধারণের বিশ্বাস লাভ করিয়া নিজেদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের বাজারে রবারের জিনিষের চাহিদা বাড়াইতে হইবে। এই জন্য তাহাদের বাজারে সদাসর্ব্বদা নূতন ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। অথচ এই সময় রবার-শিল্প বিলের মত কমন্স সভায় উত্থাপিত একটী বিল নামঞ্জুর হইয়াছে কেবলমাত্র রবার-শিল্পিগণের পরস্পর মিলিত হইয়া কাজ করিতে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে।

মোলাকাৎ

[বাহাদুরাবাদ ঘাটে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবক মুদীর সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তের কিয়দংশ নিম্নরূপ।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় দিনাজপুর]

প্রঃ—আপনি কতদিন হয় এখানে দোকান খুলিয়াছেন ?

উঃ—প্রায় এক বৎসরের কিছু বেশী হইল।

প্রঃ—দেখিতেছি আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখাপড়াও জানেন বুঝিতেছি, আপনার এখানে আসিয়া মুদী দোকান খোলার ইতিহাসটা জানিতে পারি কি ?

উঃ—আমার বিদ্যা ম্যাট্রিকুলেশান্ পর্য্যন্ত। এই বিদ্যায় আজকাল চাকুরী পাওয়া শক্ত। আমার এক বন্ধু যখন এই সামান্য লেখাপড়ার জোরে কোথাও চাকুরী পাইল না, তখন এক যাত্রার দলে ঢোকে। সেই দলের সঙ্গে সে এখানে আসিয়া কয়েক পালা গান গাহিয়া গিয়াই আমাকে চিঠি দিল যে এস্থানটা তাহার ভাল লাগিয়াছে। আমি যোগ দিলে সে এখানে একটা দোকান খুলিতে চায়। তখন দুইজনে মিলিয়া এই দোকান খুলি।

উঃ—কার জমিতে দোকানঘর তুলিয়াছেন ? জমি বন্দোবস্ত করিতে কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই কি ?

উঃ—রেলের জমিতে ঘর তুলিয়াছি। বোধ হয় ভদ্র লোকের ছেলে বলিয়াই খুব বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। জাহাজ-ঘাট যখন সরিয়া যায়, তখন আমাকেও এই ঘর ভাঙ্গিয়া নূতন ঘাটে গিয়া দোকান খুলিতে হয়। সেই ঘাটে জোতদারের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করিতে হয়।

প্রঃ—কত টাকা লইয়া দোকান খুলেন ?

উঃ—আমরা দুইজনে মিলিয়া ৫০০৲ পুঁজি লইয়া এই দোকান খুলি। এখনি প্রায় ৮০০।৯০০৲ খাটিতেছে।

প্রঃ—আপনারা কি ধারে জিনিষ ক্রয় করেন ?

উঃ—না, আমরা ধারে জিনিষ কিনি না। মহাজনেরা আমাদিগকে ধারে জিনিষ দিতে চায়, কিন্তু আমরা তাহা পছন্দ করি না। এক এক চালানে মাল কম আনি ; কিন্তু নগদ দামেই সব আনি।

প্রঃ—কি কি জিনিষের কেনাবেচা করেন ?

উঃ—ডাল, চাল, চিনি, সিগারেট, দিয়াশলাই, তামাক প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদিই বেশী রাখি। সখের জিনিষও দুই একটা যে না রাখি তাহা নয়। বর্ষার সময় চিড়া, ছাতু ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া রাখিতে সাহস পাই না।

প্রঃ—জাহাজের নিকটে কাচের বাক্সে করিয়া যে একজন ব্রাহ্মণ যুবক রসগোল্লা ও সিঙ্গারা বিক্রয় করিতেছেন উহাও কি আপনার দোকানের ?

উঃ—হাঁ, খাবারের দোকানও খুলিয়াছি। প্রথমে একজন কারিগর রাখিয়াছিলাম। এখন আমরা শিখিয়া লইয়া নিজেরাই বানাই। তবে পরিমাণে অল্প রাখি ; কারণ এখানে সব সময় বেশী বিক্রয় হয় না। ভদ্রলোক যাত্রী থাকিলে কিছু বেশী বিক্রয় হয়।

প্রঃ—বৎসরের সকল সময়েই কি আপনাদের বিক্রয় একই রকম হয় ?

উঃ—স্কুল কলেজ কাছারী ছুটী হইবার ও খুলিবার সময় কিছু বেশী বিক্রয় হয়। অন্য সময় প্রায় এক রকম।

প্রঃ—গড়ে দৈনিক বিক্রয় কত ?

উঃ—গড়ে দৈনিক ৫৲।৭৲ টাকার জিনিষ বিক্রয় হয়। কলেজ কাছারী ছুটীর মুখে কিছু বেশী বিক্রয় হয়।

প্রঃ—আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া অপর মুদীরা আপনাদিগকে কি রকম চোখে দেখে ?

উঃ—আর যে কয় ঘর মুদী আছে তাহারা বেহারী। এখন পর্য্যন্ত কোনরূপ অসদ্ভাবের পরিচয় পাই নাই।

প্রঃ—প্রতি টাকায় আপনাদের লাভ কত হয় ?

উঃ—সব রকম জিনিষের বিক্রয় মিলাইয়া হিসাব করিলে গড়ে টাকায় চারি আনা লাভ হয় বলা যাইতে পারে।

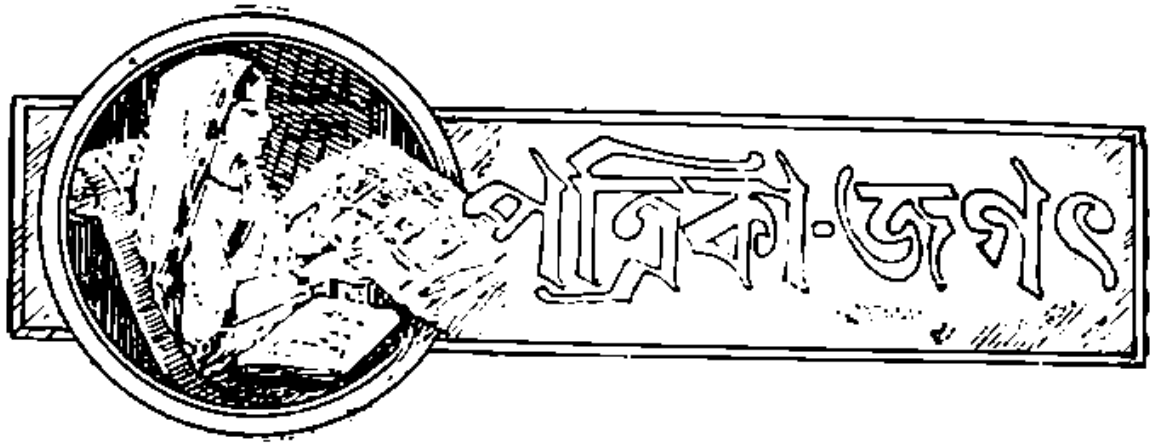

ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন

১৯২৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যা। (১) রাজনীতি ও অর্থনীতি। (২) ব্যাঙ্কার্স ও ক্রেডিট সমস্যা (৩) ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের পুনর্গঠন (সচিত্র) (৪) শুল্ক ও ব্যবসা। (৫) কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলিয়া ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক অব সাউথ আফ্রিকা (তুলনা) (৬) ঔপনিবেশিক ও বৈদেশিক ব্যাঙ্কিং। (৭) ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কসমূহের মার্কুলেশন (৮) বীমা ও অ্যাকচুয়ারী রিপোর্ট।

লেবার গেজেট

কানাডা সরকারের লেবার দপ্তর হইতে প্রকাশিত রাষ্ট্রের আর্থিক, কৃষি ও শিল্পোন্নতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। জুলাই ১৯২৮। (১) কানাডার ষ্ট্রাইক ও লকআউটস, (২) গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের শ্রম ধর্মঘট (৩) গ্রেট ব্রিটেন অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কনফারেন্স। (৪) কানাডা সরকারের ভাতা দিবার নিয়ম (৫) কানাডার বার্দ্ধক্য ভাতা ভোগকারিগণের সংখ্যা (৬) আটলাণ্টিক উপকূলে মৎস্য-শিল্প অনুসন্ধান কমিশন (৭) স্ত্রী শ্রমজীবিগণের সর্ব্বনিম্ন মাসহারা (৮) আলবার্টা প্রদেশের শ্রম-অবস্থা (৯) আলবার্টা ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (১০) কানাডার সমবায় (১৯২৭) (১১) ব্রিটিশ সমবায় কংগ্রেস (১২) গ্রেটব্রিটেনে লাভের বখরা (১৯২৭) (১৩) আন্তর্জ্জাতিক লেবার কনফারেন্সের একাদশ অধিবেশন।

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ

লিগ অব নেশানস বা বিশ্ব-জাতিসঙ্ঘের জেনেভাস্থ ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিস হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। আগষ্ট ১৯২৮ সংখ্যায় আছে (১) আন্তর্জ্জাতিক লেবার কনফারেন্সের একাদশ অধিবেশন। গত ৩০শে মে হইতে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত জেনেভা সহরে ঐ কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রম-বিষয়ক অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জাপানী শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি ওনেকুবো এক প্রস্তাবে প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশ কর্ত্তৃক এই কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত কি ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহা রিপোর্ট করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আর্জ্জেন্টিনার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আকেভেদো তাঁহার প্রস্তাবে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার-সঙ্ঘের অধীন কতকগুলি সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা জানিতে চান। কিউবার শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আবেভালো বিভিন্ন দেশের সরকারী লেবার দপ্তরের তালিকা চান।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তাবগুলিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সংবাদ চাওয়া হয়। কানাডার পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত চ্যাম্প কিভাবে উৎপাদন-ক্ষয়-নিবারণ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে বলেন। ফরাসী প্রতিনিধি জুহো ও ওলন্দাজ প্রতিনিধি সেয়ারেন্স শ্রমজীবিগণের জীবনযাত্রার অবস্থা অনুসন্ধান করিতে বলেন। ভারতীয় শ্রমজীবিগণের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত চমনলাল পরবর্ত্তী কনফারেন্সের সম্মুখে শিল্পকারখানার শ্রমজীবিগণের বাসগৃহ ও

তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে ঠিক সংবাদ পেশ করিতে বলেন। নেদারল্যাণ্ড প্রতিনিধি অক্ষম লোকদের লেবার মার্কেটে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিতে বলেন।

ইণ্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্সের গভর্ণিং বডি বা কার্য্যকারী সংসদে বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, গ্রেটব্রিটেন, ভারতবর্ষ ইতালী প্রভৃতি ৮টি শিল্পপ্রধান দেশের স্থায়ী সভ্যপদ আছে। ইহা ছাড়া আর্জ্জেন্টিনা, পোলাণ্ড, স্পেন ও সুইডেনকে এবৎসর গভর্ণিং বডিতে একজন করিয়া সভ্য প্রেরণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কনফারেন্সের এমপ্লয়ার্স ডেলিগেট কর্ত্তৃক মিঃ জাস্ত্রিস (দক্ষিণ আফ্রিকা), মিঃ হোডাক (চেকোস্লোভাকিয়া), মিঃ লাফার্ট রিবট (ফ্রান্স), মিঃ ওলিভেট্টি, (ইতালী), মিঃ ভোগেল (জার্ম্মানি), মিঃ ফরবেন ওয়াটসন (গ্রেট ব্রিটেন) গভর্ণিং বডিতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ওয়ার্কার্স ডেলিগেটদের তরফ হইতে মিঃ মুর (কানাডা) মিঃ পুলটন (গ্রেট ব্রিটেন), মিঃ মার্টেনস (বেলজিয়াম), মিঃ জোহাক্স (ফ্রান্স) মিঃ মুলার (জার্ম্মানি) এবং মিঃ থরবার্গ (সুইডেন) গভর্নি বডিতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(২) বস্ত্র-শিল্পে বেকার অবস্থা—দ্বিতীয় রচনা। গত সংখ্যার রিভিউতে প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে বিভিন্ন দেশের বস্ত্র-শিল্পে শ্রমজীবিগণের অবস্থা ও গত ৪।৫ বৎসরে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ষ্ট্যাটিসটিকস বিশদভাবে দেখান হয়। এই প্রবন্ধে শ্রমজীবিগণের চাহিদা ও সেই পরিমাণ জোগান, খরিদ্দারগণের শিক্ষাদান ও পুঁজি-পতিগণের কর্ত্তব্য ও শ্রম-সমস্যার সমাধান প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) ইয়োরোপীয় দেশ-সমূহে দোকান পশার বন্ধের আইন কানুন—দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রথমটিতে বিভিন্নদেশের দোকান পশার বন্ধ করিবার সময় তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কোন্ দেশের আইন উৎকৃষ্টতর তাহাও দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দোকান পশার বন্ধ করা সম্বন্ধে কোন্ দেশে কি ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাই দেখান হইয়াছে।

(৪) রিপোর্ট ও অনুসন্ধান: (ক) ইয়োরোপীয় শিল্প-ভবনে কাজের ঘণ্টার হিসাব। (খ) রুশিয়ার ধনোৎপাদন বিদ্যা (ভোকেন্সাল এডুকেসান) ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ সন। সোভিয়েট রুশিয়ার আর্থিক সম্পদ্—আর্থিক সন ১৯২৭-১৯২৮ নামক সরকারী বিবরণীতে বর্ত্তমান বলশেভিক রুশিয়ার শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় ১৯২৬-২৭ সনে সোভিয়েট রুশিয়ার মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ১২,৬৭৭,০০০। ইহাদের মধ্যে ৪টী শ্রেণী। নিম্ন বা প্রাথমিক শ্রেণীতে ১০,৮২৫,০০০। মধ্যম শ্রেণীর পড়ুয়াদের সংখ্যা ১,৪৪০,০০০। উচ্চ শিক্ষায় নিযুক্ত রুশ ছাত্রগণের সংখ্যা ২৪৪,০০০। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীগুলিতে ১৬৮,০০০।

প্রাথমিক শিক্ষার কথা বাদ দিয়া অন্যান্য শিক্ষার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

সোভিয়েট রুশিয়ার সেকেণ্ড গ্রেড স্কুলগুলিতে দুইটী কোর্স। প্রথমটি তিন বৎসরের ও দ্বিতীয়টি দুই বৎসরের এখানকার তালিকা হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার এই ধরণের স্কুলগুলির ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সেকেণ্ড গ্রেড স্কুল ১৯২৪-১৯২৭

	১৯২৪—১৯২৫		১৯২৫—১৯২৬		১৯২৬—১৯২৭	
প্রথম কোর্স	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
সহর	১,৬১৮	৬৩০,০০০	১,৯৯৪	৭৩১,০০০	১,৯১৭	৬৪৯,০০০
গ্রাম	২,২৪৬	২০৯,০০০	২,৩৬২	২৭৬,০০০	২,৯১৭	৩৫৪,০০০
মোট	৩,৮৬৪	৮৬৯,০০০	৪,৩৫৬	১,০০৭,০০০	৪,৮৩৪	১,০০৩,০০০
দ্বিতীয় কোর্স-সহর	১,২৭৬	১২৬,০০০	১,২১৬	১২৪,০০০	১,১৯৫	১১৪,০০০
গ্রাম	৪৩৮	২১,০০০	৪২৪	১৯,০০০	৪১৬	২১,০০০
মোট	১,৭১৪	১৪৭,০০০	১,৬৪০	১৪৩,০০০	১,৬১১	১৩৬,০০০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম কোর্সের গ্রামা স্কুল ও ছাত্রগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু নগরে ১৯২৫-২৬ সনে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৬-২৭ সনে আবার ঢের কমিয়া গিয়াছে। সেকাণ্ড কোর্সে গ্রামা ও নগরে উভয় স্থানের স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা প্রথম বৎসরের তুলনায় পরবর্ত্তী বৎসর হ্রাস পাইয়াছে। সোভিয়েট সরকারের শিক্ষা-দপ্তর ইহার কৈফিয়তে বলিতেছেন যে, এই শিক্ষা কমিশেরিয়েট অব এডুকেশানের অন্তর্গত না করাই ইহার জন্য দায়ী। বর্ত্তমানে এই হ্রাস বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

সেকাণ্ড গ্রেড স্কুলসমূহে অধ্যয়নকারিগণের মধ্যে অষ্টাদশ বর্ষীয় ছাত্রগণ ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্‌টি নামক এক ডিগ্রি উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী। এই ফ্যাকাল্‌টি ৩ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। বর্ত্তমানে ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া ইহার মেয়াদ ৪ বৎসরে বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্‌টির পড়ুয়া ও অধ্যাপক-গণের তালিকা এখানে দেওয়া হইল।

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
ফ্যাকাল্‌টির সংখ্যা	১১৩	১০৮
অধ্যাপক-সংখ্যা	৪,৫০০	৪,১৮০
ছাত্র-সংখ্যা	৪৩,৩০০	৪৬,১০০

এইগুলি ভোকেশনাল স্কুলের প্রথম ধাপ।

স্পেশালাইজড ভোকেশনাল এডুকেশন সাধারণতঃ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলগুলিতে আরম্ভ হয়। এগুলির পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ওয়ার্কশপ ১৯২৪-১৯২৭

	১৯২৪	——— ১৯২৫		১৯২৫	——— ১৯২৬		১৯২৬	——— ১৯২৭	
শিল্প :	বিদ্যাভবন	শিক্ষক	ছাত্র	বিদ্যাভবন	শিক্ষক	ছাত্র	বিদ্যাভবন	শিক্ষক	ছাত্র
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল	৭৮২	৯,২০০	৬৯,৭০০	৭১৯	৯,৮০০	৭৬,৪০০	৭২৯	১০,০০০	৮২,১০০
ভোকেশনাল কোর্স	৩৬৮	৪,৪০০	৩৮,৫০০	৪১১	৪,৪০০	৩৯,৮০০	৩৯৬	৪,৪০১	৪০,২০০
অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ওয়ার্কশপ	১৭৭	৯৮০	১০,৭০০	২৩০	১,৩৩০	১৭,৭০০	২০৭	৯৯০	১১,৩০০
মোট	১,৩২৭	১৪,৫৮০	১১৮,৯০০	১,৩৬০	১৫,৫০০	১৩৩,৯০০	১,৪০২	১৫,৩৯০	১৩৬,৬০০
ট্রান্সপোর্ট :									
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল	৯৪	১,২০০	৯,৯০০	১৪৫	২,০০০	১,৪৬০০	১৮১	১,৯০০	১৭,৪০০
ভোকেশনাল কোর্স	৩১	৫০০	৩,৩০০	৩৩	৬৬০	৪,৪০০	২৬	৪৭০	২,৭০০
মোট	১২৫	১,৭০০	১৩,২০০	১৮৮	২,৬৬০	১৯,০০০	২০৭	২,৩৭০	২০,১০০
কৃষি :									
ভোকেশনাল কোর্স	১৩৭	১,০০০	১০,০০০	১৩৫	৯৫০		১৪৫	৯০০	১১,১৪৯
অন্যান্য ব্রাঞ্চ	১৩৯	১,৭০০	১৪,৬০০	১৩১	১,৫০০	১৪,৫০০	১৫৩	১,৪০০	১৩,৭০০

তরুণ কৃষক-সন্তানদের জন্য আবার স্বতন্ত্র কৃষি-বিদ্যালয় আছে। সেগুলিতে কমসে কম ৫০ হাজার কিষাণ ছেলে পড়ে। এছাড়া ছোট খাট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল আছে। এতেও ৬ হাজার পড়ুয়া।

১৯২৪-২৫ সনে সোভিয়েট রুশিয়ায় মোট ১,৯৫০টি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল ছিল এবং এগুলিতে ১৭৬,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ১৯২৬-২৭ সনে এই ধরণের স্কুল বৃদ্ধি পাইয়া ২,৭০০ হয় এবং ইহাতে ২৪০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চতর কার্য্যের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ায় এই ধরণের বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে।

ভোকেশনাল কোর্স—টেক্‌নিকাল ও পেডাগজিক স্কুল

	১৯২৪—১৯২৫			১৯২৫—১৯২৬			১৯২৬—১৯২৭		
	স্কুল	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল	শিক্ষক	ছাত্র
ভোকেশনাল কোর্স	১১৭	১,৭২০	১৪,৬০০	১২৮	১,৬৮০	১৫,৯০০	১৭০	১,৬১০	১৮,৮০০
টেক্‌নিকাল্‌স্	১৫১	৪,১০০	৩৯,৬০০	১৫৫	৪,০০০	৩৭,৮০০	১১৮	৪,৬০০	৩৯,০০০
মোট	২৬৮	৫,৮২০	৪৮,২০০	২৮৩	৫,৬৮০	৫৩,৭০০	৩৩৮	৬,২১০	৫৭,৮০০
ট্রান্সপোর্ট :									
ভোকেশনাল কোর্স	৩	৪৯	২১৪	১৩	২২১	১,৪৩৫	১৮	২২৩	১,৭৩০
টেক্‌নিকাল্‌স্	৪৭	১,৩৫০	৮,৫৬০	৪৩	১,২৩০	৮,৩২০	৪৮	১,২৮০	৮,৭৭৩
মোট	৫০	১,৩৯৯	৮,৭৮৪	৫৮	১,৪৫১	৯,৮৫৫	৬৬	১,৫০৩	১০,৫০০
কৃষি :									
ভোকেশনাল কোর্স	১৫০	১,২৪০		১৭৩	১,২৫০	১২,৫৮০	২০৪	১,৩০০	১৪,৭৮০
টেক্‌নিকাল্‌স্	১৭৩	২,৭৭০	২১,৮৩০	১৮২	২,৬১০	২০,৯৭০	১৮৬	২,৮৪০	২০,৯২০
	৩২৩	৪,০১০	৩২,৫৫০	৩৫৫	৩,৮৬০	৩৩,৫৫০	৩৯০	৩,৮৭০	৩৮,৭০০
অন্যান্য ব্রাঞ্চ :									
ভোকেশনাল কোর্স	৮০		১২,১৭০	৯২	১,৪৩০	১৩,২৬০	১২৮	১,৭৮০	২১,১৫০
টেক্‌নিকাল্‌স্	২২৯	৪,৪৫০	৫০,১৩০	২৪৩	৫,৭০০	৫৭,২৭০	২৪৭	৬,৩০০	৫০,৯০০
পেডাগজিক স্কুল	৩১৯	৫,৬৮০	৬০,১৫০	৩৫৪	৫,৬২০	৫৫,৯৩০	৩৭৩	৫,৯৮০	৫১,০০০
	৬২৮	১২,২৪০	১২২,৪৫০	৬৮৯	১২,৭৫০	১২৬,৪৬০	৭৪৮	১৪,০৬০	১২৩,০৫০

উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা

বিভাগ	১৯২৪—১৯২৫			১৯২৫—১৯২৬			১৯২৬—১৯২৭		
	স্কুল-সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল-সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	স্কুল-সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র
শিল্প	২৪	৩,৭০০	৩২,০০০	২৫	৩,৫০০	৩৪,৫০০	২৬	৩,৭০০	৩৭,৪০০
ট্রান্সপোর্ট	৫	৪০০	৪,৭০০	৬	৫০০	৪,৫০০	৬	৫০০	৪,৪০০
কৃষি	৩৮		২৪,৪০০	৩৫		২৭,২০০	৩৬	২,৪০০	২৭,৩০০
ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান	১৭		১৭,২০০	১৮		১৭,৬০০	১৮		১৭,৬০০
পেডাগজি	৪১		২৭,০০০	৪১		২৮,২০০	৪১	২,০০০	২৮,২০০
ডাক্তারী	২৮	৩৪,০০	৩৬,৬০০	২৮	৩,৭০০	২৯,৪০০	২৮	৩,৭০০	২৯,৬০০
অন্যান্য	৪০	২,২০০	২১,৬০০	৪২	২,৪০০	২৪,১০০	৪২	২,৪০০	২৪,১০০
	১০৩	১৪,৩০০	১৬৩,৫০০	১৯৫	১৫,৩০০	১৬৫,৭০০	১৯৭	১৫,৭০০	১৫৮,৬০০

আধুনিক পুঁজি-তন্ত্রের স্বরূপ

আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের স্বরূপটা কি? ইহা বুঝিতে জার্মাণ অধ্যাপক সম্বার্টের 'ডার মডার্ণে ক্যাপিটালিস্মুস্' গ্রন্থখানা বিশেষ সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থের তিনটী ভলিয়ুম। প্রথম ভলিয়ুম প্রকাশিত হয় ১৯০২ সনে। বাহির হইবামাত্রই জার্মাণ পণ্ডিত-সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া ১৩ বৎসর ধরিয়া জার্মাণ ধনবিজ্ঞানবিদ্দের আলোচনা চলিতে থাকে। সম্প্রতি তৃতীয় ভলিয়ুমখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম ভলিয়ুমে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মধ্যযুগে সমাজের আর্থিক গঠন কিরূপ ছিল এবং সেই সময়ে কিরূপে অল্পে অল্পে ধনবৃদ্ধি হইয়া আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার আলোচনা স্থান পাইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পুঁজিতন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার কথা দ্বিতীয় ভলিয়ুমে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় ভলিয়ুমে পুঁজিতন্ত্রের পরিণত অবস্থার বাস্তব দিক্ ও তৎসম্বন্ধীয় মতবাদ আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে বর্ত্তমান আর্থিক প্রণালীর ভিত্তি তিনটী জিনিষ:—(১) মানুষের শক্তি, (২) রাষ্ট্র এবং (৩) যন্ত্রপাতি-সম্বন্ধীয় উন্নতি। এই ভিত্তির উপর নানা প্রকারের পুঁজি, শ্রমশক্তি এবং চাষিবাস এইগুলার আধুনিক আর্থিক ইমারতখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থকারের কয়েকটী বিশেষ মত নিম্নরূপ:—

(১) ১৯১৪ সনে পূর্ণতা-প্রাপ্ত পুঁজিতন্ত্রের শেষ হইয়াছে; এখন যাহাকে আমরা পুঁজিতন্ত্র বলিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আরও কিছু দিন না গেলে বলা শক্ত।

(২) ভবিষ্যতে কোন বিশেষ আর্থিক প্রণালী স্থায়ী হইবে এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক; খুব সম্ভব পুঁজিতন্ত্র, সমবায়, 'কমিুনিজম,' কুটীর-শিল্প এবং সেকেলে কৃষি-সরকারই একসঙ্গে চলিতে থাকিবে।

(৩) আধুনিক আর্থিক প্রণালী কখনও হঠকারিতা দ্বারা ওলটপালট হইবে না।

(৪) আধুনিক আর্থিক প্রণালীর স্থানে প্রাক্-পুঁজি-তন্ত্রযুগের প্রণালী স্থাপিত হইবে এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই

গ্রন্থকারের মতাবলী সকলের গ্রহণীয় না হইতে পারে, কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক সম্বার্ট যে মতাবলী প্রচার করিতেছিলেন এখনও তাহাই প্রবলতর যুক্তির সহায়ে এবং গভীরতর পাণ্ডিত্যের সহিত প্রচার করিতেছেন।

পুঁজিতন্ত্রকে নূতনভাবে দেখা, নূতন নূতন নামের ব্যবহার করা, নূতন প্রণালীতে আলোচনা করা, সতেজ ভঙ্গীতে লেখা এবং চিন্তার যথেষ্ট মৌলিকত্ব দেখানো—এই কয়টী গুণ গ্রন্থকারের বিশেষত্ব।

ফ্যাক্টরী সংক্রান্ত ভারতীয় আইনসমূহ

ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইনসমূহ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম "দি ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, নাইন্টিন হাণ্ড্রেড ইলেভ্ন্"। গ্রন্থকার—শ্রীযুক্ত টি, সি, রায়। (প্রকাশক—এ, এম্, রায়, শালকিয়া; ১৯২৮; ৪৩৭ পৃষ্ঠা, সাত টাকা)।

গ্রন্থখানিতে নিম্নলিখিত ৩টী আইন স্থান পাইয়াছে:—(১) ১৯১১ সনের ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন (১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনের সংশোধনসহ, (২) ১৯২৫ সনের কটন জিনিং ও প্রেসিং ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, (৩) ১৯২৩ সনের মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইন। প্রথম আইনটী অনুযায়ী ভারতের নয়টী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত পৃথক

পৃথক নিয়মাবলীও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় আইনানুসারে বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত নিয়মাবলী স্থান পাইয়াছে।

প্রথম আইনটী বুঝাইবার জন্য অনেক নোট দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থানেই ভারতীয় ও বিলাতী আইনের নজির স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় ও বিলাতী ফ্যাক্টরী আইনের পার্থক্যও দফায় দফায় দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক নিয়মাবলীর সার মর্ম্ম ফ্যাক্টরী আইনের নোটের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই দেওয়া হইয়াছে। তবে সারমর্ম্মগুলা সকল প্রদেশের সাধারণ নিয়মগুলার সার মর্ম্ম বা কোন বিশেষ প্রদেশের নিয়মাবলীর সারমর্ম্ম হইলে আরও বেশী কাজের হইতে পারিত। গ্রন্থকার সকল প্রদেশের সাধারণ নিয়মগুলার সারমর্ম্মই দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কয়েকটী নিয়ম ঢুকাইয়াছেন যাহা সকল প্রদেশের সাধারণ নিয়ম মোটেই নয়।

মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইনটী একটী দরকারী আইন। অথচ ইহা বুঝাইবার জন্য কোন নোট দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় ও বিলাতী ক্ষতিপূরণ আইনের মিল বা পার্থক্য কিরূপ তাহা বুঝাইবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। উদ্ধৃত নজিরগুলার কোন তালিকা দেওয়া হয় নাই। পরিশিষ্টে প্রদত্ত ইন্‌ডেক্সটী বিশেষ কাজে লাগিবে।

কয়েকটী ত্রুটি থাকিলেও গ্রন্থখানি ভারতের সর্ব্বত্রই ফ্যাক্টরীপতি, আইনজ্ঞ ও ধনবিজ্ঞানের ছাত্রদের যে বিশেষ কাজে লাগিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আন্তর্জ্জাতিক জাহাজ চলাচলের দুরবস্থা

জার্ম্মানির কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেলাণ্ডার প্রায় শ' চারেক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একখানা বই লিখিয়াছেন। প্রকাশক হেনার হিল্‌গার কোম্পানী।

গ্রন্থকার আন্তর্জ্জাতিক জাহাজের দুরবস্থার কথা লিখিতে যাইয়া প্রথমে গোটা দুনিয়ার জাহাজের মাল-বহনের পরিমাণ ও তার অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই দুরবস্থার চিহ্নস্বরূপ অনেক মাল বোঝাই না হইয়া পড়িয়া থাকা, জাহাজের তলদেশে মালের অভাবে বালি-বোঝাই করা স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি যে সমস্ত ব্যাপারের উপর জাহাজের পরিমাণের (টনেজ্‌) চাহিদা ও যোগান নির্ভর করে, সেইগুলি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করিয়া জাহাজে চালান দিবার উপযুক্ত মালের বাজারের সহজ নষ্ট হওয়া ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। জাহাজ চালান ব্যবসার একটা মস্ত বিশেষত্ব দাঁড়াইয়াছে যে, জাহাজের সংখ্যা ও মাল বোঝাই করার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য পক্ষে গোটা দুনিয়ার বাণিজ্য মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। অথচ, এই বাণিজ্যের উপরই জাহাজের চাহিদা নির্ভর করে। লেখকের মতে এইরূপ ঘটিবার কারণ এই। পৃথিবীর বাণিজ্যের পথগুলি বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহাযুদ্ধের পরে কাঁচা-মাল আর সেরূপ জাহাজে বোঝাই করিয়া চালান দেওয়া হইতেছেনা। জাহাজ-ব্যবসার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নীতি বিশেষতঃ লোকসানী সরকারী জাহাজী কোম্পানীগুলিকে অর্থ-সাহায্য করা ও ডকগুলির জন্য টাকা চালা, এইগুলিই জাহাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

জাহাজ ব্যবসার দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিবার পর গ্রন্থকার তার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জাহাজের ভাড়া কমান লইয়া বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানীগুলির ভিতর প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এজন্য যাহাতে বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানীগুলির মধ্যে, ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট হার হয় সে জন্য সিণ্ডিকেট স্থাপন করিতে গেলে কি কি করার দরকার সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন এবং জাহাজের ভাড়ার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর আন্তর্জ্জাতিক মূল্যও যে নির্ভর করে তাহাও বলিয়াছেন। এই ব্রিত্রাট বা দুরবস্থার ফলভোগী, ইহার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার আর্থিক অনুষ্ঠানের অবস্থাও আলোচনা করিয়াছেন। নাবিকদিগের অবস্থার সামাজিক মূল্য কি এবং দিনে আট ঘণ্টা করিয়া খাটিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

স্বাভাবিক অবস্থা যে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে গ্রন্থকার এরূপ বিশ্বাস করেন না।

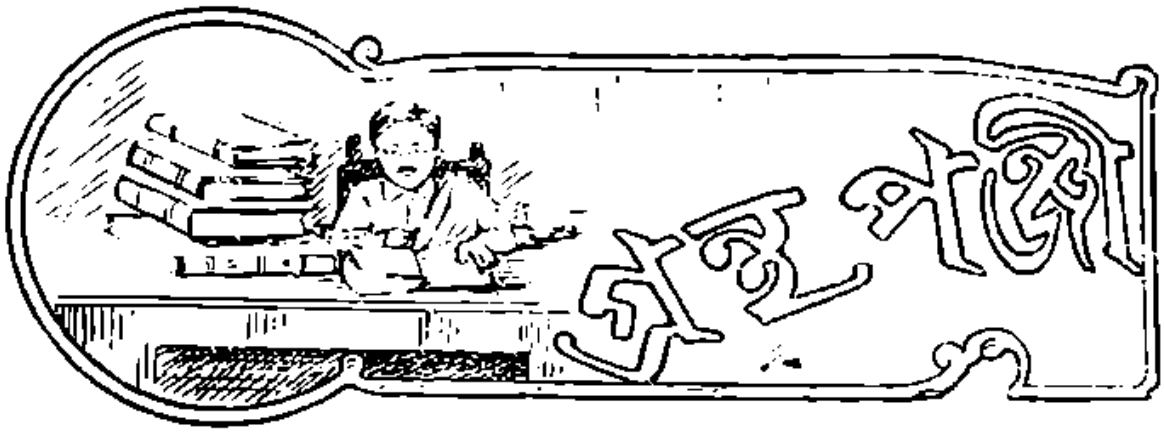

১। "দি ইকনমিক সিস্টেম, অ্যান এলিমেন্টারি আউট-লাইন" (আধুনিক আর্থিক প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়)—জি, ডি, এইচ, কোল ; লংম্যানস্, লণ্ডন ; ৯০ পৃষ্ঠা ; ১ শিলিং।

২। "কার্ল মার্ক্স : ম্যান, থিঙ্কার অ্যাণ্ড রেভোলিউ-শানিষ্ট" (মানুষ, চিন্তাবীর ও বিপ্লবী হিসাবে কার্ল মার্ক্সের আলোচনা)—ডি, রিয়াজেনভ্ (সম্পাদক) ; মার্টিন লংেল, লণ্ডন ; ২৮২ পৃষ্ঠা ; ৬ শিলিং।

৩। "এ সার্ভে অব্ দি সোশ্যাল ট্রাক্চার অব্ ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েল্স্ অ্যাজ ইলাষ্ট্রেটেড বাই ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্" (সংখ্যা-তথ্যের সাহায্যে ইংলণ্ড ও ওয়েলসের সমাজের গঠন আলোচনা)—এ, এম, কারসণ্ডার্স ও ডি, সি, জোন্স ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ; লণ্ডন ও নিউইয়র্ক ; ১৯২৭ ; ১৭+২৪৮ পৃষ্ঠা ; ১০ শিলিং, ৩.৫০ ডলার।

৪। "দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া, সিক্সটিন সিক্সটি এইট টু সিক্সটিন সিক্সটি নাইন" (১৬৬৮-১৬৬৯ সনে ভারতে বিলাতী ফ্যাক্টরীসমূহ)—ডব্লিউ, ফষ্টার ; অক্সফোর্ড, নিউইয়র্ক , ১৯২৭ ; ৩৫৬ পৃষ্ঠা ; ৬ ডলার।

৫। "প্রোজেক্ট-ডে রুশিয়া" (বর্তমান রুশিয়া)—আই, পী ; ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক ; ১৯২৮ ; ৭+২০৬ পৃষ্ঠা ; ২.৫০ ডলার।

৬। "দি এভোলিউশান অব্ দি ইংলিশ কার্স" (বিলাতী জোতের ক্রমবিকাশ)—এম্, ই, সীবম্ ; হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ ; অ্যালেন ও আনউইন, লণ্ডন, ১৯২৭ ; ৩৭৬ পৃষ্ঠা ; ১৬ শিলিং।

৭। "জার্মাণ কমার্স ইয়ারবুক, নাইন্টিন টোয়েন্টী এইট" (জার্মাণদের বাণিজ্য সংক্রান্ত ১৯২৮ সনের বার্ষিক গ্রন্থ)—এইচ, কুনার্ট (সম্পাদক) ; বি, ওয়েষ্টারমান, নিউইয়র্ক ; ৩৭৪ পৃষ্ঠা ; ৬ ডলার।

৮। "এ শর্ট হিষ্টরি অব্ দি ব্রিটিশ ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেণ্ট" (বিলাতী মজুর-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) —২ ভলিয়ুম—জি, ডি, এইচ, কোল ; ম্যাকমিলান, নিউ-ইয়র্ক ; ১৯২৭ ; ৭+২১১পৃষ্ঠা ; ৮+২৩৭ পৃষ্ঠা।

৯। "দি ওয়ার্কমেনস্ কম্পেনসেশান প্রব্লেম ইন নিউইয়র্ক ষ্টেট" (নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে মজুর ক্ষতিপূরণ সমস্যা) —ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স বোর্ড, নিউইয়র্ক ; ১৯২৭ ; ২০+৩৭৪ পৃষ্ঠা ; ৩.৫০ ডলার।

১০। "হিউমান নেচার ইন বিজ্নেস্" (ব্যবসাতে মানুষের স্বভাব)—এফ, জিডি ; বেল, লণ্ডন ; ৩৪৪ পৃষ্ঠা ; ১২ শিলিং ৬ পেন্স।

১১। "প্রিন্সিপ্লস্ অব্ ইন্ল্যাণ্ড ট্রান্সপোর্টেশান" (দেশের আভ্যন্তরীণ যানবাহন-তত্ত্ব),—ডাগেট হার্পার কোং নিউইয়র্ক, ১৯২৮, ১৭+৭০৫ পৃষ্ঠা, ৪ ডলার।

১২। "হাউপট্-ক্রাগেন ডার রাইখ্স্-বান পোলিটিক" (জার্মাণ সাম্রাজ্যিক রেল-নীতির মোটা কথা),—পীজে, শ্রিঙ্গার কোং, বার্লিন, ৯+১৮৬ পৃষ্ঠা, ১৯২৮।

১৯১১ সনের ভারতীয় ফাক্টর আইন

(১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনের সংশোধন ও ১৯২৮ সনের
বঙ্গীয় নিয়মাবলীসহ)

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল

ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয় ১৯১১ সনে। ১৯২২ ১৯২৩ ও ১৯২৬ সনে ইহার সংশোধন হয়। বর্ত্তমান আইনের ৯টী অধ্যায় (মোট ৫৮টি ধারা) ও ২টি শেডিউল আছে। ৯টি অধ্যায়ের বিষয়গুলা এইরূপ :—সূচনা, ইন্‌স্পেক্টার ও সার্টিফাইং সার্জ্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা নিবারণ, খাটিবার সময় ও ছুটী, নিয়ম পালন হইতে অব্যাহতি, নোটিশ ও রেজিষ্ট্রি, প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলা কর্ত্তৃক নিয়মাবলী প্রস্তুতের কথা, দণ্ড ও কার্য্যবিধি, কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম।

ফাক্টরী আইন নানা বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলাকে নিয়মাবলী প্রস্তুতের ক্ষমতা দিয়াছে। তদনুযায়ী পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বার্ম্মা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার-উড়িষ্যা ও বাংলা—এই সকল প্রদেশের গভর্মেণ্টগুলা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে স্ব স্ব প্রদেশের জন্য পৃথক নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের নিয়মাবলীর মধ্যে অনেক বিষয় প্রভেদ আছে। একই প্রবন্ধে সকল প্রদেশের নিয়মগুলা আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘ হইবে। অধিকন্তু, আমরা বাঙালী বলিয়া অন্যান্য প্রদেশের নিয়মাবলী অপেক্ষা ১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলীর সহিতই আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অধিকতর আবশ্যক। সেইজন্য এই প্রবন্ধে প্রাদেশিক নিয়মাবলীর মধ্যে বাংলা গভর্মেণ্টের প্রস্তুত নিয়মাবলীই স্থান পাইবে।

১৯২৮ সনের বঙ্গীয় নিয়মাবলী প্রায় ৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী। মোট ১৯৯টী নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ২৩ পৃষ্ঠা লাগিয়াছে। নিয়মগুলা ৯টী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, এই ৯ ভাগের বিষয়গুলা এইরূপ :—কয়েকটী কথার অর্থ-নির্দ্দেশ, ফ্যাক্টরী স্থাপন, ফ্যাক্টরী রেজিষ্ট্রী করা, দুর্ঘটনা নিবারণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসক, কর্ম্মচারী ও স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, খাটিবার সময় ও ছুটী, নোটিশ রিটার্ণ ও রেজিষ্ট্রী, ইন্‌স্পেক্টার ও পরিদর্শন। নিয়মগুলার পর ১০টী ফর্ম্মের নমুনা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বশেষে স্থান পাইয়াছে—ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৮½ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সারসংগ্রহ।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর নিয়মগুলা শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া সরলভাবে বিবৃত করা। প্রায় সকল নিয়মগুলাই এই প্রবন্ধে ঢুকান হইয়াছে। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়গুলাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

স্বার্থান্ধ ফ্যাক্টরীপতিদের হাত হইতে মজুরদের রক্ষা করা—ইহাই ফ্যাক্টরী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে মজুরদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে :—(১) মজুরদের যাহাতে স্বাস্থ্যহানি না হয়, (২) তাহারা যাহাতে কোন অনিবার্য্য দুর্ঘটনার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত না হয় অথবা কোনরূপ আঘাত না পায়, (৩) মজুরদের যাহাতে অত্যন্ত খাটানো না হয় এবং তাহাদের বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত অবসর ও ছুটী দেওয়া হয়। ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে অন্যান্য যে সকল বিষয়ের কথা আছে সেগুলা প্রধানতঃ উক্ত কয়টী বিষয়ের নিয়মগুলা যাহাতে অমান্য করা না হয় তাহার বন্দোবস্তের জন্যই রচিত হইয়াছে। সেইজন্য ঐ কয়টী বিষয়ের নিয়মগুলিই প্রথমে বিবৃত করা হইবে।

স্বাস্থ্য-রক্ষা

মজুরদের [১] স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেকগুলা নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মজুররা যে ঘরে কাজ করে সেই ঘরে হাওয়া না খেলিলে বা অত্যন্ত ভিড় জমিলে, ঘরের আবহাওয়া খারাপ হইলে, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ আলো না থাকিলে, ঘরগুলার দেয়াল বা ফ্যাক্টরীর কম্পাউণ্ড অপরিচ্ছন্ন থাকিলে, পরিষ্কার ও প্রচুর পানীয় জলের এবং মজুরদের সংখ্যা অনুযায়ী পরিষ্কার পাইখানার বন্দোবস্ত না থাকিলে, মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। প্রধানতঃ এই সকল কথা মনে রাখিয়াই নিয়মগুলা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ফ্যাক্টরী আইনে যে নিয়মগুলা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলা এইরূপ :—ফ্যাক্টরী [২] পরিষ্কার রাখিতে হইবে। পাইখানা বা নর্দ্দমা হইতে যেন কোন প্রকার দুর্গন্ধ না বাহির হয়। ফ্যাক্টরীতে যেন এরূপ ভিড় না হয় যাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। এরূপ হাওয়া খেলা দরকার যে কাজ করিবার সময় ধূলা, বাষ্প, গ্যাস প্রভৃতি উঠিলেও ইহারা যেন মজুরদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করিতে পারে। মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে কৃত্রিম উপায়ে এরূপ আর্দ্রতা সৃষ্টি করা চলিবে না (৯ ধারা)। ফ্যাক্টরীতে প্রচুর আলো থাকা দরকার (১১ ধারা)। কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতার সৃষ্টি করা হইলে তাহার জন্য পানীয় জল বা শোধিত জল ব্যবহার করিতে হইবে (১২ ধারা)। আবশ্যকমত ও উপযুক্ত পাইখানার বন্দোবস্ত এবং (প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট বলিলে) পৃথক প্রস্রাবের স্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট যে সর্ত্ত বলিয়া দিবেন সেই সর্ত্ত অনুসারে ইনস্পেক্টার যে কোন ফ্যাক্টরীকে এই নিয়ম হইতে রেহাই দিতে পারেন (১৩ ধারা)। ফ্যাক্টরীর মজুরদের জন্য আবশ্যক পরিমাণ ও উপযুক্ত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে (১৪ ধারা)। ফ্যাক্টরী আইনের প্রথম শেডিউলে যে ৬টী কাজের নাম আছে সেই ৬টী কাজে নারী বা ১৮ বৎসর অপেক্ষা নিম্ন-বয়স্ক পুরুষকে লেড্ সম্পর্কিত কাজ করিতে দিলে তাহাদের সম্বন্ধে ফ্যাক্টরীর কর্ত্তৃপক্ষদের নিম্নের কয়েকটী নিয়ম মানিতে হইবে (১৯ খ ধারা) :—যদি লেড্ কম্পাউণ্ড হইতে ধূলা বা ধোঁয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা যাহাতে মজুরদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় তাহার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে; যে ঘরে কাজ হইতেছে সেই ঘরে খাদ্য, পানীয় বা তামাক আনিতে দেওয়া হইবে না—খাইবার সময়ে সেই ঘরে কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হইবে না, মজুরদের উপযুক্ত রক্ষাপ্রদ কাপড় চোপড় দিতে হইবে। কাজ করিবার সময় তাহারা ঐগুলা পরিতে বাধ্য। জামা কাপড় রাখিবার, খাইবার ও গা ধুইবার যে ধরণের ঘর রাখিতে বলা হইবে সেই ধরণের ঘর রাখিতে হইবে; যে ঘরে মজুররা কাজ করে সেই ঘরটী, আর যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহারা কাজ করে সেই যন্ত্রপাতিগুলা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে বাংলা গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রণীত নিয়মগুলা এইরূপ :—একই ঘরে নিযুক্ত মজুরদের প্রত্যেকের জন্য ৫০০ ঘন ফুট হিসাবে স্থান (স্পেস) থাকা চাই; স্থানের পরিমাণ হিসাব করিবার জন্য ঘরের ১৪ ফুটের অধিক উচ্চতা গণ্য করা হইবে না। ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক অংশে যথেষ্ট হাওয়া খেলা দরকার। যথেষ্ট হাওয়া খেলিতেছে কি না সে বিষয়ে বিচারের ভার ইন্‌স্পেক্টারের উপর। বিষাক্ত গ্যাস, ধূলা, বাষ্প প্রভৃতি যাহাতে নিঃশ্বাসের সহিত মজুরেরা গ্রহণ না করে তাহার জন্য যতগুলি উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে। ফ্যাক্টরীর মজুরদের

---

১ ফ্যাক্টরী আইনে 'মজুর' এই কথাটী আগে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে 'এম্‌প্লয়েড' এই কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। 'এম্‌প্লয়েড' কথাটার মোটামুটি অর্থ এইরূপ :—ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন বা শিল্পকর্ম্ম করা (বা তৎসম্বন্ধীয় কোন কাজ করা), যে ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন বা শিল্পকর্ম্ম চলে তাহার কোন অংশ পরিষ্কার রাখা, কোন কলকব্জা পরিষ্কার রাখা বা রাখাতে তৈল দেওয়া—কোন ফ্যাক্টরীতে (মাহিয়ানা পাইয়াই হউক বা না পাইয়াই হউক) কেহ উল্লিখিত যে কোন একটী কাজ করিলেই 'এম্‌প্লয়েড' বলিয়া গণ্য হইবে। মজুর কথাটা 'এম্‌প্লয়েড' অর্থেই ব্যবহার করা হইতেছে।

২ ফ্যাক্টরীর অর্থ নিম্নরূপ :—

প্রত্যেকের জন্য ১ গ্যালন হিসাবে পানীয় জল প্রত্যহ বিনা মূল্যে যোগাইতে হইবে। কোন সাধারণ বা ব্যক্তিগত জল-সরবরাহের কেন্দ্র হইতে, অথবা কূয়া বা বিশেষ রিবাঁধা কক্ষ পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল লওয়া চলিতে পারে। কূয়া বা পুষ্করিণী হইতে জল লইলে উহাদের অবস্থান এরূপ স্থানে হওয়া দরকার যে, উহাদের মধ্যে প্রাণিজ বা দূষিত দ্রব্য না পড়িতে পারে। পানীয় জল বিতরণের স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার এবং সেখানে যাহাতে জল না জমে তাহার জন্য নর্দ্দমার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পানীয় জল পরিষ্কার কি না তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টার জলের নমুনা লইতে পারেন; বিশ্লেষণের খরচ অনুপায়ককেই[১] দিতে হইবে। ফ্যাক্টরীর যে সকল ঘরে মজুরেরা কাজ করে সেই সকল ঘরের ভিতরকার দেয়াল, ভিতরকার ছাদ এবং যাওয়া আসার পথ ও সিঁড়িগুলা ১৪ মাস অন্তর সম্পূর্ণরূপে চুনকাম করিতে হইবে। এই নিয়ম 'অনাবশ্যক' বা 'যথা অসম্ভব' বুঝিলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কোন ফ্যাক্টরীকে বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ফ্যাক্টরীকে এই নিয়ম হইতে রেহাই দিতে পারেন। কড়ি, বরগা ও ফ্যাক্টরীর ভিতর যাহা কিছু কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সবই হয় ১৪ মাস অন্তর চুনকাম, না হয় ৫ বৎসর অন্তর পেণ্ট বা বার্ণিস করিতে হইবে ও পরিষ্কার রাখিতে হইবে[২]। ম্যানেজার ফ্যাক্টরীর কোনও স্থানে, (যাহা হইতে দুর্গন্ধ উঠিতে পারে এরূপ) ময়লা, রাবিশ বা জঞ্জাল, জমাইবেন না বা জমাইতে অনুমতি দিতে পারিবেন না। ফ্যাক্টরী আইনের ১৩ ধারা অনুসারে রেহাই না পাইলে প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতেই পাইখানা রাখিতে হইবে। পাইখানার ডিজাইন বা নির্ম্মাণ চীফ ইনস্পেক্টার বা স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই; যে স্থানে পাইখানা নির্ম্মিত হইবে সেই স্থানটী ইন্‌স্পেক্টার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। মেথরঘাটা পাইখানা ও সেপ্‌টীক ট্যাঙ্ক পাইখানা সম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিস্তারিত নিয়ম দেওয়া হইয়াছে (৩৪, ৩৫ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর কেবল সেপ্‌টীক ট্যাঙ্ক পাইখানাগুলা পরিদর্শন করিবার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট একজন বিশেষ ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত করিতে পারেন। যদি কোন ফ্যাক্টরীতে কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতা সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে আর্দ্রতা এতদূর বাড়ানো চলিবে না যাহাতে মজুরদের স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে। যদি কাপড়ের কলের কোন বিভাগের ড্রাই বাল্‌ব্ টেম্পারেচার ৮৪ ডিগ্রির (ফারেনহিট) বেশী হয়, তাহা হইলে আর্দ্রতা-সৃষ্টির জন্য বাষ্পের সাহায্য লওয়া চলিবে না। আর্দ্রতা-সৃষ্টির জন্য বাষ্পের সাহায্য লওয়া হইলে, বাষ্প আনিবার পাইপ (যেটুকু কোন বিভাগের ভিতরে থাকে) যত ছোট ও সরু হয় ততই ভাল; পাইপগুলা এরূপ উপাদানে আবৃত হওয়া দরকার যাহাতে পাইপের ভিতরকার উত্তাপ খুব কমই বাহিরে আসিতে পারে। কাপড়ের কলের যে সকল বিভাগে কৃত্রিম আর্দ্রতা ব্যবহৃত হয় সেই সকল বিভাগে (এবং অন্যত্রও যদি ইন্‌স্পেক্টার আদেশ করেন) বাষ্পমান যন্ত্র রাখিতে হইবে; বাষ্পমান যন্ত্রগুলার প্যাটার্ণ ও অবস্থান-বিষয়ে ইন্‌স্পেক্টার যাহা বলিবেন তাহা করিতে হইবে। যে সকল কাজে 'হেভ্ কম্পাউণ্ড' লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয় সেই সকল কাজে শিশু[৩] ও নারীরা যোগ দিতে চাহিলে তাহাদের

(১) যে কোন বাড়ীর সীমানার মধ্যে উৎপাদনের কাজে কোন প্রকারে শক্তি নিয়োজিত হয় এবং বৎসরের যে কোন একটী দিনে একই সঙ্গে অন্যূন ২০ জন লোক মজুরি করে।

অথবা (২) যে কোন বাড়ী বা বাড়ীর সীমানার মধ্যে (উৎপাদনের কাজে কোন প্রকার শক্তির সাহায্য না লওয়া হইলেও) বৎসরের যে কোনও একটী দিনে একই সঙ্গে অন্যূন ২০ জন লোক খাটে, এবং যাহা ফ্যাক্টরী বলিয়া প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে।

৩ ফ্যাক্টরী আইনে 'অনুপায়ক' কথাটির ভাল অর্থ দেওয়া হয় নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ফ্যাক্টরী যে ব্যক্তির শাসনাধীন, ফ্যাক্টরীকে নিজের অধিকারে রাখিতে ও ব্যবহার করিতে যাহার অধিকার আছে, (ফ্যাক্টরীর লাভ তিনিই পান বা অপরেই পান তিনি ফ্যাক্টরীর সম্পূর্ণ অধিকারী হউন অথবা মাত্র ইজারাদার বা বন্ধকগৃহীতা হউন) তিনিই 'অনুপায়ক'।

৪ ১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক হইলেই 'শিশু' (চাইল্ড) বলা হইবে। কোন শিশু মজুরি করিতে চাহিলে তাহার এমন একটী সার্টিফিকেট থাকা দরকার যাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, তাহার বয়স ১৫ বৎসরের কম নহে ও তাহার মজুরি করিবার মত স্বাস্থ্য বা সামর্থ্য আছে। এই সার্টিফিকেট পাইবার সময় সর্দ্দারা তাহার সঙ্গে থাকা চাই।

বিশেষ সার্টিফিকেট থাকা দরকার ; এই সার্টিফিকেট (বা তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন চিহ্ন) সকল সময়েই তাহাদের নিকট রাখিতে হইবে ; ৩ মাস অন্তর তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে এবং এই পরীক্ষার রেকর্ড রাখিতে হইবে।

দুর্ঘটনা-নিবারণ

দুর্ঘটনা-নিবারণের জন্য ফ্যাক্টরী আইন ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে যে নিয়মগুলা দেওয়া হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর বাড়ী, মেঝাল, চিমনি, সেতু, সুরঙ্গ রাস্তা, গ্যালারী, প্ল্যাটফর্ম, হৈজিং প্রভৃতি (স্থায়ীই হউক বা অস্থায়ীই হউক) এরূপ ভাবে ডিজাইন করা, প্রস্তুত ও মেরামত হওয়া চাই যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন। কোন ফ্যাক্টরীর প্রাইম্ মুভার ও অন্যান্য কল, ষ্টীম বয়লার ও সমস্ত ট্যাঙ্ক ও মেনগুলার গঠন সম্বন্ধীয় কোন বিপজ্জনক দোষ থাকিলে চলিবে না এবং ওগুলার বেশী কইয়া যাওয়া নিবারণ করিবার জন্য যেরূপ মেরামত করা দরকার তাহা করিতে হইবে। যদি চীফ ইন্‌স্পেক্টার মনে করেন যে, ফ্যাক্টরীর বাড়ীর বা কলকব্জার বিপজ্জনক দোষ আছে, তাহা হইলে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য আবশ্যক মত সংবাদ পাইতে ও পরীক্ষা চালাইতে পারিবেন। কলগুলা এরূপ অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা চালাইতে হইবে যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

বাষ্প বা যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত প্রত্যেক এঞ্জিন, ঐরূপ এঞ্জিন বা ওয়াটার হুইল দ্বারা চালিত প্রত্যেক প্রাই হুইল এবং প্রত্যেক জলেই ওয়েল ট্র্যাপ-ডোর বা ঐ ধরণের অন্য কোন গর্ত্ত (যাহার নিকট কাজ করা বা নিকট দিয়া যাওয়া আবশ্যক হইতে পারে, এবং কলের প্রত্যেক অংশ ও বৈদ্যুতিক সার্কিটসমূহ (যতটুকু প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করিবেন)—এইগুলাকে ভাল করিয়া বেড়া দিতে হইবে * [১৮(১) ধারা]। বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলা, তাহাদের অংশসমূহ এবং তাহাদের সহিত বৈদ্যুতিকভাবে যুক্ত যে কোন জিনিষ হইতে যদি কোন ব্যক্তির আঘাত পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে তাহাতেও—এরূপ বেড়া দিবার (বা ইন্‌সুলেশানের বা উভয়েরই) বন্দোবস্ত করিতে হইবে যেন কোন বিপদের আশঙ্কা নাই দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, ইন্‌স্পেক্টার অল্প যে কোন কলে বেড়া দিবার আদেশ দিতে পারেন, পুনর্ব্বার পরিদর্শনের সময় যদি তিনি দেখেন যে তাঁহার আদেশ মান্য করা হয় নাই, তাহা হইলে যতদিন না তাঁহার আদেশ মান্য করা হয় ততদিন ঐ কলের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। যে স্থানেই কোন ভারি জিনিষ উঠানামা করে তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া দরকার।

কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি ঘিরিবার বেড়া কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য ? ইহা এইরূপ হওয়া দরকার যে (১) কেহ বেড়া এবং কলের চলন্ত স্থানের মাঝে যাইতে পারিবে না, (২) যাহারা কলে তেল দিবে বা উহা পরিষ্কার করিবে বা কল চালাইবে তাহাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না (৩) এবং যাহারা কলের চলন্ত অংশের নিকটে থাকিবে তাহাদেরও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না। বেড়া সকল সময়েই মজবুত অবস্থায় রাখিতে হইবে [১৮ (৩) ধারা।]

অনেকস্থলে কলকব্জা যন্ত্রপাতির বেড়া না রাখিলেও চলিতে পারে, যেমন (ক) যদি কলের চলন্ত অংশগুলা হইতে কোন অনিষ্টের ভয় না থাকে, (খ) যদি মেরামতের কাজ চলিতে থাকে, অথবা বেড়া না সরাইলে তেল দেওয়া, পরিষ্কার করা বা অংশ বদ্‌লান অসম্ভব হয়, (গ) বৈদ্যুতিক সার্কিট প্রভৃতিতে কোন দোষ হইলে, যদি আপনা-আপনি বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ হইবার কোন বন্দোবস্ত থাকে, (ঘ) যদি বেড়া দিলে উৎপাদনের কাজে অত্যন্ত

* মানুষের জীবন বিপন্নাপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বেড়া 'ভাল করিয়া' দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

বাধা পড়ে, অথবা যদি বেড়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ইন্‌স্পেক্টারের মত লইয়া বেড়ার পরিবর্ত্তে অন্য কিছুর বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে; (৪) যদি এমন কোন বন্দোবস্ত থাকে যাহা চালকের হাত যন্ত্রের বিপজ্জনক অংশ হইতে সরাইয়া দেয় বা বিপজ্জনক অংশের ভিতর যাইতে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহা বেড়ারই সামিল বলিয়া ধরা হইবে; (৫) যদি এমন বন্দোবস্ত থাকে যাহাতে যন্ত্রপাতির বিপজ্জনক অংশ একেবারেই অনাবৃত হয় না, অথবা কোন বিপদ ঘটিলে বিপজ্জনক অংশটা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়, তাহা হইলে পৃথক বেড়ার আবশ্যক হইবে না; ঐরূপ বন্দোবস্তকেই বেড়ার সামিল ধরা হইবে।

চলন্ত কলের বেল্ট বদলাইবার সময় এই কয়টী নিয়ম মানিতে হইবে:—(১) যাহারা বদলাইবে তাহাদের ঢিলা পোষাক পরিলে চলিবে না, আঁটা ইজার বা মাত্র কোমরে জড়ানো কাপড় পরিতে হইবে; (২) এই কাজে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোককেই কেবল নিযুক্ত করা চলিবে; (৩) বেল্ট বদলাইবার হুক ও স্প্যানার্যুক্ত পৃথক মই রাখিতে হইবে। কোন কলের প্রধান বেল্টগুলা বদলাইবার সময় কলটী থামাইতে হইবে।

ট্রান্সমিশান মেশিনারির পুলিতে লাগানো ট্রাপ চালাইবার জন্য ভাল যন্ত্র রাখিতে হইবে; যন্ত্র এরূপ হওয়া দরকার যে হঠাৎ কল যেন আপনিই চলিতে আরম্ভ না করে; 'অনাবশ্যক' বা 'অসম্ভব' বুঝিলে চীফ ইন্‌স্পেক্টার উক্ত যন্ত্র রাখিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

কোন নারী বা শিশু চলন্ত কল পরিষ্কার করিতে পারিবে না; পুরুষরা চলন্ত কল পরিষ্কার করিতে পারে, তবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের তাহা বন্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।

অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের নিকটে কেহ তামাক খাইতে পারিবে না বা খোলা আলো লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতে বা সম্মতি দিতে পারিবে না। উক্ত নিষেধ একটী নোটিশে (ইংরাজীতে ও দেশীয় ভাষায়) লিখিয়া দাহ্য পদার্থের নিকট (এবং অন্যত্র যেখানে ইন্‌স্পেক্টার বলিবেন) ম্যানেজার টাঙ্গাইয়া রাখিবেন, এবং নিয়মটী যাহাতে মানা হয় তাহার জন্য আর যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে করিবেন।

উৎপাদনের জন্য দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করিতে হইলে আগুন নিবাইবার বন্দোবস্ত সকল সময়ে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। ফ্যাক্টরীতে আগুন ধরিলে (অবস্থানুযায়ী যেরূপ সম্ভব সেরূপ) পলাইবার উপায় করিতে হইবে (১৬ ধারা)।

যদি কোন ঘরে ৩০ জনের বেশী কাজ করে তাহা হইলে সেই ঘরের দরজাগুলা যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া খোলা যায় (১৪ ধারা)।

ফ্যাক্টরীর যে সকল অংশে মজুররা কাজ করে বা যাতায়াত করে সেই সকল অংশে, ইন্‌স্পেক্টার সন্তুষ্ট হইতে পারেন এরূপ প্রচুর আলোর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কটন প্রেসিং ফ্যাক্টরীর যেখানে 'কটন-ওপ্‌নারে'র কাজ চলিতেছে, সেখানে শিশু বা নারী কাজ করিতে পারিবে না; তবে যদি 'কটন-ওপ্‌নারের 'ফিড-এণ্ড' ভাগটী 'ডেলিভারি-এণ্ড' ভাগটী হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু একটী পার্টিশান দ্বারা পৃথক করা যায় তাহা হইলে যে ঘরে 'ফিড-এণ্ড'টী থাকিবে সেই ঘরে নারী বা শিশু কাজ করিতে পারিবে।

খাটিবার সময় ও ছুটী

খাটিবার সময় সম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ:—

কোনও মজুরকে হপ্তায় ৬০ ঘণ্টা (২৭ ধারা) ও দিনে ১১ ঘণ্টার (২৮ ধারা) বেশী খাটানো চলিবে না। নারীদের সকাল ৫॥ ঘণ্টার পূর্ব্বে ও রাত্রি ৭টার পর[১] এবং দৈনিক ১১ ঘণ্টার বেশী খাটানো চলিবে না (২৯ ধারা)। শিশুদের সকাল ৫টার পূর্ব্বে ও রাত্রি ৭টার পর[১] এবং দৈনিক ৬ ঘণ্টার বেশী খাটানো চলিবে না (২৩ ধারা)। যদি আধ ঘণ্টার বেশী ছুটী দেওয়া হয় তবেই কাজের ঘণ্টা হিসাব করিবার সময় ছুটীর সময়টুকু বাদ দেওয়া চলিবে (৫২ ধারা)।

১ এইসম্পর্কে ফ্যাক্টরী আইনের ৫১ ধারা দ্রষ্টব্য।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একই দিনে ২টী ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে পারে, তবে তাহার মোট কাজের ঘণ্টা যেন দশের বেশী না হয়, এ বিষয়ে ম্যানেজারকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; কোন শিশু একই দিনে ২টী ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে পাইবে না (২৫ ধারা)।

ছুটীর নিয়ম

প্রত্যেক মজুর ৬ ঘণ্টা বা তাহার কম কাজ করিয়া অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পারিবে ; মজুররা স্বেচ্ছায় ৫ ঘণ্টা বা তাহার কম কাজ করিয়া অন্ততঃ ১ ঘণ্টা ছুটীর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। তবে প্রতি ৬ ঘণ্টা কাজের জন্য অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বিশ্রামের বন্দোবস্ত থাকাই চাই; উক্ত দুইটা নিয়মের পরিবর্ত্তে পুরুষ মজুররা সমস্ত দিনে মোট ৮॥ ঘণ্টা বা তাহার কম কাজ করিয়া ½ ঘণ্টা ছুটীর বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। তবে এই নিয়মটী চালাইতে হইলে কেবল পুরুষ মজুরদের অনুরোধ নয়, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমতিও থাকা দরকার এবং ৫ ঘণ্টার বেশী 'একটানা' (½ ঘণ্টার কম ছুটী থাকিলে, খাটুনি 'একটানা' বলিয়া গণ্য হইবে) খাটানো চলিবে না ; বালকরা ৪½ ঘণ্টার বেশী খাটিলে অন্ততঃ ½ ঘণ্টা ছুটী পাইতে পারিবে—এই ½ ঘণ্টার ছুটী এরূপ ভাবে দিতে হইবে যে, তাহাদের ৪ ঘণ্টার বেশী 'একটানা' খাটিতে না হয় (২১ ধারা)।

রবিবারে কাজ করাইতে হইলে এই কয়টী নিয়ম মানিতে হইবে। রবিবারের আগের বা পরের তিন দিনের এক দিন পুরা ছুটী দিতে হইবে, ইন্‌স্পেক্টারকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশ দ্বারা জানাইতে হইবে, ফ্যাক্টরীর সদর ফটকের নিকট ইংরাজীতে ও অধিকাংশ মজুরের ভাষায় ঐ বিষয়ে একটী নোটিশ দিতে হইবে ; রবিবারে ছুটী না দেওয়ার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে পুরা এক দিনের ছুটী না পাইয়া পর পর ১০ দিন কাজ করিতে হইবে, তাহা হইলে রবিবারে ছুটী না দেওয়া চলিবে না ; যে রবিবারে কাজ হইতেছে তাহার আগের তিন দিনের যে কোন দিন যদি ছুটী দেওয়া হয় তাহা হইলে সাপ্তাহিক কাজের হিসাব করিবার সময় রবিবারটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মধ্যেই ধরা হইবে (২২ ধারা)।

প্রত্যেক মজুর কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত কাজ করিবে এবং কতক্ষণ ছুটী পাইবে, ইহা ম্যানেজার ঠিক করিয়া দিবেন ; কোন মজুরকে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাহিরে খাটানো চলিবে না (২৬ ধারা)।

উক্ত নিয়মসমূহ হইতে অব্যাহতি

খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় উক্ত নিয়মগুলাকে যে সকল ক্ষেত্রেই এবং ফ্যাক্টরীতে যে কেহ কাজ করে তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইবে তাহা নহে। অনেক সময়েই ঐগুলা মানা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

কারখানার 'কর্ত্তৃত্বের' ভার যে সকল লোকের উপর থাকে বা যাহারা ফ্যাক্টরীতে কোন 'দায়িত্বপূর্ণ' কাজ করে তাহারা ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮ ধারার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। কাহাদের উপর কারখানার কর্ত্তৃত্বের ভার আছে বা কাহারা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে, তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টের মতে নিম্নলিখিত লোকগুলার উপর 'কর্ত্তৃত্বের' বা 'দায়িত্বপূর্ণ কাজের' ভার আছে :—(ক) ম্যানেজার, (খ) সহকারী ম্যানেজার, (গ) টেক্‌নিক্যাল বিভাগগুলার কর্ত্তা ও তাঁহাদের সহকারী, (ঘ) এঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত সহকারী, (ঙ) ফোরম্যান, (চ) যে সকল ওভারসিয়ারকে মিল বা ফ্যাক্টরীর কোন বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, (ছ) প্রধান ভাণ্ডারী ও তাহার সহকারী, (জ) অন্য যাহার উপর 'কর্ত্তৃত্বের' বা 'দায়িত্বপূর্ণ কাজের' ভার আছে বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার বিবেচনা করিবেন।

যদি কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয় বুঝেন যে—

(১) কোন ফ্যাক্টরীতে ফ্যাক্টরীর সাধারণ কার্য্য ব্যতীত তাহার "উদ্যোগাত্মক" (প্রিপারেটারি) বা "পূরণাত্মক" (কম্‌প্লিমেণ্টারি) কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে ঐ উদ্যোগাত্মক বা পূরণাত্মক কাজকে ২১,২৭ ও ২৮ ধারার সকলগুলা বা যে কোন একটা হইতে রেহাই দিতে পারেন।

(২) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "মাঝে মাঝে স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নাই," তাহা হইলে

ঐ কাজকে ২১, ২২, ২৬, ২৭ ও ২৮ ধারার সকলগুলা বা যে কোন একটা হইতে রেহাই দিতে পারেন ;

(৩) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "নানা টেক্‌নিক্যাল কারণে বিনা বিরামে চালাইতে হইবে," তাহা হইলে ঐ কাজকে ২১, ২২ ও ২৮ ধারার সকলগুলা বা যে কোন একটী হইতে রেহাই দিতে পারেন ;

(৪) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ বিবিধ উৎপন্ন হইতেছে যাহা "সাধারণের একান্ত ও অত্যন্ত দরকার", বা এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "কাজের ধরণের জন্য" বা "ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুসারে" বৎসরের কেবল বিশেষ বিশেষ ঋতুতেই চলিতে পারে অথবা যাহা প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত কার্য্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐরূপ উৎপাদন বা কাজকে ২২ ধারা হইতে রেহাই দিতে পারেন।

(৫) কোন ফ্যাক্টরীতে এরূপ কাজ চলিতেছে যাহা "প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত কার্য্যের উপর নির্ভর করে।" তাহা হইলে এই ধরণের কাজকে ২৬ ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

(৬) কোন ফ্যাক্টরীতে "কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী," তাহা হইলে সেই ফ্যাক্টরীকে (ফ্যাক্টরীর কোন বিশেষ প্রকার কাজই শুধু নহে) ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা মানিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

(উক্ত ৬টার যে কোন একটী নিয়মমতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কোন ফ্যাক্টরীকে রেহাই দিলে, এবং তদনুসারে কোন মজুরকে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বেশী খাটান হইলে, সে তাহার অতিরিক্ত খাটার সময়টুকুর জন্য সাধারণ মাহিয়ানার সিকি ভাগ বেশী হিসাবে মাহিয়ানা পাইবে)।

খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা হইতে আর কখন রেহাই পাওয়া যাইতে পারে তাহা বলা যাইতেছে :—

(৭) "অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ" সম্বন্ধে ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা খাটিবে না, তবে কোন্ অবস্থায় আর কি সর্ত্তে খাটিবে না, তাহা প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট বলিয়া দিবেন ;

(৮) "নীলের ফ্যাক্টরী" এবং "চা বা কফির আবাদে অবস্থিত ও আবাদের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ফ্যাক্টরীকে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ২১ ও ২২ ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন ;

(৯) যাহারা "ফ্যাক্টরীর ইঞ্জিন ঘরে বা কয়লার ঘরে" কাজ করে তাহাদের সম্বন্ধে কোন ফ্যাক্টরী বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ফ্যাক্টরীকে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ২২ ধারা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন ;

(১০) যদি কোন ফ্যাক্টরীতে "মাছ ভাজা রাখিবার কাজ" চলে, আর যদি "কাঁচা মাল নষ্ট হওয়া নিবারণ করিবার জন্য স্ত্রী-মজুরদের সকালে ৫½ টার আগে বা রাত্রি ৭ টার পর খাটানো আবশ্যক হয় ; তাহা হইলে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট উক্ত ফ্যাক্টরীকে স্ত্রী-মজুরদের ঐ সময়ের মধ্যে খাটাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

নিয়মগুলা হইতে রেহাই দেওয়া সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলা ভারত-গভর্মেণ্টের শাসনাধীন। কেবল কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী হওয়ার জন্য ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ ধারা হইতে রেহাই দেওয়া সম্বন্ধে ভারত-গভর্মেণ্টের শাসনাধীন নহে।

কোন ফ্যাক্টরীকে কোন নিয়ম হইতে অব্যাহতি দিবার সময়ে, 'কি কি সর্ত্তে' সেই অব্যাহতি ভোগ করা চলিবে তাহা প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। বাংলা গভর্মেণ্ট এই ক্ষমতানুসারে এপর্য্যন্ত এই ছইটা নিয়ম তৈরী করিয়াছেন :—(১) উপরের প্রথম ৭টা নিয়মানুসারে স্ত্রী-মজুর সম্বন্ধে ২৭ ধারা হইতে অব্যাহতি পাইলেও, স্ত্রী-মজুরদের সপ্তাহে মোট ৬ ঘণ্টার বেশী 'ওভারটাইম' খাটানো চলিবে না ; (২) উপরের ৬টা নিয়মানুসারে যে কোন মজুর সম্বন্ধে ২৭ ও ২৮ ধারা হইতে অব্যাহতি পাইলেও, প্রতি মাসে মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী 'ওভারটাইম' খাটানো চলিবে না। বাংলা গভর্মেণ্ট আরও সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা হাতে রাখিয়াছেন।

নোটিশ, রেজেষ্ট্রি ও রিটার্ণ

একটী নূতন ফ্যাক্টরী যে দিন প্রথম কাজ আরম্ভ করিবে সেই দিন বা তাহার পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টারকে একটী

লিখিত নোটিশ পাঠাইতে হইবে ; এই নোটিশে এই কয়টী বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে—ফ্যাক্টরীর নাম ও অবস্থিতি ; কোন্ ঠিকানায় ফ্যাক্টরীর চিঠিপত্রাদি পাঠাইতে হইবে, ফ্যাক্টরীতে কি ধরণের কাজ হয় ; কি ধরণের ও কত পরিমাণের 'শক্তি' ফ্যাক্টরীতে নিয়োজিত হয় ; ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের নাম। বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে প্রদত্ত "এ" ফরম্‌টী পূরণ করিয়া পাঠাইলেই এই সংবাদগুলা (বরং কিছু বেশী) জানান হইবে। যদি ফ্যাক্টরীটিতে সারা বৎসরই কাজ না হইয়া বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে (সীজনে) কাজ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক সীজনে কাজ আরম্ভ করিবার দিনে বা তাহার পূর্ব্বে নোটিশ পাঠাইতে হইবে। নোটিশ পাইলে ফ্যাক্টরীর রেজেষ্ট্রীতে ইনস্পেক্টার ফ্যাক্টরীটী রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবেন। যদি ইনস্পেক্টার মনে করেন যে, তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন বাড়ী ফ্যাক্টরীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে অথচ তাহা রেজেষ্ট্রী করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া লইবেন এই মর্ম্মে অকুপায়ারকে জানাইবেন ও একটী "এ" ফর্ম্ম পাঠাইয়া দিবেন ; ১৫ দিনের মধ্যে অকুপায়ার ফরম্‌টী পূরণ করিয়া পাঠাইবেন। রেজিষ্ট্রী করা বিষয়ে আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তির কারণগুলা ও "এ" ফরমে যে খবরগুলা চাওয়া হয় সেই খবরগুলা জানাইবেন ; আপত্তির কারণগুলা বিবেচনা করিয়া রেজিষ্ট্রী করা হইবে কি না তাহা ইন্‌স্পেক্টার স্থির করিবেন।

কোন বাড়ী আর ফ্যাক্টরীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না এরূপ নোটিশ পাইলে (ম্যানেজার বা অকুপায়ার এইরূপ নোটিশ দিতে বাধ্য) ইনস্পেক্টার সেই বাড়ীটিকে ফ্যাক্টরীর রেজিষ্ট্রী হইতে বাদ দিবেন। কোন বাড়ীকে আইন অনুযায়ী ফ্যাক্টরীরূপে আর গণ্য করা চলে না এরূপ বুঝিলে (নোটিশ আসুক বা নাই আসুক), বাড়ীটিকে ফ্যাক্টরীর রেজিষ্ট্রী হইতে বাদ দেওয়া চলিবে। তবে ফ্যাক্টরীটিতে যদি বিশেষ বিশেষ সীজনে কাজ চলে, এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উহাতে যদি কাজ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উক্ত নিয়মানুসারে ফ্যাক্টরীটিকে রেজিষ্ট্রী হইতে বাদ দিলে চলিবে না।

ম্যানেজার বদলান হইলে ৭ দিনের মধ্যে অকুপায়ার ইনস্পেক্টারের নিকট লিখিত নোটিশ পাঠাইবেন। যদি কোন সময়ে ম্যানেজাররূপে কেহ নির্ব্বাচিত না হইয়া থাকেন, বা কেহ নির্ব্বাচিত হইলেও তিনি যদি ম্যানেজারের কাজ না করেন, তাহা হইলে যিনি প্রকৃতপক্ষে ফ্যাক্টরীর তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহাকে অথবা সেরূপ কেহ না থাকিলে অকুপায়ারকে, 'ম্যানেজার' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

যদি এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাহার জন্য কাহারও মৃত্যু হইয়াছে অথবা এমন শারীরিক আঘাত ঘটিয়াছে যাহার দরুণ ৪৮ ঘণ্টার বেশী অনুপস্থিত হইতে হইয়াছে, অথবা যে সকল 'কারণ' প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন সেই সকল কারণের কোন একটীর জন্য যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে (যাহাকে ও যে সময়ের মধ্যে বলা হইবে তাহাকে ও সেই সময়ের মধ্যে) ম্যানেজার নোটিশ পাঠাইবেন।

ফ্যাক্টরী আইনের এই নির্দ্দেশানুযায়ী বঙ্গীয় নিয়মাবলী :—

নিম্নলিখিত দুর্ঘটনাগুলিকে সাঙ্ঘাতিক বলিয়া গণ্য করা হইবে (ক) যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে, (খ) যদি ২০ দিনের মধ্যে সারিয়া উঠিবার সম্ভাবনা না থাকে, (গ) যদি চিরকালের জন্য কোন অঙ্গহানি ঘটে, (ঘ) যদি চিরকালের জন্য দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়। কোন দুর্ঘটনার জন্য মৃত্যু হইলে বা কোন 'সাঙ্ঘাতিক' দুর্ঘটনা ঘটিলে, ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ ইনস্পেক্টার ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের (ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করিলে, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে সাবডিভিশনাল অফিসারের) নিকট টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন বা বিশেষ সংবাদ-বাহক দ্বারা খবর পাঠাইবেন। মৃত্যু হইলে, তৎক্ষণাৎ স্থানীয় থানার কর্ত্তার নিকটও সংবাদ পাঠাইতে হইবে। উক্ত দুর্ঘটনাগুলা অপেক্ষা কম সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনাকে 'সামান্য' দুর্ঘটনা বলিয়া গণ্য করা হইবে। যদি দুর্ঘটনা সামান্য হয়, অথচ তাহার জন্য অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা কাজে অনুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উহার কথা লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব (কিন্তু অন্ততঃ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে) উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে। 'সামান্য' দুর্ঘটনাকে পরে

সাঙ্ঘাতিক বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ ভুল শোধরাইয়া একটী অতিরিক্ত রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে। দুর্ঘটনার জন্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইলে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে সেই স্থানটি দুর্ঘটনার সময় যেমন ছিল, ইনস্পেক্টার না আসা পর্য্যন্ত (অথবা ৩ দিনের মধ্যে ইনস্পেক্টার না আসিলে অন্ততঃ ৩ দিন পর্য্যন্ত) ঠিক তেমনই রাখিতে হইবে। তবে এই নিয়মটী মানিতে গেলে যদি বিপদ বাড়িবার বা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা যদি ইহার জন্য ফ্যাক্টরীর কাজে অত্যন্ত বাধা পড়ে, তাহা হইলে ইহা না মানিলে চলিবে। যে যে স্থানে এই নিয়মটী প্রবল হইবে বলিয়া বাংলা গভর্মেণ্ট গেজেটে নোটিশ দিবেন, কেবল সেই সেই স্থানেই এই নিয়মটী খাটিবে।

ফ্যাক্টরীতে কোন বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে গৃহপতন অথবা যাহার জন্য শারীরিক আঘাত ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে কলকব্জার এরূপ কোন গুরুতর দোষ হইলে ম্যানেজার ৪ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্পেক্টার ও ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের (বা সাবডিভিসনাল অফিসারের) নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন।

ফ্যাক্টরীর সদর ফটকের নিকট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরূপ স্থানে একটী নোটিশ ঝুলাইতে হইবে।* ফ্যাক্টরী আইন ও তদনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়মাবলীর সার মর্ম্ম এবং প্রত্যেক দিন ফ্যাক্টরীতে কাজ আরম্ভ ও বন্ধ করিবার সময়, প্রত্যেক মজুরের খাটিবার সময়, সাপ্তাহিক ছুটী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ফ্যাক্টরীর নিয়মগুলা ঐ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে।* ইংরাজী ও অধিকাংশ মজুরের মাতৃভাষা এই দুই ভাষায় নোটিশটি রাখিতে হইবে।* নোটিশের লেখাগুলা যেন সকল সময়েই পড়িতে পারা যায়। ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাকে হয় কাচের ফ্রেমে পুরিতে হইবে, না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফ্যাক্টরীর কাজ আরম্ভ হইবার ১ মাসের মধ্যেই এই নোটিশের একটী কপি ইনস্পেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে। নোটিশটিতে কোন ভুল থাকা, ফ্যাক্টরীর নিয়ম বা অন্য কোন নিয়ম বদলাইলেও নোটিশটীকে না বদলান, বা নোটিশ বদলান হইলে ইনস্পেক্টারকে না জানান—আইন-বিরুদ্ধ।* খাটিবার সময় ছুটী প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্যাক্টরীর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইলে, সেই নিয়ম অনুযায়ী মজুরদের খাটাইবার পূর্ব্বে নোটিশটীকে বদলান আবশ্যক ; যে সময় হইতে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবে তাহার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্পেক্টারের নিকট পরিবর্ত্তিত নোটিশের দুইটী কপি পাঠাইতে হইবে।*

প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে কত জন কাজ করে, তাহারা কত ঘণ্টা ও কি ধরণের কাজ করে, তাহা 'এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার'[১] নামে একটী রেজিষ্ট্রীতে লিখিয়া রাখিতে হইবে (৩৫ ধারা)। রেজিষ্ট্রীটি যে ধরণে[২] বলা হইবে ঠিক সেই ধরণে (বাংলায়—বঙ্গীয় নিয়মাবলীর শেষে প্রদত্ত ফরম্ অনুযায়ী) রাখিতে হইবে। রেজিষ্ট্রীর ৩টী ভাগ থাকিবে। প্রথমভাগে পূর্ণবয়স্কদের, দ্বিতীয়ভাগে শিশুদের এবং তৃতীয়ভাগে সেডিউল্ড্ ওয়ার্কারদের (অর্থাৎ যে সকল নারী বা শিশু বিশেষ সার্টিফিকেট পাইয়া লেড কম্পাউণ্ড-সম্পর্কিত কোন কাজে নিযুক্ত) বিবরণ থাকিবে। যখন যেমন পরিবর্ত্তন হইবে রেজিষ্ট্রীতে তাহা লিখিতে হইবে। 'এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার' ব্যতীত ফ্যাক্টরীতে আরও ৩টী রেজিষ্ট্রী রাখিতে হইবে :—(১) শিশুদের রেজেষ্ট্রী (চিলড্রেন্স্ রেজিষ্টার) ; বঙ্গীয় নিয়মাবলীর "কে" ফরমে এই রেজেষ্ট্রী রাখিতে হইবে ; প্রত্যেক বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে এই রেজেষ্ট্রী নূতন করিয়া লিখিতে হইবে ; (২) ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক ঘরের কালি ও ঘন মাপ, যে ঘরগুলায় কলকব্জা আছে সেই ঘরগুলার প্রত্যেকের কতখানি স্থান জুড়িয়া কলকব্জা আছে তাহার মাপ, প্রত্যেক ঘরের জানালা দরজা প্রভৃতি হাওয়া ঢুকিবার

* ৬৬ ধারা।

১ খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রী রাখার সম্ভাবনা নাই বুঝিলে, প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট শিশু ব্যতীত আর সকল মজুরের সম্বন্ধে এই রেজিষ্ট্রী রাখার দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

২ রেজিষ্ট্রী যে নির্দ্দিষ্ট ধরণে রাখিতে হইবেই এমন নহে, ইনস্পেক্টারের অনুমতি পাইলে অন্য কোন ধরণেও রাখা যাইতে পারে।

স্থানগুলার মাপ—এইগুলা একটী রেজিষ্ট্রীতে (স্পেস্ রেজিষ্টার) লিখিয়া রাখিতে হইবে ; (৩) কোন্ কোন্ তারিখে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন অংশগুলা চুনকাম, পেন্টিং ও বার্ণিশ করা হয়, তাহাও একটী রেজিষ্ট্রীতে (লাইমওয়াশিং আণ্ড পেন্টিং রেজিষ্টার) লিখিয়া রাখিতে হইবে। চুনকামকরা প্রভৃতি বিষয়ে যদি ফ্যাক্টরীকে রেহাই দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্য শেষোক্ত রেজিষ্ট্রীটী রাখিতে হইবে না।

ফ্যাক্টরী আইন মানিতে বাধ্য করিবার জন্য কি কি বিষয়ে ম্যানেজার বা অকুপায়ারের নিকট রিটার্ণ চাওয়া হইবে সে বিষয়ে সকৌন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। বঙ্গীয় নিয়মাবলীর শেষে উদ্ধৃত (কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত) "এইচ" ফরমে ২ কপি করিয়া রিটার্ণ প্রত্যেক বৎসর ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে ইন্স্পেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে। যদি রিটার্ণ ভুল থাকে, বা তাহা যদি ঠিক সময়ে পাঠান না হয়, বা সমস্ত জমুটী যদি পূরণ না করা হয়, তাহা হইলে রিটার্ণটী রিটার্ণ বলিয়াই গণ্য করা হইবে না এবং ম্যানেজার বা অকুপায়ার আবারেই রিটার্ণ না পাঠানোর শাস্তিভোগ (৫০০ টাকা জরিমানা) করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ইন্স্পেক্টার

প্রত্যেক প্রদেশে বিশেষ বিশেষ সীমানার (এরিয়া) জন্য একজন করিয়া ইন্স্পেক্টার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন ; একই সীমানার মধ্যে একজনের বেশী ইন্স্পেক্টার থাকিলে কোন্ ইন্স্পেক্টারের কিরূপ ক্ষমতা এবং কোন্ ইন্স্পেক্টারের নিকট কোন্ নোটিশ পাঠাইতে হইবে তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই ঠিক করিয়া দিবেন। ফ্যাক্টরীর সহিত, ফ্যাক্টরীতে চালিত কাজের সহিত বা ফ্যাক্টরীর কোন পেটেণ্ট বা কলকব্জার সহিত যাঁহার কোন স্বার্থ জড়িত আছে, তিনি ইন্স্পেক্টার হইতে বা থাকিতে পারিবেন না। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার এলাকার ফ্যাক্টরীগুলা সম্বন্ধে একজন ইন্স্পেক্টার বলিয়া গণ্য হইবেন। গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্ম্মচারীদেরও অতিরিক্ত ইন্স্পেক্টাররূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ইন্স্পেক্টারকে "লোকসেবী কর্ম্মচারী" বলিয়া ধরা হইবে।

ইন্স্পেক্টারের কর্ত্তব্যসমূহ

ফ্যাক্টরী আইন ও প্রাদেশিক নিয়মাবলী অনুযায়ী কারখানাগুলাকে শাসন করিবার জন্য চীফ ইন্স্পেক্টারই প্রধানতঃ দায়ী এবং যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইবে তদনুযায়ী অন্যান্য ইন্স্পেক্টারও দায়ী।

নিজে যতবার আবশ্যক বুঝিবেন অথবা কর্ত্তৃপক্ষ যতবার বলিবেন ততবার নিজ এলাকার ফ্যাক্টরীগুলা পরিদর্শন করা—ইহাই প্রত্যেক ইন্স্পেক্টারের কাজ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও দুর্ঘটনা-নিবারণের নিয়ম এবং খাটিবার সময় ও ছুটী সম্বন্ধীয় নিয়মগুলা ঠিক মানা হইতেছে কি না, শিশুদের প্রত্যেকের সার্টিফিকেট আছে কি না, খাটিবার সময় ও ছুটীর ঠিক ঠিক রেকর্ড রাখা হইতেছে কি না, পূর্ব্বে ফ্যাক্টরীর যে সকল দোষ দেখান হইয়াছিল সেগুলা শোধরানো হইয়াছে কি না এবং যে সকল হুকুম জারি করা হইয়াছিল সেগুলা মানা হইয়াছে কি না—এইগুলা দেখাই তাঁহার কর্ত্তব্য। পরিদর্শনে যাইবার পূর্ব্বে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী কে, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং একটী রিপোর্ট লিখিয়া এক কপি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ও এক কপি ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হইবে। আইন ও নিজের হুকুমগুলা মানা হইয়াছে কি না, বা কোন্ কলকব্জা কত বৎসরের পুরাতন বা তাহার অবস্থা ও ইতিহাস কিরূপ তাহা জানিবার জন্য তিনি যে তথ্য চাহিবেন ম্যানেজার বা অকুপায়ার তাহা তৎক্ষণাৎ (চিঠিতে চাহিলে ৭ দিনের মধ্যে) জানাইতে বাধ্য। ফ্যাক্টরীর বাড়ী, কলকব্জা, মজুরদের কাজ করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু চিঠি, সার্টিফিকেট, রিপোর্ট প্রভৃতি দলিল আছে তাহা চাহিলে ম্যানেজার যোগাইতে বাধ্য। ইন্স্পেক্টার পরিদর্শনে আসিলে ম্যানেজার বা অকুপায়ার তাঁহাকে কোন বাধা দিবেন না বা আর কাহাকেও বাধা দিতে দিবেন না,

এবং কোন সাক্ষীকে লুকাইবেন না বা তাঁহার নিকট আসিতে বাধা দিবেন না। পরিদর্শন শেষ হইলে ইন্‌স্পেক্টার একটী রিপোর্ট লিখিবেন এবং তাহার এক কপি কর্তৃপক্ষের নিকট, এক কপি ম্যানেজার বা অকুপায়ারের নিকট এবং তাহার যতটুকু ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের আবশ্যক হইতে পারে ততটুকু তাঁহার নিকট পাঠাইবেন। পরিদর্শনে যাইয়া তিনি যাহা কিছু হুকুম জারি করিবেন তাহার একটি রেকর্ড রাখিবেন। মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোন আইন অমান্য করা হইতেছে বুঝিলে তিনি তাহা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের নজরে আনিতে পারেন এবং ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী নিজের যাহা করিবার আছে তাহাও করিতে পারেন। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বা অতিরিক্ত (এডিশান্যাল) ইন্‌স্পেক্টার পরিদর্শনে যাইয়া যাহা কিছু নোট করিবেন তাহা ইন্‌স্পেক্টারের নিকটই পাঠাইয়া দিবেন। আইন ভঙ্গ করার জন্য যাহা করিবার ইন্‌স্পেক্টারই করিবেন।

কোন নূতন ফ্যাক্টরী নির্ম্মিত হইবে এরূপ নোটিশ পাইবার পর, ঐ ফ্যাক্টরীর অকুপায়ার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করিলে স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা নিবারণের দিক্ হইতে ফ্যাক্টরীর ডিজাইন সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টার পরামর্শ দিতে পারেন। ঐরূপ পরামর্শ অনুসারে কাজ করার ওজরে, পরে ফ্যাক্টরীর কোন দোষ দেখা গেলে তাহা শোধরাইবার দায়িত্ব হইতে অকুপায়ার মুক্তি পাইবেন না।

ফ্যাক্টরী রেজিষ্ট্রী (ফ্যাক্টরী আরম্ভের সময় প্রেরিত নোটিশগুলা হইতে সঙ্কলিত) হইতে প্রত্যেক জেলার ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা প্রতি বৎসর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে হইবে।

ইন্‌স্পেক্টারের ক্ষমতাগুলা এইবার বলা হইতেছে :—

(১) প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে (অথবা ফ্যাক্টরী বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্থানে) ইন্‌স্পেক্টারের প্রবেশের ক্ষমতা আছে;

(২) তিনি ফ্যাক্টরীর বাড়ী, যন্ত্রপাতি ও রেজিষ্ট্রীগুলা পরীক্ষা করিতে পারেন এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যাহার ইচ্ছা (ফ্যাক্টরীতে বা অন্যত্র) তাহার সাক্ষ্য লইতে পারেন; তবে কাহাকেও এমন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না, যাহার উত্তর দিলে দণ্ডনীয় অপরাধে পড়িতে হয়;

(৩) ফ্যাক্টরী আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তিনি আর যাহা কিছু করা আবশ্যক বুঝেন তাহা করিবেন, তবে, এ বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলা নিয়মসমূহ তৈরী করিতে পারেন।

(৪) যদি কোন শিশুকে তিনি মজুরি করিতে অসমর্থ বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে যতদিন না সে সার্টিফাইং সার্জ্জনকর্তৃক পরীক্ষিত হয়, ততদিন তাহার কাজ করা বন্ধ করিতে পারেন;

(৫) ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার অপরাধে কাহাকেও শাস্তি দিতে হইলে, ইন্‌স্পেক্টারই কেবল মোকদ্দমা করিতে বা মোকদ্দমা করিবার অনুমতি দিতে পারেন। ইন্‌স্পেক্টার ম্যানেজারের উপর কয়েকটী হুকুমজারি করিতে পারেন, যেমন—

(১) নিঃশ্বাসের সহিত ধূলা প্রভৃতি অপরিষ্কার দ্রব্যের গ্রহণ নিবারণ করিবার জন্য একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে 'ফ্যান' বা অন্য কোন যন্ত্র খাড়া করিতে (১০ ধারা);

(২) যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে আলো আসিতে পারে; একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে তাহা করিতে (১১ ধারা);

(৩) যে জল হইতে আর্দ্রতা প্রস্তুত করা হয় তাহা শোধিত করিবার জন্য তাঁহার মতে যাহা করা আবশ্যক, একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে তাহা করিতে (১২ ধারা);

(৪) একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের সময় পলাইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে (১৬ ধারা);

(৫) বেড়া-না-দেওয়া যন্ত্রপাতি হইতে বিপদের ভয় থাকিলে, বিপদ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যাহা কিছু করা প্রয়োজন মনে করিবেন, তাহা একটী বিশেষ তারিখের মধ্যে করিতে [১৮ (২) ধারা];

(৬) বয়স কম বলিয়া নিযুক্ত করা যাইতে পারে না এরূপ কোন শিশু ফ্যাক্টরীর মধ্যে উপস্থিত থাকিলে যদি

তাহার স্বাস্থ্যহানির ভয় থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রবেশ নিষেধ করিতে (১৯ক ধারা) ;

(৭) বিপজ্জনক মনে হইলে, কোন ফ্যাক্টরী, বা তাহার কোন অংশ বা যন্ত্রপাতি মেরামত করিতে ;—অথবা আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে, উহা ব্যবহার বন্ধ করিতে, (১৮ক ধারা)।

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ আদেশ দুইটী বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে আর উদ্ধৃত করা হয় নাই ; অপর কয়টী আদেশের কথা বঙ্গীয় নিয়মাবলীতে আরও সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে (বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৬ ও ২৮ সংখ্যক নিয়মগুলা দ্রষ্টব্য)।

ইন্‌স্পেক্টারের আদেশ যে মানিতেই হইবে তাহা নহে। আদেশগুলার যে কোনটার বিরুদ্ধে আদেশ পাইবার দিন হইতে ১৪ দিনের মধ্যে কমিশনারের নিকট আপীল চলিতে পারে (এই সম্বন্ধে ফ্যাক্টরী আইনের ৫০ ধারা ও বঙ্গীয় নিয়মাবলীর ৯৬ হইতে ১০০ সংখ্যক নিয়মগুলা দ্রষ্টব্য)।

সার্টিফাইং সার্জ্জন (স্বাস্থ্য ও বয়স পরীক্ষক)

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ডাক্তারদের সার্টিফাইং সার্জ্জনরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ সীমানার মধ্যে অবস্থিত ফ্যাক্টরীগুলার মজুরদের বয়স ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভার সার্টিফাইং সার্জ্জনের উপর। সার্টিফাইং সার্জ্জনদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া বয়স ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সার্টিফিকেট না পাইলে কেহ ফ্যাক্টরীতে মজুরি করিতে পারিবে না। মজুরদের কোথায় ও কখন পরীক্ষা করা হইবে তাহা সার্টিফাইং সার্জ্জন ম্যানেজারকে জানাইবেন। যে মজুর হইতে চাহে তাহার অনুরোধে, অথবা তাহার পিতা বা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের অনুরোধে, অথবা যে ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে চাহে সেই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের অনুরোধে পরীক্ষা চলিতে পারে। পরীক্ষার জন্য কোন ফী দেওয়া বা লওয়া আইন-বিরুদ্ধ। ফী দেওয়ার বা লওয়ার কথা জানিতে পারিলে, সার্টিফিকেট অন্যায়ভাবে দেওয়া না হইলেও, ইন্‌স্পেক্টার ব্যাপারটী কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আনিতে পারেন।

সার্টিফিকেট দুই প্রকারের—"শেডিউলড্ ওয়ার্কার্স মেডিক্যাল সার্টিফিকেট" ও "জেনারেল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট।" যে কাজে লেড কম্পাউণ্ড লইয়া নাড়া চাড়া করিতে হয় এরূপ কোন কাজে নারী বা শিশু নিযুক্ত হইতে চাহিলে তাহার প্রথম প্রকারের সার্টিফিকেট থাকা চাই, নারী বা শিশু লেড কম্পাউণ্ড সম্পর্কিত কাজ ব্যতীত অন্য যে কোন কাজ করিতে চাহিলে, তাহার "জেনারেল্ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট" থাকা দরকার।

সার্টিফাইং সার্জ্জন যে কোন যোগ্য ডাক্তারকে উক্ত দুই প্রকারের সার্টিফিকেটই দেবার ক্ষমতা দিতে এবং তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন। সার্টিফাইং সার্জ্জনের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তারের নাম—"এক্‌জামিনিং সার্জ্জন" তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটকে বলে "প্রভিশানাল (অস্থায়ী) সার্টিফিকেট"। সার্টিফাইং সার্জ্জন অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বালিকে ৩ মাসের মধ্যে নিজে পরীক্ষা করিয়া তাহার সার্টিফিকেট অনুমর্থন করিলে, তাহা বাতিল হইবে।

ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করাও সার্টিফাইং সার্জ্জনের কর্ত্তব্যের মধ্যে। যে সকল টেক্সটাইল ফ্যাক্টরীতে দেড়শত বা দেড়শতের কম শিশু মজুর নিযুক্ত, সেগুলা বৎসরে ৬ বার এবং যেগুলাতে দেড়শতের অধিক শিশু মজুর নিযুক্ত, সেগুলা বৎসরে ১২ বার পরিদর্শন করিতে হইবে। টেক্সটাইল ফ্যাক্টরী ব্যতীত অন্য যে কোন প্রকার ফ্যাক্টরীতে দেড়শত বা দেড়শতের কম শিশু মজুর থাকিলে চীফ্ ইন্‌স্পেক্টার যতবার বলিবেন ততবার এবং দেড়শতের অধিক থাকিলে বৎসরে ৬ বার পরিদর্শন করিতে হইবে।

সার্টিফাইং সার্জ্জন যখনই পরিদর্শনে আসিবেন, তখনই ম্যানেজার সেই ফ্যাক্টরীতে যতগুলি অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শিশু ও শেডিউলড্ ওয়ার্কার আছে, তাহাদের পরীক্ষা করাইবার জন্য তাঁহার নিকট আনিবেন। অস্থায়ী সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোন শিশুকে তাঁহার সম্মুখে না আনিলে, সেই শিশুর নাম, তাহার সার্টিফিকেটের সংখ্যা এবং সার্টিফাইং সার্জ্জন নিজে কি শাস্তির বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা ইন্‌স্পেক্টারকে জানাইবেন ; সার্টিফাইং সার্জ্জন সেই শিশুর সার্টিফিকেট রদ করিতে পারেন বা তাহাকে আরও ৩ মাস

কাজ করিতে দিতে পারেন। অস্থায়ী সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত শিশুদের বয়স ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে এবং তাহাদের মজুরি করিবার সামর্থ্য আছে বুঝিলে, তাহাদের সার্টিফিকেট সমর্থন করা হইবে—নতুবা সেগুলি রদ করা হইবে। অস্থায়ী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারদের পরীক্ষার পর তাহাদের সার্টিফিকেট সমর্থন বা রদ করা হইবে। অন্যান্য মেডিক্যাল অফিসারদের সার্টিফিকেট সমর্থন, রদ বা স্থগিত করা হইবে। যদি কেহ মেডিক্যাল অফিসার হইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সার্টিফাইং সার্জ্জন তাহার পরীক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত বুঝিলে তাহাকে সার্টিফিকেট দিবেন। মজুরি করিতে অসমর্থ বুঝিলে তিনি যে কোন শিশুর সার্টিফিকেট রদ করিতে পারেন। যদি সার্টিফিকেট না দেওয়া হয় বা রদ করা হয় তাহা হইলে যাহাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইল না বা যাহার সার্টিফিকেট রদ করা হইল সে অনুরোধ করিলে, অথবা তাহার পিতা বা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক কিংবা যে ফ্যাক্টরীতে সে ঢুকিতে চাহে বা ঢুকিয়াছিল সেই ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বা অকুপায়ার অনুরোধ করিলে, সার্টিফাইং সার্জ্জন সার্টিফিকেট না দিবার বা রদ করিবার কারণ লিখিয়া জানাইবেন। যাহার সার্টিফিকেট রদ কিংবা স্থগিত করা হইয়াছে ম্যানেজার তাহাকে খাটাইতে পারিবেন না।

কোন শিশু পূর্ণবয়স্ক (১৫ বৎসরের উপর) বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে চাহিলে ম্যানেজার বা ইন্‌স্পেক্টার সার্টিফাইং সার্জ্জন দ্বারা তাহার পরীক্ষা করাইতে পারেন ; তিনি পরীক্ষা করিয়া শিশুটীকে পূর্ণবয়স্ক ও কাজে সমর্থ বলিয়া বুঝিলে তদনুযায়ী সার্টিফিকেট দিবেন।

দণ্ড ও কার্য্যবিধি

যদি কোন ফ্যাক্টরীতে (ক) ফ্যাক্টরী আইনের ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮ (১), ১৮ (৩) ১৮ (৪) বা ৩৬ ধারার যে কোনটী অমান্য করা হয় বা ৩৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টারী পরিবর্ত্তনানুযায়ী, না বদলান হয়, অথবা (খ) ফ্যাক্টরী আইনের ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৮ (ক) ও ১৯ (ক) ধারা অনুযায়ী ইনস্পেক্টারের আদেশ অমান্য করা হয়, অথবা (গ) ফ্যাক্টরী আইন বা প্রাদেশিক নিয়মাবলী অনুযায়ী কোন নোটিশ বা রিটার্ণ না পাঠানো হয়,—তাহা হইলে ম্যানেজার ও অকুপায়ারের (প্রত্যেকের ও উভয়ের) ৫ শত টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে।

আইন ভঙ্গকরার অপরাধে অভিযুক্ত ম্যানেজার (বা অকুপায়ার) যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে তিনি নিজে আইন মানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি তাঁহার অজ্ঞাতে ও অসম্মতিতে আইন ভঙ্গ করিয়াছে, তাহা হইলে ম্যানেজারকে (বা অকুপায়ারকে) খালাস দিয়া সেই লোকটীকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইন্‌স্পেক্টারকে তাঁহার আইন-সঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দিলে, তাঁহাকে কোন রেজিষ্টী বা দলিল দেখিতে না দিলে, তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তিকে (যাহাকে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন) আসিতে না দিলে বা লুকাইয়া রাখিলে, দাহ্য পদার্থের নিকট আগুন না আনা সম্বন্ধীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করিলে, ফ্যাক্টরী আইনের অন্য কোন ধারা বা ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়ম না মানিলে,—৫ শত[১] টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

আপীল করিবার সময় যত দিন না উত্তীর্ণ হয়, অথবা আপীল দাইল করা হইলে যত দিন না আপীলের তদানি শেষ হয়, ততদিন জরিমানা আদায় করা চলিবে না।

আইন-ভঙ্গের জন্য কেহ আহত হইলে আহত ব্যক্তিকে, আর যদি কাহারও প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির আইন-অনুযায়ী প্রতিনিধিকে, জরিমানার

১ এইটী লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে সকল অপরাধে ৫ শত টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে, সেগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ; এক শ্রেণীর অপরাধে ম্যানেজার ও অকুপায়ারকে প্রথমে দোষী করা হইবেই, পরে তাঁহারা অপরের উপর দোষ চাপাইতে পারেন। অন্য শ্রেণীর অপরাধে যে লোকটীকে (ম্যানেজার বা অকুপায়ার বা অন্য কেহ) দোষী বলিয়া অনুমান করা হইবে তাহাকেই অভিযুক্ত করা হইবে।

সমস্তটা বা কিছু অংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে।

যদি কেহ অপর কাহারও ডাক্তারি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে, বা নিজ সার্টিফিকেট আর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহার কুড়ি টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে।

যদি কোন শিশু একই দিনে দুইটী ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, তাহা হইলে তাহার পিতা, মাতা বা অন্য কোন অভিভাবক বা যে ব্যক্তি তাহার উপার্জ্জন হইতে উপকৃত হয় তাহার কুড়ি টাকা অবধি জরিমানা হইতে পারে। শিশুটী অভিযুক্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতে বা তাহার অসাবধানতা না থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ করিয়াছে প্রমাণ করিতে পারিলে জরিমানা হইবে না।

বার বার একই অপরাধ করিতে থাকিলেও একবারের অপরাধের জন্য দ্বিগুণীকৃত উর্দ্ধতম জরিমানার অধিক আদায় করা হইবে না। তবে, (ক) যে অপরাধের জন্য অভিযোগ আনা হইয়াছে, অভিযুক্ত হইবার পর সেই অপরাধ আবার করিলে, অথবা (খ) ফ্যাক্টরী আইন বা প্রাদেশিক নিয়মাবলী ভঙ্গ করিয়া কাহাকেও খাটাইলে উক্ত নিয়মটী খাটিবে না।

যদি কোন ফ্যাক্টরীর কোন অংশে বা ঘরে উৎপাদনের কাজ চলিতে থাকে ও শিশুরা নিযুক্ত থাকে, অপর অংশে বা ঘরে ৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশু উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুটীকে 'খাটানো হইতেছে' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। যে বলিবে তাহাকে খাটানো হয় নাই, তাহাকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তির বয়স একটী বিশেষ বয়সের নীচে বা উপরে প্রমাণ করিতে পারিলে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আইন-ভঙ্গের অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বয়স একটী বিশেষ বয়সের উপরে বা নীচে এ কথা প্রমাণ করার ভার অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপর।

ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার জন্য ইন্‌স্পেক্টারই কেবল মোকদ্দমা আনিতে বা আনিবার অনুমতি দিতে পারেন (ইন্‌স্পেক্টারের ক্ষমতা-হিসাবে এই কথাটী পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করা হইয়াছে)।

ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গ করার অপরাধের বিচার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বা প্রথম-শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটই কেবল করিতে পারেন। অত্যন্ত দাহ্য পদার্থের নিকট আগুন লইয়া যাওয়া বা অপরের সার্টিফিকেট ব্যবহার করা বা অপরকে নিজ সার্টিফিকেট ব্যবহার করিতে দেওয়া—এই কয়টী অপরাধ সম্বন্ধে এই নিয়মটী খাটিবে না।

অপরাধের ৬ মাসের মধ্যে অভিযোগ না আনিলে বিচার চলিবে না। কিন্তু ফ্যাক্টরী আরম্ভ করিবার সময় নোটিশ না পাঠানোর অপরাধের অভিযোগ ৬ মাস পরেও আনা চলিবে।

কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম

ফ্যাক্টরী আইনের কয়েকটী প্রয়োজনীয় নিয়ম এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। সেগুলা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে :—

(১) কোন ফ্যাক্টরীর 'অংশকে' একটী 'বিভিন্ন ফ্যাক্টরী' বলিয়া প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট ঘোষণা করিতে পারেন; (২) সাধারণের সঙ্কটের সময় প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট যে কোন ফ্যাক্টরীকে ফ্যাক্টরী আইন হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন। (৩) ফ্যাক্টরী আইনে প্রাদেশিক গভর্মেণ্টকে যে ক্ষমতাগুলা দেওয়া হইয়াছে সকাউন্সিল বড়লাট সেই ক্ষমতাগুলার ব্যবহার করিতে পারেন; (৪) ফ্যাক্টরীতে ব্যবহৃত 'অ্যান থ্র্যাক্স' বীজাণুযুক্ত ('অ্যানথ্র্যাক্স' জন্তুদের একপ্রকার সাঙ্ঘাতিক রোগ; যে সকল জন্তু এই রোগে মরে, তাহাদের লোম, চর্ম্ম প্রভৃতি নাড়া চাড়া করিলেই মানুষের মধ্যে ঐ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে) পশম উত্তমরূপে শোধিত করা সম্বন্ধে সকাউন্সিল বড়লাট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন; (৫) গভর্মেণ্টের অধীন ফ্যাক্টরীগুলাও ফ্যাক্টরী আইন মানিতে বাধ্য; (৬) 'ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী' অথবা 'ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী করা হইতেছে এই বিশ্বাসে যদি কেহ কিছু করে, এবং তাহা যদি 'সমুচিত সাবধানতা ও যত্নের সহিত' করা হয় তাহা হইলে উক্ত কৃত কর্ম্মের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চলিবে না। প্রধানতঃ ইনস্পেক্টারদের বাঁচাইবার জন্য এই নিয়মটী করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বীজতৈল কারখানার ভবিষ্যৎ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল, কুচবিহার

ভারতবর্ষে বীজতৈল নিষ্কাশনের জন্য বিস্তৃতভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব নূতন নহে। ১৯১৮ সন হইতে আজ দশ বৎসরকাল এই বিষয় লইয়া গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু এই দেশে বীজতৈল নিষ্কাশন ঠিক একটী জাতীয় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই। দুই চারিবার ভারতগভর্ণমেণ্টের মনোযোগ এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে; কয়েকটি কমিশন এবং কমিটি এই সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টাও করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের মতামতের মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য থাকায় বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। এই সকল কমিশন এবং কমিটি কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী যুক্তি দিবার ফলে উক্ত বিষয়ে চিন্তাক্ষেত্র প্রসার লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্যার জটিলত্বও বাড়িয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় ইহাদের যুক্তিগুলির সারবত্তা পরখ করিয়া দেশীয় তৈলশিল্প সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত তাহা ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ভারতীয় তৈলশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহাই নির্দ্ধারণ করা দরকার। এই প্রসঙ্গে ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কতগুলি তৈল কারখানা ছিল, এবং সেই সকল কারখানায় প্রত্যহ কত মজুর খাটিত সেই সম্বন্ধে একটী তালিকা উদ্ধৃত করা হইল।

(ক)

প্রদেশ	মোট কারখানা	দৈনিক মজুর-সংখ্যা
ব্রহ্মদেশ	১৭	১৩৫৭
আসাম	৫	২০৩
বঙ্গদেশ	৬২	২৭২৬
বিহার ও উড়িষ্যা	২৫	১৪৮২
যুক্তপ্রদেশ	১৭	১৯৩১
বোম্বাই	২২	১০৭৩
মধ্যপ্রদেশ	৩২০	
পঞ্জাব	১৭৯	
দিল্লী	৬০	
মাদ্রাজ	৮	১৮৩
ঐ যুক্ত সমষ্টিরাজ্য	২১	১৪২৯
বোম্বাই যুক্ত ঐ	৬	২০৬
বড়োদা রাজ্য	৩	১৪৪
রাজপুতানা	১	৫০
মহীশূর রাজ্য	৭	৫১৪
হায়দ্রাবাদ	২৬	৬৮৫
কাশ্মীর	১	২৫
মোট	২৩৪	১২,৫০১

উদ্ধৃত তালিকার উপর নির্ভর করিয়াই দেশীয় তৈলশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইবে না, কারণ কারখানার সংখ্যা দেখিয়া তাহার আয়তন নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। এই জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ধনশক্তি যাচাই করা দরকার। নিম্নের তালিকায় যৌথ কারবারগুলির মূলধনের পরিমাণ অনুধাবন করিলে এই সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(খ)

১৯২৫-২৬ সন

	কোম্পানীর সংখ্যা	আদায়ী মূলধন
সমগ্র বৃটিশভারত	৪৯	১,৯৩,১৯,৬২১
দেশীয় রাজ্যসমষ্টি	৪	১,৪৩,৪৫৯
মোট	৫৩	১,৯৪,৬২,৮৮০

যৌথ কারবার ব্যতীত অন্যান্য কারখানাগুলি অধিকাংশ স্থলেই যে সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান নহে এরূপ অনুমান করিলে

বিশেষ ভুল হইবে না। ভারতীয় তৈল কারখানার আতন নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে এই দেশে তৈল-শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে কিনা। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশীয় কারখানাগুলির এখনও যথেষ্ট উন্নতি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, প্রতি বৎসর এই দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। দেশী কারখানা-গুলি যদি তেমন সুপরিচালিত হইত, তাহা হইলে এই সকল বীজের পরিবর্ত্তে সেই স্থলে তৈল রপ্তানি হইত। নিম্নে ১৯২৬ সনের বাণিজ্য-বিবরণী হইতে ভারতবর্ষের বীজ-রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখ করা হইল।

(গ)

১৯২৫-২৬ সন

বীজের পরিমাণ	সমষ্টি মূল্য
১,২৩৮,৪৪৯ টন	২৯,৩১,০৬,৪২০৲

উক্ত পরিমাণ বীজ প্রতি বৎসর বিদেশে চালান হইতেছে। এই অবাধ রপ্তানি বন্ধ করিলে দেশীয় তৈল-কারখানার সংখ্যা এবং সৃজনশক্তি বাড়িতে পারে কিনা সেই দিকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পের ক্রমোন্নতি না হইলে দুরবস্থা কেবল বাড়িতে থাকিবে, কারণ কোন সময়ে ফসল উৎপাদনে ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিপত্তি-নিবারণের উপায় থাকিবে না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে রক্ষণ-নীতির একটী মূল তত্ত্ব এই যে, কোন জাতিরই একমাত্র শিল্পে আত্মনির্ভর করা নিরাপদ নহে। যেহেতু কোন কারণে সেই শিল্পের অবস্থান্তর ঘটিলে সেই জাতির পক্ষে আত্মরক্ষা করা সমস্যামূলক হইয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক বৎসর অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিবিধ শিল্পের যথোচিত প্রসার হইলে তদ্বারা বিনিময়ের বিনিময়ে সময়বিশেষে বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা যাইতে পারে। তা' ছাড়া লাভলোকসান খতিয়া দেখিলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, কৃষিপ্রধান দেশগুলি আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে ক্রমশই হীনশক্তি হইয়া পড়ে। শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ বাড়াইলে উৎপন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা ব্যয় ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে। এই কারণে মোটর সাইকেল প্রভৃতি কলকব্জা ক্রমশঃ কম মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে। কিন্তু কৃষিশিল্পে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশেষ ভূমিখণ্ডে অধিক পরিমাণ অর্থনিয়োগ করিলে কিছুকালের জন্য তাহার উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো সম্ভব হইলেও অনতিকাল পরেই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে গড়পড়তা ধরচ বাড়িতে থাকিবে। ইহার কারণ এই যে, কর্ষিত ভূমির সৃজনশক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, এবং সেই সীমায় পৌঁছাইতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না।

এই সকল চিন্তা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে বিবিধ শিল্পের বিস্তার এবং উন্নতি করা একান্ত আবশ্যক। তবে এইসঙ্গে ইহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার যে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল কিনা, এবং তাহার প্রসারক্ষেত্র কতখানি; কারণ প্রতিকূল অবস্থায় জোর করিয়া কোন শিল্প রক্ষা করিতে গেলে, হয় তাহা অল্পকালমধ্যেই বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পিছু হটিয়া যায়, নতুবা বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসাইয়া আমদানি বন্ধ করিতে হয়। শুল্ক বসাইবার ফলে দর চড়া থাকিবার জন্য শিল্পগুলি প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে খরিদ্দারের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বিদেশী মাল আমদানি বন্ধ করিবার ফলে তাহারা চড়া দরেই জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়। শিল্প-বিশেষের ভবিষ্যৎ উন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিলে খরিদ্দারের ঘাড়ে এই ক্ষতি চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, এবং সেইক্ষেত্রে তাহাদেরও কোন আপত্তির কারণ থাকে না, যেহেতু দেশীয় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে জিনিষের দাম স্থায়িভাবে কমিয়া যায়, এবং তখন বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিবার কারণও থাকে না। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না হইলে এইরূপ দাম কমিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, এবং খরিদ্দারের লোকসান শেষে অত্যাচারে পরিণত হয়। এই কারণে যদি কেহ বলেন যে, প্রতিরোধক শুল্কের জোরে বিদেশী রুইনাইন

প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা পড়িয়া উঠুক তবে সে প্রস্তাব কোনমতেই গ্রাহ্য হইবে না।

ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ভারতবর্ষে তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। সংক্ষেপে ইহার এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, তৈলশিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোন দেশ নাই। আমদানি তৈল অপেক্ষা ভারতীয় কারখানার তৈল কোনমতেই নিকৃষ্ট নহে। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পক্ষে এই দেশের জলবায়ু, মজুর কিংবা মূলধন সমস্যা কিছুই প্রতিকূল নহে। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় তেলকারখানার কাজ অপেক্ষাকৃত কম মূলধনেই চলিতে পারে,—এবং বহুসংখ্যক সুনিপুণ মজুরেরও প্রয়োজন হয় না; এই সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে কোনপ্রকার অসুবিধা হইবার কারণ নাই।

তারপর এইদেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামাল পাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ভারতবর্ষে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বীজ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বীজ রপ্তানির সমষ্টির পরিমাণের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে কি পরিমাণ বীজ রপ্তানি হইয়া থাকে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

(ক)

বীজ	পৃথিবীর সমষ্টি রপ্তানির তুলনায় ভারতীয় রপ্তানির শতকরা হিসাব
নারিকেল	৭%
মহুয়া	১০০ „
তুলা	৩১ „
সিসেম	৪২ „
রেড়ী	৯৮ „
রাই ও সরিষা	৬৫ „
বাদাম	৪৫ „
তিসি	২০ „
পোস্ত	১৬ „
নাইজার	

উপরের তালিকা অনুধাবন করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, বীজের বাজারে ভারতবর্ষের প্রায় একচেটিয়া দখল আছে।

এখন ভারতবর্ষে কি উপায়ে তৈলশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। ১৯১৮ সনে ভারতীয় শিল্প কমিশন উক্ত সমস্যা অনুধাবন করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিষ্কাশন-প্রণালীর প্রচলন অভাবেই ভারতীয় তৈলশিল্প হীনাবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও উক্ত কমিশন এই মত প্রকাশ করেন যে, তৈলশিল্পের বহুল উন্নতি ভারত গভর্ণমেণ্টের শুল্কনীতির উপরেও আংশিকভাবে নির্ভর করে। এই শুল্কনীতি যে ঠিক কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে শিল্প-কমিশন স্পষ্টতঃ কিছু উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশের ব্যাপার লক্ষ্য করিলে সে সম্বন্ধে অনুমান করা সহজ হইয়া পড়ে। ইয়োরোপীয় দেশগুলি তৈলবীজের অবাধ আমদানির পথ খোলা রাখিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তৈল-বীজের আমদানির উপর প্রতিরোধক শুল্ক বসাইয়াছে। ফলে তদ্দেশীয় তৈলশিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। ভারতবর্ষে আমদানি তৈলের উপর শুল্ক থাকিলেও তাহা প্রতিরোধক হয় নাই; এখনও যথেষ্ট তৈল আমদানি হইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় তৈলবীজ রপ্তানির উপর প্রতিরোধক শুল্ক বসাইলে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতি লাভ করিতে পারে, এবং বীজের পরিবর্ত্তে তৈল-রপ্তানির সম্ভাবনা থাকে। এই রপ্তানি-শুল্ক লইয়া সম্যক আলোচনা করা দরকার, কারণ এই সম্বন্ধে অনেক বাদানু-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতীয় ফিস্‌কাল কমিশন এইরূপ শুল্কের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেন। উক্ত কমিশন এই বিরুদ্ধ-বাদের সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ দর্শান :—

(১) ভারতবর্ষের বীজ-রপ্তানি-ব্যাপারে ঠিক একচেটিয়া দখল নাই, এমতক্ষেত্রে শুল্ক বসাইলে বিদেশী বাজার ক্রমাগত বেহাত হইতে থাকিবে।

(২) বিদেশী বাণিজ্য নষ্ট হইলে দেশীয় বাজারের দর নরম হইয়া যাইবে, এবং তাহার ফলে চাষিবর্গের বিস্তর লোকসান হইবে।

(৩) বীজ সস্তা হইবার ফলে তাহার সঙ্গে খইলের দরও কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতেও কৃষকদিগের বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। কারণ এই দেশে এখনও সার হিসাবে খইলের প্রচলন হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু খইল কিনিয়া আবাদী জমিতে সার দিবার মত চাষীদের শিক্ষা নাই। তা'ছাড়া তাহাদের আর্থিক অবস্থাও এবিষয়ের অন্তরায় হইয়া আছে। বর্ত্তমান সময় ইহাদের সার কিনিবার ক্ষমতা নাই। ইহার পর যদি বীজের দর নামিয়া যায়, তবে কেনা সারের ব্যবহার আরও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি খুটিনাটি করিয়া দেখা দরকার। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে যে শুল্ক বসাইবার ফলে সত্যই বিদেশী বাজার বেহাত হইবার আশঙ্কা আছে কিনা। এই প্রসঙ্গে (খ) চিহ্নিত তালিকা দেখিলে বিপরীত ধারণা হইবে। সকল প্রকার বীজ রপ্তানিতে সমান প্রভাব না থাকিলেও, কোন কোন বীজে যে ভারতবর্ষের একচেটিয়া দখল আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহুয়া, রেড়ী ইত্যাদি বীজের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল বীজের রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইলে বাজার নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। বিদেশী খরিদ্দার অনন্যোপায় হইয়া অধিক মূল্যেই কিনিতে বাধ্য থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, চাষীদিগের লোকসান সম্বন্ধেও বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। দেশীয় তৈলশিল্প প্রসারের জন্যই শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়া থাকে। যদি এতদ্দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হয় তবে বীজের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িবে ও তাহার ফলে বীজের দাম একেবারে নামিয়া যাইবে না। তবে দেশীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে যে সময় লাগিবে সে পর্য্যন্ত বীজের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গরম হইবে, ইহা ঠিক। এই সময় উত্তীর্ণ হইলেই বাজার-দর যে আকার ধারণ করিবে তাহার আর সহসা নড়চড় হইবার কারণ থাকিবে না।

তৃতীয়তঃ, সস্তা খইল পাইলেও মাটীর সার হিসাবে ইহার ব্যবহার বাড়িবে না ইহা স্থির নিশ্চয়তাবে গ্রহণ করা চলে না। চাষীদের শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের অজ্ঞানতা সমান থাকিবে এরূপ ভাবিয়া লইবার কোন কারণ নাই। তা'ছাড়া এই অজ্ঞানতা নষ্ট করা গভর্ণমেণ্টেরই অন্যতম কর্ত্তব্য। দেশের আবাদী মাটীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। এরূপাবস্থায় যাহাতে এই শক্তি রক্ষা করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা দেশের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে।

তারপর চাষীদের আর্থিক অবস্থা দৃষ্টেও একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। যদি সারের ব্যবহারে সত্যই জমির ফসল বাড়ে তবে চাষীদের লোকসান হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? তারপর সার কিনিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতেও তাহাদের খুব বেশী বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ বীজ গো-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা বিক্রয় করিয়াও অনেক পরিমাণে খইল সংগ্রহ করা চলিবে। দেশে তৈলশিল্প বাড়িলে খইলের দর নামিয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। তারপর গভর্মেণ্ট যদি আদায়ী রপ্তানি-শুল্কের কিয়দংশ চাষীদের হিতসাধনের জন্য খরচ করেন, তবে এই শুল্কের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না।

ফিস্‌ক্যাল কমিশনের পর ভারতীয় ট্যাক্স অনুসন্ধান কমিটি এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই কমিটির অধিকাংশ মেম্বারই স্পষ্টতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্পী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের হিত-কল্পে বীজ রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইতে হইবে।

তারপর গত বৎসর ভারতীয় কৃষিকমিশন এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ফিস্‌ক্যাল কমিশনের যুক্তির সমর্থন করিয়া এই কমিশনও বলিয়াছেন যে, শুল্ক বসাইলে চাষীদের ক্ষতির পরিসীমা থাকিবে না। তা' ছাড়া এই কমিশনের মতে রপ্তানি-শুল্ক জাতীয় শিল্পেরও কোন সাহায্য করিবে না, এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে। কমিশনার-গণ সেজন্য এই যুক্তি দেখান যে, বিদেশী বাজার হাত না

করিতে পারিলে ভারতীয় শিল্পের বহুল উন্নতি করা সম্ভব হইতে পারে না, এবং বিদেশী বাজার দখল করা বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তুলনা-মূলকভাবে ইয়োরোপীয় তৈল-শিল্পের একটী বিশেষ সুবিধা আছে যে তথায় তৈল চালান দিবার সুব্যবস্থা আছে এবং মাশুলের হারও অপেক্ষাকৃত কম। তা' ছাড়া বিদেশী কারখানার তৈলও নাকি ভারতীয় তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।

কৃষিকমিশনের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া কঠিন। ভারতীয় রপ্তানি বীজ লইয়া পাশ্চাত্য দেশে তৈল তৈয়ারী হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তৈলের জন্য তাহার প্রায় তিনগুণ বীজ দরকার হয়। এমতক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতে তৈল চালান দিবার পক্ষে কোন অসুবিধা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশী বাজারে ভারতবর্ষ যে তৈল চালান দিবে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় বিদেশী কারখানাকে অনেক বেশী পরিমাণ বীজ কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই অবস্থায় মাশুল, ভাড়া ইত্যাদিতে ভারতবর্ষের বরং সুবিধাই হওয়া স্বাভাবিক। তারপর মাল হিসাবে ইহা প্রায় স্বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতীয় অনেক তৈল বিদেশী তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ভারতবর্ষ হইতে এখনও তৈল রপ্তানি হইতেছে, যদিও প্রতিরোধক কোন শুল্ক না থাকায় তৈল অপেক্ষা বীজ অনেক বেশী চালান হইতেছে। নিম্নের তালিকায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

(ঙ) রপ্তানি তৈলের হিসাব

	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
পরিমাণ	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যায়	১৫,২০,১৬৮	১২,৬৫,৭৪১	১১,০৯,৯৮১	১৩,৬১,০৩৩	১০,৯৫,৮০০
মূল্য	৩৮,৯৫,১৬৪৲	৩৩,৯৩,১১০৲	৩১,০৫,৬০১৲	৩৭,৬৯,৬৫৫৲	২৬,৩৪,১০০৲
অন্যান্য বিদেশে রপ্তানি	৫,৩৩,১০৯	২,০১,২৩৮	২,২২,১৪০	২,৫৫,৭৪৬	২,১০,৪৭৪
মূল্য	১২,৯৮,৭৩৮৲	৫,২২,৬৩১৲	৬,৫৫,৫১৬৲	৬,৮৩,৪৮৬৲	৪,৯০,৪৬৭৲

উপরোক্ত তালিকা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় তৈল রপ্তানি যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। এইজন্যই প্রতিরোধক শুল্ক বসানো একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু দেশীয় তৈল শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে কেবল প্রতিরোধক শুল্কের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না; ঐ সঙ্গে নিষ্কাশন-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বহুস্থানে এখনও বলদের সাহায্যে ঘানি টানাইয়া তৈল নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে, কেবল কারখানাগুলিতে যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ১৯১৮ সনে শিল্পকমিশন এই অবস্থা দেখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় তৈলশিল্পের হীনাবস্থা দূর করিতে হইলে প্রচলিত নিষ্কাশন-প্রণালী ত্যাগ করিয়া আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা তৈলশিল্প একটি স্থায়ী জাতীয় শিল্পরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। শিল্প কমিশনের এই উক্তি যে কতখানি অর্থপূর্ণ তাহা একটী ব্যাপার হইতে বুঝা যাইবে। ভারত-বর্ষ হইতে যে খইল ইয়োরোপে চালান হয় তাহা পুনরায় আধুনিক নিষ্কাশন-যন্ত্রে ফেলিয়া ইয়োরোপীয় আমদানি-কারীরা অবশিষ্টাংশে তৈল বাহির করিয়া লয়। এই তৈলের দামেই তাহারা খইলের দাম মিটাইতে পারে এবং তাহাতে খইলগুলিও অধিকতর ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া রাখা দরকার। অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, খইলের মধ্যে তৈলাংশ বেশী থাকিলে তাহা ভাল মাল হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এইপ্রকার ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। খইল হয় মাটীর সার নতুবা গো-খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই ব্যবহারেই খইলের মধ্যে অধিক তৈল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বেশী তেল থাকিলে

খইল পচিতে বিলম্ব হয় এবং তাহার ফলে সার হিসাবে ইহার গুণ নষ্ট হইয়া থাকে। তা' ছাড়া এই প্রকার খইল গোখাদ্য হিসাবেও অপকারী বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং বীজ হইতে প্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণ তৈল নিষ্কাশন করিয়া লওয়া উচিত। সাধারণ ঘানিতে ইহা সম্ভব হয় না এবং সেই কারণে অবশ্য বিস্তর তেল নষ্ট হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি এই অসুবিধা দূর করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "এক্‌স্‌পেলার" মেশিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই, অন্যান্য যন্ত্রের মত ইহাতে ঘূর্ণায়মান চক্রের ঘর্ষণে তৈল নিষ্কাশন করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই; পেষণকারী অংশের উপরিভাগ "স্ক্রু" মত পাঁচ করিয়া কাটা। ঐ পাঁচের সাহায্যে পেষন বেশ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই যন্ত্রের বহুল প্রচার আবশ্যক।

আধুনিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও আর একটি ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। ভারতবর্ষে তৈলশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করিতে বিদেশী বাজারের উপর প্রভাব রক্ষা করিতে হইবে—কৃষি কমিশনের এই উক্তি মিথ্যা নহে। এই প্রকার বহির্ব্বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা ভারতীয় তৈল শিল্পের পক্ষে নিরাপদ হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশেও কোন কালে যথেষ্ট বীজ উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানেও চীন, আর্জ্জেনটিনা প্রভৃতি দেশে বীজ চাষের আয়তন বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষেই বৃহত্তর তৈলের বাজার গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষে কয়েক-বৎসর যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার উদ্ভিজ্জ তৈল আমদানি হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পরিমাণ তৈল অনায়াসে ভারতবর্ষেই তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তা' ছাড়া এখনও যে পরিমাণ তেল এই দেশে আমদানি করা হয় তাহাও দেশী কারখানাগুলি দখল করিয়া লইতে পারে। ভারতবর্ষে কি পরিমাণ তৈল আমদানি করা হয় তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(চ) ভারতবর্ষে তৈল আমদানির হিসাব

পরিমাণ		১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
		(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)	(গ্যালন)
সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে		৩,০০,২৭৯	৪,২১,৮০৬	৮,২৩,৭২২	১৪,৩৫,১৩১
মূল্য	=	১১,৫১,৩৯৫৲	১৩,৭৭,৪০০৲	২৩,২৯,৬৮৬৲	৪১,২০,৭৪০৲
অন্যান্য বিদেশ হইতে আমদানি		১৭,১০৯	১৬,১১৫	২৫,২০৫	৮৯,২৮৭
মূল্য	=	৫৬,৬৫২৲	৫৯,৩৫২৲	১,১৮,৮৪৬৲	২,৫২,৫৫৬৲

ইহা ছাড়া আর এক উপায়ে এই দেশেই তৈলের বাজার বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে তুলার বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহা কেবলমাত্র কলকব্জা পরিষ্কার করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে এই তৈল প্রধানতঃ রন্ধন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য তৈল অপেক্ষা তুলার বীজের তৈল অধিক পুষ্টিকর।

এরূপাবস্থায় ভারতবর্ষে এই তৈলের অপব্যবহার হইতেছে বলিতে হইবে। কি উপায়ে এই দেশে তুলার বীজের তৈল আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে যদি এই দেশেই তৈলের বাজার বাড়াইয়া তোলা যায় তবে ভারতীয় তৈলকারখানা পাকা বনিয়াদের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে; বিদেশী প্রতিযোগিতায় তাহার আর কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।

"ফিজিঅক্রেসি" বা প্রকৃতি-নিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল, হাজারিবাগ

অর্থশাস্ত্রের "মার্কাণ্টিলিষ্ট" (বাণিজ্যনিষ্ঠ) ও "ক্যামেরেলিষ্ট" (রাজস্বনিষ্ঠ) যুগ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞান একচেটিয়া ভাবে আলোচিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থশাস্ত্রের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা সুরু হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক দল ফরাসী পণ্ডিত আর্থিক চিন্তা সম্বন্ধে এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাকে ফরাসী ভাষায় "ফিজিঅক্রেসি" নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্ত্তী কালে ইংরেজ পণ্ডিত আডাম্ স্মিথ এই প্রণালীকে "আবাদী প্রণালী" বা "অ্যাগ্রিকালচারাল্ সিষ্টেম্" বলেন। ফ্রান্সের এই নূতন মতাবলম্বীদিগকে ইংরেজীতে "ফিজিওক্র্যাট্" (ফরাসী উচ্চারণ "ফিজিওক্রাৎ") বলা হইত।

"ফিজিওক্র্যাট্‌গণ মনে করিতেন যে, সকল বস্তুই এক কারণে উদ্ভূত হয়। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা জীবন এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সুসংগত বিধি প্রণয়ন করেন যে, তাহাদিগকেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রথম পথপ্রদর্শক বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের রচনাসমূহ সবিশেষ ব্যাপক; "মার্কাণ্টিলিষ্ট"দিগের মত সঙ্কীর্ণ নহে। মজুর, শিল্পী, বণিক্, কিষাণ, জমিদার, রাজা প্রভৃতি কাহারো সম্বন্ধেই তাঁহারা লিখিতে ভুলেন নাই। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষির উপর তাঁহারা জোর দিয়াছেন। তাঁহারা কর-সমস্যাটাকেই বিশেষ জটিল মনে করিতেন।

"ফিজিঅক্রেসি"র অগ্রদূত

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বোভাগ পর্য্যন্ত "মার্কাণ্টিলিজ্‌মে"র জের চলিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তে (এমন কি ইংল্যাণ্ডে পর্য্যন্ত) এই মতবাদের সম্বন্ধে দু-একটা বিদ্রোহবাণী শুনা যাইত। ভাব-প্রবণ ফরাসী জাতিও নিস্তব্ধ ছিল না। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পূর্ব্বে এই বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে নাই। এক হিসাবে "ফিজিঅক্রেসি"কে "মার্কাণ্টিলিজ্‌মে"র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা চলে। এই মাঝামাঝি কালের লেখকদের লেখা আলোচনা না করিলে "ফিজিঅক্রেসি"র মূল সূত্রগুলি বুঝা শক্ত। তাঁহারাই "ফিজিঅক্রেসি"র অগ্রগামী দূতবিশেষ।

মেলঁ (*এসে পোলিতিকি সিয়ুর্‌ লা কম্যার্স* ১৭০৪)। ইঁহার বিশ্বাস যে সোণা অপেক্ষা জীবন-ধারণোপযোগী বস্তুর মূল্য ঢের বেশী। ইনি একচেটিয়া অধিকার ও নৈতিকতার বিরোধী। তাঁহার বইয়ের নাম "বাণিজ্যবিষয়ক রাষ্ট্রচিন্তা।"

বোআগিলবেয়ার (*ফাক্‌তুম্ দ'ল ফ্রাঁস*, ১৭০৭)—ইনি কলবেয়ারের সমসাময়িক। কর-সংস্কার সম্বন্ধেই ইঁহার অধিকাংশ রচনা লিখিত। দুইটী প্রবন্ধে (*"শস্য সম্বন্ধে রচনা"* এবং *"ধন-দৌলতের প্রকৃতি সম্বন্ধে রচনা"*) বিস্তরণে সাধ্য প্রবর্ত্তন ও রপ্তানি-শুল্ক রদ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, জমিই ধনাগমের মূল। প্রবন্ধ দুইটী জমিদারকুলের অনুকূলেই লেখা। শস্যের মূল্য আক্রা করার পক্ষে ইহাতে যুক্তি আছে। ধন বলিতে তিনি মূল্যবান ধাতু মাত্র বুঝিতেন না; মানুষের অভাব অভিযোগ যাহাতে পূরণ করে তাহাই তাঁহার মতে ধন।

মার্শাল্ ভোবাঁ বলিয়াছেন যে, করের অসাম্যের জন্যই চাষিকুলের দুরবস্থা। প্রত্যক্ষ কর কৃষিজ দ্রব্যের দশভাগের একভাগ হওয়া কর্ত্তব্য, এই ছিল তাঁর মত। মজুরই ধন-দৌলতের ভিত্তি; এবং সকল শ্রেণীর মজুরের মধ্যে কৃষি-নিরত মজুরই শ্রেষ্ঠ।

কেনেল (*"টেলেমাক্"*, ১৬৯৯) এবং মঁতাক্সিয়ো (*এস্প্রি দে লোআ* ১৭৪৮) উল্লেখযোগ্য। কেনেল অবাধ বাণিজ্য অনুমোদন করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন যে,

সংখ্যা-বৃদ্ধি অপেক্ষা জনবলের উৎকর্ষসাধন অধিক বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সকলের মধ্যে রিচার্ড ক্যান্টিলিনের "এসে অপন্ দি নেচার অব্ কমার্স ইন্ জেনারেল", (বাণিজ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ ১৭৫৫) নামই সর্ব্বোচ্চে। তাঁহার মতে জীবনের সুখ ও সুযোগের সমষ্টিই ধন; পৃথিবী হইতেছে এই ধন-আহরণের উৎস এবং মজুর হইতেছে সৃষ্টিকারিণী শক্তি। তিনি সহর এবং গ্রামের মধ্যে অন্তর্ব্বাণিজ্যের কথাটা আলোচনা করিয়াছেন, বহির্ব্বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। ইঁহার মতে যেখানে অধিকাধিক জন-বল সহরবাসী, সেখানে কৃষিজ দ্রব্যের অধিকাংশই সহরে ভুক্ত হয়; উৎপন্ন মালের কতখানি কৃষক এবং জমিদারের অংশে পড়ে তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। কিষাণের খরচা বিশ্লেষণও তিনি করিয়াছেন। মাল-সৃষ্টি করিতে যে পরিমাণ মজুরি ও জমি লাগে তাহার উপরই মূল্য এবং দর নির্ভর করে, এই ছিল ইঁহার মত। তাঁহার পাণ্ডুলিপির ফরাসী অনুবাদ ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া "ফিজিঅক্র্যাট্"দিগের উপর ইঁহার প্রভাব বর্ত্তমান।

ফিজিঅক্রেসির উৎপত্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের প্রতি দৃষ্টি দিলেই "ফিজিঅক্রেসি', মতবাদ প্রচলনের কারণ বুঝা যাইবে। "ফরাসী বিপ্লবে"র পূর্ব্বে (পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইদিগের সময়ে) ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চদশ লুই অপ্রতিহতভাবে শক্তির অপব্যবহার করিতেন। "আমিই রাষ্ট্র" ("লেতা সে মোআ") আমা ছাড়া কোন রাষ্ট্র নাই এই বাণীটা চতুর্দ্দশ লুইয়ের। কিন্তু পরবর্ত্তী কালেও এই বাণী অনুসারে একচ্ছত্র অধিকারের কাজ চলিত। পঞ্চদশ লুইয়ের কার্য্যাবলী দেশের পক্ষে অধিক ক্ষতিকর হইয়াছিল। রাজ-সভাসদ্দিগের চরিত্রও ঘৃণ্য ছিল। তাঁহারা বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অসংযমে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহারা স্বদেশের জন্য দেহপাত করা অপেক্ষা বিলাসিনী নারীর প্রেমভিক্ষা করাই অধিক কাম্য মনে করিতেন। এইরূপ বিলাসিতা ও অপব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য হইতে থাকে এবং ঋণের বহরও বাড়িতে থাকে। শূন্য রাজকোষ পূরণের জন্য উত্তরাধিকে অত্যাচার সহ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং কিষাণ ও অতি সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উপর গুরুভার কর ধার্য্য করা হয়। কিন্তু পুরোহিতকুল এবং ভদ্রবংশীয়দের কোন প্রকার প্রত্যক্ষ কর দিতে হইত না, যদিও তাঁহারাই ৬ অংশ জমির মালিক ছিলেন। কর আদায়ের উপায়ও অতি ঘৃণ্য ছিল। একদল লোক সরকারের সহিত নির্দ্দিষ্ট-মূল্যে চুক্তি করিয়া করের মাত্রা স্থির করিয়া লইত; এই নির্দ্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত আদায় চুক্তি-কারীর নিজস্ব সম্পত্তি। সুতরাং নানারূপ কৌশল করিয়া তাহারা সাধ্যমত শোষণ করিতে ত্রুটী করিত না; ফলে নিরীহ দেশবাসী অন্নসংস্থান-রহিত হইলেও, চুক্তিকারিগণ অল্প কয়েক বৎসরেই প্রচুর ধনের মালিক হইয়া পড়িত।

অপর দিকে, জমির দর খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং বাড়িতেও দেওয়া হইতেছিল না। দরিদ্র কৃষককে উৎপন্নের সার অংশ জমিদারকে দিতে হইত; এবং অবশিষ্ট অংশের জন্য শুল্ক কর দিতে হইত। আরো এমন সব কর ছিল যে তাহার জন্য স্বদেশে বা বিদেশে মালের কাটতি হওয়া অসম্ভব ছিল; সুতরাং দর চড়িতেও পাইত না। এরূপ করিবার হেতু এই যে, তাহা হইলে মজুরি ও অন্যান্য ম্যানুফ্যাক্চারিং খরচা খাটিয়া শিল্প তৈরী মাল বিদেশে রপ্তানি করার সুবিধা হইবে।

ফল হইয়াছিল এই ফ্রান্সের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল ও ব্যবসা-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে, যদিও সে সময়ে ইংলণ্ড "মার্কান্টিলিষ্ট" কবল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষিবিপ্লবের পানে অগ্রসর হইতেছিল, তথাপি ফরাসী মনীষিগণ গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃষিকে অবহেলা করিয়া কারখানা-জাত মালের পূজা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু "ফিজিঅক্র্যাট্"গণ বৃহৎ ভূমি চাষের মূল্য বুঝিতেন এবং অধিক পুঁজি ও ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শস্যাবপনের মর্ম্ম জানিতেন। তাই, ফরাসীদিগের মনে ক্রমশঃ কৃষিসম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার উদয় হইতেছিল।

এরূপ দুরবস্থা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

তনাই স্বাভাবিক। চতুর্দশ লুই কিন্তু তাঁহার বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এ প্রতিবাদ উঠিতেই দেন নাই এবং পঞ্চদশ লুই বিরুদ্ধমত প্রচারক লেখাগুলির ধ্বংস-সাধন করিয়া প্রতিবাদ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফরাসী মনীষীরা ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসের হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টার রত ছিলেন; অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহারা এই মুক্তির স্বাদ পান।

চতুর্দশ লুইয়ের সময়-করাসীগণ ইংরেজী চিন্তা-জগতের খোঁজ রাখিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এমন কোন ফরাসী পণ্ডিত ছিলেন না যিনি এসব না রাখিতেন। এই পণ্ডিতগুলের মধ্যে মঁতাস্কিয়ো, ভল্টেয়ার ও রিচমের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং নিউটন্, লক, ষ্টাফ্-টস্‌বারী, ও হিউমের লেখা ফরাসীদিগের অবিদিত রহিল না। গি, চাইল্ড, কাল্‌পেপার, ও কিংএরও ধন-বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাবলী অনুদিত হইয়া ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতি-তন্ত্র

ফিজিওক্র্যাটদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহাদের দর্শনের সহিত পরিচিত হওয়া চাই। রুসোর মত তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, ভগবানের ইচ্ছাই সকল বস্তুকে সুন্দর ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা" ("অর্দর নাতুরেল") বলা হয়। এই ব্যবস্থা "অর্দর্ পোজিতিফ" (মানব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা) হইতে বিভিন্ন। "মানব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার" বিধিসমূহ মানব-প্রবর্ত্তিত বলিয়া অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ। তাঁহারা বলিতেন যে, সেই দেশই সুশৃঙ্খলভাবে শাসিত হইতেছে, যাহার মানব-প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলি "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার" বিধানসমূহের অনুরূপ।

আবার "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার সহিত নৈসর্গিক প্রভাবের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মার্সিয়ে দ' লা রিভিয়ার বলিয়াছেন "সমাজ-ব্যবস্থা মানব-প্রবর্ত্তিত নহে; সমস্ত প্রকৃতির যিনি কর্ত্তা, ইহা তাঁহারই কীর্ত্তি"। তুর্গো বলেন যে, যে সকল শক্তিপুঞ্জ স্থানীয় ঘটনাবলীর সহিত যুক্ত হইয়া বাণিজ্যের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দেশ করে যদি তাহা জানিতে হয় বা যেসকল নিয়োবলী প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া বাণিজ্যের সকল প্রকার মূল্যের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া অবশেষে একমাত্র মূল্য স্থির করে, যদি তাহা জানিতে হয়, তবে দার্শনিক এবং রাজনীতিজ্ঞের মত বাণিজ্য বিষয়টা লইয়া মাথা খেলাইতে হইবে। "ফিজিওক্র্যাট"রা বলিতেন যে, যেমন ভাবে "জড়-বিষয়ক বিধি"দ্বারা প্রকৃতিতে সমতা রাখা হয় সামাজিক মানুষ তেমনি ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর উপরই সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। দুপো দ' নেমুর বলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মের যে অংশটা মানুষ সম্বন্ধে খাটে, তাহা "প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল সুখ বা সুযোগ নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁহার মতে আমরা ধীশক্তি কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিলে আমাদের অভাব মিটাইয়া প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করিতে পারিব তাহাও এই ব্যবস্থারই অন্তর্গত।

"লোআ নাতুরেল" আর "অর্দর্ নোশিয়াল্" সম্বন্ধে "ফিজিওক্র্যাট"রা কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা দেন নাই। ফরাসী দার্শনিক কেনে "ফ্রোআ নাতুরেল" সম্বন্ধে লিখিবার সময় বলিয়াছেন যে, যুক্তির আলোকে (যাহা নাকি স্থির করে কোন্‌টা নিজের সম্বন্ধে এবং কোনটা পরের সম্বন্ধে) স্থির করিতে হয় ন্যায়-সঙ্গত কোন্‌টা। দুপো দ'নেমুর্ বলেন যে মানুষের সহিত মানুষের যেসকল সম্বন্ধ হইতে পারে তাহার সকলগুলিই সমাজ-ব্যবস্থার বিধিবিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরের মধ্যে কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত তাহা স্থির করা হয়। "ফিজিওক্র্যাট"রা তাঁহাদের সকল "থিওরি" বা তত্ত্ব বস্তুর প্রকৃতিগত বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, তাই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে কোন যুক্তিই দেন নাই।

ইংরেজ দার্শনিক লকের সদানুসরণ করিয়া "ফিজিওক্র্যাট"রা ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত অধিকারের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহারা "প্রাইভেট্ প্রপার্টী" (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) থাকা ন্যায়সঙ্গত মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ স্বত্ব বিলাইয়া দিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। তাহা বলিয়া অবাধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের

পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না; কারণ জানিতেন যে, একের অধিকার অন্যের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে। নির্বোধের স্বাধীনতা রাষ্ট্রকর্ত্তৃক কিছু কিছু সীমাবদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ছিল তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী।

তাঁহারা ভাবিতেন যে, নিজ স্বার্থটী সকলেই বুঝে; সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়ার প্রেরণা সরকার অপেক্ষা তাহাদেরই অধিক। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তাঁহাদের ধন-বিজ্ঞান-প্রণালীটী স্বার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা মানিয়া লইয়াছিলেন যে, প্রত্যেকে নিজ সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখে ও প্রতিবেশীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া সকল কর্ম্ম করে। এই অনুমানের উপরই তাঁহাদের সমাজ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ইহা হইতেই "লেস্‌সে ফেয়ার" "লেস্‌সে পাস্‌সে" (অর্থাৎ সকল বস্তুকেই এমনি থাকিতে দাও, স্বীয় পন্থা অবলম্বন করিতে দাও) বাক্যটীর উৎপত্তি। এই সূত্র অনুসারে জীবন, স্বাধীনতা, এবং স্বত্ব রক্ষা করাই সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা ও স্বত্ব মানব-প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত বলিয়া এবং তাহার স্বাতন্ত্র্যের জন্য আবশ্যক বলিয়া মানব-প্রবর্ত্তিত বিধানগুলি মানিয়া লইয়াই রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এবংবিধ সমাজ-দর্শনের উপর ভিত্তি বাঁধিয়া "ফিজিঅক্র্যাট্‌"রা ফ্রান্সের আর্থিক অভিযোগগুলির কারণ নির্ণয় করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষরা কর এবং টাকাকড়ি লইয়া পরীক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ফিজিঅক্র্যাটরা সকল ক্রটীর মূল-অন্বেষণেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জন-গণের দারিদ্র্যই ইহার মূল কারণ; তাই তাঁহারা ব্যথাভরা সুরে গাহিয়াছিলেন, "কিষাণ দরিদ্র হইলে দেশ দুরিদ্র হয়, আর দেশ দরিদ্র হইলে রাজা দরিদ্র হইতে বাধ্য।"

প্রোদ্ভইনে বা উদ্বৃত্তি

কৃষকের দারিদ্র্য, "প্রকৃতি দর্শনে"র প্রভাব, ক্যাণ্টিলনের লেখা বাণিজ্যনিষ্ঠার প্রতি বিদ্বেষ প্রভৃতির ফলে "ফিজিঅক্র্যাট্‌রা" কৃষির উপর জোর দেন। তাঁহারা বলিতেন যে একমাত্র কৃষিই (খনি-খনন, মৎস্যধরা ও অন্যান্য কৃষিকর্ম্মই ব্যবসা) দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে পারে। প্রকৃতি কৃষিকর্ম্মে মানুষের সহিত যুক্ত হইয়া শ্রম করে এবং কিষাণ যাহা ভোগ করে স্বীয় বদান্যতায় শুধু তাহাই দান না করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ উদ্বৃত্তি রাখিয়া দেয়, যাহাদ্বারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের পুষ্টি-সাধন হইতে পারে। কৃষি-নিরত শ্রমিকদের সন্তুষ্টির জন্য যতখানি প্রয়োজন, ভূমি তাহার অধিক উৎপন্ন করে। এই উদ্বৃত্তি ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়তা করে, জনবল বৃদ্ধি করে এবং শিল্পকে উৎসাহ দান করে। ধরিয়া লওয়া হইত যে, প্রত্যেক কিষাণ ৮ জনের ভোগের অনুরূপ উৎপন্ন করে—৪ জন তাহার নিজ সংসারের এবং আর ৪ জন শিল্পী, বণিক বা জমিদার-শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপে "উদ্বৃত্তি"র ভাব দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতির বদান্যতায় এইযে উদ্বৃত্তি, ইহাকে "প্রোদ্ভইনে" বলা হইত; প্রকৃতি-দত্ত শিল্পে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে শ্রমিকের মজুরি ও পুঁজির সুদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই "প্রোদ্ভইনে" (নিট্ উৎপন্ন মাল)। "ফিজিঅক্র্যাট্‌"রা এইরূপে আর্থিক চিন্তা বিশ্লেষণের পরিণতির দুইটী সূত্রদান করিলেন (১) জমি হইতে আদায় অন্যান্য উৎস হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের আদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (২) জমি হইতে আদায় তাহার খরচা হইতে অধিক (অবশ্য মুনাফা ধরিয়া)।

বাণিজ্য ও কারিগরি-শিল্প অনুৎপাদক বলিয়াই ধরা হইত। বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাক্চার শুধু কাঁচামালের দর বাড়ায় এবং ততটুকুই বাড়ায় যতটুকু মজুর ও পুঁজি-নিয়োগের জন্য খরচা হয়। যেমন, যদি একটী ছুতার মিস্ত্রি এক টুকরা কাঠ হইতে একটী চেয়ার প্রস্তুত করে তবে চেয়ারের মূল্য এবং কাঠ টুকরাটীর মূল্যের মধ্যে যাহা তফাৎ তাহাই ছুতারের উপার্জ্জন; তৃতীয় ব্যক্তির জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। বাণিজ্যে লাভ করা যদিও একান্ত আবশ্যক, তথাপি ইহা জমিদারবর্গের রাজস্বের উপর গুরুভার খরচার সামিল ধরা হইত। যে দেশ বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাক্চারের উপর নির্ভর করে, তাহাকে পুঁথি ভাসিয়া যাইতে হয়, এই ছিল "ফিজিঅক্র্যাটিক্" মত।

তাঁহারা মাল-সৃষ্টি বলিতে "উৎপত্তি" সৃষ্টি বুঝিতেন। যে শিল্প, প্রস্তুতির ধারার মধ্যে যাহা ভোগ করা হয় তাহার অধিক উৎপন্ন করিয়া জাতির ধন-দৌলৎ বৃদ্ধি করে, সেই শিল্পই উৎপাদক।

অধিকন্তু, তাঁহারা মাল সৃষ্টি অর্থে বস্তু উৎপন্ন ও উপযুক্তি অর্থে যথার্থ উপযুক্তি বুঝিতেন। মনে করিতেন যে, যে ব্যক্তি পশম উৎপন্ন করে সে, যে ব্যক্তি পশম হইতে কাপড় প্রস্তুত করে তাহার অপেক্ষা অধিক জাতীয় ধন বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র ফলাইয়া বা ধরিয়া বা খনন করিয়াই পৃথিবীর "প্রকৃত" ধনের মাত্রা বাড়ান সম্ভব। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে টাকাকড়িই মুখ্য নহে।

তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, কিছু অধিক পুঁজি কৃষিতে খরচ করিয়া ও শিল্পকে অবাধভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুবর্তন করিতে দিয়া দরিদ্র জাতির দুঃখ দূর করিবেন এবং "পাব্লিক্ ফিনান্সের" শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন এবং তাহা হইলেই দেশ অনুৎপাদকভাবে পুঁজি ব্যবহার হইতে বিরত হইবে।

মূল্য

মূল্য সম্বন্ধে "ফিজিওক্র্যাট"দিগের আলোচনা নাই বলিলেই হয়; তথাপি, তাঁহাদের লেখাজোখা হইতে ইহার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। মূল্যকে বস্তুর নিজস্ব কোন গুণ বলিয়া তাঁহারা জানিতেন না; প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যের মধ্যে তাঁহারা পার্থক্য দেখিতেন। মাল ধন হইতে বিভিন্ন (কেনে) এবং "প্রয়োজন-মূল্য" ও "বিনিময় মূল্য" এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে মূল্য ও দরের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই। "যাহাকে মূল্য বলা হয় তাহাই দর" (কেনে)। তাঁহারা বলিতেন যে, ধন সেই বস্তু যাহার বিনিময় মূল্য আছে (মিরাবো)। সুতরাং তাঁহারা "ব্যক্তিগত যোগ্যতা" সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া এবং বিভিন্ন চিত্তগত জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বিনিময়-মূল্যের গুরুত্ব বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে যে যে বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারণ করে তাহাদের প্রতি নজর দেন নাই। বিনিময়ের দ্বারা লব্ধ সকল মালেরই সমান মূল্য, একটি অপরটীর মূল্যের সমান, এই ছিল তাঁহাদের মত। মিরাবো বলেন, "দর বা দাম জানিলেই মালে মালে তুলনার সব কিছুই বুঝা যায়" (ল প্রিফেস্)।

বিনিময় মূল্য বা দর কিরূপে স্থির হয় সে কথাও পরিষ্কার ভাবে বলেন নাই। সাধারণতঃ "মূল্য" বলিতে বিনিময়ের বাজার-অনুপাত বুঝিতেন। ইহা মালসৃষ্টির খরচার অধিক হওয়া সম্ভব। কেনে একটা "প্রিফারেন্স তাল" (স্বাভাবিক মৌলিক দাম) স্বীকার করিতেন। ইহা তাঁহার মতে প্রতিযোগিতা এবং মালসৃষ্টির গড়-খরচার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। এই সব পণ্ডিত "প্রি-কুর্সা" (বাজার দর) লইয়া বেশী নাড়া-চাড়া করেন নাই। মাল-সৃষ্টির দুর্লভতা বা প্রাচুর্য্য বা ক্রেতা-বিক্রেতার কম বেশী প্রতিযোগিতার উপরই "প্রিকুর্সা" নির্ভর করে। ইহাকে টান-যোগানের তত্ত্ব বলা যায় (কেনে)। কেনে বলেন যে, বিনিময়-সাধ্য মালের মূল্য উৎপাদন করিবার খরচার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বাজার-আয়তন ও গ্রাহকের সংখ্যার উপর। চলতি দর যে প্রতিযোগিতার দ্বারা ক্রমশঃ স্বাভাবিক দরের পানে অগ্রসর হইতে থাকে তাহারও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এই স্বাভাবিক মূল্য যে কিরূপে স্থির হয় তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

তুর্গো একটী অসমাপ্ত প্রবন্ধে "ভ্যালুয়রএ মনে" (মূল্য ও মুদ্রা) বলেন যে, লোকে মালের প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার প্রতি নজর রাখিয়াই মূল্য স্থির করে; কিন্তু বিভিন্ন পণ্যের প্রয়োজনীয়তা সমান হইলে উৎপন্ন করিবার শক্তি ব্যয়ের অনুপাতের দ্বারাই মূল্য স্থির করে। তবে বিনিময়ের বেলায় দুই তরফের মূল্য-নির্দ্ধারণ বিভিন্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে ক্রেতা-বিক্রেতার মূল্য-নির্দ্ধারণের যাথাযাথিই দর থাকিবে এবং অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই কিছু উপযুক্তি থাকিবে।

"ফিজি অক্র্যাট"দের চিন্তাগুলি হইতে আমরা এই বিশ্লেষণে উপনীত হই যে, মালের মূল্য তাহার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে; কারখানা-জাত মালের দুইটী দিক্ আছে। একটী মূলধন, অন্যটী শ্রম করিবার

ও প্রকৃতি মাল করিবার জন্য শক্তি-ব্যয়; প্রথমটীর মূল্য আংশিকভাবে প্রকৃতির দান হইলেও টান-যোগানের অনুপাতের উপরই নির্ভর করে; যাহারা পরিশ্রম করিয়া ইহাকে প্রকৃতি মালে পরিণত করিয়াছে ও বাজারে ফেলিয়াছে তাহাদের খরচও ইহার সহিত যোগ করিতে হয়। তাঁহাদের মূল্য-বিষয়ক দর্শন প্রয়োজনীয়তার একান্ত পক্ষপাতী এবং তাঁহারা তাহার কারণও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু "প্রোডুইনে" খরচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, কারণ ইহা প্রকৃতির দান এবং খরচার উপর উদ্বৃত্তি। কৃষি এবং কারখানা-প্রসূত দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্যটা মনে রাখিলে "ফিজিওক্র্যাটিক্" দর্শন বুঝা সহজ।

কেবলমাত্র খরচার উপরই মূল্য নির্ভর করে "ফিজিওক্র্যাট"দের এই ধারণা ছিল, ইহা মনে করা ভুল। তাঁহারা জানিতেন যে, আনুষঙ্গিক খরচা দরের মধ্যেই থাকিবে, কিন্তু এথেকে বলা যায় না যে, তাঁহারা মূল্য সম্বন্ধে "খরচা-তত্ত্ব" বা "কষ্ট থিওরি" প্রচার করিয়াছেন।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ—বিতরণ ব্যবস্থা

তাহা একোনোমিক

তাঁহারা বলিতেন যে, কেবলমাত্র প্রকৃতি-সৃষ্ট শিল্পই উৎপাদক, তাই তাঁহারা জন-বলের তিনটী শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। (১) "উৎপাদক" শ্রেণী—যাহারা প্রকৃতি-সৃষ্ট শিল্পে লিপ্ত থাকেন, বিশেষতঃ চাষ-আবাদে। (২) স্বত্বাধিকারী বা জমিদারকুল; এই সকল লোককে "নিষ্কর্ম্মা" বলা তাঁহাদের অভ্যাস। ইহারা আংশিকভাবে উৎপাদক। (৩) "অনুৎপাদক" শ্রেণী। এই শ্রেণীর লোকেরা "স্তেরিল" বা বন্ধ্যা। বণিক্ কারিগর, শিল্পী ও সওদাগর তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কখন কখন ইঁহাদের "বেতনভুক্ত শ্রেণী"র অন্তর্গতও বলা হইত, কারণ এক হিসাবে ইঁহাদের আয় "উৎপাদক" শ্রেণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত মজুরি বলা চলে। স্বত্বাধিকারিগণ কিষাণকুলের অধীন বলিয়াই বিবেচিত হইত; তাঁহাদের খরচার অধিকাংশে শুধু ভোগের জন্য বলিয়া তাঁহারা প্রায় "স্তেরিল্"। কিন্তু "প্রাকৃতিক নিয়ম" অনুসারে তাঁহারা নৈতিক সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্যই নিয়োজিত; সম্পত্তির রক্ষণ ও উৎকর্ষ-সাধনের জন্য যাহা খরচা হইত, তাহা উৎপাদক বলিয়াই অভিহিত হইত। অতএব স্বত্বাধিকারীকে পুরাপুরি "স্তেরিল" শ্রেণীর সহিত ভুল করিবার কারণ নাই (কেনে)।

জমিই সকল ধনের আদিমূল এবং সকল উৎপন্ন পরিশেষে উৎপাদক-শ্রেণীর হাতে ফিরিয়া আসিবেই; অতএব বিতরণ বিশ্লেষণ বা বহিষ্করণ শিল্পের বাৎসরিক উৎপন্নের গতিবেগ জানিতে হইলে চাষিকুলের খরচার বিশদ বিশ্লেষণ করা চাই। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, "ফিজিওক্র্যাট"রা সেই সকল "প্রাকৃতিক নিয়ম"গুলির অন্বেষণ করিতেছিলেন যাহার অনুবর্ত্তনে ফ্রান্স পুনরায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে।

এই বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হইল। মনে করা যাউক কৃষি হইতে আসার হয় ১০০% এবং উৎপাদক ও অনুৎপাদক খরচা সমান এবং এই ফসলের মূল্য ২৫০,০০০,০০০ টাকা। দুইটী শ্রেণীর স্বার্থ ইহাতে জড়িত রহিল। জমিদার ও কিষাণ শ্রেণী। সাধারণ অবস্থায় বিতরণের অনুযায়ী ১০০০,০০০,০০০ টাকা কিষাণের স্বার্থের জন্য থাকিবে; এই টাকা বর্ত্তমান আবাদী পুঁজির (বীজ, সার, যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ক্ষয়, মজুরি প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত) বাৎসরিক খরচা পূরণ করিবে। বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে প্রথম লগ্নীকরা টাকাকড়িও ইহা হইতে পূরণ করিতে হইবে। বাকী ১৫০,০০০,০০০ টাকা বাজারে ফেলা হয়। ইহার মধ্যে ৫০,০০০,০০০ টাকা কল-কব্জা ও কাপড়-চোপড়ের জন্য অনুৎপাদক শ্রেণীর নিকট যায় এবং ১০০০,০০০,০০০ টাকা জমিদার পান। বেড়া, নালা এবং বাড়ীঘর প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যাহা লগ্নীকরা হয় তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই উদ্বৃত্তি বা "প্রোডুইট নে"। এই উদ্বৃত্তির উপরই দেশের শিরোন্নতি নির্ভর করে। স্বত্বাধিকারীরা এই টাকা কিষাণ, শিল্পী ও সওদাগর শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয় এবং প্রতি শ্রেণীর অংশে মোট ৫০,০০০,০০০ টাকা পড়ে অর্থাৎ জমিদার একদিকে শিল্পদ্রব্য, বেতন ইত্যাদির জন্য অপর দিকে কাঁচামালের (খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির মধ্যে) জন্য নিজ খরচাটা ভাগাভাগি

করিয়া দেন। শিল্পী ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকলে প্রথম শ্রেণীর নিকট হইতে কাঁচামাল পান; এবং প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিষাণ ও অন্যান্য সকলে কল-কব্জা ও কারখানা-জাত দ্রব্য তৃতীয় শ্রেণীর নিকট পান; ফলে দাঁড়ায় যে, তৃতীয় শ্রেণীর লোকে কেবল মাত্র খরচা ও পুঁজি পূরণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই পান, এবং প্রথম শ্রেণীর লোকের আগামী বৎসরের জন্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়।

এই আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি যে, শিল্পী ও বণিক্ আবাদী পুঁজি পূরণের অধীন; এবং যদি বিলাসিতা-বৃদ্ধির জন্য কিছু টাকাকড়ি প্রথম শ্রেণীর করল হইতে তৃতীয় শ্রেণীর করলে যায়, তাহা হইলে আবাদী পুঁজি ঘটিয়া গিয়া "প্রোছই নে" হ্রাস করিবে।

মজুরি ও সুদ—জন-বল

প্রাক্-পুঁজিনিষ্ঠ যুগের ধনবিজ্ঞান পণ্ডিতদিগের মত "ফিজিওক্র্যাট্"দেরও মজুরী সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্প। কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, মজুরের সেইটুকুই প্রাপ্য, এই ছিল তাঁহাদের মত। কিন্তু বাঁচিয়া থাকার অর্থ কি, সে ব্যাখ্যা করেন নাই। তুর্গো যুক্তি দেখাইয়াছেন যে নিয়োগকর্ত্তা যতদূর কম দিতে হয় দিবেন এবং তাঁহার বহু মজুরের মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার সুবিধা আছে বলিয়া উপজীবিকার জন্য মাত্র যেটুকু আবশ্যক তাহা দিবেন। এই যৎকিঞ্চিৎ উপজীবিকার মধ্যে সামান্য বিলাসিতা ও সঞ্চয়ের স্থানও আছে বলিয়া বোধ হয়। জনবল সম্বন্ধে কোন সাধারণ তত্ত্ব নাই বা পুঁজি ও মজুরী সম্বন্ধ লইয়া কোন সমালোচনাও নাই। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থার সহিত "জীবন ধারণোপযোগী মজুরি" বেশ খাপ খাইয়াছিল। ইহাকেই "প্রাকৃতিক" বা "স্বাভাবিক" মজুরী বলা হইত। সুতরাং নৈতিক দায়িত্বের কোন কথাই উঠে নাই এবং মজুরের অংশ লইয়া কোন সমস্যার উদয় হয় নাই।

মিরাবো বলেন যে, ব্যবসার সুবিধা হইলে বহুসংখ্যক লোক উপজীবিকা পায়। বসতির উন্নতিতে তবের কোন কারণ নাই, যেহেতু, মজুর-সংখ্যা অপেক্ষা শ্রমের মাত্রা চিরকালই অধিক থাকিবে। অনেকে জনবলের আধিক্যও কল্পনা করিতেন; কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের ভয় ছিল না; কারণ, বলিতেন যে, স্বভাবতই যেমন মানুষ সমাজে মিলিত হইলেই জনবৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমনি, যদি সাথে সাথে স্বভাবতই কৃষির উন্নতি না হয় তবে উপজীবিকার উপায় হ্রাস হইয়া আসে।

টাকাকড়ি ও পুঁজির মধ্যে তাঁহারা পার্থক্য দেখিয়াছিলেন; লক্ষ হইতেই যে পুঁজির উৎপত্তি তাহা জানা ছিল; এবং দাদন, ভোগ ও মাল-সৃষ্টির যে প্রয়োজন আছে তাহাও স্বীকার করিতেন। পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি ও উদ্বেত্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে, আবাদী পুঁজির বেলায় "খাঁটি মুনাফা" (নেট্ট প্রডাক্ট) হওয়া চাই, না হইলে পুঁজি অক্ষয়রূপে ব্যবহৃত হইবে (মার্সিয়ে)। একথাও বলা হইত যে, জমি হইতে "উদ্বৃত্ত" পাওয়া যায় বলিয়াই সুদ সম্ভব হয় এবং শস্যের মূল্য যত চড়া হইবে ও "উদ্বৃত্ত" অধিক হইবে, সুদের হারও ততই বাড়িয়া যাইবে। কেস্নে "টান-যোগানের" তত্ত্ব বা "ঝুঁকি" তত্ত্ব না মানিয়া যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, জমি হইতে প্রাপ্য মালগুজারীর মত সুদও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন; জমি ক্রয় করিয়া যে মালগুজারী আদায় হইবে তাহাই যেমন ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট 'বিধি' বা 'ন', সুদের হার সম্বন্ধেও তেমনি সেই নিয়মই হওয়া উচিত। তুর্গো বলেন যে, পুঁজি-পতির পুঁজি কর্জ্জ না লইলে, তিনি কর্জ্জ দেওয়ার বদলে জমিতে তাহা লগ্নী করিতে পারেন। তাঁহার এই ক্ষমতা আছে বলিয়াই সুদ দেওয়া হয়; কিন্তু তুর্গো এই "উৎপাদিকা তত্ত্ব"টী বিকশিত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে মালসৃষ্টি ও বিনিময় লইয়াই "ফিজিওক্র্যাট্রা" মাথা খেলাইয়াছেন। তাই সুদকে বিতরণের অংশরূপে না দেখিয়া মালসৃষ্টির খরচা বা কৃষি হইতে প্রাপ্ত মালগুজারীর রূপেই দেখিয়াছেন। সেইজন্য, প্রতিযোগিতা দ্বারা সুদের হার খরচা পূরণের মাত্রিক্ হয়; কিন্তু "প্রাকৃতিক" সুদের হার সামান্য মাত্র। তাঁহারা "পরিপূরণ সংস্থান" বা "রিপ্লেসমেণ্ট ফাণ্ড" রূপেই

সুরকে মেশিয়াছিলেন, "খাঁটি আর" বা "নেট ইন্‌কম্" রূপে নহে।

"অদ্বিতীয় (বা একমাত্র) কর

জমির "খাঁটি আয়ের" উপর "অদ্বিতীয় কর" ("সিংগল্ ট্যাক্স") প্রবর্ত "ফিজিঅক্র্যাটিক্" মতে বিশেষ। মজুরি ও মুনাফা প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করে; শুধু জমি হইতেই খরচার অধিক আয় হয়। এই অনুমান তাঁহারা করিয়াছিলেন বলিয়া লক প্রভৃতির ন্যায় যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, সকল কর পরিশেষে জমির স্কন্ধেই পড়ে। তাই, পরিশেষে করটা যাঁহাদের স্কন্ধে গিয়া পড়িবে তাঁহাদের নিকট হইতেই প্রত্যক্ষভাবে আদায় করা সুবিবেচনার কাজ; কর যতই স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তরে যায়, ততই তাহার মাত্রা বাড়িয়া যায়। সওদাগরের তাণ্ডারে যে পরিমাণ চা থাকে যদি তাহার উপর কর ধার্য্য করা হয়, তবে সে যে শুধু করের মাত্রাটা চায়ের দরের সহিত যোগ করিয়া দেয় তাহাই নয়, সে কর দিবার জন্য সুদে যে টাকাকড়ি ধারন লইয়াছে, সেই সুদ এবং ক্লেশ ও বিরক্তি স্বীকার করিবার মূল্যস্বরূপ কিছু তাহার সহিত যোগ করিয়া দেয়। যে এই চা খরিদ করে সে অপরের স্কন্ধে এই কর এবং আর কিছু যোগ করিয়া চালান দেয়। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে তাহা জমির মালিকের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে।

উৎপাদিকা-শক্তির ভুল ধারণার উপর, "অদ্বিতীয় কর" বোধ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহা অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে। ইহারই ফলে শুল্কভার, অপচারী করসমূহের সমালোচনা সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমালোচনার ফলে কর সম্বন্ধে মূল সূত্রগুলি পাকড়াও করিবার সুবিধা হইয়াছে।

নানা মতের প্রকৃতি-বাদী

সকল বিষয়ে "ফিজিঅক্র্যাট" পণ্ডিতগণ একমত ছিলেন না; সুদতত্ত্ব ও সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। তাঁহাদের একদল ছিলেন উদারপন্থী, অপর দল অনুদারপন্থী। উদার অর্থে "ফিজিঅক্রেসি"কে কলবার্টিজমের বিরুদ্ধে বিপ্লব ও "লেসসে ফেয়ার" আন্দোলনের দর্শন বলা যায়। গুর্ণে, কেনে, তুর্গো কঁদর্সে ও কঁদিলাক্ এই অর্থে উদারপন্থী। অনুদারপন্থীদের মধ্যে (প্রফুটনে "অর্ডর নাতুরেল্" সম্বন্ধে আর্থিক তত্ত্ববিদ্ হিসাবে) কেনেই প্রধান; মেসিয়ে দ'লা রিভিয়ার, মিরাবো, ল ত্রোণে, ছপঁ দ' নেমুর ও বোদো তাঁহার শিষ্য।

উদারপন্থী ও অনুদারপন্থীর মধ্যে পার্থক্য না করিয়া যদি কেবল মাত্র "ফিজিঅক্র্যাট" বলিয়াই সকলকে গণ্য করা যায় তাহা হইলে কেনে (১৬৯৪—১৭৭৪) ও তুর্গোকে (১৭২৭—১৭৮১) এই মতবাদের প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যায়; গুর্ণে, মিরাবো, রিভিয়ার, নেমুর, বোদো ও ত্রোণের নাম উল্লেখযোগ্য; তবে প্রথম দুইজনই মৌলিক গবেষক হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা নিজেদের "একোনোমিস্ত" (ধনবিজ্ঞানবিদ্) বলিয়া প্রচার করিতেন, কেনে তাঁহাদের নেতা। তাঁহার প্রধান লেখাগুলির নাম (১) দিদেরো ও দালে মার সম্পাদিত "বিশ্বকোষে" মুদ্রিত চাষী (১৭৫৬) ও শস্য (১৭৫৭) সম্বন্ধে প্রবন্ধ (২) "তাব্লো একোনোমিক" (আর্থিক চিত্র) ১৭৫৮-৫৮ সনে প্রকাশিত (৩) মিরাবো সম্পাদিত পল্লী-দর্শন (১৭৬৩) গ্রন্থে প্রকাশিত কৃষি-প্রধান রাজ্যের আর্থিক শাসন ব্যবস্থা (৪) "রোয়া নাতুরেল" (প্রকৃতির নিয়ম) (১৭৬৮)।

ধন-বিতরণ সম্বন্ধে তাঁহার মত "তাব্লো একোনোমিক" গ্রন্থে চিত্র তালিকার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। কৃষির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে কেনেই প্রধান উদ্যোক্তা। "দরিদ্র কিষাণ, দরিদ্র রাজা; দরিদ্র রাজা—এই মূল বাক্যটি তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কৃষি-বিস্তারের সুবিধার জন্য অবাধ শিল্প-বাণিজ্যের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।

স্পেনের কাদিজ সহরে গুর্ণে ১৪ বৎসর থাকিয়া ব্যবসা করেন; পরে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও জর্মাণি ঘুরিয়া সওদাগর হইবার ইচ্ছা লইয়া ১৭৫১ সালে স্থির হইয়া বসেন। তাঁহার মৌলিক কোন লেখা নাই; তবে মোসিয়া চাইল্ড ও কাল্‌পেপারের লেখার কতক কতক অনুবাদ করিয়াছিলেন

মাত্র। তাঁহার লেখাগুলি প্রধানতঃ শাসন-বিষয়ক; এবং সেগুলি উপদেশাবলীতে পূর্ণ। তাঁহার মতে—আলস্যসৃষ্ট সংরক্ষণের জন্য ও পণ্যের দর বাড়াইবার জন্য সরকারের সকল শ্রেণীর ব্যবসার স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিবার প্রতি এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দান করার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তিনি কিন্তু বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাক্চারকে উৎপাদক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতেন। তিনি একটী দল কায়েম করিয়া আর্থিক বিশ্লেষণের সহায়তা করিয়াছিলেন। লেস্‌সে ফেয়ার লেস্‌সে পাসে এই মূল বাক্যটী তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত বলিয়া ধরা হয়।

তুর্গো গুর্নেকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি "অনুৎপাদক" শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন নাই; তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা স্বীকার করিয়াছেন। কেস্‌নে ও গুর্নের সহিত অনেক বিষয়ে তাঁহার মতের মিল নাই। পুঁজিগঠনের সহিত সঞ্চয়ের নৈকট্য সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক জ্ঞান ছিল; তিনি সুদ লইয়া কর্জ্জদান এবং কর্জ্জ-গ্রহণ বিষয়ে স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন; কেস্‌নে যে রাষ্ট্রিক প্রভুর পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাহার বিরুদ্ধেই রায় দিয়াছেন। তাঁহার প্রধান লেখাগুলি নিম্নরূপ (১)—রেফ্লেক্সিয় সিনা ফর-মাসিয় এদিক্টিরিসিয় দেরিশেস (ধনদৌলতে সৃষ্টি ও বিতরণ বিষয়ক চিন্তা- ১৭৬৬। (২)—সিরদে প্রেদার্জ। (১৭৬৯); (টাকা ধার দেওয়া) (৩) "লা লবার্ত্তে দ' কমার্স দে গ্রাঁ" (১৭৭০) শস্য ব্যবসায় স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিঠি। আরেক সিরেকে কাগজী টাকা-কড়ি ও ধাতু-মুদ্রা সম্বন্ধে লেখা চিঠি হইতে তাঁহার টাকা-কড়ির সঙ্গে দরের সম্বন্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তুর্গোর "রেফ্লেক্সিয়" ("চিন্তা") একশত প্যারাগ্রাফে সম্পূর্ণ; প্রথম সাত প্যারাগ্রাফে দেশের ধনদৌলত বৃদ্ধির মূলে কৃষি, এই কথাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; শেষের কয়েক প্যারাগ্রাফে করের মূলাধার জমি হইতে প্রাপ্য মাল-গুজারী, একথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; বাকী অংশে টাকাকড়ি ও পুঁজি লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা আছে।

অতি সংক্ষেপে "ফিজিওক্র্যাটিক্" মূল-সূত্রগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইলে কিভিয়ার, বোধো, ত্রোগে ও মিরাবোর কেতাবগুলির নাম জানিয়া রাখা ভাল। ডুপঁ দ' নেমুর একটী কেতাব লিখিয়াছেন তাহার নাম, "প্রকৃতিনিষ্ঠা অর্থাৎ মানবজাতির পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসন-প্রণালীর স্বাভাবিক গড়ন) (১৭৬৭)। এই কেতাবের নাম হইতেই এই দলের নাম হইয়াছে।

প্রকৃতিনিষ্ঠার দর্শন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতগণ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। নানা বিষয়ে তাঁহারা এক সঙ্গে আলোচনা করিতেন। প্রোতিয়ুস্, পুফেন্‌ডরফ্, হব্‌স্, লক, হিউম্, এবং মঁতাস্কিয়ো ইত্যাদি দার্শনিকগণ আর্থিক চিন্তা-বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আর "ফিজিওক্র্যাট"রা নিজেরাও "বিশ্বকোষপন্থী" পণ্ডিতদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতেন। সুতরাং দর্শন ও ধন-বিজ্ঞানের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গতা ছিল। ধনবিজ্ঞান তখন মাত্র গড়িয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে; তাই ইহা নীতি-দর্শন ইত্যাদির শাখারূপেই অস্তিত্ব রক্ষা করিত।

জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪)

ইনি ফিজিওক্র্যাট্‌দের দর্শনের জনক ছিলেন। "ফিজিও-ক্র্যাটিক্" জ্ঞানবাদ ও প্রকৃতি-দর্শন সকের প্রভাবের ফল। ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত্তের প্রভাবও কোন অংশে কম ছিল না (১৫৯৬-১৬৫০)। লক ও দেকার্ত উভয়েই দ্বৈতবাদী। তাঁহারা জড় এবং মনকে এক করেন নাই; এই দুইটীকে অশেষ বলিয়াই জানিতেন। লক জড়নিষ্ঠার প্রতি ঝোঁক দিয়াছেন; তিনি মনে করিতেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে নিষ্ক্রিয় মন যে অনুভূতি লাভ করে জ্ঞানের ভিত্তি তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানসিক আলোচনা দ্বারাও মন ক্রিয়াশীলভাবে জ্ঞান লাভের সহায়তা করে। দেকার্ত্ত অন্তর্জ্জাত ভাবরাশিকে অখণ্ড সত্য বলিয়া আত্মজ্ঞানকে জ্ঞানের ভিত্তি করিয়াছিলেন; তবে একথাও বলিয়াছিলেন যে, বিকাশই শেষ সত্য। ইন্দ্রিয় যেসকল

বস্তু দেখ মন তাহা অন্তর্জ্জাত ভাবের আলোকে ব্যাখ্যা করে। দেকার্ত্ত এইরূপে দ্বৈতবাদী হইয়াও আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ভগবানই জগৎ-স্রষ্টা এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীই সুশৃঙ্খলভাবে জগৎ চালায়।

ভগবৎ-প্রেরিত প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াও "ফিজিওক্র্যাট"রা লকের অনুবর্ত্তিত বস্তুনিষ্ঠার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কণ্ডেলিউস্ (১৭১৫-১৭৭১) মনে করিতেন যে বহির্জ্জগতের ছাপা-পাতের ফলে চিন্তার উদ্ভব; সুতরাং মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার কারণ অবস্থা-বিপর্য্যয় এবং শিক্ষা; স্বার্থই মানুষের মনে উদ্যম আনয়ন করে; সুখ-দুঃখ ইচ্ছানিয়ন্ত্রী শক্তি মাত্র। কঁদিলাকেরও এই মত।

ফরাসী দার্শনিক সণ্ডিত মাল ব্রাঁশ (১৬৩৮-১৭১৫), কণ্ডেলিউসের প্রভাব অপসারিত করিয়া "ফিজিওক্র্যাটিক্" চিন্তাধারার মধ্যে আদর্শবাদ প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করাইয়াছিলেন; মাল ব্রাঁশ পৌরহিত্য ছাড়িয়া দেকার্ত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাত্মজগতের ব্যাখ্যা করিয়া জড় ও মনের মধ্যে সেতুবন্ধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন জড় ও মন এবং জড়-জগতের সকল লীলার আধিতে ভগবান। চিন্তাও দৈহিক কার্য্যাবলীর একটী অপরটীকে সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সকল কারণের মূলে ভগবৎ-মন বর্ত্তমান।

পরস্পর বিরোধীভাব-মূলক চিন্তা প্রকৃতিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃতিনিষ্ঠা দ্বৈতবাদী দর্শন। তাঁহারা জ্ঞানবাদী, যুক্তিযোগী হইয়াও, যুক্তিহীন গতানুগতিক মতগুলা পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াও, এবং যুক্তির আলোকে সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও ভগবৎ-সৃষ্ট প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধ্যাত্ম তত্ত্ব কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। অবাধ স্বার্থ-অন্বেষণের অনুকূলে যুক্তি দেখাইয়াও প্রাকৃতিক অনাস্থা হইতে উদ্ভূত দুঃখ-নিরোধের জন্য কঠোর কেন্দ্রীভূত সরকারের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। প্রকৃতিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্রে যেসব পরস্পর-বিরোধী চিন্তা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পরস্পর বিরোধী চিন্তা

(১) জড়-নিষ্ঠা	আদর্শ নিষ্ঠা
"সমাজ-প্রতিষ্ঠান জড়-প্রয়োজনের ফল" ইত্যাদি।	"আমাদের মধ্যে যাহা স্বাভাবিক" তাহা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে "সমাজে মানুষের বিবর্ত্তন সৃষ্টির সাধারণ মতলবেরই অন্তর্গত।"
(২) জ্ঞান (যুক্তি)-নিষ্ঠা	ধর্ম্ম-নিষ্ঠা
যুক্তি প্রমাণ করে যে জড়-জগতের নিয়মাবলী দ্বারাই জড়-জগতের কারণসমূহ ফলাফলের সহিত যুক্ত।	"প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা" "ভগবৎ-উদ্দেশ্য" মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা।
(৩) সুখ-নিষ্ঠা	যুক্তি ও স্নেহ আবশ্যক
"যতদূর সম্ভব খরচ কম করিয়া যতদূর সম্ভব অধিক আনন্দ পাওয়ায়ই আর্থিক আচরণের সম্পূর্ণতা"।	যুক্তির আলোকেই প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থা আপনাকে জাহির করে। মানুষ অনুকম্পা, দয়া, সৌহার্দ্য, দাক্ষিণ্য, যশ, মান প্রভৃতিদ্বারা বিচলিত হয়। মানুষ সমাজে বাস করিবার জন্যই জন্মিয়াছে।

(৪) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

স্বার্থই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবে।

(৫) "লেস্‌সে ফেয়ার

(৬) ধন-দৌলত সর্ব্বপ্রধান

বাজার-দরই একমাত্র মাপকাঠি যাহা দ্বারা কোন্ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে রাষ্ট্র কি উপকার পাইতেছে তাহা বিচার করা সম্ভব।

রাজ-তন্ত্র

প্রকৃতির অনুজ্ঞাপালন ও স্বত্বরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক।

কৃষি-সংরক্ষণ

সমৃদ্ধিই ধন নহে

ভোগ্য বস্তুর "প্রাচুর্য্যের" উপরই সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

এই দ্বৈতভাবের মধ্যে তাঁহারা একটা সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তত্ত্বমূলক ক্ষেত্রে কেহ কেহ মানব্রাঁশের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা জড় ও মনের মধ্যে ঈশ্বরকে সেতুরূপে জানিতেন; সেই হেতু তাঁহাদের লেখার মধ্যে আদর্শবাদের আমেজ পাওয়া যায়। "অর্দ্ধ ফিজিক্" ও "অর্দ্ধ-নাতুরেল" এই দুইটীই ভগবানের সৃষ্ট বলিয়া একটা যোগ আছে, এই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। বস্তু-নিষ্ঠার প্রতি যাহাদের ঝোঁক ছিল। তাঁহাদের এই সমন্বয় স্থাপন প্রচেষ্টার কলকাটী খুঁজিয়া পাই "যুক্তি"র মধ্যে। যুক্তি একদিকে যেমন পারিপার্শ্বিক স্নেহকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ভাবের সহিত মিলাইতে পারে, তেমনি, অপর দিকে ভাবকে (হৃদয়াবেগ ও অনুপ্রেরণাকে) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া লইতে পারে। এইরূপে জড় ও মনের মধ্যে যোগ-স্থাপনা হয়। "প্রোডুই নে" মাত্রার উপর প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে; সুতরাং প্রত্যেকের এরূপভাবে কর্ম্মে নিরত থাকা স্বাভাবিক যাহাতে "প্রোডুই নে"র উদ্বৃত্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফিজিওক্রাট বলেন, যাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়, তাহা সাধারণ স্বার্থ দ্বারা যুক্ত বিভিন্ন অংশের সমষ্টী-ভূত রাষ্ট্রীয় শরীর-বিশেষ। ইহাতে ক্ষতি স্বীকার না করিয়া বাস করা অসম্ভব। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তত্ত্বগুলি কার্য্যকারী করিবার জন্য শেষ বিশ্লেষণের সময় তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিবেশীর সহিত সম্বন্ধ ও তাহাদের উপর নির্ভরশীলতার ধারণা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন।

প্রকৃতিনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিলে তাহার ভিতরকার কটমট তত্ত্বকথাগুলা সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু জনসাধারণের ভিতর অজ্ঞতা ও স্বার্থান্বেষণ বহুবিস্তৃত ছিল বলিয়া এই প্রণালী বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই।

প্রকৃতি-নিষ্ঠার ইংরেজী ধারা

আমেরিকার বেন্‌জামিন ফ্র্যাঙ্কলীন্ ফিজিওক্র্যাটিক্ মতের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে ধারণা ইহাদের অনুরূপ। ইংরেজ শিষ্য যে ইহাদের না ছিল এমন নহে। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কোন অজ্ঞাত ইংরেজ লেখক প্রকৃতি-নিষ্ঠার তরফ হইতে অ্যাডাম্ স্মিথের লেখার সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই অজ্ঞাত লেখকটীর মতে উচ্চ হারের করের উপরই সমৃদ্ধি নির্ভর করে (ইহাই ফরাসী একনমিস্টদের প্রোডুই নে)। ব্রীকেস্‌এর লেখা "পপিউলেশন অ্যাণ্ড রিচেস" লোকসংখ্যা ও ধনদৌলত, (১৮১১) নামক কেতাবখানিতে "ফিজিওক্রেসি"র রেশ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যই ধন-দৌলতের ভিত্তি; কৃষি-নিরত মানব-শ্রম জীবন-ধারণোপযোগীর অধিক সৃষ্টি করে; এই উদ্বৃত্তি প্রথমতঃ শিল্প-কর্ত্তা এবং পরে "অনুৎপাদক" শ্রেণীর মধ্যে বিতরিত হয়। এই কেতাবটী পড়িয়া মনে হয় যে, জমিদারকুলের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই এখানি লেখা। "ফিজিওক্র্যাটিক্" মতাবলম্বীদের মধ্যে উইলিয়াম্ স্পেন্সের নামও উল্লেখ-যোগ্য।

প্রকৃতি-নিষ্ঠার সমালোচক

সমালোচকদিগের মধ্যে গালিয়ানি ও কঁদিলাক্‌ই প্রধান। ইতালিয়ান্ গালিয়ানি ২৭৫০ সনে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে একটী কেতাব লেখেন এবং ১৭৭০ সনে "গোধূমের ব্যবসা সম্বন্ধে কথোপকথন" মুদ্রিত করেন। ইনি প্রকৃতি-সম্মত ব্যবস্থার বিরোধী। কঁদিলাক "লা কম্যার্সে এ এসে গুভর্ণেমেঁ" "বাণিজ্য ও রাষ্ট্রশাসন" (১৭৭৬) কেতাবে শিল্প-শ্রেণীকে "অনুৎপাদক" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইনি মূল্য-তত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু লিখিয়াছেন।

প্রকৃতি-নিষ্ঠার প্রভাব

রুশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথেরিন, অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ, টাস্‌ক্যানির আর্চডিউক্ লিওপোল্ড এবং বাডেনের কার্ল ফ্রেড্‌রিক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের অধিপতিগণ "ফিজিওক্র্যাটিক্" মতগুলিকে বিশেষ শ্রদ্ধার-চক্ষে দেখিতেন। কার্ল ফ্রেডরিক "আব্রেজে দে প্রিন্সিপে দেকোনমি পলিটিকি (১৭৭৮—রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল-সূত্রগুলির সমষ্টি) নামে একটী কেতাব লেখেন। তিনি ভিক্টোরিনেন্, ঠেনিজেন্ ও বালিজেন নামক বাডেনের তিনটী পল্লীতে এই প্রণালী প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কারণ এক প্রণালীর অর্থনীতি অকস্মাৎ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর নূতন এক অর্থনীতি গ্রহণ করার কুফল প্রচুর; অধিকন্তু একই গ্রামে দুইটী বিভিন্ন প্রণালী পাশাপাশি চলা দুষ্কর; সুতরাং ১৭৭৮ সনে ঠেনিজেন ও বালিজেন পল্লী দুটীতে এবং ১৭৯২ সালে ভিক্টোরিনেন পল্লীতে এই পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া হয়।

ফ্রান্সে প্রধানতঃ অর্গাই এই মতগুলি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে লিমজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই সময়ে কর-সংস্কার করিতে জমিদারতন্ত্রের বাধা দূরীকরণে ও শিক্ষা-বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজস্ব-সচিব থাকার সময়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের সূত্রগুলি প্রবর্ত্তনে তিনি বিশেষ যত্নবান হইলেও তেমন ফল পান নাই। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে মদ ও লবণ সম্বন্ধে যেটুকু বাণিজ্যিক সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা অপসারিত করিয়াছিলেন। বহির্ব্বাণিজ্য (বিশেষতঃ উপনিবেশগুলির সহিত) উৎসাহিত হইয়াছিল। সর্ব্বমুখ বেতনভোগী বাধা (যাহা জন-বল, বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষিকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল) তিনি দূর করিয়াছিলেন। পুরোহিত এবং অভিজাত-বংশীয়দের স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি বীরের মত লড়াই করিলেও তাঁহার উদ্যম ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

উপসংহার

ফিজিওক্র্যাটিক্ অর্থনীতির বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে নেতিবাদ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিনিষ্ঠাকে বাণিজ্যনিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আখ্যা দেওয়া যায়। বাণিজ্যবাদীরা ধনের মুদ্রারূপটার সহিতই বিশেষ পরিচিত; কিন্তু প্রকৃতিবাদীরা প্রকৃত ধনের কাঁচামাল-সৃষ্টির ক্ষমতার উপরই জোর দিয়াছেন। অনুকূল বাণিজ্য-নিষ্কি-সম্বলিত বৃহৎ বহির্ব্বাণিজ্য বাণিজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল; কিন্তু, তুর্গো ব্যতীত প্রায় সকলেই বহির্ব্বাণিজ্য ও বাণিজ্য-নিষ্কি অবহেলা করিয়াছেন। একদল কাঁচামাল আমদানির পক্ষপাতী, অপরদল কারখানা-জাত দ্রব্য-সম্ভার আমদানি করিতে চাহিয়াছেন। বাণিজ্য-বাদীরা নানা-প্রকার অনুশাসনের দ্বারা তাঁহাদের চিন্তাগুলি সফল করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের স্বাধীনতা-রক্ষাই প্রকৃতিবাদীদের মূলমন্ত্র। এক কথায়, ইঁহারা ছলা-কলা, কৃত্রিম ধন, রাষ্ট্রিক চাতুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, প্রকৃতি, প্রকৃতি-জাত ধন ও স্বতোবহ স্বাধীনতার সমর্থন করেন।

এই অর্থনীতির মধ্যে একটু ভুল ছিল। মাল-সৃষ্টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল; মাল-সৃষ্টি বলিতে যে প্রয়োজন সাধন-ক্ষমতার সৃষ্টি, একথা জানা ছিল না। তাই, কারিগরি বা কারখানা-শিল্প তাঁহাদের মতে "অনুৎপাদক"। নেতিবাদ-প্রসূত ব্যক্তি-নিষ্ঠার দর্শন সামাজিক কর্ত্তব্যের প্রতি সমাজ-নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। প্রকৃতি-দর্শনের প্রভাবে তাঁহারা দেশ-কাল-পাত্রের ধার ধারিতেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রেই "সনাতন" ও সার্ব্বজনিক

অবলম্বীকার্য্য ঐক্যনিষ্ঠার অধীনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদের দানও সামান্য নহে। ভূলভাঙার কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা পুরাতন প্রান্তিময় ধারণাগুলির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশের সাহায্যে চিন্তারাজ্যকে ভুল পথ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন। বায়ু-চালিত জাহাজ যেরূপ দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনি ভাবে একটা জাতিও চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহাদের মূল দানগুলি নিম্নরূপ—

(১) তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলনের দ্বারা ধন-বিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে, বিশেষতঃ আইন-তত্ত্ব হইতে, পৃথক করিয়া একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

(২) "প্রোডুই নেট" (উদ্বৃত্তি) ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরবর্ত্তী যুগের খাজনা-তত্ত্ব বিকাশের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে।

(৩) তাঁহাদের পুঁজি-বিশ্লেষণ যদিও অসম্পূর্ণ, তথাপি ইহাতে পুঁজির প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৪) কর-তত্ত্বেও তাঁহারা অনেক-কিছু দান করিয়াছেন।

(৫) তাঁহারা জীবন-ধারণোপযোগী মাল-সৃষ্টি ও মাল চলাচলের চর্চ্চায় মন দিয়াছিলেন। তাঁহাদের চিন্তায় ব্যক্তি-মাত্রকেই অপরাপর ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়; ইহা হইতে সামাজিক দৃষ্টিটার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) তাঁহাদের আলোচনায় কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে পরবর্ত্তী যুগে মালসৃষ্টির উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রে তিন প্রকার উপাদানের কথা উঠিতে পারিয়াছে।

আর্থিক চিন্তার ক্রম-বিকাশে প্রকৃতি-নিষ্ঠার স্থান অতি উঁচু। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করাই সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য—এই মতবাদ প্রচারের ফলে অনেক-কিছু সাধিত হইয়াছে। কৃষি অবশ্য একমাত্র ধন নয়। কিন্তু কৃষিকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়ার মূল্যও খুব বেশী। তাঁহারা জমির খাজনাকেই একমাত্র সত্য উদ্বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন। কেনের আমলে প্রধানতঃ জমির খাজনা হইতেই দেশ সমৃদ্ধিলাভ করিত। মাত্র অল্পদিন হইল, নব পুঁজি গঠনে পুঁজির মুনাফাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিত মার্শাল বলেন, দুনিয়ার ইতিহাসে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের আদি হইতেছে জমির খাজনা। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে খাজনা হইতে প্রচুর সঞ্চয় হইতেছে এবং পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশেও বোধ হয় পুঁজির মুনাফা হইতে যাহা সঞ্চয় হয়, তাহার অধিক হয় খাজনা হইতে। জমির খাজনা হইতে প্রাপ্য আয় এবং অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্য আয়ের মধ্যে অবশ্য একটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইংরেজ রিকার্ডো তাঁহার খাজনা-তত্ত্ব প্রণয়ন করেন এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার ভূমি-করের সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেন।

আলোচনা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ছাড়া অন্যান্য সকল কিছুকেই "অনুৎপাদক" বলা কিরূপ ভুল তাহা স্পষ্ট হইতে থাকিল। বুঝা যাইতে লাগিল যে, যে-কোন-উপায়ে সঞ্চয় হইয়াছে, সেখানে উদ্বৃত্তি আছেই; এবং যদি শিল্পী বা বণিক্ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াও কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, আবাদী মজুর যেরূপভাবে জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করে সেইরূপে শিল্পী আর বণিক্‌ও জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবে। কেন না তাহারা ইহা সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এরূপ একটী চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োজন হইয়াছিল যাহা শিল্পী ও বণিক্‌কুলকে উৎপাদক শ্রেণীর কদর দিতে পারে। তাই আডাম্ স্মিথের উদার মত প্রকৃতিনিষ্ঠদের সঙ্কীর্ণ মতকে স্থানচ্যুত করিয়াছিল।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত

"জীবামি শতবর্ষং তু নন্দামি চ ধনেন বৈ।"

(আমি একশ' বৎসর বাঁচিয়া থাকিব আর ধনসম্পদের সাহায্যে জীবন সুখময় করিব) শুক্রনীতি ৩।১৭৯।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।

অতোঽর্থায় যতেতৈব সর্ব্বথা যত্নমাস্থিতঃ।

অর্থাদ্ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্॥

(মানুষই অর্থের গোলাম, অর্থ কাহারও গোলাম নয়। অতএব অর্থের জন্য সর্ব্বথা সযত্নে চেষ্টা করিবে। অর্থ হইতেই ধর্ম্ম-পালন আর জীবনের সুখভোগ সম্ভবপর হয়। নরনারীর মোক্ষলাভও অর্থের উপরই নির্ভর করে) শুক্রনীতি ৪।৩৮।

পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা

১। বাঙ্গলা ভাষায় (ক) ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা আর (খ) দুনিয়ার নানাদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় এবং কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ গঠিত হইল (আশ্বিন ১৩৩৫, অক্টোবর ১৯২৮)।

২। ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে প্রধানতঃ পাঁচ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হইতেছে :—

(১) কৃষি-বিষয়ক (২) শিল্প-বিষয়ক (৩) বাণিজ্য-বিষয়ক (আমদানি-রপ্তানি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত) (৪) সমাজ-বিষয়ক (লোক-বল, জনগণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতা, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর জীবনযাত্রা-প্রণালী, নগর শাসন, পল্লী-সংস্কার ইত্যাদি বিষয় এই সামাজিক ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত) (৫) রাষ্ট্র-বিষয়ক (জমি, মুদ্রা, শুল্ক, মজুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্থিক আইন কানুন আর রাজস্ব-নীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত)।

৩। প্রত্যেক বিভাগেই আলোচনার ভৌগোলিক ক্ষেত্র বিবিধ :—(ক) দুনিয়া, (খ) ভারতবর্ষ,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশ। ভারতীয় তথ্যসমূহকে সকল বিষয়েই দুনিয়ার আবেষ্টনে বিশ্লেষণ করা হইবে আর দুনিয়ার মাপে বিচার করা হইবে। দেশ ও দুনিয়ার যুগপৎ আলোচনা এই পরিষদের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।

৪। এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন আর স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর থাকিবে।

৫। স্থায়ী গবেষক ও লেখক নিযুক্ত করা এই পরিষদের অন্যতম মুখ্য কর্ম্ম-প্রণালী।

৬। "আর্থিক উন্নতি" মাসিক পত্রিকার নিম্নলিখিত লেখকগণ সম্পাদকের সাহচর্য্যে কিছুকাল ধরিয়া নিম্নলিখিত-রূপে গবেষণা করিতেছেন :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল (মরিষানি, আসাম)

(২) শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, "টাকার কথা"-প্রণেতা (দিনাজপুর)

(৩) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল, (কলিকাতা)

(৪) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল (হাজারিবাগ)

(৫) শ্রীবিভেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল (কুচবিহার)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি-স্বরূপ তাঁহারা পরিষদের অবৈতনিক গবেষকরূপে ভবিষ্যতে ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে রাজি আছেন।

ধন্যবাদসহ তাঁহাদিগকে গবেষক নিযুক্ত করা হইল।

পরিষদের জন্ম-কথা

১। পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ" নামক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত এক প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধ

১৩৩১ সনের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯২৫) "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছিল। লেখক তখন ইতালিতে ছিলেন—বোলৎসানোয়। পরে এই রচনা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা তাঁহার "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" নামক বৃহৎ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়।

২। ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীতে "বস্তু-নিষ্ঠা" ও "দুনিয়া-নিষ্ঠা"র সদ্ব্যবহার করার দিকে এই পরিষদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। এই দুই "নিষ্ঠা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত "মেথডলজি অব্ রীসার্চ ইন্ ইকনমিক্স্" (ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ আর "আর্থিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী" নামক বাংলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইংরেজী প্রবন্ধটা লেখকের জার্মানি, অষ্ট্রিয়া ও সুইটসার্লাণ্ডে ভ্রমণকালে ১৯২৪ সনের "মডার্ণ রিভিউ"তে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা মাদ্রাজ হইতে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (আর্থিক ক্রমবিকাশ) নামক ইংরেজি গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়। বাঙ্গলা প্রবন্ধটা "আর্থিক উন্নতি"র তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৫ বৈশাখ, ১৯২৮ এপ্রিল) বাহির হইয়াছে। এক্ষণে ইহা লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক বৃহৎ গ্রন্থের এক অধ্যায়।

৩। দেশবিদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় ও কর্ম্ম-কৌশল আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় আর্থিক উন্নতির পথসমূহ বিশ্লেষণ করা অতি প্রাসঙ্গিক। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎকে এইসকল উপায়, কর্ম্মকৌশল ও পথ ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে। এই কর্ম্মক্ষেত্রের আলোচনায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "এ স্কীম অব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ফর্ ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের জন্য আর্থিক ক্রমোন্নতির যোগাবিধা) প্রবন্ধ দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। লেখকের ইতালিতে অবস্থান কালে এই প্রবন্ধ ১৯২৫ সনের জুলাই মাসে "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে এই রচনা কলিকাতায় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এবং মাদ্রাজে প্রকাশিত "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" (১৯২৬) গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়রূপে বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধের বাংলা সংস্করণ (সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল) লেখকের "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" নামক বৃহৎ গ্রন্থের অন্যতম অধ্যায়। বিশ্ব-দৌলতের আবহাওয়ায় ভারতীয় সম্পদ্বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে যেদিন হাওড়া চেম্বার অব্ কমার্স-ভবনে বিনয়বাবুর এক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় (মার্চ, ১৯২৭) পরে এই বক্তৃতার ইংরেজি সারাংশ তাঁহার সম্পাদিত চেম্বার-প্রকাশিত ত্রৈমাসিক "জার্ণালে" এবং বাঙ্গলা সটহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। "আর্থিক জীবনে পরের বাপ" নামে সেই বক্তৃতা এক্ষণে "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" গ্রন্থের অন্তর্গত।

৪। ১৩৩৩ সনের বৈশাখে (১৯২৬, এপ্রিল) "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্,এ, বি,এল, পি,আর,এস, পি-এইচ, ডি (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন রায় চৌধুরী, বি, এ (রঙ্গপুর), শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ, বার-অ্যাট-ল (শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, (মহমনসিংহ), শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ, ডি, (কলিকাতা), এবং শ্রীযুক্ত তারক-নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, (উত্তরপাড়া) পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে বিগত আড়াই বৎসরের "আর্থিক উন্নতি" হইতে তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

৫। "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদনের জন্য জার্মানির "হেণ্ড্‌বুখ্ টুর্ ভির্টশাফ্‌ট্‌লিখেস্ আর্বিট্", ফ্রান্সের "জুর্ণাল দেজ্ একোনোমিস্ট্" ও "রেভ্যু দেকোনোমী পোলিটিক", ইতালির "জার্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা", বিলাতের "ইকনমিক জার্ণাল" ও "একনমিকা" এবং আমেরিকার "আমেরিকান্ ইকনমিক্ রিভিউ", "জার্ণাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি" (শিকাগো), "আনালস্ অব্ দি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব্ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশাল সায়েন্স", "কোআর্টার্লি জার্ণাল

অব্ ইকনমিক্স্" (ইংরাজী), "পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোআর্টার্লি", "আমেরিকান্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ", "আমেরিকান্ জার্ণাল অব্ সোসিওলজি" "সোসিওলজি অ্যাণ্ড সোস্যাল রীসার্চ্চ" ইত্যাদি ত্রৈমাসিক ও মাসিক পত্রিকা সর্ব্বদা দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং তথ্য ও তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "আর্থিক উন্নতি"র অধ্যায়-বিভাগে এক সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী কায়েম করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিদেশী পত্রিকার বিশেষত্বগুলা যথাসম্ভব একত্র করিয়া ভারতীয় অবস্থার উপযোগিরূপে ব্যবহার করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইবে।

তাহা ছাড়া ফরাসী "জুর্নে অ্যাগুস্ত্রিয়েল্" (দৈনিক), জার্ম্মাণ "ডাযচে অলগেমাইনে ৎসাইটুঙ্" (দৈনিক), ইতালিয়ান্ "করিয়েরে দেলা সেরা (দৈনিক), লণ্ডন "টাইম্‌সের" "এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড ট্রেড্ সাপ্লিমেণ্ট" (সাপ্তাহিক), "রাযাইন ডাযচার ইঞ্জেনিয়রে" নামক বার্লিনের জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়র-পরিষদের সাপ্তাহিক, "নাস্-রিখ্‌টেন্", মার্কিণ "ব্যাঙ্কার্স্ ট্রাষ্ট কোম্পানীর" সাপ্তাহিক "পত্র", বিলাতী "ষ্টেটিষ্ট" (সাপ্তাহিক) ও "নেশুন্" (সাপ্তাহিক), জার্ম্মাণ মহিলা-পত্রিকা "ফ্রিন্ ওয়াল্ড" (সাপ্তাহিক), বার্লিনের "ডাস বাঙ্ক-আর্কিভ" (পাক্ষিক), লণ্ডনের "ব্যাঙ্কার্স্ ম্যাগাজিন" (মাসিক) জার্ম্মাণ মাসিক "ৎসেট্‌শাফ্‌ট উণ্ড টেখ্‌নিক", জেনেভার "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ" (মাসিক), ওয়াশিংটনের "মান্থলি বুলেটিন অব্ লেবার" (মাসিক), জার্ম্মাণ মাসিক "ডাযচে রুণ্ডশাও", বিলাতী মাসিক এক্সপোর্ট ওয়ার্ল্ড্", মার্কিণ মাসিক "গ্যাস্যাটি সার্ভে", "মিড্‌ল্যাণ্ড রিভিউ অব্ বিজ্‌নেস্", নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক-প্রকাশিত মাসিক "চিঠি", ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মাসিক "বুল্‌তাঁ", বিভিন্ন দেশের "চেম্বার অব্ কমার্স" পত্রিকা, রোমের "আন্তর্জ্জাতিক কৃষি-পরিষদে"র মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ "আর্থিক উন্নতি"র ল্যাবরেটরি বা গবেষণালয়ে নিয়মিতরূপে রসদ জোগাইয়া থাকে।

জাপান গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত শাসন-সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্যমূলক পুস্তকাবলী, ওসাকার "অসোহি" দৈনিক আদিম হইতে প্রচারিত বর্ত্তমান জাপান বিষয়ক গ্রন্থ, জাপান ইয়ার-বুক "ইত্যাদি বই ব্যবহার করিয়া জাপান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাহা ছাড়া তুর্কী ও বল্কান অঞ্চলের জন্য "দি নিয়ার ঈষ্ট ইয়ার-বুক" (লণ্ডন), দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য "ওফিশিয়াল ইয়ার-বুক অব্ দি ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা" চীনের জন্য "চায়না ইয়ার-বুক", এবং মার্কিণ মুলুকের জন্য "আমেরিকান্ ইয়ার-বুক" আর অন্যান্য দেশের জন্য "ষ্টেট্‌সম্যান্স ইয়ারবুক" ও "লণ্ডন অ্যাণ্ড কেম্ব্রিজ ইকনমিক সার্ভিস বুলেটিন্স্" ইত্যাদি গ্রন্থ জনপদ-গত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের জেলায় জেলায় যেসকল সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয় তাহার প্রায় সব কয়টাই "আর্থিক উন্নতি"র জন্য নিয়মিতরূপে পঠিত ও যথাসম্ভব ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পত্রিকাবলী হইতে বঙ্গদেশের বহির্ভূত ভারতবর্ষের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। প্রাদেশিক আর সমগ্র-ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত অঙ্ক ও তথ্যমূলক গ্রন্থাদি এবং শাসনসংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীও আর্থিক অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয়। তাহা ছাড়া, শ্রবণ, কথোপকথন, মোলাকাৎ ইত্যাদির সাহায্যে গবেষণার ব্যবস্থা করা "আর্থিক উন্নতি"র অন্যতম কর্ম্ম-প্রণালী।

৬। প্রস্তাবিত পরিষৎ সম্বন্ধে "বঙ্গীয় অর্থশাস্ত্র পরিষৎ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল, "আর্থিক উন্নতির" ১৩৩৪ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় আলোচনা করেন। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদক ও লেখকদের সঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে পত্র ব্যবহার করিয়া পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন।

পরিষৎ পরিচালনার অস্থায়ী ব্যবস্থা

১। পরিষদের সভ্য হইতে হইলে একজন পুরাতন সভ্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন ও আর একজন সভ্য কর্ত্তৃক অনুমোদন আবশ্যক। বার্ষিক চাঁদা সভ্যমাত্রের পক্ষে ৬৲।

২। প্রতি মাসে প্রত্যেক সভ্য বিনা মূল্যে এক কপি

করিয়া "আর্থিক উন্নতি" (বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০) পত্রিকা পাইবেন। অধিকন্তু পরিষদের আলোচনায় যোগদান আর পরিষৎ-সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ-প্রাপ্তি তাঁহাদের অধিকারের অন্তর্গত।

৩। বর্ত্তমানে যাঁহারা "আর্থিক উন্নতি"র গ্রাহক আছেন তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। প্রদত্ত চাঁদার অতিরিক্ত ১৷০ টাকা দিলেই তাঁহারা সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

৪। প্রয়োজনমত পরিষদের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহের বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও নূতন সংযোজন করা যাইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার যে কোনো চারি জনের মত হইলেই পরিষদের শাসন-সংক্রান্ত নিয়মকানুন পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হইতে পারিবে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা

১। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল, এম, বি, প্যারিসের "বিদেশী রোগতত্ত্ব পরিষদে"র সভ্য, প্যাস্তুর ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি কলিকাতা, অধ্যাপক ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল, কলিকাতা।

২। শ্রীবাণেশ্বর দাস, বি, এস্ (ইলিনয়), রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা।

৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক, কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র ও কৃষি-বিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম্,এ, বি,এল, পি, আর, এস্, পি-এইচ, ডি, সম্পাদক, বেঙ্গল ক্যাম্পবেল চেম্বার অব্ কমার্স, কলিকাতা।

৫। শ্রীনলিনী মোহন রায় চৌধুরী, বি, এ, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কলিকাতা।

৬—১০। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সম্পাদক :—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ, ডি, "প্রকৃতি"র সম্পাদক।

সহযোগী সম্পাদক :—

(১) শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল।

(২) শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল।

(৩) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীসত্যচরণ লাহা।

গবেষণাধ্যক্ষ :—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, "আর্থিক উন্নতি"র ও "আর্কাইভ্‌স অব্ দি বেঙ্গল ক্যাম্পবেল চেম্বার অব্ কমার্স"-পত্রিকার সম্পাদক, প্যারিসের "সোসিয়েতে দেকোনমী পোলিটিক" (ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষৎ)-সভার সভ্য।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ

১। শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল।

২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ।

৩। শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল।

৪। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল।

৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্, এ, বি, এল।

পরিষদের কার্য্যালয়

১০৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং বড়বাজার ২৩০।

মার্কিণ ও বিলাতী অর্থশাস্ত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

সমালোচনার সমালোচনা

এতক্ষণ যাবৎ সমালোচনার পিছন পিছন দৌড়াইয়া আমরা এসোসিয়েশন দুইটার মুখস কত বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সমালোচনার মূলটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে কি? লেখক ও সমালোচকের সম্পর্কটা কিছু কিছু ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু তাতে প্রত্যেকের মর্য্যাদা কতখানি প্রাপ্য তা বিষয়ের দিক্ হইতে বিচার করা সহজ-সাধ্য নহে।

সমালোচিত কেতাবগুলির শুধু নামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে ইয়োরামেরিকার আর্থিক সাহিত্য রচনাটা কিরূপ একটা বিপুল কাণ্ড। আমেরিকান্ শ্রম বা শ্রেণী-বিভাগটা এই সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক বটে।

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচনার পরিমাণ সমালোচিত পুস্তকের পৃষ্ঠার উপরে নির্ভর করে না। পুস্তকের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে, এমন কথাও সর্ব্বথা নির্ভয়ে বলা চলে না। বস্তুতঃ, সমালোচকের ব্যক্তিত্বের, খেয়াল-খুসীর অনেকখানি ক্রিয়াও দেখা যাইবে।

তৃতীয়তঃ, সমালোচকের মুন্সীয়ানা বা গুণপনা সর্ব্বত্র কষিয়া বলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যাহা সম্ভব তাহা এই, যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছে অথবা হইতে চায় সে সেই বিষয়ের পুস্তক লইয়া সাধারণতঃ আলোচনা করিতেছে। অন্যদিকে এই সব গ্রন্থাদি নিরন্তর ঘাঁটাঘাঁটির ফলে এই সমালোচকদের অভিজ্ঞতা প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে।

চতুর্থতঃ, বহু লোকের হাতে সমালোচনার কাজ সুসম্পন্ন করিবার ভার থাকায় আর্থিক সমালোচনা-সাহিত্য নানা দিকের বিচিত্র দান-সম্ভারে সতেজ হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের দেশে সমালোচনার যথোচিত মূল্য ও ইজ্জৎ দিতে লোকে সাধারণতঃ পরাঙ্মুখ। আর্থিক উন্নতির সমালোচনা সম্বন্ধে (ও গোড়ার দিকের বিভাগগুলি সম্বন্ধেও বটে) প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ শুনা যায় যে, এগুলি নিরর্থক, তার চেয়ে সমগ্র আর্থিক উন্নতিকে প্রবন্ধ দ্বারা শোভিত করিলে ভাল হইত ও পত্রিকা সম্যক আদর লাভ করিত।

৮০ পৃষ্ঠার কলেবরকে প্রতি মাসে মৌলিক অথবা সুচিন্তিত প্রবন্ধের দ্বারা অলঙ্কৃত করিবার জন্য কত জন লোকের প্রতিদিন কত ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করা দরকার, তা এই সমালোচকদের ধারণায় আসে কি? বোধ হয় আসে না। তারপর সমালোচনার হিসাবটা একবার লওয়া যাউক। গত বছরে মোট ৬০ পৃষ্ঠা সমালোচনার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। ইংরেজী ও আমেরিকান্ পত্রিকায় সমালোচনা এর চেয়ে কি ঢের বেশী স্থান জুড়িয়া আছে?

কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্যকে হেয় মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইয়োরামেরিকার পত্রিকার লেখক ও পরিচালকবর্গ আর্থিক সাহিত্যে বহুদিন হাত পাকাইয়াছেন। তাঁদের সমালোচনা-প্রীতিটাকে অহৈতুক মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বস্তুতঃ, সমালোচনার শুধুমাত্র সমালোচনা হিসাবে কোন মূল্য নাই। যারা সমালোচনার ক্ষেত্রে আসেন তাঁদের কেহ কোনকালে একটা বইও না পড়িয়া সমালোচনা করেন না, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সাধারণতঃ অর্থশাস্ত্রীরা যে বিশেষ ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও অভিনিবেশ-সহকারে নিজ নিজ বিষয়-বিশেষের কেতাব বা কেতাবসমূহ পড়িয়া থাকেন, তার প্রমাণ আছে। এই মেহনতের ফলেই ইয়োরামেরিকার আর্থিক সাহিত্য এরূপ দ্রুতবেগে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে,

প্রতি বছর অসংখ্য গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে, নব নব বিষয়ে নব নব আলোক-পাত সম্ভব হইতেছে।

গ্রন্থাদি রচনাই আর্থিক সাহিত্য-সাধনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে সিদ্ধ হইতে হইলে অন্য বহুলোকে যাহা লিখিয়াছে ও লিখিতেছে তার সহিত পরিচিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সেই পরিচয়ের সূত্রেই সমালোচনার জন্ম। এই চোখে দেখিলে সমালোচনার মহীয়সী মূর্ত্তি অনেকটা প্রকট হইয়া উঠে না কি?

আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সমগ্র আর্থিক সাহিত্য এক বিপুল বস্তু। কোন এক ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধেও পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ লওয়া সম্ভবপর নহে, সকল বিভাগ আয়ত্ত করা ত দূরের কথা। অথচ অন্যান্য বিভাগের কার্য্য ও চিন্তা-প্রণালীর সহিত পরিচিত থাকা অত্যন্ত দরকার। তার উপায় কি? ইকোনমেরিকার আর্থিক সমালোচনা সেই অভাবটা দূর করিবার ভার লইয়াছে। ইহা নানাদিকে নানাজনের মতবাদ, তত্ত্ব ও তথ্যের খবরটা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছে। তাহাতে শুধু যে বহু সময়-সংক্ষেপ হইতেছে তা নয়, অধ্যয়ন-রত গবেষকদেরও প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য, গবেষক বা গ্রন্থকার তাঁর নির্ব্বাচিত বিষয়ের জন্য শুধুমাত্র এই সমালোচনা বা চুম্বক পড়িয়া কখনো কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন না। অন্যান্য সকল বিষয়ের জ্ঞান তিনি এই সমালোচনা ইত্যাদি হইতে আহরণ করিতে পারেন, কিন্তু নিজ বিষয়ের জন্য তাঁকে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে হইবেই, ফাঁকি চলিবে না। পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত রাশি রাশি গ্রন্থ এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিবে।

গ্রন্থকারের দৌড়ধাপ

গ্রন্থরচনার পক্ষে সমালোচনা কিছু কিছু উপকরণ যোগায় বটে, কিন্তু সমালোচনার চেয়ে গ্রন্থ-রচনা ঢের বেশী আয়াস-সাধ্য কাজ। পাশ্চাত্য আর্থিক সাধনাকে ওজন করিতে হইলে গ্রন্থপ্রকাশের হিসাব লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

রচনার একটা গতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই গতি বিশেষ বিশেষ আকার লাভ করে। রচনার গতি দেখিয়া একটা সমগ্র জাতির বা রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতির ও অবনতির সমস্যার মাপজোক চলিতে পারে। এই গতির সাক্ষাৎ আমরা পাশ্চাত্য পত্রিকাগুলির প্রবন্ধ-রাজ্যে পাই। সাধারণতঃ গুলির পশ্চাতে রহিয়াছে বহু জনের বহু বিনিদ্র রজনী-যাপন ও প্রভূত পরিশ্রম। সেজন্য ইহাদের প্রত্যেকটির এক বিশেষ মর্য্যাদা আছে।

এই প্রবন্ধ বা প্রবন্ধগুলিই কালে লেখকের গ্রন্থ-বিশেষের অংশস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রবন্ধ ও কেতাবের ভিতরে একটা পার্থক্যও নজরে পড়িবে। আজ অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির দিনে আমার মনে যে ভাব ও চিন্তার উৎপত্তি হইতেছে কাল তা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি আর পরশ্ব ছাপার অক্ষরে বাহির হইতেছে। কিন্তু ছাপার অক্ষর যদি বইয়ের অক্ষর হয় তবে সকল সময়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ নাও হইতে পারে। বই লেখা ও বই ছাপার ভিতরে অনেকখানি সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়া অনিবার্য্য। তাছাড়া টাকাকড়ির ব্যাপার ইহার মধ্যে থাকায় ব্যবধানটা দীর্ঘতর দাঁড়াইতে পারে। পত্রিকা-মাত্রেই এই ব্যবধানকে হ্রস্ব করিয়া আনে। গ্রন্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে। আর পত্রিকার দৌলতে আমরা নবতম তত্ত্ব ও তথ্যের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হই। অর্থাৎ এমন হইতে পারে গ্রন্থ যখন নূতন প্রকাশিত হইল, তখন তন্মধ্যে নিবদ্ধ তত্ত্ব ইত্যাদি পুরাণো হইয়া গিয়াছে। সুতরাং শুধুমাত্র গ্রন্থের বা কেতাবের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান। বাঙ্গালীর ছেলেকে আর্থিক সাহিত্য আলোচনার সময় এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। নব-জগতের সন্ধানী হইতে হইলে, নবীন চিন্তারাশির সহিত সর্ব্বদা সম্যকরূপে পরিচিত হইতে হইলে, পত্রিকা-সাগর সাঁতরাইয়া পার হইতে হইবেই। যে অর্থশাস্ত্রী শুধুমাত্র কেতাবের পাতা উল্টাইয়া কাল কাটাইতেছে, পত্রিকা-জগতের কোন খোঁজ রাখিতেছে না, তাকে কৃপাপাত্র মনে করিব। তার "লেকেলে"ত্ব সহজে ঘুচিবার নহে।

গ্রন্থকারদের সহিত পত্রিযুদ্ধে কোলাকুলি

ইকনমিক জার্ণালে সমালোচনার প্রসঙ্গে ১২৫ জন গ্রন্থকারের নাম ঠাঁই পাইয়াছে। আর যে সকল গ্রন্থের নাম ও সমালোচনা রহিয়াছে সেগুলির মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিম্নরূপ :

মার্চ্চ	৯,৬৪৯	(৫ খানা বইয়ের পৃষ্ঠা দেওয়া না থাকায় মোটামুটি হিসাব ধরা হইয়াছে)
জুন		(১৩ খানার বেশী কেতাবের পৃষ্ঠা দেওয়া নাই)
সেপ্টেম্বর	৬,১০৬	(৪ খানার পৃষ্ঠা নাই)
ডিসেম্বর	৯,৯৫৪	(৪ খানার পৃষ্ঠা নাই)
মোট	৩৪,৬২৮	
গড়	৮,৬০৭	

গোটা বছরে সমালোচিত কেতাব সংযুক্ত প্রায় ১৩০ খানা, তাদের পত্র-সংখ্যা ৩৪,৬২৮ অর্থাৎ প্রতি কেতাবের পৃষ্ঠার পরিমাণ গড়ে ২৬৪.৮। বাঙ্গালা দেশে গোটা বছরে ২৬৪ পাতার ক'খানা আর্থিক গ্রন্থ বাহির হয়? অন্যদিকে প্রতি সমালোচক ৫১৪০টা করিয়া পাতা গড়ে উল্টাইয়াছে। আমাদের দেশের লেখক, সংবাদপত্র সেবক, আর্থিক বিদ্যাধুরন্ধরের মহলে বইয়ের পাতা উল্টাইবার রেওয়াজটা কিরূপ?

আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউয়ের বেলায় দেখি ১৯২ বা ততোধিক বাক্তি রহিয়াছেন। আর তাঁদের দ্বারা যে সব পুস্তকের নাম ডাকা, চুটকী সমালোচনা বা সমালোচনা হইয়াছে, সেগুলির পৃষ্ঠার বিবরণ নিম্নরূপ (আন্দাজে দুত পুস্তকের সংখ্যা ব্রাকেটে রহিয়াছে) :—

১। সাধারণ প্রস্তাবলী, তত্ত্ব ও তার ইতিহাস	৮,৩৫৬ (১)	১২,৩৯৬ (১)	৭,৯০০ (৮)	১২,৭৭৯ (১)
২। আর্থিক ইতিহাস ও ভূগোল	১৮,৭৮৫ (৭)	১৭,৫৯০ (৩)	১৯,৪১৪ (১১)	২৭,৮৪৮ (৮)
৩। কৃষি, খনি-বিদ্যা, বন-বিজ্ঞান, মৎস্যপালন	৯,৩৪৭ (৩)	৮,৮৯৮ (৫)	৬,৭৮৭ (৬)	৮,৬২৭ (৩)
৪। ম্যানুফাক্চারিং ব্যবসা	৩,২৩৯ (১)	১,৩৬৯	৯৪৮ (১)	১,০৮৭
৫। যান-বাহন ও বার্ত্তা-সম্প্রেষ	৬,৯৭৪ (২)	৫,০৩৭ (৩)	৭,৫৬৯ (২)	৪,২৩৪ (৩)
৬। ব্যবসা, বাণিজ্য, বাণিজ্যিক চক্র	২,৫৯৩	৩,৭১০ (৩)	১,৬০৯ (১)	
৭। হিসাব, খতিয়ান, ব্যবসা-প্রণালী, টাকা খাটান ও বিনিময়-প্রথা	২৯,৪৮৩ (৪)	২৩,৪১৮ (৩)	২০,৪১০ (১)	২৩,৮৯২ (৪)
৮। পুঁজিপাটা ও পুঁজি-পাটামূলক প্রতিষ্ঠান ...	৩,২২৩ (১)	৪,৮৮৯ (১)	৩,৬২০ (১)	৩,৯৯৭ (১)
৯। মজুর ও মজুর-প্রতিষ্ঠান	৮,২৮৭ (৪)		৬,৪০০ (৪)	৪,১৮৯ (১)
১০। মুদ্রা, ধার, ক্রেডিট্ ও ব্যাঙ্কিং	৯,৪৮৪ (৩)	১৯,১৬৬ (৬)	৬,৪১২ (৪)	৯,৫৩৮

১১। সরকারী কোষ, করদায় ও টারিফ্	৫,৮৮৮ (৩)		১,২১৬ (৬)	৩,৩৫০	
১২। লোকবল ও উপনিবেশ		৪,২৩৭ (২)			
১৩। সমাজ-সমস্যা ও সংস্কার	১০,৩২৯ (১)	৪,৮১২ (১)	১০,৫০৮		
১৪। বীমা ও পেন্‌শন	২,২০০ (১)	৪,০৫৫	১,৮০০		
১৫। সোশিয়ালিজম ও সমবায় আন্দোলন		৩,৬০৭ (১)			
১৬। ষ্ট্যাটিষ্টিক ও তার প্রণালী	৭,৮৮২ (২)	৭,৩০৫ (৩)	৩,৭৩৪ (২)	৪,৫৭১ (২)	
১৭। দারিদ্র্য, দান ও সাহায্য ব্যবস্থা		১,২৩৩ (১)	৯৬০ (১)	৬১৯	২,৮১২
	১৩১,০৯২	১৪৬,৫৬৯	১১০,৩৪৬	১২৯,২৬৭	৫৩৭,২৭৪

আমেরিকান রিপ্রিন্ট দুনিয়ার আর্থিক কেতাবের মধ্যে সওয়া পাঁচ লাখের উপর পৃষ্ঠার কথা গোটা বছরে গোচরীভূত করিতেছে। ব্যাপারটার অর্থ বাঙ্গালীর ছেলের মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করিবে কি? কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত হিসাবটা কষা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু আমাদের সাধারণ কাজ চালাইবার পক্ষে হিসাবটাকে যথেষ্ট নির্ভুল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সকল কেতাবের আকারটাকে জানা নাই, সুতরাং এতগুলি কেতাবে মুদ্রিত মালের পরিমাণটা ফস্ করিয়া গণিয়া বলিয়া দেওয়া চলে না। অধিকন্তু সকল কেতাবকে পৃষ্ঠার দিক হইতেও তুল্যমূল্য জ্ঞান করিবার দরকার নাই। ইহার মধ্যে ৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থপঞ্জী হইতে হাজার দুই পৃষ্ঠার তথ্যমূলক গ্রন্থের নামও সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু তথাপি, এই সত্য কথাটা কিছুতেই ভুলিবার নয় যে, সওয়া পাঁচ লাখ পাতার মাল প্রতি বছরে আর্থিক সাহিত্যকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিতেছে এবং এই অগ্রসরের খবরটা আমেরিকান আর্থিক বেপারীরা রাখিবার চেষ্টা করায় নিজেরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। বলা বাহুল্য, আমেরিকান্ রিপ্রিন্টে পত্রিকা-জগতের অধ্যায়টা নিতান্ত. গৌণ। দুনিয়ার পত্রিকাগুলার (আমেরিকার মারফৎ) পৃষ্ঠাসংখ্যার হিসাব লইলে গোটা বছরের মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

মোট ১৮৫৭টা পুস্তকের জন্য পাওয়া যাইতেছে ৫,৩১, ২৭৪পৃষ্ঠা। অর্থাৎ প্রতি পুস্তকে পড়ে রহিয়াছে ২৮৯'৩ পৃষ্ঠা। আর প্রতি সমালোচক পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছে ২৭২৮। বাঙ্গালা দেশের কথা দূরে থাক্, ইকনমিক জার্ণালেও এতগুলা পৃষ্ঠা উল্টাইবার খবর পাই না।

কেতাবের রাজ্যে অবতরণ

ইংরেজী ও আমেরিকান্ সমিতি দুইটার কোন্ কোন্ ব্যক্তি লেখক ও সমালোচক তার বৃত্তান্ত আগেই বলা হইয়াছে। দুই পত্রিকার লেখক ও সমালোচকদিগের মধ্যে যাঁদের নাম করা হইয়াছে তাদের কে কত পৃষ্ঠার কোন্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তার একটা ছোটখাট হিসাব নীচে দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত দুই হিসাবের সহিত মিলাইয়া পড়িলে প্রত্যেকের কৃতিত্ব ও পরিশ্রমের পরিমাণ অর্থাৎ পত্রিকার জন্য দানের পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে।

	নাম	কেতাবের নাম ও পৃষ্ঠা	
	ইকনমিক জার্ণাল—		
	উইলিয়াম হার্ব্বার্ট ডসন	"রিচার্ড কবডেন অ্যাণ্ড ফরেন্ পলিসি," (কব্‌ডেন ও পররাষ্ট্র-নীতি)।	পৃষ্ঠা দেওয়া নাই (শ' তিনেক হইবে)
	এ সি পি ও	"ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল ফ্লাকচুয়েশন্‌স্" (ব্যবসার জোয়ার ভাঁটা)	৩৯৭ পৃষ্ঠা
৩।	জেম্‌স বোনার	"টেব্‌লস্ বার্ণড় ইত্যাদি" (মোড় পরিবর্ত্তন)	৫৮ "
৪।	এ এল্ বাউলি স্যার জে ষ্ট্যাম্প	"জাতীয়" আয় ১৯২৪"	
	ক্যানান	"মানি" বা মুদ্রা	
	জে এইচ্ ক্লাপ্‌হাম	আধুনিক বৃটেনের আর্থিক ইতিহাস— প্রথম রেলওয়ে যুগ, ১৮২০-১৮৫০	
৮।	আর জি হট্রে	স্বর্ণপ্রমাণের পুঁথিগত ও কার্য্যগত বিচার	
৯।	স্যার জে ষ্ট্যাম্প	খৃষ্টান নীতিবাদের আর্থিক সার্থকতা	
১০।	টি ই গ্রিগরি	স্বর্ণপ্রমাণের প্রথম বছর	
১১।	জি ডব্লিউ ড্যানিয়েল্‌স্ ১২। ডি সি জোন্‌স্	অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তি	পৃষ্ঠা জানা নাই (শ দুই হইবে)
১৩।	জে এইচ্ জোন্‌স	কেডারেল রিজার্ভ প্রথা	৫৪ পৃষ্ঠা
১৪।	ডব্লিউ আর স্কট ১৫। ১৬। অন্যান্যেরা	যুদ্ধকালে স্কটল্যাণ্ডের প্রাধান্য	পৃষ্ঠা নাই, অনূন ৩০০ হইবে
১৭।	সীড্‌নি ও বিয়েট্রীস্ ১৮। ওয়েব্	ইংরেজের লোকাল গবর্ণমেণ্ট "ইংরেজের পুরুষ দা"র ইতিহাস	১৯০ পৃষ্ঠা
	আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ—		
	ডব্লিউ এল্ ক্রাম ৯। এ সি প্যাটন	আর্থিক সংখ্যা-বিজ্ঞানের তর্ক-প্রণালীর গোড়ার কথা	
৩।	জে আর কমন্‌স্ ৪। জে বি এণ্ড্রু	মজুর আইনের মূলতত্ত্ব	
৫।	ই ডব্লিউ কেমেরার ৬। জি ডিসেরিও	দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ শোষে প্রজা-বর্ত্তনের বিবরণী, সাক্ষ্য ইত্যাদি সহ	
৭।	এস্ এ লিউন্সিজেন্	ব্যবসায়ে নব কর্ত্তৃত্বের ধারা	
৮।	ই ই ডে	সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ	

৯। এফ্ আর কেয়ার চাইল্ড ১০। ১১। অজ্ঞাতেরা	প্রাথমিক অর্থশাস্ত্র	৫৮৬ পৃষ্ঠা
১২। জে এম্ ক্লার্ক	ব্যবসার সামাজিক শাসন	৫৯১ „
১৩। জন আইস্	যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-নীতি	৫৫৭ „

গ্রন্থরচনায় ইংরেজ ও আমেরিকান্

সকল গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের খোঁজ লওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইংরেজী পত্রিকার ৫ জন ব্যতীত বাকী ১৩ জন রয়েল ইকনমিক সোসাইটির সভ্য। এই ৫ জন ইঁহাদের সহিত যুক্ত থাকার নাম করিতে হইয়াছে। মোট ৫৮ জন সভ্যের মধ্যে এই বৎসরে ১৩ জন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শুধুমাত্র গ্রন্থ লিখিয়া খালাস পাইয়াছেন (১) গ্রিগরি, (২) জোন্স, (৩) স্কট ও (৪) ওয়েব্। গ্রন্থ ও সমালোচনা একত্রে চালাইয়াছেন (১) বোনার (২) বাউলি, (৩) ষ্টাম্প, (৪) ক্যানান্, (৫) ল্যাপ্হাম ও (৬) ষ্ট্রে। আর একসঙ্গে প্রবন্ধলেখক, সমালোচক ও গ্রন্থকার হিসাবে দেখা দিয়াছেন (১) ডসন (২) পিগু ও (৩) ডানিয়েল্স্।

অন্যদিকে আমেরিকান্ ইকনমিক এসোসিয়েশনে ১৯২৭ সন অবধি ২৪ জন ব্যক্তি সভাপতি হইয়াছেন। তন্মধ্যে এই বৎসরে মাত্র (১) কমন্স ও (২) কেমেরার গ্রন্থকাররূপে দেখা দিয়াছেন। কেমেরার প্রবন্ধ লেখক ও সমালোচকও বটেন; কমন্স সমালোচনাও করিয়াছেন।

এই দুইজন বাদে বাকী ১১ জনের মধ্যে ৫ জন মাত্র সমিতির সভ্য। তন্মধ্যে ১৯২৭ সনের সহকারী সভাপতি লিউরিঙেনে শুধু মাত্র গ্রন্থকার হিসাবে আছেন। সম্পাদক-সঙ্ঘের ৭ জনের ভিতরে (১) ক্লার্ক শুধু মাত্র গ্রন্থকার, আর (২) আইস্ গ্রন্থকার ও সমালোচক। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির (১) ডে ও (২) কেয়ার চাইল্ড (অজ্ঞাতদের সঙ্গে) উভয়েই গ্রন্থকার মাত্র। ক্রাম সমিতির বাহিরের লোক।

আমেরিকান্ ইকনমিক সোসাইটীর কর্ত্তাব্যক্তির সংখ্যা ২১। তন্মধ্যে ৮ জন গ্রন্থকাররূপে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

হাউস্ অব্ লেবারার্স লিমিটেড্, কুমিল্লা

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি, টি

বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের শিক্ষিত ছেলে চাকুরীকেই একমাত্র জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া এতদিন চলিয়া আসিতেছিল। চাকুরী যে ভিক্ষাবৃত্তি এবং সেই পুরাণ সংস্কৃত প্রবাদে 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ' বলিয়া যে এক সাধারণ ইঙ্গিত আছে তাহা মজ্জাগত চাকুরীর মোহে বাঙ্গালী এক প্রকার ভুলিয়াই বসিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকটা এতদিন এভাবে উপেক্ষিত হওয়ার ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ কিংবা কৈফিয়ৎ নাই। নন্ কো-অপারেশনের পুণ্যযোগে দেশের সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে। শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় বেকার-সমস্যার মীমাংসায় চাকুরী ভিন্ন অন্য উপায় আছে কিনা তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সর্ব্বগ্রাসী ব্যবসার দিনে ভারতের স্থান কোথায়? আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধানে আমরা কতটুকু সমর্থ? সর্ব্বভাবে আমরা পরমুখাপেক্ষী। শস্যশ্যামলা ভারতভূমি আজ দুর্ভিক্ষের লীলাস্থলী!

ব্যবসা ও বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নাই

বলিয়া কি বাঙ্গালীকে চিরকাল কেবল কৃষক কিংবা ভৃত্যের জীবনই যাপন করিতে হইবে? বুদ্ধিমত্তার মস্তিষ্কের জোরে বাঙ্গালী অন্য কোন সভ্য জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে কিন্তু তবু তাহারা নিজ কর্ম্মফলে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

হাউস্ অব্ লেবারার্স দেশময় নূতন জাগরণেরই ফল। ১৯২২ সনে ক্ষুদ্র কুমিল্লা নগরীর এক অবিখ্যাত প্রান্তে একদিন মুক্ত রাজবন্দী ও অসহযোগী শিক্ষিত যুবক কি এক শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করে। আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ কিংবা অর্থসাহায্য পাইবার সৌভাগ্য তাহাদের ছিল না। প্রবীণের ভর্ৎসনা ও নিরুৎসাহবাক্য, চিরনিন্দুকের ব্যঙ্গ ও গঞ্জনা এবং বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও এই দুঃসাহসী যুবকসঙ্ঘ ২১০৲ টাকা মাত্র সম্বল লইয়া এক কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে। নিতান্ত নিরাশার মধ্যে তাহাদের ছিল শুধু একটা সৃষ্টির ঐকান্তিক আকুল প্রেরণা ও আত্মত্যাগের একটা দৃঢ় উন্মাদনা।

এই শ্রমিক কারখানার তৎসাময়িক অবস্থার বর্ণনায় হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর। একটা অতি সাধারণ কামার দোকানেও বোধ হয় এর চেয়ে বেশী যন্ত্রপাতি থাকে। না ছিল তাহাদের যথেষ্ট মূলধন, না ছিল ব্যবসায়-সংক্রান্ত শিক্ষা কিংবা অভিজ্ঞতা; কিন্তু তাহাদের দুইটী জিনিষ ছিল, আশা ও অক্লান্ত প্রেরণা। সাধু চেষ্টা একদিন না একদিন সফল হইতে বাধ্য, এই মাত্র বিশ্বাসে ভর করিয়া তাহারা একটা কিছু নিয়া লাগিয়া পড়িল। ভগবান বোধ হয় দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া গোপনে তাহাদের প্রতিষ্ঠানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলেরা চিরপ্রচলিত চাকুরী প্রবৃত্তিকে অবহেলা করিয়া নিতান্ত নূতন একটা কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। সর্ব্বসাধারণের চোখে প্রথম প্রথম তাহাদের কারখানাটা একটা বিদ্রূপের জিনিষ মাত্র ছিল। ক্রমে তাহারা সকলেই একমাত্র আত্মনির্ভরের জোরে বেশ ভাল কামাররূপে সকলের কাছে পরিচিত হইতে লাগিল। কারখানার খন্তা, দা প্রভৃতির কাটতি বাজারে বাড়িয়া চলিল।

এই নাছোরবন্দা কর্ম্মীদের কার্য্যকলাপ প্রথম হইতেই কুমিল্লার সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লক্ষ্য করিতেছিলেন। একটা কিছু করিবার অটুট জিদ তাহাদের বরাবরই ছিল। তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্পে মুগ্ধ হইয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি তাহাদের নিতান্ত দুরবস্থার দিনে ২২০০৲ টাকা তাহাদিগকে দেন। সর্ব্বদা সুপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া তিনি তাহাদিগকে ব্যবসা-সম্বন্ধীয় শিক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। এইভাবে হাউস অব লেবারার্সের অন্ধকারে হাতড়ান্ বেশ কিছু দিন চলিতে থাকে। কোন দিন যে কারার মত কিছু একটা করিতে পারিবে সে ভরসা তখন তাহাদের বড় একটা ছিল না। দীর্ঘ আট বৎসরের চেষ্টার ফলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বর্ত্তমানে শ্রমিক কারখানা কুমিল্লার এক গৌরবের বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। সফলতার আস্বাদ পাইয়া ক্রমশঃ তাহাদের আশা ও উৎসাহ বাড়িয়া চলিয়াছে।

একটা নগণ্য প্রারম্ভ হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত একটা কারখানায় পরিণতির পশ্চাতে একমাত্র জন কয়েক শিক্ষিত যুবকের একনিষ্ঠ চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নাই। যাহারা ইহাদিগকে প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন কেবল তাহারাই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে হাউসের সম্পত্তির মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্ষুদ্র নিত্যব্যবহার্য্য লোহার দা, কোদালি প্রভৃতি প্রস্তুত করা তাহাদের বহুদিন যাবতই শেষ হইয়া গিয়াছে। চা-বাগানের কনট্রাক্ট চালুনি ও প্রুনিং ছুরি তৈরী, গৃহ ও সেতু নির্ম্মাণ, কলকব্জা মেরামতি ও ফিট করা বর্ত্তমানে ইহাদের প্রধান কাজ।

প্রতিদিন প্রায় ৯০ জন কারখানায় খাটে। প্রতি বৎসর নূতন করিয়া ১০।১৫ জন শিক্ষিত যুবককে শিক্ষা-নবীশরূপে নেওয়া হয়। শিক্ষা-সমাপ্তির পর কারখানায়ই তাহাদের কাজ হয়। চলতি বছরে চা বাগানের কনট্রাক্টে প্রায় লক্ষ টাকার কাজ হইবে। আসামের বহু চা বাগানে হাউস অব লেবারার্সের বিশেষ খ্যাতি ও

স্থলাভ হইয়াছে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে হইতেও সম্প্রতি তাহারা অর্ডার পাইতেছে। একদিন বাঙ্গালীর যাহা ধারণারও অতীত ছিল হাউস অব্ লেবারার্স অতি কৃতিত্বের সহিত তাহাই সুসম্পন্ন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছে।

কারখানাগৃহ বর্ত্তমানে কুমিল্লা ষ্টেশনের পশ্চিমে অবস্থিত। কারখানা ঘর তাহাদের নিজেদের প্রস্তুত। অল্পদিন হইল কাজের সুবিধার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্থাভাবে তাহারা এখনো ঠিক ইচ্ছামত ব্যবস্থা চালাইতে পারিতেছে না। বহু অর্ডার ফেরৎ দিতে বাধ্য হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির মূলে অর্থ। প্রসারতা ও বিস্তৃতিই ব্যবসার প্রাণ। হাউস অব লেবারার্সের ঐ এক অন্তরায়। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের সহানুভূতিতেই তাহাদের কাজ যেকোন রকমে চলিয়াছে বটে; কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা নাই বলিয়া বড় বড় কন্ট্রাক্টে এখনো তাহারা হাত দিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু বিস্তৃতির দিকটা তাহাদের ভ্রমে বাদ পড়ে নাই। অর্থাভাবকে তাহারা সর্ব্বদাই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। বৎসরাধিক হইল তাহারা সিরাজগঞ্জে টি কোং নামে একটী চা কোম্পানী খুলিয়াছে এবং উহা ভালই চলিয়াছে।

হাউস অব লেবারার্সের দুইটী বিশেষত্বের কথা নিতান্তই উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, লাভ কখনো প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে বণ্টন হয় না। ব্যবসার উন্নতিকল্পে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবসাতে খাটানোই তাহাদের উদ্দেশ্য। ব্যবসার লাভের টাকার উপর কেবল ব্যবসায়ীরই পূর্ণ অধিকার নয়। ক্রেতারও তাহাতে দাবী আছে। লাভের টাকাকে ব্যবসায় খাটাইয়া অল্প মূল্যে ভাল জিনিষ সরবরাহ করাই প্রকৃত ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব—জনসমাজের সেবা। ইহাই তাহাদের মূল মন্ত্র। কুমিল্লাই তাহাদের একমাত্র সাধনা। বাঙ্গালীর চির অপবাদ কর্ম্মবিমুখতা। বক্তৃতায় পঞ্চমুখ বাঙ্গালী আজ কাজের মত কাজ করিতে পরাঙ্মুখ নয়, ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালীও সবই করিতে পারে, ইহা প্রমাণ করাটুকু তাহাদের উদ্দেশ্য।

কোন কাজই ঘৃণ্য কিংবা হেয় নয়। সনাতন আভিজাত্যের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু হাউস্ অব্ লেবারার্স কর্ম্মের মহিমা প্রচারের মূর্ত্তিমান স্বরূপ আজ দেশের কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা যেমন কোদাল মারিতে জানে, লোহা পিটিতে মজবুত, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে ঘরের ছাউনি দিতে সিদ্ধহস্ত, অন্যান্য মজুরের কাজে দড়, তেমনি চেয়ারে বসিয়া ডজন ডজন চিঠি লিখিতেও পটু। কোন কর্ম্মকেই তাহারা লজ্জাজনক মনে করে না। সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে ভদ্রলোকের ছেলে কখনই কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ নহে, সকলের কাছে ইহা প্রমাণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

লাভের জন্য তাহাদের ব্যবসা নয়। দেশের উপকার করা তাহাদের ব্রত। এই স্বার্থত্যাগী যুবকের দল দেশে একটী অনুকরণীয় উদাহরণ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক। যথেষ্ট অর্থ না থাকায় অনেক কিছুই তাহাদের অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহারা এক আবেদন করিয়াছে। দান-গ্রহণে তাহারা ঘৃণা বোধ করে। শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সহ ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের সজ্জন ও ধনী ব্যক্তিদের কাছে তাহারা ঋণপ্রার্থী। আশা করি এই ঋণ দিয়া দেশবাসী তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

ভগবান শুভ চেষ্টাকে সর্ব্বদাই জয়যুক্ত করেন এবং ইহাকেও করিবেন এই আমাদের ভরসা।

১০৭ নং বেনুপাড়াবার ষ্ট্রীট কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীরমানাথ পাল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আর্থিক উন্নতি

অগ্রহায়ণ—১৩৩৫ ৩য় বর্ষ—৮ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের বৃত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনী

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন যেমন নানা দিক্ দিয়া অভূতপূর্ব্ব হইবে, তেমনি অভূতপূর্ব্ব হইবে কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনী। উদ্যোক্তারা যে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতারই কেবল পরিচয় পাওয়া যাইবে না, তাঁহাদের আয়োজনে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠার আগ্রহের এবং সূক্ষ্ম রসানুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যাইবে; শিল্প-প্রদর্শনী বলিতে আমাদের দেশে এতদিন বিশেষ করিয়া শ্রম-শিল্পের প্রদর্শনীই বুঝা যাইত, কিন্তু এবারকার প্রদর্শনী চারু-শিল্পকেও নিজস্ব করিয়া লইবে। দেশের যেখানে যত রকম সুকুমার শিল্প ধ্বংসের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজিও বাঁচিয়া রহিয়া জাতিকে রসের যোগান দিতেছে, তাহা সবই প্রদর্শনীতে স্থান পাইবে। ভারতীয় চিত্র, ভারতীয় সঙ্গীত, ভারতীয় নৃত্য, ভারতীয় ভাস্কর্য্য—নিজের বলিতে যাহাকিছু আছে সকলের সঙ্গেই ভারত-বাসীর যাহাতে পরিচয় হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। পণ্য-শিল্প যে ইহার জন্য কিছুমাত্র উপেক্ষিত হইতেছে, এমন কথা কেহ যেন মনে না করেন। পণ্য-শিল্পের প্রতিষ্ঠার উপর যে জাতির প্রতিষ্ঠা অনেকখানি নির্ভর করে এ কথা উদ্যোক্তারা অবগত আছেন বলিয়া আয়োজনের কোন ত্রুটিই এদিকে রাখিতে চাহেন না।

তারপর আরো একটা নূতন বিষয় এই যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে দেশে যে কর্ম্মচেষ্টা চলিতেছে, জীবনকে সকল রকমে শ্রেষ্ঠ করিতে হইলে যে নিপুণতার প্রয়োজন, তাহাও এই প্রদর্শনীতে দেখান হইবে। দেশের লোকদের অনুরোধ করিতেছি, এই শিল্প-প্রদর্শনী যাহাতে দেশের সর্ব্বপ্রকার শিল্পের পরিচয়ক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারে সকল দিক্ দিয়া তাঁহারা তাহার সহায়তা করুন। (আত্মশক্তি)

পাটকলে মজুর-লড়াই

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শ্রমিক-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ এইরূপ লিখিতেছেন—

বাউড়িয়ার পাটকলসমূহ ১২১ দিন হইল বন্ধ রহিয়াছে। হেড আফিস হইতে মীমাংসার জন্য মিঃ ক্যামেরণ বাউড়িয়ায় আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর পাটকল তিনটির ম্যানেজার হেড্ আফিসকে আশ্বাস দেন যে, নূতন পশ্চিমা লোক আমদানি করিয়া তাঁহারা এক সপ্তাহের মধ্যে কলসমূহে কাজ আরম্ভ করিবেন। তদনুসারে ৭ই নবেম্বর নূতন ও পুরাতন কলসমূহে আবার ভোঁ বাজিয়া উঠিল। ঐ দিন শ্রমিকদের এক ডেপুটেশন মিঃ ক্যামেরণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। তদবধি আলমবাজারের তুলসীবাবু নামে জনৈক ব্যক্তির সাহায্যে আলমবাজার হইতে পশ্চিমা লোক সংগ্রহের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা চলিতে থাকে।

কিন্তু পর্য্যাপ্ত সংখ্যক পশ্চিমা লোক মিলিল না। মাত্র কয়েক শত শ্রমিককে ভুল বুঝাইয়া ও উচ্চ বেতনের লোভ দিয়া আনা হইল। কিন্তু তাহারা আসিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। এবং ফলে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মাহিয়ানা লইয়া গত শুক্র ও শনিবার বাউড়িয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রত্যহই দলে দলে নূতন সংগৃহীত শ্রমিকগণ চলিয়া যাইতেছে। রবিবার রাত্রে বিরাট শ্রমিক সভা হয়। তাহাতে শ্রীযুত ভবেন্দ্রনাথ সে, শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, মিঃ শামসুল হুদা, শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত রাধারমণ মিত্র বক্তৃতা করেন। নূতন পশ্চিমা শ্রমিকদিগকে হিন্দী ভাষায় প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এবং আলমবাজার, শিবপুর, টিটাগড় ও জগদ্দল মিলসমূহের শ্রমিকদের মধ্যেও বহু হিন্দী পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে। ফলে সোমবার প্রাতে বাউড়িয়া নর্থ মিলে একেবারে কাজ হয় নাই;—অন্যান্য মিলেও কাজ ঐরূপ। রবিবার রাত্রে যে সব শ্রমিক আনীত হইয়াছিল, সোমবার প্রাতেই তাহারা কাজ করিতে অসম্মত হয়।

আবার এদিকে কুলী লাইনে কলেরা দেখা দিয়াছে এবং এপর্য্যন্ত দুই জনের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফলে যে কয়জন শ্রমিক আছে তাহারাও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্থানীয় শ্রমিকদের সাহায্য ব্যতীত কাজ চলা অসম্ভব দেখিয়া কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলের নিকট যেসব শ্রমিক বাস করে তাহাদিগকে নানারূপ ভয় দেখাইতেছে। যে সব শ্রমিক বাউড়িয়া হইতে ২।৩ মাইল দূরে বাস করে তাহাদের নিকট কতকগুলি আড়কাটি গিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে, আপোষ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। ঐ সব শ্রমিক দূরে থাকায় জন্য দৈনন্দিন অবস্থা জানে না। সেই হেতু মূলগাছি, বাগনান, হীরাপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া শ্রমিক-নেতাগণ সভা করিতেছেন এবং সেই সব স্থানের শ্রমিকদিগকে বাউড়িয়ার প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছেন। কলের আড়কাটিদের কথায় শ্রমিকগণ যাহাতে প্রতারিত না হয়, তজ্জন্য বিভিন্ন গ্রামে কর্ম্মিদল প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে সোমবার প্রাতে কোন গ্রাম হইতেই কোন বাঙ্গালী শ্রমিক বাউড়িয়ায় আসে নাই।

সকল চাতুরী ব্যর্থ দেখিয়া মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও জমিদার ষড়যন্ত্র করিয়া স্থানীয় শ্রমিকদের, এমন কি স্থানীয় ভদ্রলোকদের জন্য বাজার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন,—স্থানীয় শ্রমিক ও ভদ্রলোকগণ বাজারে কোন জিনিষ কিনিতে পাইতেছে না। ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। এই জন্য বাউড়িয়ার অধিবাসিবৃন্দ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি আবেদন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, হেমন্ত বসু, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাধারমণ মিত্র কি অবস্থা দাঁড়ায় দেখিবার ও তাহার প্রতীকার করিবার জন্য বাউড়িয়ায় অবস্থান করিতেছেন।

সরকারী শিল্প-বিভাগ

সরকারী শিল্প-বিভাগ বাঙ্গালা দেশে ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে কাজ করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ জি,

সি, হস ১৯২৭ সালের ২৩শে মে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সরকারী শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন; তাহার পর হইতে মিঃ এ, টি, ওয়েষ্টন ঐ পদে নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার রসিকলাল দত্ত শিল্প-বিভাগের রাসায়নিক, এ, এন, সেন শিল্প ও কারিগরী বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, এস, সি, মিত্র শিল্প বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার। বি, এম, দাস বাঙ্গালার চামড়া শিল্প বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্প-প্রদর্শন বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন।

কলিকাতার নিকটে গঙ্গানদীর উভয় পারে যে সকল পাটকল আছে তাহাতে আড়াই লক্ষ শ্রমিক কাজ করে; বাঙ্গালার নানাস্থানে যে সকল তাঁতি কাজ করে তাহাদের সংখ্যাও প্রায় আড়াই লক্ষ হইবে।

শিল্পে সাহায্য

মোজা, গেঞ্জী, দেশলাই, কালি, খাম, সীল, সীল করিবার মোম, জুতার পালিস, কসমেটিক, লৌহদ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ার করিয়াও এদেশে বহু যুবক জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। শণের ঘড়ি, গরুর গাড়ীর চাকা, প্রভৃতির মত জিনিষ এখনও বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে বহু পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে; ঐ শিল্প রক্ষার জন্য এখন পর্য্যন্তও কোনরূপ সরকারী সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। কুটীর-শিল্প হিসাবে সাবান প্রস্তুত, গালা পরিষ্কার, মোজা গেঞ্জির রং করা, কাচের উপাদান সংগ্রহ, কাচের উপর রূপালি কাজ প্রভৃতি বিষয়ে রাসায়নিক মহাশয় গবেষণা দ্বারা অনেক শিল্পীর উপকার করিয়াছেন।

সাহায্য-প্রাপ্তগণের তালিকা

শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার বহু শিল্পীকে নানাভাবে সাহায্যদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখ-যোগ্য—

(১) বর্দ্ধমানে ২ শত অশ্বশক্তির এঞ্জিনদ্বারা ৯০ মোড়া ঘানি-যুক্ত একটি তেলের কল চালাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

(২) কলিকাতায় একটি কার্ড-বোর্ড প্রস্তুতের কারখানার কল সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ৫ হস্তর অ্যালকাতরা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি একটি কলিকাতার কারখানায় বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৪) চট্টগ্রামে একজনকে বরফ তৈয়ারীর একটি ছোট কল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৫) কুষ্টিয়ার একটি বরফের কলকে অধিক কার্য্যক্ষম ও উন্নত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৬) পাবনায় একজনের মোজাগেঞ্জির কল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া একটি নূতন কারখানা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহা ছাড়া পাবনার সুকী মিল, জনৈক জিলাবোর্ড চেয়ারম্যানের সীল ট্রাঙ্কের কারখানা, দাদারীপুরের দুধের কারখানা, জলপাইগুড়ি লোহার কারখানা, বাগেরহাট তেলের কল ও খোল পেষাই কল, রং ও মুদ্রণ যন্ত্র, কাচের কারখানার চিমনি বসান প্রভৃতি কার্য্যেও সাহায্য দান করা হইয়াছে।

লিমিটেড্ কোম্পানী

কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত লিমিটেড্ কোম্পানীগুলির সুখ্যাতি অধিক কি কুখ্যাতি অধিক সে বিষয়ে বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অধিকাংশ লিমিটেড্ কোম্পানীর প্রতি যে অংশীদার ও স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রদ্ধা অত্যধিক, তাহা কোম্পানীগুলির ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই বুঝা যায়। উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিকাংশ মহকুমা ও সদরে একাধিক লোন আফিস ও ব্যাঙ্ক বহুদিন ধরিয়া সুপরিচালিত হইতেছে। এগুলির লাভের অঙ্ক নিত্যই বাড়িতেছে। শতকরা পনর টাকা হইতে তিন শত টাকা পর্য্যন্ত ইহারা লভ্যাংশ দিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত জলপাই-গুড়ির চা-বাগান, পাবনার গেঞ্জির কল, মুর্শিদাবাদের সিল্ক ব্যবসায়, বাটান ও বিষ্ণুপুরের পিতলের বাসন পত্র—এসকলেও লিমিটেড্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে উচ্চ লাভে ক্রয় বিক্রয় ও মাল প্রস্তুত হইতেছে। বস্তুতঃ

সাধারণভাবে বলা যায় মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত লিমিটেড কোম্পানীগুলি বাঙ্গালীর ব্যবসার দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বাঙ্গালার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়গুলির মধ্যে শতকরা দশটিও লোপ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। বরং বলা চলে যে, এগুলি প্রতিষ্ঠার অতি অল্পকাল মধ্যেই শতকরা পঁচিশ টাকা ও তদূর্দ্ধ হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারিয়াছে।

(বাঙ্গলার কথা)

ঢাকা রায়ত কনফারেন্স

ঢাকা জেলার ধামরাই থানার অন্তর্গত কুশুরা মধ্য ইংরেজী স্কুল-প্রাঙ্গণে ঢাকা রায়ত কনফারেন্সের ১ম বার্ষিক অধিবেশন গত ৭ই অক্টোবর সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের প্রসিদ্ধ জননায়ক প্রজা-বন্ধু জনাব মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক, এম, এল, সি, সাহেব অনিবার্য্য কারণে আসিতে না পারায় মানিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ মোক্তার মৌলবী আওলাদ হোসেন খাঁ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় হিন্দু-মুসলিম প্রায় পাঁচ হাজার লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

(১) নূতন প্রজাস্বত্ব আইনের জমি-হস্তান্তর সম্পর্কে শতকরা ২০৲ টাকা নজরের প্রতিবাদ (২) অগ্র-ক্রয় বিধানের প্রতিবাদ (৩) ওয়াক্‌ফ, দেবা প্রভৃতি ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জমির হস্তান্তর কালেও জমিদারকে নজর দেওয়ার যে বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ; (৪) ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা এলবার্ট হল সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সমর্থন (৫) যাহাতে আগামী সংস্কার ব্যবস্থায় কাউন্সিলে প্রজাপক্ষের যথেষ্ট প্রতিনিধি যাইতে পারেন, তজ্জন্য সাইমন কমিশনের সদস্যগণকে অনুরোধ (৬) প্রজাপক্ষ-সমর্থনকারী কাউন্সিল-সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান (৭) স্বরাজদল ও প্রজাদ্রোহী কাউন্সিল-সদস্যদের নিন্দা (৮) প্রাথমিক শিক্ষা-বিল সমর্থন, কিন্তু তাহার ট্যাক্স সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(সংগ্রাম)

কলিকাতা বন্দর

কলিকাতা বন্দরের ১৯২৭-২৮ সনের শাসন-বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে যতগুলি জাহাজ মাল আমদানি রপ্তানি করিবার জন্য বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে এবং যে পরিমাণ মাল ওঠে ও ডকে উঠান নামান হইয়াছে এমন আর কোন বৎসর হয় নাই। অর্থোপার্জ্জনের দিক্ দিয়া এই বৎসর ভাল। লাভ দাঁড়াইয়াছে ৩,৩৮,৮২,১২৪ টাকা, খরচ ৩,০২,৪৬,৪০৯ টাকা এবং বৎসরের কাজের শেষে উদ্বৃত্ত ৩৬,৩৫,৭১৫ টাকা।

কিন্তু যদিও অন্যান্য জিনিষের রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু পাটের চালান ৪০,০৭৩ টন কম হইয়াছিল। বার্ম্মা হইতে ১,২০,০০,০০০ গ্যালন কেরোসিন আমদানি হইয়াছে এবং আসাম হইতে আদৌ কেরোসিন আসা হয় নাই। অন্যপক্ষে আমেরিকা হইতে ১ কোটি গ্যালন বেশী, রোশিয়া হইতে ৪০ লক্ষ গ্যালন বেশী, রুশিয়া হইতে ৬০ লক্ষ গ্যালন, এবং পারস্য হইতে ১০ লক্ষ গ্যালন বেশী কেরোসিন আমদানি করা হইয়াছে। বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা হইয়াছিল ১৪১৮ খানি, এবং উহারা মোট মাল বহন করিয়াছিল ৭,৬৮০,০৪০ টন। নদীবক্ষে জাহাজের উপর এসিষ্টাণ্ট হার্ব্বার মাষ্টারের অধীন ১৭ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং খিদিরপুর ডকে ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কিজেরী ডক্ স্কিমের জন্য ১৪১ লক্ষ টাকা, ও খিদিরপুর ডকে ৮০ ফুট লম্বা নূতন লক্ এণ্ট্রান্স তৈয়ার করিবার জন্য আরও ১৮½ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষে এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা আছে।

১৯২৭ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে পাকা হিসাবের খাতায় ব্যালান্সের পরিমাণ ছিল ৭২,৮৭,৭৭০ টাকা, এবং এই বৎসর শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ দিয়া ১৫০লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত টাকা হইতে সমস্ত খরচপত্র বাদে মোট উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ ১,৪৫,৮৭,৫৭,৫০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৮ সনের ৩১শে

মার্চ্চ তারিখে ক্লোজিং বালান্সের পরিমাণ ছিল ৩৬,১১,৯১২ টাকা।

ধর্ম্মঘটের দিক্ দিয়া আলোচ্য বৎসর অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে। এসিষ্টাণ্ট হার্ব্বার মাষ্টারগণ, বোটের মাসিক কুলি, ডক-লস্কর, ডকটাগ্ ইত্যাদির খালাসীগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত পোর্ট ট্রেষ্টের ও টাগ রেক্কিউএর খালাসীগণও ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

দেশীয় পাটকলওয়ালাগণের সঙ্কট

গত পূজার বন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্লাইভ ষ্ট্রীট অকলে রীতিমত ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার পাটকলগুলিতে সপ্তাহে মোট ৫৪ ঘণ্টা কাজ চলিয়া থাকে। মহাযুদ্ধের পর চটকল ও থলিয়ার চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল, সুতরাং চাহিদার চেয়ে বেশী মাল আমদানির ফলে বাজার মন্দা হইয়া পড়িবার আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে সাত বৎসর পূর্ব্বে জুটমিল এসোসিয়েশন উৎপন্ন মালের পরিমাণ কমাইয়া বাজারে বেশ লাভজনক হারে চটের দর স্থিরতর রাখার জন্য তাঁহারা সমস্ত পাটের কলে সপ্তাহে মোট ৫৪ ঘণ্টা কাজ চালাইবার ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে বিধিবদ্ধ করেন। সেই অবধি এই ব্যবস্থা বাহাল আছে এবং ইহার ফল কলওয়ালাগণের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হইয়াছে ও জুটমিল কোম্পানীর অংশীদারগণও ইহাতে বেশ সন্তুষ্ট আছেন। উহারা সকল পক্ষই ইহাতে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। অবশ্য চটকলের মজুরদের ও পাটচাষীদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের অবস্থার জন্য কলের মালিকগণের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই; দিবা ও রাত্রি তাহাদের পক্ষে সমান।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

কিন্তু এতদিন পরে যেন কালের প্রতিশোধ আসিয়া দেখা দিয়াছে বোধ হইতেছে। বাঙ্গলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও রত্নসদৃশ পাটের ফসল জন্মে না। সুতরাং বাঙ্গলার পাটকলের দুয়ারে বসিয়া কলওয়ালা কাঁচামাল পাট নিজেদের ইচ্ছামত সস্তাদরে, অর্থাৎ নামমাত্র মূল্যে কিনিতেছে আর ফলে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবস্থানুসারে চট ও থলিয়া তৈরি করিয়া আমেরিকাতে ও অন্যান্য দেশে বিক্রয় করিয়া বেশ মোটা লাভ করিতেছে,—এই সুন্দর দৃশ্য এদেশের ব্যবসায়ী, মহাজন সকলে দেখিতেছিল। কিন্তু এমন লোভনীয় ব্যাপার রক্তমাংসের মানুষ আর কতদিন শুধু বসিয়া দেখিতে পারে? দুনিয়ার বাণিজ্যক্ষেত্রে এখনকার এই দারুণ প্রতিযোগিতার যুগে এমনধারা প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা বহুকাল ধরিয়া চালানো অবশেষে আর সম্ভব হইল না। জার্ম্মাণি বিদেশীয় জাতিদের মধ্যে বাঙ্গালার পাটের এক বড় খরিদ্দার। জার্ম্মাণিতে পাটের কল আছে। বিলাতে ডাণ্ডী সহরেও পাটের কল আছে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও কয়েকটি কল আছে।

বিদেশীয় প্রতিযোগিতা

এখন বিশেষভাবে জার্ম্মাণিতে ও ডাণ্ডীতে বাঙ্গালার চটকলের প্রচুর লাভ দেখিয়া সেখানকার কলওয়ালারা তাহাদের কলে যাহাতে বর্ত্তমানের চেয়ে আরও ঢের বেশী মাল উৎপন্ন হয় সেইমত ব্যবস্থা করিয়া চট ও থলিয়া বুনিবার তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাঙ্গালাদেশেও গত ৮।১০ মাসের মধ্যে ৫।৬টী নূতন চটকল স্থাপনের যোগাড় চলিতেছে। এই নূতন কলের মধ্যে ইলারাস্ কোম্পানীর পরিচালিত আগড়পাড়া মিলে ইতিমধ্যেই মাল তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই নূতন পাটের কলের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, মুসলমান ও ইহুদি, এই কয় সম্প্রদায়ের লোক আছে। এদেশে ও বিদেশে চট ও থলিয়া তৈয়ারী করিয়া চটকলের অধুনাপ্রসিদ্ধ মোটা লাভের ভাগীদার হইবার জন্য এই সব নূতন আয়োজন ও প্রতিষ্ঠানের বহর দেখিয়া বাঙ্গালার পুরাণা কলওয়ালাগণ প্রমাদ গণিল। তাহারা ভাবিয়া দেখিল যে উদ্দেশ্যে ৭ বৎসর আগে তাহারা মালের আমদানি কমাইয়া বাজার-দর স্থির রাখার জন্য কল-চালানোর সময় কমাইয়াছিল, এখন তাহাদের খাসমহলে কতকগুলি অনাহূত আগন্তুকের দৌরাত্ম্যে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে চলিল। এখন এই

সব নবাগত প্রতিযোগীদের উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া জব্দ করার উপায় কি ?

৬০ ঘণ্টা কল চালাও

বাঙ্গলার চটকলগুলি প্রায় সবগুই বিদেশীদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এই সব কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয় বড় সাহেবদের মধ্যে অনেকে বিলাতে থাকেন এবং সেখানেও এখানকার কোম্পানীদের আফিস আছে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বিলাতের আফিসের অধিকাংশ কর্তাগণ সেখানে সভায় মিলিত হইয়া এখানকার কলে ৫৪ ঘণ্টার চেয়ে বেশী সময় কাজ চালাইয়া আরও বেশী মাল তৈয়ারী করার ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতার আফিসের কর্তাদের অনুরোধ করেন। তদনুসারে স্থানীয় জুট মিল এসোসিয়েশন এই বিষয় স্থির করার জন্য তাঁহাদের সভায় একটী বিশেষ অধিবেশন ৬ই নবেম্বর তারিখে ধার্য্য করেন। এই কল চালানোর সময় বৃদ্ধি করার সংবাদ ১৭ই অক্টোবর বাজারে প্রচার হওয়ামাত্র চট থলিয়ার বাজার ও জুট শেয়ারের দর কমিয়া যায়। পাটের চাহিদা বেশী হইবে বলিয়া পাটের দর তখন কিছু বাড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু পরে তাহা স্থায়ী হয় নাই। সেই দিন হইতে পাট, চট, থলিয়া, ও জুট মিল শেয়ারের ব্যবসায়ী, দালাল, ফড়িয়া ও অংশীদারগণ সকলেই বিষম দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়াছেন। বাঙ্গালার এই বিশাল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-ভুক্ত কেহই এবারে আরাম করিয়া পূজার ছুটি উপভোগ করিতে পারেন নাই। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন।

মিল কর্তৃপক্ষের সভা

সংপ্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের প্রাসাদে জুট মিলের কর্তাদের সভার এক বিশেষ বৈঠক বসিয়াছিল। মহাজন, ব্যাপারী ও দালালের উৎকণ্ঠা চরমে উঠিয়াছিল। ক্লাইভষ্ট্রীটে, ফুটপাথে, সভাগৃহের বারান্দায়, আশেপাশে মারেঙ্গারীর, বেহারদের ও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর খুব ভিড় হইয়াছিল। সকলেই বাঙ্গালার পাট, ও বিশেষ জুটের ব্যবসায়ের বিদেশীয় কর্তাগণ সভায় কি স্থির করেন, বাঙ্গালার ভাগ্য কোন দিকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ইহা জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পুরা দুই ঘণ্টা সভায় আলোচনা চলিয়াছিল। বেলা ৪টার পরেই সভা শেষ হইলে জানা গেল যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আগামী বৎসরে ১লা জুলাই হইতে তাঁহাদের সমিতির অধীন কলগুলিতে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালানো হইবে। কলওয়ালাদের মধ্যে ইঙ্গকেপ ও বার্কমায়ার কোম্পানীদ্বয়ের বড় কর্তা "হোমে" (বিলাতে) থাকেন, এই সময়বৃদ্ধির নূতন সিদ্ধান্ত তাঁহাদের অনুমোদনসাপেক্ষ।

বলা বাহুল্য, সভার এই সিদ্ধান্ত ঐদিনই পৃথিবীময় সকল দেশে তারের খবরে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রায় সকল দেশই বাঙ্গালার চট ও থলিয়ার খরিদ্দার। এই নূতন ব্যবস্থায় পাটের ও চটের বাজার কিরূপ দাঁড়ায় তাহা শীঘ্রই দেখা ও বুঝা যাইবে। তবে পরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা করা যাইবে। আগামী বৎসর ১লা জুলাই হইতে অর্থাৎ আগামী সনের নূতন পাট আমদানির মুখে এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার প্রবর্তন হইলে বর্তমান সনের পাটের দর তেমন চড়িবে না বলিয়াই মনে হয়।

মোটের উপর, ভবিষ্যতে চটকলে বেশী মাল তৈয়ারী করিয়া বাজারে মালের দর কমাইয়া কলওয়ালাগণ নবীন প্রতিযোগীদের লাভের পথে কণ্টক রোপণের যে যোগাড় করিলেন, ইহা আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে লড়াই করিতে হইলে অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া এমন কার্য্যও করিতে হয়, না করিলে হটিয়া গিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ইংরাজ ও স্কচ ব্যবসায়ী সহজে হটিবার পাত্র নয়। বিশেষতঃ বর্তমান স্থলে এখানকার জুট মিল কোম্পানীদের মধ্যে সকলেরই তহবিলে মূলধনের চেয়ে ঢের বেশী টাকা মজুত থাকায় তাহারা মজুত-তহবিলশূন্য নবীন প্রতিযোগীদের গলা টিপিয়া মারিবার জন্য যে মহাসংগ্রামের আয়োজন করিতেছে, সে সংগ্রামের রসদ পূর্ণ হইতে তাহাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। এখন নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যে যে কোম্পানী প্রথম কিছুকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও

সংগ্রাম-ক্ষেত্রে খাড়া থাকিয়া লড়িতে পারিবে, তাহাদের টিঁকিবার আশা করা যায়। আর এক কথা এই যে, মালের আমদানি যে পরিমাণে বাড়িবে সে অনুপাতে চাহিদা ঐ সময়ের মধ্যে না বাড়িলে সকলকেই লোকসান দিতে হইবে। অনেক মাল অবিক্রীত হইয়া মজুত থাকিয়া গুদামে পচিবে। তখন দর খুব কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। নূতন কোম্পানীদের খরচা পোষাইয়া লওয়া সুকঠিন হইবে। এইরূপে ক্রমাগত লোকসানের প্রচণ্ড আঘাতে যাহাতে নবীন প্রতিযোগিবৃন্দ আঁতুড় ঘরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাই এক্যবদ্ধ ব্যবসায়ীদের এই নূতন ব্যবস্থার একমাত্র অভিসন্ধি।

শ্রীহাটুরিয়া (বাঙ্গলার কথা)

বরিশালে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন

পটুয়াখালির অন্তর্গত মীর্জ্জাগঞ্জ থানার এলাকাধীন দেউলী ইউনিয়নের লোকেরা উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের বর্দ্ধিত ট্যাক্স দিবে না বলিয়া সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। ইহারা শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে তাহাদের নেতৃত্ব করিতে অনুরোধ করে।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন কয়েকটি ইউনিয়নে ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। বরিশালের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রাণ্ডি অবশেষে লোকমতের বিরুদ্ধে ঐ সব স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

দেউলীর লোকদিগকে বলা হইয়াছিল যে, ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইলে তথায় নূতন নূতন স্কুল এবং রাস্তা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তেমন কোন কিছু না হইতে দেখিয়া তাহারা স্থির করিয়াছে যে তাহারা বর্দ্ধিত ট্যাক্স দিবে না।

সতীন বাবু দেউলীর লোকদিগকে অহিংস থাকিয়া বিধিবিহিতভাবে আন্দোলন চালাইতে বলেন। হিন্দু-মুসলমানে এমন প্রীতির ভাবের পরিচয় পাইয়া সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে; মুসলমানেরা আবশ্যক হইলে সতীন বাবু এবং অপরাপর হিন্দু নেতাদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে ইতস্তত করিতেছে না। (ঐ প্রেস)

৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দান

শ্রীরামপুরের সুবর্ণবণিক্ সমাজের বাবু মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি নিম্নলিখিত সৎকার্য্যে দানের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন :—

কলিকাতা,হুগলী এবং চুঁচুড়ার ঃঃস্থ সুবর্ণবণিক্ পরিবারসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পত্নী প্রেমবতী দাসীর নামে ১,১০,০০০ টাকার এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড করিবার জন্য। কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে বিশ্বেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড নামে শিশুদের বিনা পয়সায় শুশ্রূষার নিমিত্ত একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৫০০০৲। শ্রীরামপুর হাঁসপাতালে একটি দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার জন্য ৫০০০০৲। এই বিভাগটি দাতার নামে হইবে। কারমাইকেল কলেজে শিক্ষা-লাভের নিমিত্ত সুবর্ণবণিক্ সমাজের ছাত্রদের স্কলারশিপের জন্য ২০০০০ টাকা। এই বিভাগটি দাতার মাতার নামে হইবে। সুবর্ণবণিক্ ছাত্রদের স্কলারশিপের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি ফণ্ড নামে একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০০০। হুগলী জেলায় নলকূপ খননের জন্য ১০,০০০ টাকা। কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কয়েকটী রোগীর বিনা পয়সায় শুশ্রূষার 'বেড' করিবার জন্য ১০,০০০ টাকা। ২৪ পরগণার অন্তর্গত যাদবপুরে চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়াল স্যানাটোরিয়ামে যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষার জন্য ১০,০০০ টাকা। শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ২০০০ টাকা। ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়ের জন্য ২,২০,০০০ টাকা। এবং শ্রীরামপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০ টাকা। বাঙ্গালা সরকারের এডজুটেণ্ট জেনারেলকে এই সব এণ্ডাউমেণ্টের ট্রাষ্টি ও করা হইয়াছে। হুগলী জেলায় এত বড় দান আর নাই। (এ, পি)

ভারতে কয়লা উৎপাদন

শ্রীযুক্ত এম, আর, আর সিমসন, ভারতের খনিসমূহের চিফ ইনস্পেক্টর মহোদয় ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপাদন করা হইয়াছে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানে ঐ তালিকা দেওয়া হইল :—

উৎপাদন-হার

প্রদেশ	১৯২৭	১৯২৬
আসাম	৩২২,৪১৭ টন	৩০০,৫০৬ টন
বেলুচিস্থান	৮,৯৪৫ ,,	৯,১৩১ ,,
বাংলা	৫৫৪,৯৯০ ,,	৫,১০৭,৬৬৮ ,,
বিহার-উড়িষ্যা	১৪,৪৯৩,০৬২ ,,	১৩,৯৪২,৪০৪ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৬৬৯,৭৪৮ ,,	৬৩৫,২৫২ ,,
পাঞ্জাব	৬২,৭০৪ ,,	৬৮,০৪৩ ,,
মোট	২১,১০৮,৯৭৬ ,,	২০,০৯৩,০৪২ ,,

ওপ্‌নিং ষ্টক বা মজুত

প্রদেশ	১৯২৭	১৯২৬
আসাম	৪৩ টন	— টন
বেলুচিস্থান	২,০৫৭ ,,	২,৩১১ ,,
বাংলা	৪৫২,০৭৮ ,,	৪৬১,৯৩২ ,,
বিহার-উড়িষ্যা	১৯৭০,০৪০ ,,	২,১৫৪,৮৮০
মধ্যপ্রদেশ	৩০,৬৪৭ ,,	৩০,৮৩৯ ,,
পাঞ্জাব	৩৯৪১ ,,	২,১০০ ,,
মোট	২১৬১,৮০৬ ,,	২,৬৬০,০৬২ ,,

ক্লোজিং ষ্টক

প্রদেশ	১৯২৭	১৯২৬
আসাম	১২৫ টন	৪৩ টন
বেলুচিস্থান	১৫৪৫ ,,	২০৫৭ ,,
বাংলা	৩৭৮,১৫৭ ,,	৪৫০,২৪৯ ,,
বিহার-উড়িষ্যা	১৩৭৮,৭২৮ ,,	১,৭১৪,১০৮ ,,
মধ্যপ্রদেশ	১৮,৫৮৭ ,,	২৭,২৫০ ,,
পাঞ্জাব	১,৭৮৮ ,,	৩,৯৬১ ,,
মোট	১,৭৭৮,৯৩০ ,,	২,২০০,৬২৮ ,,

প্রধান প্রধান কয়লা-খনিসমূহের উৎপাদন-হার

	১৯২৭	১৯২৬
ঝরিয়া	১০,৫৮০,৪৮৭ টন	১০,৩৭৩,৭৩৬ টন
রাণীগঞ্জ	৬,৪৭২,০৩৬ ,,	৬,১২৪,৮৮৪ ,,
বোকারো	১,৭৯০,৪৯৪ ,,	১,৫১৪,০১৮ ,,
কারণপুর	২৬২,০১৪ ,,	১২৩,৮৬৭ ,,
পেঞ্চচ্যালি	৫০৫,৯১৩ ,,	৪১৬,৭০৮ ,,

লয়েড বাঁধ

গত ২৭শে অক্টোবর অপরাহ্নে ভাটগড়ে বোম্বাই লাট নূতন লয়েড বাঁধের উদ্বোধন করিয়াছেন। স্যর জন সাইমন, কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ এবং পুণা, আমেদনগর শোলাপুর প্রভৃতি বহু স্থানের বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। এত বড় বাঁধ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই বাঁধের কালি ২ কোটি ১৫ লক্ষ ঘন ফুট;—দৈর্ঘ্য ৫০৩০ ফুট, উচ্চতা ১৯০ ফুট ; জলের গভীরতা ১৪৩ ফুট ; ঘুরটি ১৭ মাইল, কালি ১৪·৭ বর্গমাইল, জল ধরে ১৫০০০০০ লক্ষ

পালন। বাঁধ নির্ম্মাণে মোট খরচ হইয়াছে ১৭২ লক্ষ টাকা।

লয়েড বাঁধের জল-সেচন ব্যবস্থার ফলে বৎসরে নিম্নলিখিত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে,—আখ ৭,৮০,০০০টন, দাম ১,৯৫ লক্ষ টাকা; অন্যান্য শস্য ৭৬,০০০ টন, দাম ৬০,৮০,০০০ টাকা, তুলা ৪৫০০ গাঁট, দাম ১০,৪০,০০০ টাকা; গুড় ৯১৮৬৩ টন, দাম ৫,৬৪,৯৫,৭৪১ টাকা; সুপারি প্রভৃতি ২০,৯০০ টন, দাম ৫৬,৪৩,০০০ টাকা; এবং ফলমূল ১১০০ একর পরিমাণ জমিতে হইবে, দাম ৫৫০০০ টাকা। মোট উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক মূল্য ৩,২০,২৮,০০০ টাকা।

বাঁধ নির্ম্মাণে ১৫ বৎসর লাগিল। স্যর জন ও লেডী সাইমন, কমিশন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটির সদস্যগণ যথেষ্ট উৎসাহের সহিত বাঁধ পরিদর্শন করেন।

বাঁধ যেমন বড় সে অনুপাতে খরচ খুব কমই হইয়াছে। আসুয়ান বাঁধে ইহার চেয়ে ৩০ লক্ষ ঘনফুট মিস্ত্রির কাজ কম আছে, অথচ ইহার চেয়ে কয়েক লক্ষ টাকা বেশী খরচ পড়িয়াছে। হ্রদ হইতে মাঠের উপর দিয়া জল-নিকাশের জন্য ১০০ ও ১০৬ মাইল দীর্ঘ দুইটি খাল কাটা হইয়াছে। ইহাতে ৮৩৪০০০ একর জমির উপকার হইবে।

এই উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সি, বি, পুলিকে সি, আই, ই, উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

মার্কিণের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য

বিদেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ লক্ষ্য না করিলে দুনিয়ার ব্যবসার বাজারে ভারতের প্রাধান্য কতখানি তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বিদেশী ব্যবসার একটা মোট হিসাব করিলে দুনিয়ার বাণিজ্যপ্রধান প্রথম সাতটী দেশের মধ্যে ভারতের স্থান পাওয়া যায়। বিদেশী বাণিজ্যে বিলাত, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি সব সময়ে উপরে থাকিলেও কানাডা, জাপান এ ব্যাপারে সব সময়ে ভারতের উপরে যাইতে পারে না। বহির্ব্বাণিজ্যে ভারত দুনিয়ার বড় বড় চারিটী দেশের নীচে থাকে। কানাডা ও জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় কখনও কখনও পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে পড়িয়া যায়। অন্তর্ব্বাণিজ্যে দশম স্থান অধিকার করিতে ভারতের বেলজিয়ামের সহিত খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

ভারতের ৩২ কোটি লোকের সাধারণ দরিদ্রতার হিসাবে দুনিয়ার ব্যবসার বাজারে এদেশ যে এত উঁচু স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

দেশের কাঁচা মাল দিয়া বিদেশের প্রস্তুত মালের আমদানি

ভারতের এই রকম ব্যবসার কতকগুলি কারণ আছে। এদেশের কৃষির প্রাধান্য ইহার মধ্যে সব চেয়ে বড় কারণ বলিয়া মনে হয়। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-বিষয়ে আজকাল অনেক কথাই শুনা যায়। এখনও দেশের ৯ ভাগ লোকের উপজীবিকা কৃষি ও গোচারণ, এবং যাহারা পরোক্ষভাবে জমির উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের ধরিলে সম্ভবতঃ দেশের ৯/১০ ভাগ লোককে এদের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে।

এ দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া সম্ভবতই তৈয়ারী মালের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এবং এ সব তৈয়ারী মাল পাইতে হইলে দেশের উৎপন্ন শস্য বিদেশে পাঠান বিশেষ দরকার হইয়া পড়ে, এবং একারণে দেশের দরকারের অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করিতে হয়। এই রূপে দেশের বহির্ব্বাণিজ্য খুব বাড়িয়া যায়।

ভারতের বাণিজ্য-বৃদ্ধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশের স্থান

বাজার সম্বন্ধে দেশবাসীর উদ্যমের জ্ঞান থাকার দরুণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় ইহাদের বিশেষ দক্ষতা থাকায়, বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিশেষতঃ অন্তর্ব্বাণিজ্যে এদেশের স্থান চিরকালই বড় হইয়া আসিতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে জাপান, জার্ম্মাণি, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলির ব্যবসা-সম্বন্ধে ভারতের দিকে নজর পড়িয়াছে। তাহাদের চেষ্টায় কিছু কিছু ফলও দেখা যাইতেছে।

১৯১৩-১৪ সনে ভারতে ১,৮৩০,০০০,০০০ কোটি টাকার মাল বিদেশ থেকে আমদানি হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৬৪·১ ভাগ মাল বিলাত হইতে এদেশে আসে। ঐ সনে ভারতের রপ্তানি মালের মূল্য ২,৪৯০,০০০,০০০ কোটি টাকা। এই মালের মধ্যে বিলাতে যায় শতকরা ২৩·৪ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে ভারতে বিলাতী মালের আমদানির পরিমাণ কমিয়া শতকরা ৪৭·৮ ভাগ দাঁড়ায়, এবং বিলাতে রপ্তানি মালের পরিমাণ শতকরা ২১·৪ ভাগে কমিয়া আসে। ঠিক এই দুই সনের তুলনায় ভারতে জার্মাণ মালের আমদানি শতকরা ৬·১ ভাগ হইতে ৭·৩ ভাগে উঠে। জাপানী মাল শতকরা ২·৬ ভাগ হইতে ৭·১ ভাগে উঠে এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি মালের পরিমাণ শতকরা ২·৬ ভাগ হইতে ৭·১ ভাগে উঠিয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিশিষ্ট জিনিষগুলি ভারতে পাঠায়

ভারতে জাপানের "পিস্‌গুড্‌স্"এর ব্যবসা বেশী চলে। জার্মাণি সস্তা লোহা লক্কড়, ও নিজেদের বিশিষ্ট জিনিষের মধ্যে ঘড়ি এবং বিজলী-সংক্রান্ত জিনিষপত্র এদেশে বেশী চালায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় এদেশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাহারা নিজেদের স্থান নিজেরাই করিয়া লইয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ মোটরগাড়ী, তৈল, টাইপরাইটার এবং আফিস-সংক্রান্ত নানা রকমের ভাল ভাল জিনিষ এদেশে পাঠায়। তাহাদের এ সব জিনিষের ব্যবসা এদেশে বাড়িবার প্রধান কারণ মার্কিণ ব্যবসায়ীদের বিশেষ চেষ্টা। তা ছাড়া ভারত দিন দিন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়াতে, এবং দিন দিন দেশের সাধারণ জীবিকার স্তর বাড়িয়া যাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের মাল এদেশে এত বেশী কাটিতেছে।

ভারতের সহিত মার্কিণের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা

মার্কিণের জিনিষপত্র ভারতে খুব জোর চলে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক দেশে অপরাপর দেশের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়া যায়। ইহাতে দেশে দেশে বিনিময়ে ব্যবসা চালাইবার অনেক সুবিধা ঘটে। ভারতের পাট গালা, চা, কাঁচা চামড়া, তৈয়ারী চামড়া, বীজ, আঠা, প্রভৃতি কাঁচা মাল যুক্তরাষ্ট্রে খুব বেশী পরিমাণে আমদানি হয়। ১৯২৬-২৭ সনে ভারতের এই সমস্ত মাল ৩৪০,০০০,০০০ টাকার যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হয়। ইহাতে সে বৎসর ভারতের মোট রপ্তানির ১১·১ ভাগ মাল যুক্তরাষ্ট্রে যায়। কেবলমাত্র বিলাতে ও জাপানে সে বৎসর ভারতের বেশী মাল রপ্তানি হয়। ভারতের যে যে জিনিষ মার্কিণে রপ্তানি হয়, তাহার বেশীর ভাগ জিনিষই মার্কিণে পাওয়া যায় না এবং সে সমস্ত জিনিষই মার্কিণের ব্যবসার পক্ষে বিশেষ দরকারী। সুতরাং মার্কিণের প্রস্তুত মালের কাজ যত বাড়িবে, ভারতের জিনিষ তত বেশী এদেশে আমদানি করা আবশ্যক হইবে।

ভারতে মার্কিণ মালের চাহিদা-বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্র হইতে সাধারণতঃ মোটর গাড়ী, খনিজ তেল টাইপ রাইটার, যোগ দিবার কল, সৌখিন জিনিষপত্র এবং তুলা এদেশে আমদানি হয়। ১৮২৬-২৭ সনে এই সমস্ত জিনিষ মোট ১৮০,০০০,০০০ টাকার এদেশে আমদানি হয়। ভারতে বিদেশী মালের মোট আমদানির তুলনায় ইহা শতকরা ৭·১ ভাগ। মার্কিণের যে সমস্ত মাল এদেশে আমদানি হয়, তাহার বেশীর ভাগ মূল্যবান ও সৌখিন জিনিষ বলিয়া আরামপ্রিয় ও অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যেই এ সব মালের চাহিদা বেশী। এই সমস্ত লোকের মার্কিণ জিনিষের উপর যত ঝোঁক পড়িবে, এবং এই সমস্ত লোকের সংখ্যা দেশে যত বাড়িবে, এদেশে মার্কিণ জিনিষের তত বেশী কাটতি হইবে।

মার্কিণের বড় বড় ব্যবসাদারেরা, ভারতে কোন্ কোন্ জিনিষের বেশী কাটতি হইতে পারে, এদেশের চাল চলন দেখিয়া সেই সব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সেইমত জিনিষ এদেশে চালান দিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা ব্যবসার অনেকটা উন্নতিও করিয়াছেন। গত দুই বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের দাঁতের মাজন, সোনালি জল প্রভৃতি প্রসাধি

দ্রব্য, কুরের কলা ও কুর, বেতের প্রস্তুত আসবাবপত্র, চশমা, বিজলী-সংক্রান্ত জিনিষ-পত্র প্রভৃতি বিবিধ মাল এদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষের মোট দাম এখনও খুব বেশী উঠিতে পারে নাই। এদেশের লোক যত শিক্ষিত হইতেছে ও অবস্থার যত উন্নতি হইতেছে, তাহাদের জীবিকার স্তরও তত উপরে উঠিয়া যাইতেছে।

দেশের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি

দেশের বড় লোকদের অবস্থা আরও ভাল হইয়া যাইতেছে। আমদানির বেশীর ভাগ জিনিষই গরীবেরা খরিদ করিয়া থাকে, এইবার প্রথম দেশের সেই সব গরীবেরা ঋণমুক্ত হইতেছে। দেশের বড় লোকেরা মোটর গাড়ী প্রভৃতি দামী দামী জিনিষ কিনিয়া থাকেন। আর গরীবেরা ভাল ভাল ঘড়ি, যন্ত্রপাতি, কাপড় চোপড় (বিশেষতঃ মেয়েদের পোষাকের জন্য) এই সব কিনিতেছেন। দেশের চাষীদের আগেকার দিনের মত দুর্দ্দিনের জন্য আর তত নেই, অথবা মাত্র জীবন-ধারণের নিতান্ত উপযোগী কয়েকটী জিনিষ কিনিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হওয়ার দরকার অনুভব করে না।

এইভাবে দেশের চাল বাড়িয়া যাওয়ায় গবর্ণমেণ্টও আজকাল বাজেট বাড়াইয়া দিতেছেন। এবং দেশের বড় বড় কাজে ব্যয় করিবার মত পুঁজি গবর্ণমেণ্ট সহজেই পাইতেছেন। এইরূপে পুঁজি সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট "লয়েড্ ব্যারেজ" নামক দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় একটী খাল-খননের কাজে হাত দিয়াছেন। এই সমস্ত কাজে খুব বেশী পরিমাণে ইস্পাত, মাটিখোড়া কল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার দরকার হয়। বিলাতী কোম্পানীই এই সব মালের বেশীর ভাগের অর্ডার পাইলেও এসব অর্ডারের কিছু কিছু মার্কিণেও গিয়াছে। এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী অর্ডার মার্কিণে যাইবে এইরূপ আশা করা যায়।

এদেশে দেশী ব্যবসাদারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাওয়াতে ভারতে মার্কিণ ব্যবসার অনেক সুবিধা হইয়া যাইতেছে। আমদানি ব্যবসাটা যদিও এখন সমস্ত বিলাতী কোম্পানীর হাতে আছে অনেক দেশী কোম্পানীও এ ব্যবসার মধ্যে ঢুকিতেছে এবং ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বেশ বাড়িয়া যাইতেছে।

সমস্ত বিলাতী মালের আমদানি সাধারণতঃ বিলাতী কোম্পানীর হাতে থাকাতে এই সব দেশী ব্যবসাদারেরা স্বভাবতঃ অন্যান্য দেশের মাল আমদানি করিবার দিকে ঝোঁক দিতেছেন, ফলে মার্কিণ বণিকদেরও ইহাদের কাছে মাল চালান দিবার খুব সুবিধা হইয়া যাইতেছে।

ভারতে রুশিয়ার কাপড়

"মর্ণিং পোষ্ট" পত্রে প্রকাশ যে, রুশিয়ার কার্পাস বস্ত্র ভারতের বাজারে এরূপ দরে বিক্রয় হইতেছে যে, ল্যাঙ্কাশিয়ার তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। এ কারণ ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রব্যবসায়িদিগের বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

জনৈক প্রধান ব্যবসায়ী বলেন যে, ব্যবসায়ীরা অন্য দেশে খরিদ বন্ধ করিতেছে। এরূপ অবস্থা যদি কিছু দিন স্থায়ী হয়, তাহা হইলে রুশিয়া ক্রমে ম্যাঞ্চেষ্টারের ধোয়া লক্কড় সিটিং এবং ছিটের কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিবে।

শুনা যাইতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টারের ভিক্টর যে নামক কাপড়ের কলটি গত দুই বৎসর হইতে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু বিক্রয় হইতেছে না। ইহার মূল্য ৩ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ পাউণ্ড ধার্য্য হইলেও এবং নীলামে চড়াইলেও খরিদ্দার হয় নাই।

আসামে কুলী চালান

যে সমস্ত কুলী-সর্দ্দারগণ বাংলার বাহির ও ভিতর কুলী-সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তারা ১৯২৬ সালে গোয়ালন্দ ঘাটে মোট ৯,৪৬২ জন কুলী আমদানি করিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর এই কুলী-সংখ্যা ছিল ১২,৬৫৮ জন। কাছাড়, সিলেট ও আসামের অন্যান্য কুলী-ঘাটার জেলাগুলির কুলী চালান সম্বন্ধে বার্ষিক বিবরণীতে ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে ৮ জন

পলাইয়া গিয়াছিল, ৩ জন বাগানে যাইতে নারাজ ছিল এবং গোয়ালন্দ আগমনের অল্পকালের মধ্যেই আর তিন জনের মৃত্যু হয়।

সুতরাং মোট ১৭ জন কুলী হস্তচ্যুত হইয়াছিল, পূর্ব্ব-বৎসর হস্তচ্যুত হইয়াছিল ১৫ জন। এর মধ্যে ৫ জন সরিয়া পড়িয়াছিল, ৭ জনকে মুক্তি দান করা হইয়াছিল, ১ জন আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং ২ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। শতকরা হিসাব করিলে গতবৎসর হস্তচ্যুত হইয়াছিল শতকরা ·১৮ জন এবং পূর্ব্ববৎসর হইয়াছিল শতকরা ·১১ জন। মোট ২,৪২৬ জন কুলীকে কুলীধাটান জেলাগুলিতে পাঠান হইয়াছিল। এর মধ্যে আসামে চালান দেওয়া হইয়াছিল ৪,৮৩৯ জন, কাছাড়ে ১,৪০৩ জন ও সিলেটে ৩,১৪৪ জন, পূর্ব্ববৎসর গিয়াছিল আসামে, ৩,১৭২ জন, কাছাড়ে ১,৮৬৮ জন ও সিলেটে ৪,৫৮৫ জন।

মাদ্রাজে নকল চা

বাঙ্গালোরে দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্লান্টারগণের যে কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল তাহাতে তাহারা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুরূপ আইন পাশ করিতে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাহাতে চায়ে ভেজাল মিশ্রিত না হয়, দেশের উৎপন্ন চা-ই হউক আর আমদানি করা চা-ই হউক ও নকল চায়ের বিক্রয় যাহাতে বন্ধ হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্টের বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত।

দেশীয় রাজ্যে চা

দেশীয় রাজ্যে উৎপন্ন চা পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ-শুল্কের জন্য কানাডায় আমদানি হইতে পারিতেছে না। সেইজন্য বাঙ্গালোরের সাউথ ইণ্ডিয়ান প্লান্টার্স কন্‌ফারেন্স যাহাতে এই অন্তরায়টী দূর হয় সেইজন্য একটী প্রতিনিধিমূলক সমিতি কানাডা গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইবার জন্য ভারতগভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে।

আহাম্মদাবাদে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

কিছুদিন যাবৎ স্থানীয় মিলসমূহের মালিকদের সহিত শ্রমিকদের নানা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। উহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সম্মিলিত কমিটি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। সম্প্রতি মিলওয়ালারা ঐ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিলের মালিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা অবগত হইয়া শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ ঠিক করিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট একটী সময়ের মধ্যে যদি প্রত্যেকটী বিষয়ের সুমীমাংসা না হয় তবে শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট করিতে হইবে। যে সমস্ত মিলের মজুরদিগকে প্রহার করা হইয়াছে, তাহা হইতে সকলের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বে ঐ অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে। মিলওয়ালাদের সমিতি হইতে ঠিক করা হইয়াছে যে, মিলের প্রাঙ্গণে শ্রমিক-সঙ্ঘের কোনও কর্ম্মচারী কাহারও নিকট হইতে চাঁদা অথবা আর কিছু আদায় করিতে পারিবে না। সঙ্ঘের প্রতিনিধিবর্গ এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, এই ঘোষণায় সঙ্ঘের ক্ষমতাই অস্বীকার করা হইয়াছে। যে মিলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইবে, সেখান হইতে যেন মজুরেরা মাহিয়ানা গ্রহণ না করে এবং দরকার হইলে যেন ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিতেও তাহারা বিরত না হয়, সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এই উপদেশ সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

কাশ্মীরের রেশমশিল্প

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, কাশ্মীর রাজ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীনগর সিল্ক ফ্যাক্টরী দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে বড়। ইহার ইজ্জত বজায় রাখিবার জন্য সরকার হইতে মাঝে মাঝে বিদেশে রেশম-ওস্তাদগণকে পাঠান হয়। তাঁহারা রেশম-জগতের নয়া নয়া উদ্ভাবন ও আবিষ্কার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেগুলি ঐ রেশম ফ্যাক্টরীতে প্রচলন করেন। শ্রীনগরের রেশম ফ্যাক্টরীটি এইজন্য আধুনিক সব যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে পরিপুষ্ট।

সেরিকালচার বা রেশমই কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান

শিল্প। ১৮৮৯ সনের পূর্ব্বে রেশমশিল্পকে ব্যবসার আকারে দাঁড় করাইবার কোন চেষ্টাই হয় না। ঐ সন হইতে সরকার শিল্পটি নিজেদের হাতে লইয়া ইহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধনে মনোযোগ দেন। পাশুর পদ্ধতিতে বৃহদাকারে রেশম পোকার ডিম উৎপাদনের জন্য ঐ সময় সরকার হইতে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তখন উহা ফলবতী হয় না। ১৮৭৮ সনে রেশমপোকা সমূলে ধ্বংস হয়। ১৮৮৯ সনে পুনরায় ঐ পদ্ধতি অনুসারে রেশম পোকার চাষ আরম্ভ হয়। ১৮৯৬ সনে শিল্পটাকে ব্যবসার আকারে দাঁড় করাইবার মতলব করা হয়। তখন হইতে কাশ্মীর রাজ্যে রেশম শিল্প পাকা গোছ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বড় বড় রেশম-ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে শিল্পটী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯০৪ সনে রেশম শিল্প-কারখানাগুলিতে দুইটি ফিলেচার ছিল এবং এগুলির ১৮৬৪টি রিলিং বেসিনে দৈনিক ৪ হাজার লোক খাটিত। ১৯১৩ সনে ফ্যাক্টরীটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায় এবং যুদ্ধের পর ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

কাশ্মীরের আবহাওয়া রেশম-চাষের পক্ষে সব চাইতে উত্তম। এখানে প্রচুর পরিমাণে মালবেরী গাছ পাওয়া যায়। মালবেরী গাছ কাশ্মীর রাজ্যের সম্পত্তি। রাজাজ্ঞা না পাইলে ইহা কর্ত্তন করা যায় না। ১৯১৪ সন হইতে হাজার হাজার মালবেরীর চারা কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে রোপণ করা হয়।

১৮৯৮ সন হইতে গুটিপোকা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওজন হয়। ঐ সনে ৪১৫ আউন্স ডিম ৪০০ রেশম-চাষীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইহারা ৪৬১ মণ কোকুন উৎপাদন করে। এই সংখ্যা প্রতি সন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০৪ সনে ১১ হাজার রেশম-চাষীর মধ্যে ২৬ হাজার আউন্স ডিম বিতরণ করা হয়। ইহা হইতে ১৬ হাজার মণ কোকুন উৎপাদন করা হয়। ১৯১৪ সন হইতে বর্ত্তমান সন পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি সন ৩৩,২০০ আউন্স ডিমে ৩৩,৩০০ মণ কোকুন উৎপাদন করা হইয়াছে।

১৮৯৮ সন হইতে কোকুন হইতে রেশম সূতা আহরণের কাজও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আরম্ভ করা হয়। ঐ সময় ২১২টি রিলিং বেসিন সমেত দুইটি ফিলেচার স্থাপন করা হয়। ১৯০১ সনে ১৮৬৪ বেসিন সমেত ১০টি ফিলেচার করা হয়। এই সময় গড়ে প্রতি সন ৪০ হাজার পাউণ্ড উত্তম সিল্ক ও ১৭ হাজার পাউণ্ড খারাপ সিল্ক উৎপাদন করা হয়। ১৯০৫ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত প্রতি সন গড়ে ১,৪৫,০০০ পাউণ্ড পয়লা নম্বর সিল্ক ও ৮৮ হাজার পাউণ্ড অপেক্ষাকৃত খারাপ শিল্প উৎপাদন হইত। এই সময় কারখানা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের পর ৩০৪টি রিলিং ও ১৫২টি কুকিং বেসিন লইয়া ৫টি ফিলেচার স্থাপন করা হয়। বর্ত্তমানে উহাতে ৩৫০০ লোক কাজ করিতেছে। গত ছয় বৎসরে গড়ে প্রতি সন ১,১৫,০০০ পাউণ্ড করিয়া পয়লা নম্বর সিল্ক ও লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দোসরা নম্বর সিল্ক প্রস্তুত হইয়াছে। কাশ্মীরের সিল্ক কারখানার যন্ত্রপাতি ইতালিয়ান ও ফরাসী সিল্ক কারখানারই অনুরূপ।

পশম ও নকল রেশম আমদানি

দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমার্শ্যাল ইণ্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্স (বাণিজ্য সংবাদ ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী নির্ণয় বিভাগ) হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত তালিকাতে বৃটিশ ভারতবর্ষে সমুদ্রপথে আমদানি পশমের ও নকল রেশমজাত দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া হইতেছে :—

	১৯২৭ হাজার গজ	
পশমের জিনিষ—		
কোন দেশ হইতে আমদানি		
যুক্তরাজ্য	১১৭৫	১২৫৬
ফ্রান্স	১৮১৭	১৩৫২
অন্যান্য দেশ	১০৩৭	৮৮৮
	৪০২৯	৩৪২৬
	হাজার টাকা	হাজার টাকা
কোন কোন প্রদেশ গ্রহণ করে	১৯২৭	
বাংলা	১১৩৩	

বোম্বাই	২২২১	৩৯৪৭
সিন্ধু	৩৪১০	২৭৮৮
মাদ্রাজ	১৪৮	২০৪
বার্মা	১৪৯৩	৮১৪
মোট	৯২৭৫	৮৭৬৭

নকল রেশমের সূতা কোন দেশ হইতে	১৯২৭ (হাজার পাউণ্ড)	১৯২৮ (হাজার পাউণ্ড)
যুক্তরাজ্য	৮২৫	৭২১
কন্টিনেন্ট	২৩৬০	২৪৪০
অন্যান্য দেশ	৮৩	১০৭
	৩২৮৮	৩২০১

তূলা এবং নকল রেশমজাত কাপড়

দেশের নাম	১৯২৭ হাজার গজ	১৯২৮ হাজার গজ
যুক্তরাজ্য	৩৪০৫	৪৮১০
ইতালি	৩৪৫০	৩০২৪
সুইজারল্যাণ্ড	২৮২১	২৭৪৯
জার্ম্মানি	১২১৪	১১৪৩
অষ্ট্রীয়া	৪৮১	১৬২৩
অন্যান্য দেশ	৬১১	৯০৩
মোট	১১১৮৫	১৮৩০২

পশমের তালিকা দেখিয়া বুঝা যায় যে, বোম্বাই ও করাচী (সিন্ধু) আমদানি মালের মোটা অংশ গ্রহণ করে। কলিকাতার (বেঙ্গল) স্থান তৃতীয়; রেঙ্গুন (বার্মা) চতুর্থ এবং মাদ্রাজ সর্ব্বনিম্ন। কলিকাতা বন্দর হিসাবে কেবল বাংলারই অভাব মোচন করে না। কলিকাতা, আসাম, বিহার উড়িষ্যা ও নেপাল, ভুটান, সিকিম, তিব্বত প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী সীমান্তস্থিত আড্ডাগুলিতেও মাল যোগাইয়া থাকে। মাদ্রাজ মাল যোগায় দক্ষিণাপথের। দাক্ষিণাত্যের আবহাওয়া সারা বৎসর ধরিয়াই গরম থাকে। অবশ্য পাহাড়-অঞ্চলের উচ্চভূমিতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম রহিয়াছে।

নকল রেশমের সূতা বিভাগে ১৯২৮ সনের মোট আমদানি গত বৎসর এই সময় পর্য্যন্ত মোট আমদানির চেয়ে কিছু কম। কন্টিনেন্ট এই বিষয়ে অত্যধিক মাল যোগাইয়াছে। ১৯২৭ সনে ইতালির অংশ শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী। ইতালির প্রেরিত মাল গত বৎসর ছিল ১৭,৩৫,০০০ পাউণ্ড; কিন্তু এ বৎসর কমিয়া গিয়া ১৪,০৯,০০০ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের ভিতর প্রতিবারই যুক্তরাজ্য দ্বিতীয় স্থান বজায় রাখিয়াছে।

নকল রেশমের সহিত মিশ্রিত তূলাজাত কাপড়চোপড়ের আমদানি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে ইতালী অগ্রণী, যুক্তরাজ্যের স্থান ইতালীর পরেই। সম্ভবতঃ মালের পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অমৃতসর, দিল্লী, কানপুরের মত বড় বড় বিক্রয়-কেন্দ্রসমূহে প্রকাশ যে, অনেক মাল জমা হইয়া পড়িয়া আছে। মাল-পত্র যারা গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা চাহিদা কম বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে শুনা যাইতেছে। চাহিদা কমতির কারণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৃষ্টির অভাব।

কলিকাতায় তূলাজাত, পশম ও রেশমজাত দ্রব্যের পাইকারী বিক্রয়ের ইংরেজ নাবার ইণ্ডিয়ান ট্রেড-জার্ণাল হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল :—

১৮১৪ সালের জুলাইয়ের শেষভাগ } ——→১০০

		তূলা	পশম ও রেশম
১৯২০	বাৎসরিক গড়	৩২৪	১৬২
১৯২৫		২১০	১৩২
১৯২৬		১৭৩	১১৯
১৯২৭	„	১৪৯	১২৬
১৯২৭	ডিসেম্বর	১৫৩	১২৪
১৯২৮	জানুয়ারি	১৫৮	১৩১
১৯২৮	জুন	১৬১	১৪৭
১৯২৮	জুলাই	১৬২	১৪৪

জাপানে স্বদেশী আন্দোলন

আমেরিকান ইমিগ্রেশান্ আইন পাশ হইবার পর জাপানে স্বদেশ-প্রেমের খাতিরে "জাপানে প্রস্তুত" জিনিষ ক্রয় করিবার হুজুগ পড়িয়া যায়। এখন ইহার প্রাথমিক উদ্দীপনাময় অবস্থা কাটিয়া গিয়া যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ইহার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত জাপানী কারখানার মালিকগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রথম প্রথম জাপানে প্রস্তুত এই একমাত্র কারণেও ইহাদ্বারা জাপানের উন্নতি হইবে এই ধারণায় জাপানী জিনিষ ক্রয় করা হইত।

তৎকালীন শিল্প-বাণিজ্য-সচিবের নিকট এই স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনের জন্য আবেদন করা হয়। ইহার উত্তরে তিনি বিজ্ঞভাবে বলিয়াছেন, জাপানী কারখানার মালিকগণের কারখানার অবস্থার উন্নতি করার দরকার। এইরূপ করিলে তাহারা কেবলমাত্র জাপানবাসীর স্বদেশ-প্রীতির উপর নির্ভর না করিয়া আপন কৃতিত্বের জোরেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পুরাতন পশমী কাপড়ের সূতা দ্বারা তৈরি পশমের কাপড় অল্প দামেই মিলে; কিন্তু এরূপ কাপড় বিদেশী পশমী কাপড় জীর্ণ দশায় পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ সস্তায় মাল কেনা কি জাপানী প্রজা, কি জাপান সাম্রাজ্য কাহারও পক্ষেই অর্থ-নৈতিক হিসাবে মঙ্গলজনক নয়।

এই জাপানী স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে। ইতিমধ্যে জাপানের জন-সাধারণ ও শিল্প নায়কগণ জাপানী সচিবের এই মতবাদের সত্যতা নিরূপণে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে এই আন্দোলন শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এখন সকলের মুখে এই বাণী উচ্চারিত হইতেছে—জাপানে প্রস্তুত জিনিষের উন্নতিসাধন কর। কার্য্যের গতিও ঐ পথে চলিতেছে।

বিলাত হইতে কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি

এই বৎসরের মে মাসে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮ শত ৩০ বর্গ গজ (মূল্য ৭৪০, ১৮৭ পাউণ্ড) কৃত্রিম রেশম ও সূতার মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি হয়। ইহা গত বৎসরের মে মাসের তুলনায় প্রায় ১½ গুণ বেশী এবং এই বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় প্রায় ২ গুণ বেশী। এই বৎসরের প্রথম ৫ মাসে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ১ শত ১৫ বর্গ গজ (মূল্য—২, ৭৪৫, ৬২৩ পাউণ্ড) রপ্তানি হয়; ইহা ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের প্রথম ৫ মাসের রপ্তানির যথাক্রমে প্রায় ২ গুণ ও ১½ গুণ বেশী। এই বৎসরের মে মাসে ভারতে পাঠান হয় ২৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত ৮৯ বর্গ গজ; ইহা গত বৎসরের মে মাসের রপ্তানির ৩ গুণের উপর এবং এই বৎসরের এপ্রিলের রপ্তানির ২ গুণের উপর।

এই বৎসরের মে মাসে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮ শত ৪৩ বর্গ গজ (মূল্য—২৮, ৯২৬ পাউণ্ড) কৃত্রিম রেশম ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানি হইয়াছে—ইহা গত বৎসরের মে মাসের তুলনায় ২½ গুণের কিছু অল্প এবং এই বৎসরের এপ্রিল মাসের রপ্তানির প্রায় ২ গুণ। এই বৎসরের প্রথম ৫ মাসের রপ্তানি (১৩ লক্ষ ৯২ হাজার

৪ পত্র ৭৪ বর্ণগ্রন্থ ; মূল্য—২১৫, ৫১৬ পাউণ্ড)। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের প্রথম ৫ মাসের তুলনায় যথাক্রমে প্রায় ২½ গুণ ও ২ গুণ বেশী।

গত বৎসর যে মাসে কৃত্রিম রেশমের মিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রের রপ্তানির ৬৫ গুণের উপর ছিল, এই বৎসরের সে মাসেও ৬৫ গুণের উপরই আছে।

গত বৎসরের প্রথম ৫ মাসে প্রথম প্রকার বস্ত্রের রপ্তানি দ্বিতীয় প্রকার বস্ত্রের রপ্তানির ৩৮ গুণের উপর ছিল, কিন্তু এই বৎসরের প্রথম ৫ মাসে ইহা ৩১ গুণের কিছু বেশী।

কোন্ দেশ কত চা খায় ?

১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে ৪৬টী দেশের প্রত্যেকে কত পরিমাণে চা আমদানি করিয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ভারত, আভা ও সিংহল—জগতের এই তিন স্থানেই কেবল চা উৎপন্ন হয় এবং এই তিন স্থান হইতেই নিম্নলিখিত দেশগুলাতে রপ্তানি করা হয়। সুতরাং নিম্নলিখিত দেশগুলীর বার্ষিক চা খাওয়ার পরিমাণ তাহাদের বার্ষিক আমদানিরই প্রায় সমান মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বার্ষিক আমদানির পরিমাণ

	১৯২৭	১৯২৬
	পাউণ্ড	পাউণ্ড
গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড	৪১৮,১৫২,৫৫২	৪০৮,৮০৬,৮৭১
আইরিশ ফ্রি ষ্টেট্	২৩,৭৬৭,০৪৫	২৩,৫২৬,২৮১
অষ্ট্রেলিয়া	৪৯,৬৭২,০০০	৪৬,৯৫০,০০০
নিউজিলাণ্ড	১০,৮২৭,৩৮১	১০,৮৬৩,৫৫৬
দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান	১১,৮১২,০৭২	১০,৩০৩,১৩২
দক্ষিণ রোডিসিয়া	৪৯৮,৩৫৫	৪৪৮,১৯৪
কানাডা	৩৮,১১৬,৮২৭	৩৭,৬২৯,৬৫২
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড	১,৩০০,০০০	১,২৯০,৪০১
নাইজিরিয়া	১৮৪,০০০	১৩৩,৫৫৩
গোল্ড কোষ্ট	৬১,২০০	৫৩,৮৭২
কেনিয়া	৮২৫,৬০০	৭৭২,৯১২
জাঞ্জিবার	২২২,৫০০	২২১,৪০৪
টাঙ্গানিকা	২৩৭,১০৪	১৬৯,৯০৪
সাইপ্রাস	২৬,২৯১	২৫,১৯৪
গ্যাম্বিয়া	৭১,৮৭৬	৩০,৬২০
ব্রিটিশ মালয়	৯,৫৪৮,৩৬৬	৯,৬৬৪,৮০৯
ইরাক্	৫,৬০০,০০০	৫,৩০০,০০০
ফ্রান্স	২,৯৭৪,৯১৮	৩,৪৬২,৩৫৯
জার্ম্মানি	১১,৪০৯,৩৬১	১০,১১৫,৬৮৯
বেলজিয়াম	৫৬১,২৯৭	৫১৫,৩৮১
ডেন্মার্ক	১,২৫৯,৭২১	১,৩০০,৪২৭
ফিন্‌ল্যাণ্ড	৩২৩,৬৭৪	৩২০,৫৯০
গ্রীস	৬৭০,৯০৬	৫৮২,৬৭১
হল্যাণ্ড	২২,৪৫৩,০০০	২১,১৫৩,০০০
ইতালি	৩৬০,৮৯৭	৪৮৭,৮৮৩
ল্যাটভিয়া	২৩৩,৬৯০	২৫৩,৩০০
এষ্টোনিয়া	১৮২,৯৮৪	২০৭,০৪৩
নরওয়ে	৪০৪,৩৪৫	৩৬৭,৫৭৭
পোল্যাণ্ড	৪,৬২০,২২৭	৩,৯৩৭,০১৫
সুইডেন	৭৯৭,৫৪২	৭২৭,৫৯৪
স্পেন	৩৭২,১৪০	৩৪৯,২১২
সুইজারল্যাণ্ড	১,৪০৩,৭২৩	১,৩৯৭,৩৪৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	১,৪৫৫,০৫১	১,৪৩৯,৬১৮
অষ্ট্রীয়া	১,০৭১,০৩৩	১,২৩০,৬২০
হাঙ্গেরী	৮৮৩,৮৩৩	৬২৩,০২৬
রুশিয়া (ইয়োরোপীয়)	৩৫,৭৯৪,৪৫০	৩১,৭৬৮,৬০৭
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৮৮,৫১৮,৬৯৬	৯৫,৯২৬,৩৭৭
ব্রেজিল	৫০০,০০০	৫১৫,০৪৮
আর্জ্জেন্টিনা	৪,১০১,০৯৬	২,৭৩৯,৫১৪
চিলি	৫,৪১০,০০০	৪,৪৩০,১৪৭
পেরু	১,৭০০,০০০	১,৯৪৫,২৪৯
আলজিরিয়া	১,৭০২,৪৭০	২,১২১,০৬৭
টিউনিস্	২,৮৩৪,০০০	২,৭০৬,৯৫৪

মিশর	৮,৫৯৫,৫৬৭	৯,৪০৭,১৪৪
মরক্কো	১১,০০০,০০০	১১,১৮,৬৭২
পারস্য	১২,০০০,০০০	১২,৩৪১,৬১৭
	৭১২,৩৪৮,৫০০	৭৭৮,৬৪০,৮৩৯

দেখা যাইতেছে, ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে মোট ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭ হাজার ৬ শত ৬৮ পাউণ্ডের আমদানি বাড়িয়াছে। ১৪টী দেশের (নিউ জিল্যাণ্ড, ব্রিটিশ মালয়, ফ্রান্স, ডেন্মার্ক, ইতালি, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, অষ্ট্রিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বেল্জিয়ম, আলজিরিয়া, টিউনিস, মরক্কো, পারস্য) আমদানি ১৯২৬ সনের তুলনায় কমিয়াছে, বাকী ৩২টী দেশের আমদানি বাড়িয়াছে।

১৯২৬ সনের অঙ্কগুলা আলোচনা করিলে ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী চা আমদানি করিয়াছে এইরূপ দেশগুলার স্থাননির্দ্দেশ নিম্নরূপ হইবে :—

১ম—গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড
২য়—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র
৩য়—অষ্ট্রেলিয়া
৪র্থ—কানাডা
৫ম—রুশিয়া
৬ষ্ঠ—আইরিশ ফ্রি ষ্টেট্
৭ম—হল্যাণ্ড
৮ম—পারস্য
৯ম—মরক্কো
১০ম—নিউজিল্যাণ্ড
১১শ—দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান
১২শ—জার্ম্মাণি

১৯২৭ সনেও ঠিক এই ১২টী দেশই ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী চা আমদানি করিয়াছে; প্রথম ৮টী দেশের স্থানও ১৯২৬ সনের মতই আছে। বাকী ৪টী দেশের স্থান বদলাইয়াছে—মরক্কো ও নিউজিল্যাণ্ড ৯ম ও ১০ম স্থান হইতে যথাক্রমে ১১শ ও ১২শ স্থানে নামিয়াছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান ও জার্ম্মাণি ১১শ ও ১২শ স্থান হইতে যথাক্রমে ৯ম ও ১০ম স্থানে উঠিয়াছে।

দুই বৎসরই বিলাত (উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সুদ্ধ) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯২৭ সনে বিলাত (উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সুদ্ধ) ফ্রান্সের ১৩৯, জার্ম্মাণির ৩৮ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৪ গুণ বেশী আমদানি করিয়াছে। জগতে ইংরেজই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় চা-খোর ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

কানাডায় প্ল্যাটিনাম

প্ল্যাটিনাম ও প্ল্যাটিনাম জাতীয় অন্যান্য ধাতু উৎপাদনে রুশিয়া প্রথম, কলম্বিয়া সাধারণতন্ত্র দ্বিতীয় এবং কানাডা তৃতীয়। ১৯২৭ সনে কানাডা ৭১৫,৬৫৩ ডলার মূল্যের ১১,২১৭ ফাইন্ আউন্স প্ল্যাটিনাম উৎপন্ন করে; ১৯২৬ সনে ৯২৩,৬০৭ ডলার মূল্যের ৯৫২১ ফাইন আউন্স উৎপন্ন করিয়াছিল। ১৯২৭ সনে ৫৫৪,১৯০ ডলার মূল্যের ১১৪৪৫ ফাইন আউন্স প্যালডিয়াম্, রেডিয়াম্ প্রভৃতি ধাতু উৎপন্ন করে; ১৯২৬ সনে ৬৪০,১৭৮ ডলার মূল্যের ১০,০২৪ ফাইন আউন্স উৎপন্ন করিয়াছিল।

বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য মার্কিণ গভর্মেণ্টের প্রচেষ্টা

মার্কিণ গভর্মেণ্টের "বিউরো অব্ ফরেন্ অ্যাণ্ড ডোমেষ্টিক্ কমার্স" দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে।

১৯২৭ সনে এই বিউরো যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাদারদের ১০ কোটি পাউণ্ড বেশী লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। অথচ এইজন্য বিউরোর খরচ পড়িয়াছিল মাত্র ৩২ লক্ষ ৩৬ ডলার। মোট ২৫ লক্ষ অর্ডার যোগাড় করা হইয়াছিল; ১৯২৬ ও ১৯২২ সনের অর্ডারের সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ২৫ ও ৫ ভাগ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের বাহির হইতে অর্ডার যোগাড় করিবার জন্য বার্লিন, বুনাস আয়ার্স, মেলবোর্ণ, ম্যাড্রিড প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে বিউরোর স্থায়ী আফিস আছে। কয়েকটী বিশেষ বিশেষ পণ্যের (যেমন মোটরের জিনিষপত্র, জুতা প্রভৃতি) অর্ডার যোগাড় করিবার জন্য ২৭ জন বিশেষ প্রতিনিধিও বাহাল আছে। যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে ২৩টী বহির্ব্বাণিজ্যের

'সাভিস ষ্টেশনও' খোলা হইয়াছে। বিউরো বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য কি কাজ করিতেছে ও করিতে পারে তাহা ব্যবসাদার ও উৎপাদনকারীদের নজরে আনিবার জন্য প্রত্যেক সাভিস ষ্টেশন বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সভার আয়োজন করিয়া থাকে।

অন্তর্ব্বাণিজ্য-বিষয়ে বিউরোর প্রধান কাজ হইতেছে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে অপচয় নিবারণ করা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবৎসর ১৬০০ কোটি পাউণ্ডের অন্তর্ব্বাণিজ্য হইয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রণালী অবলম্বন করিলে ১৬০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের (শতকরা ১০ ভাগ) অন্তর্ব্বাণিজ্য আরও বাড়িতে পারে। ক্রয়বিক্রয়ের অপচয়-নিবারণের উপায়গুলা বাহির করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সমস্ত বাজার লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা করা হইতেছে। ফিলাডেলফিয়া বিভাগের খাদ্যের সম্বন্ধে গবেষণা ইতিমধ্যে বাহির হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের ষ্টেটগুলার বাজার সম্বন্ধে গবেষণা শীঘ্র বাহির হইবে। দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ ও মিসিসিপি উপত্যকার বাজারগুলা লইয়া এখন গবেষণা চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানেও যাহাতে এইরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা পরিচালিত হয় তাহার জন্য বিউরোর নিকট অনুরোধ আসিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার মাখন পনিরের জাহাজভাড়া কমান

অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্টের সহিত যে সকল বিলাতী জাহাজ কোম্পানী অষ্ট্রেলিয়া আর বিলাতের মধ্যে জাহাজ চালাইয়া থাকে তাহাদের একটা চুক্তি হইয়াছে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ মাখন ও পনির জাহাজ কোম্পানীগুলা বহিবার জন্য দেওয়া হইবে তাহা যদি ৩০,০০০ টনের কম না হয় তাহা হইলে ঐ চুক্তি অনুসারে মোট ভাড়া হইতে শতকরা ২½ ভাগ ভাড়া রদ দেওয়া হইবে। আগামী বৎসরে খুব সম্ভব ৩১,০০০ টন পাঠাইবার আবশ্যক হইবে। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার চাষীরা এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে এইরূপ আশা আছে।

অষ্ট্রেলিয়ার বিবিধ পেনশান ও তাহার সংখ্যা

অষ্ট্রেলিয়ার 'কমনওয়েল্থ গভর্ণমেণ্ট' কতগুলি পেনশান ও ভাতা দিয়া থাকে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলা হইতে জানা যাইবে :—

সদর পেনশান—এই বৎসরের ২৭শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ২৬৪,৯৭০গুলা পেনশান দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐ তারিখে ঠিক অতগুলা পেনশানই দেওয়া চলিতেছিল। ইহার জন্য মোট বার্ষিক খরচ পড়িবে ৭,৪৫৪,৮৬০ পাউণ্ড।

১৯২৭ সনের ২৯শে এপ্রিল ২৫৮,৮০২ গুলা পেনশান দেওয়া চলিতেছিল; ইহার জন্য বার্ষিক খরচ হইয়াছিল—৭,০৫৩,০১৪ পাউণ্ড।

বার্দ্ধক্য পেনশান—২০শে এপ্রিল (১৯২৮) পাউণ্ড ৩০২,৩০৪গুলা বার্দ্ধক্য-পেনশান দেওয়া হইয়াছিল; পেনশান-প্রাপ্তদের মধ্যে ১৪১,১৪৩ জন মারা যায়, ৩০,৫৬৩ জনের পেনশান রদ করা হয়; ১৩৭,৬২৮ জনকে পেনশান দেওয়া চলিতে থাকে।

১৯২৭ সনের ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ২৯১,৫৪৫গুলা বার্দ্ধক্য পেনশান দেওয়া হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ১৩২,১০৭গুলা দেওয়া চলিতেছিল; বাকীগুলা পেনশান-প্রাপ্তের মৃত্যুর জন্য অথবা অন্য কোন কারণে রদ করার জন্য বন্ধ হইয়াছিল।

অকর্ম্মণ্যের পেনশান—১৯২৮ সনের ২০ এপ্রিল পর্য্যন্ত ১০৫,৮৯৩গুলা দেওয়া হইয়াছিল; মৃত্যুর জন্য বন্ধ করা হয় ৩৪,৯৮০; অন্যান্য কারণে রদ করা হয় ১৬,১৪৭; চলিতেছিল ৫৪,৭৬৩টা।

গত বৎসর ২০শে এপ্রিল
চলিতেছিল।

মাতৃত্বের ভাতা—বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে ১০,১০০টা দাবী মঞ্জুর করা হয়; গত বৎসর এপ্রিলে ৯,২১২টা দাবী মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

১৯২৭-২৮ সনের দশ মাসে মোট ১১১,২৫৫টা দাবীর টাকা দেওয়া হয়; ১৯২৬-২৭ সনে মোট ১০৭,৬২০টা দাবীর টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অষ্ট্রেলিয়ার 'কমনওয়েল্থ' গভর্ণমেণ্টকে আড়াই লক্ষের উপর সমর পেনশান দিতে হইতেছে। প্রায় দেড় লক্ষ বৃদ্ধ এবং অর্দ্ধ লক্ষেরও উপর অকর্ম্মণ্যকে পুষিতে হইতেছে এবং প্রতি মাসে প্রায় দশ হাজারটী করিয়া মাতৃত্বের ভাতা দিতে হইতেছে।

আমেরিকায় বায়স্কোপের "ফিল্ম্" ব্যবসা

১৯২৭ সনে মার্কিণ হইতে প্রায় ২৩০,০০০,০০০ ফুট বায়স্কোপের ফিল্ম্ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৬ সনের তুলনায় এবার প্রায় ১১,০০০,০০০ ফুট ফিল্ম্ বেশী রপ্তানি হইয়াছে। ১৯১৩ সনে মার্কিণ হইতে প্রায় ৩১,০০০,০০০ ফুট ফিল্ম্ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার ১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৩ সনে ১৪৬,০০০,০০০ ফুট ও ১৯২৪ সনে ১৭৮,০০০,০০০ ফুট বায়স্কোপের ফিল্ম্ মার্কিণ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। একটা মোটামুটী হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯২৭ সনে মার্কিণ হইতে প্রায় ৫০,০০০,০০০ ডলারের ফিল্ম্ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৭ সনে লাটিন মার্কিণে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী ফিল্ম্ বিক্রী হইয়াছে। প্রায় ৮০,০০০,০০০ ফুট এবার এখানে চালান দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর ইহার পরই ইয়োরোপে প্রায় ৭০,০০০,০০০ বিক্রী হইয়াছে। এশিয়ায়ও মার্কিণ ফিল্মের কাটতি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে এশিয়ায় প্রায় ৬০,০০০,০০০ ফুট ফিল্ম্ চালান হইয়াছে। ১৯২৭ সনে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইয়োরোপ যে পরিমাণ বায়স্কোপের ফিল্ম কিনিয়াছিল, লাটিন মার্কিণ তার চেয়ে সে বৎসর ১০,০০০,০০০ ফুট বেশী কিনিয়াছে।

মার্কিণের যত ফিল্ম্ ইয়োরোপে বিক্রী হয়, তার অর্দ্ধেক বিলাত কেনে। সুতরাং বিলাতে এ ব্যবসায় মার্কিণ বেশ লাভ করে। বিলাতের পরেই জার্ম্মাণির স্থান। তবে বিলাত যে পরিমাণ মার্কিণ ফিল্ম্ কেনে জার্ম্মাণ তাহার অনেক কম কেনেও ফ্রান্স তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও জার্ম্মাণির খুব নিকটেই থাকে। তার পর চতুর্থ স্থান ইতালির। স্পেন ও পর্টুগাল একত্রে তার পরের স্থান অধিকার করে।

সমস্ত বিদেশী ফিল্মের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা হিসাবে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং ইতালিতে একটা আইন জারি হইয়াছে। এই আইন অনুসারে পরস্পরের মধ্যে যাহাতে নিজেদের, বিশেষতঃ বিলাতের ফিল্ম্ বেশী চলে তাহাই করা হইবে।

মার্কিণের ফিল্ম্ ব্যবসা এশিয়ায় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে অনেক দিন ধরিয়া মার্কিণের ফিল্ম্ ব্যবসা বেশ চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশেও মার্কিণ ফিল্মের আদর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

আফ্রিকাতেও মার্কিণ ফিল্মের কাটতি দেখা যায়। সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আরব প্রভৃতি দেশে ফিল্ম্ বিক্রী হইলেও তত বেশী টাকার বিক্রী হয় না। মিশরে চার রকম ভাষায় বায়স্কোপের ফিল্ম্ চলে। সুতরাং এখানেও ফিল্মের কাটতি বন্ধ হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই মিশরের স্থান দেওয়া চলে। তবে সমস্ত মিশরের মধ্যে ৫০টীর বেশী বায়স্কোপ দেখাবার বাড়ী নাই।

কানাডায় বিট চিনি উৎপাদন

"কিউবা রিভিউ"এর বিবরণ অনুসারে ১৯২৭-২৮ সনে কানাডায় মোট ৫৯১,০৩৮ মেট্রিক অথবা ৬৯,৫৫২ ছোট টন (২৬,৩৮৫ বড় টন) বিট চিনি জন্মে। ১৯২৬-২৭ সনে মোট ৩৩,১৮১ ছোট টন চিনি জন্মানোতে এ বৎসরের তুলনায় ১৯২৭-২৮ সনে শতকরা প্রায় ১১ ভাগ কম জন্মে। ১৯২৫-২৬ সনে কানাডায় মোট ৩৬,০০০ টন বিট চিনি প্রস্তুত হয়।

১৯২৭ সনে কানাডায় ২৯,৬৩১ একর জমিতে বিটের চাষ হয়; এবং ২৫,৮৯০ জমিতে ফসল ফসে। ১৯২৬ সনে ৩১,২২৭ একর জমিতে বিটের চাষ হয় এবং ৩০,০৭৫ একর জমিতে ফসল পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায়, ১৯২৭ সনে মোট আবাদী জমির শতকরা ১২·৬ ভাগ জমিতে ফসল পাওয়া যায় নাই এবং ১৯২৬ সনে শতকরা ৬·৬৮ জমির ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৯২৭ সনে কানাডায় উৎপন্ন বিট হইতে তিনটী কারখানায় মোট ২০০,৩২৫ টন চিনি তৈয়ারী হয়।

ইহাতে প্রতি একর জমিতে মোট ১·১৫ টন বিট চিনি পাওয়া যায়। ১৯২৬ সনে ঐ তিনটী কারখানাতেই মোট ২৭৪,১১৪ টন চিনি তৈরী হয় এবং ইহাতে প্রতি একর জমিতে ১·১৩ টন চিনি পাওয়া যায়।

১৯২৭ সনে চিনি তৈরী করিবার সময় বিটে "সুক্রোজ" শতকরা ১৭·৪৮ ভাগ পাওয়া যায়। নির্ম্মলতা পাওয়া যায় শতকরা ৮৬.৪৮ ভাগ। এবং প্রতি টন বিট হইতে মোট ২৪৫ পাউণ্ড চিনি প্রস্তুত হয়। ইহার আগের বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৬ সনে বিটে শতকরা ১৪৮০ ভাগ সুক্রোজ, ৮৪·১০ ভাগ নির্ম্মলতা এবং প্রতি টন বিটে ২৪১·৪ পাউণ্ড চিনি পাওয়া যায়।

বিলাতে কাঠ আমদানি

১৯২৬ সনে বিলাত ৪ কোটি পাউণ্ড মূল্যের কাঠ আমদানি করিয়াছিল। মাত্র ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাঠ সাম্রাজ্যের ভিতর হইতে আমদানি করা হইয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বের ১৪ বৎসরের প্রতি বৎসর আমদানি করা কাঠের শতকরা ১৩·৭ ভাগ সাম্রাজ্যের ভিতর হইতে কেনা হইত। ১৯২৬ সনে শতকরা ১০·২৪ ভাগ মাত্র সাম্রাজ্যের ভিতর হইতে আমদানি করা হইয়াছিল।

১৯২০ সনে হণ্ডুরাস্ মেহাগির অর্দ্ধেক ব্রিটিশ হণ্ডুরাস্ হইতে আমদানি করা হইয়াছিল; ১৯২৬ সনে ব্রিটিশ হণ্ডুরাস্ হইতে শতকরা ১৪ ভাগ কম আমদানি করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মেহাগি কাঠ কয়েকটী বিশেষ গ্রেডের মাপ অনুযায়ী চৌকা করিয়া চেরা হয় বলিয়া ইহা বিলাতী ক্রেতাদের নিকট বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে শুধু কাঠের দাম নয় কিন্তু কাঠ চেরাই এবং করাতের কারখানায় কাঠ লইয়া যাইবার খরচও বিলাতকে দিতে হইতেছে।

১৯০০ হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ২২,১০৫ পাউণ্ড মূল্যের কাঠ ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হইত। সম্প্রতি ১ বৎসরে ১৮০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ভারতীয় কাঠ বিলাত আমদানি করিয়াছে।

বিলাত বৎসরে প্রায় ২৮৫,০০০ পাউণ্ড মার্কিণ ওয়াল্‌নাট্ এবং প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড মার্কিণ ওকের জন্য অর্ডার দিতেছে।

বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

বিলাতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থা এখন বেশ সন্তোষজনক। অন্যান্য দেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রতিযোগিতা কম হওয়াতে বিলাতের কারবারওয়ালারা নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইয়াছে, আবশ্যক মত উন্নতি করিবারও সুযোগ পাইয়াছে। কারবারওয়ালার অর্ডারবুকগুলি এখন ভর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে। এখন কিছুকালের জন্য কাজের ভাবনা আর নাই। ইঞ্জিনিয়ারি শিল্প লোহালক্কড়ের অনেকগুলা বড় বড় অর্ডার পাইয়াছে এবং সম্প্রতি যে দরে অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ থাকিবে। জাহাজ তৈয়ারী কাজের অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা আশাজনক।

দর এখন উঠানামা করিতেছে না, বরং বেশ স্থির আছে। পুরাতন পরিষারদের আগেকার অনেকেই জিনিষ যেওয়া হইতেছে। যাহারা কেবল বিলাতী লৌহ ও ইস্পাত লইয়া ব্যবসা করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেছে তাহাদিগকে রিবেট প্রথায় অপেক্ষাকৃত অল্প দরে লৌহ ও ইস্পাত দেওয়া হইতেছে।

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য একটী নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, এই কোম্পানীটী এরূপ নূতন প্রণালীতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন করিবে যে, উৎপাদনের খরচ শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়া যাইবে। এই কোম্পানীটীর সহিত কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আছেন। সুতরাং এত অল্প খরচায় উৎপাদনের কথা একেবারে মিথ্যা না হইতেও পারে।

চিনির বাজার

লণ্ডনে এবং আভাষীপে যদিও আভী চিনির দর চড়িবার উপক্রম হইতেছে তথাপি "ফরওয়ার্ড বিজ্‌নেস্" হিসাবে কলিকাতায় চিনির বাজার-দর এক কথায় বলিতে গেলে একঘেয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিতে হয়। ফরওয়ার্ড

বিজ্‌নেস্ একেবারে ঠাণ্ডা। গত সপ্তাহের প্রথম তিন দিন বিক্রেতাগণের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের হারের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। শেষ দিকে যদিও কিছু বাড়িয়াছে তথাপি তাহা দেখিয়া বাজারে চাহিদা বাড়িয়াছে একথা বলা চলে না। লণ্ডন ও আভার প্রতি সহানুভূতির জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে।

এইরূপ মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল মাত্র অল্প দিনের জন্য। চাহিদা কম হওয়ার জন্য চড়া দাম টিকে নাই। সুতরাং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে এবং জানুয়ারি-মার্চ্চ মাসে জাহাজ বোঝাই হওয়ার সময় চিনির যে দর নির্দ্দিষ্ট ছিল, আগষ্ট মাসের ১১ই তারিখে আবার সেই দরে নামিয়া আসিয়াছে। বাংলার বাহিরের প্রদেশগুলিতে "স্পট" চিনির অর্থাৎ হাতাহাতি খরিদের খুব কমই চাহিদা আছে। পাঞ্জাব বৃষ্টির অভাবে কষ্টভোগ করিতেছে। সুতরাং তথায় চিনির চেয়ে খাদ্য দ্রব্যের ক্রয়ের জন্যই বেশী অর্থ ঢালিতে হইতেছে। অন্যপক্ষে অন্যান্য প্রদেশগুলিতে এত বেশী বৃষ্টি হইয়াছে যাহা ধান ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর। যাহা হউক বাংলা প্রদেশের চাহিদা নিতান্ত মন্দ নয়। ভবিষ্যতের যে মন্দা অবস্থার ঢেউ পাওয়া যাইতেছে তাহা কেবল এই বাংলার বেলায় একেবারে উল্টা দেখা যাইতেছে।

বাংলার পশ্চিমাংশস্থ গঞ্জসমূহ হইতে মাল নিষ্কাশন বেশ ভালভাবেই চলিতেছে এবং মজুত মাল পুনরায় ৯,০০০ টনেরও নীচে নামিয়া গিয়াছে। উৎকৃষ্ট জাভা চিনির বিক্রয়-দর নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মণকরা দর

	১৮ই আগষ্ট	১১ই আগষ্ট
	টাঃ আঃ পাঃ	টাঃ আঃ পাঃ
স্পট	৯ ১০ ০	৯ ১০ ৯
আগষ্ট-সেপ্টেম্বর	৯ ৯ ৯	৯ ৯ ৩
অক্টোবর-ডিসেম্বর	৯ ১০ ৩	৯ ১০ ৩
জানুয়ারি-মার্চ্চ	৯ ১১ ৩	৯ ১১ ৩

দি লণ্ডন সি, আণ্ড্ এক্স্ ক্যালকাটা ষ্টেট্স্ আলোচ্য সপ্তাহে কি হুন্ডরে ১½ পেন্স দর চড়াইয়াছে; কিন্তু জানুয়ারি-মার্চ্চ মাসের দর কি হুন্ডরে ½ পেন্স কমাইয়াছিল। শনিবারের শেষে নিম্নলিখিত রূপ দর ছিল :—

	১৮ই আগষ্ট		১১ই আগষ্ট	
	শিঃ	পেঃ	শিঃ	পেঃ
অক্টোবর-ডিসেম্বর	১২	১০½	১২	৯
জানুয়ারি-মার্চ্চ	১২	১১½	১২	১০½

ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণ্যালে প্রকাশিত মজুত মালের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

		১৯২৮ সনে টন
কলিকাতা (৯ই আগষ্ট)		২৮,৫০০
বোম্বাই (১০ই আগষ্ট)		১৭,৬০০
করাচী (১০ই আগষ্ট)	৫,৮০০	১৫,৪০০
মাদ্রাজ (৬ই আগষ্ট)	২০০	৬০০
রেঙ্গুন (৬ই আগষ্ট)	৩,০০০	২,৫০০
মোট	৩০,৬০০	৬৪,৬০০

মজুত মালের পরিমাণ-হ্রাস

ভারতবর্ষের বড় বড় বন্দরগুলিতে মজুত মালের পরিমাণ গত সপ্তাহ অপেক্ষা ৪৬০০ টন ও গত পক্ষ অপেক্ষা ১১,০০০ টন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় মালের পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও কম। ১৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় মজুত মালের পরিমাণ প্রায় ৮,০০০ টন, গত সপ্তাহে প্রায় ১০,৫০০ টন, এবং ১৯২৭ সনে ১৮ই আগষ্ট তারিখে মালের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০,৩০০ টন।

জুলাই মাসে জাভা হইতে সকল প্রকার চিনি রপ্তানি হইয়াছিল প্রায় ২৬২,০০০ টন, এবং জুন মাসে ২৭১,০০০ টন। ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারতে যথাক্রমে প্রায় ৮০,০০০ টন ও ১২৩,০০০ টন রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯২৮ সালের ১লা জুলাই তারিখে জাভার মজুত চিনির পরিমাণ প্রায় ২৪৯,৮৬৮ টন। গত বৎসর ঐ তারিখে ছিল ২৭৬,৬১৩ টন, এবং ১৯২৬ সালের ১লা জুলাই ১৩৭,১৬৪ টন।

কিউবার চিনি

কিউবা প্রকৃত পক্ষে চীনদেশের বাজারে জাভার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চায়। ১৮ই আগষ্ট তারিখে রয়টার হাভানা হইতে এই মর্ম্মে তার করিয়াছে:—কিউবা চীনের জাতীয়তান্ত্রিক গভর্মেণ্ট (জাতীয়দল-পরিচালিত-গভর্মেণ্ট) স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র কিউবার উদ্বৃত্ত চিনির জন্য চীনদেশে বাজার সংস্থাপন। এই মত প্রচারিত হইয়াছে ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের ঘোষণাবলীদ্বারা। উহাতে প্রকাশ যে, একটী বাণিজ্য-বিষয়ক সন্ধির শেষ সিদ্ধান্তগুলি চীনের সহিত শীঘ্রই কথাবার্ত্তা সুরু হইবে।

রুশিয়া হইতে অষ্ট্রীয়ার মালের অর্ডার

অষ্ট্রীয়ার কলকারখানাগুলি রুশিয়ান গভর্মেণ্টের নিকট হইতে নূতন নূতন দরকারী মালের অর্ডার পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ অষ্ট্রীয়ার হোফার ও ক্রাঞ্জ কোম্পানী পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যের অর্ডার, দি অষ্ট্রীয়ান বামাগ বাট্‌লার ওয়ার্কস্ ১৮০,০০০ ডলার মূল্যের অর্ডার পাইয়াছে। অন্যান্য কতকগুলি কলকব্জা-নির্ম্মাণের কারখানার নিকট ২৫০,০০০ ডলার মূল্যের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকার বড় বড় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানসকল কতকগুলি চেক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘকালের মিয়াদে ঋণ দান করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু ঋণ-গ্রহণের সর্ত্তগুলি খুব কড়া হওয়ায় চেক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ গ্রহণ করে নাই। জার্ম্মানিকে দেয় আমেরিকান ক্রেডিটের যে হারে সুদ আদায় করা হয় সেইরূপ সুদ দিবার জন্য চেক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হইয়াছিল।

চেকোস্লোভাক্ রিফাইনারি (সংশোধনালয়)গুলি প্রকাশ করিতেছে, এ বৎসরে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ প্রায় ১২,৫০০,০০০ মিট্রার-সেণ্টনার, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ২,১০০,০০০ মিটার সেণ্টনার বেশী। জুলাইমাসে চিনির ক্রয়-বিক্রয় তত ভাল চলে নাই এবং নেট্টো উইর্জ্ রিফাইনারির দেনা-পাওনার সাপেক্ষ হিসাবে পর্ত্তমান বৎসরেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লাভ শতকরা ৫০ টাকা কম হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর যে স্থানে শতকরা ২৫ টাকা ডিভিডেণ্ড (লভ্যাংশ) দেওয়া হইয়াছিল। এবার সেই স্থানে শতকরা ১৫ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। রপ্তানি কম হওয়ায় এবার ৭৮০ লক্ষ ক্রোনেন্ মূল্যের মজুত মালের স্থানে এবার মাল মজুত রহিয়াছে ১০০০ লক্ষ ক্রোনেন্ মূল্যের। রুশিয়ান গভর্ণমেণ্ট সকল প্রকার মাল পরিদ করিবার জন্য অনেকগুলি চেকোস্লোভাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। আশা করা যায় যে, রুশিয়া ১৫,০০০,০০০ ক্রোনেন্ মূল্যের অর্ডার দিবে।

লৌহ ও কয়লা শিল্প

চেকোস্লোভাকিয়ার লৌহ ও কয়লার কারখানাগুলিতে কাজকর্ম্ম বেশ ভালই চলিতেছে। ইণ্টারন্যাশানাল য়ীল্ কার্টেলের সঙ্গে যে বোঝাপড়া হইয়াছে তাহার জন্য রপ্তানি-কার্য্য বেশ জোরের সঙ্গেই চলিতেছে এবং ১৯২৮ সালের প্রথম ছয় মাসের উৎপন্ন মালের পরিমাণ গত বৎসরের এই সময়ের উৎপাদিত মালের পরিমাণকে খুব বেশী মাত্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছে। কোক কয়লার উৎপাদন ১৯২৭ সনের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী, এবং গত বৎসরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় এবার শক্ত কয়লা শতকরা ৩ ভাগ বেশী ও বাদামী কয়লা শতকরা ৪ ভাগ বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

কলল উৎপাদনে সহায়তা করিবার জন্য একটী বড় দলের ইতালিয়ান ব্যাঙ্ক রুমানিয়ান গভর্ণমেণ্টকে ৮২,০০০,০০০ ডলার ধার দিয়াছে শুনিয়া রুমানিয়ার কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে এই ঋণদান রুমানিয়ান গভর্ণমেণ্টকে শরৎকালে দিবার জন্য প্রতিশ্রুত ২০,০০০,০০০ ডলার ঋণের সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা দুই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে মাত্র একটী বেসরকারী অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না।

বুলগেরিয়ান তামাক ও সিগারেটের কারখানাগুলির মধ্যে পরস্পর রেষারেষি চলিতেছে। তাঁহাদের অভিপ্রায় একটী আর্টেল গঠন করা। এই কার্টেলের প্রথম কার্য্য

হইবে দামের উঠানামা বন্ধ করা। জার্মাণ তামাক-শিল্প-সেবকগণ বুলগেরিয়ার তামাক খুব বেশী পরিমাণে আমদানি করিয়া থাকে। তাহারা এই খবরে খুব খুশী হইয়াছে।

ইংরেজের রপ্তানি বৃদ্ধি

পূর্ব্বে ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া বৃটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতেছে। আগষ্ট মাসের তালিকাতে দেখা যাইতেছে ইহা রপ্তানি-বৃদ্ধির পঞ্চম মাস।

আগষ্ট মাসের রপ্তানির পরিমাণ ৩২,২০৭,০০০ পাউণ্ড। ইহা গত জুলাই মাসের রপ্তানি অপেক্ষা ১,৩৩১,০০০ পাউণ্ড বেশী ও গত বৎসর আগষ্ট মাসের রপ্তানির চেয়ে ২,৮০৫,০০০ পাউণ্ড বেশী।

এই সংখ্যা-তালিকার মূল্য আছে, কারণ তুলনামূলক গণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বৎসরের আট মাসে ১৯২৭ সনের এই সময়ের তুলনায় ২০,৪৬১,০০০ পাউণ্ড রপ্তানি বেশী হইয়াছে।

আগষ্ট মাসে মোট আমদানির পরিমাণ ৯৭,৭০০,০০০ পাউণ্ড। ইহা জুলাই মাসের রপ্তানির তুলনায় ২,২৩২,০০০ পাউণ্ড বেশী এবং গত বৎসর আগষ্ট মাসের রপ্তানির তুলনায় ৭,৫৮৪,০০০ পাউণ্ড বেশী। এই বৎসরের আট মাসের মোট আমদানি গত বৎসরের এই সময়ের মোট আমদানি অপেক্ষা ২,২৪৩,০০০ পাউণ্ড বেশী।

জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য

জাপানের সরকারী খবরে প্রকাশ যে, গত এপ্রিল মাসে জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ঐ মাসে কাঁচা রেশমের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু তুলার আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ঐ সময়ে জাপান ১৫৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের জিনিষ বিদেশীদের নিকট বিক্রয় করে ও ১৭৩,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের বিদেশী মাল স্বদেশে আমদানি করে। তাহা হইলে জাপান বিদেশীর নিকট যত মাল বেচিয়াছে তাহার চাইতে ১৫,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল বেশী কিনিয়াছে।

গত মে মাসে জাপান ১৬২,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল রপ্তানি করিয়াছে ও ইহা অপেক্ষা ২৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের বিদেশী মাল বেশী আমদানি করিয়াছে।

এই সনের প্রথম পাঁচ মাসে জাপান বিদেশীর নিকট যত মাল কিনিয়াছে তাহার চাইতে ১৯৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল তাহাদের নিকট বেশী বেচিয়াছে।

গত মে মাসে জাপান চীনের নিকট ৪৭,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মালপত্র বেচিয়াছে। চীন দেশ হইতে সে যে পরিমাণ মাল বেচিয়াছে তাহার চাইতে ১১,০০০,০০০ ইয়েন বেশী মাল সে চীনের কাছে বেচিয়াছে। এই সনে জুন মাস পর্য্যন্ত জাপান চীনের নিকট ৪৯,০০০,০০০ ইয়েন মূল্যের মাল বেচিয়াছে। চীনা বাজারে জাপানকে আজকাল একটু বিব্রতই হইয়া পড়িতে হইয়াছে। কারণ স্বাধীন চীন জাপানকে আর্থিক বয়কট করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে এবং জাপান-বয়কটের আন্দোলন সে দেশে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও চীনে জাপানী মালের কাটতি পূর্ব্ববৎই আছে। মোটের উপর জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সচ্ছল বলিতে হইবে।

ফরাসী ফ্রাঁ

বর্ত্তমানে ফরাসী ফ্রাঁ মুদ্রার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় আট আনা, আমেরিকান মুদ্রায় ১৯৩ সেন্ট ও ব্রিটিশ মুদ্রায় ৭৷৷ পেন্স। বিগত জুন মাসে ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা হইতে ফ্রাঁর মূল্য ½ ভাগ কমাইয়া যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বরাবরিক করিবার এক মোসাবিদা হইয়াছে। ফ্রাঁকে কিন্তু কমাইয়া দিতে অনেকেই রাজী নহেন, কিন্তু ইহা না করিলে নাকি ইয়োরোপের আর্থিক রিহাবিলিটেশান সম্ভবপর হইবে না।

গত জুলাই মাসে ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য-বিভাগে অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ বিক্রয় ব্যবসা তেমন আশানুরূপ নহে।

গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মাণিতে লৌহ ইস্পাত শিল্পে মন্দাভাব চলিলেও ফরাসী কারখানাওয়ালারা বেশ দু' পয়সা আয়

হইতেছে। বাহিরে রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লৌহ শিল্পের যন্ত্রপাতির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। লৌহ শিল্পের বাজার-দর খুব চড়িয়া গেলেও ফরাসী কারখানা-ওয়ালারা এ দরকে যথেষ্ট লাভজনক মনে করেন না।

ফরাসীর বহির্ব্বাণিজ্য

বর্ত্তমান সনের প্রথম ৫ পাঁচ মাসে ফ্রান্স ১২,৬২৬,০২০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের মাল আমদানি করে এবং ২১,০৩৫,৩৩১,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানি করে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের রপ্তানির চাইতে আমদানি ৪৯০,৬৮৪,০০০ ফ্রাঁ বেশী। গত মাসে ঐ সংখ্যা ছিল ১৩০,০০০,০০০ ফ্রাঁ।

এই বৎসর ফরাসী দেশ হইতে কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি হ্রাস পাইয়া যায়। খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

জার্ম্মাণির বহির্ব্বাণিজ্য

গত এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণির আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অভাব পরিলক্ষিত হয়। এপ্রিল মাস হইতে ক্রমেই এই ভাব চলিতে থাকে। এপ্রিল মাস হইতে জার্ম্মাণি ১,১৭২,০০০,০০৮ মার্কস মূল্যের মাল আমদানি করে এবং ঐ মাসে জার্ম্মাণি ৯২৪০০০০০ মার্কস মূল্যের মাল বিদেশে রপ্তানি করে।

জার্ম্মাণির ঘরবাড়ী

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণিতে ৩০০০০০০ লোকের বসবাসের জন্য কম সে কম ৬০০০০০ ব্যক্তিগত বাড়ীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। গত সন ৫০০০০ অধিবাসি-যুক্ত সহরগুলিতে ১০৫৪০০টি বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯২৩ সনে ৭৫,৩৮৫ খানা বাড়ী করা হয়।

(১) দেশী

লাজপত রায়ের মৃত্যু

ভারতের জাতীয় নেতা লালা লাজপত রায়ের পরলোক-গমনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র প্রার্থনা, মিছিল ও সভাসমূহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। লালা লাজপত রায় তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে অনবসন্ন ও অবিচলিত উৎসাহের সহিত দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, কলিকাতাবাসী তাহা স্মরণ করেন। মাতৃভূমির সেবার জন্য তাঁহাকে কিরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা গতকল্য কলিকাতাবাসী আর একবার স্মরণ করেন। এই সকল স্মরণ করিয়া কলিকাতা-বাসী যুবক ও বৃদ্ধ সকলে তাঁহাদের সকল প্রকার পার্থক্য ভুলিয়া একস্থানে মিলিত হইয়া পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

সকালে মিছিল

পূর্ব্ব রাত্রির বন্দোবস্ত অনুসারে গতকল্য সকালে হ্যারিসন রোডে হিন্দু রিলিফ কমিটির বাড়ীতে প্রকাণ্ড মিছিলের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

উক্ত স্থান হইতে সাত ঘটিকার সময় মিছিল বাহির করিবার কথা ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু ঘোষিত সময়ের বহুপূর্ব্বে বড় বাজারের বহুসংখ্যক অধিবাসী এবং কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ সমবেত হইতে থাকে এবং মিছিল যাত্রা করিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে হিন্দু রিলিফ কমিটীর বাড়ীর সম্মুখে হ্যারিসন রোডের উপর প্রকাণ্ড জনতা হইয়াছিল। যথাসময়ে পদ্মরাজ জৈন, বসন্তলাল মুরারকা, পুরুষোত্তম রায়, অবনীনাথ ঘোষ, লালমোহন ঘোষ এবং কংগ্রেস ও হিন্দুসভার প্রধান প্রধান নেতাগণ উক্ত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রাস্তার উপরে মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিলটি প্রায় অর্দ্ধ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মিছিলকারিগণ সকলেই কৃষ্ণ পতাকা বহন করিয়াছিল এবং পরলোকগত মহাত্মার পুণ্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া "লালা লাজপত রায়কী জয়" ধ্বনি করিতেছিল।

মিছিলকারিগণ একটী বড় খাট সুসজ্জিত করিয়া তাহার উপর লালাজীর ফটো রাখিয়া বহন করিয়া লইয়া যায়। খাটটি মিছিলের মাঝখানে রাখা হইয়াছিল এবং যখন তাহারা অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে যাত্রিগণ স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য খাটের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল।

মিছিল অগ্রসর

সকাল প্রায় সাড়ে সাতটার সময় মিছিল যাত্রা করে এবং কাল পতাকা নাড়িয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে থাকে। মিছিলটি তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, ক্রস্ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, ষ্ট্রাণ্ড রোডের মধ্য দিয়া বেলা ৯ ঘটিকার সময় বড়বাজার ঘাটে উপনীত হয়।

কলেজষ্ট্রীটে দৃশ্য

মিছিলটি কলেজষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের

নিকটে উপনীত হইলে পর উৎসাহময় দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। এখানে বিরাট এক জনতা, যাহারা মিছিলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা ঘাটের উপরে ফুল ও মালা অর্পণ করে এবং মিছিলের সহিত যোগদান করিয়া "লালা লাজপত রায়কী জয়" ধ্বনি করিতে থাকে। গঙ্গার ঘাট ও বড়বাজারের পথগুলিতেও ঐরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল।

ঘাটে দৃশ্য

মিছিলটি উপনীত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রায় তিন সহস্র লোক পুষ্প ও মালাসহ গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইয়াছিল। মিছিলটি দূর হইতে দেখা গেলে পর গঙ্গার ঘাটে সমবেত লোকগণ পতাকাসমূহ দোলাইতে থাকে এবং "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে থাকে।

ঘাটে উপনীত হইয়া মিছিলকারিগণ একটী ধর্ম্মসঙ্গীত গান করে এবং নদীতীরের উপর ঘাটটী রাখে।

শীঘ্রই বিভিন্ন দিক্ হইতে বহু লোক আসিয়া জড় হয় এবং সমগ্র স্থানটি লোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। মিছিলকারিগণ তারপর গঙ্গায় স্নান করিয়া পরলোকগত মহাপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করে।

প্রার্থনা

গঙ্গার তীরে অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। মিছিলকারিগণ এবং দর্শকগণ একটি মিছিল করিয়া গঙ্গার তীরের উপরে দাঁড়াইয়াছিল এবং গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছিল;—নিকটবর্ত্তী মন্দিরসমূহের পুরোহিতগণ সেই সময় মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছিলেন।

প্রার্থনা শেষ হইবার পর লোকগণ ঘাটে সমবেত হয় এবং লালা লাজপত রায়ের প্রতিকৃতির উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকে।

ঘাটে স্নান ও প্রার্থনার পরে মিছিলকারিগণ হিন্দু রিলিফ কমিটির অফিসে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

ব্যবসায় বন্ধ

কংগ্রেস কমিটি দোকানদার ও ব্যবসায়িগণকে বেলা ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সকল দোকানপাট বন্ধ রাখিতে নোটিশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র বড়বাজারে হিন্দু দোকানদারগণ ও ব্যবসায়িগণ সমস্ত দিন তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়াছিল। ক্রস ষ্ট্রীট, কটন ষ্ট্রীট, রাধাবাজার এবং বড়বাজার মার্কেটেও সমস্ত দিন ধরিয়া দোকানগুলি বন্ধ ছিল এবং দোকানদারগণ সমস্ত দিন ধরিয়া কোন ব্যবসায় চালায় নাই।

মন্দিরসমূহে প্রার্থনা

সকালবেলা বড়বাজারে বিভিন্ন মন্দিরসমূহে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল এবং বড় বাজারের অধিবাসিগণ গঙ্গায় স্নানের পর মন্দিরসমূহে যোগদান করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের বালকদিগের মিছিল

দ্বিপ্রহরের সময় একটি প্রকাণ্ড মিছিল বাহির হয়, ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দুস্থানী বিদ্যালয়ের বালকসমূহই ছিল। এই মিছিলটি লালাজীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া বড়বাজারের রাস্তাসমূহ দিয়া গমন করে এবং বড়বাজার কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ লোকদিগকে মহেশ্বরী ভবনের ও টাউন হলের সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করে।

পাঞ্জাবীদিগের সভা

কলিকাতার অধিবাসী প্রধান প্রধান পাঞ্জাবীগণ সকাল বেলা বড়বাজারে একটি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং লালাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সভার পর পরলোকগত নেতার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

যুক্তপ্রদেশে দান খয়রাত

সংযুক্ত প্রদেশের গেজেটে প্রকাশ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জনসেবার জন্য নানাবিধ দান করিয়াছেন :—

আজমগড়

রায় বাহাদুর মুকুন্দলাল (১) জৌনপুর-আজমগড় সড়কে 'লক্ষ্মী কূপ' নামে একটি কূপ এবং একটি বিশ্রামগৃহের জন্য ১০০০৲ (২) আজমগড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে 'শান্তি সরোবর' নামে একটি পুষ্করের জন্য ১০০০৲ (৩) আজম

গড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য ৫০০০৲ (৪) আলমগড়ের শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য ৪০০০৲ টাকা।

আলমোড়া

ব্রহ্মচারী সোমগিরি একটি বিতল ধর্ম্মশালার জন্য ২০০০৲ টাকা।

গড়ওয়াল

হৃষীকেশের বাবা কালী কমলীওয়ালা বহুমান চট্টি ধর্ম্মশালার জন্য ৪০০০৲ (২) ভুজনাথের ধর্ম্মশালা ৩০০০৲ (৩) বসু বিজুপী ধর্ম্মশালা ৩০০০৲ টাকা।

শ্রীযোগানন্দ যতী স্বামী—পনিয়া চৌমাসু দেবীস্থলের ধর্ম্মশালার জন্য ১৪০০৲ টাকা।

আলিগড়

পরলোকগত রাজা মানসিংহ সিলা বোর্ডের মেম্বর এবং লক্ষ্ণৌর জমীদার—কয়াসপুর ষ্টেশনে একটি চিকিৎসালয়ের জন্য ২০০০০৲ টাকা।

কুমার লক্ষ্মীরাজ সিংহ গভানা টাউনে একটি স্কুল ও ছাত্রাবাসের জন্য ২২৮১৩৲ টাকা।

শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ সিংহ—লাসনী টাউন স্কুল ছাত্রাবাসের জন্য ৫০০০৲ টাকা।

শ্রীলাল সিংহ—সিকন্দ্রা রাও তহসিলে, বিজয়গড় গ্রামে একটি হাঁসপাতালের জন্য ১০০০০৲ টাকা।

শ্রীবুধ সেন, সাং বহলোলপুর, (বুলন্দ সহর) আলিগড়ের সদরতলী তেজপুরের পাকা সড়কে একটি ধর্ম্মশালা এবং একটি পাকা কূপের জন্য ৪০০০৲ টাকা।

শ্রীনথীলাল—খাবরাল-খাসগঞ্জ সড়কে একটি কূপ এবং ধর্ম্মশালার জন্য ৩০০০৲ টাকা।

সার্ব্বজনীন চাঁদায়—ভূলেশ্বর বাবার নামে নওগেঁই নামক স্থানে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ২০০০৲ টাকা।

শ্রীনন্দরাম—নাগলপার নিকটে একটি ধর্ম্মশালা এবং একটি কূপের জন্য ১৩৫০০৲ টাকা।

মাখনলাল বোহরা জমীদার কট্টোলী—বাস গ্রামে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

আলিগড়ের প্রথম তিনটী কার্য্যের জন্য অর্দ্ধেক টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন।

মথুরা

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ বৈদ্য—মথুরা সারধাবাদ ধর্ম্মশালার জন্য ৮০০০৲ টাকা।

কুমার মহম্মদ কেরামত আলী খাঁ—সারধাবাদে একটী প্রসূতি-আগারের জন্য ৬০০০৲ টাকা।

আগ্রা

মুসাম্মত পরম কুমারী, বাহ নামক স্থানের মুরারীলাল চৌবের বিধবা—একটী কূপের জন্য ১২০০০৲ টাকা।

শ্রীধনসিংহ—আগ্রার চিক হপ্তমে এতমা উদ্দৌলার নিকট একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১২০০৲ টাকা।

এটা

শ্রীমুরলীধর এটায় একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১১০০৲ টাকা।

মীরাট

মুসম্মত চন্দ্রাবতী—মীরাটের অন্তর্গত কুরালী গ্রামে একটী ধর্ম্মশালা ও বাগিচার জন্য ৪০০০৲ টাকা।

বুলন্দ সহর

শ্রীদিগম্বর সিংহ—দেবাই নামক স্থানে একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

শ্রীগঙ্গা সহায় দেবাই নামক স্থানে ধর্ম্মশালার জন্য ৫০০০৲ টাকা।

মুসম্মত জানকী বাঈ বেহরা—রাজঘাটে একটী ধর্ম্মশালার জন্য ৮০০০৲ টাকা।

শ্রীজহুরীমল—জামালপুরে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ২০০০৲ টাকা।

শ্রীচুন্নীলাল ও শ্রীগিরিধারীলাল—আহাম্মদপুর চৌরোলী ধর্ম্মশালার জন্য ২৪০০৲ টাকা।

শ্রীশিবচরণ—সবাসপুরে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ১৪০০৲ টাকা।

সুলতানপুর

শ্রীকালুরু—কচোরীর নিকট একটি ধর্ম্মশালার জন্য ৪০০০৲ টাকা।

বেরিলী

মুসম্মত গঙ্গা দেবী এবং শঙ্করা দেবী—ব্রজমোহনলালের

বিধবা পত্নীর বেরিলী কলেজের বিজ্ঞানাগারের জন্য ২৪০০০৲ টাকা।

শাহজাহাপুর

শ্রীতেজসিংহ—জালালাবাদ তহসিলে একটি ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

কানপুর

শ্রীরামগোপাল—মহঠা ষ্টেশনের নিকট মোনবরসা গ্রামে একটী ধর্ম্মশালার জন্য ১০০০৲ টাকা।

জৌনপুর

চৌধুরী মাধব রায়—খাইগঞ্জ হাঁসপাতালে রোগীদের বাসস্থানের জন্য ৩০০০৲ টাকা।

মরিয়াহুর জনসাধারণ—রোগীদের বাসস্থানের জন্য ২৭০০৲ টাকা।

এই দুইটী কার্য্যের জন্য জিলাবোর্ডও টাকা দিয়াছেন।

প্রতাপগড়

শ্রীরামগোপাল—কানপুর কৈথুলায় একটী পাকা কূপের জন্য ১১০০৲ টাকা।

কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন

আগামী ডিসেম্বর মাসের ২১ শে, ২২ শে ও ২৩ শে তারিখ (পৌষ মাসের ৬ই, ৭ই ও ৮ই তারিখ) কলিকাতা সহরে "প্রথম নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলনের" অধিবেশন হইবে। বর্ত্তমান সময় একই নীতি, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও 'কৃষক' ও 'শ্রমিকদল' বাংলা, বোম্বে, পাঞ্জাব ও ইউ, পি, এই চারিটি প্রদেশে বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাদেশিক দল-সমূহের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘও রহিয়াছে। এই দল ও সঙ্ঘগুলিই সম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে। অন্যান্য কৃষক, শ্রমিক, রাষ্ট্র-নৈতিক ও তরুণ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, সম্মিলনের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাঁহারাও আপন আপন প্রতিনিধি সম্মিলনে প্রেরণ করুন। "কৃষক ও শ্রমিকদল"কে ব্যাপকভাবে গড়িয়া তোলা অর্থাৎ "সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এ পরিণত করাই এই সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্ম্মপদ্ধতিও এই সম্মিলনে গৃহীত হইবে।

"কৃষক ও শ্রমিকদল" ভারতের শোষিত ও নির্য্যাতিত জন-সাধারণের দল। ধনী, জমীদার ও অপরাপর শোষক-শ্রেণীর লোকদের সহিত "কৃষক ও শ্রমিক দল"এর কোনো সম্বন্ধই নাই। ধনী রায়ত, জোতদার বা তালুকদারগণেরও দল "কৃষক ও শ্রমিকদল" নয়। নির্য্যাতিত, নিষ্পীড়িত কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকদের সমবায়েই এই দল গঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য সম্মিলন ভারতবর্ষে একটা অভিনব ব্যাপার হইবে। ফাঁকা কথায় বক্তৃতার খৈ ইহাতে ফুটিবে না। গভীর চিন্তা আর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পরীক্ষার দ্বারা ইহাতে স্থিরীকৃত হইবে যে কি করিয়া কৃতকার্য্যতার সহিত শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম পরিচালিত হইবে। বার্ষিক কম পক্ষে চারি আনা পয়সা চাঁদা প্রদান করিলেই যে-কোন কৃষক ও শ্রমিক "কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা দলের সভ্য হইতে চাহিলে তাঁহাদিগকে কম পক্ষে বার্ষিক এক টাকা চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। তাঁহাদের বেলায় ইহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে যে, তাঁহারা সত্য সত্যই দলের নীতি, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। যাঁহারা অভিজাত মনোবৃত্তি পরিহার করিতে না পারিবেন তাঁহাদের পক্ষে দলে যোগদান না করাই উচিত হইবে।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার জন্য একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। মিঃ পুলিনবিহারী মিত্র ব্যারিষ্টার ও মিঃ ধরণীকান্ত গোস্বামী যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতা ২১১, ইয়োরোপিয়ান এসাইলাম লেনে (অর্থাৎ "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলে"র কার্য্যালয়ে) অভ্যর্থনা সমিতির আফিস স্থাপিত হইয়াছে। সম্মিলন-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারীকেই লিখিতে হইবে। দলের মেম্বারগণ দুই টাকা চাঁদা দিলে অভ্যর্থনা সমিতিরও মেম্বার বলিয়া পরিগণিত হইবেন। যাঁহারা দলের সভ্য নহেন

তাঁহারা এক টাকা চাঁদা দিয়াই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। সম্মিলনের কার্য্য সমাধা করার জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হইবে। গণ-আন্দোলনের বন্ধুগণ আমাদিগকে অর্থসাহায্য করুন। যাঁহারা বাহির হইতে সম্মিলনে যোগদান করিতে আসিবেন তাঁহাদিগের জন্য বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে। যাঁহারা বঙ্গের সভ্য হইতে চাহেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে পত্র লিখুন।

মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ,
জেনারেল সেক্রেটরী,—বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল,
২১১, ইয়োরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।

উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ ও বিদেশী বেপারী

মিঃ হাজীর উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়গণ যে সব মতামত প্রকাশ করিতেছেন তৎসম্পর্কে বোম্বাই ক্রনিকেল পত্র লিখিতেছেন, ইয়োরোপীয় ব্যবসায়িগণ পূর্ব্বে বলিতেন যে, জাহাজের ব্যবসায় ভারতীয়গণ টাকা খাটাইতে চাহে না। কিন্তু এখন তাঁহারা এই সুর বদলাইয়া বলিতেছেন যে, ভারতীয়গণ যদি জাহাজের ব্যবসায় অধিক টাকা খাটায় তবে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের জন্য টাকার অভাব ঘটিবে এবং উহার ফলে দেশের মহৎ ক্ষতি হইবে। উক্ত পত্র বলেন যে, কোন ভারতীয় কোম্পানী যখন একটা নূতন ব্যবসা করিতে চাহেন তখন ইয়োরোপীয়গণ দেশের অর্থের অভাবের কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যদি ভারতীয়দের দারিদ্র্যের কথা বলা হয়, তবে ইয়োরোপীয়গণ একথা বলেন যে, ভারতের বিপুল অর্থ মজুত আছে যাহা ভারতীয়গণ ব্যবসায় খাটাইতে চাহে না।

উক্ত পত্র বলেন, জাহাজের ব্যবসার সঙ্গে কৃষির যে স্বার্থসম্পর্কের কথা বলা হইতেছে তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। ভারতের উপকূলসমূহে যে সব বিদেশী কোম্পানী জাহাজ চালায় তাহাদের উদ্দেশ্য ভারতের কাঁচা মাল বিদেশে চালান দেওয়া এবং বিদেশী পণ্য ভারতে আমদানি করা। বিদেশীদের স্বার্থ দেখাই উহাদের উদ্দেশ্য; ফলে ভারতীয় শিল্পের অবনতি হইতেছে। অধিকন্তু কৃষি ও শিল্পের উন্নতি-অবনতি পরস্পর-সাপেক্ষ বলিয়া শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কৃষিরও অবনতি হইতেছে। মিঃ হাজির বিল কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি হইবে। তারপর ভারতবর্ষ যদি নিজের তীরে যুদ্ধ-জাহাজের বহর পাইতে চান তাহা হইলে তাহাকে অগ্রে উপকূলসমূহে নিজের জাহাজ চালাইবার অধিকার অর্জ্জন করিতেই হইবে। (ফ্রী প্রেস)

বাঙ্গালীর খাদ্য

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাঃ বেন্টলী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, প্রাচীনকালে যে প্রকার সস্তা, সহজপ্রাপ্য ও শরীররক্ষার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য বাঙ্গালীরা গ্রহণ করিত, এখন আবার তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সেই প্রকার আহার্য্য-দ্রব্য গ্রহণ করা। ইয়োরোপীয় কেক ও বিস্কুট অপেক্ষা তিনি গুড় ও আদাসহ ছোলা, চিড়া, দই প্রভৃতি খাওয়ার প্রশংসা করিয়া বলেন, মূলা বিলাতী বেগুন প্রভৃতি কাঁচা ফলমূল খুব উপকারী। উহাতে শরীরে ভিটামিন বৃদ্ধি করে। তারপর উপসংহারে তিনি বলেন, বেরী-বেরী রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সকলের চেঁকিছাটা চাউল খাওয়া কর্ত্তব্য।

মেথর ও ধাঙ্গড়

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর এক বিশেষ অধিবেশনে মেথর ও ধাঙ্গড়দের অবস্থার আলোচনা হয়। প্রথমেই মেথর-শিশুদের শিক্ষার কথা উঠে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার ইহাতে আপত্তি করেন, কারণ মেথর-শিশু শিক্ষিত হইলে তাহারা মেথরের কাজ করিবে না। বাবু মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র হইতে এরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

মেথরদের জন্য উৎকৃষ্টতর আবাসের ব্যবস্থা, সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন, একটী প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন, তিন মাসের জন্য প্রসূতির ছুটি, বৎসরে এক মাসের ছুটি ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত সম্পর্কে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।

(আগরণ)

পাঞ্জাব চাষী সম্মিলন

পাঞ্জাবের অন্তর্গত লায়ালপুর সহরে কৃষক ও শ্রমিক সম্মিলন হইয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশের দূর দূরান্তর হইতে সমাগত প্রতিনিধি এবং দর্শকবৃন্দের দ্বারা সম্মিলনের মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্মিলনের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিয়া এক তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান লালা রামচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে বলেন, আমাদিগকে এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতে হইবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং শিক্ষা-বিষয়ক বিপ্লব সংঘটন এখন;ভারতের—কেবল ভারতের নহে—সমগ্র জগতের কামনার বিষয় হইয়াছে। তিনি দেশের বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা—বিশেষভাবে জনসাধারণের আনত-পরতন্ত্রতা, ধনীলোকদিগের প্রভুত্ব এবং বিদেশীয় সামরিক আধিপত্যের নিন্দা করিয়া বলেন যে, ঐগুলিই ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। উপসংহারে তিনি সভাস্থ সকলকে রুশিয়ার সোভিয়েট গণতন্ত্রের অনুকরণে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, উক্ত গণতন্ত্রই জগতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণকে আলোকস্তম্ভের ন্যায় গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

অনিবার্য্য কারণবশতঃ শ্রীযুত ছাব্বের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন অধ্যাপক ছবিলদাস সম্মিলনের সভাপতির কার্য্য করেন। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ভিতর জাতীয় অনুভূতির উন্মেষ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ সকলকে ভয় দেখাইয়া এই সম্মিলনে যোগদানে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলেন, সঙ্ঘবদ্ধতার উপরই জাতির মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

প্রজাস্বত্ব আইন

বহু বাকবিতণ্ডা ও আলোচনার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধক বিলটী পরিগৃহীত হইয়াছে। ১৯২১ সন হইতে তিন বার এই আইনের খসড়া তৈয়ারী হইয়াছে; কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত তাহা আইনে পরিণত করা হইয়াছিল না। যে আকারে এবার বিলখানি গৃহীত হইয়াছে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও দেশের সকল অবস্থা এবং এই বিষয়ে নানা স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা বিবেচনা করিলে উহা যে বঙ্গের ভাল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু পূর্ব্বেই যেসকল সংস্কার হওয়া উচিত ছিল তাহা এতদিনে যে সাধিত হইয়াছে ইহাতে আমরা আনন্দিত। অনেক কাল যাবৎ যে সকল স্বত্ব ও সুবিধা এক শ্রেণীর লোক ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করা বিদ্রোহ বা বিপ্লবের মধ্য দিয়া ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এ সকল বিষয়ে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আনয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত। ব্যবস্থাপক সভায় নানা স্বার্থবিশিষ্ট সভ্যই বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাকচ করিয়া জমিদার-শ্রেণীর উচ্ছেদ করিয়া ভূসম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। অন্যদিকে কোন কোন জমিদার এতকাল যাবৎ যে সকল স্বার্থ স্বত্ব সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী। যদিও তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া কোনরূপ অসঙ্গত দাবী উত্থাপন করেন নাই। এই অবস্থায় পড়িয়া গভর্ণমেণ্টকে এবং কতক সদস্যকে মুখ্যতঃ কংগ্রেসসভ্যগণকে উভয় পক্ষের স্বত্ব ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিলখানি বিবেচনা করিতে হইয়াছে।

যে ভাবে আইনখানি বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংশোধিত হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন বিষয়ে জমিদারগণকে বহুদিনের অধিকার ছাড়িতে হইয়াছে এবং কোন কোন বিষয়ে প্রজাগণকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কলকথা জমিদারগণ যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রজাগণকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রজাগণ যে সকল স্বত্ব পাইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান হইতেছে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার। পূর্ব্বে

প্রজা ইচ্ছায় জমি বিক্রয় করিতে পারিত না, মালিকের খেয়াল অনুযায়ী সেলামি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া তবে জমি বিক্রয় করা চলিত। তদুপরি মালিক ইচ্ছা করিলে নূতন প্রজাকে স্বীকার নাও করিতে পারিত এবং ঐ জমি খাস দখলে লইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে প্রজার জমি বিক্রয়ের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। উহার জন্য মালিকের অনুমতির কোন আবশ্যকতা নাই। তবে দেশের বর্ত্তমান আইনে যখন জমিদারই জমির মালিক তখন তাঁহাকে সেলামি দিতে হইবে। পূর্ব্বে এই সেলামির হার অনির্দ্দিষ্ট ছিল—তাঁহার যাহা খুসী তাহা করিতে পারিত। এক্ষণে উহা শতকরা ২০৲ টাকায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সেলামির হার স্থির করিয়া দেওয়ায় অনেকে জমি বিক্রয় করিয়া জমিদারকে ফাঁকি দিবার জন্য উহার মূল্য দলিলে কম লেখাইয়া লইতে পারে এবং তাহা লইয়া মামলা মোকদ্দমা হইয়া উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইতে পারে। ইহার প্রতিকার কল্পে জন্য জমিদারকে অগ্র-ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যদি দলিল লিখিত মূল্য সম্বন্ধে জমিদারের সন্দেহ হয় তাহা হইলে তিনি ঐ জমির যে মূল্য দলিলে লিখিত হইয়াছে তাহার উপর শত করা ১০৲ টাকা মূল্য বেশী দিয়া জমিটী নিজেই কিনিতে পারিবেন, এবং সমাক টাকা তাঁহাকে ২ মাসের মধ্যে জমা দিতে হইবে। এই বিধান দ্বারা যেমন এক দিকে জমিদারকে প্রতারণার হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে তেমনই আবার আপত্তিজনক ক্রেতাকে নিকটে ঘেঁসিতে দিতে বাধা দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রজাগণের বৃক্ষকর্ত্তন, জলাশয় ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের কোন অধিকার ছিল না। এই আইনে রায়তদের ভূত ভবিষ্যৎ বৃক্ষাদি ছেদনের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং আপন ভূমিতে জমিদারের অনুমতি ব্যতীত জলাশয়খনন ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে জমির মূল্য-বৃদ্ধি হইবে এবং প্রজারও বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জমিদার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে ইচ্ছা করিয়াই খাজনা না লইয়া প্রজাগণকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিত। উহার প্রতিকারার্থ খাজনা ডাকযোগে অথবা আদালতে জমা দিবার অধিকার প্রজাগণকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রজা জমিদারের অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কোর্ফা প্রজাদের অবস্থাও এই আইনে উন্নত করা হইয়াছে এবং উচ্ছেদ ও খাজনা বৃদ্ধির হাত হইতে তাহারা যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা আইনে করা হইয়াছে। কতকগুলি সর্ত্তে তাহাদিগকে রায়ত হইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

এমতাবস্থায় যে ভাবে আইনখানা সংশোধিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহাতে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে সৌহার্দ্য দিন দিন বাড়িবে বলিয়া মনে হয়। যদিও ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বলা যায় না, তথাপি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা প্রজার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

(পঞ্চায়েৎ)

জগদীশচন্দ্রের সপ্তম বৎসর

১লা ডিসেম্বর (১৯২৮) শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে দেশ ও দুনিয়ার নানা পণ্ডিত-পরিষৎ কলিকাতার বসু-ইন্‌স্টিটিউটে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞানবীরের শতায়ু কামনা করিয়াছেন।

সভায় বিপুল লোকসমাগম হইয়াছিল। কলিকাতার এবং মফঃস্বলের বহু গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপিতয় খেতাঙ্গ পুরুষ এবং মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যর নীলরতন সরকার, ডাঃ চুনীলাল বসু, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত নলিনমোহন দাস, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ জ্ঞান ঘোষ (ঢাকা), ডাঃ মৌলিশ

(ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর), ডাঃ আর্কাট, অধ্যাপক রামসবোথাম, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত বিজয় বসু, বিচারপতি বি, বি, ঘোষ, স্যার বি, এল, মিত্র, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ঘন ঘন করতালি-ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ উহা পাঠ করেন।

অতঃপর বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিম্ন-লিখিত বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিগণের প্রেরিত অভিনন্দনবাণী সভা-ক্ষেত্রে পাঠ করেন :—নেপালের মহারাজা, কলিকাতা, ঢাকা, নাগপুর এবং কার্ভে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারগণ, মাদ্রাজের সর্ব্বপল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড গসেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্-সেলার স্যার আশুতোষ চৌধুরী, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যার জি, কে শন্টনরথি, মিঃ জি, এন, বাজপেয়ী, স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আমেরিকার নেচার পত্রের সম্পাদক, ইউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোবেন, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির দুই জন সদস্য, মনীষী বার্ণার্ড শ, জন ষ্ট্রিকল্যাণ্ড বারার, চীন গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী, ব্রহ্ম। রাজা, মিশরের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব গুণমুগ্ধ ছাত্রগণের পক্ষ হইতে একখানি মানপত্র পাঠ করেন। এই সঙ্গে তিনি বলেন, আজ এই আনন্দ উৎসবের দিনে আমার স্বতই পরলোকগতা ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে পড়িতেছে। আজ তিনি জীবিত থাকিলে যত সুখী হইতেন, আর কেহই তত সুখী হইতেন না। স্বামী বিবেকানন্দ এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আদর্শ ও কর্ম্মধারায় মুগ্ধ হইয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি উজ্জ্বল আশা পোষণ করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, এই জগতকে দিবার জন্য ভারতের একটা বিশিষ্ট দান আছে। ভারতের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ছিল। বর্ত্তমান অন্ধকারময় হইলেও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ইহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আজ যাহা লিখিয়াছেন, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি তাহাই বলিয়াছেন। রামানন্দ বাবু এই কবিতাটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের আর এক মহাত্মা প্যারিস নগরীতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জয়-ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। রামানন্দ বাবু স্বামীজির "পরিব্রাজক" নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার উদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করেন। পরিশেষে তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমরা আপনার ছাত্রগণ জীবন-যাত্রাপথে যে যেখানেই থাকি না কেন, আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত। ভারত আজ আর ভিক্ষুক নহে। বিশ্বসমাজে আজ তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রামানন্দ বাবুর পর প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান বিভাগ, রামমোহন লাইব্রেরীর সদস্যবৃন্দ, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের স্টাফবৃন্দ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষৎ, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ প্রভৃতির পক্ষ হইতে মানপত্রসমূহ পঠিত হয়। সভাক্ষেত্রে যেসকল নরনারী উপস্থিত হইতে পারে নাই, আর তাহাদের ভিতর যাহারা একদম অজ্ঞাতকুলশীল সেই সকল লোকের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার জগদীশচন্দ্রের এক নগণ্য ছাত্র-হিসাবে পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অভিনন্দন পাঠ করেন। মনীষী হীরেন্দ্র নাথ দত্ত আচার্য্য দেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন, উহাও পঠিত হয়। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মোলিশ আচার্য্য জগদীশের গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রী নবাব মশারফ হোসেনও আচার্য্য দেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা

"ঋবে দেবীমদিতিং সূরসূত্রাং
সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা যথাসানি।
ঋবে সোমং সবিতারং নমোভি
বিশ্বানাদিত্যা অহমুত্তরত্বে।"

(বীরপুত্রের জননী অদিতি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন সজাত লোকজনের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আসন পাই।

চন্দ্র, সূর্য্য আর অন্যান্য আদিত্যগণকে নমস্কার সহকারে ডাকিতেছি, যেন আমি উত্তর বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।)—অথর্ব্ববেদ ২।৩

আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম গুরু-রূপেই ভারতবাসীর গৌরব, বাঙালীর গৌরব, হিন্দুর গৌরব মনে করি। • • • •

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ,—সকলেই এক ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইয়োরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।

কলিকাতা, ১৯১৩

দিগ্‌বিজয়ী জগদীশ

দুনিয়ারে কোন্ তত্ত্ব শিখায়ে গেলে তুমি?
গুরুদেব! বুঝিতে পারি না তাহা মূর্খ আমি।
জানি,—বাইরের আঘাত পেলে জীবন দেয় সাড়া,
সেই সাড়া কি তারাও দেয় চেতনা-হীন যারা?
মানুষের মতই নাড়ী-স্নায়ু, ক্লান্তি, স্মৃতি, রোগ
দেখায় কি ধাতু-লতা-পত্রে তোমার যন্ত্রের যোগ?
সাক্ষী তোমার "বন-চাঁড়াল" ঐ ঘুরছে তোমার সাথে সাথে!
জাগা, ঘুমা, নেশা তাহার লিখায়েছ কি তারি হাতে?
অচেতন দেশটা তোমার, তাই অচেতনের বেদনা
ধরেছে কি বাঙালীর একমাত্র বিজ্ঞান-সাধনা?
ধন্য ধরেছ, হে ধ্রুবীর, অচেতনের স্পন্দন-সুর,
তোমার দেশের সাড়াও তাই বিশ্ববাসী পাচ্ছে দূর।
এক জগদীশ নও ভারতের তুমি সে সাড়ার ফলে,
হাজার জগদীশ আজ মায়ের কোলে আধ' আধ' কথা বলে।

নিউ ইয়র্কের পথে (জাহাজ-বক্ষে), নবেম্বর ১৯১৪

কলিকাতা, ১ ডিসেম্বর ১৯২৮।

বিজ্ঞান-বীর জগদীশচন্দ্র

গম্ভীর বদন তোমার স্থিরনেত্র জগদীশ,
প্রশান্ত হাসিতে তোমার দেখিনা হরিষ।
বেদনার মূর্ত্তি তুমি ওহে সেনাপতি,
সৃষ্টিকর্ত্তার অহঙ্কারে ভরা তোমার মতি।
বাড়াতে চেয়েছ তুমি সীমানা এ দুনিয়ার,
ভেঙেছ মরমুখে অন্ধকারে বসুধার।
ঘোর বিপদেরে তুমি বরিয়াছ সাথী,
নির্ভয়ে আকুল হিয়া রাখিয়াছ তার পাতি।
জয়ের জন্য লালায়িত নও চাও পরাজয়,
বিফলতা-নৈরাশ্যেই শক্ত যে হৃদয়।
ধ্যাননয় আঁখি তোমার, উদ্বিগ্ন অন্তর,
শোকে ভরা মহানন্দ প্রাণের সহচর।
ছড়াও স্বদেশে সংগ্রাম, শক্তিযোগ ধীর,
আর বেদনা বিরাট তোমার হে বিজ্ঞান-বীর।

প্যারিস, ১৯২১

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

জগদীশচন্দ্রের বাণী

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সকলের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তরে ঘন ঘন করতালির মধ্যে নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন :—

"শুধু ভারতবর্ষ নয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অন্য সমস্ত দেশ হইতে যাঁহারা শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা কি করিয়া প্রকাশ করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আমার গবেষণাগারের ভিতর তপস্বী হইয়াছিলাম। আমার কাছে সত্যের যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল আমার জীবনকালের ভিতর তাহা হয়ত আর হইবে না বলিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, এবং আমাদের জাতির ভাগ্য যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহাকে প্রণাম করি।

গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া যুঝিয়াছি—ভারতবর্ষ তাহার নিজস্ব দানের দ্বারা জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত করিয়া যাহাতে নিখিলের সভায় তাহার যোগ্যস্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে ইহাই ছিল আমার সাধনা। পৃথিবী আজ সংগ্রামরত সৈন্যবাহিনীতে বিভক্ত হইয়াছে। তাহারা সভ্যতা পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে উদ্যত। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংস নিবারণের একটি মাত্র পথ আছে—সমস্ত মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তাজগতে মানুষের মিলন ও পরস্পরের সাহায্য। অতীত আমাদের এই বাণীই দিয়াছে। বর্ত্তমানে এই বাণীই সম্প্রতি শুনিয়াছি চীন হইতে। চীন বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে তুলিতে চায়। তাহারা বলে মানবের সভ্যতাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে গেলে, জীবনের সকল প্রকাশের অন্তরালে যেমন ঐক্য আছে, মানবের সমস্ত কামনারও তেমনি ঐক্য থাকা আবশ্যক।

কিন্তু আমি ঠিক একা সাধনা করিয়াছি বলা চলে না, খ্যাতি যখন আমরা কেহই লাভ করি নাই, সেই সময়ে আমার চিরন্তন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার সঙ্গে ছিলেন। তখনও তাঁহার বিশ্বাস ছিল অটল।

আজ আমার বহু পুরাতন ছাত্র জীবনের নানা ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের ও দায়িত্বের পদ পাইয়াছেন দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের সাফল্যে আমি গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। শুধু যাঁহারা যশ ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কথাই বলিতেছি না, যাহারা বীরের মত জীবনের বোঝা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া নিস্বার্থ পবিত্র জীবনের দ্বারা দুঃখীর মনে আনন্দের ও আশার আলোক আনিয়াছেন তাঁহাদেরও স্মরণ করিতেছি।

যে সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটির বহুদিন ধরিয়া আমি সভাপতিত্ব করিয়াছি, সে প্রতিষ্ঠান আমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমি রামমোহন পাঠাগারের সভাপতি; একদিন এই পাঠাগার সাধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার আশা রাখে।

৪০ বৎসর ধরিয়া আমি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়া আছি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশীর্ব্বাণী আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। আমি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জননী বলিয়া শ্রদ্ধা করি। পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। কোনরূপে আমার বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জগৎ-সভায় বরেণ্য করিয়া তুলিতে পারিলে পরম সৌভাগ্য বলিয়া আমি মনে করিব।

জীব ও পদার্থতত্ত্বের গবেষণা সুরু হইয়াছে। তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমার বিজ্ঞান-মন্দিরে ইয়োরোপের বিজ্ঞান-জগতের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি যে সমবেত হইয়াছেন, ইহা আমি পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রগণ আমার বিজ্ঞান-মন্দির হইতে যদি সহায়তার সাহায্য পান তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

অতীতের সহিত আমরা যুক্ত। সে অতীতের কথা স্মরণ করিলে আমরা গৌরবান্বিত অনুভব করি। বৃহত্তর ভারত পরিষদের দ্বারা অতীতের সহিত আমাদের যোগ আমরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।"

ভারতে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক জোমারফেল্ড

অধ্যাপক জোমারফেল্ড মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জড়বিজ্ঞানবিৎ। তিনি ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়া বর্ত্তমানে অল্প সময়ের জন্য এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছেন।

ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, বিজ্ঞানের মধ্যে, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্র ও অ্যাষ্ট্রো-ফিজিক্যাল শাস্ত্রে ভারতের দান সম্বন্ধে ইনি অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে ভারত-সন্তানের বৈজ্ঞানিক চিন্তা বেশ উচ্চ ধরণের। ভারতের অগ্রণী বৈজ্ঞানিকগণ আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। অল্পদিন হইল কতকগুলি অনন্যসাধারণ আবিষ্ক্রিয়া ভারতভূমি হইতেই সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমণ আলোক-স্ফুরণ সম্বন্ধে আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এলাহাবাদের অধ্যাপক সাহা জড়-বিজ্ঞানের পরমাণু-তত্ত্বের বনিয়াদ সম্বন্ধে কতকগুলি মতবাদ জাহির করিয়াছেন। বার্লিন ও কেম্ব্রিজে অধ্যাপক সাহার মতবাদের উপর নির্ভর করিয়াই গবেষণাকার্য্য চলিতেছে।

আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরগণ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক কার্য্য হইতে দূরে যাইয়া গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন তবে গবেষণাক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বলই হইবে।

সিন্থেটিক্ করলা

অল্পদিন আগে জার্ম্মাণি সিন্থেটিক্ করলা আবিষ্কার করিয়াছে। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক জোমারফেল্ড বলিয়াছেন যে, পণ্য হিসাবে ইহা পূর্ব্ব হইতেই সাফল্যলাভ করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সিন্থেটিক নীল রং ও সিন্থেটিক নাইট্রেটের মত ইহার অভূতপূর্ব্ব সার্থকতার সম্ভাবনা।

অধ্যাপক মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন। মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানেও ইনি বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ছুটীর জন্য বন্ধ না থাকিলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও ইনি বক্তৃতা দান করিতেন।

এলাহাবাদ হইতে ইনি আগ্রা ও দিল্লীতে যাইবেন। শীঘ্রই তিনি জাপান যাত্রা করিবেন। তারপর যাইবেন আমেরিকায়।

(২) বিদেশী

জার্ম্মাণ-চাষে যন্ত্রপাতি

"কৃষিকার্য্যে কল ব্যবহারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটী বক্তৃতায় ডানজিগের প্রোফেসার ডক্টর হুসার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কৃষিক্ষেত্রে কলের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। আজকাল বরফ-চালিত যন্ত্রসমূহ ও মোটর লাঙ্গল আবাদের অযোগ্য পতিত জমি চষা সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। গ্রীষ্মকালে যখন মজুরের অত্যন্ত টান পড়িয়াছিল তখন এই কল ব্যবহার করিবার রেওয়াজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বেশ মোটা টাকা খাটান হইতেছে। অন্যান্য আরও অনেক প্রকার কলকব্জা ব্যবহারের দ্বারা কৃষিকার্য্যের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে। কৃষির জন্য সব জায়গায় সমান ভাবে কলের দরকার হয় না। যাসের জমিতে অতি অল্পই কলের দরকার হয়, অথচ ফসল উৎপাদনের জমিতে কলের দরকার হয় অত্যন্ত বেশী। কল চালাইবার জন্য কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের দরকার হয় না। এদিকে মজুরেরও অভাব, সেইজন্য জার্ম্মাণিতে খুব বেশী কল চালান হইতেছে।

কৃষিকার্য্যে কল ব্যবহারের খরচ নির্ভর করে কলের দামের উপর ও কতদিন ধরিয়া কল চালান হয়, ও কতটুকু সময় ধরিয়া প্রতিদিন চালান হয় ইত্যাদির উপর। কল চালানোর জন্যও খরচ আছে। ছোট ছোট লাঙ্গল অল্প সময় ধরিয়া কাজ করে সেইজন্য বেশী ক্ষয় হয় না বটে, কিন্তু ছোট ছোট লাঙ্গলেই ক্ষতি হয় অত্যন্ত বেশী। কলকব্জার ঝোঁড় যে কতটুকু আর্থিক লাভ ক্ষতি তা বেশ বুঝাইয়া দিতেছে। উন্নত ধরণের যন্ত্র ও বিভিন্ন অংশ-গুলিকে মোটামুটি একটা কাজের উপযোগী করার উপরই

এ বিষয়ের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। জার্মাণির কৃষি-উপযোগী জমির শতকরা ৮০ ভাগ কৃষকদের হাতে আছে; তাই বিচালিকাটা ও সার দেওয়ার জন্য কলের বেশ ভাল-রূপ বাজার আছে বলিয়া বিশ্বাস।

ল্যাঙ্কাশিয়ার টেক্‌স্‌টাইল কর্পোরেশান

বিলাতের 'কটন ইয়ার্ণ অ্যাসোসিয়েশান' যে সকল মিল মার্কিণ তুলা হইতে সুতা কাটিয়া থাকে তাহাদের মিলনে 'ল্যাঙ্কাশিয়ার টেক্সটাইল কর্পোরেশন' নামে একটী সঙ্ঘ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। কি সর্ত্তে এই সঙ্ঘে প্রবেশ করা যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য ১৫৪টী মিল তাহাদের আবেদনের হিসাবে উক্ত অ্যাসোসিয়েশানের নিকট পেশ করিয়াছে। আরও আবেদন শীঘ্র পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

ল্যাঙ্কাশিয়ারস্থ সুতাকাটা মিলের মার্কিণ বিভাগের উন্নতির জন্য অন্যান্য চেষ্টাও চলিতেছে। যাহাতে উৎপাদকরা পরস্পরের অবস্থার তুলনা করিতে পারে তাহার জন্য অ্যাসোসিয়েশানের ২২০টী সভ্যের নিকট দর, উৎপাদন, বিক্রয়, গুদামজাত মালের পরিমাণ, অর্ডারের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। ভারতীয় মিলগুলা কত খরচে সুতা উৎপাদন করে সেই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর জানিবার জন্য এখন চেষ্টা চলিতেছে।

দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র

আন্তর্জ্জাতিক সংবাদ-পত্র-লেখক সমিতি জাতি-সঙ্ঘের (লিগ অব্ নেশান্‌স্) সহিত সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রার্থনানুসারে আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস সংবাদ-পত্র-লিখন ব্যবসায়ের অবস্থা-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া একটী বিবরণী প্রকাশ করিতেছে।

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা যে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা এই রিপোর্টে খোলসা করিয়া দেখান হইয়াছে। সংবাদপত্রের যে কি অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে তাহা সংবাদপত্রের সংখ্যার বহর দেখিয়াই বেশ বুঝা যায়। ১৯২৬ সালে জার্মাণিতে ৩১৮ খানি দৈনিক ও ৪,৩০৯ খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, বেলজিয়ামে ১,১৬০ খানি সাময়িক পত্রিকা, কানাডায় ১,৪০০ এবং স্পেনে ২,০০০ খানিরও উপর খবরের কাগজ ছিল। ডেন্মার্কে সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজের সংখ্যা ছিল ৭২০ খানি। ৩২০ খানি খবরের কাগজের ১,১০০,০০০ সংখ্যা প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রত্যেক তিন জনের হিসাব একখানি করিয়া খবরের কাগজ পড়িয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে দৈনিকের সংখ্যা ছিল ২,৪০০ খানি এবং সাপ্তাহিক ১৪,৮০০ খানি। যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক কাগজগুলির মোট প্রকাশিত সংখ্যা ১৯১৪ সালে ২৮,৭০০,০০০ হইতে ১৯২৩ সালে ৩৫,৭০০,০০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ঐ বৎসর সংবাদপত্র "ব্যবসায়" প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১০,২৬৭টি এবং ঐ সকলে ২২৮,৩৫০ জন মানুষ নিযুক্ত ছিল।

ফ্রান্স দেশেও সংবাদপত্র ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়াছিল ঠিক ঐরূপ মাত্রায়। এক প্যারি সহরেই প্রায় ১০০খানি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এই সকল কাগজের অধিকাংশেরই প্রকাশিত সংখ্যা ৫০,০০০ হাজারের উপর। গ্রেট ব্রিটেনে ২,৪০০ সংবাদপত্র রহিয়াছে। উহার ভিতর একখানি কাগজ ছাপান হয় দশ লক্ষের উপর। ১৯২৪ সালের শেষে ইতালি ও নেদারল্যাণ্ডের সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ খানি, জাপানে ৩০০ খানি এবং পোলাণ্ডে ৪,০০০ খানি। সুইজ্যারল্যাণ্ডে সংবাদপত্র ও সমালোচনীর সংখ্যা প্রায় ২,০০০, চেকোস্লোভাকিয়ারও প্রায় অতগুলি সংবাদপত্র রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক প্রেগ সহরেই প্রকাশিত হয় ৭২০ খানি।

সংবাদপত্রের ব্যবসা

কারখানার বড় বড় শিল্পকার্য্য যেমন করিয়া চালান হয়, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্র পরিচালনা ব্যবসায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেরূপভাবে কাজ চালান হইতেছে। বড়দরের সাময়িকপত্র আজকাল রীতিমত বড় রকমের কারবার। সাময়িকপত্র প্রকাশ করাই এক বিরাট কাণ্ড। ১৯২৫ সালে আমেরিকার পত্রিকাগুলি বিজ্ঞা-

পনের মূলাঙ্কণে ৭৫ কোটি ডলার তুলিয়াছিল। একখানি রঙ্গীন কাগজের পৃষ্ঠাগুলি বিজ্ঞাপনের জন্য ৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্কে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৬ সালে সমস্ত ইংরেজী খবরের কাগজগুলি প্রকাশ করিবার খরচ পড়িয়াছিল ১,৫৫০,০০০,০০০ সোনার ফ্রাঙ্ক। সর্ব্বত্রই যে খবরের কাগজ চালানো ব্যবসা এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা নহে। তবে এটা ঠিক যে বড় বড় শিল্প-ব্যবসা যে হারে চালান হয় সেই হারে খবরের কাগজ চালানোর জন্য সংবাদপত্র চালানো ব্যবসার অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

সংবাদপত্র-পরিচালকগণকে এক সঙ্গে ৬ইটি বিপদের সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে। প্রথমটি সংবাদপত্র পরিচালনা ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার লাভের নানারূপ পন্থার আবির্ভাব হওয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়টা মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী আর্থিক দুর্যোগ ঘটিবার জন্য। এই আর্থিক দুর্যোগের ফলভোগ করিতে সকল শ্রেণীর খাটুনে মানুষকে, এবং ইহার ভিতর সময়ে সময়ে বুদ্ধিজীবী মানুষকেই বেশী মাত্রায় ফলভোগ করিতে হয়। ইহার ফলে দুইটি বড় বড় বিপ্লব ঘটে—একটি আর্থিক আর একটি নৈতিক। আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত একযোগে ইহার মূল তথ্যানুসন্ধান ও প্রতিকার-বিধানের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কার্য্যে ব্রতী হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে লিগ্ অব্ নেশান্সের সহিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক সংবাদপত্র-পরিচালক সমিতি একটি। আর একটি প্রতিষ্ঠান ইণ্টারন্যাশানাল ফেডারেশান অব্ জার্ণালিষ্টস্। ১৯২৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের যে মূর্ত্তি বা গঠন-প্রণালী দেখা গিয়াছিল তাহাতেই সংবাদপত্র-পরিচালন-ব্যবসার একটা নূতন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইণ্টারন্যাশানাল লেবার অফিস সংবাদপত্র পরিচালনা ব্যবসার মোটামুটি সাধারণ অবস্থা বিষয়ে সমালোচনা করিয়াছে; যথা, সংবাদপত্র পরিচালনের নিয়মকানুন, ইহার কার্য্য-প্রণালী, সংবাদপত্র পরিচালকগণের অনুকূল মজুরের বাজার ও বীমা-প্রতিষ্ঠান। সংবাদপত্র-পরিচালনা সমস্যার কয়েকটি বিষয় কেবলমাত্র দূর ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যারূপে বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু সাপ্তাহিক বিশ্রাম, কর্ম্ম-বিরতি বা কর্ম্মে নিয়োগে এবং প্রত্যেক কার্য্যের পণ্ডীনির্দ্দেশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি এখন হইতেই আন্তর্জ্জাতিক সমস্যারূপে বিবেচিত ও মীমাংসিত হইবে।

ইণ্টারন্যাশানাল লেবার অফিসের অধীন বুদ্ধিজীবী কর্ম্মিগণের একটী পরামর্শ-সভা গঠন করা হইবে। ইহার ফলে সংবাদপত্র-পরিচালকগণের ও তাহাদের সহকর্ম্মী অন্যান্য বুদ্ধিজীবী মানুষের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। কারণ এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের দাবীদাওয়া, বা ইহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আন্তর্জ্জাতিক রূপ ধারণ করিবে সে সমস্তই উপরি উক্ত সমিতির নিকট পেশ করিয়া সে সকল ব্যাপারের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হইবে।

মৃৎ-শিল্পের ব্যবসা

[বেঙ্গল পটারির প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব মহাশয়ের সহিত আমাদের যে কথোপকথন হইয়াছিল তার নিম্নমর্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে।]

প্রঃ—আপনি এই ব্যবসা লইয়া অনেক দিন মাথা ঘামাইতেছেন। এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কি সমস্তই এদেশে লাভ করিয়াছেন, না বিদেশেও গিয়াছিলেন?

উঃ—বিদেশের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আমি কাজে লাগাইয়াছি।

ঃ—আপনি কোন্ সময় কোথায় কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—১৯০৩ সনে বি, এ, পরীক্ষা দিবার পর আমি ৬০৲ টাকার এক মৃৎ-শিল্প স্কলারশিপ লইয়া জাপানে যাই। প্রথমে তোকিয়োর হাইয়ার পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউটে ২ বছর শিক্ষালাভ করি। তারপর কিয়োতোতে থাকিয়া ১ বছর হাতেকলমে কাজ করি।

প্রঃ—১৯০৩।৪, বিশেষতঃ ১৯০৬।৭ সনে আপনারা যাঁরাই বিদেশে গিয়াছেন, তাঁদের ঝোঁকটা জাপানের উপরই বেশী ছিল। এর কারণ রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় লাভ কি?

উঃ—রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় লাভের পর হইতে বাঙ্গালীর ছেলের জাপানে যাইবার আগ্রহটা প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা রুশ-জাপান যুদ্ধের আগেই জাপানে গিয়াছিলাম। আমাদের পক্ষে অন্য কারণ প্রবল ছিল। জাপান সব চেয়ে সস্তা দেশ ছিল, এত অল্প খরচে অন্য কোথাও থাকা ও লেখাপড়া শিখা সম্ভবপর ছিল না।

প্রঃ—আপনি জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিলেন?

উঃ—আপনারা কলিকাতার পটারি ওয়ার্কসের নাম শুনিয়াছেন, সেখানকার কাজকর্ম দেখিয়া থাকিবেন। ১৯০৬ সনে জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি এই কারখানার গোড়াপত্তন করি।

প্রঃ—এই কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস কি করিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের বিপুল আয়তন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। মাণিকতলা খালের ধারে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের নীচের তলায় একটা ঘর প্রথমে ভাড়া লওয়া হইল। সেই প্রথম দিনের কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে। প্রথম পোর্সেলিন যখন বাহির হইল তখন রাত ৩টা। তখন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। নীচের তলায় হাঁটু পর্য্যন্ত জল জমিয়াছিল। ভাপর চালানোর আর বিরাম ছিল না, পোড়ানও বন্ধ হয় নাই। সেই জলকাদায় ভিজিয়া আমাকে পরে অন্য ঘরে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন জিনিষটা ঐ অত রাত্রে তৈরি হইয়া গেল, এবং বাজাইয়া দেখিলাম যে ঠিক আওয়াজ হইতেছে, তখনকার মানসিক আনন্দের কথা বর্ণনীয় নহে।

ঃ—পোর্সেলিন তৈরির উপকরণ যোগাড় করিলেন কোথা হইতে?

উঃ—আমাদের দেশে চীনামাটির বাসন তৈরির কি বৃহৎ ক্ষেত্র যে পড়িয়া আছে তাহা একবার দেশের ধনীরা বুঝিতে পারিলে একটা ভাল ব্যবসা এরূপ অনাদৃত ভাবে পড়িয়া থাকিত না। ভগবান এই দেশে যেখানে সেখানে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা মাল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। দরকার শুধু সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া জিনিষ করিবার। রাসায়নিকের কেওলিন মাইন, মিহিজানের ফেল্টস্পার ও কোয়ার্টজ ইত্যাদি আমাদের সন্ধান যোগাইয়াছে। বলিতে কি, কোন কোন দ্রব্য আমরা ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া এই অভিমত পাইয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে এরূপ উৎকৃষ্ট জিনিষ কম আছে। অথচ আমাদের দুর্দশা দেখুন।

প্রঃ—আপনি কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের সঙ্গে কতদিন যুক্ত ছিলেন ও তখন ব্যবসার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল?

উঃ—১৯২৬ সনে আমি ছাড়িবার কালে উহাতে ৩½ লাখ টাকার দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হইতেছিল।

প্রঃ—আপনি এই কোম্পানীর সঙ্গে কাজ করার কালে আর বিদেশে গিয়াছিলেন কি? গেলে কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন ও কোথায় কতদিন ছিলেন জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—হাঁ, আমাকে আরও দুইবার বিদেশে যাইতে হয়। ১৯০৮ সনে আমি দ্বিতীয়বার জাপান যাত্রা করি। চীন হইয়া জাপানে যাই এবং সেখানে ৮।৯ মাস কাটাই। আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জাপান হইতে দু'জন ভাল কারিগর আনা। আমি দেখিতেছিলাম যে ভাল কারিগরের অভাবে আমাদের কারখানা আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিতেছে না। সেইজন্য এখানকার কারিগরদের পটু করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প করি। তারপর ১৯১০ সনে বার্লিন যাই। এ যাত্রায় ইয়োরোপের বহুস্থান ঘুরিয়াছি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ বার্লিনেই আমি সময় কাটাই। ইন্সুলেটর কি করিয়া তৈরি করিতে হয় তাই শিখিতে গিয়াছিলাম।

প্রঃ—তৃতীয়বার জাপানে না গিয়া আপনার ইয়োরোপে যাইবার মতি কেন হইয়াছিল।

উঃ—নানা কারণে আমাদের জাপান-প্রীতিটা কমিয়া আসিতেছিল। একটা কারণ এই যে, ভাল করিয়া কোন বিষয় আয়ত্ত করিতে হইলে জাপানের গুরু ইয়োরোপের কাছে শিক্ষালাভ করাই শ্রেয় এইরূপ একটা ধারণা জন্মিতেছিল।

প্রঃ—আপনার জার্মানি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবেন কি?

উঃ—আমি বার্লিনে প্রায় বৎসরেক কাল কাটাই। যুদ্ধ লাগিবার পূর্ব্বে চলিয়া আসিয়াছিলাম। আপনি ভর্ট কোম্পানীর নাম শুনিয়া থাকিবেন। আমি ইহাদের বৃহৎ-শিল্পের কারখানায় শিক্ষানবিশি করিতেছিলাম। জার্মানির একটা জিনিষ আমাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল। সেটা কি জানেন? তাদের ঐকান্তিক বিজ্ঞান-প্রীতি ও বৈজ্ঞানিক সাধনা। আমি ওদের দেশের এই একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, সকল মানুষকে এক ছাঁচে গতানুগতিক ভাবে গড়িয়া তোলা ওরা অন্যায় বলিয়া মনে করে। ছেলেবেলা হইতে ওরা লক্ষ্য করে কার প্রবণতা কোন্ দিকে, কে কোন্ দিকে মাথা খেলাইয়া আনন্দ পায়, সেই অনুসারে তার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। আমি যখন ভর্টের বাড়ীতে একদিন বসিয়া আছি, তখন ভর্টের এক ৭।৮ বছরের ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, দেব, অমুক বিষয়ের ভল্ট পাওয়ার কত বলত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভল্ট পাওয়ার কাকে বলে? ছেলেটি ত হাসিয়াই আকুল, দেব ভল্ট পাওয়ার কাকে বলে জানে না, অথচ এত বড় কারখানায় কাজ করিতেছে। ভর্টও বিস্মিত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন ও পরে ছেলের

লেবরেটরীতে লইয়া গেলেন। দেখিলাম ছেলেকে একটী লেবরেটরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সেইখানে ইচ্ছামত বোতাম ইত্যাদি টিপিয়া নানা রকম বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি করিতেছে ও কল চালাইতেছে। আমি অতটুকু ছেলের এই কীর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ও বুঝিতে পারিলাম কেন উহারা এইরূপ কর্ম্মিকর্ম্মা হইয়া উঠিতে সমর্থ হয়।

প্রঃ—আপনি আপানে থাকিবার কালে প্রথমবারে কি কি বিষয় পড়িতে হইয়াছিল?

উঃ—বই পড়িয়া বিদ্যা লাভ করিতে হইয়াছিল ভূতত্ত্ব, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সেরামিক টেক্‌নলজি সম্বন্ধে; আর কারখানায় হাতে কলমে কাজ ত করিতে হইয়াছিলই।

প্রঃ—ভারতবর্ষে মৃৎ-শিল্প ব্যবসায় লিপ্ত হইবার পর আপনাকে কি কি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা করি।

উঃ—মৃৎ-শিল্পের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইতেছে উপযুক্ত কারিগরের অভাব। আমাকে উপযুক্ত কারিগর গড়িয়া তুলিবার জন্য খুব বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিসে সব চেয়ে বাধা পড়ে জানেন? সামাজিক রীতিনীতিতে। কুমারের কাজ করিলে আমরা জাতে ছোট হইয়া যাইব এই ভয়ে লোক আসিতে চাহিত না। তারপর জিনিষ ভাঙ্গার দরুণ আমাদের খুব ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। চীনা মাটির বাসন কিরূপ ঠুন্‌কো জিনিষের সাহায্যে তৈয়ারী হয় তা ত বুঝিতেই পারেন। ইহা অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে ধরিতে বা একস্থান হইতে অন্যস্থানে রাখিতে হয়। আমি যেখানে শত শত দ্রব্য ধরিয়া হয়ত একটাও তাজিব না, আপনার হাতে সেখানে সবগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবে। জিনিষ যাতে না ভাঙ্গে তার একটা বিজ্ঞান আছে, সেই বিজ্ঞান আয়ত্ত করা চাই।

প্রঃ—প্রথম জিনিষ তৈয়ারী করিয়া আপনারা দেশের লোকের নিকট কিরূপ উৎসাহ পাইয়াছিলেন?

উঃ—এ বিষয়ে আমরা বটকৃষ্ণ পালের দোকানের সাহায্যের কথা কোনদিন ভুলিতে পারিব না। বস্তুতঃ, তাঁরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম একবারে ৯ গ্রোস্ জিনিষের অর্ডার দিয়াছিলেন। তাঁদের নিকট হইতে এই উৎসাহ না পাইলে আমাদের অধিক দূর অগ্রসর হইতে ঢের বেশী কষ্টভোগ করিতে হইত।

প্রঃ—আপনারা কি কি দ্রব্য তৈয়ারী করিতেন?

উঃ—আমরা চীনামাটির সব জিনিষই করিতাম। পুতুল, ডাক্তারি জিনিষপত্র, ইনসুলেটর, টাইলস্ সবই আমরা তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রঃ—আপনি আপনার দেশের যুবকদিগকে এবিষয়ে কিছু বলিতে চান কি?

উঃ—আমার কথা এই যে, যার সামর্থ্য আছে সে-ই বাহির হইয়া পড়, ইয়োরামেরিকা ঘুরিয়া কিছু না কিছু শিখিয়া আস। বস্তুতঃ, আজিকার দিনে দেশের জন্য স্থায়ী কিছু করিতে হইলে বিদেশে যাইতে হইবেই। বাঙ্গালীর ছেলেকে এই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমি বহু দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু প্রকার লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু একথা আমি বলিতে পারি যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে ও নৈপুণ্যে বাঙ্গালীর ছেলে কারও চেয়ে খাটো নয়। শুধু সব ছেলেকে এক ছাঁচে ঢালিতে গিয়া আমাদের দেশে মনুষ্য-শক্তির অপচয় ঘটিতেছে।

"বার্লিনার টাগেব্লাট" জার্ম্মাণ দৈনিক

চীন ও ভারতের বাণিজ্য

বার্লিনার টাগেব্লাট জার্ম্মাণির একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র। গত আগষ্ট মাসে ভারত ও চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে ঐ কাগজে কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হয়। এগুলিতে যেমন নূতন নূতন কতকগুলি সংবাদ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি ঐ দুইটি দেশের আর্থিক ভবিষ্যতেরও একটা পরিচয় পাওয়া যায়। চীন ও ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে যেসকল গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য করা হইয়াছে সেগুলি বাস্তবিকই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধগুলির সার মর্ম্ম বোম্বাইএর বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান ডেলিমেলের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা পত্রযোগে প্রেরণ করিয়াছেন।

চীন, জাপান ও ভারত

টাগেব্লাট জাপান, চীন ও ভারতের ষ্ট্যাটিসটিক্স্ ঘাঁটিয়া দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে জাপান তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য ডবল করিয়া ফেলিয়াছে। চীনে হাজার রকমের বিবাদ থাকা সত্ত্বেও তাহার বর্ত্তমান বৈদেশিক বাণিজ্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের চাইতে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

ইংরেজ বনাম জাপান

যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে চীনে জাপানের যতটা রপ্তানি বাণিজ্য ছিল তাহার ডবল ছিল ইংরেজ ও হংকংএর হাতে। কিন্তু আজ ইংরেজ ও হংকং যে পরিমাণ মাল করে তাহার ডবল রপ্তানি করে জাপান।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরেজ চীনে যতটা মাল আমদানি করিত তাহার তিন ভাগের এক ভাগ করিত আমেরিকা। কিন্তু আজ ১৯২৮ সনে দুনিয়ার হালচাল বদলাইয়া গিয়াছে। আজ চীনে আমেরিকা যে বাণিজ্য ফাঁদিয়া বসিয়াছে তাহা ইংরেজের বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। চীনে জার্ম্মাণির বাণিজ্য কারবারও সামান্য কিছু কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে অন্যান্য দেশে যেমন জার্ম্মাণির রপ্তানি-বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে, চীনেও তেমনি হ্রাস পাইয়াছে। চীনের রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থার খুব বেশী উন্নতি দেখা যায় না। ইংলণ্ডে চীনা মালের কাটতি পড়িয়া গিয়াছে। জাপানে চীনা মাল বেশী চালান হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় আমেরিকায় চীনা মালের কাটতি ডবল হইয়াছে। চীনের মোট রপ্তানি মালের চারি ভাগের তিন ভাগ যায় আমেরিকা ও জাপানে। অবশিষ্ট এক ভাগের খরিদ্দার গ্রেট ব্রিটেন ও হংকং। যুদ্ধের পূর্ব্বে একা ইংলণ্ডই চীনা মালের ½ ভাগের খরিদ্দার ছিল। তখন আমেরিকা কিন্তু চীনের রপ্তানি মালের ½ অংশ মাত্র ক্রয় করিত।

প্রাচ্যে ইংরেজের ব্যবসা কমিতেছে

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, চীনা বাণিজ্যে ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীনে বর্ত্তমানে জাপান ও আমেরিকার কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই হইল বর্ত্তমান ১৯২৮ সনের অবস্থা।

ভবিষ্যৎ চীন

চীয়েঙ্গ্‌কাইশেকের মতে চীনের ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর্থিক জীবনে এক অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। চারিদিক্ হইতে আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা দ্রুত চলিতে থাকিবে। চীনের নিজস্ব পুঁজি নেহাৎ কম নয়। চীনের অধিকাংশ শিল্প-কারখানা চীন-সন্তানের পুঁজি দ্বারা পরিচালিত। ভারতের মত বিদেশী পুঁজি চীনে বেশী খাটিতেছেনা। ইহার ফলে চীনের বেশীর ভাগ কল-কারখানা, শিল্পলোধ চীনবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি ও তাহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত। কিন্তু বর্ত্তমান শিল্প-জগতের সমসাময়িক শিল্প-কারখানা গড়িয়া তুলিবার জন্য চীনের ঘরোয়া পুঁজি যথেষ্ট নহে। সকলের আগে চীনের সর্ব্বত্র রেল লাইন বিস্তার করিতে হইবে। ইহার জন্য বিদেশী পুঁজি ও বিদেশী মাথার দরকার আছে। চীনের লোক-সংখ্যা জার্ম্মাণির সাত গুণ হইলেও ইহার রেল লাইন জার্ম্মাণির ½ ভাগ মাত্র।

বিদেশী পুঁজি ও চীন

বিদেশী পুঁজি আমদানি ও খাটানোই বর্ত্তমান নবীন চীনের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবনের একমাত্র ধান্দা হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে চীনে ইংরেজের পুঁজি সব চাইতে বেশী খাটিত; কিন্তু ইংরেজের সে সুদিন আর নাই; তাহার একচেটে কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানে ইংরেজের পুঁজির ক্ষমতা কতকটা খাট হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান জগতে আমেরিকাই সব চাইতে বড় পুঁজিপতি এবং বিদেশের মাটিতে আমেরিকাই বেশী পুঁজি চালিতে সমর্থ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চীনে আমেরিকার অর্থ বিস্তর প্রবেশলাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে চীনে ইংরেজের যত পুঁজি খাটিত আজকাল তার চাইতে বেশী খাটিতেছে আমেরিকার। আমেরিকা চীনের স্বাধীনতার জন্য আজকাল জোর প্রপাগাণ্ডা চালাইতেছে। আমেরিকা চীনের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমেরিকার আসল উদ্দেশ্য চীনের আর্থিক জীবনের মালিক হওয়া। চীনের মাটিতে জাপান ও ইংরেজের পরিবর্ত্তে মার্কিণ পুঁজি বেশী পাটুক ইহাই তাহার অভিপ্রায়।

মার্কিণের উপর চীনের সন্দেহ

স্যানফ্রান্সিস্কো গভর্ণমেণ্ট মার্কিণের এই চীন-প্রীতি খুব সন্দেহের চক্ষেই দেখিতেছে। বর্ত্তমানে তাহারা কতকটা মুষ্ডিয়া আছে। জাপান ও ইংরেজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে আমেরিকার সহানুভূতির দরকার আছে, তাই তাহারা আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে সাহস পাইতেছে না; তবে আমেরিকার প্রত্যেকটি কাজ তাহারা ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে এবং অদূরভবিষ্যতে কোমর বাঁধিয়া নিজের পায়ে খাড়া হইয়া উঠিলেই তাহারা ওয়াশিংটনের আর্থিক অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবে।

ভারতের অবস্থা

চীন ও জাপানের তুলনায় ভারতের রপ্তানি-শিল্পের মোটা ব্যালান্স আছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে তাহার রপ্তানি আমদানির চাইতে বেশী ছিল; যুদ্ধের পরে ইহা আরও বেশী হইয়াছে। জাপানের সঙ্গে ভারতের প্রভেদ এই যে, জাপান বেশীর ভাগ শিল্পজাত মাল বিদেশে পাঠায় আর ভারতবর্ষ বেশীর ভাগ কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি করে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে এই কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। ভারতের আমদানি-শিল্পে ইংলণ্ডের হিস্যা কমিয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে আমেরিকান ও জাপানী মালের আমদানি দিন দিন বাড়িতেছে। এখনও কিন্তু ভারতের আমদানি কারবারে ইংরেজই সকলের উপরে আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জাপান ও মার্কিণের নিকট হইতে যে মাল খরিদ করিত তাহার বার গুণ বেশী মাল কিনিত ইংরেজের নিকট হইতে। বর্ত্তমানে ঐ বার গুণ কমিয়া সাড়ে তিন গুণে দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ তাহার মালের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইংরেজের নিকটে বেচিত, বর্ত্তমানেও ইংরেজ ভারতের রপ্তানি মালের পুরাপুরি চারি ভাগের এক ভাগ

খরিদ করে। জাপানের ক্রয়-ক্ষমতা কিন্তু চের বাড়িয়া গিয়াছে। মার্কিণ আগেও যাহা কিনিত আজকালও একরূপ সেই পরিমাণ মালই ভারতের নিকট হইতে কিনে।

বৈদেশিক প্রভুত্ব বনাম স্বদেশী আর্থিক উন্নতি

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় আমদানির পাঁচভাগের চারিভাগ ছিল শিল্পজাত তৈয়ারী মাল। আর ঐ সময় ভারতবর্ষ যত মাল বিদেশে রপ্তানি করিত তাহার চারিভাগের তিন-ভাগ ছিল চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য কাঁচা রসদপত্র। আজকাল এই বিংশ শতাব্দীর শিল্পপ্রসূত ভারতে যত মাল আমদানি হয় তাহার চারিভাগের তিনভাগ তৈয়ারী শিল্পজাত মাল। রপ্তানি কারবারে ভারতীয় শিল্পজাত মাল সামান্য কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব খতিয়ান করিলে দেখা যাইবে এই বৃদ্ধি খুবই নগণ্য এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। টাগে-ম্রাট্ বলেন যে, ভারত বর্ত্তমান শিল্পপ্রসূতের অনুকরণে শিল্প-প্রধান হইয়া উঠুক ইংরেজ ইহা চায়না এবং ইহার ঘোর বিরোধী। চীনে ইংরেজ যাহা করিতে পারে নাই ভারতে তাহাই করিতে চায়। ভারতবর্ষ চিরদিন কাঁচা রসদ যোগাইয়া ইংরেজের বিরাট শিল্প-অভিযানে সহায়তা করুক ইহাই ইংরেজের একান্ত অভিলাষ। বিগত সনের সর্ব্বদল সম্মিলনীতে নেহ্রু কমিটীর যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্রের খসড়া গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ইংরেজ ও অন্যান্য বৈদেশিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার কতকগুলি ধারা আছে। এইজন্যই এদেশের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য ইংরেজ বণিকের অনেকে এবং কতকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র নেহ্রু কমিটীর এই মোসাবিদা সমর্থন করিয়াছেন।

বার্লিনার টাগেব্লাট বলেন, যে পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশীর প্রভুত্ব লোপ না পাইবে সে পর্য্যন্ত তাহার আর্থিক উন্নতি আশানুরূপভাবে হওয়া সম্ভবপর নয়।

"রবার বাজার"

মেসার্স সিমিংটন অ্যাণ্ড সিন্ক্লেয়ার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, লণ্ডন, ২৬শে জুলাই তারিখের রবার বাজারের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ :—

গত সপ্তাহে রবার-বাজারে দরের হ্রাস-বৃদ্ধি মাত্র অল্প মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। গত মঙ্গলবারের প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত দর একই ভাবে থাকায় মত বোধ হয়। কিন্তু ঐ দিনই মালয়ের রেজষ্ট্রীকৃশান্ এরিয়া অর্থাৎ নিবিষ্ট ভূমি-স্থিত মজুত রবারের পরিমাণ প্রকাশিত হয়। এর ফলে প্রথমতঃ দর নামিয়া যায় এবং সর্ব্বোচ্চ দর হইতে প্রায় ১ পেনি কম মূল্যে দাঁড়াইয়া যায়। এখন কিন্তু বাজারের অবস্থা ভাল এবং এই বিবরণী প্রকাশিত হইবার সময়ে বর্ত্তমান সপ্তাহে সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

মালয়ের রেষ্ট্রীকৃশান্ কর্ত্তারা গত জুনের শেষ ভাগে রেষ্ট্রীকৃশান্ ভূমিতে উৎপন্ন মজুত রবারের হিসাব প্রকাশ করিয়াছে। উহাতে প্রকাশ :—১০০ একরের উপর আয়তন-বিশিষ্ট এষ্টেট্গুলির মোট মজুত মাল ৪৪,৭৯১ টন, কারবারী লোকজনের নিকট মজুত মাল ১২,৫৩৬ টন; একুনে ৪৮,৩২৭ টন। ১০০ একরের নীচের এষ্টেটগুলির মজুত মালের কোন হিসাব লওয়া হয় নাই, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। যে সময় পর্য্যন্ত রেষ্ট্রীকৃশান্ নীতি পরিচালিত হয় তাহার মধ্যে ছোট খাটো রবার ক্ষেতের মালিকগণ আপন আপন মাল বেচিবার যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং এখন নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে যে, তাহাদের নিকট এখন রবার সেরূপ মজুত নাই। এখনও যদি ছোট খাটো মালিকগণের নিকট রবার মজুত থাকে তাহা বড় জোর ৭,০০০ টন হইবে। ইহা ধরা হইলে সর্ব্বসুদ্ধ রেষ্ট্রীকৃশান্ এরিয়ার মালের পরিমাণ প্রায় ৬৫,০০০ টন হইবে।

উৎপন্ন মালের তালিকা দিবার সময় এষ্টেট্গুলিকে কেবলমাত্র জাহাজে রপ্তানি কারবার উপযুক্ত বিশুদ্ধ রবারের উল্লেখ করিতে বলা হইয়াছিল। সুতরাং ধরা হইতেছে যে, উহারা তাহাই করিয়াছে। সাধারণতঃ, এষ্টেট-গুলির মোট মালের পরিমাণ ১৫,০০০ টনের অধিক হয় না। সেটেন্হাম্ বন্দরের মত রবার জাহাজ-বোঝাই করিবার স্থানের বা রেষ্ট্রীকৃশান্ভূমির অন্যান্য স্থানের

ব্যবসায়িগণের নিকট মজুত মালের পরিমাণ ১০,০০০ টনের কাছাকাছি ধরা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ এষ্টেট ও ব্যবসায়িগণের নিকট মোট মালের পরিমাণ ২৫,০০০ মত হইয়া থাকে। সুতরাং এবার বাড়তি মালের পরিমাণ হইয়াছে ৪০,০০০ টন। জুনের শেষ হইতে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ২৫,০০০ টন হইতে ৩০,০০০ পর্য্যন্ত আরও অধিক মাল জমা হইতে পারে।

নবেম্বর মাসে "রেক্টীফাইন্" বিদূরিত হইবে। উপরি উক্ত তালিকা দৃষ্টে বোধ হয় যে, তখন জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে উদ্বৃত্ত মাল প্রায় ৬৫,০০০ টন হইতে ১০,০০০ টন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। এই জাহাজ বোঝাই করা চলিবে কয়েকমাস ধরিয়া। অন্য পক্ষে, গত ২৮শে জুন তারিখের রিপোর্টে আমরা দেখিয়াছি, জানুয়ারি হইতে মে পর্য্যন্ত গত ৫ মাসে এ বৎসর ৩১,৬০০ টন মাল কম উৎপন্ন হইয়াছে। চাহিদা কিন্তু ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত মালের কমতি ঠিক সমপরিমাণেই ঘটিবে এইরূপ ধারণা করা নিতান্ত ভিত্তিহীন হইবে না। এখন দেখা যাইতেছে উদ্বৃত্ত মাল গ্রহণ করিবার জন্য একটী বিরাট বাজার স্থাপন করিতে হইবে, এবং এই মালের অধিকাংশ সরাসর ক্রেতা-গণের দুয়ারে গিয়া পৌঁছিবে। সরাসর যুক্তরাষ্ট্রে নবেম্বর জানুয়ারির মাল রপ্তানির জন্য মোটা মোটা সেল্ ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে।

দি মালয় ষ্টেট্স্ ইনফর্মেশান এজেন্সি (মালয় ষ্টেটের সংবাদ-প্রতিষ্ঠান) ঘোষণা করিতেছে যে, জুন মাসে "রেক্টীফাইন্" ভূমি হইতে রপ্তানির পরিমাণ ১২,৯০৫ টন। এই তুলনায় ১৯২৮ সনের মে মাসের রপ্তানি ১৭,০৪৫ টন। ১লা জুলাই রপ্তানি মাশুল কমিয়া যাইবে বলিয়া অনেক রবার বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। জুলাই মাসে "রেক্টীফাইন্" ভূমি হইতে বহুল পরিমাণে রবার রপ্তানি হইবে। যাহা হউক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাকথিত "অবাবহৃত কুপন" অত্যন্ত অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রায় ১০,০০০ টন মালের মূল্য পরিমাণ কুপন পড়িয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, অথচ অক্টোবর মাসের পরে এ সমস্তের আর কোন দামই থাকিবে না।

নিউইয়র্ক সহরে গত কলাকার বাজার-দর, "রিব্ড স্মোক্ড্ শিট" ১৯¼ পেঃ (ঐ চাপ্টা জাতিদের দর ৯¼ পেঃ) অর্থাৎ এ সপ্তাহে ½ পেঃ দর চড়া। নিউইয়র্কের বাজার এক্সচেঞ্জ গত কলোর সর্ব্বশেষ দর :—

জুলাই মাসে ১৯·৩০ (গত সপ্তাহ ১৯·২০), (সেপ্টেম্বরে ১৯·২০ (১৯·১০), ডিসেম্বরে ১৯·৩০ (১৯·১০); মার্চ্চে ১৯·১০ (১৯·০০) এবং মে মাসে ১৯·১০ (১৯·০০)।

"আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ," জুন ১৯২৮

মূলধনের যোগান

ধনসঞ্চয়ের কারণ কি? ধনসঞ্চয় বাড়িবার বা কমিবার কারণ কি? অনেক ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিত বলেন যে, সঞ্চয় করার অর্থই নিজকে ক্লিষ্ট করা—বর্ত্তমানে যে ভোগ সম্ভব হইত সেই ভোগ হইতে নিজকে বঞ্চিত করা, —সুতরাং সঞ্চয় করা রূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে কাহাকেও সম্মত করিতে হইলে তাহাকে ইহার জন্য 'কিছু' দেওয়া দরকার। এই 'কিছু'টা হইতেছে সুদ। ইঁহাদের মতে সুদই সঞ্চয়ের কারণ; শুধু তাহাই নহে, সুদই সবের সঞ্চয়ের পরিমাণ নিরূপিত করে, সুদ বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে, সুদ কমিলে সঞ্চয় কমে।

সঞ্চিত ধনের সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব হয়। ধন যখন উৎপাদনে নিয়োজিত হয় তখন তাহাকে মূলধন বা পুঁজি বলা চলিতে পারে। ধনসঞ্চয় না হইলে মূলধন জন্মাইতে পারে না। উপরি উক্ত পণ্ডিতদের মতে সুদ ধনসঞ্চয় করায় ও ধনসঞ্চয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উঁহাদের মতে মূলধনের যোগান সুদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।

কিন্তু এ মত একেবারে ভ্রান্ত না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে ভ্রান্ত।

উক্ত পণ্ডিতরা ধরিয়া লইয়াছেন যে, ধনকে বর্ত্তমানে ভোগ করিয়া উড়াইয়া দিলেই কেবল ধন হইতে সুখ পাওয়া যায়—ধন জমাইয়া রাখাতে কোন সুখ নাই। কিন্তু ধন

সঞ্চয় করাতেও ত সুখ থাকিতে পারে। একজনের যদি প্রচুর সম্পত্তি থাকে, সেই সম্পত্তি হইতে তাহার কোন আর্থিক উপার্জ্জন না থাকিলেও কেবল তাহার সেই সম্পত্তি আছে বলিয়াই সে একটা সুখ বা আরাম অনুভব করিতে পারে?

ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়ার জন্যই (কোন সুদ বা সুদজাতীয় কোন আয় না থাকিলেও) কতকটা সুবিধা ভোগ করা যাইতে পারে:—নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে, পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না, অনেক জিনিষ ক্রয় করিবার ও অনেককে নিজ অধীনে পরিশ্রম করাইবার একটা ক্ষমতা বজুত থাকে; সমাজে বেশী সম্মান পাওয়া যায়, অনেকের উপর প্রভুত্ব খাটানো চলে;—উক্ত সুবিধাগুলার জন্যও লোকে ধনসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ব্যবসার পড়তার সময় বেশী টাকা খাটাইবার জন্য ব্যবসাদার সেই সময়ে বেশী সঞ্চয় করে; ব্যবসার মন্দার সময়ে সে বেশী টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হয় বলিয়া সেই সময়ে তাহার সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। সুতরাং ব্যবসাদারের ধনসঞ্চয়ের পরিমাণ তাহার লাভের আশার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু 'লাভের' অর্থ শুধু খাটানো টাকার সুদই ত নহে, সুদ ব্যতীত আরও কয়েকটি জিনিষ, যেমন—ব্যবসাদারের খাটুনির মজুরি, তাহার বাড়ী ও জমির ভাড়া এবং তাহার দূরদর্শিতা ও সৌভাগ্যের জন্য এগুলা ব্যতীত কিছু উপরি পাওনা।

লোকে যখন সন্তানসন্ততির জন্য সঞ্চয় করে তখন ত তাহারা সুদ পাওয়া যাইবে কিনা, অথবা কি পরিমাণে পাওয়া যাইবে, এই কথাই ভাবে না? তখন টাকা জমাইয়া রাখাই আসল উদ্দেশ্য। টাকা জমানোর জন্য সুদ পাওয়া যাইবে কিনা, অথবা কতটা পাওয়া যাইবে, এই হিসাবই প্রধান হইয়া মনে দেখা দেয় না। কিংবা ইহাও বলা চলে যে, এরূপ ক্ষেত্রে সুদ বাড়িলে সঞ্চয় না বাড়িয়া কমিয়া যায় (কারণ তখন অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ রাখিলেই সন্তানদের যত আয় পাওয়াইতে ইচ্ছা তাহা দেওয়া যাইতে পারে) এবং সুদ কমিলে সঞ্চয় না কমিয়া বাড়ে,—অর্থাৎ সুদের সহিত সঞ্চয়ের যে সম্বন্ধ উপরি উক্ত পণ্ডিতরা দেখাইয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত সম্বন্ধই এখানে দেখা যায়।

অনেকে বলেন যে, সঞ্চয় একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (ইন্‌স্টিংক্ট) ব্যতীত কিছু নয়। বনের জন্তুদের মধ্যেও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি দেখা যায়, অসভ্য বর্ব্বর মানুষও সঞ্চয় করে। নিতান্ত সামান্য জিনিষগুলাও অতি সাবধানে ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখিবার বা জমাইয়া রাখিবার অভ্যাস শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়। মেয়েদের সঞ্চয়ের অভ্যাস সর্ব্বজনবিদিত। অনেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেও নানা জিনিষ জমাইয়া রাখিবার বাতিক দেখা যায়। সুতরাং সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইলেও হইতে পারে,—ধনসঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও তাহা হইলে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ব্যতীত হয়ত আর কিছু নহে। কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আছে তাহা মনস্তত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন।

সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি 'স্বাভাবিক' হউক বা না হউক, ইহা যে অনেক পরিমাণে 'অভ্যাসে' হইতে জন্মায় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহারা অল্প বয়সেই নিয়মিতভাবে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমাইতে অভ্যস্ত হয়, পূর্ণবয়সে তাহাদের মধ্যেই মিতব্যয়িতা বেশী দেখা যায়। এমনও দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, একজন জীবনে অনেক দুর্ব্বিপাকের পর প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়াও প্রথম বয়সের সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার অভ্যাস কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।

অনেক সময়ে 'বাধ্য' হইয়াও ধনসঞ্চয় করিতে হয়, যেমন বীমার প্রিমিয়াম দিবার জন্য অথবা সরকারী ঋণের সুদ দিবার জন্য অর্থসঞ্চয়। এখানে সুদের কোনও নামগন্ধও নাই, অথচ (বাহিরের চাপের জন্য) ধনসঞ্চয় চলিতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লোকে ধনসঞ্চয় করে নানা কারণে।

সুদের প্রভাব তবে কতটুকু? সুদের প্রভাব-হিসাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে—(১) সমাজে ঋণ লওয়া ও দেওয়ার পরিমাণ সুদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুদ বাড়িলে

ধার দেওয়া বাড়ে, সুদ কমিলে ধার দেওয়া কমে। টাকা সঞ্চয় করা আর টাকা ধার দেওয়া এক কথা নয়—সুদের প্রভাব শেষেরটীরই উপর (এবং—পরে দেখান হইতেছে—শেষেরটীর উপর প্রভাব আছে বলিয়াই প্রথমটীর উপরও কিছু আছে)।

(২) মূলধন বিরাট বিরাট কলকারখানায় অথবা ছোট-খাট শিল্পে নিয়োজিত হইবে, তাহা সুদ কর্তৃকই অনেকটা নির্দ্ধারিত হয়। সুদের হার যত কমিবে সঞ্চয়কারীরা উৎপাদনের জন্য ঋণ দিতে ততই অনিচ্ছুক হইবে। তখন তাহারা টাকা জমাইয়া রাখিবে, না হয় সেই টাকার সাহায্যে নিজেরাই ছোটখাট শিল্প-কারবার চালাইতে প্রবৃত্ত হইবে। অপরদিকে, সুদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যে ঋণের চাহিদা কমিতে থাকে, মূলধনের স্রোত শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হইতে অন্য দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্য যতটা বাড়িতে পারিত ততটা পারে না।

(৩) সুদের হার বাড়িলে ঋণের জন্য যেমন মোট সুদের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। সেইজন্য সুদের হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋণশোধ করিয়া দিবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) বাড়িতে থাকে। (উপরে বলা হইয়াছে যে, ঋণ দেওয়া ও লওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়াই ধনসঞ্চয়ের উপরও গৌণভাবে সুদের একটা প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু এখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, এখানে সুদ ধনসঞ্চয়ের উপর নিজের প্রভাব সোজাসুজিই বিস্তার করিতেছে)।

ধনসঞ্চয় নানা কারণে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু একথাও সত্য যে, সুদের হার বাড়িলে ঋণে টাকা খাটাইবার ইচ্ছা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) বাড়ে, সুদের হার কমিলে ঋণে টাকা খাটাইবার ইচ্ছা (সুতরাং ধনসঞ্চয়ও) কমে। অতএব অসংখ্য প্রভাব ধনসঞ্চয়ের যোগান নিয়ন্ত্রিত করিলেও, সুদ তাহাদের মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

মূলধনের যোগান ধনসঞ্চয়ের উপরই নির্ভর করে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অথচ ধনসঞ্চয়ের যোগান, সুদ এবং অন্যান্য অনেক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং মূলধনের যোগানও অনেকগুলা প্রভাবদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদের মধ্যে সুদ অন্যতম।

"টাইমস্", লণ্ডন

আন্তর্জ্জাতিক লোকতত্ত্ব পরিষৎ

স্যার বার্ণার্ড ম্যালেট "টাইমস্" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। জনবল বিষয়ক তথ্য-সংগ্রহে (ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্) অগ্রণী ম্যাল্থাসের দেশে জন-সাধারণের সংখ্যার এবং শারীরিক বা মানসিক উৎকর্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে আর যে রকম দৃষ্টিপাত করা হইতেছে না সে সম্বন্ধে এই পত্রে তিনি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সকলে বলে গ্রেট বৃটেনের লোক-সংখ্যা অতিরিক্তমাত্রায় বাড়িয়াছে অথচ বৃটিশ-সাম্রাজ্যে খাঁটি বৃটনের সংখ্যা ঠিক প্রয়োজন মত নাই। সুতরাং বৃটনদের পক্ষে প্রজা-সাধারণের জন্য মাথা ঘামান ঠিক যুক্তরাষ্ট্রেরই মত দরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত একশ' বৎসর ধরিয়া যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভবিষ্যতেও যদি সেই অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে গোটা দুনিয়ার পক্ষেও এ সমস্যা বড় কম হইয়া দাঁড়াইবে না। কারণ লোক এইরূপ বৃদ্ধি পাইলে আহার্য্য বস্তু সংগ্রহের বেলায় বিষম চাপাচাপি আরম্ভ হইবে। ফলে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ সকলের মতামত এইরূপ হইতেছে যে, জন-সাধারণ-সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা গবেষণা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একযোগে করার দরকার। ইহার ফলে ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে জেনেভা সহরে "আন্তর্জ্জাতিক লোক সমস্যা সভা" আহূত হয়। এই সভার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ গত জুলাই মাসে পারিস সহরে পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় দেশের বিজ্ঞান-প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া একটী সভা করেন। সেই সভায় জন্মলাভ করে "আন্তর্জ্জাতিক লোক-তত্ত্ব পরিষৎ"। সুতরাং এই আন্তর্জ্জাতিক সমিতি বেশ দরকারী প্রতিষ্ঠান। লেখক টাইমস্ পত্রিকার পাঠক-

পাঠিকার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। কারণ ইংরেজের ঘরোয়া ব্যাপার ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা বা এই দুয়ের উপর এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে প্রভাব রহিয়াছে।

এই পরিষদের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন জন হপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি পার্ল। ইনি বাল্টিমোর নগরের জীবতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণাগারের প্রসিদ্ধ ডিরেক্টার। আগামী বৎসর পারিস সহরে ইহার জন্য একটী কার্য্যালয় ও জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়া যথারীতি কাজ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছে। এই সমিতির মোটামুটি উদ্দেশ্য হইবে গবেষণা-কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করা। এই গবেষণা আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে কিংবা একা একটী জাতির দ্বারা পৃথকভাবেও সম্পাদিত হইতে পারে। এই গবেষণাসমূহ ধারাবাহিকভাবে তুলনামূলক বিচার দ্বারা আলোচনা করিয়া চরম সিদ্ধান্ত স্থির করার ব্যবস্থাও এই সমিতিকে করিতে হইবে। এবং তিন বৎসর অন্তর অন্তর একটী করিয়া "সাধারণ সভা" আহূত হইবে। এই সমিতির কার্য্য নিবদ্ধ থাকিবে "কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের গণ্ডীর ভিতর"। ইহা কোনরূপ রাজনৈতিক বা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার ধার ধারিবে না।

সমিতিহিসাবে লোক সংখ্যা বাড়ান ভাল কি কমান ভাল, জনসাধারণ সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ কোন নীতিও ইহা অবলম্বন করিবে না। জীবতত্ত্ববিদ্যা বা দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ বিদ্যায় (ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্) যাহারা অভিজ্ঞ তাহাদের নিকট এই বৈজ্ঞানিক রীতি বেশ ভাল লাগারই কথা। আর কোনরূপ পলিসি বা নীতি চালাইবার সম্যক দৃষ্টি ও জ্ঞান মিলিতে পারে এই জীবতত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরে।

ইতিমধ্যে এই ইউনিয়ন অধিবাসি-তত্ত্বের গোড়ার কয়েকটী দিক্ আলোচনা করিবার জন্য তিনটী কমিশন বসাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম কমিশনটী "লোক-সংখ্যা এবং আহার্য্য যোগান" সম্বন্ধে। প্রফেসর ই, এম, ইষ্ট (যুক্তরাষ্ট্র) ইহার চেয়ারম্যান ও স্যর হেনরী রিউ একজন বৃটিশ মেম্বার। ইঁহারা উভয়ে কতকগুলি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিবেন। জেনেভা কনফারেন্সেও এই সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা হইয়াছে। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই দেশের (ইংলণ্ডের) পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যথা :—জন-বৃদ্ধির সম্বন্ধে জীবতত্ত্ব বিদ্যার অভিমত, লোক সংখ্যার "ডেন্সিটি"; পরিবারগত কৃত্রিম সীমাবদ্ধতার ফলাফল এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর আহার্য্য-সংস্থানের শক্তি। শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। দ্বিতীয় কমিশনের সভাপতি হইয়াছেন এডিন্‌বার্গের ডক্টর এফ, এ, ই ক্রু এবং ইহার বৃটিশ মেম্বারগণের ভিতর রহিয়াছেন প্রফেসর কার সণ্ডারস্। এই কমিশনের কার্য্য "বন্ধ্যাত্ব, উর্ব্বরতা বা সন্তানোৎপাদন-শক্তির ক্রম-ভেদ নির্ণয় করা"। গ্রেট বৃটেনে জন-সাধারণের চরিত্রের উপর ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্তানোৎপাদিকা শক্তির প্রভাব সম্বন্ধে ইউজেনিক্স্ সোসাইটি, সরকারী জন-সংখ্যা-সম্বন্ধীয় ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ দ্বারা বেশ সুন্দর রূপে নির্ণয় করিয়াছে বটে, তবুও প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আরও অনেক কিছু করিবার দরকার। তৃতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান্ হোষের প্রফেসর কোরেভো সিনি, এবং প্রোফেসার ম্যালিনোস্কি এবং ক্যাপ্টেন্ পিট্ রিভার্স্ বৃটিশ প্রতিনিধি। ইহাদের কার্য্য আদিম অধিবাসিগণের সম্বন্ধে তথানুসন্ধান। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহের জন-শূন্যতার কারণ, আর কেমন করিয়াই বা ঔপনিবেশিক-গণের দ্বারা ঐ সমস্ত স্থানে বসতিস্থাপন করা না যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। আদিম অধিবাসিগণের জীবনমরণ সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেন এবং বৃটিশ ডমিনিয়নগুলি দায়ী। সেই জন্য উহাদের পক্ষে এই বিষয়টী রাজনৈতিক হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই নবীন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আমাদের (লেখকের) দেশের পক্ষে কি কি করণীয় আছে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। যে যে দেশের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ আছে সেই সেই দেশে কাজ চালাইবার জন্য বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম

করিতে হইবে। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কমিটি আপন আপন দেশে বাসিয়া মানুষের সম্বন্ধে, এবং বিশেষতঃ আপন আপন আন্তর্জাতিক অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যবিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণার কার্য্যে সম্যক উন্নতিবিধানে ব্যাপৃত থাকিবে। আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়নের মত এই বিভিন্ন জাতীয় কমিটিগুলিরও প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইবে জন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন কর্ম্মী ও কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যকলাপ কেন্দ্রস্থ করান। এইরূপ কার্য্য, যা অন্যত্র সাধিত হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ভিন্ন বা তাহার আংশিক অবতারণা যাহাতে না ঘটে সে সম্বন্ধে এই ইউনিয়নের বিশেষ লক্ষ্য আছে এবং ইহার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানের প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত কাজের সম্বন্ধস্থাপন। আন্তর্জ্জাতিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, রোম-নগরের আন্তর্জ্জাতিক কৃষি ইন্‌ষ্টিটিউট এবং আন্তর্জ্জাতিক লেবার অফিস এইরূপ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটী উপনিবেশ-স্থাপন বিষয়ে পুরাদমে স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং এ সম্বন্ধে ইহার দলিল দস্তাবেজও রহিয়াছে ঢের। এইরূপে বৃটিশ জনতত্ত্ব কমিটিকেও এমন সব প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে বা সহযোগিতা করিতে হইবে যেগুলি জন-সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন দিক্ লইয়া কারবার চালাইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অ-প্রজনন-সমিতির (ইউজেনিকস্ সোসাইটি) কথা বলা যাইতে পারে। ইহার কার্য্য-ক্ষেত্র প্রধানতঃ শিক্ষা লইয়া। তবে এই প্রতিষ্ঠান পপুলেশান কমিটির সহিত স্বচ্ছন্দে সহযোগিতা করিতে পারে। কারণ এইরূপ কমিটি ইহার গবেষণাকার্য্যে উৎসাহদান বা সহায়তা করিতে পারে। আর একটী উদাহরণ "দি রয়াল অ্যানথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট। ঔপনিবেশিক বৈজ্ঞানিকগণের সহিত একযোগে আদিম অধিবাসীদের ভিতর গবেষণাকার্য্য বিস্তারের জন্য এই রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অর্থসাহায্য-প্রার্থী। আদিম অধিবাসী সম্বন্ধে গবেষণা উপরি উক্ত আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়নের তৃতীয় কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়নের সহিত যোগাযোগ রাখিলে, অর্থসাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অধিকতর ফলপ্রসূ হইত। আর এই সহযোগ-সাধনের উপায় ইউনিয়নের বৃটিশ কমিটির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন।

বৃটিশ কমিটি

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, স্পেন্, সুইজারল্যাণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, ইটালি ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান প্রধান বন-বিজ্ঞানবিৎ ও বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা গঠিত জাতীয় কমিটি-সকল ইতিপূর্ব্বেই সংস্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকান্ কমিটি গোড়া হইতেই অগ্রণী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে; ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে আমেরিকার দুইটা বড় বড় গবেষণা-কাউন্সিল। ইটালিয়ান কমিটিরও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে ইতালির ব্যাঙ্কারগণ, কারখানার মালিক ও মজুরদের দ্বারা গঠিত সমিতিগুলি ও কৃষি-ধুরন্ধরগণ। সুতরাং এই দুইটা দেশই আন্তর্জ্জাতিক ইউনিয়নকে প্রকৃতরূপে সাহায্য করিবার অধিকারী এবং আপন আপন এলাকায় গবেষণা-কার্য্যে সহায়তা করিতেও সমর্থ। এখন বৃটিশ কমিটির কথা। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দি রয়াল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাণ্ড জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, দি লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্, দি রয়াল অ্যানথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টি-টিউট, দি রয়াল কলেজ অব্ ফিজিসিয়ানস্ অ্যাণ্ড সার্জ্জনস্ ইত্যাদি বিলাতী প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান সদস্যগণের ও জীবতত্ত্ববিদ্যা ও এই জাতীয় অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী ধুরন্ধর-গণের নিকট হইতে আমি (লেখক) যথেষ্ট উৎসাহবাক্য শুনিয়া আসিতেছি। হেমন্তের প্রারম্ভে ব্রিটিশ ন্যাশানাল পপুলেশান কমিটি কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। এই কমিটি ভারতবর্ষে ও ডমিনিয়নগুলিতে অনুরূপ গঠনে সহায়তা করিবে। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়ে যাহাদের স্বার্থ আছে তাহাদের সকলের এই কাজে সহায়তা করা দরকার ও এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার। সদস্যগণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টি হিসাবে বৃটিশ কমিটি কাহারও অপেক্ষা ন্যূনতর হইবে না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই ইহার সম্বন্ধ হইয়া সহায়তা করা দরকার, নতুবা ইহা সেরূপ স্থায়ী উন্নতি করিতে পারিবেনা, এবং যথারীতি অর্থসাহায্য না পাইলে

ইউনিয়নের কার্য্যে যোগ্য আসন দখল করিতেও পারিবে না। সম্ভবতঃ আমেরিকার সহিত ঐ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। তবে এমন একটা ব্যাপার, যাহার সহিত জাতীয় অর্থ এতদূর জড়িত রহিয়াছে, সে বিষয়ে আমেরিকা বা ইতালি দেশের বুদ্ধিমান ও জনহিতসাধনকামী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি যে নিপতিত হইবে সেরূপ আশা পোষণ করা নিতান্ত নিরর্থক হইবে না বলিয়া বোধ হয়।

লেখক রয়্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট, ইউজেনিক্স্ সোসাইটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্ এবং নতুন ইন্টারন্যাশনাল পপুলেশান ইউনিয়নের ভাইস্-প্রেসিডেন্টরূপে এইরূপ লিখিতেছেন।

"এম্পায়ার প্রডাক্‌শন অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট"

চেষ্টা করিলে বিলাতেও দিন দিন কৃষির বেশ উন্নতি সম্ভব হইতে পারে।

বিলাতে যত কৃষির উপযুক্ত জমি আছে তাহাতে যদি সে সব জমির অধিকারী চাষীরা নিজেদের পরিবারের লোকজন লইয়া চাষ করে এবং গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ সব জমির ফসলের দর ঠিক করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিবার সুবিধা করিয়া দেন, তবে মাত্র এই এক শ্রেণীর লোকেরই ভরণ পোষণ ইহাতে চলিতে পারে। তাহাতে আবার সহরের লোকের ঘন বসতির জন্য বিনা শুল্কে মাল আমদানি করিবার সুবিধা থাকাতে কৃষিকার্য্যে অনেকটা মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহারা দেশের লোকের খাদ্যোপযোগী ফসল বেশী পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করিবেন তাহাদের উপরের ব্যাপারটা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে।

বিলাতের চাষীরা ঘাড়ে ঘাড়ে রক্ষণশীল এবং কোন বিষয়ে তাহারা পরস্পরের সাহায্য নিতে রাজী নয়। এই কৃষিবিষয়ে চাষীদের মধ্যে পরস্পরের সাহায্য লইয়া কাজ করাতে অনেক দেশ বিশেষতঃ ডেনমার্ক কৃষিতে এত বড় হইয়া গিয়াছে। এই বিলাতের চাষীরা নিজে নিজে যতটুকু জমি তাহাদের পরিজনবর্গ লইয়া চাষ করিয়া উঠিতে পারে, সেইটুকু জমির বেশী যদি তাহাদের ঘাড়ে না চাপান হয়, তবেই তাহারা কৃষিতে ভাল ফল দেখাইতে পারে।

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষিকার্য্যটাকে একটা অর্থকরী পেশায় দাঁড় করাইতে হইবে। যে সমস্ত চাষী বর্ত্তমানে জমি চাষ করিতেছে, তাহারা যাহাতে জমি ছাড়িয়া না যায় তাহা দেখিতে হইবে এবং চাষবাস জানে এমন লোক সহর থেকে জমি চাষ করিবার জন্য পাড়াগাঁয়ে আমদানি করিতে হইবে।

কৃষির উন্নতির জন্য সমস্ত চাষের উপযোগী জমির খাজনা একেবারে তুলিয়া দিলেই ভাল হয়। পল্লীগ্রামের অবস্থা বুঝিয়া যথাসম্ভব কম খাজনায় এই সমস্ত জমি বিলি করিতে হইবে। এমন কি যদি কোন চাষীর নিকট হইতে তাহার জমি সহর কিংবা খনির নিকটবর্ত্তী পড়িয়া যাওয়াতে কোন কালে বেশী খাজনা নেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সে বেশী অংশটা ফেরৎ দিতে হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার একটী শিল্প-প্রধান জেলার আর্থিক পরিচয়

অষ্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েল্‌স্ প্রদেশে হাণ্টার নদীর উপত্যকা উক্ত দেশের প্রধান প্রধান শিল্প-কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এচ্ আর্ ই মল্‌ড্ এই জেলাটীর সহিত সম্যক পরিচিত হইয়া একটী বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন। গ্রন্থখানার নাম "দি হাণ্টার রিভার ভ্যালি", প্রকাশক—রবার্টসন অ্যাণ্ড মুলেন্স; মূল্য—১২ শিলিং ৬ পেন্স। গ্রন্থখানিতে আলোচ্য স্থানের ভূতত্ত্ব, ভৌগোলিক তত্ত্ব ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিবরণ স্থান পাইয়াছে। এই উপত্যকার অধিবাসীদের অবস্থা, জীবনযাত্রার ধরণধারণ ও পেশা এবং এই স্থানে কি কি শিল্প কারবার চালানো হইয়া থাকে ও তাহাদের অবস্থাই বা কিরূপ—এই সকল কথাও আলোচিত হইয়াছে। স্থানটীর প্রাকৃতিক সম্পদের কথা এবং সেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগী কি কি শিল্পবাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার কথাও বাদ পড়ে নাই। এই জেলার উন্নতির পথে কি কি বাধা আছে এবং সেগুলি সরাইবার উপায়ই বা কি তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে। একটী বিশেষ স্থানের আর্থিক পরিচয় জানিতে হইলে সেই স্থানের শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হইতে সুবিধা অসুবিধা ও অন্যান্য যাহা কিছু জানা দরকার, সকল কথাই এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

গ্রন্থের দুইটী প্রধান বিশেষত্ব:—(১) একটী বিশেষ স্থানের ভৌগোলিক সংস্থান সেই স্থানের আর্থিক জীবনকে কিরূপ প্রভাবান্বিত করে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা আছে; (২) স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য ঠিক কাজে লাগিতে পারে এমন সব উপায়ের কথাই কেবল বলা হইয়াছে।

অর্থবিজ্ঞান বিদ্যাকে কেবল তত্ত্ব বা থিওরির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বাস্তব জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনিবার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান লইয়া গভীরভাবে গবেষণা করিবার যে চেষ্টা কিছু কিছু দেখা যাইতেছে গ্রন্থখানি তাহারই একটী নিদর্শন।

হাণ্টার নদীর উপত্যকার অধিবাসীদেরই অবশ্য গ্রন্থখানা বিশেষ কাজে লাগিবে। কিন্তু আমাদেরও ইহা কম কাজে লাগিবে না। কারণ এই ধরণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই আমাদের দেশের বিশেষ বিশেষ স্থানের আর্থিক পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থ বাহির করিবার চেষ্টা হইবে।

কানাডার শিল্পোন্নতির কারণ

মিঃ এইচ মিচেল টরেণ্টোর ম্যাক মাষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা অধ্যাপক। ইনি কিছুদিন হইতে কানাডার শিল্প-অবস্থা ও তাহার ঐশ্বর্য্যের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতেছেন। অধ্যাপক মিচেল বলেন যে, কানাডার শিল্পোন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের জন্য সাধারণতঃ এই কারণগুলি দায়ী যথা:—(১) যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহার; (২) আগেকার তুলনায় বর্ত্তমান শ্রমজীবীর উন্নত শিক্ষা; (৩) কলকারখানায় কাজের উন্নত ব্যবস্থা,—ইহা দ্বারা দৈব দুর্ঘটনা কমিয়াছে, খারাপ মাল কম উৎপাদন করা হইতেছে ও স্বাস্থ্যপ্রদ কারখানায় শ্রমজীবীরা অধিকতর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইতেছে।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে:—(১) ১৮৯০ হইতে

১৯০০ সন পর্য্যন্ত এক একজন শ্রমজীবীর উৎপাদনের হার শতকরা ১৫·৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও প্রতি সনে ১·৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) ১৯০০ সন হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্ত জনপ্রতি উৎপাদন-হার শতকরা ৫৮·৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাৎসরিক বৃদ্ধি ৫৮৫ ভাগ। (৩) ১৯১০ হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত জনপ্রতি উৎপাদন-হার শতকরা ৭·৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাৎসরিক বৃদ্ধি ·৭৩ ভাগ।

(৪) ১৯২০ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত জনপ্রতি উৎপাদন হার শতকরা ৪২·৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে প্রতি সন ৮·৮ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মেয়ে চাকুরে

যুক্তরাষ্ট্রের লেবার দপ্তরের উইমেন বিউরো সম্প্রতি স্ত্রী শ্রমজীবিগণের শ্রমসম্বন্ধে এক বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই তালিকার নিয়ম মোতাবেক স্ত্রী শ্রমজীবিগণকে খাটান চলিবে।

মিস মেরি এণ্ডারসন ঐ বিউরোর ডিরেক্টর (পরিচালক)। ইনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক পাঁচজন রোজগারী লোকের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক এবং এদের মধ্যে প্রায় বিশ লক্ষ বিবাহিতা। এদের সুখ সুবিধা অভাব অভিযোগ দেখিবার জন্য কল-কারখানাওয়ালা, শ্রম-প্রতিনিধি ও সহকারী বিশেষজ্ঞদের লইয়া এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটিই প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করেন।

(১) জাতি ও স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই সম কাজের জন্য সমভাবে মজুরি পাইবে।

(২) দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা নির্দ্ধারিত হইবে এবং শনিবার অর্দ্ধ ছুটি ও রবিবার পূর্ণ ছুটি দিতে হইবে।

(৩) প্রত্যহ দুপুরে খাবারের জন্য অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া অবকাশ দিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক দিন ৪ ঘণ্টা কাজের পর দশ মিনিট করিয়া বিশ্রাম দিতে হইবে। ইহা ঐ আট ঘণ্টা কাজের সময়ের মধ্যেই গণ্য হইবে।

(৫) রাত্রি ১২টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত কোনরূপ কাজ চলিতে পারিবে না।

(৬) কর্ম্মস্থানের ঘরবাড়ীগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ হওয়া চাই।

(৭) এগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ আলো বাতাস চাই।

(৮) ধুম, ধুলা, উত্তাপ প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হওয়া চাই।

(৯) কল-কারখানার যন্ত্রপাতি সাবধানভাবে রাখিতে হইবে। অগ্নি বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ হইতে এগুলি দূরে থাকা চাই।

(১০) প্রত্যেক মেয়ে শ্রমজীবীর জন্য আরামপ্রদ একখানি করিয়া চেয়ার থাকিবে।

(১১) উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা চাই।

(১২) হস্ত মুখ প্রক্ষালনের সরঞ্জাম, যথা উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা জল, সাবান, টাওয়েল প্রভৃতি থাকা চাই।

(১৩) প্রত্যেক ২৫জন মেয়েলোকের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ টয়লেটের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১৪) কাপড় ছাড়িবার জন্য স্বতন্ত্র ড্রেসিংরুম ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১৫) গরম গরম চাটকা খাবারসমেত স্বতন্ত্র লাঞ্চরুম বা ভোজনাগার চাই।

(১৬) যে সকল কাজে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী সেগুলি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার কাজেই স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিতে হইবে। কোন কাজে তাহাদিগকে অক্ষম বা অপারগ স্থির করা যাইতে পারিবে না।

(১৭) আফিস বা কারখানার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কাজ ছাড়া গৃহে প্রাইভেট কাজ করান চলিবেনা।

কানাডার মৎস্য-শিল্প

কিছুদিন পূর্ব্বে কানাডার উপকূলস্থ নানুদ্রিক প্রদেশে মৎস্য-শিল্পের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক রেডারেল কমিশন বসান হয়। এই কমিশনের সমক্ষে ধীবর ও অন্যান মৎস্য-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ৮২৩ জন সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এই কমিশনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্ট বলিতেছে :—

দুনিয়ার মধ্যে কানাডার আটলান্টিক সমুদ্র-প্রদেশই মৎস্য-শিল্পের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া মনে হয়। এখানে ৭৭,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণ স্থানে মৎস্যের চাষ চলিতেছে। বিগত তিন বৎসরে এই স্থানে একমাত্র কড মাছই এগার হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড ধরা হইয়াছে। ইহা বাস্তবিক কড ফিসারীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। নোভাস্কোশিয়া, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল সকল দেশের ধীবর-জাহাজ এখানে মৎস্য-শিল্পের কাজে লিপ্ত আছে। ১৯২১ সন হইতে ১৯২৬ সনে এই অঞ্চলে যে পরিমাণ মৎস্য ধরা হইয়াছে তাহার এক বৎসরের ধৃত মৎস্যের মূল্য পড়ে ১৬০ লক্ষ ডলার হইবে। এক ১৯২৬ সনেই ২ কোটি ডলার মূল্যের মৎস্য ধরা পড়ে। এই অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার লোক মৎস্য ধরার কাজে নিযুক্ত আছে।

মুদ্রা, ঋণ ও ব্যাঙ্কিং

ব্রাডট্, এইচ, এ "দি ডাইলেমা অব ডিমিনিশিং ব্যাঙ্ক প্রফিটস অ্যাণ্ড দি ওয়ে আউট", ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ৫ পৃষ্ঠা। এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইলে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের লাভও যথেষ্ট বাড়িতে পারে। এই ধরণের লোকেরা যাহাতে ব্যাঙ্কের নিকট ধার লয় তাহার চেষ্টা করা দরকার। বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে ব্যাঙ্কের খরিদ্দারে পরিণত করিবার কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বোয়েটস্, এইচ, এফ "ব্যাঙ্ক ক্রেডিট ইন্‌ফ্লেশান অ্যাণ্ড দি পসিবিলিটিজ ইন কেজ এক্সপোর্ট অব্ গোল্ড"; অ্যানালিষ্ট, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ২ পৃষ্ঠা—অনেকের ধারণা যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কিং প্রণালী অবলম্বন করার ফলে সোণার আমদানি বন্ধ হইয়াছে। এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে। লেখকের মতে সোণা আমদানির ফলে ব্যাঙ্ক-গুলা ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারিয়াছে। নানা 'অঙ্ক' উদ্ধৃত করিয়া লেখক দেখাইতেছেন যে, বেশী ঋণ দেওয়ার ফলে মোট ব্যক্তিগত আমানতের অনুপাতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলার সোণার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। লেখক স্থায়ী ও অস্থায়ী আমানতের পার্থক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ক্রসিয়ের, জি ; "এক্সপেরিয়েন্সে মনেতারিয়ে চেকো-স্লোভাক্যা" ; অ্যার্গাস দেলি একনমিস্তি, ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ৪৪ পৃষ্ঠা—১৯১৯ সন হইতে চেকোস্লোভাকিয়া মুদ্রা বিষয়ে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছে তাহার বিশদ বিবরণ।

ক্রফিল্ড, জি, ডব্লিউ, জে ; "দি নেদারল্যাণ্ডস ব্যাঙ্ক, নাইন্টিন টোয়েন্টি সিক্স টু টোয়েন্টি সেভন্" ; ইকনমিক জার্ণাল, ডিসেম্বর, ১৯২৭ ; ৪ পৃষ্ঠা—১৯২৭ সনের জুন মাসে উক্ত ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ও কমিসারিগণ যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার সারমর্ম।

কোলব্যাচ্, এইচ্ ; "অষ্ট্রেলিয়ান ক্রেডিট অ্যাজ ভিউড ফ্রম লণ্ডন" ; ইকনমিক রেকর্ড, নবেম্বর, ১৯২৭ ; ১১ পৃষ্ঠা, —অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলা অষ্ট্রেলিয়ার বাহিরে প্রচুর ঋণ তুলিতেছে। এই সম্বন্ধে সম্প্রতি লণ্ডন হইতে অনেক সমালোচনা বাহির হইয়াছে। এই প্রবন্ধটীতে সেই সমালোচনাগুলার কয়েকটা প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে।

'রিভিস্তা ইতালিয়ানা দি সিয়েনৎসে সোচ্যালে' নামক ইতালিয়ান পত্রিকার ১৯২৭ সনের নবেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় একটী প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত এ ক্রজারা ইতালীয় মুদ্রা লিরার দ্বিতীকরণকে সমর্থন করিতেছেন।

ডাকান, জি, এ ; "দি কারেন্সি সিষ্টেম অব্ দি আইরিশ ফ্রি ষ্টেট"; কোয়ার্টার্লি জার্ণাল অব ইকনমিক্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ; ১৫ পৃষ্ঠা—আইরিশ ফ্রিষ্টেটের ১৯২৭ সনের মুদ্রা-বিষয়ক আইনটী এই প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে। এই আইন অনুসারে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটে 'স্বর্ণ-বিনিময় মানে'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত আইনের ফলে একটী 'কারেন্সি কমিশনও' স্থাপিত হইয়াছে। একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যাবা কিছু

দায়িত্ব থাকিতে পারে তাহা এই কমিশনটীর ঘাড়ে চাপান হইয়াছে; কিন্তু একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাধারণতঃ যেসকল ক্ষমতা থাকে এই কমিশনটীকে তাহার কিছুই দেওয়া হয় নাই।

হার্ড, ডব্লিউ, বি; "দি গ্রেন গ্রোয়ার অ্যাজ এ ব্যাঙ্কিং রিস্ক"; জার্ণ্যাল অব্ দি ক্যানেডিয়ান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশান, অক্টোবর, ১৯২৭; ৪ পৃষ্ঠা—অন্যান্য পণ্য অপেক্ষা গমের উৎপাদন ও দর বেশী উঠানামা করে। সেইজন্য গম বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে হইলে অন্যান্য শস্যের তুলনায় অধিক পরিমাণ গম বন্ধক রাখা দরকার, নতুবা দেনদার ঋণশোধ না করিলে বন্ধকী গম বেচিয়া সমস্ত টাকা আদায় করা সম্ভব হইবে না।

'রিভিস্তা দি পোলিটিকা একনমিকা' নামক পত্রিকার ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় একটী প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জি, এরেদিয়া ইতালির ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত আইনের সম্প্রতি যে-সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

কিং, ডব্লিউ, আই, "দি মুভমেণ্ট অব্ শাউণ্ড মানি"; বারোজ ক্লিয়ারিং হাউস, অক্টোবর, ১৯২৭; ৯ পৃষ্ঠা—দর উঠানামার কুফল কি কি তাহা দেখানো হইয়াছে। দরের উঠানামা বন্ধ করিবার অর্থাৎ মুদ্রার দর স্থির রাখিবার নানা উপায়ের আলোচনা করা হইয়াছে। লেখকের মতে সকল উপায়ের মধ্যে অধ্যাপক ফিশারের প্রস্তাবিত উপায়টিই (কম্পেনসেটেড ডলার) শ্রেষ্ঠ।

প্যালিয়াই, এম্; "দি মেকানিজম্ অব্ ইন্টারন্যাশন্যাল ক্যাপিটাল ট্রান্সফার আণ্ডার দি গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড"; ইকনমিক রেকর্ড, নভেম্বর ১৯২৭; ৭ পৃষ্ঠা—জেকব্ ভিন্নার নামক জনৈক লেখক ১৯০০ হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত কানাডার আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কানাডার অত্যধিক বৈদেশিক ঋণের সহিত আমদানি-রপ্তানির সামঞ্জস্যের সম্বন্ধ এই প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এম্, প্যালিয়াই এই প্রবন্ধটিরই সমর্থন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্যারি, জি "ফায়ার ইনসিওরেন্স অ্যাজ এ ব্যাঙ্কিং সিকিউরিটি"; জার্ণ্যাল অব্ দি ক্যানাডিয়ান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশান, অক্টোবর, ১৯২৭; ৯ পৃষ্ঠা—বীমার পলিসি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ঋণদান সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী একটী বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

'রিভিস্তা ইন্তারনাৎসিওনালে দি সিয়েনৎসে সোচালে' নামক পত্রিকার ১৯২৮ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত এ, রুডিগাডি ইতালির পল্লী-ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় আলোচনা করিয়াছেন।

স্মিথ, জে, এম্ "দি কোয়েশ্চেন অব্ ক্রেডিট"; জার্ণ্যাল অব্ দি ক্যানেডিয়ান্ ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশান, অক্টোবর, ১৯২৭; ৮ পৃষ্ঠা দক্ষিণ আলবার্টা প্রদেশে কৃষক-দিগকে যে ঋণ দেওয়া হয় সেই ঋণগুলাকে কিরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে? লেখক এই সম্বন্ধে অনেকগুলা উপায় দেখাইয়াছেন। একটি সমবায়-ঋণ-দান সমিতির সভ্যরূপে কাজ করিয়াছিলেন বলিয়াই এই উপায়গুলা লেখকের মাথা হইতে বাহির হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

'লেকোনোমিস্ত ফ্রাঁসে' নামক ফরাসী সাপ্তাহিকের ১৯২৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের ১৯২৭ সনের বার্ষিক রিপোর্ট স্থান পাইয়াছে। ফ্রান্সের মুদ্রা-ঘটিত অবস্থার উন্নতিসাধনে ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স কি করিয়াছে উক্ত রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

"দাম্ রিঘনম্ ফর্ ডিফাইনিঙ্গ্ এ্যাবেসেস্"; কমার্স মাহলি, জানুয়ারী ১৯২৮; ৪ পৃষ্ঠা—১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে জিনিষপত্রের দর কমিতেছিল, অথচ সমৃদ্ধি বাড়িতেছিল—এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ কি? চারিদিকে ধনোৎপাদনের যে বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে ইহাই যে উহার একটী প্রধান কারণ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

'লেকোনোমিস্ত ফ্রাঁসে' নামক ফরাসী সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৯২৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় একটী প্রবন্ধে লিয়ার স্থিতীকরণ ও স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যেসকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সেইগুলি বুঝান হইয়াছে।

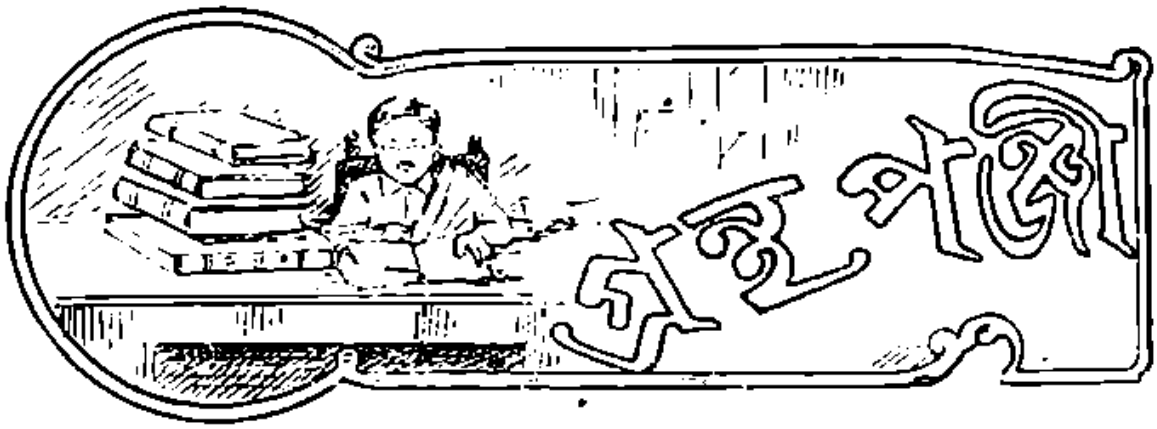

"দি অটোমোবিল ইণ্ডাষ্ট্রী; ইটস ইকনমিক অ্যাণ্ড কমার্শাল ডেভেলপমেণ্ট" (মোটর শিল্পের আর্থিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি) আর, সি, এপষ্টাইন; শ, শিকাগো; ১৯২৮; ১৮+৪১২; ৪ ডলার।

"শিপিং প্রব্লেমস্, নাইটিন্ সিক্সটিন টু টোয়েন্টি সিক্স" (১৯১৬ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত জাহাজী ব্যবসার সমস্যাসমূহ)—ডাব্লিউ, পি, এণ্ডারটন; এ অ্যাণ্ড সি ব্ল্যাক, লণ্ডন।

"বিজনেস্ সাইক্ল্ থিওরি, ইটস্ ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট ষ্টেটাস" (বাণিজ্য-চক্র সম্বন্ধীয় মতবাদের বৃদ্ধি ও বর্ত্তমান অবস্থা)—এ, এইচ্ হ্যানসেন; জিন, বোষ্টন; ১৯২৭; ১০+২১৮ পৃষ্ঠা; ২ ডলার)

১৬। "ওয়েজস্ ইন্ দি ইউনাইটেড, ষ্টেটস, নাইটিন কোয়ার্টিন টু নাইটিন টোয়েন্টি-সিক্স (১৯১৪ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মজুরির হার)—ক্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল-কন্‌ফারেন্স বোর্ড নিউইয়র্ক; ১৯২৭; ১১+১৩৯ পৃষ্ঠা, ২'৫০ ডলার।

"ডী রাইখ্স্ ব্যাঙ্ক" (জার্ম্মাণির কেন্দ্র ব্যাঙ্ক), আইনার্ট, ফিশার কোং, জেনা, ১৪৪+১০পৃষ্ঠা, ৮ মার্ক, ১৯২৮।

"লা পোলিটিক মনেতেয়ার দা লা ফ্রাঁস" (১৯২৪-২৮) (ফ্রান্সের টাকা-নীতি,—ক্রায়াস্‌সিনে সিয়ে, কোং, প্যারিস, ৩০৭+৯ পৃষ্ঠা, ৩০ ফ্রাঁ, ১৯২৮।

"লা রাসোনালিজাসিঅঁ দে বাঙ্ক আন্ আলমাঁন্" (জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক-ব্যবসার যুক্তিযোগ) মঁত্রেয়ার, রান কোং প্যারিস, ১৯০ পৃষ্ঠা ২৫ ফ্রাঁ, ১৯২৮।

"রাটিনিওনালিজেশং ডার ভেল্‌কেন ফার্বেরুং" (লোক-বৃদ্ধির যুক্তিযোগ),—মোনহাইম, ফিসার কোং, জেনা, ১৪২+৬ পৃষ্ঠা ৬ মার্ক, ১৯২৮।

"ল্য মঁদ্ একোনোমিক" (আর্থিক দুনিয়া, ১৯১৮-১৯২৭ সনের বৃত্তান্ত), ফ্রিবুর্গাৎ, রিভিয়েরার, প্যারিস, ২৫৮ পৃষ্ঠা ৩০ ফ্রাঁ, ১৯২৮।

"লা মুভমেন্ট মানিয়েরা স চাঙ্গে" (সমাজব্যবস্থার নয়া চঙ),—সেহেরিনি ফ্রাতেল্লি পাস্কিনি কোং, লিভর্ণ, ১৮২ পৃষ্ঠা, ১৫ লিরার, ১৯২৭।

"অ্যান অ্যানালিসিস অব ব্যাঙ্ক ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ ফর দি ইউনাইটেড্ ষ্টেটস" (মার্কিণ ব্যাঙ্কের তথ্য-বিশ্লেষণ)—ইং, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ৭৮+৭পৃষ্ঠা। ১৯২৮।

"লেগ্‌স্লাসি দি রিরিস্ত ইন্ডুষ্ট্রিয়ালে" (শিল্প-বিষয়ক ইতালিয়ান আইনকানুন),—কার্পেনুত্তি, আন্তলিম মিলানি পাদোহ্বা, ১৯৭ পৃষ্ঠা, ৩০ লিরার। ১৯২৮।

যন্ত্রবীর জগদীশচন্দ্র

[জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য কীর্তির ভিতর যন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি সাত অন্যতম। এই হিসাবে বাঙ্গালার ধনবিজ্ঞানসেবীরা সকলেই মুখ্যতঃ অথবা গৌণরূপে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সংবেদনায় অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে, যন্ত্রপাতির সালসা আর "কল কব্জার পাঁচন" "আর্থিক উন্নতির" ব্যবস্থার বাঙালীর পক্ষে বিলক্ষণ জরুরি। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞানপরিষদের নিয়মাবলীর ভিতর এই কারণেই নিম্নলিখিত বাক্যটি স্থান পাইয়াছে :—

"এগ্রিকালচার, রসায়ন আর স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আর্থিক জীবন এবং ধনবিজ্ঞানের বনিয়াদ ও সহযোগী বিবেচনা করা এই পরিষদের দস্তুর থাকিবে।" কাজেই ধনবিজ্ঞানসেবকগণের চিন্তায় যন্ত্রবীর জগদীশচন্দ্র নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনে অনেক বিশেষত্বপূর্ণ রসদ জোগাইয়াছেন ও জোগাইতেছেন। এই রসদগুলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা "বাঙ্গলার কথা"য় প্রকাশিত অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। রচনাটা কয়েকদিন হইল কলিকাতায় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।]

বেতারের নূতন যুগ

জগতে বেতার এক নূতন যুগ আনিয়াছে; বিনা তারে সংবাদ পাঠানোর ইতিহাসে এই দেশেরই একজন অধিবাসীর স্থান কত উচ্চে তাহা কাহারো অজানা নেই। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু এই বেতার সম্বন্ধে কি কি আবিষ্কার করেছেন সে কথা আজ বলব না—বর্ত্তমান সময়ে উদ্ভিদ নিয়ে তিনি যেসকল আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন তাহারই কিছু কিছু আভাস দিব।

বেতার ও উদ্ভিদ-জীবন

বেতার নিয়ে অনুশীলন করতে করতে জগদীশচন্দ্র যখন পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট হইতে যশ ও খ্যাতি আহরণ করছিলেন, যখন তাহারা বলল যে বহু যুগ পরে ভারতবর্ষে আবার জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল, তখন হঠাৎ তিনি কেন এ বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করে উদ্ভিদের জীবন-প্রবাহ লক্ষ্য করতে গেলেন সেটা একটা হেঁয়ালী বলেই মনে হয়।

বেতার কলের সাড়া

ব্যাপারটা ঘটল এই রকমে। তারহীন যন্ত্র নিয়ে যখন তিনি পরীক্ষা করছিলেন—দেখতে পেলেন কলের সাড়া প্রথম প্রথম বেশ বড় হয়, তারপর ক্ষীণ হতে হতে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়; দেখলেন সকাল বেলাতেই পরীক্ষার ফল ভাল হয়, সারাদিন পরীক্ষার পর কল যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কল ক্লান্ত হয়! কল কি মানুষ যে ক্লান্ত হবে? এ প্রশ্নটা তিনি কিছুতেই এড়াতে পারলেন না। বেতার সম্বন্ধে অনেকগুলি আবিষ্কার তখন কেবল দেখবার অপেক্ষায় ছিল—কিন্তু সে সব ছেড়ে তিনি এই নূতন প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

জীব, উদ্ভিদ ও ধাতু

পরীক্ষার ফলে তিনি দেখলেন যে একটা ব্যাঙের পেশী যেরূপ উত্তেজিত হয়, অবসাদগ্রস্ত হয় এক খণ্ড জীবনহীন ধাতুও ঠিক সেইরূপই হয় এবং উত্তেজনা স্থগিত রাখলে কিছুকাল পরে আবার তার এই ক্লান্তি দূর হয়। বিলাতের সুবিখ্যাত রয়াল সোসাইটীর এক অধিবেশনে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদিগের সমক্ষে তিনি দেখালেন যে, একটি ব্যাঙের মাংসপেশী, একটী গাছের ডগা এবং একখণ্ড টীন এই তিনের সাড়ালিপি হুবহু এক; মিশিয়ে দিলে চেনাই যায় না যে একটা ব্যাঙের আর একটা টীনের।* রাসায়নিক উত্তেজক প্রয়োগে তারা একই ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ক্লোরো-ফরমের ভাপ দ্রব্য দ্বারা তারা একই ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে

পড়ে। তাই ঐ বক্তৃতার উপসংহারে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেন—

* *

বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব

"যখন আমি দেখলাম আকাশে ভাসমান একটী ধূলিকণা পৃথিবীর এই অগণিত জীবন এবং নভস্থিত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকা ইহাদের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য আছে তখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ভাগীরথীতীরে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন সেই সত্যের কিয়দংশ আমি উপলব্ধি করলাম। ব্রহ্মাণ্ডের এই পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহারা শুধু একত্বেই দেখতে পায়, সত্য শুধু তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।"

জীবতত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যা

বাহিরের আঘাতে এই যে অবসাদক্লান্তি, উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট হয়। জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের হাতে এই সব নূতন তত্ত্ব দিয়ে পদার্থবিদ্যা-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য ফিরে আসবেন মনে করছিলেন, কিন্তু তা আর হল না। রয়াল সোসাইটীতে পরীক্ষা দেখাবার পর সর্ব্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ স্যার উইলিয়ম জগদীশচন্দ্রকে বললেন "জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্ব্বে নিষ্ফল হয়েছে; সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অশ্রাব্য; এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার চর্চ্চা হয়েছে। আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী হয়েছেন। আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রয়েছে। আপনি আপনার অজ্ঞাত এই পথ থেকে নিবৃত্ত হউন।" জগদীশচন্দ্র বললেন "এই দুর্গম পথই আমার—আজ হতে সোজা পথ ছাড়লাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হল তাহাই সত্য, একদিন সত্যই জয়ী হবে। সত্যই অবশেষে জয়ী হয়েছে। আজ জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গৃহীত হয়েছে।

উদ্ভিদ-জীবনের ইতিহাস

আমাদের সম্মুখে চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাপ ঠাণ্ডা আলো, অন্ধকার মৃদু বাতাস কত জীবন মৃত্যু এদের নিয়ে খেলা করছে। বাহিরের আঘাত এরা পাচ্ছে, কিন্তু এদের কাছ থেকে কোন ক্রন্দন-ধ্বনি আসছে না। এই যে সংযত ধীর মূক জীবন-এ জীবনের মর্ম্মভেদী ইতিহাস আচার্য্য লিপিবদ্ধ করলেন।

আঘাতের ব্যথা

মানুষকে আঘাত করলে সে চেঁচায়, আমরা মনে করি যে ব্যথা পেল, কিন্তু বোবাকে আঘাত করলে সে তো চেঁচায় না; তবে যে সে বেদনা পেয়েছে এ কথা কি করে জানবো?—তার হাত-পা নাড়া দেখে। ব্যথিত আঘাত পেয়ে ছটফট করে। সুতরাং মেনে নিতে হবে প্রথমে একটা কিছু অনুভব করে এবং সাড়া দেয়। তারপর জীবিত ও মৃত এদের প্রভেদ আমরা কি করে ধরি? না, যে জীবিত সাড়া দিলে সে সাড়া দেয়, আর যে মৃত সে সাড়া দেয় না; শুধু তাই নয়, এই সাড়ার পরিমাণ দিয়ে ধরতে পারি যে এই জীবন্ত ভাবের পরিমাণটা কি? যে তেজস্বী অল্প আঘাতেই সে বড় সাড়া দেয়, আর যে মৃত-প্রায় সে অনেক তাড়া খেয়ে ক্ষুদ্র একটী সাড়া দিবে। সুতরাং সাড়ালিপির বহর দেখে উদ্ভিদের প্রকৃতি ও তার ইতিহাস ব্যক্ত করা যেতে পারে। গাছকে নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে গাছকে নির্দ্দিষ্ট রকমে আঘাত করতে হবে, এবং তার চেয়েও শক্ত ব্যাপার—এই আঘাতের ফলে সে যে সাড়া দেবে ঐ গাছকে দিয়ে সেই সাড়া লিখিয়ে নিতে হবে, এবং তার পর এই লিখনভঙ্গী থেকে তার বর্ত্তমান ইতিহাস উদ্ধার করতে হবে।

বৃক্ষের বৃদ্ধি নির্ণয়

এই যে তিল তিল করে বৃক্ষশিশুটী বাড়ছে—যে বৃদ্ধি চোখে দেখা যায় না—যন্ত্র-সাহায্যে কি সেই বৃদ্ধি ধরা যায়? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়? আহার দিলে কিংবা আহার বন্ধ করলে কি পরিবর্ত্তন হয়—এবং সেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হতে কত সময় লাগে? ঔষধসেবনে কিংবা বিষপ্রয়োগে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যেতে

পারে কি? বিষের মাত্রা-ভেদে কি ফলের পার্থক্য ঘটে?

গাছের অনুভবশক্তি

তারপর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয়, তবে সেই আঘাত অনুভব করতে কত সময় লাগে? সেই অনুভবকাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্ত্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখিয়ে নিতে পারা যায়? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করে পৌঁছে? জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদে কি স্নায়ুসূত্র আছে? যদি থাকে তবে স্নায়ুর উত্তেজনা-প্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়? কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়, কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় উহা বিলুপ্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সঙ্গে বৃক্ষের ক্রিয়ার কি কোন সাদৃশ্য আছে? সেই গতির পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কি স্বতঃ লিখিত হতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃ স্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে মৃত্যুর প্রবল আঘাতে যখন বৃক্ষের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় সেই নির্ব্বাণ-মুহূর্ত্ত কি ধরতে পারা যায়? সেই মুহূর্ত্তে কি গাছ কোন একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়ে চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন

আচার্য্য এরূপ সব যন্ত্র উদ্ভাবন করতে লাগলেন যাতে গাছ তার নিজের এইসব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করতে লাগল।

গাছের পেশী সঞ্চালন

পূর্ব্বকার উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ গাছকে সাড়ুক ও অসাড়ুক, সসাড় ও অসাড় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতেন; জগদীশচন্দ্র দেখলেন এ বিভাগ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গাছ মাত্রেই সাড়া দেয়। তা যদি হয় ত লজ্জাবতী লতা কেন ঘা খাইলে পাতা মোড়ে, অন্য গাছ তা করে না? জগদীশচন্দ্র তার কারণ নির্দ্দেশ করলেন। আমাদের হাতে চিমটি কাটলে আমরা যে হাত নেড়ে সাড়া দি, তার কারণ এই যে, চিমটী কাটলে আমাদের হাতের পেশী সঙ্কুচিত হয়, ফলে হাত নড়ে। এই পেশী হাতের একধারে না থেকে যদি সব দিকে সমানভাবে থাকতো তবে চারিদিকে সমান সঙ্কোচ হ'ত, হাত নড়তো না। লজ্জাবতী লতার এই পেশী আছে একদিকে, তাই ও নড়ে। অন্য গাছে পেশী চারিদিক্ ঘিরিয়া আছে, তাই ও সব গাছ নড়ে না। তিনি দেখালেন ও সব গাছের এক দিকটা ক্লোরোফরম করে যদি অসাড় করে দেওয়া যায় তবে তারাও নড়ে।

অনুভূতি সময়সাপেক্ষ

তারপর জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দেয় না। বাঙকে চিমটি কাটলে তার সাড়া পৌঁছিতে সেকেণ্ডের একশ ভাগের প্রায় এক ভাগ লাগে। বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অনুভূতি-সময়ের কমবেশী হয়। শীতে যখন জীব আড়ষ্ট হয়ে থাকে, তখন এই অনুভূতি পৌঁছিতে অনেক দেরী হয়ে পড়ে। জগদীশচন্দ্র তাঁহার সূক্ষ্ম যন্ত্রদ্বারা গাছেরও অনুভূতিকাল নির্দ্ধারণ করলেন—তিনি দেখলেন জীবের ও গাছের অনুভূতি-প্রথা ঠিক একই। তিনি আরও দেখলেন যে, সময়ভেদে সাড়ার পরিমাণের তারতম্য ঘটে। সকালবেলা বেশ একটু জড়তা থাকে, যা খেতে খেতে সে জড়তা চলে যায়—এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়ে, সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরমজলে স্নান করে নিলে জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। বিকেল বেলা এ সব উল্টা হয়ে যায়; ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়ে আসে; কিন্তু বিশ্রামের সময় দিলে সে ক্লান্তি চলে যায়। এ সব বিষয়ে মানুষের সঙ্গে গাছের আশ্চর্য্য মিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শীতকালে ঘা খেলে সারতে আমাদের যেমন অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খেয়ে প্রকৃতিস্থ হতে অনেক বিলম্ব ঘটে।

উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র

তারপর উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র। ফেকর, হাবরল্যাণ্ড প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, প্রাণি-

গণের ন্যায় উদ্ভিদের কোন স্নায়ুসূত্র নেই। তা যদি হয় তো লজ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি কাটলে দূরের পাতা কেন পড়ে? এর উত্তরে তাঁরা বলেন যে, চিমটি কাটলে উদ্ভিদে একটা জলের প্রবাহ হয় তার ফলে পাতা পড়ে। জগদীশচন্দ্র এমনভাবে পরীক্ষা করেন যাতে করে জল-প্রবাহ হয় না, কিন্তু পাতা পড়ে। তিনি দেখালেন জীবদেহের স্নায়ুতে যেসব বিশেষত্ব আছে, উদ্ভিদের স্নায়ুতে হুবহু তাহাই বিদ্যমান। উদ্ভিদে যে স্নায়ুসূত্র আছে জগদীশ চন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত এখন সর্ব্বত্রই গৃহীত হয়েছে।

গাছের বৃদ্ধি

এইবার গাছের বৃদ্ধি। একটা শামুকের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এগুতে যে সময় লাগে গাছের ততটা বাড়তে দু'হাজার গুণের বেশী সময় লাগে। জগদীশচন্দ্র এক কল নির্ম্মাণ করলেন যাতে করে এই বৃদ্ধিমাত্রা কোটিগুণ বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অনুবীক্ষণ হার মেনে গেছে তার পরেও গাছের এই বৃদ্ধি মাপবার যন্ত্রের কৃতিত্ব। একটা বাড়ন্ত গাছ সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়ে তা পর্য্যন্ত এই কল লিখে দেয়।

জীবন-স্পন্দনের কারণ

জীবদেহের অংশবিশেষে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। মানুষ এবং অন্যান্য জীবের এমন পেশী আছে যারা আপনা-আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় স্পন্দিত হয়। কোন ঘটনা বিনা কারণে ঘটে না; কিন্তু জীবন-স্পন্দন কি করে স্বতঃসিদ্ধ হল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদেও স্বতঃস্পন্দন লক্ষ্য করলেন, এবং এই অনুসন্ধানের ফলে জীবদেহেও স্বতঃস্পন্দনের রহস্য প্রকাশিত হল।

মৃত্যুর লক্ষণ

পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে, যখন একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে তার সাড়া দেবার সমস্ত ক্ষমতা চলে যায়। সেই আঘাত তার মৃত্যুর আঘাত। কি করে আমরা তখন বুঝি যে এর মৃত্যু উপস্থিত হ'ল—হেসে পড়া, শুকিয়ে যাওয়া এ সব তো ঢের পরের অবস্থা। তখনও তো তার চেহারা ঠিক থাকে, স্নিগ্ধ শ্যামল মূর্ত্তি ম্লান হয় না। তিনি দেখালেন মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ তার শরীরের মধ্য দিয়া বয়ে যায়, তেমনি অন্তিমকালে বৃক্ষদেহেও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। লিপিফলকে এই লেখা অঙ্কিত হ'ল।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাছের ব্যবসা

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

মৎস্যপ্রিয় বাঙালীর সম্মুখে মৎস্যের যে কি মস্ত বড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহা অনেকেই ভলাইয়া দেখেন না। এই যে নিত্যপ্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যের কিম্বৎ রোজ রোজ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহার কারণ তাহারা একবার সমবিয়া দেখিয়াছেন কি? দুর্ভাগা বাঙালীর আয় মোটেই বাড়িতেছে না, কিন্তু নিত্য-প্রয়োজনীয় আহার্য্য দিন দিন যেন শনির দৃষ্টিতে দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। কাজেই আজ যা-তা দিয়া পেট পুরিয়া দিন গুজরান্ হইতেছে এবং ইহার ফলে বাঙালী উদ্যমহীন, হীনস্বাস্থ্য ও অল্পায়ু। কায়িক কর্ম্মে ও শ্রম সহিষ্ণুতায় বাঙালী যুবক এত শীঘ্র কেন নুইয়া পড়ে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে শুরু করা মনীষীদের কর্ত্তব্য।

সুজলা সুফলা বাংলায় ৫০ বছর আগে লোকদের কিন্তু এ আধমরা অবস্থা ছিল না, তখন কী গৃহস্থের গোয়াল-ভরা গরু,

পুকুর-ভরা মাছ আর ক্ষেত-ভরা ধান ছিল। তাত-কাপড়ের অভাব লোকে বড় একটা জানতো না। দুধ, ঘি, মাছ খাইয়া লোকে ৮০ বছর বয়সেও পুরাদস্তুর মেহন্নৎ করিয়া জীবনকে উৎসবময় করিতে পারিত। শরীর-পোষণের প্রধান উপাদান ভিটামিন ও প্রোটিন্ অভাবে বেরিবেরি, রিকেটস্, স্কার্ভী রোগ তখনও দেশে দেখা দেয় নাই। আজ বাঙালী আশীর কোটায় তো পা দেয় না, যাহারা দেয় তাহারাও কর্মিৎকর্ম্মা নয়, চেষ্টা-পটুতা হীন—জড়পিণ্ডবৎ—সমাজে ঠাঁই পাবার যোগ্য নয়। আনুষঙ্গিক আরও নানা কারণে দেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু পুষ্টিকর ও রসকর খাদ্যের অভাব ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

বাংলা দেশে মৎস্যের কারবার জাতিগত। কোন ব্যবসায়ই জাতি-বিশেষের একচেটিয়া থাকিলে তার উন্নতি হইতে পারে না। জানিয়া শুনিয়া গোটা দেশকে কোন স্বার্থের দলের তাঁবে নিষ্পেষিত হইতে দেওয়া নেহাৎ আহাম্মুকি। বাঙালীর দুঃখের অবধি নাই। দারিদ্র্য ত তাহাদের নিত্যসহচর। আলস্য-কুসংস্কার ছাড়িয়া মেহন্নতের ইজ্জৎ করিতে পারিলে দেশের আবহাওয়া অনেক বদলাইয়া যাইবে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়ীর সীমানার মধ্যে ছোট বড় দুই একটা পুকুর ডোবা আছে। নিজ নিজ অবস্থা, সামর্থ্য ও অবসর অনুসারে অল্প-ইতর সবাই উহাতে মৎস্য-পালন করিলে প্রাত্যাহিক খাই-খরচের একটা দস্তুর রক্ষা-মীমাংসা হয়। পুকুর ডোবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে পল্লীতে পানীয় জল সহজপ্রাপ্য হইয়া থাকে এবং মশক ও ম্যালেরিয়াও বিস্তৃতি-লাভ করিতে পারে না।

অল্প পুঁজি লইয়া যে-সব ছোট খাট ব্যবসায় ফাঁদা যায় তার মধ্যে মাছের ব্যবসায় খুব লাভজনক। মৎস্য-পালন ও মৎস্যের-ব্যবসায় করা জেলে মালো প্রভৃতি ইতর লোকের কাজ এ বিশ্বাস যারা করে, তাহাদের কথা অবশ্য আলাদা। নিম্নে একটা হিসাব দিলাম। ইহা হইতে বুঝা যাইবে কলিকাতা সহরে মাছের ব্যবসায়ের কি বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। রেল-পথের সরকারী ও নিজ-সরকারী রিপোর্ট হইতে গত ১৯১৯ এবং ১৯২৪ সনের আমদানির হিসাব দেওয়া গেল।

১। রেলপথ	১৯১৯ সন	১৯২৪ সন
	মণ—সের	মণ—সের
আসাম-বেঙ্গল	৫৬৩০—১০	১৭৬৭৪— ০
বারাসত-বসিরহাট	১০১১৬— ০	৩০৪২৬— ০
বেঙ্গল প্রোভিন্সাল	৪০৮— ০	অজ্ঞাত
বেঙ্গল নাগপুর	২০৮০২—২২	৩৪৬৬৯—১১
বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ	৪২১০—০৯	২৫৬— ২
ইষ্ট বেঙ্গল	১৬১৯৪৮—০৯	৪৫৯৬৮৩—৪½
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৬১১২—০৪	৪১২৬— ২
হাওড়া-আমতা	১০৪৫— ০	১৯০৮— ০
হাওড়া-শিয়াখোলা	অজ্ঞাত	১— ০
কালীঘাট-কলতা	২৬৯— ০	২৪২০— ০
	২১৩২৫৪—১০	৫৫২০৫৪—১৯½
২। ষ্টীমার	৩২২—১০	১১২—২০
৩। খালপথে দেশীয় নৌকা	২২৩৭০— ০	১৫৯০১— ০
৪। সহরতলীর বিল খাল	১৩১৭— ০	১০৫০৭—১১
৫। রাস্তা	৬৮৪৭৩—৩৭	৫৬৬১৯—১১
একুনে	৩০৬০৩৭—১৭	৪৩৫১২৪—২১½

বর্ত্তমানে যে সব স্থান হইতে মাছ সহরে আসে, তার মধ্যে নদী-বহুল পূর্ব্ব-বঙ্গই প্রথম, উড়িষ্যা তারপর। কলিকাতার সমগ্র আমদানিতে ইষ্ট-বেঙ্গল রেলপথের হিস্যা আছে শতকরা ৫৯½ অংশ, বেঙ্গল-নাগপুর ৮ অংশ, বারাসত ৭ অংশ, আসাম-বেঙ্গল ৪ অংশ এবং আর আর সকল রেলের ২½ অংশ। ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল ও খুলনা জেলা হইতেই আওলা মাছের অধিকাংশ যোগান হয়। আগে খালে দেশী নৌকায় এই মাছ আসিত। এখন রেলের সুবন্দোবস্তে দেশীয় নৌকার যোগান অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৯ সনের তুলনায় দেশী নৌকায় আওলা মাছের যোগান কমিয়াছে আধাআধি। ১৯১৯ সনের

আমদানি ২৯৮৬৯ মণ, আর ১৯২৪ সনে মাত্র ১৫৯০১ মণ হইয়াছে। ১৯২২ সনে চিল্কা হ্রদ হইতে উড়িষ্যা পাঠায় ৩২৮২৯ মণ আর ১৯২৪ সনে উহা গিয়া ঠেকিয়াছে ২৪১৯৮ মণে। এই কমতির কারণ, যাদের দৌলতে চিল্কা হইতে মৎস্য ধরা হইত, সেই উড়িয়াদের খাই-খরচ আগের চেয়ে অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। মাছ ধরার কাজে তাদের মজুরি পাইতেছে না। কাজেই অন্যান্য কাজে লাগিয়া যাওয়া তাহাদের ভাত-কাপড়ের উপায়। চালান-দারও মজুরদিগকে চড়্তি-মাফিক মজুরি দিতে নারাজ। সুতরাং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চালান দেওয়া ব্যাপারে তাহারা হাত-পা গুটাইতে লাগিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ উৎপাদন ও চড়া দামে বিক্রয়ের দিকে ইহাদের ঝোঁক। তাছাড়া বাংলা দেশে নদী খাল বিল হইতেই মান্ধাতার আমলের প্রথায় মৎস্য ধরিয়া আনয়ন করা হয়। কাট্‌তির আধিক্যবশতঃ এবং মৎস্য পালন সংরক্ষণ সম্বন্ধে সরকারী কোন কড়াকড় আইন-কানুন না থাকায় ক্রমে মৎস্যোৎপাদনশীল নদী বিলের মৎস্য-পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। মৎস্য-পরিপূর্ণ সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরার কোন ব্যবস্থা আমাদের নাই। সামুদ্রিক মৎস্যের হাবভাব, ধরণ-ধারণ, আনা-গোনা, থাকিবার স্থানে ও প্রাপ্তির সময় দরিদ্র জেলেদের সম্যকরূপে জানা নাই এবং আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বাষ্প-পোত, ভেলেডিঙ্গি, ট্রলার্‌তিয়ারের প্রচলন না থাকায় সুযোগ-সুবিধামত মৎস্য ধরা হয় না।

কলিকাতার হিসাবই দেখি, এ-দিকে চাহিয়া কী বহরই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্যর কে, জি গুপ্তের রিপোর্টে জানা যায়, ইউরোপের প্রায় যাবতীয় দেশে সাধারণতঃ মাছের দাম ছয় আনা সেরের বেশী নহে। কলিকাতায় কিন্তু কম আমদানি ও বেশী কাট্‌তির দরুণ সড়পড়তা দাম সের বার আনারও বেশী। গুপ্তসাহেব অনুসন্ধানে দেখিয়াছেন, বাংলায় শতকরা ৮০ জন লোক মৎস্য-প্রিয় এবং ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩২০ দিন মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহার হিসাবে প্রত্যেকের আহার্য্যে রোজ আধ-পোয়া মাছ দরকার। সেই হিসাবে কলিকাতার হিন্দুস্থানী ও বিধবা ছাড়া কমপক্ষে ১২ লাখ লোক ধরিয়া নিলেও বছরে ১২ লাখ মণ মাছের আমদানি হওয়া উচিত। ৪ লাখ মণ মাছ আমদানি ধরিলেও ১০০ মণের জায়গায় কলিকাতা-বাসী ৩৩ মণ মাছ ব্যবহার হয়ে অর্থাৎ ঘরে মৎস্য-প্রিয় ব্যক্তি প্রত্যহ তিন তোলার কিছু বেশী মাছ বাজার করিয়া থাকে। মোদ্দাকথা, যা আমদানি হওয়া উচিত, তার বারো আনা এখানে যোগায় না, কাজেই কলিকাতায় মাছ এত দুর্ম্মূল্য। গুপ্তসাহেবের মোটা রিপোর্টটা বাস্তব তথ্যে ভরপুর, আবোল-তাবোল বকাবকি নাই। উহা বাঙলায় তর্জ্জমা হইয়া রায়ত ও বিধাণের মধ্যে প্রচারিত হইলে পাড়াগাঁয়ের নেহাৎ আনাড়ি লোকেরও উহা পাঠে অনেক উপকার হইবে। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে সমগ্র পৃথিবীর উন্নত দেশের জেলেদের, মৎস্য-ব্যবসায়ের ধুরন্ধরদিগের, সরকারী মৎস্য-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে সকল সুযোগ-সুবিধাগুলি পাইয়াছেন তাহা, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য-জনন, পালন ও সংরক্ষণ, কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান, দূরদেশে অবিলম্বে চালান দিবার সহজ ও সুগম নিয়ম-কানুন, বরফ-সংযোগে ও লবণাদি সাহায্যে তাজা রাখিবার কায়দা এবং মৎস্য-বিদ্যার ওস্তাদদিগের নানা গবেষণা ও মন্তব্য সোজাসুজি ভাবে এই রিপোর্টে বিবৃত হইয়াছে এবং নয়া বাঙলা উহার কতটুকু নিজ কাজে বর্ত্তমানে লাগাইতে পারেন তাহারও তিনি একটা ইঙ্গিত করিয়াছেন। মৎস্য-পালন সম্বন্ধে এতগুলি শিক্ষণীয় বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান এক ঠাঁইয়ে বাঙালীর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। কাজেই আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-সংগ্রহের তরফ হইতে এই রিপোর্ট-টা যার পর নাই মূল্যবান।

সকল দিক্ হইতে মৎস্য-জনন ও মৎস্যের ব্যবসায়ের উপর সরকারী তদবির ও শাসন কায়েম করা এক্ষণে সময়োচিত এবং সমীচীন বোধ হইতেছে। মৎস্য-জনন, পালন, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে শিখিতে হইবে; চিরপ্রচলিত আচার-বিচার ও কুসংস্কারকে তোয়াক্কা না করিয়া শিক্ষিত বাঙালী এই ব্যবসায় হাতে নিলেই সমগ্র সমাজের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে মাছ যথোচিত সস্তায় বাজারে হাজির করা সম্ভব হইবে। অন্য উপায় বর্ত্তমানে দেখা যায়

না। এ বিষয়ে পৌজামিল দিতে গেলে বেজায় বেয়াকুবি করিয়া বসা হইবে।

ইংলণ্ডের অধিকাংশলোক মাংস-প্রিয় এবং তাহা সত্ত্বেও তাহারা মৎস্যের যেরূপ বিস্তৃত চাষ ও ব্যবসা করিয়া থাকে তাহা আমরা আন্দাজ করিতে পারি না। মাংসপ্রিয় ইংরেজ ও মৎস্য-প্রিয় বাঙালী কে কতখানি মৎস্য ভোজো খরচ করে তাহা দেখিলে আমাদের মুখদ দস্তুরমত বুঝা যাইবে।

	জন-সংখ্যা	বছরে আমদানি	দাম	জনপ্রতি খরচ
ইংলণ্ড-ওয়েল্‌স্	৪ কোটি	৩৩৭৭২০০০ মণ	২৩ কোটি টাকা	৩৩ সের
কলিকাতা	১২ লাখ	৪৩৫১৯৫ মণ	৪৫ লাখ টাকা	১৩ ,,

স্বর্ণ-জগৎ

সকল দেশেই মুদ্রাবিষয়ে স্বর্ণমান প্রচলিত হইয়াছে। যে দেশ যে পরিমাণ কাগজের নোট বাজারে বাহির করিবে তত মূল্যের স্বর্ণ তাহাকে খাজাঞ্চিখানায় জমা রাখিতে হইবে। ভারতেও সেদিন হিং কমিশন মুদ্রাকে স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজকাল সকলদেশে এজন্য স্বর্ণ-উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। হিসাবপত্রে প্রকাশ যে, ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে স্বর্ণ-উৎপাদন কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। দুনিয়ার নয়া স্বর্ণ-চাহিদার অর্দ্ধেক ট্রান্সভাল খনি হইতে আহরণ করা হয়। খবর আসিয়াছে যে, ট্রান্সভালের খনিতে প্রচুর স্বর্ণের সন্ধান মিলিয়াছে এবং রেকর্ড কোয়ালিটি স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে। কানাডার সোনার খনিগুলিতে উৎপাদন পূর্ব্ববৎই আছে।

নীচের তালিকায় দুনিয়ার প্রধান প্রধান স্বর্ণ-উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন-হিসাব দেওয়া হইল। ১৯১৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদন করা হইয়াছিল পাঠক তাহার তুলনামূলক আলোচনা এখানে পাইবেন।

দুনিয়ার স্বর্ণ-উৎপাদন

	১৯১৫ (ডলার)	১৯২৬ (ডলার)	১৯২৭ (ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	১০১,০৩৬,০০০	৪৬,২১৬,০০০	৪৫,০২৭,০০০
কানাডা	১৮,৯১৮,০০০	৩৬,২৬৩,০০০	৩৭,১৩১,০০০
মেক্সিকো	৬,৫৫৯,০০০	১৫,৯৭২,০০০	১৪,৯৮৮,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	১৫,০৮৮,০০০	৯,৯৭৫,০০০	হিসাব পাওয়া যায় নাই
রুশিয়া	২৬,৩২৩,০০০	২০,৫১০,০০০	-
অষ্ট্রেলিয়া	৪৮,৯৮৮,০০০	১৩,৫০৯,০০০	১৩,১৪০,০০০
ব্রিটিশ ভারত	১১,৫২২,০০০	৭,৯০৭,০০০	৭,৯৮৫,০০০
ট্রান্সভাল	১৮৮,০৩৩,০০০	২০৫,৭৮৩,০০০	২০৯,২৪১,০০০
রোডেশিয়া	১৮,৯১৫,০০০	১২,২৮৩,০০০	১২,০১৯,০০০
অন্যান্য দেশ	৩৩,২৮৩,০০০	৩০,০৪৯,০০০	হিসাব পাওয়া যায় নাই
	মোট—৪৬৮,১২৫,০০০	৩৯৮,৫৫৭,০০০	৩৯৯,০৫৩,০০০

মার্কিণ খাজাঞ্চিখানার রিউরো অব্ মিণ্ট কর্ত্তৃক উল্লিখিত অঙ্কগুলি সংগৃহীত।

১৯২৭ সনে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্ত্তৃক উৎপাদিত স্বর্ণের মধ্যে প্রায় ১৩ কোটি ডলার স্বর্ণ লণ্ডনে চালান হয়। ৩ কোটি আর্জ্জেন্টিনাতে সরাসরি পাঠান হয় এবং ৫০ লক্ষ ব্রাজিলে ও আরও অল্পপরিমাণ স্বর্ণ অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়।

নিম্নলিখিত দেশে ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে মজুত স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

	১৯২৬	১৯২৭	বৃদ্ধি
ব্রাজিল	৫৬	১০১	৪৫
পোলাণ্ড	২৭	৪৮	৩১
আর্জ্জেন্টিনা	৪০৬	৪৬১	২৫
ইতালী	২২১	২৩৯	১৮
বেলজিয়াম	৮৬	১০০	১৪
রুশিয়া	৮৫	৯৭	১২
ভারতবর্ষ	১০৯	১১৯	১০
সুইজারল্যাণ্ড	৯১	১০০	৯
স্পেন	৪৯৩	৫০২	৯
জার্ম্মানি	৪০৬	৪৪৪	৮
ইংলণ্ড	৭৩৫	৭৪২	৭
অষ্ট্রীয়া	৭	১২	৫
২৮টি অন্যান্য দেশ	৩৭৪	৩৯৬	২২
মোট বৃদ্ধির পরিমাণ			২১৪

এই তালিকায় দেখা যায় মোট ৫৫,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণের মজুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই রিজার্ভ ছাড়াও আর্জ্জেন্টিনার ব্যাঙ্কে ৭৯,০০০,০০০, কানাডার ব্যাঙ্কে ৭৫,০০০ অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্কে ১১৫,০০০,০০০, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে ১৭,০০০,০০০ ডলার রিজার্ভ জমা আছে।

১৯২৭ সনে ব্রিটেন মোট ১৫৮,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণ আমদানি করে ও ১০৮,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণ রপ্তানি করে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের স্বর্ণের রিজার্ভ ৬০ লক্ষ ডলারে বৃদ্ধি পায়। এবং লণ্ডনে ভারতীয় রিজার্ভের জন্য কোটি ডলার রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ-বুলেটিনে প্রকাশ যে, গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৭ সনে ৪০টি দেশের ৯,২০৩,৪৯৭,০০০ ডলার স্বর্ণ-রিজার্ভ ছিল। ১৯২৬ সনে ঐ সময় ছিল ৯,১৪৮,৪৩২,০০০ ডলার। এখানে ১৯২৬এর সঙ্গে ১৯২৭ সনের পরিবর্ত্তন দেখান হইল।

কোন্ কোন্ দেশে ১৯২৬সনের তুলনায় রিজার্ভ কমিয়াছে ও কত কমিয়াছে?

	১৯২৬	হ্রাস
যুক্তরাষ্ট্র	৪,০৮০	১০৬
জাপান	৪৬২	২০
জাভা	৭৯	৭
ডেন্মার্ক	৫৬	৭
কানাডা	১৫৮	৬
নেদারল্যাণ্ডস	১৬৬	৩
৬টি অন্যান্য দেশ	৮৮৭	৬
মোট হ্রাসের পরিমাণ		১৪৯

এই সকল ধরিয়া ১৯২৭ সনে দুনিয়ার মোট ৩০ কোটি ডলার স্বর্ণ মজুত বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ধারশোধ বাবদ ৯০,০০০,০০০ ডলার মজুত স্বর্ণ ভাঙ্গিতে হয়। আর্জ্জেন্টিনা যত স্বর্ণ আমদানি করে তাহার মাত্র ২৫,০০০,০০০ গভর্ণমেণ্ট কনভারটান্স কণ্ডের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর্জ্জেন্টিনার ব্যাঙ্ক যে সা নেশানের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ ৪৪,০০০,০০০ ডলারে বৃদ্ধি পায়। ১৯২৮ সনের প্রথম হইতে আর্জ্জেন্টিনার ইকে ৮৬,০০০,০০০ ডলার স্বর্ণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ও ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত স্বর্ণ ১০৩,০০০,০০০ ডলারে হ্রাস পাইলেও উল্লিখিত ৪০টি দেশের মোট মজুত স্বর্ণের শতকরা ৪৩ ভাগ একা যুক্তরাষ্ট্রে মজুত আছে।

জন হেন্স হ্যামণ্ড একজন বিখ্যাত মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। তিনি দুনিয়ার স্বর্ণ-উৎপাদন সম্বন্ধে "নেশানস্ বিজনেস"

নামক পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

আমেরিকা

১৯১৫ সনে যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ-উৎপাদন চরমসীমায় গিয়া পৌঁছে। ঐ সনে ১০১,০০০,০০০ ডলার মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করা হয়। ১০ বৎসর মধ্যে ঐ উৎপাদন কমিয়া একেবারে অর্দ্ধেক হইয়া যায়। ১৯২৫ সনে যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৫১,০০০,০০০ ডলার মূল্যের স্বর্ণ উৎপাদন করে। আজকাল সকলেই বিশ্বাস করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মাটির নীচে আর ১৯১৫ সনের মতন সোনার পাহাড় মিলিবে না। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র আরও কম স্বর্ণ উৎপাদন করিবে।

মেক্সিকো

স্বর্ণ-উৎপাদনে মেক্সিকোর উপর ভরসা করিয়া থাকা অনেকের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, অতীতে মেক্সিকো খুব কম স্বর্ণই উৎপাদন করিয়াছে। রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু উৎপাদনই মেক্সিকোর বিশেষত্ব। ভবিষ্যতেও তাহার অবস্থা সেইরূপই থাকিবে।

দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থাও সেরূপ সুবিধাজনক নয়। এ পর্যন্ত খুব অল্প সোনাই ইহার মাটীতে মিলিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় সোণার খনির পুঁজি আছে বলিয়া কেহ মনে করেন না।

অষ্ট্রেলিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের মত অষ্ট্রেলিয়ারও ভাণ্ডার শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতীতের মত সোনার ডাল আর এখানে মিলিবে না। ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্রমেই কমিয়া আসিবে।

রাণ্ড খনি বহুদিন ধরিয়া দুনিয়ার অর্দ্ধেক স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু রাণ্ডের চৌহদ্দি সঙ্কীর্ণ। ইহার পুঁজি শেষ হইয়া আসিল আর কি।

কানাডা

স্বর্ণ-জগতের মানচিত্রে কানাডার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নমুনা পাওয়া যায়। সামান্য ছয় বৎসরের মধ্যে (১৯২০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৬ পর্যন্ত) কানাডার স্বর্ণ-উৎপাদন ১৫,০০০,০০০ ডলার হইতে ৩৫,০০০,০০০ ডলারে উন্নীত হইয়াছে। এ অঙ্কগুলি দুনিয়ার হারিবার অনুপাতে যদিও খুব সামান্য, কিন্তু এই বৃদ্ধি ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার পরিচয় দেয়।

সাইবেরিয়া

বর্ত্তমানে সোনার খনির মধ্যে সাইবেরিয়ার খনিগুলিই আশাপ্রদ। অনেক দিন ধরিয়া রুশ-বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাইবেরিয়ার খনিতে প্রতি সন ২০,০০০,০০০ ডলার হইতে ৩০,০০০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছে। লেনা ও সাইবেরিয়ার আশে পাশের ভূমিতে স্বর্ণের বড় বড় ডাঁটি আছে। বর্ত্তমান সোভিয়েট সরকারের আমলে এই অঞ্চল হইতে প্রভূতপরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভবিষ্যৎ

মোটের উপর দেখা যায় যে, নূতন নূতন খনিতে প্রথম প্রথম প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলন করা যায়। পূর্ব্বের মত আজকাল স্বর্ণখনি খুব সহজেই মিলে না। মনে হয় ভবিষ্যতে স্বর্ণ আহরণ করিতে হইলে খুব পরিশ্রম করিতে হইবে।

স্বাভাবিক দর ও বাজার-দর

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল্

বুঝা গেল যে, দ্রব্যাদির দামের মূলে রহিয়াছে শ্রম আর উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগে তদ্দ্বারাই নির্ণীত হয় কোন্‌টার কতখানি অন্য কোন্‌টার কতখানির বদলে পাওয়া যাইবে। কিন্তু দ্রব্যাদির এই প্রাথমিক ও স্বাভাবিক দর ছাড়া আকস্মিক ও অস্থায়ী হইলেও পৃথক একটা প্রকৃত অথবা বাজার-দর আছে, সে কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি, এমন যেন মনে করা না হয়।

জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারে, এমন কোন জিনিষ নাই যার যোগান মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া অনেক কাল ধরিয়া চলিতে পারে। সুতরাং এমন কোন জিনিষও নাই যা আকস্মিক ও অস্থায়ী দর-তারতম্যের বশবর্ত্তী হয় না।

এইরূপ তারতম্যের ফলে ভিন্ন ভিন্ন যে সব দ্রব্যের টান অল্পে সেগুলির উৎপাদনের জন্য ঠিক ততখানি স্বচ্ছন্দভাবে পুঁজিপাটা খাটে যতখানি দরকার, তার চেয়ে বেশী নয়। দরের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা প্রচলিত "সমতা" বা "নাভি"র উপরে উঠে বা নীচে নামে; এবং যে বিশেষ বিনিয়োগে এই তারতম্য ঘটে তাহাতে পুঁজিপাটা প্রবেশ করিতে উৎসাহ পায় বা অপসৃত হইতে পরোয়ানা পায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে খুসী পুঁজিপাটা খাটাইবার স্বাধীনতা থাকিলেও, সে স্বভাবতই সেই বিনিয়োগ খুঁজিয়া লইবে যা সব চেয়ে সুবিধাজনক। যদি তার পুঁজিপাটা অন্যত্র সরাইয়া লইলে সে ১৫% মুনাফা পায়, তবে তার পক্ষে ১০% মুনাফায় সন্তুষ্ট না থাকা স্বাভাবিক হইবে। পুঁজির নিয়োগ-কর্ত্তা তাবৎ লোকের ভিতর কম লাভজনক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বেশী সুবিধাজনক ব্যবসা অবলম্বন করিবার অবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রবলতার ফল হইতেছে সকলের মুনাফার হারে সমতা আনা, অথবা সেগুলিকে এমন অনুপাতে বাঁটিয়া দেওয়া যে, যদি একে অন্যের উপর কোন সুবিধা ভোগ করে অথবা ভোগ করে বলিয়া মনে করে, তবে তাহা এই বণ্টনের বেলায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূরণ হইয়া যায়। কোন্ কোন্ ধাপের মধ্য দিয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তা খুঁজিয়া বাহির করা হয়ত খুব শক্ত। এমন হইতে পারে যে, কোন শিল্পীকে হয়ত তার হাত একদম বদলাইতে হয় না, সে মাত্র নিজ ব্যবসায় নিযুক্ত পুঁজিপাটার পরিমাণ কমাইয়া দেয়, তাতেই এই পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল সমৃদ্ধ দেশে এক শ্রেণীর কতকগুলি লোক থাকে যাদের বলে পয়সা-ওয়ালা লোক। ইহারা কোন বাণিজ্যে লিপ্ত হয় না, সুদ ভাঙ্গিয়া খায়। সুদের টাকা খাটে পত্রীর[১] ব্যাজ পচনে[২] অথবা সমাজের শ্রমে লিপ্ত অংশকে ঋণদানে। কুঠিয়ালরা[৩] এই উদ্দেশ্যে অনেক পুঁজিপাটা খাটায়। এইরূপে খাটানো পুঁজিপাটা বেশ খানিকটা বড় পৌনঃপুনিক পুঁজিপাটা হইয়া দাঁড়ায় ও দেশের বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক অল্প বা বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বোধ হয় এমন কোন শিল্পী নাই, যে শুধু তার মূলধনে যতদূর কুলায় ততদূর পর্য্যন্ত ব্যবসা প্রসারিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে, তা সে যতই ধনী হোক্ না।

---

১ ব্যাঙ্ক নোট—হুণ্ডি, সন্দেহ নাই। কিন্তু পত্রী আমি ব্যাপকতর অর্থে চালাইতে চাহিতেছি। হুণ্ডি এক প্রকারের পত্রী মাত্র, অন্যান্য পত্রীও আছে। যিনু অব্ এক্সচেঞ্জ—বিনিময়-পত্রী।—অনুবাদক।

২ ডিস্‌কাউণ্ট ও প্রিমিয়াম্ প্রতিদিনকার দরকারী কথা। ইহাদের বাঙ্গালা প্রতিশব্দের জন্য মাথা ঘামান আবশ্যক। দুইটাই ম্যাচিউরিটি বা পচন। একটাকে বলিতে চাই ব্যাজ পচন, অন্যটাকে বাট্টা পচন।—অনুবাদক।

৩ ব্যাঙ্কার বঙ্গভাষায় চালাইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবেনা বটে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আবিষ্কারের চেষ্টায় দোষ কি? ব্যাঙ্ক—কুঠী। ব্যাঙ্কার—কুঠিয়াল, কুঠিদার, মহাজন।—অনুবাদক।

এই "ভাসমান" পুঁজিপাটার কতকটা অংশ সর্ব্বদা তার হাতে রহিয়াছে ও তাহা তার দ্রব্যাদির জন্য টানের তৎপরতা অনুযায়ী কখনো বাড়িতেছে কখনো বা কমিতেছে। যখন রেশমের টান বাড়িয়া যায় ও পশমের টান কমে, কাপড়ওয়ালা তার পুঁজিপাটা লইয়া রেশমের ব্যবসাতে সরিয়া পড়ে না; কিন্তু সে কতক কতক কারিগরদের বিদায় দেয়, কুঠিয়াল ও সরদারওয়ালা লোকদের কাছ হইতে কাপড় লইবার জন্য তাগাদা করা বন্ধ করিয়া দেয়। অন্যদিকে রেশম-শিল্পীর অবস্থা ঠিক উল্টা। তার আরও কারিগর নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা জন্মে। তাহাতে তার ধার করিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। সে ধার লয়। ফলে পুঁজিপাটা এক নিয়োগ হইতে অন্য নিয়োগে স্থানান্তরিত হয়। কোন শিল্পীকে তার স্বাভাবিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিবার আবশ্যক হয় না। যখন আমরা দেখি যে রুচি-বৈশুণ্যের জন্যই হোক্ বা লোক-বলের পরিমাণে ইতরবিশেষ ঘটার দরুণই হোক্, পরিবর্ত্তনময় টানের সকল রকম অবস্থাতে কোন বড় সহরের বাজারগুলিতে কিরূপ নিয়মিতভাবে দেশী ও বিলাতী উভয় প্রকার দ্রব্যের যোগান দরকারমত পরিমাণে উপস্থিত হইতেছে, অথচ যোগান অত্যধিক হইলে নরম বাজারের[১] যে ফলাফলসমূহ দেখা যায়, অথবা যোগান টানের সমান হইলে যে বিসদৃশ চড়া দর দেখা যায়, তার কোনটাই প্রায়শঃ উৎপন্ন হইতেছে না, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, একটা মূলনীতি পুঁজিপাটাকে প্রতি ব্যবসায়ে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু পরিমাণে বাঁটিয়া দিতেছে ও তার কার্য্যকরী ক্ষমতা সাধারণতঃ যেরূপ বিবেচনা করা যায় তার চেয়ে ঢের বেশী।

কোন পুঁজিদার[২] তার মূলধনের জন্য লাভজনক নিয়োগ খুঁজিবার কালে এক বৃত্তির অন্য বৃত্তির উপর যে যে সুবিধা আছে, স্বভাবতঃ তার সবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবে। কোন এক নিয়োগের অন্য নিয়োগের চেয়ে স্থায়িত্ব পরিচ্ছন্নতা, স্বাচ্ছন্দ্য অথবা অন্য কোন প্রকৃত কিংবা কল্পিত সুবিধা বেশী থাকিতে পারে। এগুলির কথা বিবেচনা করিয়া সে তার মুদ্রা-মুনাফার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত বিবেচনার দরুণ পুঁজির মুনাফাগুলি যদি এমনভাবে স্থিরীকৃত হয় যে, এক ব্যবসায়ে তাহা ২০% দ্বিতীয়টায় ২৫% ও তৃতীয়টায় ৩০%, তবে সম্ভবতঃ এই আপেক্ষিক পার্থক্যটা এবং মাত্র এই আপেক্ষিক পার্থক্যই, স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। কারণ কোন হেতুতে যদি কোন একটা ব্যবসার মুনাফা ১০%, বাড়ে, তবে তৎ এই মুনাফা অস্থায়ী হইবে ও সত্বর পূর্ব্ব অবস্থান ফিরিয়া আসিবে, নয় ত অন্যগুলার মুনাফাসমূহও ঐ অনুপাতে উন্নীত হইবে।

এই মন্তব্যের সমীচীনতা প্রমাণের পক্ষে বর্ত্তমান সময়কে ব্যতিক্রমবিশেষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। পূর্ব্বে ইয়োরোপে যে কর্ম্ম-বিভাগ বর্ত্তমান ছিল, যুদ্ধ-নিবৃত্তির পর তা এমনভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের নব বিভাগে সকল পুঁজিদার তাদের নিজ নিজ স্থান চুঁড়িয়া বাহির করিতে সমর্থ হয় নাই।

মনে করা যাক্ যেন সমস্ত দ্রব্যাদির স্বাভাবিক দর রহিয়াছে ও ফলে সকল নিয়োগে পুঁজিপাটার মুনাফাসমূহের এক হার হইয়াছে অথবা যদি পার্থক্য হয়, তবে পার্থক্য হইতেছে মাত্র ততটুকু যতটুকু প্রকৃত অথবা কল্পিত সুবিধা সকলের মতে পাওয়া যাইতেছে বা যাইতেছে না। তারপর মনে কর যেন ফ্যাসনের পরিবর্ত্তনে রেশমের টান বাড়িয়াছে ও পশমের টান কমিয়াছে। ইহাদের স্বাভাবিক দর, ইহাদিগকে উৎপাদন করিতে যে শ্রম দরকার হয় তার পরিমাণ অবিকৃত থাকিবে, কিন্তু রেশমের বাজার-দর চড়িবে আর পশমের বাজার-দর নামিবে। ফলে রেশম-শিল্পীর মুনাফাসমূহ সামান্য ও স্থিরীকৃত মুনাফার হারের উপরে উঠিবে, আর পশম-শিল্পীর মুনাফাসমূহ নীচে নামিবে। শুধু মুনাফা নয়, এই সব নিয়োগের কারিগরদের মজুরিতেও পার্থক্য দেখা দিবে। কিন্তু পশমের কারবার হইতে রেশমের কারবারে পুঁজিপাটা ও শ্রম বদলি করিয়া, পশমের বর্দ্ধিত টানের যোগানটা মিটানো সত্বর সম্ভব হইবে; তখন

১ গ্লাট্—নরম বাজার।—অনুবাদক।

২ ক্যাপিট্যালিষ্ট—পুঁজিদার, পুঁজিপতি।—অনুবাদক।

রেশম ও পশমের বাজার-দর আবার স্বাভাবিক দরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিবে ও ঐ দ্রব্যসমূহের শিল্পীর প্রচলিত স্ব স্ব মুনাফাসমূহ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রত্যেক পুঁজিদারের ইচ্ছা এই যে, সে তার মূলধন কম লাভজনক নিয়োগ হইতে উঠাইয়া লয়। তাহাতে দ্রব্যাদির বাজার-দর অনেক কাল ধরিয়া স্বাভাবিক দরের খুব বেশী উপরে বা নীচে থাকিতে বাধা পায়। এই প্রতিযোগিতার বলে দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তনশীল দাম এরূপভাবে স্থিরীকৃত হইয়া যায় যে, ওগুলিকে উৎপাদন করিতে যে শ্রম দরকার হয়, তার মজুরি খরচ ও নিযুক্ত পুঁজিপাটাকে তার আদিম শক্তিশালী অবস্থায় রাখিবার পক্ষে অন্য যে সব খরচ দরকার হয় তাহা মিটাইয়া দিয়া প্রতি ব্যবসার অবশিষ্ট দাম বা "উদ্বৃত্ত" নিযুক্ত পুঁজিপাটার দামের অনুপাতে হইবে।

"বিভিন্ন জাতির ধন-সম্পদে"র সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রশ্ন-সম্পর্কে সকল কথা খুব বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। পুঁজিপাটার বিশেষ বিশেষ নিয়োগে আকস্মিক কারণসমূহের দ্বারা দ্রব্যাদির সাধারণ দর, মজুরি অথবা মুনাফার কোন রকম পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া উহাদের দরে, শ্রমের মজুরিতে ও পুঁজির মুনাফায় যে অস্থায়ী ফলাফলসমূহ উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেছি। এই ফলাফলসমূহ সমাজের সকল অবস্থায় তুলারূপ কার্য্যকর বলিয়া, যে সমস্ত বিধি দ্বারা স্বাভাবিক দর, স্বাভাবিক মজুরি ও স্বাভাবিক মুনাফা পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক কারণসমূহের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ফলাফলসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি বিবেচনার সময় আমরা উহাদিগকে বিবেচনার বাহিরে রাখিব। সুতরাং যখন দ্রব্যাদির বিনিময়ে প্রাপ্য দাম অথবা যে কোন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত ক্রয়-ক্ষমতার কথা বলিব, তখন সর্ব্বদা এই বুঝিতে হইবে যে, আমি দ্রব্যের সেই ক্ষমতার কথা বলিতেছি যা কোন অস্থায়ী বা আকস্মিক কারণ দ্বারা বিচলিত না হইলে উহাতে বর্ত্তমান থাকে এবং যা হইতেছে উহার স্বাভাবিক দর।

বঙ্গের অন্যতম ক্ষয়িষ্ণু জেলা—যশোহর

শ্রীসুকুমার মিত্র

১৯২১ সালের লোকগণনানুসারে দেখা যায়, বঙ্গের দশটি জেলার লোক-সংখ্যা কমিয়াছিল। প্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবু ইহাদিগকে 'ক্ষয়িষ্ণু জেলা' আখ্যা দিয়াছেন। যশোহর এই দশটি ক্ষয়িষ্ণু জেলার মধ্যে নবম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯১১—১৯২১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে যশোহরে লোক কমিয়াছিল হাজারকরা ১২। বাঁকুড়া উক্ত দশটির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা' আখ্যা পাইয়াছিল এবং বীরভূম দ্বিতীয় ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। একণে এই প্রবন্ধে উক্ত ক্ষয়িষ্ণুতম জেলাগুলির সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যশোহরের অবস্থা আরও কত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যশোহরের পরিমাণফল ১৮,৬১,৭৬০ একর। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত লোক-গণনা হইয়াছে এ পর্য্যন্ত ছয়বার। কোন্ সালে এ জেলায় কত লোক ছিল তাহা দেখাইতেছি।

সাল	লোক-সংখ্যা
১৮৭২	১৪,৩৯,২৪৯
১৮৮১	১৯,২২,৯১৬
১৮৯১	১৮,৮৮,৮২৭
১৯০১	১৮,১৩,১৪৪
১৯১১	১৭,৪০,৩৭১
১৯২১	১৭,২২,২১৯

উক্ত তালিকা দৃষ্টে ইহা বুঝা যায় যে, ১৮৭২ হইতে, ১৮৮১ সালের মধ্যে এ জেলায় জন-সংখ্যা বেশ বাড়িয়া

গিয়াছিল। কিন্তু ১৮৮১ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত কমিয়া চলিয়াছে। ১৯২৩ সালেও মোটামুটি যে জনসংখ্যা দৃষ্ট হয় তাহা ১৯২১ অপেক্ষা আরও কম। ১৯২৩ সালের মোটামুটি জন-সংখ্যা হইতেছে ১৭,২১,৮৯৮। এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত বাঁকুড়া ও বীরভূমের অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া যেমন ক্ষয় পাইতেছিল তেমনই ক্ষয় পাইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৫ সালের যে সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলাদ্বয় ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে এবং যশোহরের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালের জন্ম ও মৃত্যুর হারের কয়া সংখ্যা দেখিলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হইবে।

জেলা-হিসাবে জন্ম-সংখ্যা

জেলার নাম	১৯২৪ সালের হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	১৯২৫ সালের হাজার করা জন্ম-সংখ্যা	গত বৎসরের তুলনায় হাজার করা কত কম বা বেশী
বাঁকুড়া	৩৩৫		৪·০ বেশী
বীরভূম	৩৭·৫		৬·২ „
যশোহর	২৮·২		১·৮ কম

জেলা-হিসাবে মৃত্যু-সংখ্যা

জেলার নাম	১৯২৪ সালের হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা	১৯২৫ সালের হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা	গত বৎসরের তুলনায় হাজার করা কত কম বা বেশী
বাঁকুড়া	২৭·৮	২৩·৭	৪·১ কম
বীরভূম	২৮·৬	২৪·৯	৩·৭ „
যশোহর	২৭·২	২৯·২	২·০ বেশী

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় 'স্বাস্থ্য-সমাচারে' ১৯২৫ সালের সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিতেছেন, "আলোচ্য বর্ষে একমাত্র যশোহর জেলায় জন্মহার কম ও মৃত্যুহার বেশী মুসলমান দেখা যাইতেছে; ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।" স্বাস্থ্যনৈতিক বিষয়ে যশোহরের অবস্থা অন্যান্য জেলার তুলনায় বিশেষ মন্দ নহে।

যশোহরে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ১০,২৮,৫০০ একর অর্থাৎ মাথা পিছু ½ একর (১৯২৪ সালের হিসাবানুসারে)। এ স্থানের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬২·৩৭ ইঞ্চি। গাই গরু ও স্ত্রী মহিষাদির সংখ্যা ৩,২২,৩৫২ এবং ষাঁড়, এঁড়ে গরু ও পুং মহিষাদির সংখ্যা ৪,৪৪,২৭৫। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৭৭,০২৮। ১৯১৩-১৪ সালের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪৪,৪১,৭৪৫ মণ এবং ১৯২৩-২৪ সালের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭০,০৫,২০২ মণ। শিক্ষায় অন্যান্য অনেক জেলা অপেক্ষা উন্নত হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা অদূরদর্শিতা ও মূর্খতার লক্ষণ। ১৯২১ সালের হিসাবানুসারে হিন্দু পুরুষদিগের শতকরা ২১·৭ এবং স্ত্রী লোকদিগের মধ্যে শতকরা ২·৬ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষদিগের মধ্যে শতকরা ৮·১ এবং রমণীদিগের মধ্যে শতকরা ·৫ জন মাত্র লেখাপড়া জানে। হিন্দু নেতাদিগের হিন্দু রমণীগণের শিক্ষার প্রতি এবং মুসলমান নেতাদিগের পুরুষ রমণী উভয়ের শিক্ষার প্রতিই নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৯২৫ সালের হিসাবানুসারে যশোহরে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪,৭৯৪ এবং ১৯২১ সালের হিসাবানুসারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬২,২৫৯ এবং বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালক-বালিকার সংখ্যা ৪,৩২,০৭০। কিন্তু ১৯২৫ সালের হিসাবে দেখিতে পাই যে, বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে এমন বালক-বালিকার সংখ্যা ৬৫,৬৪৬ এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত অথচ যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩,৬৬,৪২৪। ইহাদের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থা হইবে না? তৎপরে সমাজের গলগ্রহস্বরূপ (সমগ্রভাবে না হউক আংশিকভাবে) ১৬,২১৬ জন হিন্দু বিধবা ও ১,০৩,৮৮৬ জন মুসলমান বিধবা বর্ত্তমান। যশোহরে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় দ্বিগুণ। কাজেই মুসলমান বিধবার সংখ্যা বেশী ঠেকিতেছে। নচেৎ হিন্দুদিগের সংখ্যা-বিবেচনায় হিন্দু বিধবার সংখ্যা মুসলমানদিগের তুলনায় অনেক বেশী। অবশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ে 'নিকা'

প্রথার চলন থাকায় মুসলমান বিধবার সংখ্যাল্পতা ঘটে। অন্যান্য জিলার তুলনায় যশোহরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহের চলন নাই বলিলেই চলে। তদ্ভিন্ন কালা-বোবার সংখ্যা ১৬২৮। অন্ধের সংখ্যা ১২৮৭ এবং কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২২৯। যশোহরের অবস্থা যে এত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহার নানা কারণ আছে। যথা—ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য লোক-ক্ষয়কর পীড়ার প্রকোপ, জন সাধারণের দারিদ্র্য এবং জলাভাব ও অন্যান্য নানা কারণে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস। তদ্ভিন্ন ভৈরব নদ মজিয়া যাওয়ায় নদী থাকায় যে সকল সুবিধা ভোগ করা যাইত তাহার লোপ সাধিত হইয়াছে এবং স্থানীয় আব-হাওয়া ক্রমাগত দূষিত হইয়া উঠিতেছে।

অ্যাডাম স্মিথ ও শিল্প-বিপ্লব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, হাজারীবাগ

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের কার্কক্যালডি গ্রামে অ্যাডাম্ স্মিথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে "ওয়েল্থ অব্ নেশানস্" নামে একটী পুস্তক প্রকাশ করেন। শুধু এই একখানি পুস্তকের জন্য তিনি যত সম্মান পাইয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন ধন-বিজ্ঞান-পণ্ডিত সে রকম সম্মান পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। আজ পর্য্যন্ত সে সম্মানের লাঘব হয় নাই; এখনও অ্যাডাম স্মিথ "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জনক" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

স্মিথের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক

মার্ক্যান্টিলিষ্ট পণ্ডিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক এবং ফিজিওক্র্যাটিক মনীষীদের লেখার সহিত অ্যাডাম্ স্মিথের বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তাহারা তিনি যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পেটি, নর্থ ব্রাদার্স, ট্রাষ্ট, লক, বার্কলে, ম্যান্ডাভিলে, হাচিসন্, হিউম, টাকার, ফার্গুসন, ক্যান্টিলন্, হ্যারিস্ প্রভৃতির লেখা তাঁহার অবিদিত ছিল না। হাচিসন্, হিউম্, টাকার ও ফার্গুসন্ তাঁহার ঠিক অগ্রগামী লেখক।

ম্যান্ডাভিলের সুপরিচিত "ফেবল্ অব দি বিস্" কেতাবখানি হইতেই "আত্ম-স্বার্থ" সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ম্যান্ডাভিলের ধারণা ছিল যে, অভাবের বাহুল্যের জন্যই সমাজের সভ্যরা পরস্পরকে সাহায্য করে। সুতরাং অভাবের যত বিভিন্ন প্রকার থাকিবে, ততই অধিকসংখ্যক ব্যক্তি পরের সুবিধার জন্য শ্রম করা নিজের বিশেষ স্বার্থ বলিয়া ভাবিবে এবং তাহার ফলে সমাজ-জীবন ক্রমশঃ পুষ্ট হইবে। স্মিথ পিন তৈয়ারীর দৃষ্টান্ত-দিয়া শ্রম-বিভাগ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। "বিভাগ" কথাটী তাঁহার লেখাতেই প্রথম পাই।

কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের উপর হাচিসনের প্রভাব অধিকতর গভীর ও ব্যাপক। গ্লাসগো নগরে (১৭৩৭-১৭৪০) হাচিসন্ স্মিথের শিক্ষকতা করেন। তাঁহার "সিষ্টেম্ অব্ মরাল্ ফিলসফি" কেতাবে বাণিজ্য-নিতি, সরকারী অনুশাসন, জনবল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়; এই আলোচনায় বাণিজ্য-বাদের আবেজ আছে। তথাপি তাঁহার ভাবরাশির ছায়াপাত স্মিথের চিন্তাধারার মধ্যে আছে। তাঁহার কল্যাণেই পুফেন্ডর্ফ, গ্রোতিয়ুস, লক প্রভৃতির দর্শনে আস্থা জন্মে। অনেকে বলেন যে, "ওয়েল্থ্ অব্ নেশানসের বিষয় সাজাইবার প্রণালী হাচিসন অধ্যাপনা কালে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারই অনুরূপ (ডব্লিউ, আর, স্কট—"ফ্রান্সিস্ হাচিসন্")। স্মিথের চিন্তায় সার্ব্বজনীন সুখ অন্বেষণের সুর পাওয়া যায়, তাই, তিনি 'অধিকতম সংখ্যার অধিকতম সুখ'কেই মান-দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রম-বিভাগ, মূল্য, টাকাকড়ি ও কর সম্বন্ধে আর্থিক ভাবরাশির জন্য স্মিথ হাচিসনের নিকট

ধনী। মূল্য এবং প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে সর্ব্ববিধ ধন বা মূল্যের স্বাভাবিক ভিত্তি হইতেছে যে কোন প্রকারের প্রয়োজন"; শ্রমনিয়োগ দ্বারাই ধনকে প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা হইতে পৃথক করা হয়; কোন বস্তুর পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলেই অভাব-মূল্য সৃষ্ট হয় (সিজউইক্—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪০)। হাচিসন মুদ্রের সমর্থন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি এই কারণ দর্শাইয়াছেন যে, টাকাপয়সা কোন স্বভাবতঃ উৎপাদনশীল বস্তুতে নিয়োজিত হইতে পারে।

তবে হিউমের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গ্লাসগোয়ে অবস্থিতিকালে স্মিথ হিউমের লেখা "টী্টিস্ অব হিউম্যান্ নেচার" কেতাবের এক খসড়া প্রস্তুত করেন; তাহা দেখিয়া হিউম্ আনন্দ প্রকাশ করেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে প্রীতি জন্মে। হিউম্ বিজ্ঞ প্রবন্ধলেখক। তাঁহার লেখায় দার্শনিকতার অন্তর্দৃষ্টি থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার লেখায় আর্থিক আলোচনার অধিক আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে। শ্রমকে উচ্চস্থান দান, পরিবর্ত্তন লইয়া আলোচনা, ঐতিহাসিক দৃষ্টি, এবং আর্থিক ও অন্যান্য সামাজিক শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ-নির্দ্দেশ—এই সকল হিউমের লেখার বিশেষত্ব। বাণিজ্যবাদী মতামত তাঁহার লেখায় থাকিলেও বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। "শুধু মানুষ হিসাবে নয়, ব্রিটিশ প্রজা হিসাবেও আমি চাই যে আর্গাইল, স্পেন, ইটালী, এমন কি ফ্রান্সও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হউক।" মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু জমি হইতেই উৎপন্ন হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্বভাবজ বস্তুকে "তৈয়ারী মাল" করিবার জন্য শ্রম দরকার হয়, আর এই শ্রমিক-সংখ্যার উপরই সকল শক্তি ও ধন-দৌলত নির্ভর করে ("অব মানি")। দুনিয়ায় শ্রম দিয়াই সব কিছু খরিদ করা হয়; রিপুই (প্যাশান্) শ্রমের মূল কারণ ("অব কমার্স")। মুদ্রা হইতেছে শ্রম ও পণ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ; কোন একটী বিশেষ দেশের জন্য ইহার অল্পতা কিংবা প্রাচুর্য্য অবান্তর। কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, ঘর চড়িতে যে সময় লাগে তাহার মধ্যে শিল্প সাহায্য পাইতে পারে। শিল্পের মুনাফা ও কর্জ্জের টান-পোড়ানের উপর সুদ নির্ভর করে ("অব ইন্টারেষ্ট")।

জোসিয়া টাকার (১৭১২-১৭৯৯) ছিলেন গ্লোসেষ্টার সহরের আচার্য্য। ইনি ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৭৬ খৃঃ মধ্যে বাণিজ্য ও কর বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন; ফুর্গো একটী প্রবন্ধের অনুবাদ করেন। টাকারও শ্রমের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে, ধন-বল-বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় ও অবিবাহিতদের উপর কর ধার্য্য করা উচিত। তাঁহাকে "মানচেষ্টার মণ্ডলী"র অগ্রগামী দূত বলা চলে। টাকার স্বার্থ-সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া অবাধ বাণিজ্য প্রণালী প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে স্বার্থই প্রধান প্রেরণা। এই প্রেরণাকে স্বাধীনতা দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ স্বার্থের সহিত মিলিয়া যায়।

বাণিজ্য-বিষয়ক কার্য্যপ্রণালীতে হিউম ও টাকারই সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনীন ভাব প্রবর্ত্তন করেন।

অ্যাডাম ফার্গুসন ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনা পৃথকভাবে করেন নাই। স্মিথের সমসাময়িক ও বন্ধু বলিয়া তাঁহার প্রভাব কিছু থাকাই স্বাভাবিক। তাঁহার ও স্মিথের মতামত একেবারে না মিলিলেও স্মিথের কয়-সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি তাঁহার মতবাদের দ্বারা কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

হ্যারিসের লেখা "অন্ কয়েন্স্" (১৭৫৭) স্মিথের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কারণ এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন "সাধারণ বস্তুর মূল্য ঠিক তাহা মানুষের অভাব মিটাইবার পক্ষে কতখানি দরকার তাহার উপর নির্ভর করে না; বরং দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ ভূমি, শ্রম ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় তাহার দ্বারাই ঐ দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি মদ ও হীরকের তুলনা করিয়াছেন (পৃঃ ৪)।

এই সব মনীষীরা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচিত হইবার পথ খুলিয়া দেন এবং শ্রমই ধনের মূল এইরূপ শিক্ষা দেন।

স্মিথের জীবনী ও ফিজিঅক্রেসির সহিত সম্বন্ধ

চতুর্দশ বৎসর বয়সে স্মিথ গ্লাসগো নগরে হাচিসনের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। "মরালস্ ফিলসফেন্স" অধ্যাপনা কালে হাচিসন আর্থিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন; স্মিথ উৎকর্ণ হইয়া সে সকল শুনিতেন। পরে তিনি বৃত্তি লইয়া অক্সফোর্ডে যাইয়া প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করেন। অতঃপর গ্লাসগো নগরে ন্যায় এবং নীতি দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গ্লাসগোর বাস কালে (১৭৫৩ খৃঃ) স্মিথ শস্যের উপর সরকারী রপ্তানি সহায়ক দানের (বাউন্টি) ফলাফল আলোচনা করেন এবং ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ আলোচনায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা বুঝাইয়া দেন।

১৭৫৯ খৃঃ তাঁহার "থিওরি অব্ মরাল সেন্টিমেন্টস" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

পাঁচ বৎসর পরে স্মিথ সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণে বহির্গত হন। পথে গিয়ে, ভালে ম্যা হালেঁবো, কেসনে তুর্গো প্রভৃতির সহিত আলাপ হয়। আর্থিক সমস্যা লইয়া তুর্গোর সহিত বহু বাদানুবাদ হয়। সে সময়ে স্মিথ "ওয়েলথ অব্ নেশানস" এবং তুর্গো "রিফ্লেক্সিয়ন" প্রণয়নে ব্যস্ত। লেরঁসে বলেন যে, তুর্গোর দর্শন ও স্মিথের ধন-বিজ্ঞান উভয়ই এই আলাপ-আলোচনায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। উভয়েরই পরস্পরের মনে রেখাপাত করা স্বাভাবিক।

ক্লিফ লেসলি বলেন যে অ্যাডাম্‌স্মিথ ও ফিজিঅক্র্যাটিদিগের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি "ব্যক্তিমাত্রের প্রাকৃতিক অধিকার" "মঙ্গলময় ভগবৎ বিধানে" ও "অবাধ শিল্প-বাণিজ্য" এই তিনটি মূলভাবের উপর ভিত্তি গাড়িয়াছে। এই তিন ভাব ক্রমান্বয়ে গ্রীকো-রোমান চিন্তাধারা, খৃষ্টীয় দর্শন, সমসাময়িক যদৃচ্ছ শিল্পনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধবাদের ফল। ইহার কোনটীকেই ব্যক্তি-বিশেষের অধিকার বা সম্পত্তি বলা চলে না; হাচিসন, হিউম ও টাকারের লেখায় সবগুলিই পাওয়া যায়।

নিজ স্বার্থই সমাজের মূল-শক্তি—এই সূত্রটীকে চতুর্থ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বলভেডিউস বলেন যে, আত্মপ্রেমই (সেল্ফ-লাভ) জীবন ও শক্তি। নিঃস্বার্থ উপকার বলিয়া কিছু নাই (দেলেসপ্রি, ১৭৪৮)। ফ্রান্সে এই কথার ফলে বিষম চাঞ্চল্য দেখা দেয়। হয়ত ইহারই ফলে স্মিথ সহানুভূতির বদলে আত্ম-স্বার্থকে মানবের প্রধান প্রেরণা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৭৬৬ খৃঃ স্মিথ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন; এবং দশ বৎসর পরে "ওয়েলথ অব্ নেশানস" প্রকাশ করেন।

সে সময়ে যাহা কিছু পুরাতন সকলের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। নূতন কিছুর উদয় কোথাও হয় নাই। ইংলণ্ডে প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছিল বটে, ফ্রান্সেও "তাম্রো" বাহির হইতেছিল সত্য, কিন্তু কোনটাই সেরূপ ব্যাপক বা সুসঙ্গত ছিল না। শিল্প-দর্শন ও রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে বিপ্লবের বাতাস বহিতেছিল। এমন সময়ে নূতনের বাণী লইয়া "ওয়েলথ অব্ নেশানস" উপস্থিত হইল; সুতরাং সমাদরের ত্রুটি হইল না।

বইখানির পুরা নাম "অ্যান এন্‌কোয়ারী ইন্টু দি নেচার অ্যাণ্ড কসেস অব্ দি ওয়েলথ অব্ নেশানস"। বইটার আলোচ্য বিষয় সাজাইবার প্রণালী নিম্নলিখিতরূপ। শ্রমিক সমস্যা লইয়া সুরু করিয়া শ্রম-বিভাগ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে দেখান হইয়াছে যে, শ্রম-বিভাগে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়; সুতরাং দেশের ধন-দৌলতও বাড়ে। শ্রম-বিভাগ হইলে বিনিময় আবশ্যক। তাই শ্রমের পরে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। বিনিময়ের মধ্যবর্তী হইতেছে মুদ্রা, তাই মূল্য ও মুদ্রার আলোচনা ইহার পর। তারপর দর লইয়া কথাবার্ত্তা। দরের উপাদান—মজুরী মুনাফা ও খাজনা; তাই দরের পরে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর বাণিজ্য-বাদ ও ফিজিঅক্রেসির সমালোচনা ও শেষে রাজস্ব-বিষয়ক কথা নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

স্মিথ ফিজিঅক্র্যাটদের নিকট "সাংবৎসরিক ধন" ও সাংবৎসরিক শ্রম ভাব দুইটী পাইয়াছেন।

শ্রম ও শ্রম-বিভাগ

জমি বা প্রকৃতির বদান্যতাকে কেন্দ্র করিয়া ফিজিঅক্র্যাটীক মতবাদটী গড়িয়া উঠিয়াছে। মতাবলম্বীদের প্রাধান্য

বিষয় এই যে, শ্রমই একমাত্র "উৎপাদক।" বণিক্যবাদীরা বাণিজ্যকে (অন্তর ও বহিঃ) শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও, কেহ কেহ শ্রমকেই ধনের জনক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। অ্যাডাম্ স্মিথও শ্রমকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার কেতাবের গোড়াতেই আছে "প্রত্যেক দেশের বাৎসরিক শ্রম হইতেছে সেই সংস্থান যাহা মূলতঃ জীবনের সকল রকম সুখ সুবিধার যোগান দেয়।" তাঁহার মতে শ্রমই মূল্যের হেতু ও পরিমাণ-নির্দ্ধারক।

কিন্তু স্মিথ সকল প্রকার শ্রমের কথা বলেন নাই; তিনি "উৎপাদিকা-শক্তি-সম্পন্ন" শ্রমের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। ইহা হইতে স্বতই ফিজিওক্রেসির সঙ্গে এই মতের তুলনা করিবার ইচ্ছা হইবে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ফিজিওক্র্যাটিক্ মতে উৎপাদিকা শক্তি বস্তু-সৃষ্টির ব্যয়ের উদ্বৃত্তির সমান, আর স্মিথের মতে বিনিময়মূল্যের যে কোন প্রকার বৃদ্ধিই উৎপাদিকা শক্তির অন্তর্গত। তাঁহার মতে মাত্র বিক্রয়-সাধ্য পণ্যেরই বিনিময়মূল্য আছে। তাই স্মিথের মতে নীচ ভৃত্য, সরকারী কর্ম্মচারী, ব্যবহারাজীব প্রভৃতি অনুৎপাদক। ইহাদের সম্পাদিত কার্য্য সৃষ্টির সাথে সাথেই লোপ পাইয়া থাকে ("ওয়েল্থ"—বু ২, পরি ৩)। চাইল্ডের মতের সহিত এইখানে মিল দেখিতে পাওয়া যায়—"আর্থিক উন্নতি", ১৩৩৪, পৃঃ ৩১১)।

গ্রীকদের লেখায় শ্রম-বিভাগের সূচনা থাকিলেও, স্মিথ ইহার এতখানি উৎকর্ষ-সাধন করেন যে, ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্রে স্মিথের শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে গবেষণা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। স্মিথের মতে মানবের আপন দ্রব্য পরস্পর বিনিময় করিবার (টু ট্রাক্ অ্যাণ্ড বার্টার) স্বাভাবিক বৃত্তিই শ্রম-বিভাগের মূল। বাজারের আয়তনের উপরই শ্রম-বিভাগের সীমা নির্ভর করে। স্মিথ বলেন যে, শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তির উৎকর্ষ, এবং যে নৈপুণ্য, দক্ষতা ও বিচারের সহিত এই শক্তি পরিচালিত ও অভ্যাস করা হয় তাহা, সকলই শ্রম-বিভাগের ফল (বু ১, পরি ১)। যেমন আলপিন নির্ম্মাণ একটি বিশেষ চাতুর্য্য-পরিচায়ক শিল্প, কিন্তু ইহার অনেকগুলি শাখা আছে, এবং প্রত্যেক শাখাই এক একটি শিল্পবিশেষ। এই শ্রম-বিভাগের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী শ্রম করিয়া যতগুলি আলপিন "তৈরী" করিতে পারিত, তাহার ২৪০ গুণ অধিক উৎপন্ন করে। তিনটি কারণে উৎপন্নদ্রব্যের এই প্রকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রথমতঃ প্রত্যেক কারিগরের তৎপরতা এবং নৈপুণ্য বাড়ে, দ্বিতীয়তঃ উৎপাদ্য বস্তুর এক অবস্থা ছাড়িয়া অবস্থান্তরে হস্তক্ষেপ করিতে যে সময় নষ্ট হয় শ্রম-বিভাগের জন্য সে বিষয়ে অসুবিধা থাকে না। তৃতীয়তঃ বস্তু-নির্ম্মাণ-প্রণালী সহজ করিয়া দিবার ফলে যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় ও তৎসাহায্যে শ্রম সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে।

শ্রম-বিভাগের এইরূপ বিশ্লেষণ ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান। পূর্ব্বে লোকে শ্রম-বিভাগকে এই দৃষ্টি লইয়া দেখেন নাই; তাঁহারা জানিতেন যে, ব্যক্তিগত ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈষম্যই শ্রম-বিভাগের জন্য দায়ী।

মূল্য

স্মিথ প্রয়োজন-মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের ভিতর তফাৎ করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; প্রয়োজন-মূল্য আধুনিককালের আর্থিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতার সামিল, যেমন জল ও বাতাসের প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা আছে; আর বিনিময়-মূল্য বলিলে পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা বুঝায়—যেমন হীরকের আছে। যে সকল বস্তুর সমধিক প্রয়োজন-মূল্য আছে প্রায়ই তাহাদের বিনিময়-মূল্য থাকে না বা অতি অল্পই থাকে, পক্ষান্তরে যাহাদের সমধিক বিনিময় মূল্য আছে, তাহাদের প্রায়ই প্রয়োজন-মূল্য থাকে না বা অতি অল্পই থাকে।" কেন্সলেও ফিজিওক্র্যাটদের "ভালার ইসিল" ও "ভালার ভেনাল" ধারণার সহিত স্মিথের এইখানে মিল। স্মিথ "প্রয়োজনের" সহিত নৈতিকভাবও যুক্ত করিয়াছেন। তাই, যাহা কিছু মানুষের অভাবপূরণ করে, তাহার প্রয়োজন-সাধন-ক্ষমতা আছে, একথা স্মিথ অস্বীকার করেন বলিয়া জন্ষ্টুয়ার্ট মিল পরবর্ত্তী যুগে অভিযোগ করিয়াছেন। প্রয়োজন-মূল্য ও প্রয়োজন-

সাধন-ক্ষমতার মধ্যে তফাৎ করেন বলিয়াও স্মিথের বিরুদ্ধে কোন কোন পণ্ডিতের অভিযোগ আছে (যেমন, ব্রেন্টানো—"ডাই এন্ট্‌ইকেলাঙ্গ ডার্‌ ভর্থর্লের")।

যাহা হউক, স্মিথ বিনিময়-মূল্য লইয়াই বেশী মাথা ঘামাইয়াছেন। তাঁহার মতে পণ্যের পণ্য ক্রয় করিবার ক্ষমতাই বিনিময়-মূল্য। সুতরাং তাঁহার মূল্য সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বৈষয়িক বা "অব্‌জেকটিভ।" বিনিময়-মূল্য ও প্রয়োজন-মূল্যের স্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন কোঠায়।

তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত দর তাহা আহরণ করিবার শ্রম ও ক্লেশের সমান (বু, ১, পরি, ৫)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বাভাবিক অগ্রতুলতা স্মিথের মন অধিকার না করিয়া খরচা-তত্ত্বটাই সেস্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল। খরচা বলিতে শ্রমের খরচ অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত শ্রম ও ক্লেশের খরচই তিনি বুঝিতেন। "সকল বস্তুর জন্য শ্রমই প্রথম মূল্য, বা মূল খরিদ-দর হিসাবে প্রদত্ত হইত। সর্ব্বপ্রথম শ্রম দিয়াই দুনিয়ার ধনদৌলত ক্রয় করা হয়।"

স্মিথ বলেন যে, পুঁজি-প্রাধান্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সমাজে "বিভিন্ন দ্রব্য আহরণের জন্য আবশ্যক শ্রমের অনুপাতই কেবলমাত্র দ্রব্য বিনিময় সম্ভব করে।" কিন্তু সঞ্চয় বস্তুর উদ্ভব হইলে মুনাফার কথাটাও ভাবিতে হয়; কোন পণ্য আহরণ বা উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ আবশ্যক হয় কেবল মাত্র তাহাই উক্ত পণ্যের দ্বারা ক্রয়যোগ্য বস্তুর পরিমাণ অনুশাসন করে না……"ষ্টক" বা সঞ্চয়ের উপর যথা মুনাফার জন্য কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ পাওয়া যায়।" অতএব গোড়ায় শ্রমের খরচাই মূল্য নিয়মিত করিলেও পুঁজি-প্রচলনের সাথে সাথে মুনাফার সংস্থানটাও করিতে হইত। সভ্যদেশসমূহে জমি ও পুঁজিই পণ্যকে "বিনিময়-মূল্য দান" করে; সুতরাং দেশবিশেষের উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি মূল্য তাহা প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ শ্রম লাগে তাহার অধিক শ্রমের সামিল হইবে (বু, ১, পরি, ৬, পৃঃ ৪৯-৫৬)।

মূল্য-তত্ত্বে শ্রমের স্থান লইয়া আরো একটি কথা আছে। যে পরিমাণ শ্রমের দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব তাহা পণ্যের বিনিময়-মূল্যের সমান। তাই, শ্রমই সকল পণ্যের বিনিময়-মূল্যের মান-দণ্ড (বু ১, পরি ৫)। এইখানে শ্রমই মূল্যের মান-দণ্ড কথাটা পাই। বিনিময়ে কত শ্রম আদায় করিবে দেখিলেই জিনিষের মূল্য কতখানি জানা যাইবে।

শ্রমই হেতু বা নিয়ামক এবং শ্রমই মান-দণ্ড, এই দুটী ভাব স্মিথের পুস্তকে যথাস্থানে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ভূমিকাতেই এই দ্বৈতভাবের আভাষ আছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, দেশের ধন-দৌলতের সংস্থান হইতেছে (১) "শ্রমের অব্যবহিত সৃষ্টি বা (২) সেই উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের নিকট হইতে যাহা খরিদ করা যায়, সেই পরিমাণ বস্তু"। আবার ১ম খণ্ডেই বিবৃত হইয়াছে যে, (১) পণ্য আহরণ বা সৃষ্টি করিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় তাহাই কেবলমাত্র নির্ণয় করে (২) যে সেই পণ্য কি পরিমাণ শ্রম খরিদ বা দাবী করিতে পারে, অথবা কি পরিমাণ শ্রমের সহিত তাহার বিনিময় হওয়া উচিত (বু ১, পরি ৬, পৃঃ ৪৯-৫০)।

অর্থাৎ স্মিথের মূল্য-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে হেতু বা নিয়ামক এবং মান-দণ্ডের ভেদ মনে রাখা চাই। একদিকে শ্রমকে আহরণ-জনিত ক্লেশ বা ক্লান্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ মাল-সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে—এইগুলি মূল্য "অনুশাসন" করে। পক্ষান্তরে বুঝিতে হইবে যে, পণ্যলাভে যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহাই বিনিময়-মূল্যের প্রকৃত মান-দণ্ড।

স্মিথ মনে করিতেন যে, একটা পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত হইয়াছে সেই পরিমাণের শ্রম তাহা দাবী করিতে পারে। পুঁজি সঞ্চিত হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে শ্রম-বিভাগ যদি থাকিত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ শ্রম ব্যয় করিয়াই মাল সৃষ্টি করা সম্ভব হইত; এবং এমত-অবস্থায় সমান পরিশ্রমে তৈয়ারী বস্তুগুলি পরস্পরের বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব হইত বলিয়া কম পরিমাণ শ্রম করিয়াই এই বিনিময়-কার্য্য সাধিত হইতে পারিত। মূল্যবান ধাতুগুলি সম্বন্ধে স্মিথ বলিয়াছেন যে, এইগুলিকে খনি হইতে বাজারে আনিতে কম পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় বলিয়া ইহারা কম পরিমাণ শ্রম দাবী করিতে পারে (বু ১, পরি ৫ ও ৮)।

এখন কথা হইতেছে যে, পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা বা মূল্যের পরিমাণ কি করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। টাকা-কড়ি এবং শস্যের অন্যান্য পণ্য হুকুম করিবার ক্ষমতা এত অধিক বাড়ে কমে যে ইহাদের মান-দণ্ড করা সুবিধার নহে। স্মিথ, তাই শ্রমকেই মান-দণ্ড করিয়াছেন। শ্রমিক কম বেশী মাল পাইতে পারে, কিন্তু শ্রম-আকারে সে যে দর দেয় তাহার পরিমাণ সর্ব্বদাই সমান থাকে। পণ্যের মূল্য বাড়িতে কমিতে পারে, কিন্তু যে শ্রম তাহা ক্রয় করে তাহার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। (বু ১, পরি ৫)।

আবার স্বাভাবিক দর ও বাজার-দরের মধ্যে তফাৎ আছে। ধরটা যখন এরূপ হয় যে, উৎপাদন করিয়া বাজারে মাল ফেলিতে সাধারণতঃ যে খাজনা, মজুরী ও মুনাফা লাগে মাত্র তাহারই সমান হয়, তখন তাহা "স্বাভাবিক দর"। কিন্তু বাজার-দর ইহার অধিক বা কম হইতে পারে। যেহেতু তাহা একদিকে বাজারে মালের যোগান ও অপর দিকে স্বাভাবিক দরে ক্রয় করিতে প্রস্তুত এরূপ খরিদ্দার-বর্গের চাহিদার উপর নির্ভর করে। আবার স্বাভাবিক দর সৃজনসহায়ক উপাদানগুলির (যথা খাজনা, মজুরী ও শ্রমের) প্রত্যেকটীর স্বাভাবিক দর অনুযায়ী বাড়ে কমে; প্রত্যেক সমাজে এই দর তাহাদের অবস্থা ধন-দৌলত বা দারিদ্র্য, উন্নতিশীল, স্থিতিশীল বা অবনতিশীল অবস্থার অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি পায়। (বু ১, পরি ৭)। স্মিথ এ কথাও বলেন যে, টানই যোগানের পরিমাণ নিরূপণ করে।

বিভিন্ন শ্রেণী ও তাহাদের স্বার্থ

স্মিথের মতে সমাজে মূলতঃ তিনটী শ্রেণী আছে (১) কোন শ্রেণী খাজনার উপর নির্ভর করে (২) কোনশ্রেণী মজুরীর উপর নির্ভর করে আবার (৩) কোন শ্রেণী মুনাফার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অবশিষ্ট আর সকলে ইহাদের নিকট হইতেই আয়ের সন্ধান করিয়া লয়। এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ বিভিন্ন হইতে পারে এবং সমাজের স্বার্থের সহিতও মিল না থাকিতে পারে। তবে খাজনা-গ্রাহকদের স্বার্থ সামাজিক স্বার্থের সহিত জড়িত বলিয়া আইন প্রণয়নকালে ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করা উচিত; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের উপার্জ্জনের জন্য শ্রম বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, এবং সেই কারণে ইহারা অলস প্রকৃতির এবং সরকারী কাজ-কর্ম্মের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। আবার শ্রম-জীবীদের স্বার্থও সামাজিক স্বার্থের সহিত জড়িত; কিন্তু ইহারা এত মূর্খ যে, নিজের বা সমাজের কল্যাণ কি তাহা জানে না। তাই ইহাদের কথার কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর স্বার্থ সমাজের স্বার্থের বিরোধী; ইহারা প্রতিযোগিতা দমন করিতেই ব্যস্ত; ইহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বটে, কিন্তু স্বার্থপর; তাই, ইহাদের প্রবর্ত্তিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধানগুলি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হয় (বু ১, পরি ৯)।

মজুরী

মজুরী বিষয়ে স্পষ্টভাবে স্মিথ বিশেষ কিছু বলেন নাই। "ওয়েলথ অব্ নেশানস্" বইটীতে সর্ব্ববিধ মজুরী-তত্ত্বের কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাঁহার মতে শ্রমের টান-যোগানের উপরই মজুরী নির্ভর করে। যোগানের একটা সীমা আছে; জীবন-ধারণের সুবিধা ও প্রয়োজনগুলির মূল্যদ্বারাই যোগানের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। টান দেশের দ্রব্য-সম্ভারের উন্নতি বা দেশের ধনদৌলতের উপর নির্ভর করে। সমাজ যদি উন্নতিশীল হয় তাহা হইলে টান বাড়ে এবং মজুরীও বৃদ্ধি পায়। যদি কোন ব্যবসা উন্নতি করে তবে মজুরীও বাড়িয়া যায় (বু ১, পরি ৮ ও ১০) স্মিথ "অবশ্য ব্যবহার্য্য বস্তু (নেসেসারিস্) বলিতে যাহা না হইলে দেশের রীতি-নীতি অনুসারে সম্ভ্রান্ত লোকের (নিম্নতম শ্রেণীরও) সীলতা বজায় থাকে না, এইরূপ বুঝিতেন।

তিনি বলেন যে, স্থিতিশীল সমাজে, চাকুরী (এমপ্লয়মেণ্ট) অপেক্ষা শ্রমজীবীর সংখ্যা স্বভাবতই অধিক থাকিবে; সুতরাং মজুরীও হ্রাস পাইয়া অল্পতর হইবে।

স্মিথের লেখার ব্যাখ্যাসের মতবাদের আভাষ অনেক

স্থানেই পাওয়া যায়। অনেক স্থলে "শ্রম-সংস্থান" ধারণাটীর আভাষ পাওয়া যায়। "মজুরীর উপর নির্ভর করিয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের টান মজুরী দিবার যে সংস্থান আছে তাহার অনুপাতেই হ্রাসবৃদ্ধি পায়।" নিয়োগ-কর্ত্তার উপজীবিকার অধিক যে আয় এবং অব্যবহৃত যে সঞ্চয় তাহাই এই সংস্থান।

বস্তুতঃ, স্মিথ শ্রমজীবীদের সহানুভূতির চক্ষেই দেখিয়াছেন। সমাজের অধিকাংশই শ্রমজীবী; তাই, তাহাদের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহা সাধারণের পক্ষে হানিকর হওয়া সম্ভব নহে। কোন সমাজ সুখী এবং সমৃদ্ধি-শালী হইতেই পারে না, যদি নাকি তাহার শ্রমিককুল দরিদ্র হয়। "অধিকন্তু, ন্যায়-অন্যায়ের তরফ হইতেও, যাহারা সমাজের লোক-বলকে আহার, বসন ও আশ্রয় দেয় তাহাদের স্বীয় শ্রমের সৃষ্টি হইতে এরূপ অংশ পাওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা মোটামুটী আহার, বসন ও আশ্রয় পাইতে পারে।" (বু ১, পরি ৮)।

মুনাফা ও সুদ

পুঁজির পরিমাণ-বৃদ্ধি পাইলে মজুরীর হার চড়া হয়, কিন্তু মুনাফা কমিয়া যায়। ধনবান ব্যবসায়ীর পুঁজি একই ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় মুনাফা কমিয়া আসে। স্মিথের মতে এই শক্তি-পুঞ্জের উপরই মুনাফা নির্ভর করে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "মুনাফা নিযুক্ত করা সঞ্চয়ের মূল্যের দ্বারা অনুশাসিত হয় এবং এই হ্রাসের অনুপাতেই বাড়ে কমে।" পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতা মুনাফা কমাইয়া রাখে; উন্নতিশীল রাষ্ট্রে (যেখানে ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাইতে থাকে) এই মুনাফা হ্রাস পাইতে থাকে ও পরিশেষে ক্ষুদ্রতম হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই হিসাবে মজুরী ও মুনাফা বিভিন্নমুখী। ক্ষুদ্রতম মুনাফার কথা সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হয় নাই। ইহার এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, যে ক্ষুদ্রতম প্রতিযোগিতা-মূল্যে ব্যবসায়ী কিছুকালের জন্য স্বীয় পণ্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় সেই মূল্য হইতে মজুরী ও খাজনা মিটাইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই ক্ষুদ্রতম মুনাফা। যদি এই মুনাফা ব্যবসায়ী না পায় তবে বলা যায় যে, তাহার যথার্থ খরচটা আদায় হয় নাই। স্মিথ বিশেষভাবে বলেন যে, সাধারণতঃ মুনাফার হার এরূপ হওয়া চাই যে, মাঝে মাঝে পুঁজির যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। তাঁহার লেখা হইতে আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, শ্রমজীবীদের মজুরী বাবদ দিবার জন্য পুঁজি-পতিকে যে ক্ষতি বা খরচ বহন করিতে হয়, মুনাফা তাহাও পূরণ করিবে। স্মিথ পূর্ব্বাপর এই কথা বলিয়াছেন যে, পুঁজির ব্যবহার-জনিত আয়ই মুনাফা। সুদ মুনাফার অংশমাত্র। যে হারে অন্য ব্যক্তিকে ধার দেওয়া যায় তাহাই ইহার পরিমাণ-নির্দ্দেশক। স্মিথ মনে করেন যে, ক্ষুদ্রতম সুদ এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে ঋণ দিলে যে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তাহা পূরণ করিয়াও কিছু থাকে।

মুনাফা ও মজুরী বিভিন্ন-মুখী হইলেও দু'টী সময়ে ইহার ব্যত্যয় দেখা যায় (১) নূতন উপনিবেশে মুনাফা ও মজুরী দুই-ই চড়া হইতে পারে, এবং (২) স্থিতিশীল রাষ্ট্রের মজুরী ও মুনাফা দুই-ই ক্ষীণ হইতে পারে।

ধরের পরিবর্ত্তন হইলে সাথে সাথে মুনাফার হারেরও এরূপ পরিবর্ত্তন হয় যে, গড়-পড়তা মুনাফা কত নির্দ্ধারণ করা কঠিন; তবে সুদের হারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটা সাধারণ ধারণা করা যাইতে পারে, কারণ ইহারা উভয়েই একমুখী। (বু ১, পরি ৪, ৬, ৭ ও ৯)।

খাজনা

জমি ও খাজনার আলোচনার প্রারম্ভেই স্মিথ্ বলিয়াছেন যে, যখন দেশের সকল জমিই ব্যবহারে লাগান হয়, তখন প্রকৃতি-দত্ত উৎপাদনের জন্যও মালিক খাজনা চাহিয়া বসে। তখন মাটি হইতে ফসল আহরণের জন্য শ্রমিক যে ভরণপোষণ পায়, তাহার জন্য জমিদারকে খাজনা দিতে হয়। এই খাজনাই প্রজার সাহায্য-মালিক জমিদারের প্রাপ্য অধিকতম মূল্য। ইহার স্বাভাবিক হার হইতে শ্রমিকের জন্য মাত্র মজুরী ও মুনাফাই থাকে। যদি

তাহার শ্রমে সৃষ্ট মালের দর হইতে শ্রমিক ইহার অধিক লাভ করে, তবে জমিদার তাহা আদায় করিতে পারে এবং আদায় করিয়াও লয়। "অতএব জমি ব্যবহারের জন্য মূল্য দেওয়া হিসাবে জমির খাজনা স্বভাবতই একচেটিয়া মূল্যের মত।" জমির উর্ব্বরতা ও অবস্থিতির সহিত এই খাজনার হার বাড়ে ও কমে। জমি বাজার হইতে দূরে হইলে জমিদারের অংশের উদ্বৃত্তি বাটিয়া আসে। তাই, সুগম পথ, খাল ও নদী খাজনার হার সমান করিয়া আনে।

জমিদারকে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও খাজনাকে একচেটিয়া আদায় বলা ছাড়াও স্মিথ্ জমিদারের আয়-হিসাবে খাজনার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আধুনিক কালের চিন্তার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। খাজনা ও দরের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অসঙ্গতি আছে। মূল্য-তত্ত্ব লইয়া আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে, তিনি খাজনাকে খরচারূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু খাজনা লইয়া যে পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছেন তাহাতে খাজনার পরিমাণ দরের উপর নির্ভর করে বলিয়াছেন; খাজনা কোনপ্রকারে দর নির্দ্ধারণ করে একথা বলেন নাই। "প্রান্ত" (মার্জিন) সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তিনি কৃষি-উৎপাদনের চড়া দরের হেতুর সহিত খাজনা-বৃদ্ধির ভুল করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, "এন্টারপ্রেনিওরে"র খরচা ও সাধারণ খরচার মধ্যে গোলমাল করাও ইহার একটা কারণ হইতে পারে। কোন কোন স্থলে স্মিথ বলিয়াছেন যে পণ্যের স্বাভাবিক দর খাজনা, মুনাফা ও মজুরীর ঠিক সমান ...এক্ষেত্রে তিনি বণিকের চক্ষু লইয়া দেখাইয়াছেন। আবার যখন বলেন যে, একটা দেশের মোট উৎপাদন বা তাহার দর তিন ভাগে বিভক্ত, তখনও তিনি মনে মনে ভাবিয়াছেন যে খাজনা, মুনাফা ও মজুরী এই মোট উৎপাদন হইতেই দেওয়া হইবে। কিন্তু কোন কোন স্থলে স্মিথ এমতভাবে লিখিয়াছেন যেন খাজনা মজুরী হইতে বাদ দিয়াই পাওয়া যায়, যেন এই খাজনা পণ্যের মূল-শ্রমের আংশিক খরচার স্থান অধিকার করে এবং সেই পরিমাণে মূল্যনির্দ্ধারক হইয়া থাকে।

মোটকথা, খাজনা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বিশেষ অস্পষ্ট; কিন্তু খাজনা ও দরের সম্বন্ধ লইয়া এই দার্শনিক ধন-বিজ্ঞানবিদ্‌ই প্রথম মাথা খেলাইয়াছেন।

সরকারী রাজস্ব

স্মিথের মতে সরকারের মালগুজারী প্রাপ্তির দুটী উৎস আছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের সংস্থান, জমি ও পুঁজি, দ্বিতীয়তঃ কর। স্মিথ করের একান্ত পক্ষপাতী। কর সম্বন্ধে তিনি চারিটী কানুন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) করদাতার করদানের ক্ষমতার অনুপাতেই কর ধার্য্য করিতে হইবে (২) করের মাত্রা নিশ্চিত হওয়া চাই এবং সাধারণের জানা থাকা চাই (৩) করদাতার পক্ষে যে প্রণালীটী সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক, সেই প্রণালী অনুসারেই কর ধার্য্য করিতে হইবে এবং (৪) এরূপ হওয়া চাই যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-ব্যয়ে কর আদায় করা সম্ভব হয়।

স্মিথের এই কানুনগুলি মৌলিক হউক বা না হউক (আর্থিক উন্নতি, ১৩৩৫, পৃঃ ৩৯৯ দ্রষ্টব্য) ইহা বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

একথা ঠিক যে পরিশেষে খাজনা, মুনাফা বা মজুরী হইতেই সকল কর আদায় করিতে হইবে। এই মূল ধারাগুলি আলোচনা করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন্‌টী তাহা স্মিথ স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে পুঁজি ও মজুরীর উপর কর ধার্য্য করা বিধেয় নহে; ভূমির খাজনাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভিত্তি। যদি ধরা যায় যে, প্রতি-যোগিতা দ্বারা সকল মুনাফাই সমান হয়, তবে তাহার উপর কর ধার্য্য হইলে সেই কর খরিদ্দার বা ভোক্তার স্কন্ধেই পড়িবে। তারপর মুনাফার উপর কর ধার্য্য করা এবং তাহা আদায় করা অত্যন্ত কঠিন। মজুরীর বেলায়ও কর অবশেষে ভোক্তার স্কন্ধেই পড়ে, কারণ যে হিসাবে কর ধার্য্য হয় তাহার অধিক পণ্যের দর চড়িয়া যায়।

অতএব খাজনার উপর কর ধার্য্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় উপায়; ফিজিওক্র্যাটদের সহিত অ্যাডাম্ স্মিথের

এইখানে মিল আছে। তবে স্মিথ বিলাস-দ্রব্যের উপর কর-প্রদান ন্যায্য বলিয়া "ইম্পো ইনিকি" ধারণার বিরুদ্ধে গিয়াছেন। বিলাস-দ্রব্য করের অধীন হইলে পুঁজি-পতি ও জমিদারবর্গকে ভোক্তা হিসাবে রেহাই দিবে না।

জমির করবিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে স্মিথ "লেস্‌সে ফেয়ার" পলিসির বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে সকল জমিদার খাঁর জমি আপনি চাষ করে তাহার করের হার কম হইবে বা যে সকল জমিদার প্রজার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে তাহাদিগকে বিশেষ উচ্চ হারে কর দিতে হইবে (বু ১, পরি ৫)।

সরকারী হস্তক্ষেপ "লেস্‌সে ফেয়ার"

স্বাভাবিক স্বাধীনতার প্রণালী (সিষ্টেম্ অব্ ন্যাচারাল্ লিবার্টি) অনুবর্ত্তন করিয়া স্মিথ রাজার নিম্নলিখিত অবশ্য-কর্ত্তব্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন (১) সমাজকে অন্যান্য সমাজের বলপ্রয়োগ ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করা; (২) সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে, যতদূর সম্ভব, অপরাপর সভ্যের অন্যায় ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করা বা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) এরূপ বস্তু বা প্রতিষ্ঠান গঠন বা পালন করা যাহা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির গঠন বা পালন করায় স্বার্থ নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজার কর্ত্তব্য তিনটী (১) বৈদেশিক রাষ্ট্রের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা (২) আইন ও ন্যায় পরিচালন করা এবং (৩) সাধারণের জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ও তাহা রক্ষা করা। তৃতীয়টিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা (ক) ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠান যেমন, পথ, খাল, বন্দর, অসভ্য দেশে দুর্গ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি (খ) যুবকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ স্কুল-কলেজ কায়েম করা (গ) জন-সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করা।

রাজার তাঁবে থাকিয়া একদল সৈন্য দেশকে রক্ষা করিবে। সরকারের কর্ত্তব্য লোককে উৎকৃষ্ট সৈন্য হইতে উৎসাহ দেওয়া; ব্যক্তিগত স্বার্থ এ বিষয়ে বিশেষ প্রেরণা দিতে পারে না।

যতদূর সম্ভব জনসাধারণকে শেষ দুইটী কর্ত্তব্য স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই করিতে দেওয়া উচিত; তবে সেগুলি সাধিত হইতেছে কিনা তাহা রাষ্ট্রের দেখা দরকার। বিচারকগণ পর্য্যন্ত, স্মিথের মতে, বণিক্-শ্রেণীর মত পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। বিচারকের উচিত যতদূর সম্ভব অধিকসংখ্যক মোকদ্দমা করা; এবং কোর্টফিস্ ও ষ্ট্যাম্প ডিউটী হইতেই নিজের আয়ের সংস্থান করা। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মামলার বিচার করিবেন তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন পাইবেন। মামলার শেষ নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিচারক বেতন পাইবেন না। এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই তাঁহারা সাধ্যমত পরিশ্রম করিবেন এবং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। রাস্তাগুলি যাতায়াত আদায় করিয়াই ব্যবহারোপ-যোগী রাখিতে হইবে; বন্দরগুলি বন্দর-কর দ্বারা ঠিক রাখিতে হইবে। স্মিথের মতে গির্জ্জা ও রাষ্ট্র কেহই কাহারও অধীন নহে।

গির্জ্জা, স্কুল, পথ, বন্দর ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি সমগ্র সমাজের পক্ষেই কল্যাণকর; সুতরাং যদি সমাজকেই সে খরচা যোগাইতে হয়, তাহা হইলে সেটা অন্যায় হয় না। কিন্তু এইসকল নির্ম্মাণ করিবামাত্রই যাহাদের বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের নিকট হইতেই পালন করিবার খরচাটা আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিলে সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাগুলি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয় এবং কল্যাণ-সাধিতও হয়। তাই স্মিথ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, "দরিদ্র লোকের হাতের শক্তি ও নিপুণতাই পৈতৃক সম্পত্তি; প্রতিবেশীর অনিষ্ট না করিয়া যথেচ্ছভাবে এই শক্তিপুঞ্জ নিপুণতার সহিত প্রয়োগ করিতে না দেওয়ার অর্থ তাহার পবিত্র সম্পত্তির উপর বলাৎকার করা।" প্রত্যেকেই লাভে পুঁজি লগ্নী করিবার চেষ্টা করে; আত্ম-সুবিধার প্রতিই সকলের লক্ষ্য থাকে।

সমাজের কল্যাণের প্রতি নহে; কিন্তু স্বভাবতঃ স্বীয় সুবিধা অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহাই নির্ব্বাচন করে।

স্মিথ এ কথাও বলেন যে, শ্রেণীগত স্বার্থ সামাজিক-স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে; এবং "লেসেজ্ ফেয়ার" সূত্রেরও যে কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম না হয় তাহা নহে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত :—

(১) বৈদেশিক বাণিজ্য—দেশকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য আমদানির উপর কর ধার্য্য করা যুক্তিসঙ্গত, যথা সোরা ও নৌ-চালনার উপর কর ধার্য্য করা যাইতে পারে (রাভিগেশান অ্যাক্টস্)। যদি দেশজ মালকে কর দিতে হয়, তবে সেই সব আমদানি মালের উপর কর ধার্য্য করা ন্যায়সঙ্গত। যদি ব্রিটিশ মালকে বিদেশে কর দিতে হয়, তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রতিশোধমূলক কর-দ্বারা ঐ বৈদেশিক কর রদ করা যায় কিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানি পণ্যের উপর কর ধার্য্য করাও যুক্তিসঙ্গত বু ৪, পরি ৮)।

(২) ব্যাঙ্কিং—যথায় অল্পসংখ্যক লোকের স্বাধীনতা সমগ্র সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে বসিয়াছে, তথায় আইন দ্বারা তাহা সংযত করা উচিত।

(৩) সুদের হার—বাজার হারের প্রতি নজর রাখিয়া সুদের হার স্থির করিতে হইবে।

(৪) শিক্ষা—যাহারা নিজ ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য সরকারের অবৈতনিক স্কুল কায়েম করা উচিত।

ইহা ছাড়া স্মিথ আরও দু'একটী বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, যথা, শ্রমিক ও নিয়োগ-কর্ত্তার সম্বন্ধ লইয়া অনুশাসন।

দর্শন

অ্যাডাম্ স্মিথ আদর্শবাদী কি জড়বাদী বলা শক্ত। কোন বিশিষ্ট আর্থাণ পণ্ডিত বলেন যে, স্মিথ ও ক্যাণ্ট একই মতাবলম্বী। এই হিসাবে তাঁহাকে আদর্শবাদী বলা চলে। আবার অনেকে বলেন যে, "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্স্"এ বস্তু-নিষ্ঠাই প্রধান স্থান পাইয়াছে।

যাহা হউক, স্মিথ্ সম্বন্ধে একটা মতবাদ এত সহজেই দেওয়া চলে না। তিনি একজন "প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ম্যান" বা কর্ম্মনিষ্ঠ লোক। তিনি বাণিজ্য-জগৎ অবলোকন করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; বিনিময়-সাধ্য পণ্যই তাঁহার কাছে উৎপাদক-শ্রেণীভুক্ত; প্রয়োজনীয়তার প্রতি ঝোঁক্ থাকায় তিনি জড় বস্তুরই গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন; এই স্মিথের কাছে মানবের উপজীবিকা পারিপার্শ্বিক বেষ্টনের উপর নির্ভর করে; শ্রম-বিভাগই মানবের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করে; এক কথায় মানুষ প্রকৃতির ক্রীড়নক-বিশেষ। পক্ষান্তরে "ওয়েলথ্ অব্ নেশানসে"র আবরণের মধ্য হইতে আবার এমন একটী স্মিথের আভাষ পাওয়া যায় যিনি সর্ব্বমঙ্গলবাদী, যিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, যিনি আদর্শ সভ্যসমূহ (আইডিয়াল পসচুলেট্স্) হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যিনি সামাজিক বিকৃটার প্রতি বিশেষ নজর দিয়াছেন এবং কর্ত্তব্য ও নীতিকে "প্রাকৃতিকে"র সমুখীন করিয়াছেন। "থিওরি অব্ মরাল্ সেন্টিমেন্ট্স্", পুস্তক স্মিথেরই লেখা। এইখানেই তাঁহার আদর্শবাদের আমেজ পাওয়া যায়।

প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি ফিজিওক্র্যাট্‌দের অপেক্ষা অধিক বলিলেও, তাঁহাকে প্রয়োজনবাদী দার্শনিক বলা চলে না। ফিজিওক্র্যাটীকদের মত "প্রকৃতিসম্মত বিকাশ" সম্বন্ধে তাঁহার একটা "মেটাফিজিক্যাল্" ধারণা ছিল না; তিনি রিয়েল ফ্যাক্‌ট্যান্ ছিলেন বলিয়া সকল কিছুকেই এই বিকাশের অধীন করিতে পারেন নাই। যেখানেই প্রাকৃতিকের সহিত প্র্যাকৃটিক্যালের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, সেখানেই স্মিথের মনে সেপারেট সত্তা হইয়াছে। বেন্থাম্, রিকার্ডো ও মিলকে যে হিসাবে প্রয়োজন-বাদী বলা হয়, সে হিসাবে ইঁহাদের মত স্মিথ্ যুক্তিপ্রবণ ছিলেন না বা মানবের সুখ-দুঃখ ইঁহার মনে ইঁহাদের মত তরঙ্গ বিক্ষেপ করে নাই। প্রকৃতি দর্শনের আবরণের আড়ালে ইঁহার প্রয়োজনীয়তার ধারণা স্থান পাইয়াছিল।

প্রভাব

অ্যাডাম্ স্মিথের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রভাব যে প্রচুর ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সভ্যজগতের প্রায় সকল ভাষাতেই "ওয়েলথ্ অব্ নেশানস্" বইটী অনুবাদ করা হইয়া ছিল। প্রত্যেক দেশেই আইন প্রণয়নে এই বইটী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এক ইংল্যাণ্ডেই স্মিথের জীবদ্দশায় বইটীর পঞ্চম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। ১৮৭৬ সালে বইটীর শতবার্ষিকী উৎসব হইয়াছিল; অপর কোন কেতাবের ভাগ্যে এ সম্মান জোটে নাই।

রাষ্ট্রনীতিতে পিট্ স্মিথের অনুবর্ত্তন করিয়া "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্সে"র সূত্রগুলি কার্য্যে লাগাইতে চেষ্টা করেন; ফরাসীবিপ্লব না হইলে এবিষয়ে তিনি অধিক সফলতা লাভ করিতেন। পিট্ স্মিথের মত জানিতেন যে, কর-নীতির গণিতে ২ আর ২ মিলিয়া ৪ না হইয়া বহুস্থলে ১ই হয়; সেই হেতু তিনি বহু আমদানি রপ্তানি শুল্কের হার হ্রাস করেন; এইরূপে চুরাচুরি (স্মাগ্লিং) রদ করিয়া রাজস্ব বাড়াইতে সমর্থ হয়েন। ইংরেজ জোৎদার-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্মিথ্ বলেন যে, আইরিশ গো-মেষাদি আমদানি বন্ধ করা অন্যায়; পিট্ এই প্রতিবন্ধক দূর করিতে এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির উপর শুল্কভার কর উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। মন্ত্রী হইয়া প্রতিবন্ধক দূর করিয়া ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যবসার মধ্যে সমতা স্থাপন করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইংল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন। এইরূপে এই দুইটী দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা চলিবার সুবিধা হয়।

ম্যানচেষ্টার মণ্ডলী

এই স্বাধীনতা কার্য্যটী "ম্যানচেষ্টার মণ্ডলী" আরও অগ্রসর করিয়া দেন। ১৮১৯ সালে পার্ল্যামেণ্ট ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে কর লওয়া স্থির করিলেন, "ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্স" এরূপ দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন যে, পার্ল্যামেণ্টকে সে প্রস্তাব উঠাইয়া লইতে হয়। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটিলেও এইখানে এই মণ্ডলীর বিষয়ে দু'একটী কথা বলিয়া রাখিব।

ম্যানচেষ্টারে একদল লোক ছিলেন যাঁহারা অবাধ বাণিজ্যের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহারা বলিতেন যে, "লেস্সে ফেয়ার" পলিসির বিরোধীদিগের প্রমাণ করা উচিত যে তাঁহাদের কথাই ঠিক। এই মতাবলম্বী মণ্ডলীকে ম্যান্চেষ্টার স্কুল" বা ম্যান্চেষ্টারমণ্ডলী আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮২০ খৃঃ হইতে ১৮৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহারা বিশেষ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। "কর্ণ ল"র বিরুদ্ধে ইহারা প্রচার করিতে থাকেন। ইহাদের অধিকাংশই বণিক্ শিল্পী; সেই হেতু "ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্সে"র বাৎসরিক রিপোর্ট হইতেই ইহাদের মূল ভাবগুলির সহিত মোলাকাৎ হয়। রিচার্ড কবডেন্ ও জন্ ব্রাইট্ এই মণ্ডলীর নেতা ছিলেন; ইঁহারা অনুশাসনের বিরোধী; ইঁহারা স্মিথের সূত্রগুলি কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে ব্যক্তির স্বাধীনতাই স্বাভাবিক এবং সংরক্ষণ-প্রণালী অরক্ষিত শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। ইঁহাদের মতে বয়স্ক লোকের চুক্তি করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজনীয় হইলেও শিশুদের মঙ্গলের জন্য অনুশাসন প্রয়োজন। ফরাসী ধনবিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিগতের সাহায্যে এই মণ্ডলী ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়; এইভাবে স্মিথের প্রভাব চিরপ্রতিষ্ঠ হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্সে"র কথা পার্ল্যামেণ্টে উত্থিত হয়। বাক্‌ল্ বলেন যে, শুধু এই একখানি বই লিখিয়া স্মিথ্ মানবের যে হিতসাধন করিয়াছেন কোন রাষ্ট্রনেতা বা ব্যবস্থাপক সেরূপ করিতে পারেন নাই। ব্যাঙ্কট্ বলেন "ইহারই ফলে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তির (বোধ হয় সবাকারও বলা চলে) জীবন অন্যরূপ ও অধিকতর সুখের হইয়াছে। অন্য কোন প্রকারের রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রভাব ইহার সংস্রাংশের সমান হয় নাই।

ইংরেজেরা অ্যাডাম্ স্মিথ্‌কে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জনক

বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই সম্মান দুর্ণামের প্রাপ্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, "ওয়েলথ্ অব্ নেশানস্" এখন ধনবিজ্ঞান-সাহিত্যের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্মিথের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা ইঁহার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা ইঁহার বাণী প্রচার করেন।

"ওয়েলথ্ অব্ নেশানস্"—সমালোচনা

এন্, ডব্লিউ, সিনিয়র্ বলেন "কেস্‌নে যে সকল সমস্যা উত্থাপন করেন, স্মিথ্ সেগুলির সমাধানের চেষ্টা করেন। জ্ঞানের গভীরতা-হিসাবে স্মিথ্ কেস্‌নে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বোধ হয় অ্যারিষ্টট্‌লের পর তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। কেস্‌নের মত মূল গবেষক হইলেও স্মিথ্ আপন তত্ত্বগুলিকে চরম কোঠায় ঠেলিয়া তুলেন নাই। ফ্রান্স অপেক্ষা গ্রেট্ ব্রিটেনে শিল্প-স্বাধীনতা অধিক ছিল বলিয়া এবং সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণের অবগতির সুবিধা ছিল বলিয়া তাঁহার পক্ষে ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা ছিল। তাঁহার লেখার ভঙ্গীটীও মনোরম। এইসব কারণে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল লেখককেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন" (লেক্‌চারস্ অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি")।

তাঁহার চিন্তা পরিমিত ও লেখনভঙ্গী মনোরম হইলেও, একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে বইটীর স্থানে স্থানে অসঙ্গতি ও অসাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এক স্থলে যাহাকে কারণ বলিয়া প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরে তাহাকেই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

এম্, কালোচ বলেন "অঙ্কের আবিষ্কার তিনি (স্মিথ্) নিজের মত করিয়া লইয়াছেন; যে সব সত্যে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ দৈবাৎ উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি সেগুলি প্রমাণ করিয়াছেন; এই সত্য-সমষ্টির চারিদিকে যে ভ্রান্তির আবরণ ছিল, তিনি তাহা অপসারিত করেন; তাহাদের সুদূর ফলসম্ভাবনা নির্ণয় করিয়া তিনি সীমারেখা টানিয়াছেন; তাহাদিগের কার্য্যকারিতা ও প্রকৃত মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন; তাহাদিগকে সুন্দর সুসঙ্গত, সামঞ্জস্য-যুক্ত প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ("ডিসকোর্সেস অন্ দি লায়েন্স অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি")। "কালোচে"র এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন মূল্য ও খাজনার বেলায়—তিনি সুদূর ফল সম্ভাবনার কথা বলেন নাই এবং পরস্পর সম্বন্ধের উল্লেখও করেন নাই। সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিরও বিশেষ অভাব আছে।

সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই বলা যায় যে—

(১) তাঁহার দর্শন অতিশয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। সরকারী ক্রিয়া-কলাপকে সীমাবদ্ধ করার এই দর্শনের এমন একটা ঝোঁক্ ছিল যে, বহু অতিকর সিদ্ধান্তের ইহা ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নেতি-বাদ ইহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী।

(২) তিনি প্রকৃতপক্ষে জড়বাদী ছিলেন। ইন্‌গ্রাম বলেন "তিনি আমাদিগের স্বজাতির নৈতিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখেন নাই বা তিনি ধন-দৌলতকে জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বলিয়া মনে ভাবেন নাই—এই হিসাবে তাঁহাকে জড়বাদী বলা ভুল নহে"।

(৩) তাঁহার তত্ত্বগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিষয়ে নিরপেক্ষ, ইহাই (অ্যাবসলিউটিস্‌ম্) তাঁহার শিক্ষাকে হানিকর করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করিলেও, আপেক্ষিকতার অভাব তাঁহার মধ্যে ছিল, তাই সিদ্ধান্তগুলি কিছু সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্নপ্রকারের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এবং খাজনা ও ঘরের সম্বন্ধ-বিষয়ে তিনি বিশেষ ভুল করিয়াছেন।

স্মিথ ফরাসী ও ইংরেজী চিন্তাজগৎ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির একটী সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপর্য্যন্ত এইটীর অভাব ছিল। ফিজিওক্র্যাট্‌রা জমিকে গৌরবদান দিয়াছিলেন; তিনি শ্রম ও পুঁজির ইজ্জৎ বাড়াইয়া দেন। তাঁহার মূল্যতত্ত্ব অসম্পূর্ণ হইলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লেখকদের অপেক্ষা

তিনি অভিব্যক্তির পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন।

স্মিথের পূর্ব্বে আর্থিক আলোচনা ধন-সৃষ্টা হইতেই আরম্ভ হইত। স্মিথ উৎপাদন সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করিলেও ভোক্তার নজর লইয়া আলোচনা সুরু করিয়াছেন। উপভোগ উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য; ভোক্তার স্বার্থ-সাধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততখানি এবং তাহার জন্যই উৎপাদকের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" (বু ৪, পরি ৮)।

এমন অতি অল্পই আর্থিক চিন্তা আছে যাহার কোন প্রকার আভাষ "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্স"এ পাওয়া যায় না। যেমন, ধন-বল-তত্ত্বের কথা। স্মিথ্ এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। তুর্গো এবং স্মিথ্ উভয়েই শ্রমিক-শ্রেণীর মজুরীর উপর ধন-বল-আধিক্যের ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই সমস্যাটীর আলোচনা করেন নাই। ম্যালথাস আসিয়া বিস্তৃতভাবে এই আলোচনা সুরু করেন।

ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্সের প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ আর্ম্মাণিতেও ইহা প্রবেশলাভ করে; তথায় এই চিন্তাধারার প্রতি ঝোঁককে "স্মিথিয়ানিশ্ম্যাস্" নামে অভিহিত করা হইত।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ—১৩৫৮ আর্থিক উন্নতি ৩য় বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাজয়ের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—ভয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

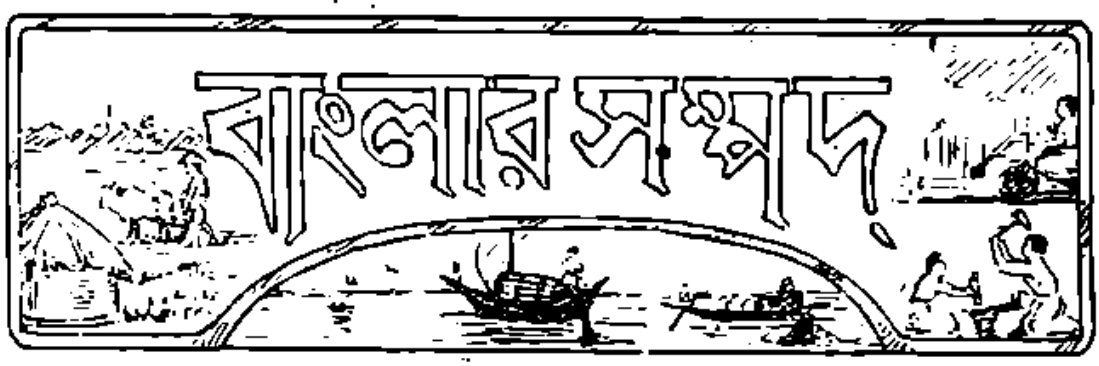

আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার

আমাদের দেশের কয়েকটী সাধারণ পরিত্যক্ত উদ্ভিজ্জাত দ্রব্যের নাম করা যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দু'একটী উৎপন্ন দ্রব্যেরও নাম করা গেল।—

(১) নারিকেল-ছোবড়া, খোলা ও পাতা—পাপোষ, বোতাম, ব্যাগ।

(২) তেঁতুল বীজ—কাই, রংএর উপর রসানের কাজ করে ও শাঁস হইতে নকুলদানা প্রস্তুত হইতে পারে।

(৩) কলার শুকনো বাল্‌তো—আসন। এই আসন পবিত্র বলিয়া গণ্য। কোন বৃহৎ ভোজে আসনের দরকার হইলে ইহা অপেক্ষা সস্তায় আসন পাওয়া যাইবে না।

(৪) পরিত্যক্ত সরতে-মাড়াই খড়—ডালা, কলসীর ন্যায় পাত্র রাখিবার বিঁড়া প্রভৃতি।

(৫) তালপাতা—পাখা, ব্যাগ, ঝুড়ি, আসন, হুঁকোর খোলস ইত্যাদি।

(৬) তুলসীগাছ—মালা, এই তুলসীর মালা খুব পবিত্র বলিয়া গণ্য, উচ্চ মূল্যেও বিক্রয় হয়। পল্লীগ্রামে শ্মশানের পাশে বহু তুলসী গাছ অনর্থক নষ্ট হয়।

(৭) মাঠের শুকনো ঘাস—আসন, খেস, ঝুড়ি। পল্লীগ্রামে মাঠে মাঠে এক রকম বড় বড় ঘাস জন্মায়; চাটাই বোনা ছাড়া তথাকার লোকে তাহার আর কোনরূপ ব্যবহার করিতে জানে না।

(৮) কুঁচ ফল।

(৯) পরিত্যক্ত পাট ও পাটকাঠি।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটী সাধারণ আবর্জ্জনা আছে—

(১) বড় মাছের আঁইস—উৎকৃষ্ট মুক্তার ন্যায় বনমালা প্রস্তুত হয়।

(২) ছেঁড়া কাপড়—ফুল ও বনমালা।

(৩) পুরাতন খবরের কাগজ—খেলনা, পাখা ইত্যাদি।

(৪) দর্জির পরিত্যক্ত রং-বেরংএর কাপড়-টুকরা ইত্যাদি।

ইচ্ছা থাকিলে ও একটু বুদ্ধি খাটাইলে নগণ্য খরচে আবর্জ্জনা হইতেও অনেক দরকারী জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। সম্প্রতি জার্ম্মানিতে রাস্তা পরিষ্কার করিবার একপ্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। রাস্তার সমুদায় ধাতু-আবর্জ্জনা যেমন—লোহার কাঁটা, ভাঙ্গা নাল, ভাঙ্গা মাডগার্ডের টুকরা ইত্যাদি সেই যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ হয়। এইরূপ আবর্জ্জনা পুনরায় অন্যান্য অনেক কাজে আসিতেছে। ইহা কেবল শিল্পের দৌলতেই হইতেছে।

সামান্য সামান্য বস্তুর শিল্প যে আমাদের দেশে নাই এমন নহে। পূজার প্রতিমা সাজাইবার জন্য আমাদের দেশের মালাকরগণ কাঠ-ভাঙ্গলা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে ঐগুলি আলানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কলিকাতার বহুবাজারে একদিন সন্ধ্যায় সুন্দর সুন্দর মালা দেখিয়া একখানা কিনিয়াছিলাম। বাসায় আসিয়া খুলিয়া বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহার প্রধান উপাদান ছেঁড়া কাপড়—সেগুলিকে এরারুটের আঠায় ডুবাইয়া শুকনা করা হইয়াছে। পরে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া, কুচাইয়া ও লাল নীল রং দিয়া বনমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে নকুলদানা আমরা এক পয়সায় এক মুঠা পাই সেগুলি সবই বাদামের বলিয়া আমাদের ধারণা আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখিবেন, সেগুলি অধিকাংশ স্থলে তেঁতুলের বীজ মাত্র। তেঁতুলের বীজকে প্রথম সিদ্ধ করা হয়, পরে বীজের শাঁসগুলিকে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া চিনির রসে পাক করা হয়। কাথও খুব কাজের জিনিষ। ইহা রং-ফলান কার্য্যে ডিমের সাদা অংশের বদলে ব্যবহার করা যায়।

শুধু খেলনাতেই বিদেশে অনেক অর্থ যায়। অশিক্ষিত হাতে পড়িয়াও তুচ্ছ বস্তু হইতে যেরূপ কাজের জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহাতে মনে হয় শিক্ষিত হাতে পড়িলে এ শিল্পের আরও উন্নতি হইতে পারে।

(স্বদেশী বাজার)

দি অল ইণ্ডিয়া টি অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড্

১৯২৭ সনে কোম্পানীর বাগানগুলিতে মোট ৪৪৪২ মণ ৮৯০ সের চা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ৪৭৪৫/ মণের এষ্টিমেট ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণই এষ্টিমেট অপেক্ষা কম উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত চায়ের দরুণ মোট ২১০৭৯৫/৬ পাই মূল্য পাওয়া গিয়াছে। আরও অন্যান্য বাবদ প্রাপ্য সহ ২১৬৫৯৫৮/৮ পাই পাওয়া গিয়াছে। বাবতীয় খরচ বাদে ২১০৪৭৯/৮ পাই বাদে মোট ৬৬১১৯৷৷ ও পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের আগত ১৯৬৪১/৩ পাই সহ মোট ৮৫৭৬০৪/৩ পাই লাভ দাঁড়াইয়াছে। উক্ত টাকা নিম্নলিখিত উপায়ে খরচ করিতে ডিরেক্টারগণ অনুমোদন করেন।

ডিভিডেণ্ড শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে	৭৮২৯৪৮৬
রিজার্ভ	৭০০০৲
পরবর্ত্তী হিসাবে জমা	৪৬৪৮৯
	৮৫৭৬০৪/৩

মদনপুরের অন্তর্গত রামপুরে এবৎসর ৩০ একর ভূমির আবাদ বাড়ান হইয়াছে এবং তিন বৎসরের মধ্যে আরও ৩০০ একর ভূমির আবাদ বৃদ্ধি করা স্থির করা হইয়াছে। আগামী ১৯২৮ সালের জন্য ৫৩৫৫/০ মণ চা'য়ের এষ্টিমেট ধরা হইয়াছে।

উদ্বর্ত্তপত্র

মূলধন ও দায় :—	
মূলধন	২৬৯৪২৩৯/
রিজার্ভ	১০০০০৲
দায়	৮৬৯২৯৮০
লাভ ও ক্ষতি	৮৫৭৬০৪/৩
মোট	১৪৭৫৮৪।৩
সম্পত্তি ও স্থিতি :—	
ব্লক একাউণ্ট	৬৬৬৬০৬৷৵৯

অন্যান্য দ্বারের সম্পত্তি	৪১১০৬
মজুত চা	৬৩৫৯৮/৬
"সাস্‌পেন্‌স্‌"	২২৮৯/৬
দেনা	২৬৯১৪৬/১০
দাদন	৩৯৫৭৯৯/৭
খাজনা	৬০০০৲
তহবিল	৯৭২৩০/১
মোট	১৪৭৬৮৪।৩

দি বেঙ্গল ডেয়ারী অ্যাণ্ড ক্যাট্‌ল্‌ ব্রিডিং লিমিটেড্‌

আমেরিকান্‌ ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ডিরেক্টরগণ দ্বারা পরিচালিত :—

হেড্‌ অফিস্‌—২১১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী—দি মাদ্‌রাস্‌ ক্যাটল ফার্ম্ম।

এখনও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে কয়েকজন এজেণ্ট আবশ্যক।

১৯২৯ খৃঃ আগষ্ট মাসে ডিভিডেণ্ড-বিতরণের সম্ভাবনা।

সত্বর উপরোক্ত ঠিকানায় ম্যানেজিং এজেণ্টগণের নিকট আবেদন করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আপনার হুণ্ডজাত যাবতীয় আবশ্যকীয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার্স্‌, মাদ্‌রাস্‌ ক্যাট্‌ল্‌ ফার্ম্ম,
ভায়া নৈহাটী, ই, বি, আর।

দি টিপারা টিম্বার কোম্পানী

নিম্নস্থ বিজ্ঞাপনে আর্থিক বাজারে এক চির পাওয়া যাইবে :—

"আমরা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এবং হিমালয়ের পাদ পর্ব্বতন বা পিয়া এবং মৌলমিনের মেসিন-কাটা আসল লোহা, কাঠ জাইলে বহুদিন যাবৎ সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। এই সকল দ্বারা এলাচের বীম বর্গা চৌকাঠ ইত্যাদি এবং ঘর, ও নৌকার যাবতীয় সরঞ্জাম বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। বিদেশ হইতে আনীত অপরিচিত এবং অপরীক্ষিত নূতন কাঠ সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান সময় বাজারে লোহা কাঠ (ব্রহ্মদেশে পিং কাডো) বলিয়া যাহার নাম প্রচলিত নানা প্রকার অল্পদিনস্থায়ী জঙ্গলী কাঠ বিক্রীত হইতেছে। খরিদ্দারের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা খরিদের পূর্ব্বে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া খরিদ করিবেন।

শ্রীবিজয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
ম্যানেজার, দি টিপারা টিম্বার কোম্পানী, কুমিল্লা

পাটের বাজারে কড়িয়া

কংগ্রেস কমিটিতে এরূপ এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, এদেশে অত্যধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইয়া পাটের দর কমিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য কৃষকদিগের অনেক ক্ষতি হইতেছে। কাজেই ইহার প্রতীকার করিতে হইলে পাটের চাষ কমাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেস কমিটির এরূপ মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পাটের চাষ কমাইয়া দিলে পাটের মূল্য বাড়িতে পারে সত্য কিন্তু পাট উৎপাদনকারী ও পাট ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে এমন একজন আছে যে, বুদ্ধির কৌশলে বিনা পরিশ্রমে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্য দিয়া কিছু টাকা নিজস্ব করিয়া লয়। তাহারা বীজ-বপনের সময় পাটের দাম এত বাড়াইয়া তোলে যে কৃষকগণ তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের প্রায় সমুদায় জমিতেই পাট বপন করে। কিন্তু যখনই আবার পাট কাটিয়া বাজারে আমদানি করে তখনই পাটের দর খুব কমাইয়া দেয়। তাহাদের মারফতেই কলওয়ালা কিংবা অন্য ক্রেতাগণ পাট খরিদ করে বলিয়া কৃষকগণ পাটের যে দর পায় সেই দর মধ্যবর্ত্তী লোক অর্থাৎ কড়িয়াদের হাতে। সুতরাং পাটের দর বাড়িয়া যতই হউক না কেন, কৃষকগণের তাহাতে বিশেষ কোন্‌ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

সন	বস্তা	বাজার দর প্রতিবস্তার মূল্য
১৯২২	৪,২৩০,৮২৮	৯০ টাকা হইতে ৭৫ টাকা
১৯২৩	৬,১৯৫,৮০৭	৭০৲ „ „ ৪৫৲ „
		৪৫৲ „ ৬০৲ „
১৯২৪		৫৫৲ „ ৯০৲ „
১৯২৫		৭৫৲ „ „ ১৪০৲ „
১৯২৬		৮০৲ ১৫ „ ৯০৲ „
		৯০৲ „ ৫৫৲ „
১৯২৭	১০,২২৯,৭০০	৪৫৲ „ ৭০৲

উপরি উক্ত তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় ১৯২২ সালে যখন স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাস পাটের চাষ কমাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চেষ্টায় দেশে পাটের চাষ কমিয়াছিল বটে; কিন্তু সেই পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। অধিকন্তু ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাটের দর কমিয়া ৯০৲ টাকা ৪৫৲ টাকা এবং ১৯২৪ সালে বাড়িয়া ৪৫৲ টাকা ১৪০৲ টাকা হইয়াছিল।

দরের অনিশ্চয়তার দরুণ কৃষকগণ আশায় প্রলুব্ধ হইয়া পাটের চাষ কমাইতে চায় না। ফলে লাভবান না হইয়া বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এদিকে কিন্তু জমিদারগণ ও মহাজনগণ আপন আপন প্রাপ্য আদায়ের জন্য এত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে যে, কৃষকগণ বাধ্য হইয়া দরের দিকে না তাকাইয়া যাহা পায় তাহাতেই বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা ও মহাজনের পাওনা শোধ করে এবং ঋণ শোধের পর কপর্দকশূন্য হইয়া পড়ে। শেষে আবার খাওয়া পড়ার খরচের জন্য ঋণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ঋণের মাত্রা না কমিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতে থাকে। ফড়িয়া ওজন সম্বন্ধেও গোলমাল করিয়া থাকে। ফড়িয়াগণ কৃষকগণের নিকট হইতে একমণের উপর আরও ৫।৬ সের বেশী আদায় করিয়া থাকে। ইহাতে যেই দরে খরিদ করে সেই দরে বিক্রী করিলেও ফড়িয়াদের যথেষ্ট লাভ হয়। কিন্তু তাহারা মূল খরিদ্দারদিগকে প্রকৃত ওজন অপেক্ষাও কম দিয়া থাকে, সুতরাং যেই দরে তাহাদিগকে মাল দেওয়ার কথা থাকে উহা অপেক্ষা অনেক কম দরে মাল খরিদ করিয়া থাকে। ইহাতে ফড়িয়াগণ যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, মূল খরিদ্দারগণ উপযুক্ত মূল্য দিয়া পাট খরিদ করে সত্য, কিন্তু কৃষকগণ প্রকৃত মূল্য হইতে অনেক কম পাইয়া থাকে। কাজেই যে পর্য্যন্ত কলওয়ালারা নিজে কৃষকগণের নিকট হইতে পাট খরিদ না করিবে, সে পর্য্যন্ত কৃষকগণের লাভের সম্ভাবনা মোটেই নাই।

(বাণিজ্যবার্ত্তা)

পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

১৩৩৩ সনে কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার আয়ের পরিমাণ মোট মং ৬১৫১৸৵০ আনা। কোম্পানী পরিচালনার খরচ ও সর্ব্বপ্রকার আমানতি টাকার সুদ ইত্যাদি বাবে মং ১৬৮১৫০ আনা নেট্ লভ্য হইয়াছে। উক্ত টাকা হইতে মং ৬৭৪৵০ আনা রিজার্ভ ফণ্ডে নিয়া মং ১৪৭৸০ আনা আয় কর্ত্তের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রাথমিক ব্যয় বাবদ মং ১০০৲ টাকা কর্ত্তন করিয়া মং ৭৪০৲ টাকা লভ্যাংশ বিতরণের জন্য রাখা হইয়াছে।

গত বৎসর ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রকার আমানতি টাকার পরিমাণ মং ১১২৩৭৲ ছিল; আলোচ্য বর্ষে উহা মং ৪৫০১৫৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কুমিল্লার স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ আন্তরিকতা ও কর্ম্ম দিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঢাকা, কলিকাতা, আগরতলা ও শান্তিনিকেতন হইতে আমানত পাওয়া গিয়াছে।

স্থানীয় অন্যান্য মহাজন হইতে অনেক অল্প সুদে টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে। এইজন্য স্থানীয় লোকের মধ্যে ব্যাঙ্কের কার্য্য দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

সাধারণ রিজার্ভে ও আয়কর রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা রাখিয়া আলোচ্য বর্ষে শতকরা মং ৭৷৷০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ব্যাঙ্ক মূলধন মং ৪০,০০০৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া মং ২৫০০০৲ করা হইয়াছে। মোট ৫০,০০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় করা হইয়াছে।

মূলধন ও দায়

রেজিষ্ট্রীকৃত মূলধন
২৫,০০০ অংশ, প্রতি অংশ
১০৲ টাকা হিসাবে

বিলিকৃত ও গৃহীত মূলধন
২৫০০ অংশ, প্রতি অংশ ১০৲
টাকা হিসাবে ২৫০০০৲

প্রাপ্ত মূলধন
২৫০০ অংশে, প্রতি অংশ ৪৲
টাকা হিসাবে প্রাপ্ত ১০,০০০৲

সাধারণ রিজার্ভ ১,০৩৯৶৩
ইন্‌কাম ট্যাক্স রিজার্ভ ২৮৬৶০
ডিভিডেণ্ড—রিজার্ভ ৭৪১৷৶৯
আমানত ও কর্জ্জ
স্থির আমানত ৪০,০৭৫৲
প্রভিডেণ্ড ৩১৩৫৲
চলতি হিসাব ২৯৯৲
ওভার ড্রাফ্‌ট ১৫০৬৲ ৪৫০১৫৲
৪৫০১৫৲
আমানতের সুদ বাকী ৫৮৯৷৶০
বেতন ও পারিশ্রমিক বাকী ৩০০৲
বন্ধুকের [illegible] দেনা ৭৫৲

আয় ব্যয়ের হিসাব
আলোচ্য বর্ষের নেট লভ্য ১৬৮১৷৶০
বাদ প্রাথমিক ব্যয় কর্ত্তন ১০০৲
„ ইন্‌কাম ট্যাক্স রিজার্ভ ১৫৭৷৶০
„ সাধারণ রিজার্ভ ৬১৮৶০
„ ১৩৩৪ বাংলার ডিভিডেণ্ডের জন্য রক্ষিত— ৭৫০ ১৬৮৷৶০

সম্পত্তি ও স্থিত
প্রাথমিক ব্যয় গত বৎসরের ১০০৲
আলোচ্য বর্ষের „ ১৩২৷৶০
২৩২৷৶০

বাদ কর্ত্তন ১০০৲

আসবাব (খরিদ মূল্য) ৬৬৷৶০
বাদ ক্ষয়জনিত মূল্য হ্রাস ৬৲৬ ৬০৷৶৬
বন্ধুক (খরিদ মূল্য) ৩০২৷৶০
লগ্নী
যাহা পাইবার সম্ভাবনা আছে ও
যাহার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট
প্রতিভূপত্র আছে—
হেফাজতে।
যাহা পাইবার সম্ভাবনা আছে
কিন্তু যাহিকের নিজ দায়িত্ব
ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিভূ নাই
খোলা খত ও হাণ্ডনোট মূলে ৪০,২০৩৷৶৬
উপরি উক্ত লগ্নি মধ্যে ডিরেক্টার ও
কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রাপ্য
আসল—৩০৫০৲, সুদ—১৬৮৶৩ ——— ৪৮,১৬৮৷৶৬
লগ্নীর প্রাপ্য সুদ (বাকী) ২৭৮৶০
নগদ তহবিল— ৬১০৩৷০

মোট—৫৮১৫০৷৶০

লগ্নির সুদ
পাওয়া গিয়াছে ৪১২২৷৶০
৩১।১২।৩৪ পর্য্যন্ত বাকী ২৭৮২৷৶০
৬৯১৫৷৶০
বাদ ৩০।১২।৩৩ পর্য্যন্ত
বাকী ছিল ৬১৫২৷৶০
মোট—৬১৫২৷৶০

এক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব
[illegible] ব্যয়

আমানত ও কর্জ্জের সুদ
দেওয়া হইয়াছে ৪৮৪৮৷৶৩

৩১।১২।৩৪ পর্য্যন্ত দিতে		
বাকী আছে	৩৮৯৸৵০	
	৩২৩৭৸৩	
বাদ ৩০।১২।৩৩ পর্য্যন্ত বাকী ছিল	২১৸৵০	
		৩২১৬৵৩
বেতন ও পারিশ্রমিক	৬৮৬৪৵০	
কাগজ ষ্টেশনারী ও ছাপা খরচ	১০৪৬৵৩	
ডাক খরচ	৬৮৵০	
যাতায়াত	১২২।৵০	
বাজে খরচ	৭০৬৵০	
আসবাবের ক্ষয়-অনিত মূল্য হ্রাস ৵	১০% হারে ৬৫৩	১২৬২।৯
আলোচ্য বর্ষের নিট লভ্য		১৬৮১৸০
	মোট—	৬১৪৯৸০

মাছের ব্যবসা

অধিকাংশ ধনী লোকেরাই চিংড়ি মাছকে ঘৃণা করে, ইহা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী ও ইহার দেহের খোলা বহু খণ্ডে বিভক্ত। ইহার খোলা এমনভাবে জোড়া যে উহা ইচ্ছামত খোলা গুটাইতে ও প্রসারিত করিতে পারে। ইহা দেখিতে অনেকটা পেঁকির মত। কুঁচো, ঘুসো, বাগদা ও গলদা প্রভৃতি নানা জাতীয় চিংড়ি বঙ্গদেশের বিল, ঝিল, পুকুর, খাল, নদী ও সমুদ্রে পাওয়া যায়। এই দেশে ইহার ব্যবসা খুব লাভজনক। গলদা চিংড়ি ও ইকির উপর লক্ষ্য করা হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খাল, বিল ও যেখানকার জল কিছু লবণাক্ত তাহাতে ও সমুদ্র খাড়িতে এক প্রকার চিংড়ি জন্মে। উহাই কলিকাতার বাজারে বেশী আমদানি হয় এবং বাগ্‌দা নামে পরিচিত। যমুনার মত নদীতে যে ও ছুন মাসে দেখা যায় নদীর কূলের বালিতে চিংড়ি মাছ চলিতে থাকে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি মাছ ধরা হয়।

কাঁকড়া সাধারণতঃ দুই জাতীয় দেখা যায়। বিল, খাল ইত্যাদিতে যে কাঁকড়া পাওয়া যায় সেগুলি ক্ষুদ্র-জাতীয় ও সমুদ্রে ও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীতে খুব বড় জাতীয় কাঁকড়া পাওয়া যায়। ঐ জাতীয় কাঁকড়া কলিকাতার বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়।

চিংড়ি মাছের শরীরের রং ঈষৎ পীত ও নীলাভ এবং পাগুলি নীলাভ। কাঁকড়া সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই প্রাণী বড় নিরীহ নহে। তজ্জন্য কৃষকেরা তাহাদের জমি সমুদ্রের লোণা জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য উঁচু বাঁধ দিয়া থাকে। কিন্তু কাঁকড়াগুলি দলবদ্ধ হইয়া একরাত্রির মধ্যেই বাঁধের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই জন্য তাহাদিগকে বাঁধে পাহারা দিতে হয়। সুন্দরবন হইতেও শীতকালে প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়া কলিকাতার বাজারে আমদানি করা হইয়া থাকে। এ দেশীয়েরা শুক্রপাক বলিয়া ইহার আদর করে না। কাজেই ইহা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয় না। কিন্তু সাহেবদের মধ্যেও অনেকে কাঁকড়া খাইয়া থাকে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জিলায়ই কিছু না কিছু চিংড়ি আছেই। খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি কলিকাতায় আমদানি হয়। যে যে স্থানে চাটকা চিংড়ি না পাওয়া যায় সেই সেই স্থানে গুট্‌কী চিংড়ি আমদানি হয়। সুন্দরবন অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিংড়ি পাওয়া যায়। নদীর ৩।৪ হাত গভীর জলেই চিংড়ি মাছ থাকে। মাদারীপুরের সিলাই নদীতে খুব বড় চিংড়ি ধরা হয়। পদ্মা, শীতলক্ষা ও বুড়ি-গঙ্গায় ঘোয়া জাল এবং যশোহর, গোয়ালন্দ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে চিংড়ি ধরার জন্য ভড়, পরিখা, ঝমটি এবং বজাটি জাল প্রচলিত আছে। অনেক স্থানেই চিংড়ি বিকাল বেলায় ধরা হয়। কিন্তু ফরিদপুরে রাত্রি ১০টায় বাশল জাল দিয়া চিংড়ি মাছ ধরা হয়। ফরিদপুরের দক্ষিণে ২৫ মাইল ব্যাপী একটি বিল আছে। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি পাওয়া যায়। কুয়াসার দিনে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি জলের উপর ভাসে। তখন ধরা খুব সহজ হয়। যদিও সুন্দরবন হইতে কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, তথাপি ঐ অঞ্চলে আরও এত জায়গা আছে

যে, ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী পরিমাণ চিংড়ি আমদানি হইতে পারে। চিল্কা হ্রদেও প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি মাছ জন্মে এবং ঐ স্থান হইতে বাংলা দেশেও কিছু কিছু আমদানি হইয়া থাকে। আবার কতক শুকাইয়া শুটকী করা হয়। সুন্দর বন হইতে বৎসরে প্রায় ৭৫০০০ মণ চিংড়ি ধরা হইয়া থাকে। বাংলায় যত চিংড়ি ধরা হয় তাহার পরিমাণ ২ লক্ষ মণের কম হইবে না। চিল্কা হ্রদেও প্রায় ১০০০০ মণ চিংড়ি ধরা হইয়া থাকে। দূরে পাঠাইবার অসুবিধার জন্যও সকল স্থান হইতে যে কোন স্থানে পাঠান যায় না। ইহা বরফ দিয়া ১০০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত পাঠান যায়। কিন্তু যেখানে নৌকায় পাঠাইতে হয়, সেখানে বরফ দিয়া পাঠান অসুবিধাজনক। (বাণিজ্যবার্ত্তা)

আর্থিক বাঙলার সমাজ-কথা

বিগত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় বাংলার মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার। ইহার মধ্যে হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ—

১।	হিন্দু (সনাতনী)	২ কোটি ৮ লক্ষ ৯ হাজার
২।	ব্রাহ্ম	৩২৮৪
৩।	শিখ	২৩৮০
৪।	জৈন	১৩৩৬৯
৫।	,, বৌদ্ধ	২ লক্ষ ৭৫ হাজার

ইহার মধ্যে সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায় নানা জাতিতে বিভক্ত এবং এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইবে। বাঙ্গালী হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ (এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম সংখ্যার গুরুত্ব অনুসারে দেওয়া হইল) :—

১।	মাহিষ্য বা চাষী কৈবর্ত্ত	২২ লক্ষ	৬ হাজার
২।	নমঃশূদ্র	২০ লক্ষ	৪ হাজার
৩।	রাজবংশী	১৬ লক্ষ	৬০ হাজার
৪।	ব্রাহ্মণ	৯৩	১৪ হাজার
৫।	কায়স্থ	১২	১৫ হাজার
৬।	বাগ্দী	৮	৮৬ হাজার
৭।	গোয়ালা		৮২ হাজার
৮।	পোদ	৫	লক্ষ ৭২ হাজার
৯।	সাঁওতাল (প্রেতোপাসক)	৫	লক্ষ ৫২ হাজার
১০।	নমঃশূদ্র	৫	৩৩ হাজার
১১।	নাপিত	৪	৪৪ হাজার
১২।	মুচী	৪	১৭ হাজার
১৩।	তেলী	৩	৯৫ হাজার
১৪।	জালিয়া কৈবর্ত্ত	৩	৮৩ হাজার
১৫।	বৈষ্ণব	৩	৭৭ হাজার
১৬।	যুগী	৩	৬৫ হাজার
১৭।	সাহা	৩	৫৮ হাজার
১৮।	ভাঁতি	৩	১৮ হাজার
১৯।	বাউরী	৩	৩ হাজার
২০।	কুমার		৮৯ হাজার
২১।	কামার		৫৬ হাজার
২২।	ধোপা		২৭ হাজার
২৩।	মালো		২১ হাজার
২৪।	বারুই		৮৫ হাজার
২৫।	কুর্ম্মী		৭৯ হাজার
২৬।	তিয়ার	১	৭৫ হাজার
২৭।	সূত্রধর	১	৬৮ হাজার
২৮।	সাওতাল হিন্দু	১	৪৮ হাজার
২৯।	কাপালী	১	৪৮ হাজার
৩০।	ডোম	১	৪১ হাজার
৩১।	চামার	১	৪৫ হাজার
৩২।	হাঁড়ী	১	৪৩ হাজার
৩৩।	গন্ধ-বণিক	১	৩৯ হাজার
৩৪।	কোচ	১	৩১ হাজার
৩৫।	কাহার	১	২০ হাজার
৩৬।	বয়রা	১	২০ হাজার
৩৭।	ত্রিপুরা	১	২০ হাজার
৩৮।	খাল	১	১৭ হাজার
৩৯।	সুবর্ণবণিক্	১	১৬ হাজার
৪০।	বৈদ্য	১	২ হাজার

(হাজারের কম সংখ্যা দেখান হইল না)

উপরি উক্ত বিবরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য :—

(১) বাংলার হিন্দু-সমাজের অনাচরণীয় জাতির (ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি) সংখ্যার তুলনায় অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা অনেক বেশী, মাত্র ২৭ লক্ষ ১১ হাজার লোকে প্রায় দুই কোটি হিন্দুকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। কি প্রকারে এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইল তাহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। এই কারণের মধ্যেই অল্পসংখ্যক পাঠান ও মোগল সৈন্য কর্তৃক ভারতে বিজয় ও বর্ত্তমান যুগে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্তৃক ভারত অধিকার ও শাসনের প্রধান রহস্যও নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

(২) মাতিয়া, রাজবংশী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায় সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও অনুন্নত বিধায় বাংলার হিন্দু সমাজে তাহাদের কোন প্রতিপত্তি নাই। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে এই কারণগুলি খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া বুঝিতে হইবে।

(৩) উপরে যে ৪০টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে বৈদ্যদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। বাংলা দেশের প্রতি ৫০০ শত হিন্দুর মধ্যে গড়ে মাত্র ১ জন বৈদ্য। অথচ বাংলার শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। একমাত্র শিক্ষা-বদলতার দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। মাতিয়া, নমঃশূদ্র ও রাজবংশী প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের যখন হইতে যে দিন কেশব সেন, চিত্তরঞ্জন, নবীন সেনের মত লোক বাহির হইবে সেদিন ঐ সকল সম্প্রদায়ও বাংলার হিন্দুসমাজে সম্মানজনক স্থান পাইবে, বাংলার হিন্দুসমাজের শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়

বাংলার বিভিন্ন জেলায় মোট লোক-সংখ্যার অনুপাতে (প্রতি হাজারে) ভদ্রলোকের সংখ্যা কত তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

(১) বর্দ্ধমান ১৭, (২) বীরভূম ৫৯, (৩) বাঁকুড়া ১১৫, (৪) মেদিনীপুর ৫৭, (৫) হুগলী ৯২, (৬) হাবড়া ১০০, (৭) চব্বিশপরগণা ৬২, (৮) কলিকাতা ২৬৩, (৯) নদীয়া ৫৮, (১০) মুর্শিদাবাদ ৪০, (১১) যশোহর ৫২, (১২) খুলনা ৫৮, (১৩) রাজসাহী ১৮, (১৪) দিনাজপুর ১১, (১৫) জলপাইগুড়ি ১৪, (১৬) দার্জ্জিলিং ৩৪, (১৭) রংপুর ১২, (১৮) বগুড়া ২০, (১৯) পাবনা ৩৯, (২০) মালদহ ১৩, (২১) কুচবিহার ১৭, (২২) ঢাকা ৬৮, (২৩) মৈমনসিং ৬৬, (২৪) ফরিদপুর ৬২, (২৫) বাখরগঞ্জ ৭৪, (২৬) ত্রিপুরা ৫৫, (২৭) নোয়াখালি ৫৪, (২৮) চট্টগ্রাম ৯৫, (২৯) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৬৭, (৩০) পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা ৩১।

এক্ষণে বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রতি হাজার লোক-সংখ্যার অনুপাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা কত এবং উহা প্রধানতঃ কোন কোন জাতির দ্বারা গঠিত তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে—

জেলা	প্রতি হাজারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংখ্যা	সম্প্রদায়ের নাম
১। বর্দ্ধমান	৪০৬	বাগ্দী, বাউরী।
২। বীরভূম	৪০৭	বাগ্দী, সাঁওতাল, মুচী, বাউরী, মাল ও ডোম।
৩। বাঁকুড়া	৪২৬	সাঁওতাল, বাউরী, বাগ্দী, লোহার।
৪। মেদিনীপুর	৫১৮	চাষী কৈবর্ত্ত, সাঁওতাল, বাগ্দী, কুর্মী।
৫। হুগলী	৪৪৮	চাষী কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, সাঁওতাল।
৬। হাবড়া	৪৬৯	চাষী কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, গোপ, তিয়ার।
৭। চব্বিশ পরগণা	৪১৯	গোপ, চাষী কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, তিয়ার।
৮। কলিকাতা	১১০	চামার, মুচী, চাষী কৈবর্ত্ত।

জেলা	প্রতি হাজারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংখ্যা	সম্প্রদায়ের নাম
৯। নদীয়া	১৮৬	চাষী কৈবর্ত্ত, চামার, নমঃশূদ্র।
১০। মুর্শীদাবাদ	২১৮	চাষী কৈবর্ত্ত, চামার, মুচী।
১১। যশোহর	২০৮	নমঃশূদ্র, চামার, মুচী।
১২। খুলনা	৩৩৩	নমঃশূদ্র, পোদ।
১৩। রাজসাহী	১৩৭	চাষী কৈবর্ত্ত।
১৪। দিনাজপুর	৪১৯	রাজবংশী, সাওতাল, কোচ।
১৫। জলপাইগুড়ী	৫৫৯	রাজবংশী, ওরাওঁ, সাওতাল।
১৬। রংপুর	২৪১	রাজবংশী।
১৭। বগুড়া	৯৬	রাজবংশী, কোচ।
১৮। পাবনা	১০৫	নমঃশূদ্র, মালো।
১৯। মালদহ	১৯৮	সাওতাল, রাজবংশী।
২০। কুচবিহার	৫৮৬	রাজবংশী।
২১। ঢাকা	১৪৩	নমঃশূদ্র, জালিয়া কৈবর্ত্ত।
২২। ময়মনসিংহ	১১৯	নমঃশূদ্র, চাষী কৈবর্ত্ত, জালিয়া কৈবর্ত্ত।
২৩। ফরিদপুর	২২০	নমঃশূদ্র।
২৪। বাখরগঞ্জ	১৪২	নমঃশূদ্র।
২৫। ত্রিপুরা	৮৬	নমঃশূদ্র, জালিয়া কৈবর্ত্ত।
২৬। নোয়াখালী	৫৪	নমঃশূদ্র, চাষী কৈবর্ত্ত।
২৭। চট্টগ্রাম	২৯	নমঃশূদ্র।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দু জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিশেষতঃ শেষোক্ত বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা কম। ঢাকায় মুসলমান রাজধানী বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল। চট্টগ্রামেও মুসলমান রাজত্বের সময়ে আরব জলদস্যু ও আরব দেশীয় ব্যবসায়িগণের আগমন হয়। সে সময়ে হিন্দুর অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহুলোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইংরেজ আমলেও বাংলা দেশের যে সকল লোক খৃষ্টান হইয়াছে তাহার শতকরা ৯০ জনের অধিক বোধ হয় অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে। ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ শিক্ষা বিস্তার, কুটীর শিল্পের প্রচলন, মদ্যপান ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে হইবে।

উত্তর বঙ্গের অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই রাজবংশী ও কোচ। আমাদের সামাজিক নির্য্যাতনের ফলে ইহারা দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ইহারাই মুসলমান সমাজের পুষ্টি-সাধন করিয়াছে। চা বাগানের উপলক্ষে জলপাইগুড়ীতে বহু ওরাওঁ ও সাওতালের আগমন হইয়াছে। আসামের চা বাগানে লক্ষ লক্ষ সাওতাল, মুণ্ডা, উড়িয়া গোরক্ষপুরী ও মাদ্রাজী জাতি মিলিয়া অদ্ভুত মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশেও প্রেতোপাসক ৫০ লক্ষ সাওতাল বাস করিতেছে। ইহাদের সহস্র সহস্র লোক প্রতি বৎসর খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত
(হিন্দু মিশন)

১৯২৬-২৭ সনে ভারতের সাধারণ স্বাস্থ্য

ভারতের সকল প্রকার সংক্রামক রোগের মধ্যে কলেরাই প্রধান। ১৯২৬ সনে কেবল বাংলা দেশেই ৫৯,০০০ জন লোক কলেরায় মারা পড়ে। কলেরা নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা। প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া পাকা কূপ খনন করা হইলে কলেরা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া কূপ খনন করার খরচ সামান্য নয়। জল-সরবরাহের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের স্বাস্থ্য বোর্ড বর্ত্তমানে যত টাকা খরচ করিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া কূপ খনন করিতে ৬০০ বৎসর লাগিবে।

১৯২৬ সনে বৃটিশ ভারতে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার জন প্লেগে মরিয়াছিল। পাঞ্জাবে মরিয়াছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার জন এবং যুক্ত প্রদেশে মরিয়াছিল ৫৭ হাজার জন। প্লেগ-দমনের জন্য দুইটি উপায়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল—টিকা দেওয়া ও ইঁদুর ধ্বংস করা। প্লেগ-বহুল স্থানের সমস্ত বাড়ী ও মালগুদামগুলা 'র‍্যাট-প্রুফ' করিয়া প্রস্তুত করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও সম্ভব হয় নাই।

ভারতের সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যুর প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া দমনের প্রধান উপায় হইতেছে পুষ্টিকর খাদ্যের সাহায্যে রোগের সহিত যুঝিবার শক্তি অর্জ্জন করা। ভারতীয়েরা বাছিয়া বাছিয়া পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে না বলিয়াই তাহাদের শরীর এত দুর্ব্বল এবং রোগের সহিত যুঝিবার শক্তি এত অল্প।

ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলা রোগের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। এই যুদ্ধে চরের কাজ করিতেছে গবেষণা বিভাগটী। এই বিভাগটী রোগ-নিবারণের নানা তথ্য ইতি-মধ্যে বাহির করিয়াছে। গবেষণার সাহায্যে ভারতের প্রধান পাঁচটি রোগের (ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, কালাজ্বর) প্রাকৃতিক ইতিহাস বাহির করা হইয়াছে। তাহাতে এই রোগগুলা নিবারণ করিতে যথেষ্ট সুবিধা হইবে। অর্থের অভাব বা ইচ্ছার অভাব—এই দুইটি কারণের কোন একটির জন্য এ পর্য্যন্ত যে জ্ঞান অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা কাজে লাগানো যাইতেছে না। রোগ-নিবারণের উপায়গুলা যখন বাহির হইয়াছে তখন দেশেই হউক আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে—দেশের লোকে যখন ইহা জোর করিয়া দাবী করিবেন তখনই রোগ-নিবারণ সম্ভব হইবে।

১৯২৬ সনে ভারতের মৃত্যুর হার ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মৃত্যু-হারের ২½ গুণ ছিল। শিশু-মৃত্যুর হার ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মৃত্যু-হারের ২৫ গুণ ছিল। ভারতে ৫ ও ২০ বৎসরে জীবনের আশা যথাক্রমে ৩৪ ও ২৭ বৎসর—বিলাতে যথাক্রমে ৫৪ ও ৪১ বৎসর।

১৯২৬ সনে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ১৮৯; কোন কোন সহরে এক বৎসর বা তদ্ভিন্ন বয়স্ক শিশুদের অর্দ্ধেকই মারা পড়িয়াছিল। জননীদের স্বাস্থ্যাভাব ও জনসাধারণের দুঃখময় গার্হস্থ্য জীবন শিশু-মৃত্যুর উচ্চ হারের জন্য দায়ী।

কোন্ দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা শীঘ্র বিচার করিবার উপায় হইতেছে শিশু-মৃত্যুর হারের প্রতি লক্ষ্য করা। সুতরাং শিশু-মৃত্যুর হারের সাহায্যে বিচার করিলে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্য যে নিতান্ত শোচনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার বন্দোবস্ত নিতান্ত অসন্তোষজনক। যে কয়েকটি স্থানে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহার রিপোর্ট দেখিলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। ১৯২৬-২৭ সনে বম্বে মিউনিসিপ্যালিটির স্কুল কমিটী ২৫,৩৩২টি ছেলেমেয়ের (১৮,৭৮৬ জন ছেলে ও ৬৫৪৬ জন মেয়ে) স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করেন। ইহাদের মধ্যে ১৭,০৫১ জন প্রথমবার পরীক্ষিত হয় এবং পূর্ব্ব বৎসরে রুগ্ন দেখা গিয়াছিল বলিয়া ৮,২৭৬ জন পুনঃপরীক্ষিত হয়। প্রথমবার পরীক্ষিতদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৪০জন বালক ও ৩৪ জন বালিকা নীরোগ ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ, শতকরা ৬০ জন বালক ও শতকরা ৬৬ জন বালিকাকে রুগ্ন বা দোষযুক্ত দেখা যায়। শতকরা ২৭৮ জন বালক ও ৩২·২ জন বালিকা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগিতেছে দেখা গিয়াছিল; শতকরা ২৬ জন বালক ও ২৭.৪ জন বালিকার দন্তরোগ ছিল; গলা, নাক, চোক, প্লীহা প্রভৃতির রোগ, সংক্রামক চর্ম্মরোগ, ফুসফুসের রোগ ইত্যাদিও যথেষ্ট দেখা গিয়াছিল।

দৈহিক দুর্ব্বলতা, আকারের খর্ব্বতা ও দন্তরোগ ইত্যাদির প্রধান কারণই হইতেছে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটিলেই দেহ দুর্ব্বল হয় ও নানা রোগ শরীরকে আক্রমণ করে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেসকল রোগের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব সেই সকল রোগ ক্রমেই বাড়িতেছে।

অর্থাভাব, খাদ্যের অল্পতা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব —এই কয়টির পরস্পরের গভীর কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আছে, এবং ভারতবাসী যে নানা রোগে ভুগিতেছে তাহার কারণ হইতেছে যে, ঐ কয়টির প্রত্যেকটিই প্রবলভাবে ভারতের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে।

ভারতের নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তাহা দেখিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু এইসকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা আরও কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য একটি সরকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত।

ভারতের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ৩টী জিনিষ আবশ্যক :—(১) প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবেক জাগাইয়া তোলা; (২) অসুখ করিলে ঔষধ খাইয়া সারিয়া উঠা অপেক্ষা অসুখ যাহাতে আদৌ না করে তাহার বন্দোবস্ত অধিক বাঞ্ছনীয়, ইহা বুঝিয়া অসুখ যাহাতে না করে গভর্ণমেণ্টকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য করিবার জন্য প্রবল জনমতের সৃষ্টি করা; (৩) সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্য যুবকদের ইয়োরোপ আমেরিকায় যাইতে হয়, কিন্তু ইয়োরামেরিকার সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষ হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন বলিয়া এই সকল যুবক ভারতবর্ষে নিজ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিতে পারে না; ভারতেই যাহাতে ভারতীয় অবস্থার উপযোগী সাধারণ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষা পাওয়া যায় তাহার আয়োজন করা আবশ্যক।

আজ জগতের রাষ্ট্র-সভায় ভারত স্বীয় উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে উন্মুখ। কিন্তু রোগসম্বন্ধে যদি সে তাহার বর্ত্তমান ঔদাসিন্য ও আলস্য বজায় রাখে তাহা হইলে কি সে জগতের রাষ্ট্রসভার উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিবে?

গোটা ভারতে ১৯২৮-২৯ সনের আউশ ও আমন ধানের আনুমানিক হিসাব

গোটা ভারতে এই সনে হেমন্ত ও শীত ঋতুতে কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইবে সরকার সে সম্বন্ধে প্রথম কিস্তি এক হিসাব দাখিল করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, গোটা ভারতে এই সনে ৭৫,০৬৭,০০০ একর জমিতে ধান্য বপন করা হইয়াছে। গত সনের চাইতে শতকরা ৪ ভাগ বেশী জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। এবারকার আবহাওয়ার অবস্থা সাধারণতঃ ভালই বলিতে হইবে এবং ফসলের বর্ত্তমান অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। এখানে বিভিন্ন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধান্যবপনের এক কিরিস্তি দেওয়া হইল।

প্রদেশ	১৯২৮-২৯		বেশী (+) কম (−)
	হাজার একর		হাজার একর
বাংলা (ক)	২০,৭১৩		+ ২,৪৫০
বিহার উড়িষ্যা (ক)	১৪,১১৭		+ ৬৬৮
ব্রহ্ম দেশ	১২,৪৮২		+ ৩০৯
মাদ্রাজ	৭,২৫৬		১৮৭
যুক্তপ্রদেশ (খ)	৬,৪৫০		৫৭৮
মধ্য প্রদেশ ও বেরার (খ)	৬,০৫১	৫,৯৬৮	+ ৮৩
আসাম (ক)	৪,২০৩	৪,২০৭	− ৪
বোম্বাই (খ)	৩,১৯৭	৩,১৩২	+ ৬৫
হায়দ্রাবাদ	৪৪৭	৪২৯	৮২
বড়োদা	১৪১	১১৮	+ ৩৩

(ক) আউশ ও আমন উভয় ফসল।

(খ) করদ মিত্র রাজ্য সমেত।

বাংলার ধান (২৪·৯ ভাগ)

এই সনে বাংলায় ৫,৬,০০০,০০০ একর জমিতে আউশ ধান বোনা হয়। গত সনে ৫,০৬৯,০০০ একর জমিতে আউশ ধান হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যায় গত সনের চাইতে এ সনে শতকরা দশ ভাগ বেশী জমিতে আউশ ধানের চাষ হইয়াছে। এবারকার মরশুমে জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল। জিলা-কর্তৃপক্ষগণের হিসাবমত এবার সাধারণ অবস্থার শতকরা ৮০ ভাগ ফসল জন্মিবে। প্রাদেশীয় কৃষি ডিরেক্টর মহোদয় কিন্তু আশ্বাস দিতেছেন যে, এবার সাধারণ উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ ফসলই আশায় হইবে।

বাংলার আমন ধান

এবার বাংলায় ১৫,১১৩,০০০ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। গত সনে কিন্তু মাত্র ১৩,১৯৪,০০০ একর জমিতে আমন ধান ছিল। তাহা হইলে এবার গত বারের চাইতে শতকরা ১৪ ভাগ বেশী জমিতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমন শস্য যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে খুব বেশী ফসল হইবারই কথা। জিলা-কর্তৃপক্ষগণ হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে, এবার সাধারণ উৎপাদনের শতকরা ৯৩ ভাগ ফসল ফলিবে। কৃষি ডিরেক্টর মহোদয় কিন্তু জোরের সঙ্গে বলিতেছেন যে, এবার যেরূপ ফসলের চেহারা তাহাতে সাধারণ উৎপাদনের শতকরা একশ' ভাগই ফলিবে। পল্লীগ্রামের চাষীদিগকেও এবারকার ধানের ফসল সম্বন্ধে খুব আশান্বিত দেখা যাইতেছে।

মোটের উপর এবার গোটা ভারতের ধানের শতকরা ২৪·৯ ভাগ বাংলায় ফলিবে।

বিহার উড়িষ্যা (১৭·৩) ভাগ

বিহার-উড়িষ্যায় এই ৪,১৭১,০০০ একর জমিতে আউশ ও ১,৯৪৬,০০০ একর জমিতে আমন ধানের আবাদ করা হইয়াছে। গত সনে আউশ ও আমন ধানের আবাদী জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩,৬১৮,০০০ ও ১,৮৩১,০০০ একর। কৃষি-কর্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন যে, সাধারণ উৎপাদনের শতকরা ৮১ ভাগ আউশ ও ২৫ আমন ফসল ফলিবে। ইহাদের অনুমান সত্য হইলে গত ১০ বৎসর বিহার উড়িষ্যায় যে হিসাবে ধান উৎপাদন হইয়াছে এবার সেই অনুপাতে শতকরা ১০৬ ভাগ ধান ফলিবে। এই প্রদেশে গোটা ভারতের উৎপাদনের শতকরা ১৭·৩ ভাগ ধান জন্মে।

ব্রহ্মদেশ (১৪·৩ ভাগ)

ব্রহ্মদেশে এবার ১২,৪৮২,০০০ একর জমিতে ধানের আবাদ করা হইয়াছে। গত সনের চাইতে শতকরা দুই ভাগ বেশী জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে। গোটা বার্ম্মায় ভাল ফসল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মাদ্রাজ (১৩·১ ভাগ)

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাদ্রাজে ৭,২৫৬,০০০

একর জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। গত সনের চাইতে শতকরা ২ একর কম জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। তাঞ্জোরে মরশুমের সময় অনাবৃষ্টি থাকাই এই কমতির কারণ। পশ্চিম উপকূলের ধান কাটা হইয়াছে, ফসল স্বাভাবিক। তাঞ্জোর, মাদুরা ও তিনেভেলিতে ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে। ফসল তেমন সুবিধাজনক নয়। সালেম ত্রিচিনপলি প্রভৃতি জেলায় অনাবৃষ্টির জন্য ধানের ক্ষতি হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশ (৮·৮ ভাগ)

যুক্ত প্রদেশের ৬,৪৫০,০০০ একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে। (ইহার মধ্যে রামপুর রাজ্যের ৭২,০০০ একর ধানের জমি ধরা হইয়াছে)। গত সনের চাইতে এবার শতকরা ৮ ভাগ কম জমিতে ধান আবাদ করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (৭·২ ভাগ)

এই দুই প্রদেশে ৬,০৫১,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে (ইহার মধ্যে ফিউডেটরি ষ্টেটসমূহের ৫,৯৬৮,০০০ একর ধানের জমি ধরা হইয়াছে)। গত সনে ৫,৯৬৮০০০ একর জমিতে ধান চাষ হয়। ফসলের অবস্থা একরূপ ভালই বলা চলে, তবে সকল অঞ্চলের অবস্থা এরূপ নহে।

আসাম (৫·৫ ভাগ)

আসামে এবার ৭৮৫,০০০ একর জমিতে আউশ ও ৩,৪১৮,০০০ একর জমিতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে। গত সনে আউশ ও আমন ধানের আবাদ যথাক্রমে ৭,৯৫,০০০ ও ৩,৪১২,০০০ একর জমিতে হইয়াছিল। আউশ ও আমন স্বাভাবিক উৎপাদনের শতকরা ৯২ ও ৯০ ভাগ ফলিবে।

বোম্বাই (৩·৭ ভাগ)

বোম্বাইএর হিসাব এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তবে গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ প্রদেশে এবার ৩,১৯৭,০০০ (ইহার মধ্যে ৪২৪,০০০ একর নেটিভ ষ্টেটের অধীন) একর জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে। গত সনের তুলনায় শতকরা দুই ভাগ বেশী জমিতে ধান বোনা হইয়াছে। ফসলের অবস্থা একরূপ ভালই।

হায়দ্রাবাদ (১ ভাগ)

এবার হায়দ্রাবাদে ৪৪৭,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। গত সনে ৪২৯,০০০ একর জমিতে ধানের আবাদ হয়। বপনের সময় চাষীদের উপযোগী ছিল না। কিছু দেরীতে বোনানী আরম্ভ হয়। ফসলের অবস্থা তত সুবিধাজনক নয়, তবে ততটা খারাপও নয়।

বড়োদা (০·২ ভাগ)

বড়োদা রাজ্যে ১৫১,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। গত সনের তুলনায় এবার শতকরা ২৮ ভাগ বেশী জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে।

বিদেশী ধান

করমোজা দ্বীপপুঞ্জে ১৯২৮ সনে ৬৪৬,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হয় এবং ঐ জমিতে ৪৪৯,০০০ টন ফসল ফলে। গত সনের তুলনায় শতকরা এক ভাগ বেশী জমিতে ধান চাষ করা হয়; কিন্তু উৎপাদন গত সনের তুলনায় শতকরা দুইভাগ কম।

রোমের আন্তর্জাতিক কৃষিভবনের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, এই সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৯২৩,০০০ একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে ও এই জমিতে মোটামুটি ৭৩৪,০০০ টন ধান ফলিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ১৯২৭ সনের তুলনায় এবার শতকরা ৬ ভাগ জমিতে ধানের চাষ কম হইয়াছে ও শতকরা ৯ ভাগ ফসল কম উৎপন্ন হইয়াছে।

সিংহলে এবার ৪৩৪,০০০ একর জমিতে ধান আছে। গত সনে সিংহলে মাত্র ৮৩০,০০০ একর ধানের জমি ছিল। গত সনের চাইতে এবার শতকরা ১৩ ভাগ বেশী অর্থাৎ ২১২,০০০ টন ধান জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় কয়লার খনি

ভারতে কয়লার খনির কাজ কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, নিম্নের তালিকা দেখিলে তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। এই তালিকায় কয়লার অপেক্টটক্ কোম্পানীগুলির সংখ্যা ও উহাদের প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

		প্রাপ্ত মূলধন লক্ষ টাকা
১৯১৮-১৯	১৯২	৮৪৪
১৯১৯-২০	২৩৬	৮৬৮
১৯২০-২১	২৫৬	৯৩৭
১৯২১-২২	২৭৬	১০,১৩
১৯২২-২৩	২৭২	১০,৯৮
১৯২৩-২৪	২৫৯	১১,৯৪
১৯২৪-২৫	৫৫৪	১২,৬০
১৯২৫-২৬	২৪৩	১২,৬১
১৯২৬-২৭	২৩৪	১২,২৪
১৯২৭-২৮	২২১	১১,৫৮

কয়লাখনি-সংক্রান্ত শিল্পে যে কত টাকা খাটিতেছে তাহা ঠিক বলা কঠিন। কারণ প্রাইবেট ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ি-সঙ্ঘদ্বারা চালিত কয়লার কারবারের মূলধন জানিতে পারা যায় না। ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বাংলায় এবং বিহার-উড়িষ্যায় কয়লা-খনির অপেক্টটক্ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২১০ টী। ১৯২৭ সনে বাংলা ও বিহার-উড়িষ্যার শতকরা ৭০৭ অংশ খনির কাজ চালাইয়াছিল অপেক্টটক্ কোম্পানীগুলি। এই সনে বাংলা ও উড়িষ্যার বাহিরে গোটা ভারতে মাত্র ১১টী অপেক্টটক্ কোম্পানী কয়লাখনির কাজ চালাইয়াছিল। ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের হিসাবে ১৮টী কয়লা কোম্পানীর প্রত্যেকটীর ডিবেঞ্চার ছাড়া প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ১৫,০০,০০০ টাকা বা তাহার বেশী। নিম্নে কোম্পানী-গুলির তালিকা দেওয়া হইল।

	প্রাপ্ত মূলধন (টাকা)
বরাকর কোল কোম্পানী	৬৮,৪৫,২৪০
সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিস্ কোম্পানী	৬৩,১৫,২৫০
বার্ণার খনিসমূহ	৬২,৩২,৪৩০
বেঙ্গল কোল কোম্পানী	৪০,০০,০০০
টালচর কোল ফিল্ডস	৪০,০০,০০০
ভিলিয়ারস	৩৫,০০,০০০
লোদ্না কোলিয়ারি কোম্পানী (১৯২০)	২৯,০০,০০০
এম, কে, খান্না এণ্ড কোম্পানী	২৫,০০,০০০
টোরি	২৫,০০,০০০
ইকুইটেবল্ কোল কোম্পানী	২৪,০০,০০০
করানপুরা ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোম্পানী	২০,০০,০০০
ভিলিয়ারস কোলিয়ারি কোম্পানী	২০,০০,০০০
বড়ধনি কোল কর্পার্শ	১৯,৯২,৫২০
নিউবীরভূম কোল কোম্পানী	১৭,৮০,০০০
সাউথ করানপুরা কোল কোম্পানী	১৭,৫০,০০০
ধেনো ধেন্ কোলিয়ারিস	১৬,০০,০০০
ইষ্টইণ্ডিয়ান কোল কোম্পানী	১৬,০৫,৫১৫
তালগোরা কোল কোম্পানী	১৫,৯৭,০০০

এগুলি ছাড়া আর ১৮টী কোম্পানী আছে। এই সকল কোম্পানীর প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ৭,৫০,০০০ হইতে ১৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে।

ক্যালকাটা ষ্টক্‌এক্সচেঞ্জের লিষ্টে ৮৩টী কয়লা কোম্পানীর উল্লেখ করা হইয়াছিল। ইহাদের মোট প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ৬,৯৫ লক্ষ টাকা। ৪৫টী কোম্পানী লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ড দেয় নাই. ৬টী কোম্পানীর হিসাবপত্র জানিতে পারা যায় নাই, একটী কোম্পানী ডিভিডেণ্ড দিয়াছে শতকরা ৮০ টাকা, তিনটী কোম্পানী দিয়াছে শতকরা ৬০ টাকা, দুইটী শতকরা ৪০ টাকা, আর একটী শতকরা ২৮৯ টাকা এবং অবশিষ্ট কোম্পানীগুলির ডিভি-ডেণ্ডের হার শতকরা ২½ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত।

ভারতে কয়লার ব্যবহার

ভারতের কয়লা কতক বিদেশে রপ্তানি করা হয়,

আবার বিদেশ থেকেও ভারতে কয়লা আসে। স্বদেশী বিদেশী এই উভয় প্রকার কয়লা মিলাইয়া ভারতে মোট কয়লা খরচ হইয়াছিল ১৯২৭ সনে ২১,৭০৬,০০০ টন, ১৯২৬ সনে ২০,৪৩১,০০০ টন এবং ৫ বৎসর পূর্ব্বে খরচ হইয়াছিল মোট ২০,০৯৯,০০০ টন। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে জনপ্রতি কয়লা খরচ হইয়াছে ·৭ টন অর্থাৎ ১৪ হন্দর।

নিম্নের তালিকায় ১৯২৭ সনে ভারতীয় ও বৈদেশিক উভয় প্রকার কয়লা ভারতের বিভিন্ন প্রকার শিল্পকার্য্যে, কিরূপ ভাবে খরচ হইয়াছিল তাহার একটা মোটামুটি আন্দাজী হিসাব দেওয়া গেল।

	কয়লার খরচ টন	মোট কয়লার শতকরা হার
রেলওয়েসকল	*৭,২৫৯,০০০	৩৩·৫
অ্যাডমিরালিটি অ্যাণ্ড রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিণ শিপিং অ্যাকাউন্টস		
ব্যাঙ্কার কোল		
তূলার কল		
পাটের কল		
লোহালক্কড় ও কাঁসার কারখানা, (ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ সমেত)	৪,২৬০,০০০	
পোর্ট ট্রাষ্ট	২০৫,০০০	
ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টীমার	৬৩৬,০০০	
ইট ও টালির কারখানা (পটারি ও সিমেণ্টের কারখানা সমেত)		
চা বাগান		
কাগজের কল		
কয়লার খনির জন্য ব্যবহৃত ও নষ্ট কয়লা	২,২০৮,০০০	
অন্যান্য শিল্পকার্য্যে ও গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত	৯৭	৯·৭
মোট	২১,৭০৬,০০০	১০০

রেলওয়ের কাজে কয়লা খরচ

গত ৫৮ বৎসরের মধ্যে গোটা ভারতের রেলপথে কি পরিমাণ ভারতীয় ও বিদেশী কয়লা, কাঠ বা তেল খরচ হয় তাহার হিসাব রেলওয়ে বোর্ড বাহির করিয়াছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৪-১৫ সালে ৫০ লক্ষ টন কয়লা রেলপথে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে কয়লা খরচ হইয়াছে ৭২৫০০০০ টন। অর্থাৎ ভারতে যত কয়লা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৩৩ ভাগ রেলওয়ের কাজে লাগে। আবার রেলপথে ব্যবহৃত কয়লার শতকরা ৯৯·৯ অংশ ভারতীয় কয়লা। ১৯০৪ সন হইতে ১৯১৪-১৫ সন পর্য্যন্ত রেলপথে কাঠের ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তারপর ১৯১৯-২০ সন পর্য্যন্ত কাঠের ব্যবহার আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য কয়লা দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হওয়ার দরুণই ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে কাঠের খরচ হয় ১০৯,০০০ টন, ১৯২৬-২৭ সালের খরচ ১০৮,০০০ টন। এই পরিমাণ কাঠ প্রায় ৪৪,০০০ টন কয়লার তুল্যমূল্য। কারণ ১টন কয়লা ২½ টন কাঠের সমান। কাঠ সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয় বার্ম্মা ও বোম্বে বড়োদা অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথে। কয়লা ও কাঠ ছাড়া ১৯২৭-২৮ সালে ভারতীয় রেলপথে তেলের খরচ হইয়াছে ১৩১,০০০ টন। এই পরিমাণ তেল ২৩৮,০০০ টন কয়লার সমান, কারণ ৫৫০ টন তেল প্রায় ১ টন কয়লার তুল্যমূল্য। সাধারণতঃ তেল খরচ হয় গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের কোন কোন সেক্‌শনে।

* সরকারী ১৯২৭-২৮ সাল।

অ্যাড্‌মিরালিটি ও রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিন্‌ শিপিংএ কয়লার খরচ

চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার রেলওয়ে বোর্ড ও প্রিন্সিপাল ষ্টাফ ট্রান্সপোর্ট অফিসার ইষ্টইণ্ডিজ্‌এর রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯২৭-২৮ সনে ২৭,০০০ টন কয়লা খরচ হইয়াছে।

বান্ধার কয়লা

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কাষ্টম হাউস হইতে বান্ধার কয়লা কি পরিমাণে জাহাজ বোঝাই হইয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে মোট জাহাজ বোঝাই হয় ১,১২৭,০০০ টন। কোন বন্দর হইতে কি পরিমাণ চালান গিয়াছে তাহার হিসাব:—করাচী ১৩২,০০০ টন, বোম্বাই ১৪৩,০০০ টন, কলিকাতা ৮৭৩,০০০ টন, রেঙ্গুন ১৪০,০০০ টন এবং মাদ্রাজ ২৯,০০০ টন।

তুলার ও পাটের কল

৩০৬টী কলের মধ্যে কেবলমাত্র ৯৯টী হিসাব দাখিল করিয়াছে। যে সকল কলের হিসাব পাওয়া যায় নাই সে সকল কলের কাজে নিয়ত তাঁত ও মাকুর সংখ্যা অনুযায়ী একটা হিসাব আন্দাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাটের কলের খবর পাওয়া গিয়াছে ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্‌ অ্যাসোসিয়েশনের নিকট হইতে।

লোহা, ইস্পাত ও কাঁসার কারখানা (ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা সমেত)

মোট কয়লার খরচ ২,৪৬১,০০০ টন বলিয়া প্রকাশ। যে যে কারখানা থেকে কোন সংবাদ মিলে নাই, সে সকলের কামিলদারের সংখ্যা অনুযায়ী একটা হিসাব আন্দাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পোর্ট ট্রাষ্টস্‌

কারখানা, ডেরি টীমার ইত্যাদিতে মোট যে কি পরিমাণ কয়লা খরচ হইয়াছে তাহার খবর বিভিন্ন পোর্টের কর্ত্তাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টীমারস্‌

মোট খরচ ৬৩২,০০০ টন। কতকগুলি ছোট ছোট কোম্পানীর হিসাব পাওয়া যায় নাই। ১৯২৭ সালের কোল সেন্সাস্‌ দেখিয়া সেগুলির হিসাব ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইট ও টালির কারখানা

১৯১৬ ও ১৯১৭ সালের সেন্সাস্‌ অফ ভেখিয়া আন্দাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ইট ও টালির কারখানায় ৫৬৫,০০০ টন কয়লা খরচ হয়।

চা-বাগিচা

বড় বড় চা-বাগানগুলি হইতে প্রাপ্ত হিসাবপত্র হইতে চা-বাগানে কয়লা খরচের পরিমাণ ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। অনেক চা-বাগানে কিন্তু কাঠই একমাত্র বা প্রধান ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কাগজের কল

কারখানার মালিকগণের রিপোর্ট অনুসারে বোঝা যায় যে, ১৯২৭ সালে সমস্ত কাগজের কলে কয়লা খরচ হয় মোট ১৫৬,০০০ টন।

ওয়েষ্টেজ্‌ হিসাবে ও কোলিয়ারি সকলে কয়লার খরচ

উৎপন্ন কয়লার শতকরা দশভাগ কয়লার খনির কাজেই লাগিয়া যায়। পাওয়ার ষ্টেশন হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া যাওয়ার জন্য তাড়িতের যন্ত্রপাতি কোলিয়ারির কাজে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে খনির কাজের জন্য অনেক কম কয়লা খরচ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অন্যান্য শিল্পকাজে ও গৃহস্থালীর কাজে কয়লার খরচ

এই সমস্ত শিল্পকার্য্যে কয়লা ব্যবহৃত হইয়াও প্রায় ২১ লক্ষ টন কয়লা উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত কয়লার

সমস্তই অন্যান্য শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত প্রধান প্রধান শিল্পগুলি ছাড়া আরও অনেক রকমের কল কারখানা বাষ্প-শক্তিদ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই নানা জাতীয় শিল্পের মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান শিল্পের নাম উল্লেখ করা হইল, যথা :—

কটন মিলস অ্যাণ্ড্ প্রেস, জুট প্রেস, চাল ও ময়দার কল, ডকইয়ার্ড, তেলের কল, জলের কল, তাড়িৎ উৎপাদনের কারখানা, ট্রামওয়ের কারখানা, সোণার খনি, চিনির কুঠি, গ্যাস উৎপাদনের কারখানা, চূণের কারখানা, চোঁয়াইবার ও শোধন করিবার ভাঁটি, পেট্রোলিয়াম পরিষ্কারের কল, সোডা বরফ লেমনেড ইত্যাদির কল কারখানা, টাকশাল, মিউনিসিপ্যাল কারখানা সকল, পাথর খোদাইয়ের কারখানা, পশমের কারখানা, খনির কার্য্য (কয়লা ছাড়া), রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, রং করিবার কারখানা, নীল ও লাক্ষার কুঠি, কাচের কারখানা ও ঘড়ি তৈয়ারির কারখানা। নরম কোক কয়লার কিয়দংশ গৃহস্থালীর কাজেও ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর কাজে কয়লার ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ কাঠ ক্রমে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে এবং কাঠের দামও চড়িয়া যাইতেছে বিস্তর।

কয়লার খাদে কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা

ভারতের কয়লার খনিতে প্রতিদিন গড়পড়তা কত পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা খাটে তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক দিনের খাদে উপস্থিত মজুরের সংখ্যা ধরিয়া গোটা বৎসরের উপস্থিত মজুরের যে সংখ্যা পাওয়া যায়, সেই সংখ্যাকে বৎসরে যে কয়দিন কাজ চলে সেই কয় দিনের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহাই মজুরদিগের দৈনিক উপস্থিত সংখ্যার গড় সংখ্যা। ভারতে সমস্ত রকমের খনির মধ্যে সবচেয়ে কয়লার খাদেই বেশী লোক খাটে। ১৯২৭ সনে কয়লার খাদে ১৮০,৪৩২ জন মজুর খাটিয়াছিল। ১৯২৬ সালে খাটিয়াছিল ১৮৫,৭৪৯ জন। ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে ৫,২১৭ জন মজুর কম খাটিয়াছিল, অর্থাৎ মজুর-সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ২·৮ জন করিয়া। প্রদেশ হিসাবে কোথায় কতজন খাটিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রীলোক	শিশু	মোট সংখ্যা	মোট কয়লার শতকরা হার	মজুর প্রতি উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ (টন)
বিহার ও উড়িষ্যা	১৬,৬৫২	৩২,৫৪১				১৩১·০
বাংলা	৩১,৪৭৮	১২,৭১৬				১২৫·৫
হায়দ্রাবাদ	জানা নাই	জানা নাই	জানা নাই			৬১·৭
মধ্য প্রদেশ	৪,৮৮০	১,৬৭৩				১০১৮
আসাম	৩,৬১৩	৪১৬				৮০·২
মধ্য ভারত	২,১৭১	৮৮২				৬৬৮
পাঞ্জাব	১,২২১	৩৯				৪৯৮
বেলুচিস্থান (খেলাত ষ্টেট্ সহিত)	৩২৩					
রাজপুতানা (বিকানীর)	১০৬	১১	২২	১৬৯	০·১	১০২·৭
মোট	১২০,৪৭৪	৪৮,৩৫৮	২৩৩	১৮০,৪৩২	১০০	১২২·৩

তালিকাটী নির্ভুল নহে। কারণ হায়দ্রাবাদের ঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই

ভারতের কার্পেট ও কম্বল শিল্প

কোটি টাকা মূল্যের কার্পেট ও কম্বল প্রতি সন এদেশ হইতে বিদেশে চালান হয়। দশ বৎসরের মধ্যে এই রপ্তানির পরিমাণ দুই কোটি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কাঁচা পশম প্রতি সন ভারত হইতে ৫ কোটি পাউণ্ড চালান হয়। ইহার মূল্য সাড়ে চারি কোটি টাকা। ইহার অধিকাংশ বিলাতে যায় ও সেখান হইতে শেজি, লোয়েটার, মোজা, ও অন্যান্য দামী পশমী কাপড় তৈয়ারী হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসে। যে পরিমাণ পশম বিদেশে যায় তাহার দ্বারা আরও দশ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষ এই দেশেই তৈয়ারী হইতে পারে। আমরা প্রতি সন পাঁচ কোটি টাকার পশমী জিনিষ বিদেশ থেকে কিনি। ভারতে পশম-শিল্পের বিস্তার হইলে অন্ততঃ এই ৫ কোটি টাকার মাল এদেশেই বিক্রয় হইবে।

বিলাতী পশমী কাপড়

পিস গুডস, শাল, কার্পেট, র‍্যাগ কম্বল ও পশমী সুতাই সাধারণতঃ বিদেশ হইতে ভারতে আসে। ১৯২৭-২৮ সনে ১৯০ লক্ষ গজ পশমী কাপড় এদেশে আমদানি হয়। ইহার ৭০ লক্ষ আসে বিলাত হইতে ও ৪ লক্ষ ইতালী হইতে আসে। ইহার মোট দাম ৩২৮ লক্ষ টাকা।

জার্মাণ শাল ও কার্পেট

ঐ সনে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের শাল এদেশে আমদানি হয়। ইহার মধ্যে একা জার্মাণিই ১৯২৭-২৮ সনে ২০ লক্ষ টাকার শাল ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

এই সনে ৫৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বিদেশী কার্পেট ও র‍্যাগ এদেশে আমদানি হয়। ইহার অধিকাংশই জার্মাণ মাল। জার্মাণ জিনিষের কাটতি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইহা ছাড়া ১৯২৭-২৮ সনে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে বিশ লক্ষ টাকার হোসিয়ারী, ৩৪ লক্ষ টাকার নিটিং উল ও ৪৫ লক্ষ টাকার কাঁচা পশমও আমদানি করে।

ভারতে পশমী মিল

এদেশে সুতী কাপড়ের মিল দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু গোটা ভারতে পশমী কাপড় তৈয়ারীর জন্য মাত্র ৯টা মিল আছে। ১৯০২ সনে ভারতে মাত্র ৩টা উলেন মিল ছিল। ইহাতে ৩৮½ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিত, ২৩,৮০০ মাকু চলিত, ও ৬২৪ খানা তাঁত খাটিত আর লোক খাটিত ২৬০০। এই তিনটী মিলে ঐ সময় প্রতিদিন গড়ে বিশ লক্ষ পাউণ্ড পশমী কাপড় উৎপাদন করা হইত।

১৯২৭ সনে গোটা ভারতে ৫টা উলেন মিল চলে। ইহার মূলধন আড়াই কোটি, ৪০ হাজার মাকু, ১২ হাজার তাঁত, ৮ হাজার কাজের লোক, এক কোটি পাউণ্ড উৎপাদন।

বর্ত্তমানে এদেশে ৯টা উলেন মিল চলিতেছে এবং ইহাতে ৯ হাজার লোক কাজ করিতেছে।

এই নয়টি মিলের মাত্র তিনটীতে সকল রকম পশমী কাপড় তৈয়ারী হয়। বাকীগুলি কেবল কম্বল তৈয়ারীর কারখানা। সকলগুলিই সৈন্যদের পোষাক সরবরাহ করে, কিন্তু সৈন্যদের চাহিদাও এই ৬টী মিল মিটাইতে অক্ষম। এইসকল মিলে অধিকাংশই ভারতীয় পশম দ্বারা কাজ কারবার হয়। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানিকৃত মেরিণো পশমও অনেকে ব্যবহার করে।

ভারতে মেষ

গোটা ভারতে তিন কোটি মেষ আছে। প্রত্যেকটি মেষের শরীর হইতে গড়ে এক সের পশম পাওয়া যায়। ভারতীয় মেষ হইতে গড়ে ছয় পাউণ্ড বা প্রায় তিন সের পর্য্যন্ত পশম পাওয়া সম্ভব। তাহা হইলে এদেশের তিন কোটি মেষ হইতে ১৮ কোটি পাউণ্ড উল পাওয়া যাইতে পারে। ভারতের মেষগুলির গায়ের লোম অনেকটা চুলের মত। এদের মাংস ভাল নয়।

পাটনাই মেষ উৎকৃষ্ট

এদেশের মধ্যে পাটনাই মেষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশম দিয়া

থাকে। মাদ্রাজী মেষের পশম খুব হাল্কা, খাট এবং খসখসে। বাঙ্গলা ও বার্ম্মার মেষের লোমও ঐরূপ। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের পশম অনেকটা উন্নত ধরণের। পাঞ্জাবি মেষের পশমই সব চাইতে উৎকৃষ্ট এবং হিমালয় অঞ্চলের মেষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তাঁতের পশমী কাপড়

পট্টু ও পশমী কাপড় পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশেই বেশী তাল তৈয়ারি হয়। কার্পেট মির্জ্জাপুর জেলায় ভাল হয়। কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, আগ্রা জেলায়ও কার্পেট প্রস্তুত হয়। ভাল কার্পেট বিদেশে চালান করা হয়। যুক্তপ্রদেশের কার্পেট-শিল্পে পনর হাজার লোক খাটে।

পাঞ্জাবে অমৃতসর কার্পেট-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এক সময় এই স্থানে তিব্বতী ছাগের পশমদ্বারা উৎকৃষ্ট পশমী শালের বিরাট কারবার চলিত। বিগত যুদ্ধের পর হইতে এই শিল্প দ্রুত লোপ পাইতেছে। শাল উৎপাদন এখনও চলিতেছে। তবে বর্ত্তমানে কার্পেটই বেশী তৈয়ারী হয়। এই শিল্পে বেশী টাকা পাওয়া যায়।

মহীশূর রাজ্যে খুব কার্পেট তৈয়ারী হয়। সরকারী সাহায্যে এই শিল্প গত কয়েক বৎসরের মধ্যে খুব উন্নতি দেখাইয়াছে।

এদেশে পশমী সূতা সাধারণতঃ চরকায় কাটা হয়। এই চরকায় কাটা সূতা মসৃণ হয় না। এজন্য পশমী মিল স্থাপন করার খুবই প্রয়োজন আছে।

ভারতে সুপারীর চাষ

গোটা ভারতের মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বার্ম্মাতেই সব চাইতে বেশী সুপারী জন্মে। গোটা ভারতের উৎপাদনের শতকরা ৮৬ ভাগই এই তিন প্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। ১৯২৮-২৯ সনে এই তিন প্রদেশে ৪,৭৪৭,০০০ একর জমিতে সুপারী আছে। গত সনে ছিল মাত্র ৪,২৩৫,০০০ একর জমিতে। গত সনের চাইতে এবার শতকরা ১২ ভাগ বেশী জমিতে সুপারী হইয়াছে।

প্রদেশ	১৯২৮-২৯ হাজার একর	১৯২৭-২৮ হাজার একর	বেশী (+) কম (−) হাজার একর
মাদ্রাজ (৬১ ভাগ)	২,৯০৫		
বোম্বাই (১২৮ ভাগ)	১,২৬০		+ ৩৩৬
বার্ম্মা (১২·৫ ভাগ)	৫৫২	৪৯৭	+ ৫৫
	৪,৭৪৭	৪,২৩৫	+ ৫১২

ভারতে আকের চাষ

এবার গোটা ভারতের মোট আকের জমির শতকরা ৯৪ ভাগ জমিতে আকের চাষ করা হইয়াছে। এবার ২,৬৭১,০০০ একর জমিতে আক আছে, গত সনে ছিল ২,৯২৪,০০০ একর জমিতে। গতবারের তুলনায় এবার শতকরা ৯ ভাগ জমিতে আকের চাষ কম হইয়াছে।

প্রদেশ	১৯২৮-২৯ হাজার একর	১৯২৭-২৮ হাজার একর	বেশী + কম − হাজার একর
যুক্তপ্রদেশ (৫০·৫ ভাগ)			−২১২
পাঞ্জাব (১৫·৩)			+ ১২
বিহার উড়িষ্যা (১০·২)			+ ৩
বাংলা (৭·১)			− ১৪
বোম্বাই (২·৪)			− ১৮
মাদ্রাজ (৪·১)			− ১৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (১·৫)			
আসাম (১·৪)			
মধ্য প্রদেশ ও বেরার (০·৭)	২৩	২৩	
দিল্লী (০·৩)	৫	৬	
বঙ্গোপা (০·১)	২	২	
মোট	২,৬৭১	২,৯২৪	−২৫৩

১৯২৭ সনে দুনিয়ার আমদানি ও রপ্তানি কারবার

	আমদানি		রপ্তানি	
	দশ লক্ষ ডলার	শতকরা হিস্যা	দশ লক্ষ ডলার	শতকরা হিস্যা
ইয়োরোপ	১৮,৬৫৩·৪	৫৫·১	১৪,৭৩৭·৬	৪৬·৯
উত্তর আমেরিকা	৬,১০৯·৮	১৮·০	৭,২৪·২	২২·৩
দক্ষিণ আমেরিকা	১,৭৮০·৫	৫·৩	২,২৮·৩	৬·৮
এশিয়া	৪,৭৫৪·৪	১৪·০	৫,১৯৭·৪	১৬·৪
আফ্রিকা	১,৪৫০·৩	৪·৩	১,৩২৪·২	৪·২
ওশেনিয়া	১,১০৬·৮	৩·৩	১,০৪৪·২	৩·৩
মোট	৩৩,৮৫২·২	১০০·০	৩১,৪৫৫·৯	১০০·০

বিগত ১৯২৭ সনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৫০টি দেশে শতকরা ৯৪ ভাগ কারবার হইয়াছে। এখানে ফিলাডেলফিয়ার কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান জন জে, ম্যাকফারলিন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ৫০টি দেশের বাণিজ্যের হিসাব প্রদত্ত হইল।

পঞ্চাশটি বড় বড় দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ১৯২৭, ১৯২১, ১৯১৩

	আমদানি			রপ্তানি		
	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩
	দশ লক্ষ ডলার			দশ লক্ষ ডলার		
অষ্ট্রীয়া	৪৪৮·২	৩৪৪·১	৭১১·০	২৯৫·৩	১৮৩·১	৫৬২·০
বেলজিয়াম	৮০৭·০	৭৫৯·১	৮৮৯·৩	৭৩৮·৯	৪৪০·৯	৬১৭·১
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫৩০·৭	২৮৩·৭	——	৫৯৪·৬	৩৪৫·৪	——
ডেন্মার্ক	৪৪৩·৩	৩০২·১	২২৯·২	৩৮৮·০	২৭৬·৫	১৯৩·৩
ফিনল্যাণ্ড	১৬০·২	৭০·০	৯৫·৬	১৪৮·১	৭২·৮	৭৮·১
ফ্রান্স	২,৭০৩·৬	১,৬৯৫·০	১,৬২০·০	২,১৬৬·৭	১,৪৭৪·০	১,৩২৬·০
জার্ম্মানি	৩,০৬২·৩	১,৩৬৫·৩	২,৫৫৬·৩	২,৫৬৬·৮	৭০৮·৯	২,৪০৫·১
গ্রীস	১৬৮·০	১০০·৮	৪২·৯	৭৯·৫	৫৫·৪	৩০·৮

	আমদানি ১৯২১ দশ লক্ষ ডলার			রপ্তানি ১৯২১ দশ লক্ষ ডলার		
বালকান	২০০·৩	১০৫·৪	———	১৩২·৮	৫১·৪	———
আইরিশ গণতন্ত্র	২৯৫·৫	———	———	২০০·০		
ইতালী	১,০৫০·২	৭২৮·০	৬৯৩·০	৮০৫·০	৩২৫·০	
নেদারল্যাণ্ড	১,০২২·০	৭৪৩·৮	১,৫৬৮·৯	৭৬১·৭	৪৮০·৮	
নরওয়ে	২৫৫·৯	২১৮·১	১৪৮·০	১৭৫·৭	৯০·২	
পোল্যাণ্ড	৩২৬·৪	১৬৩·১	———	২৮৩৮	১২৬·৪	———
রুমানিয়া	২০১·৯	১৫২·০	১১৩·৮	২২৭·৮	১০৩·৪	১২৯·৪
রুশিয়া	৩৫৩·৫	১০৯·৩	৭০৭·০	২৪২·১	১০·৩	৭৮২·২
স্পেন	২৩৫·৫	৩৮৩·৬	২৩৬·০	১৩৭·০	২১৪·৫	১৯৪·৬
সুইডেন	৪২২·২	২৮৩·৭	২২৬·৮	৪৩১·৯	২৪৭·৩	২১৯·০
সুইজার্ল্যাণ্ড	৪৮২·৩	৩৯০·০	৩৪৮·৮	৩৮৫·৮	৩০৬·০	২৬৪·৬
তুরস্ক	১২২·৯*	৮৬·০	১৭৫·৪	৯৮·৫০	২১·৫	১০৪·২
ইউনাইটেড কিংডম	৫,৩২৮·১	৩,৭৬৭·০	৩,২০৮·০	৩,৪৪৬·২	২,৭০৭·০	২,৫৪৬·০
যুগোস্লাভিয়া	১২৮·০	৯৮·৪	———	১১২·৭	৫৮·৭	———
মোট ইয়োরোপ	১৮,৩১৬·০	১২,১৬৪·৫	১৩,৫৯২·০	১৪,৪৯৪·৭	৮,৪১১·৫	১১,৩২৩·৭
কানাডা	১,০৮৭·১	১,২৪০·১	৬৭১·২	১,২১৮·৩	১,১৮৯·১	৩৫৪·৭
কিউবা	২৫৭·০	৩৫৯·৪	১৪০·১	৩২১·১	২৭৮·০	১৬৪·০
মেক্সিকো	১৭৩·১	২৪১·২	৬৮·২	৩১৩·৬	৩৭০·১	১৩০·৩
পোর্টোরিকো	৯৮·৮	৬৮·৩	৩৭·৪	১০৮·০	৭৮·৭	৪৮·৫
যুক্তরাষ্ট্র	৪,১৮৪·৩	২,৫০৯·১	১,৭৯০·০	৪,৭৪৮·৩	৪,০৭৯·০	২,৪৪৮·০
মোট উঃ আমেরিকা	৫,৮০০·৩	৪,৩১৩·১	২,৭০৯·৯	৬,১১৯·৩	৬,২৯৪·৯	৩,১৪৬·৫
আর্জেন্টিনা	৮২৫·০	৫৪৭·১	৪৯২·৪	৯৭১·৯	৪৮৯·৯	৫১৫·২
ব্রেজিল	৩৮৬·২	২২১·৭	৩২৪·০	৪৩০·০	২২৪·৩	৩১৫·৭
চিলি	১৩০·৩	১০০·০	১২০·২	২০৫·২	১২৫·২	১৪১·৪
কলম্বিয়া	১১৮·৮	২৯·১	২৭·৫	১২১·৩	৫৫·৫	৩৩·১
পেরু	৬৯·১	৬০·০	২৯·০	১০৭·৭	৫৯·৯	৪৩·৫
উরুগুয়ে	১০৪·২	৬৩·৫	৫২·৮	১০০·০	৪৭·৫	৭১·৯
মোট দঃ আমেরিকা	১,৬৩৩·৬	১,০৩১·৪	১,০৪৫·৯	১৯৬·১	১,০০২·৩	১,১২২·২

* ১৯২৩ সনের অঙ্ক

	আমদানি			রপ্তানি		
	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩	১৯২৭	১৯২১	১৯১৩
	দশ লক্ষ ডলার	দশ লক্ষ ডলার		দশ লক্ষ ডলার	দশ লক্ষ ডলার	
সিংহল	১৪৭·৬	৬৮·৪	৬০·৬	১৫৭·২	৬৫·০	৭৩·০
চীন	৬১১·৩	৬৮৮·৬	৪১৬·২	৬৩৪·৩	৪৫৬·১	২৯৪·৪
চোসেন (কোরিয়া)	১৭৫·৩০	১১২·১	৩৫·৬	১৭০·১	১০৫·২	১৫·৩
ভারতবর্ষ	৯৩৭·১	৬৯৯·১	৫২৬·৮	১,১৫৭·৮	৬০৭·৩	৭১৫·৩
ইন্দোচীন	১৩৪·১*	৮০·১	৫৯·১	১৫১·১	১০১·৭	৬৬·৬
জাপান	১,০৩৫·৮	৭৭০·৮	৩৬১·২	৯১০·৮	৫২৭·৩	৩১১·৭
ব্রিঃ মালয়	৫৯৪·৪	৩৪৪·৫	৩২২·৮	৬০২·৪	৩৭২·৭	৩০৫·১
নেদারল্যাণ্ড ইষ্টইণ্ডিয়া	৩৪৬·১*	৩৬৩·০	১৭৫·৫	৬৩৭·৭	৪০০·০	২৪৬·৯
পারস্য	৭৮·৬	৫২·১	৫১·০	১১০·৪	৪২·৯	৩৬·২
ফিলিপাইন	১১৫·৮	১১৫·৮	৫৩·৩	১৫৫·৬	৮৮·১	৪৭·৭
শ্যাম	৭২·৭	৫৯·০	৩৩·৯	৮৮·৫	৩০·৪	৪৩·১
মোট এশিয়া	৪,৩১২·৬	৩,৩৫৩·৫	২,১৬৬·০	৪,৭৭৬·৭	২,৮৭৮·৫	১,২৩৫·৩
আলজিরিয়া	১৮৬·৮	১৩৩·৫	১২৮·৭	১৩৬·০	১০১·৮	৯৬·৭
মিশর	২০৯·৮	২১৯·২	১৩৭·৭	২৩৭·৮	১৪৩·৫	১৫৬·৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৫৯·০	২২৪·৪	২০৩·৫	৩৫৯·০	২২৩·০	৩১১·৫
মোট আফ্রিকা	৭৮৫·৬	৫৭৫·১	৪৬৯·৯	৭২৩·৮	৪৭৮·০	৫৬৪·৭
অষ্ট্রেলিয়া	৭৮২·১	৬০৯·০	৩৮৮·১	৬৮৩·০	৪৭০·০	৩৬৫·৬
হাওয়াই	৮৬·৫	৭৩·৯	৩৬·৮		৭৩·০	৪২·৩
নিউজিল্যাণ্ড	২১৭·৯	১৬৫·২	১০৮·৪	২৩৬·০	৪৬৭·৮	১০৯·৮
মোট ওশেনিয়া	১,০৬৬·৫	৮৪৮·১	৫৩৩·৩	১,০১৯·১	৭১০·৮	৫১৭·৭
মোট দুনিয়া	৩১,৯০৪·৬	২২,২৮৫·৭	২০,৫১৭·০	২৯,৬৬৯·৭	১৯,৭৬৬·৩	১৮,৯৪০·১

* ১৯২৬ সনের অঙ্ক

আমেরিকা ও রুশিয়ায় চায়ের কাটতি

চায়ের ব্যবসাটাকে বড় করিতে হইলে দুনিয়ার কোন্ বাজারে চায়ের কাটতি বেশী হইতে পারে সেইটা আগে লক্ষ্য করা দরকার।

রুশিয়াতে গত লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মত মাথা পিছু চায়ের কাটতি বাড়িয়া গেলেও এ কাটতির কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। আমেরিকাও চায়ের পক্ষে বেশ বড় বাজার। এখানকার ১২ কোটি বাসিন্দার মধ্যে সবাই অল্প-বিস্তর চা, কফি ইত্যাদি ধরণের পানীয়ে অভ্যস্ত। তবুও এদেশে ১২ পাউণ্ড কফির জায়গায় মাত্র ১ পাউণ্ডের বেশী চায়ের কাটতি দেখা যায় না।

উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের অভাব

চায়ের এইরূপ কম কাটতির অনেক কারণ থাকিলেও প্রধান কারণ হইতেছে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের অভাব। ছোট

খাট গোছের বিজ্ঞাপন হইলেও আমেরিকার সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মত বড় রকমের বিজ্ঞাপনের কোন ব্যবস্থা সেখানে হয় নাই। শুধু নমঃ নমঃ করিয়া কোন কাজ হইবে না। খরিদ্দারের মন আকর্ষণ করিতে হইলে জোরের সহিত বিজ্ঞাপন চালানো দরকার।

কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন চা-উৎপন্নকারী দেশের মধ্যে একে অপর অপেক্ষা বেশী ব্যবসা পাইবার জন্য চায়ের উপযুক্ত প্রচার-কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ভারতের ও সিংহলের চায়ের আমদানি আমেরিকায় বেশ বাড়িয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, তবে চীন ও জাপানের সঙ্গে বেশ ঠকাঠকির পর ঐ সব বাজারে এ দেশী চা পাত্তা পাইয়াছে। আমেরিকায় অনেকগুলি নতুন চা-বোরও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মাথাপিছু চায়ের কাট্‌তি বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আগেকার দিনের মত আজকাল আর চায়ের বাজারে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের অভাব তত দেখা যায় না। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে দুনিয়ার চায়ের বাজার তদারকের জন্য মেসর নরম্যান ম্যাক্‌লিয়ডকে পাঠান হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া নতুন ভারতীয় টি-কমিশনারকে আমেরিকার চায়ের বাজারের দিকে বেশী করিয়া মনোযোগ দিতে বলিয়া দেন। এই মনোযোগের ফলে আমেরিকার বাজারে চায়ের ব্যবসা বেশ বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যাহারা চা পান করে তাহাদের চেয়ে যাহারা চায়ের ব্যবসা করে তাহাদেরই চায়ের বিষয় বেশী বলা দরকার। খুচরা ও পাইকারী উভয় দোকানদারেরই নতুন ইণ্ডিয়ান টি কমিশনার যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন। মোটের উপর এই শিক্ষার মধ্যে বিশেষ তিনটী জিনিষ তাহাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম চায়ের কোয়ালিটি খুব ভাল করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই সব চা যাহাতে মোড়া হইবে তাহার মলাটের উপর এমন সমস্ত চিত্তাকর্ষক নক্সা ও ছবি দেওয়া দরকার যাহাতে খরিদ্দারের মন সহজেই তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ কেমন করিয়া খাঁটি উপায়ে চা প্রস্তুত করিতে হয় সেইটী শিখা দরকার। আমেরিকা-বাসীদের চায়ের সম্বন্ধে এ সব বিষয়ে জ্ঞান অতি সামান্যই আছে। এমন কি কেমন করিয়া চা তৈয়ার করিতে হয় সে বিষয়েও তাহাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

রুশিয়ায় চায়ের প্রচার

চা-উৎপাদনকারীদের রুশিয়ায়ও চায়ের উপযুক্ত প্রচার-কার্য্য চালান দরকার। দিন দিন রুশিয়ায় চায়ের কাট্‌তি বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। রুশিয়াকে একেবারে অবহেলা না করিয়া চা-ব্যবসায়ীদের এ দেশের বিপুল বাজারটীকে নিজেদের হাতের মুঠায় আনিবার চেষ্টা করা উচিত। আমেরিকা ও রুশিয়ার বাজারে চায়ের ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল যে বেশী মাল আমদানির দরুণও সেখানে ব্যবসায় মন্দা পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কেরোসিন তেলের শেয়ার বিক্রয়

আজকাল একটা বিষয় লইয়া খুব তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। তৈল-শিল্পের ইতিহাসে শেয়ার বিক্রয়ের এত বড় ব্যাপার আর কখনও নাকি ঘটে নাই। এই শেয়ার বিক্রয় সম্বন্ধে যে বোঝাপড়া হইয়াছে তদনুসারে ডাচ্ শেল্, বার্ম্মা এবং অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল্ কোম্পানীগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া কারবার চালাইবে।

এই বোঝাবিদা অনুসারে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী শেয়ারপ্রতি ৫পাঃ ১শিঃ ৩ পেঃ দরে শেল্ ট্রান্সপোর্ট আণ্ড্ ট্রেডিং কোম্পানীর ৮৩৩,০০০টী সাধারণ শেয়ার কিনিবে। নতুন শেয়ার-হোল্ডার পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে আবার নতুন করিয়া শেয়ার ক্রয় করিবার অধিকারী হইবে। কারণ প্রত্যেক পাঁচটি শেয়ারের জন্য একটী নতুন শেয়ার ক্রয় করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী ১০ লক্ষ শেল্ শেয়ারের অধিকারী হইবে।

যে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী এই নতুন কারবারের অর্থ-সংস্থানের জন্য অংশীদারগণের নিকট শতকরা ৫½ পাউণ্ড হারে ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড ডিবেঞ্চার ইক্‌ বাহির করিতেছে।

মূল্য-হ্রাসের দরুণ গ্রেটব্রিটেনে মোটর গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি

পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে এবার গ্রেট ব্রিটেনের রাস্তায় ১২০,০০০ খানি মোটর গাড়ী বেশী চলিতেছে। মোট সংখ্যা অনুমান ১,২৮৭,০০০ খানি। মোটর কারখানার মালিকগণ দ্রুতগতিতে মোটর গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দিয়াছে। পূর্ব্ব থেকেই মূল্য-হ্রাসের কথা চলিতেছিল। এখন মূল্য-হ্রাস লইয়া মোটর-শিল্পিগণের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলিবে বলিয়া বোধ হয়।

বৃটিশ বিভিন্ন পাওয়ারের ছয় সিলিণ্ডারের গাড়ীগুলি কলকব্জার ও সাজসজ্জার জন্য প্রসিদ্ধ। স্বদেশে ও বিদেশে যাহাতে এই গাড়ী বহু পরিমাণে কাটে এই উদ্দেশ্যে অষ্টিন, রোভার, আর্মষ্ট্রং, সিড্‌লি, রিলি এবং অন্যান্য কোম্পানীসকল মূল্য হ্রাস করিয়াছে। ১২০ পাঃ এখন সর্ব্বনিম্ন মূল্য। বড় ধরণের গাড়ীগুলির মূল্য কমাইয়া দিয়া ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ডের মধ্যে ধার্য্য করা হইয়াছে। আট অশ্ব-শক্তি-বিশিষ্ট ছোট মোটর গাড়ীগুলি দ্রুতগতির জন্য প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত টেঁকসহি গাড়ী। এই গাড়ী এখন বাজারে ১২৫পাঃ মূল্যে পাওয়া যাইবে।

ওলিম্পিয়ার আগামী আন্তর্জ্জাতিক মোটর প্রদর্শনীতে এই মোটর-শিল্পের কোন কোন দিকে যে উন্নতি হইয়াছে সেটা বেশ ভাল করিয়া বোঝা যাইবে আশা করা যায়।

কার্টেল পুলের পথে নয়া ছুনিয়া

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটী বিখ্যাত তৈল কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। বেলজিয়ান কোক কারখানা আগামী ১লা হইতে একটা কোক কার্টেল কায়েম করিবার চেষ্টায় আছে। ইতালিতে লৌহ-ইস্পাত-উৎপাদনকারী সকল কারখানা ও কোম্পানীকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

স্পেনেও সিমেন্টের দর স্থিরীকরণের জন্য সিমেন্ট কারখানাগুলি একত্রাবদ্ধ হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। ওয়ারস নগরীতে পোলিশ লৌহ-ভবনগুলিকে সিণ্ডিকেটভুক্ত করিবার আয়োজন চলিতেছে। এই পোলিশ আয়রণ ফাউণ্ডি সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক লৌহ ইস্পাতের দাম নির্দ্ধার করা হইবে। কানাডার আলবার্টা সরকারও ঐ প্রদেশের মেষপালকগণের মধ্যে পশম পুল স্থাপনের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এই পশম পুল বা সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ছুনিয়ার পশম বাজার নিয়মিত হইবে।

মোটর-শিল্পে জোট

ওলিম্পিয়া মোটর প্রদর্শনীর পর হইতে মোটর নির্ম্মাণকারী বিলাতী কোম্পানীগুলির কাজ কারবার জোর চলিতেছে। যে সকল কারখানা ছোট ছোট গাড়ী নির্ম্মাণ করে তাহাদের ব্যস্ততাই বেশী। কারণ ছোট ছোট মোটর গাড়ীর চাহিদাই আজকাল বেশী। মোটর গাড়ী তৈয়ারীর খরচা কমাইবার উদ্দেশ্যে ও অন্যদামে যাহাতে মোটর গাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হয় এই জন্য বার্ম্মিংহামের ৭টী মোটর গাড়ী-নির্ম্মাণকারী কোম্পানী সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

ল্যাটিন আমেরিকায় জার্ম্মাণ গাড়ী

ব্রেজিলিয়ান নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বোলিংএর জার্ম্মাণ কার্ম্মের নিকট ৯৯টন করিয়া ওজনের মালবাহী দশখানি বাষ্পগাড়ীর অর্ডার দিয়াছে।

শিল্প মেলা

বয়টারের সাপ্তাহিক শিল্প-সংবাদ বিভাগ লিখিতেছেন, শিল্পমেলা ও প্রদর্শনীর উপকারিতা কত বেশী তাহা বিখ্যাত বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রীজ কেয়ার ও লাইপৎসিগ কেয়ার হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যায়। এইসকল বিশ্বমেলায় ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐ সকল মেলায় যাহাতে ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার লইয়া যোগদান করেন সে বিষয়ে ভারত সরকার এক বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজের এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড বা সাম্রাজ্যজাত শিল্প-দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় সঙ্ঘের উদ্যোগে যে সকল মেলা বা প্রদর্শনীর অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভারতবাসী যাহাতে যোগদান

করিতে পারে সরকার তাহার সুবিধা করিয়া দিবেন। সাম্রাজ্য-শিল্প-মেলায় যোগদান করিলে ভারতবাসীর ব্যবসা খুলিয়া যাইবে। বিদেশের বিভিন্ন বাজার ও শিল্প-দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে ভারত-সন্তানও তাহার স্বদেশী শিল্পের বিবিধ উন্নতি-সাধনে যত্নবান হইবে।

জার্ম্মাণির সাইকেল শিল্প

গত কয়েক বৎসরের রপ্তানি ব্যবসার তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, জার্ম্মাণির সাইকেল শিল্প খুব জোর চলিতেছে। জার্ম্মাণির তৈয়ারী বিভিন্ন ধরণের সাইকেল আজ ভারতের দোকান পশার ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। ওদিকে জার্ম্মাণি খুব সস্তা দরে ভাল ভাল জিনিষ দিতেছে। গত সনের প্রথম ৮ মাসের চাইতে বর্ত্তমান সনের প্রথম ৮ মাসে জার্ম্মাণি মূল্যের দিক্ দিয়া ঢের বেশী সাইকেল বিক্রয় করিয়াছে। গত সনের ৮ মাসে জার্ম্মাণি ১০,৮০০,০০০ মার্ক মূল্যের সাইকেল রপ্তানি করিয়াছিল। ১৯২৮ সনের প্রথম ৮ মাসে ঐ সংখ্যা ৪৫,৮০০,০০০ মার্কে উঠিয়াছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার রেডিয়াম

যুদ্ধের পর হইতে এপর্য্যন্ত চেকোস্লোভাকিয়ার ১৪·৬ গ্রাম রেডিয়াম উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার সাড়ে পাঁচ গ্রাম হাঁসপাতালসমূহে ও ডাক্তারদের কাজের জন্য দেওয়া হইয়াছে, ১৩ গ্রাম বিক্রয় করা হইয়াছে এবং ৭·৮ গ্রাম মজুত আছে। আগামী বৎসর আরও ৩ গ্রাম রেডিয়াম উত্তোলিত হইবে।

সোভিয়েট সরকারের রাস্তা নির্ম্মাণে দেড়শ' কোটি রুবল

আগামী ৫ বৎসরে রুশিয়ার রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য সোভিয়েট সরকার এক লম্বা কর্দ্দ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ৫ বৎসরে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য কমসে কম দেড়শ' কোটি রুবল বা ১৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হইবে। ষ্টেট বাজেটে যেসকল রাস্তার হিসাব আছে সে সবগুলিকে পাকা পোক্ত করিতে হইবে। এই জন্য ৩ কোটি রুবল মূল্যের ঘোড়াতি ৭২ হাজার টন আলকাতরা, ১০ হাজার টন সিমেণ্ট দরকার হইবে। স্থানীয় রাস্তা ঘাটের জন্য ৮ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হইবে।

সোভিয়েট রেশম কমিশন

কৃত্রিম রেশম-শিল্প সম্বন্ধে গুয়াকিবহাল হইবার জন্য সম্প্রতি সোভিয়েট সরকারের সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিল কর্ত্তৃক এক বিশেষ কমিশন বার্লিন গমন করিয়াছে। এই কমিশন প্রায় ছয় মাস কাল জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজার্ল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে কাটাইয়া ঐ সকল দেশের কৃত্রিম রেশম শিল্পের কলকারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করিবে। রুশিয়ার সঙ্গে এইসকল দেশের রেশম কারবার সম্পর্কেও এই কমিশন আলোচনা করিবে। সোভিয়েট সরকারের তরফ হইতে এই কমিশন বৈদেশিক শিল্প এক্সপার্ট বা রেশম-বিশেষজ্ঞগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। দেশে ফিরিয়া এই কমিশন কতকগুলি রুশ ইঞ্জিনিয়ারকে বিদেশে কৃত্রিম রেশম সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ও ঐ সকল দেশের শিল্পকারখানা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য প্রেরণ করিবে।

কানাডার গম শস্য

দুনিয়ার গম-রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে কানাডার স্থান সকলের উপরে। গম-উৎপাদনে কিন্তু কানাডা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে; কারণ প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্র গম উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু আমেরিকা তাহার ১৩ কোটি লোকের ভরণপোষণ করিয়া খুব কম গমই বাহিরে রপ্তানি করিতে পারে। অন্য দিকে কানাডা তাহার মাত্র ৯০ লক্ষ লোকের অন্ন-সংস্থান করিয়া তাহার মোট গমের শতকরা ৮০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করিতে সমর্থ। আবার কানাডার জমিতে গমের ফলন আমেরিকার জমির চাইতে বেশী। কানাডার কিষাণ একর প্রতি সাধারণতঃ ১৯ বুশেল করিয়া গম জন্মায়। কানাডার কোন কোন অঞ্চলে একর প্রতি ২২ বুশেল পর্য্যন্ত জন্মে। আমেরিকান কিষাণ সেই তুলনায় একর

প্রতি মাত্র ১৩ বুশেল করিয়া জন্মায়। ১৯২৭ সন কানাডার কিষাণকুলের সব চাইতে সুফলা বছর। ঐ সনে কানাডায় ৪৫ কোটি বুশেল গম জন্মে এবং ইহা হইতে প্রায় এক অর্ব্বুদ ডলার বা ৩০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া কানাডার একখানি সংবাদপত্র লিখিয়াছে "মাতা বসুন্ধরা তাঁহার সকল ধন-সম্পদ্ কানাডার কৃষকের পকেটে তুলিয়া দিতেছে। আলিবাবা যদি বিশটা রত্নগুহাও আবিষ্কার করিত তাহা হইলেও কানাডার এই কৃষি-সম্পদের তুল্য রত্নরাশির সন্ধান পাইত না।"

বিগত ৫ বৎসর ধরিয়া কানাডার কৃষিতে এমনিতর সফলতা দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে কিষাণকুল সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হইয়াছে। তাহারা এখন আরও উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতেছে। কার্য্যের কাজের জন্য মোটর গাড়ী, রেডিও প্রভৃতি সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিতেছে।

গম ও অন্যান্য শস্যের দাম যাহাতে মহাজন ও ব্যবসায়িগণের ধাপ্পাবাজিতে পড়িয়া না যায় সেজন্য কানাডার কৃষকেরা জোট কায়েম করিয়াছে। এই জোটের নাম "হুইট পুল"। সকল দেশের বাজার-দর এদের জানা আছে। সকল স্থানের সঙ্গে এদের খবরাখবর চলে। জোটের উপর কানাডার কিষাণরা একদিকে যেমন শস্য উৎপাদন করিতেছে, অন্যদিকে আবার তাহারাই শস্যের বাজার-দর নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বাংলার নিরক্ষর অজ্ঞ কৃষকের মত এরা নয়। বাংলার কৃষক কেবল পাথার খাটুনিই খাটিতে পারে, পাট, ধান তারা চেরই জন্মায়, কিন্তু ন্যায্য মূল্য তারা পায় না। কারণ কানাডার কিষাণদের মত জোট তাদের মধ্যে নাই।

হুইট পুলের চেষ্টায় কানাডার কৃষকরা গত ৫ বৎসর হইতে গমের দর একরূপ তাহাদের ইচ্ছামত বাঁধিয়া দিয়াছে। আলবার্টা, স্যাচক্যাচেওয়ান ও মানিটোবা এই তিনটি প্রদেশই কানাডার সব চাইতে সুজলা সুফলা স্বর্ণপ্রসূ।

১৯২৩ সনে আলবার্টার কৃষকরা এক হুইট পুল বা গম বিক্রয়ের জোট স্থাপন করে। ইহাতে এই অঞ্চলের গম উৎপাদনকারিগণের শতকরা ৪৬ ভাগ যোগদান করে। প্রত্যেক সভ্য ৫ বৎসরের জন্য একটা চুক্তিনামা সহি করে। ইহাদ্বারা সে ঐ পাঁচ বৎসরের উৎপাদিত সকল গম ঐ সঙ্ঘের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। প্রথমতঃ তাহাকে তাহার শস্যের কতকটা মূল্য নগদ দেওয়া হয় ও বাকী মূল্যের জন্য একটা চিঠা দেওয়া হয়। পরে ঐ শস্য উপযুক্ত সময়মত উপযুক্ত দামে বিক্রয় হইলে উক্ত কিষাণের সকল মূল্য প্রদান করা হয়। আলবার্টায় এই হুইট পুল আশ্চর্য্য রকমে সাফল্য-মণ্ডিত হয় এবং ইহার অনুকরণে স্যাচক্যাচেওয়ান ও মানিটোবা প্রদেশেও ১৯২৫ সনে এই ধরণের জোট স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমানে এই সকল পুলগুলির মেশের মধ্যে ৩০০টি কেন্দ্র আছে। ইহাতে গুদামঘর ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আছে। ঐ সকল গুদাম ঘরে ৫ কোটি বুশেল শস্য জমা থাকিতে পারে। এই পুলগুলিতে বর্ত্তমানে ১৩৮,০০০ কিষাণ সভ্য আছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ১৩টি বিখ্যাত গম আমদানিকারী দেশে ইহাদের এজেন্ট আছে। ১৯২৫-২৬ সনে এই তিনটি প্রদেশের শতকরা ৫৩ ভাগ গম এই সকল পুলের মধ্যবর্ত্তিতায় বিক্রয় হয়।

ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই পুলগুলির জন্যই কানাডার কিষাণরা তাহাদের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য ভোগ করিতেছে এবং তাহারা দিন দিন ঐশ্বর্য্যের পথে চলিয়াছে। বাজার-দরের ওঠানামা লইয়া আর এদের মাথা ঘামাইতে হয় না—মহাজন ব্যবসাতে ছুরাচুরি করিতে ও ইহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। পুলই ইহাদের সকল প্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ করিতেছে।

গত তিন বৎসরে এই পুলের হাত দিয়া কমসে কম ১০ কোটি টাকার গম কেনা বেচা হইয়াছে। দুনিয়ার কো-অপারেটিভ মার্কেটিং বা সমবায় বিক্রয় সমিতির ইহা সব চাইতে বৃহৎ কারবার।

আমেরিকার চা আমদানি

গত ৩০শে জুন (১৯২৮) যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সনে আমেরিকার বন্দরগুলিতে মোট

৯১,১০৫,৬১৩ পাউণ্ড চা আমদানি হইয়াছে। পূর্ব্ব সনের তুলনায় এই সনে ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড চা কম আমদানি হইয়াছে। জাপান ও ভারতবর্ষ প্রত্যেকে বিশ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া চা কম রপ্তানি করিয়াছে। আমেরিকায় এবার ব্রাকে টি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও গ্রিন টি ২০ লক্ষ পাউণ্ড কম আমদানি হইয়াছে। ডাচ ইণ্ডিজও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড চা কম পাঠাইয়াছে। মোট চা আমদানি খুব কমিয়া গেলেও সিংহলের চা এবার আমেরিকায় বেশী আমদানি হইয়াছে। সিংহল এবার ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা বেশী পাঠাইয়াছে। আমেরিকায় এবার তাহার মোট রপ্তানি ২৭০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছিয়াছে। পূর্ব্ব সনের মোট চা আমদানির শতকরা ৯৩ ভাগ এই সনে আমদানি হইয়াছে।

চীনা সিল্ক

জাপানিষ্ট চাহনায় বিরাটভাবে সিল্ক-উৎপাদনের আয়োজন চলিতেছে। এ কাজে মার্কিণ পুঁজি চীনকে সাহায্য করিতেছে। আমেরিকান সিল্ক অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় চীন ৫ বৎসরের মধ্যে তাহার রেশম-উৎপাদনের হার ডবল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। চীনের বিভিন্নস্থানে রেশম-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে চীনা কিষাণদের উন্নত প্রণালীতে রেশম উৎপাদনের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ১৯২৯ সনে চীনে যে পরিমাণ গুটি পোকার ডিম উৎপাদন করা হইবে তাহা চাহিদার চাইতে ঢের বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চীনের বিভিন্ন প্রদেশে রেশম-শিল্পের বিউরো বা সংবাদ বিভাগ খোলা হইয়াছে। ঐ সকল স্থান হইতে চীনা কিষাণরা রেশম-শিল্পের সকল সংবাদ ও যন্ত্রপাতির খবর পাইতেছে। চীন শীঘ্রই তাহার রেশম রপ্তানি ডবল করিবে এরূপ মতলব আঁটিয়াছে।

তামাকখোর ইংরেজ

১৯২৬ সনের যে মাসে ইংরেজ ১ কোটি ১১ লক্ষ ১ হাজার ২ শত ৪৫ পাউণ্ড তামাক খাইয়াছে। ১৯২৭ সনের যে মাসে ১ কোটি ২২ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড তামাক খাইয়াছে এবং ১৯২৮ সনের যে মাসে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ১ শত ৪২ পাউণ্ড তামাক খাইয়াছে। ইংরেজের তামাক খাওয়া বাড়িতেছে।

প্যারার (ব্রেজিল) আমদানি বাণিজ্যে বিলাতের স্থান

প্যারার (ব্রেজিল) আমদানি-করা মালগুলা প্রধানতঃ বিলাত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মানি হইতে আসিয়া থাকে। ১৯২৬ সনে বিলাত ১৯০০০ টন মাল পাঠাইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র পাঠাইয়াছিল ৬০০০০ টন। বিলাতের কয়লার খনি বন্ধ হওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রই প্রধানতঃ প্যারাকে জাহাজে ব্যবহার্য্য কয়লা যোগাইয়াছিল। সেইজন্য ১৯২৬ সনে বিলাত হইতে আমদানি এত কমিয়া যায়। ১৯২৭ সনে বিলাত ৩৭০০০টন মাল পাঠাইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র পাঠাইয়াছিল ৩১,০০০ টন, জার্ম্মানি পাঠাইয়াছিল ৮০০০ টন। মালের ওজনের দিক্ হইতে বিলাতের স্থানই প্রথম।

কয়েকটী কারণে প্যারার বাজারে বিলাতী জিনিষের কাটতি যতটা বাড়িতে পারে তাহা বাড়িতেছে না; সেই কারণ কয়টী এই :—

(১) জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ফরাসী ও বেলজিয়ান মালের তুলনায় বিলাতী মালের দর বেশী।

(২) আমেরিকান ও জার্ম্মাণ শিল্পপতিরা প্যারার বাজার লইয়া ইংরেজ শিল্পপতিদের চেয়ে ঢের বেশী মাথা ঘামাইয়া থাকে।

(৩) আমেরিকান ও জার্ম্মাণ শিল্পপতিরা প্যারার বাজারে নিজেদের মালের রীতিমত 'প্রচার' করিতে চেষ্টা করে, ইংরেজ শিল্পপতিরা তাহা করে না।

(৪) যে সমস্ত মালের ওজন-হিসাবে আমদানি-শুল্ক আদায় করা হয়, সেই সমস্ত মালের ওজন কমাইতে চেষ্টার অভাব।

(৫) আমেরিকান ও জার্ম্মাণ শিল্পপতিরা সোজাসুজি প্যারার খরিদ্দারদের নিকট হইতে অর্ডার পাইয়া থাকে, কিন্তু ইংরেজ শিল্পপতিরা সোজাসুজি প্যারার খরিদ্দারের

নিকট হইতে অর্ডার পায় না, বিলাতী দালালদের হাত দিয়া এই অর্ডার ঘুরিয়া আসে।

এনামেলের বাসনের উপর আমদানি-শুল্ক

বিলাতে বাহির হইতে আনীত গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য্য লৌহ বা ইস্পাতনির্ম্মিত এনামেল-করা বাসনের উপর আগামী ৫ বৎসর মালের মূল্যানুসারে ২৫% হারে আমদানি শুল্ক আদায় করা হইবে। তবে যদি এই ধরণের মাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ⅓ ভাগ কম লওয়া হইবে।

চিলিতে মোটর কাটতি

চিলিতে মোটরের উপর আমদানি-শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে আমদানিকারীরা মোটরের দাম কমানের জন্য মোটরগাড়ী, মোটরবাইক ও মোটরলরীর কাটতি খুব বাড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের গুদামের মাল শীঘ্র ফুরাইয়া আসিতেছে।

মিশরে ১০০টী নূতন হাঁসপাতাল

এপর্য্যন্ত মিশরের সর্ব্বত্র উপযুক্ত হাঁসপাতাল ছিল না। হাঁসপাতালে চিকিৎসা করাইবার জন্য রোগীদের অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মিশরের নানা সহর ও পল্লীতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ১০০টী নূতন হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য একটী স্কীম প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি রাজস্ব-সচিবের বিভাগ কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদিত হইয়াছে।

আফগানিস্থানে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ

আফগানিস্থান জার্ম্মাণ ক্যাপ্টেনপতিদের নিকট একটা মোটা টাকার ঋণ লইয়াছে। কিন্তু এই ঋণ মুদ্রায় লওয়া হইবে না, তাহার পরিবর্ত্তে আফগানিস্থানের নূতন রেলপথ-সমূহ নির্ম্মাণের জন্য রেল, ইঞ্জিন প্রভৃতি যাহা কিছু দরকার হইবে তাহা লওয়া হইবে। জার্ম্মাণ কারখানাপতিদের মত অল্পদরে রাজী হইতে না পারায় কয়েকজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার চেষ্টা করিয়াও এই অর্ডার সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

স্বর্ণ-মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরেও ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেই নোটের সহিত স্বর্ণের প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের সম্বন্ধ বজায় থাকে নাই। গভর্ণমেণ্টের ব্যয় মিটাইবার জন্য রাজস্ব যথেষ্ট না হওয়াতে ইচ্ছামত নোট ছাপাইয়া সরকারী খরচ মিটাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যের তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রার (সুতরাং নোটেরও) মূল্য কমিতে থাকিল। নোটের মূল্য-হ্রাস সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা দিয়াছিল জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়াতে। ইংলণ্ডও এই দুর্দ্দশা হইতে রেহাই পায় নাই; গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাহির করা ট্রেজারি নোটের দাম প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের দামের তুলনায় কমিতেছিল। এই মূল্য-হ্রাস বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত শীঘ্র না করিলে ইংলণ্ডের নোটের অবস্থা জার্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়ার নোটেরই সমান অবস্থায় পৌঁছান অসম্ভব হইত না। শ্রীযুক্ত ডি এম্, ম্যাসন নামে জনৈক ইংরেজই প্রথমে এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। বিলাতের মুদ্রা-জগতে আরও অধিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার জন্য স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন যে একান্ত আবশ্যক তাহা তিনিই প্রথম বুঝিয়া জনমতকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে রীতিমত আন্দোলন চালাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টায় ১৯১৯ সনের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন সহরে বড় বড় ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ীদের একটী সভা আহূত হয় এবং সেই সভায় 'সাউণ্ড কারেন্সি অ্যাসোসিয়েশান' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ীর ও ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের লইয়া উক্ত অ্যাসোসিয়েশানের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশানটীকে যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ ও অন্যান্য বাধা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টকে স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে রীতিমত চেষ্টা করিতে থাকে। রাজস্ব-সচিবের পর রাজস্ব-সচিবের নিকট উক্ত বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মেমোরেণ্ডাম

পাঠান হইতে থাকে। প্রথম মেমোরেণ্ডামটি পাঠান হয় শ্রীযুক্ত অষ্টেন চেম্বারলেনের নিকট। অবশেষে শ্রীযুক্ত চার্চ্চিল বিলাতে স্বর্ণমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। উক্ত সমিতির চেষ্টায় যে কেবল বিলাতেরই স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য অনেক দেশও উক্ত সমিতির আন্দোলনের ফলে স্বর্ণমানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া পুনরায় তাহাতে ফিরিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ১৯টী দেশ স্বর্ণমানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। জগতের প্রধান প্রধান প্রায় সকল দেশেরই মুদ্রা-ব্যবস্থা এখন স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে বাণিজ্যিক লেনদেনের যে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হ্যাসন "মনিটারি পলিসি, নাইটিন ফোর্টিন টু নাইটিন টোয়েন্টি ফাইভ" (মার্টিন হপকিন্সন, লণ্ডন; ১১৩ পৃষ্ঠা) নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে উপরোক্ত সমিতির কার্য্যাবলীই প্রধানতঃ স্থান পাইলেও, অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা নির্দ্দোষ মুদ্রা-ব্যবস্থা ও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষপাতী, এই গ্রন্থখানা তাঁহাদের বিশেষ ভাল লাগিবে।

ল্যাঙ্কাশিয়ারের দুরবস্থা

বিলাতের নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলিতেছেন 'অতীতের এক বৃহৎ শিল্পে আজ বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। বিগত সাত বৎসর ধরিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্র-শিল্পে মন্দা ভাব চলিয়াছে। বিদেশে মাল বিকাইতেছেনা—বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের উৎসাহ নাই রপ্তানিসংখ্যা ক্রমে কমিয়া গিয়াছে। কলওয়ালারা বেতন ও লোক কমাইবারও মতলব আঁটিতেছেন। ১৯২৬ সনে ইংলণ্ডের এই বিপুল ও সর্ব্ববৃহৎ রপ্তানি-শিল্পের দুরবস্থা প্রকাশ পাইল। ইংরেজ দেখিতে পায় তাহার এক সুবিশাল শিল্প-সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

দুনিয়ার অবস্থা একই ভাবে চলিতেছে

১৯০৯-১৯১৩ এই সময়ের তুলনায় দুনিয়ার বস্ত্র-চাহিদা বর্ত্তমানে একই রূপ রহিয়াছে। অন্যদিকে বস্ত্র-উৎপাদনের ক্ষমতা শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দুনিয়ার সূত্র-শিল্পে শতকরা ২৩ ভাগ ও লিনশুডস বা বস্ত্র-শিল্পে শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। ল্যাঙ্কাশিয়ারে উৎপন্ন মালের পাঁচ ভাগের চারি ভাগই বিদেশে রপ্তানি হয়। এজন্য দুনিয়ার সূত্র ও বস্ত্র ব্যবসায়ের এই হ্রাস তাহাকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। অধ্যাপক জি, ডব্লিউ ডেনিসেন ও মিঃ জন জিউকস্ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ওজনে ও গজ হিসাবে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ল্যাঙ্কাশিয়ারের রপ্তানির পরিমাণ তিন ভাগের একভাগ কমিয়াছে। ১৯০৯-১৯১৩ সনে ইংলণ্ড দুনিয়ার বস্ত্র রপ্তানি ব্যবসায় শতকরা ৬৯·৯ ভাগ মাল সরবরাহ করিয়াছিল, ১৯২৩—১৯২৪ সনে ইংলণ্ড মাত্র শতকরা ৪০·৫ ভাগ মাল রপ্তানি করিয়াছে। নিম্নে ১৯০৯-১৩ ও ১৯২৩-২৫ সনের বিভিন্ন দেশের বস্ত্র-রপ্তানি ব্যবসায়ের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল।

দুনিয়ার বস্ত্র রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের স্থান

লিনশুডস রপ্তানি (মেট্রিক টন)

দেশের নাম	১৯০৯-১৩ গড়	১৯২৩-২৫ গড়	১৯০৯-১৩ শতকরা হার
ইউনাইটেড কিংডম	৫০৬,৮৩১	৩৬৯,১১১	৬৯·৯
যুক্তরাষ্ট্র	৩৩,৪৬৫	৪২,৫৮৮	৪·৪
ইতালী	৪২,৯১০	৫৮,৩৫০	৫·৩
ফ্রান্স	৪৪,৩২৪	৪৫,৩১৪	৫·৮

দেশের নাম	১৯০৯-১০ গড়	১৯২৩-২৪ গড়	১৯০৯-১০ শতকরা হার	১৯২৩-২৪ শতকরা হার
জাপান	১০,৩৩৬	৮৪,১৮৮	১·৩	১১·৫
চেকোস্লোভাকিয়া	———	৩১,০৮২	—	৪·২
ভারতবর্ষ		১৮,৬৭৪	১·৭	২·৬
অন্যান্য দেশ		৮১,৩৪৮	১১·৩	১১·২

ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের কাটতি কোথায় কমিয়াছে ?

	১৯১৩ সালের গজ	১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে শতকরা কমতি
সুদূর প্রাচ্য (ভারত ইত্যাদি)	৪,৩৭৫,৭১১	৪৪
নিকট প্রাচ্য (মিশর ইত্যাদি)	৭২১,৪২০	৯১
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৭২,৮৩৪	৮৩
স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্ত উপনিবেশ	৩৯৩,২২০	৮১
ইয়োরোপ	২৬৯,৭৭৪	১৩০
আফ্রিকা	৩৩৩,২৪০	১০৫
যুক্তরাষ্ট্র	৪৪,৪১৫	১৯৯

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন ভারতের বস্ত্র-শিল্প বাজারেই ইংরেজের সব চাইতে বেশী ক্ষতি হইয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৫ সনে ঐ সকল দেশে বিলাতী বস্ত্রের কাটতি শতকরা ৫৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রথমে অনেকে ধারণা করেন যে, ভারত-বাসীর নিম্ন ক্রয়ক্ষমতা ও চীনের ঘরোয়া বিবাদই ইহার জন্য দায়ী, কিন্তু হিসাবপত্র ঘাঁটিয়া দেখা যায় ইহা সত্য নহে। ১৯২২-১৯২৬ সনে ১৯১৩ সনের তুলনায় ভারত-বাসীর বস্ত্র-ক্রয়ক্ষমতা শতকরা ৭ ভাগ মাত্র হ্রাস পায়, কিন্তু ঐ সময়ে দেখা যায় যে, বিলাতী বস্ত্রের ভারতে আগমন শতকরা ৪৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং ভারত-সন্তান কর্তৃক স্বদেশী তাঁত বস্ত্র ও দেশী মিলের কাপড়ের ক্রয় ১৯১০-১৯১৪ সনের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৬ ও ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২২-২৪ সনে চীনে তুলা বস্ত্রের কাটতি ১৯০৯-১৯১০ সনের চাইতে শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় বিদেশী বস্ত্রের আমদানি কিন্তু শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া যায়। লিগ অব নেশান্সের ইকনমিক ও ফিনান্সাল সেকশান হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে, ১৯২২-২৪ সনে চীনে দেশী মিলের বস্ত্রউৎপাদন ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২৭,০০০,০০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধি পায় এবং হস্ত-চালিত তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ৫৭০,০০০,০০০ হইতে ৪৭০,০০০,০০০তে বৃদ্ধি পায়।

জাপানের বস্ত্র-শিল্প শতকরা ১৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে

১৯১৩ সনের পর হইতে যুদ্ধের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের মধ্যে জাপানের বস্ত্র-শিল্পের বহর শতকরা ১৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাও ল্যাঙ্কাশিয়ারের বর্তমান দুর্দশার জন্য অনেকটা দায়ী। মিঃ ডব্লিউ বি, কানিংহাম, জাপানের ব্রিটিশ কনসাল বলেন যে, ১৯২১-১৯২৫ সনের মধ্যে ১৯১৬-১৯২০ সনের তুলনায় চীনে জাপানী রপ্তানি শতকরা ৩৩ ভাগ ও ভারতে শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইংরেজ প্রতিযোগিতায় টিঁকিতেছে না

ইংলণ্ডকে তাহার সুবৃহৎ বস্ত্র-শিল্প-সৌধের বলদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ঐ সকল দূর দেশ হইতে বস্ত্র-শিল্পের উপযোগী তুলা বহিয়া আনিবার খরচপত্র তো রহিই আছে। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডে মজুরী ভারত ও চীন জাপানের মত অত সস্তা নয়।

জাপান ও ভারত একরূপ ঘরে বসিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের রপ্তানি শুল্ক খরচায় পাইয়া থাকে।

এক কথায় কাপড়ের আধুনিক কল-কারখানা জাপান ও ভারতে যত সস্তায় চলিতে পারে অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভবপর নয়।

জাপানের বস্ত্র-শিল্প কারখানায় দৈনিক বিশ ঘণ্টা করিয়া কল চালান হয়। জাপানের সকল মিলগুলিই জাপান কটন স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশানের অন্তর্গত। ঐ দেশে বস্ত্র উৎপাদন যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ও বিরাটভাবে অতি অল্প খরচায় হয় বিলাতে তাহা সম্ভবপর নয়। এজন্য জাপানের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। প্রতিযোগিতায় জাপানের উপর টেক্কা দিবার ক্ষমতা ইংরেজের নাই।

মিশরে বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি কমিয়াছে

মিশরে ইংরেজের বস্ত্র আমদানি বিস্তর কমিয়া গিয়াছে। ইতালী, জাপান, ফরাসী ও বেলজিয়াম দিন দিন মিশরের ব্যবসা মহলে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মিশরের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই আশা করা যায় তাহার আর্থিক ও ব্যবসা-জীবনে বিলাতী প্রভুত্ব আর থাকিবেনা।

ইংরেজ দক্ষিণ আমেরিকায় বস্ত্র-ব্যবসা হারাইয়াছে। ব্রেজিলের মিলগুলিতে আজকাল বিস্তর কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। তাহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজ প্রতিযোগিতায় পারিতেছে না।

একমাত্র জার্ম্মানি ও নেদারল্যাণ্ডস ইংরেজের নিকট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুতা ক্রয় করিতেছে।

চীনের নতুন ঋণ

নানকিনের অর্থ-সচীবের আফিস হইতে প্রকাশ যে দুইটী সমান অংশে ৮,০০০,০০০ পাউণ্ডের একটী সংস্কারক ঋণ তোলা হইবে।

কেরোসিন এবং পেট্রোলের যে সমস্ত বিশেষ শুল্ক আদায় হইবে তাহা এই ঋণ পরিশোধকল্পে ব্যয় হইবে। এই বিষয়ের সমস্ত ভার একটি স্পেশাল সিংকিং ফাণ্ড কমিটীর হাতে দেওয়া হইবে। এই কমিটি কাসটমস্ আর ট্যাক্স ও ষ্ট্রেম্পারী বণ্ড বাবদ শতকরা ২৯০ করিয়া একটি অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবেন। কেরোসিন ও পেট্রোলের উপর বিশেষ শুল্ক বন্ধ হইয়া গেলে কিংবা নূতন জাপানীজ টারিফ সিডিউলের দরুণ যদি কাসটমস্‌এর শুল্ক বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে এই নূতন ঋণ পরিশোধের অন্যবিধ উপায় ঠাওরাইবার জন্য প্রথমে মনোযোগ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে এই ঋণের আসল ও সুদের টাকার প্রথম অংশ আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে তোলা হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মজুরের কয়লা তোলার শক্তি

নিম্নের তালিকায় কয়েকটী বিশিষ্ট দেশে একজন মজুর গড়ে কি পরিমাণ কয়লা (ক) খাদের উপরে ও ভিতরে, (খ) কিংবা শুধু খাদের ভিতরেই, তুলিতে সমর্থ হয় তাহার তালিকা দেওয়া হইল। দেশ-বিদেশের এই তুলনা ঠিক যে যুক্তিযুক্ত তাহা নহে। কারণ দেশগুলির ঠিক একই সালের হিসাব পাওয়া যায় নাই। তথাপি ইহার অনেকখানি দাম আছে ইহা স্বীকার্য্য। ইহা ছাড়া কোন দেশের মজুর যে কতখানি কার্য্যক্ষম তাহাও ঠিক বোঝা যাবে না। কারণ খাদের ভিতর কাজের অবস্থা এক এক দেশে এক এক রকম ও আছেই, আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশের খাদের ভিতরে ও উপরের কাজের অবস্থাও ভিন্ন ধরণের। বিলাতে ১৯২৭ সালে খাদের মধ্যে কাজ করিয়াছিল মোট মজুরের শতকরা ৭৯ জন। ভারতে কয়লা বিলাত অপেক্ষা কম মাটির নীচে থাকে। এখানে শতকরা ৬৯ জন কুলি খাদের ভিতর কাজ করিয়াছে ১৯২৭ সালে। অন্যপক্ষে ভারতে শ্রম কমাইবার জন্য অন্যান্য দেশের মত সেরূপ কলকব্জার ব্যবহার এখনও আরম্ভ হয় নাই। তবে এদের ব্যবহার আস্তে আস্তে আরম্ভ হইতেছে।

এই সমস্ত ব্যাপার ভারতীয় কুলির আপেক্ষিক অক্ষমতার একটী কারণ বটে।

	খাদের ভিতরে ও উপরে কার্য্যে নিযুক্ত কুলিপ্রতি কয়লার পরিমাণ (টন)	খাদের ভিতরে কুলিপ্রতি কয়লার পরিমাণ (টন)	সাল
মার্কিণ	৭৮০	৯৩০	১৯২৬
বিলাত	২৪২	৩১৬	১৯২৭
জার্ম্মাণি	২৭৮	জানা নাই	১৯২৭
ফ্রান্স	১৬০	২২৫	১৯২৭
বেলজিয়াম	১৫৪	২১১	১৯২৭
জাপান	১৩২	জানা নাই	১৯২৬
ভারত	১১৩	১৬৬	১৯২৬
	১১২	১৭৬	১৯২৭

মজুরপ্রতি কয়লার পরিমাণ ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত গত ৫ বৎসরে কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

খাদের উপরে ও ভিতরে (টন)	কেবলমাত্র খাদের মধ্যে (টন)
৯৭·৪	১৬৩·৭
১৯২৪	১০৩·৬	১৬৬·৮
১৯২৫	১১০·৫	১৭৩·১
১৯২৬	১১৩·১	১৬৫·৯
১৯২৭	১২২·৩	১৭৬·৪

মাথাপিছু মজুরের কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়লা কাটিবার যন্ত্র-সংখ্যাও বাড়িতেছে। ১৯২৭ সনে এইরূপ ১৪১টী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, ১৯২৬ সনে হইয়াছিল ১২৬টী। এই সমস্ত যন্ত্রের অধিকাংশই বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা চালিত হয়। ৫৫টি খনিতে এই সমস্ত যন্ত্রদ্বারা কাজ চলিয়াছিল। ১৯২৭ সনে যন্ত্রদ্বারা কর্ত্তিত ভূ-ভাগের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭,৪৪৫,১৪৮ বর্গ ফুট.এবং তার পূর্ব্ব বৎসর ৬,০৭৬,০৪২ বর্গফুট। রাণীগঞ্জ কয়লা-ক্ষেত্রে কয়লা তুলিবার যন্ত্র ব্যবহার দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

১৯২৭ সনে খাদের ভিতর দৈব-দুর্ব্বিপাকে অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল ১৯৬ জন কুলির। অর্থাৎ হাজার করা ১১ জন কুলির অপমৃত্যু হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ঐরূপে কুলি মরিয়াছিল হাজারকরা ৯৯ জন। বড় বড় কয়লার খনি-গুলির প্রায় সমস্তই বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হইয়াছে।

(ক) দেশী

কংগ্রেসে শ্রমিক অভিযান

কলিকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবস দেশবন্ধু নগরে বিশ হাজার শ্রমিকের অভিযান কংগ্রেসের ইতিহাসে তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা যুগান্তরকারী ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ হাজার শ্রমিক যখন পতাকা-হস্তে দলে দলে রাজপথ দিয়া দেশবন্ধু নগরের অভিমুখে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছিল, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা দরিদ্র, অঙ্গে ভাল বেশভূষা নাই, অধিকাংশই নগ্নপদ। তাহাদের মুখে, বাহুতে, চক্ষে কঠোর দৈহিক শ্রমের চিহ্ন বর্ত্তমান; কিন্তু ইহারা যেরূপে শান্তভাবে, সুশৃঙ্খলার সহিত বিরাট বাহিনী শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া চলিয়াছিল, তাহাদের মুখে যেরূপ আগ্রহ ও দৃঢ়-সঙ্কল্পের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—তাহা মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। তারপর কংগ্রেস মণ্ডপে তাহারা যেরূপ শান্তভাবে নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সভা করিয়াছিল, তাহাও অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে অনুকরণযোগ্য। মোট কথা, সেদিনকার শ্রমিক অভিযান দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, এদেশের নির্য্যাতিত গণশক্তির মধ্যে এবার সত্যই নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহারা সমস্ত অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

শ্রমিকগণ আসিয়াছিল জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইতে, দাবী পেশ করিতে। অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে যে, এখন কংগ্রেস যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে ইহা শিক্ষিত, ধনী বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদেরই করতলগত, তাহাদেরই স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার কর্ম্ম-ধারা নির্দ্দিষ্ট হয়। দেশের যে জনসাধারণ, কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়, দরিদ্র নিরক্ষরের দল, যাহারা দেশের চৌদ্দ আনা, তাহাদের স্থান কংগ্রেসে নাই, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধনী ও অভিজাত নেতারা ব্যস্ত নহেন। অর্থাৎ যাহারা বলিতে গেলে দেশ, যাহাদের নাম করিয়া কংগ্রেস মুক্তি-সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াই কংগ্রেস লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এ চেষ্টা যে ব্যর্থ-প্রয়াস, তাহা দিন দিনই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। দেশের গণশক্তিকে এইভাবে উপেক্ষা করিয়া কোন পরাধীন জাতিই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। আমরাও পারিব না। জনসাধারণের সম্মতি ও দৃঢ়সমর্থন যদি কংগ্রেসের পশ্চাতে না থাকে, তবে কংগ্রেস কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবে?

কিন্তু কংগ্রেস শ্রমিকদিগকে উপেক্ষা করিলেও, তাহাদিগকে না ডাকিলেও, শ্রমিকেরা নিজেই তাহাদের দাবী লইয়া কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা আর উপেক্ষিত অবজ্ঞাত হইতে চাহে না—জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহারা তাহাদের মনের কথা জানাইবেই। ইহার দ্বারা কংগ্রেসকে তাহারা সম্মানিতই করিয়াছে। কংগ্রেস যদি এইসব চির-উপেক্ষিত দেশের দরিদ্র অবজ্ঞাতদের আহ্বানে এখনও সাড়া না দেন, তবে বিষম ভুল করিবেন। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রত্যাখ্যাত কৃষক-শ্রমিকরাই একদিন কংগ্রেস দখল করিয়া বসিবে এবং এই শিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্তদিগকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে,—এ সম্ভাবনা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

অতএব ঝড়ের পূর্বলক্ষণ দেখিয়া আজিকার কংগ্রেস-নেতারা সময় থাকিতে সাবধান হউন, ঝড়কে আগে হইতেই বরণ করুন।

শ্রমিকেরা কি চায় তাহা তাহাদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহারা বলিয়াছে যাবৎ ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা স্থাপিত না হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকদের শোষণক্রিয়া বন্ধ না হয়, তাবৎ শ্রমিক ও কৃষকগণ সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসকে এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিবার জন্য, জাতির শক্তিকে সেই দিকে গঠিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

ইহাই ভারতের কৃষক-শ্রমিকদের অন্তরের কথা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ধনসাম্যের আদর্শ। শিক্ষিত ধনী মধ্যবিত্ত নেতাদের প্রভাবে পড়িয়া কংগ্রেস আজ এই আদর্শ গ্রহণ করিতে না পারে, কিন্তু একদিন ইহার জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই আদর্শই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

(আনন্দবাজার)

কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনীর শিক্ষা বিভাগ

প্রদর্শনী শিক্ষা বিভাগে দেখান হইয়াছে যে, গত একমাস কাল মাত্র ৩০৲ টাকা বেতনের একটী চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দেওয়ায় বাংলার নানাস্থান—বেশীরভাগ সহর থেকেই ১০৬৮টী দরখাস্ত এসে পড়েছে। তার মধ্যে ৩২খানি এম-এ, এম-এস, সি, বি-এ, বি-এল, ইঞ্জিনিয়ারের উপর বি-এ, এবং বাকীগুলি তদ্ভিন্ন ডিগ্রিধারীদের। তাদের আসলগুলির মধ্যে মূল দরখাস্তগুলি শিক্ষাবিভাগে সাধারণের দেখবার জন্য সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। চাকরীর মোহ সরকারী ডিগ্রীর নাগপাশ কাটিয়ে উঠতে না পারলে, দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা না হলে এই শোচনীয় দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচবে না।

বাংলার পল্লী-দৃশ্য

শিক্ষাবিভাগের অপর পার্শ্বে আর একটী দর্শনীয় বিভাগ-দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতির কর্তৃপক্ষগণ প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকে সজীব করে জনসাধারণের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার গৌরব ও আদর্শবিত্তিত মনীষীদের প্রতিমূর্তি সাজিয়ে বাংলার জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম-কর্মের আদর্শকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

কৃষি ও স্বাস্থ্য

দিনের পর দিন স্বাস্থ্য হারিয়ে দৈন্যের তাড়নায়, চিকিৎসার অভাবে বাংলার লোকের গড় আয়ু কি হারে কমে যাচ্ছে, অনাথ আতুরের সংখ্যা কত বেশী বেড়ে চলেছে সে সকল বিষয়ে অসংখ্য চার্ট, নক্সা, ও কৃত্রিম গ্রাম তৈরী করে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সামাজিক অবস্থা

বাংলার স্বেচ্ছাচারী সমাজের কাঠোর বিধান—নারী-হরণ, পণপ্রথা, বিধবা-সমস্যা, অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গের ফলে বাংলার ২ কোটি ১ লাখ হিন্দুর মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখকে জল অচল করে দিয়ে জাতি কি রকম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—সেই সব পুরাতন সংস্কার ভেঙ্গে নতুন চিন্তা-ধারা জাগিয়ে সমাজের মধ্যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করে তুলতে হবে—যার ফলে জাতি আবার নব সংস্কারে গড়ে উঠতে পারে। কর্মকদের মনে এই নব সংস্কারের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রত্যেক বিভাগে যথাসম্ভব সহজ ও সরল করে বুঝিয়ে দেবারও যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত আছে।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

২৬ শে ডিসেম্বর মিঃ এম, আর, জয়াকারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সামাজিক সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূর করা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(১) স্যর পি, সি, রায় প্রস্তাব করেন, হিন্দু সমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা দূর করিতে হইবে, সর্ব্বজাতির সহিত আহারের স্বাধীনতা দিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে এবং অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে।

(২) মিসেস কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, জাতির ঐক্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে বিবাহ ও আহারের প্রচলন আবশ্যক।

(৩) মিসেস রিজলাল নেহ্রু প্রস্তাব করেন যে, বাল্য-বিবাহ জাতির পক্ষে একটা অনিষ্টকর কুপ্রথা, সুতরাং আইন করিয়া এই প্রথা দূর করিতে হইবে। তিনি সার্দ্দার বাল্য-বিবাহ-নিরোধ বিল সমর্থন করিতে সভাকে অনুরোধ করেন।

(৪) মেডারেণ্ড হার্ব্বার্ট অ্যাণ্ডার্সন প্রস্তাব করেন যে, জনসাধারণকে সমস্ত প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বর্জ্জন করিবার জন্য সভা অনুরোধ করিতেছেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের আইন পরিষৎ ও আবকারি বিভাগকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইবে।

(৫) বিধবাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে ও ঐ প্রকারের অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে সৎভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে হইবে।

(৬) হিন্দু আইন অনুসারে এই দেশের স্ত্রীলোকদিগকে সম্পত্তি প্রভৃতির উত্তরাধিকার দেওয়া হয় না। স্ত্রীলোক-দিগের সম্বন্ধে এই ব্যবহার-বৈষম্য ও আইনের অবিচার দূর করিতে পারা যায় কি না তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটি নিযুক্ত হইবে এবং তাঁহারা সম্মিলনের সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মিঃ রামদাস পান্তুলু, মিসেস রিজলাল নেহ্রু, মিঃ কে, এল, নরসিং রাও, মিঃ কে, এল, মুন্সি, লালা দুনিচাঁদ, মিঃ কিতীশ চক্রবর্ত্তী এবং ডাঃ ডি, এন, মিত্র।

(৭) মধ্যশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যা [illegible] এফ, গান্ধী উহা সমর্থন করিলে তাহা গৃহীত হয়।

দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৮) অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূর করিবার জন্য বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেশব্যাপী প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারতীয় বণিক্-সভা-সঙ্ঘ

২৮ শে ডিসেম্বর কলিকাতা ডালহৌসি ইনিষ্টিটিউটে বড়লাট ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক সভার উদ্বোধন করিয়াছেন। বহু লোক ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, যথা বাঙ্গালার গবর্ণর, স্যর মন্মথ রেণী, স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যর ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র, নবাব নবাব আলী চৌধুরী, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নদিপুরের রাজা, লম্ভোষের রাজা, মৈমনসিংহের মহারাজা, মনমথনাথ-বিকুল্লা, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, লালাভাই হাজি, কিতীশচন্দ্র নিয়োগী, লালা হরকিষণলাল, ঠাকুরকুমার চেটী, টি আর ইউলিটন, বি, ই, জি, এডিস, ডবলিউ, ডি, আর, প্রেণ্টিস, পি, মুখোপাধ্যায়, ডবলিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, দেবীপ্রসাদ খৈতান ও মিঃ মোবার্লী ইত্যাদি।

বেঙ্গল ন্যাশানেল চেম্বার অব্ কমার্সের তরফ হইতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিনয়কুমার সরকার ইত্যাদি।

ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বড়লাটকে ঐ সভার উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করেন।

বোম্বায়ের মিঃ বি, এফ, ম্যাডেন প্রস্তাব করেন—ভারতীয় কাষ্টমস্ টারিফ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিটী নিয়োগ করা হউক—করাচীর মিঃ মেটা ও অন্যান্য উকিল ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে তাহা গৃহীত হয়।

লাহোরের লালা হরকিষণলাল প্রস্তাব করেন—ভারতের উপকূল-বাণিজ্য বিল সরকার যেন সমর্থন করেন এবং বঙ্গোপসাগরে একখানি ট্রেনিং জাহাজ রাখার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, বাম্বাই গোবিন্দজী শেঠ ও

কলিকাতার মিঃ কছুলভাই গান্ধী প্রস্তাব করেন—ভারতের লবণ ব্যবসা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটী সহকারী কমিটি নিযুক্ত করুন। মিঃ গোপাল মেণ ও মিঃ সিধবা সমর্থন করিলে তাহা গৃহীত হয়।

বোম্বাইয়ের মিঃ ওয়াল্চাঁদ হীরাচাঁদ প্রস্তাব করেন—তৈল ব্যবসায় সম্বন্ধে তদন্তের সময় টারিফ বোর্ডের সভাপতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ভারত সরকার একটি তদন্তের ব্যবস্থা করুন। দিল্লীর লালা শ্রীরাম ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয়।

ভারতীয় বণিক্‌সভা-সঙ্ঘে বড়লাটের বক্তৃতা

ভারতীয় বণিক্‌-সভা-সঙ্ঘের (ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্‌ কমার্স) উদ্বোধন করিবার সময় বড়লাট বলেন :—

"ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে সুবিবেচিত মতামত প্রকাশ করার জন্য একটা সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট। এতবড় একটা দেশে অনেক সময়েই এরূপ ঘটে যে, যাহা একাংশের পক্ষে সুবিধাজনক তাহাই আবার অপরাংশের পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিগণের একস্থানে সমবেত হওয়া আবশ্যক"।

বোম্বাই বস্ত্র-শিল্পের দুঃসময়

বোম্বাইয়ের বস্ত্র-শিল্পের সম্বন্ধে বড়লাট বলেন :—

"বহু মাস যাবৎ এই শিল্প বিপদে পড়িয়াছে। শ্রমিক হাঙ্গামার ফলে বোম্বাইতে কাপড় তৈরী হইতে পারিতেছে না। ফলে ভারতে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয় লক্ষ্য করিবেন যে, ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও আমদানি বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিদেশীরা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, লংক্লথ শুদ্ধ বসাইয়া ক্রেতার নিকট হইতে উচ্চ মূল্য আদায় করা বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইতেছে না। প্রতীকারের উপায় অবশ্য। শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা উৎপাদনের খরচা কমাইতে হইবে।

শ্রমিক হাঙ্গামা

"কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে শ্রমিক হাঙ্গামার বিশেষ উপদ্রব দেখা যাইতেছে। ইহাতে যে অনেক অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯২৮ সালের প্রথম নয় মাসে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকায় ৩ কোটি হাজিরা কাটা গিয়াছে। ফলে শ্রমিকদের সাড়ে চার কোটি টাকা মজুরী মারা গিয়াছে। কেবল শ্রমিকদেরই এত ক্ষতি হইয়াছে, মালিকদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বোম্বাই কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘটের ফলে মালিকদের কম পক্ষে ১৫ কোটি টাকার ক্ষতি হইবে। এই টাকা দ্বারা যাহারা খাইয়া বাঁচিতে সে সমস্ত নারী, শিশু প্রভৃতির কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা এই টাকার অঙ্ক হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মতলবে শ্রমিক-সংগঠন ভাল কথা, কিন্তু সঙ্ঘগুলি যদি এমন লোকের হাতে পড়ে যাহারা শ্রমিকদের প্রকৃত কল্যাণকামী নহে, তাহা হইলে শ্রমিকদের পক্ষে তাহা শক্তির কেন্দ্র না হইয়া সমাজের পক্ষে উপদ্রবস্বরূপ হয়। ইহা নিবারণ করার জন্য আপনারাই বা কি করিতে পারেন, আর আমরাই বা কি করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিবেন।"

শ্রমিকদিগের জন্য দরদ

শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে বড়লাট বলেন :—

"ভারতীয় শ্রমিকরা যে অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করে, বাহিরের লোক আসিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা করে। আমি একথা বলিতে চাহি না যে, তাহাদের সকল কথাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু শ্রমিকরা যাহাতে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নতি করিতে পারে তজ্জন্য আমাদের চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য।

"আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান আছে। কিন্তু পেশাদার আন্দোলনকারীরা নিজেদের ঘুমতলবে সেই অসন্তোষ প্রয়োগ করিয়া

সমাজকে ভাসিয়া দিবার চেষ্টায় আছে। কয়েক বৎসর যাবৎ এরূপ লোকের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। তাহারা যাহাতে তাহাদের দৌরাত্ম্য চালাইবার সুযোগ না পায়, সে বিষয়ে আপনারা আমাকে সহায়তা করিবেন বলিয়া ভরসা করি। নিরপেক্ষ পঞ্চায়েৎ দ্বারা শ্রমিক-কলহের তদন্তের জন্য আমরা শ্রমের নিকট একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা দ্বারাই কলহের অবসান হইবে না।"

নিখিল ভারতীয় চিকিৎসক-সম্মেলন

কংগ্রেস সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার নীলরতন সরকার তাঁহার অভিভাষণে বলেন—বর্তমান যুগ সভাসমিতি ও সম্মেলনের যুগ। কিন্তু ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধরণের সভা-সমিতি হইতেছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এমন সব সম্মেলনের বর্ণনা আছে যাহাতে বণারস হইতে কাশী এবং তক্ষশীলা হইতে কোশল পর্যন্ত সমস্ত স্থানের চিকিৎসকগণ চরক শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান আত্রেয়র সভাপতিত্বে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এই সব সম্মেলন হইলেও বর্তমান সময়ে চিকিৎসকদের এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। বর্তমানে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের কি সম্পর্ক বর্তমান থাকিবে, কি ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা-বিষয়ে গবেষণা চলিবে ইত্যাদি অনেক সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের দেশের বহুলোক রোগে জর্জরিত হইতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এইসবের প্রতিবিধানের সমীচীনতা সরকারকে বুঝাইতে হইবে। আমাদের দেশে এই সব ব্যাপারে যে অবস্থা বিদ্যমান তাহা যে-কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লজ্জার কথা। বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে অনেক রোগ উৎপন্ন হইয়া উহা জগতে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া অন্যান্য দেশ অভিযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উপদংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাধি পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতেই উৎপন্ন হইয়া ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধেও অনেক জাতি ভারতবর্ষের উপর অভিযোগ আরোপ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই রোগের যে দেশীয় চিকিৎসা প্রবর্তিত হয়, তাহাই আজ জগৎকে এই রোগের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

যাহা হউক আমাদের দেশে বর্তমানে নানাবিধ রোগের প্রকাশ দেখা দিলেও গবর্ণমেণ্ট যদি এই অবস্থার প্রতিকারে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই এই সব রোগ সহজে বিদূরিত হইতে পারে। প্রাচীন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান শাসনের আমলে দেশে এত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। বিলাতের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন যে,—"মহান আইনপ্রণয়নকারী মনু জগতের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় সংস্কারক ছিলেন।"

স্যর নীলরতন বলেন যে, আমাদের বিদেশী অছিগণের জন্যই আমাদের দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। সরকারী কর্মচারিগণ দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটুও নজর দেন না। তারপর বিদেশী আবহাওয়ায় উদাসীন থাকায় দরুণ দেশে চিকিৎসাপত্র সম্বন্ধে কোন গবেষণাও হইতেছে না। প্রধানতঃ সামরিক বিভাগ হইতে ডাক্তার আনিয়া এদেশে আমদানি করা হইতেছে। উহার ফলে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই সব ব্যাপারের ফলে দেশে বর্তমানে ২০ হাজার মাত্র রেজেষ্ট্রী-কৃত চিকিৎসক আছে। আজ ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ৩২ কোটি অধিবাসী বিদ্যমান।

শ্রীযুত সরকার তাঁহার অভিভাষণে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এই বিষয়ে আরও গবেষণা হওয়া দরকার।

ডক্টর দেশমুখ

নিখিল ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জি, ভি, দেশমুখ, এম্, ডি (লণ্ডন), এম্, আর, সি, এস (ইংলণ্ড), বলেন—

আমাদের দেশের চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থিগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মারফতে মোটেই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে

পায় না। ফলে তাহারা অধ্যাপকের বদলে অ্যাসিষ্টাণ্ট হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই আমাদের দেশের অনেক ভাল ভাল ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গমন করেন এবং সেখানে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া যশঃ ও সম্মানের সহিত দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা পাইয়া তাঁহাদের উন্নতির পথ খুলিয়া যায়।

অতঃপর বক্তা কর্তৃপক্ষের সঙ্কীর্ণ নীতি ও ভারতীয়দিগকে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে চাপিয়া রাখিবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, লী কমিশন ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দিগের মধ্যে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করেন। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সিভিল সার্জ্জনের পদগুলি ইয়োরোপীয়দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। যেখানে একজন তৃতীয় শ্রেণীর ইয়োরোপীয় সিভিল সার্জ্জনের পদ লাভ করে, সেখানে একজন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় পর্য্যন্ত ঐপদ পান না। অকস্মাৎ ইয়োরোপীয় অফিসারগণের পত্নীদিগের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই এরূপ অবিচার করা হইতে থাকে।

অতঃপর সভাপতি ভারতীয় চিকিৎসকদিগের পক্ষ হইতে আমেরিকার রকফেলার ট্রাষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, তাঁহাদের দানের ফলেই কলিকাতা পাব্লিক হেলথ ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন সম্ভব হইয়াছে।

বক্তৃতার উপসংহারে সভাপতি সরকারী শিক্ষা-নীতির অত্যন্ত নিন্দা করেন এবং বলেন যে, কর্তৃপক্ষের কৃপায় এই পর্য্যন্ত মাত্র শতকরা ৮ জন লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। ভারতবর্ষ এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত দেশ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা সর্ব্ববিষয়েই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের নীতি যুক্ত হইয়া নানা কুসংস্কার ও গোঁড়ামির প্রশ্রয় পাইয়াছে। চিকিৎসকদিগের উচিত এই সমস্ত গোঁড়ামি হইতে দেশকে উদ্ধার করা। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, জন সাধারণের মতামতকে সম্মান করিবার জন্যই তাঁহারা যেন এই দেশের স্বাস্থ্য ও সামাজি ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ অভিনয় না করেন।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলন

২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘের ১৫নং বেথুন ষ্ট্রীটস্থ আফিসে নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাহিষ্য ট্রেডিং ও ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বিশ্বাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের ৩৮টি ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘের অপর সভ্যগণের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সহঃ সম্পাদক মহাশয় সঙ্ঘের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে, ব্যাঙ্ক সঙ্ঘের উৎকর্ষ সাধন ও প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাঙ্ক গঠনের জন্য সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি মন্তব্য গৃহীত হয়। এই জাতীয় সপ্তাহে সময়ের অল্পতাহেতু ব্যাঙ্কসঙ্ঘ ও প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন সম্বন্ধেও একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশন রংপুরে আগামী প্রাদেশিক কনফারেন্সের সময় করাই সকলের মতানুসারে স্থিরীকৃত হয়।

বৈশ্য সাহা মহাসভা

২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকার সময় দেশবন্ধু নগরে বিশেষ মণ্ডপে মহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশন বসে। সভাধিবেশনের বহু পূর্ব্বেই বৈশ্য সাহা জাতীয় প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও দর্শকগণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রায় ৪ হাজার লোকের সমাবেশযোগ্য সুবিস্তীর্ণ মণ্ডপ পূর্ণ হইয়া যায়। প্রায় শতাধিক মহিলাও এই সভায় যোগদান করেন।

বৈশ্য সাহা জাতীয় একদল যুবকবৃন্দের জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ প্রারম্ভ সঙ্গীত গীত হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সোদ্দার এম্, এল, সি মহাশয় তাঁহার স্বাগত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর মহাসভার নির্ব্বাচিত সভাপতি রায় রেবতীমোহন দাস বাহাদুর বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ কিয়ৎদূর পঠিত হইবার পর সহসা মণ্ডপদ্বারে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় এবং যখন পর পর বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ভারত বিখ্যাত নেতা হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্রদ্ধানন্দের মুক্তে, হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীযুত পদ্মরাজ জৈন, আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন, তখন কিয়ৎকালের জন্য সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কবি নজরুল ইসলাম, শ্রীযুত নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাদারীপুরের শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে এক ঘণ্টাকাল অভিভাষণ পাঠ স্থগিত থাকে এবং তাঁহার অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় ইহাদের অনেকে সভাস্থান ত্যাগ করিলে, সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে তাঁহার অভিভাষণ শেষ করেন। প্রায় ৬॥ ঘটিকার সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাস্থলে আগমন করেন এবং বিপুল ভাবে অভ্যর্থিত হন। যদিও তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও ক্লান্ত তথাপি এই মহাসভার ও এই "মহাজাতির" প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও সভাকার প্রাণের টান বশতঃ প্রায় ১৫ মিনিট কাল মনোরম বক্তৃতা দেন।

পোর্টট্রাষ্ট কর্ত্তৃক দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব

গবর্ণমেণ্টের নিকট বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ১৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের আদেশ পাইয়াছে। অতি সত্বর ডিবেঞ্চার বাহির করিবার জন্য বন্দোবস্তও করা হইয়াছে।

এই ডিবেঞ্চার হইতে বার্ষিক শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ মিলিবে। ১৯৫৮ সালের পর হইতে টাকা শোধ করা হইবে, কিন্তু ১৯৮৮ সালের পর আর টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। টাকা তুলিয়া লইবার জন্য দুই মাস আগে নোটিশ দিতে হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, শতকরা ৫ টাকা সুদ-বিশিষ্ট ১৯৫৮-৮৮ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ইস্যু বাহির করিয়া যে দেড়-কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে তাহার মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এক কোটি টাকা বীমা করিয়াছে। এই এক কোটি টাকার ইস্যু-মূল্য শতকরা ৯৭ টাঃ ৮ আঃ অবশিষ্ট আধ কোটি টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে না। উহেন্দ্র ট্রাষ্ট শতকরা ৯৮ টাঃ ৮ আঃ দরে ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া এই আধ কোটি টাকা তুলিয়া লইবার জন্য নিজে নিজেই ব্যবস্থা করিবে।

পোর্ট ট্রাষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ তুলিবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত যে সর্ত্ত স্থির করিয়াছে তাহা বেশ সন্তোষজনক। বাকী এক-তৃতীয়াংশ টাকা তুলিবার জন্য ট্রাষ্ট যে সর্ত্ত স্থির করিয়াছে তাহা আরও অধিকতর সন্তোষজনক।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২৬ সালে শতকরা ৫ টাকা সুদে ও ১৯৫৬-৮৬ সালের মধ্যে শোধ দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে ১ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়; ১৯২৭ সনেও শতকরা ৫ টাকা সুদ ও ১৯৫৭-৮৭ সালের মধ্যে শোধ দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে আরও দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। এই দুইবারেই ঋণদাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং বর্ত্তমান সন অপেক্ষা গত দুইবারই ট্রাষ্টকে অধিকতর অর্থদণ্ড স্বীকার করিতে হয়।

সুদের হ্রাস

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগতভাবে এবং দ্রুতগতির সহিত কলিকাতা বন্দরের পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উন্নতি সাধিতও হইতেছে। পোর্টট্রাষ্টের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। ১৯২৫ সালে পোর্টট্রাষ্টকে শতকরা ৬৲ টাকা সুদে ঋণ গ্রহণের জন্য ৯৮ টাঃ ৮ আঃ দরে টেণ্ডার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে বসন্তকালে শতকরা ৫॥ টাকা সুদে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করে ৯৭॥ টাকায়, এবং শীতকালে ৫ টাকা সুদের ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করে ৯৭ টাকায়। ১৯২৭ সনে পুনরায়

শতকরা ৫ টাকা সুদে ৯৭ টাকায় ঋণ গ্রহণ করে। এ বৎসরে সুবিধা হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারত গবর্মেণ্টকে ১৯২৮ সালের ঋণ গ্রহণ বিষয়ে সুদের হার বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত ডিবেঞ্চারের উপর প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ সাড়ে ছয় কোটি টাকা।

অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা কর্পোরেশান ১০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য বাজারে শরণাপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই টাকার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা কর্পোরেশানের ঘাটতি পূরণ ও অন্যান্য কাজের জন্য লাগান হইবে।

এ বৎসর আরও যে কয়েকটী পাব্‌লিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিতেছে তাহার মধ্যে বোম্বাই সিটি ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট একটী। বোম্বাই ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের ২০ লক্ষ টাকার দরকার, এইজন্য এই ট্রাষ্ট শতকরা ৪৲ টাকা হারে ইস্যু বাহির করিয়াছে।

গৃহস্থালীর জন্য নরম কোক কয়লা

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশানের সেক্রেটারি মহাশয় কয়লাকে ঘরগৃহস্থালীর ইন্ধন রূপে জনসাধারণের প্রিয় সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া ভারত গভর্মেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন :—

ভারত গভর্মেণ্ট ইণ্ডিয়ান কোল গ্রেডিং বোর্ডের (ভারতবর্ষীয় কয়লার শ্রেণীভাগ নিরূপণ সমিতি) উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কয়লার ব্যবসা হইতে যে অর্থ হইতেই ইণ্ডিয়ান কোল গ্রেডিং বোর্ডের উদ্বৃত্ত অর্থের উৎপত্তি। ফেডারেশান এই অর্থ যে অন্য কাজে লাগাইতেছে তাহা দেখিতে গেলে যাঁরা অর্থ দিয়াছে অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের মধ্যে একজনের মত সমর্থন করিয়াই যে এইরূপ করিতেছে এইরূপ স্পষ্ট বোঝা যায়।

এখন কোক ও কয়লা বহন করিবার জন্য পৃথক পৃথক ভাড়া লাগার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ভারত গভর্মেণ্ট যখন তাহাদের মতবাদ সেরূপ যুক্তিতর্কের সহিত সমর্থন করেনাই, তখন তাহা খণ্ডন করা বড়ই শক্ত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী ব্যাপার বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখার দরকার। ১৯২৪ সালে এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে লোকোমোটিভে (স্বয়ং চালিত যন্ত্র) ব্যবহৃত কয়লার জন্য জনসাধারণের ব্যবহৃত কয়লার চেয়ে কম ভাড়া আদায় করা হইত। দ্বিতীয়তঃ, রিবিরপুর ডকে যে সমস্ত কয়লা জাহাজ-বোঝাই করা হয় তাহার জন্য কিছু ভাড়া হ্রাস করা ভারতবর্ষীয় কয়লার ভাড়া আদায় নীতির প্রধান বিশেষত্ব। এই নীতি বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। কেবল মাত্র তিন বৎসর কাল এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

বাংলার কয়লাখনিসমূহের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের বাহিরে কোমল কোকের দাম যে প্রধানতঃ রেল মাশুলের উপর নির্ভর করে ইহা ভারত গভর্মেণ্টও স্বীকার করিবেন। নরম কোক গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী। গৃহস্থালীর ইন্ধন যাহাতে সস্তায় পাওয়া যায় সেইজন্য রেলমাশুল কমাইবার ব্যবস্থা করিলে নিম্নশ্রেণীর ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের অনেক সুবিধা হয়। তুলনা-মূলক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, শিল্পকারখানার মালিকগণের একজন সাধারণ গৃহস্থের চেয়ে ক্রয়ের ক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী কয়লার ভাড়া কমানোর আগে নরম কোকের ভাড়া কমানো দরকার।

কলিকাতার পুলিশ

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যর চার্লস্ টেগার্ট ১৯২৭ সনের কলিকাতার পুলিশের কার্য্য সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, সহরে দিন দিন রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও উত্তেজক পত্রিকার প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। বৎসরের প্রত্যেক সপ্তাহে এই প্রকার নূতন নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে। এছাড়া সি ক্রিমিন্যাল অ্যাক্ট্‌এর নিষিদ্ধ অনেক প্রকার মালপত্র এদেশে আমদানি হইয়াছে। পুলিশের বিশেষ সতর্কতা এবং ক্রিমিনাল আমেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট অনুসারে কলিকাতার ও বাঙ্গলার সমস্ত জেলার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াতে এইরূপ

বিপ্লব অনেক কমিয়া গেলেও দেশে এই প্রকার বিপ্লব-বাদীদের ষড়যন্ত্র একেবারে দূর হয় নাই।

বিবরণীতে আরও প্রকাশ যে, বৎসরের সব সময়ে দেশে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ লাগিয়াই ছিল এবং প্রায় সমস্ত হিন্দু অথবা মুসলমান উৎসবে যাহাতে লুটপাট মারামারি না হয় সে জন্য উপযুক্ত পুলিশ পাহারা রাখিতে হইয়াছে।

বে-আইনী অস্ত্র আমদানি

বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা এবং উত্তেজক পত্রিকা বিষয়ে বিবরণীতে "অ্যান এক্ট অন্ কন্‌সোলিডেটেড্ ভায়লেন্স" (সম্মিলিত জবরদস্তি বিষয়ে প্রবন্ধ) সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা বলা হইয়াছে। বক্তাকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

"সাকো ও ভাঞ্জেট্টি" নামক বাঙ্‌লা বইয়ের মলাটের উপর নিম্নলিখিত ভাষা লিখিয়া ছাপা হইয়াছে :—

"সাম্যবাদীর বিদ্রোহে সকল শাসকশ্রেণী কাঁপিয়া উঠুক। মজুরদের আর কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। দুনিয়াকে তাহাদের জয় করিতে হইবে। সকল দেশের মজুরগণের বন্ধন মোচন হইয়া যাক্।"

১৯২৭ সনের নভেম্বর মাসের শেষভাগ হইতে পুলিশের বে-আইনী অস্ত্রসম্বন্ধীয় আফিস্ ডিপুটি কমিশনার স্পেশাল ব্রাঞ্চ হইতে ডিপুটি কমিশনার পোর্ট পুলিশের অধীনে উঠিয়া গিয়াছে। এই আফিস্ হইতে কতকগুলি ঘটনা ধরা পড়িয়াছে এবং নানা দিক্ হইতে অনেক পাকা খবর এই আফিস যোগাড় করিতেছে। এই আফিস যে সমস্ত ঘটনা ধরিয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে বোম্বাইয়ে একটী প্রসিদ্ধ বে-আইনী অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ধরাইয়া দেওয়ার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এই আফিসের সতর্ক কার্য্যের জন্য বে-আইনী অস্ত্র আমদানি অনেক কমিয়া গিয়াছে। গত তিন বৎসরের ব্যাপার দেখিয়া ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, এই বে-আইনী অস্ত্র আমদানি বিষয়ে দেশে রীতিমত গুপ্ত ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিয়াছে।

যে সমস্ত বে-আইনী অস্ত্র এইরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশ যে সমস্ত জাহাজ এন্টোয়ার্প, হামবুর্গ, এবং রটার্ডাম ধরিয়া আসে তাহাতেই আমদানি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মজুর-বিভ্রাট

কলিকাতায় মজুর-বিভ্রাট দিন দিন খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ১৮টী মজুর ধর্ম্মঘট হইয়াছে এবং ছয়টী নূতন মজুর সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে পোর্ট কমিশনারের আফিসে কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা বড় রকমের ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে। এমন কি ছোটী ও ডকের মজুরদের মধ্যেও এই ধর্ম্মঘটের ঢেউ পৌঁছিয়াছিল।

এই বিভ্রাটে বঙ্গীয় চাষী এবং মজুরদলের সভ্যগণ বৎসরের শেষ দিকে বেশ ভাল কাজ দেখাইয়াছেন। পোর্টের ধর্ম্মঘটের সময় প্রায় প্রত্যেক বড় সভায় ইহার দুই একজন সভ্য বক্তৃতা দিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরের শেষদিকে গোবিন্দ রাম বর্ম্মা নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটী নালিশ রুজু হয় যে, ঐ ব্যক্তি একটী বিশেষ উত্তেজক ছবি বাজারে প্রকাশ করে। এই ছবিতে লেখ্‌রামকে একটী মুসলমান ছোরা মারিতেছে দেখান হইয়াছে। এইরূপ ছবি এবং "রঙ্গিল রসুল" প্রকারের বইয়ের চাহিদা খুব আশাজনক সন্দেহ নাই।

(খ) বিদেশী

তুলা ও পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী

যে সমস্ত জিনিষ থেকে সুতা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে তুলা, পাট ও পশম ব্যবহারের প্রকারভেদ হিসাবে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। ইহার ভিতর তুলা ও পাট ভারতের সম্পদের দুইটা মুখ্য কারণ। সুতরাং দুনিয়ার বাজারে এই দুইটা মালের যদি কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় তবে তাহা বুদ্ধিজ্ঞান করিবার বিষয় নয়। কয়েক দিন আগে

লণ্ডন থেকে তারের সংবাদ আসিয়াছে যে, তুলার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এমন দ্রব্য বাহির হইয়াছে। এই জিনিষ তুলার চেয়ে কম খরচে পাওয়া যাইবে, অথচ গুণে ইহা ভাল ফ্ল্যানেলের মত। এই সংবাদটী কিন্তু সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়: কারণ এই তন্তু পাওয়া গিয়াছে এক প্রকার পাখীর বাসার ভিতরে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ইহাতে লৌহ-ঘটিত মিশ্র দ্রব্য বিদ্যমান। এখন জিজ্ঞাস্য এই লৌহ-ঘটিত মিশ্র দ্রব্যের সহিত এই তন্তুর বয়ন-যোগ্যতার কি সম্বন্ধ রহিয়াছে। এর পর এসম্বন্ধে আরও বিশদভাবে খবর আসিয়াছে। ল্যাঙ্কাশিয়ারে এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলিতেছে। দক্ষিণ ইংলণ্ডে এই নূতন দ্রব্যের চাষ করা হইয়াছে। উহা হইতে তন্তু পাওয়া গিয়াছে প্রায় ৩০ কি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। মূল্য পাউণ্ড প্রতি ছয় পেনি, অর্থাৎ তুলার চেয়ে প্রতিপাউণ্ড চার পেনি সস্তা। এখন আমাদের সাম্নে এমন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে যে সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামাইতে হইবে যথেষ্ট।

এখন ধারণা করা যাক্ সত্য সত্যই এমন চিজ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার ভিতর তুলার গুণ সমস্তই রহিয়াছে আবার তাহার আবাদ করা বা তাহা গৃহকাত করাও চলিবে তুলার চেয়ে সস্তায়। সুতরাং এই নূতন চিজ্ সব জায়গায় তুলার স্থান অধিকার করিবে। আরও ধারণা করা যাক্, এই দ্রব্য যখন দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম পাওয়া যায়, আর যখন ইহার আবাদ চলিতেছে ইংলণ্ডে তখন ইহার আবাদ যে-কোন দেশে চলিতে পারে তাহার জলবায়ু যেমনি হউক। ইহার ফলে দুনিয়ার বাণিজ্য-সংক্রান্ত ভূতত্ত্ব সমস্তই ওলট পালট হইয়া যাইয়া মহাভীতির সঞ্চার হইবে। যুক্তরাষ্ট্র, মিশর বা ভারতবর্ষ থেকে তুলা আমদানি না করিয়া প্রত্যেক দেশ আপন আপন চৌহদ্দির ভিতরই কাঁচা মাল উৎপাদন করিয়া লইবে। তুলার বাজারে আমেরিকার আধিপত্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের বোধ হয় তেমন ক্ষতি হইবে না; কারণ ভারতভূমিতে এত বিভিন্ন প্রকারের আবহাওয়া আছে যে, এখানে যে কোন রকম জিনিষের আবাদ চলিতে পারে। তবে বৃটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে তুলা-উৎপাদনের জন্য আফ্রিকায় যে অজস্র টাকা ঢালা হইয়াছে তাহা একেবারে নিরর্থক হইয়া যাইবে। গাদায় গাদায় নকল রেশম উৎপাদনের মত এই নূতন চিজ্ তৈয়ার করিয়া বিজ্ঞান আমাদের হয়ত ব্যবসায়ীমহলের স্থান ধারণা সমস্ত নাকচ করিয়া দিবে, আবার হয়ত মানুষের পুঞ্জীভূত মেজনং ও খাটুনির এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইবে। ল্যাঙ্কাশিয়ার নিতান্ত সরল মনে ধারণা করিতেছে, এই নূতন তন্তু তার শিল্পকে এক নবজীবন দান করিবে; কিন্তু ইহাও ঠিক যে তুলা বয়নে ল্যাঙ্কাশিয়ারের যে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, এই নূতন কাঁচা মাল লইয়া নাড়াচাড়া করিবার বেলায় তাহার আর তত দরকার হইবে না; আবার ল্যাঙ্কাশিয়ারের আবহাওয়া তুলা-শিল্পের পক্ষে যেরূপ অনুকূল, এই নূতন তন্তুর বেলায় সেরূপ নাও হইতে পারে।

চটের থলে বনাম কাগজের থলে

এই ধরণের কল্পনা করনা চলিতে পারে অনেক। আমাদের পক্ষে এই যে নূতন পরীক্ষা চলিতেছে তার দৌড় কতদূর তাহাই দেখা দরকার। আর একটা মনে রাখিতে হইবে যে, দুনিয়ার অনেক অনেক স্থান হইতে এমন সব রিপোর্ট কতবার বাহির হইয়াছে যাহা শুনিয়া মনে হইত পাট বোধ হয় আর বাজারে চলিবে না; কিন্তু পাট সম্বন্ধে বাংলার যে একাধিপত্য তাহা এখনও অটুট রহিয়াছে। পাট সম্বন্ধে আবার একটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। এসম্বন্ধে যথেষ্ট মাথা ঘামাইবার দরকার। কারণ এইবার অন্যস্থানে যে পাটের আবাদ সুরু হইয়াছে তাহা নয়, এবার ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে যে, যে কাজে পাট ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে একটী বেশ প্রয়োজনীয় কাজে পাটের স্থানে অন্য জিনিষ ব্যবহারের প্রচলন। কিছুদিন আগে ইংলণ্ড হইতে একজন পর্য্যবেক্ষক সংবাদ দিয়াছেন যে, সিমেণ্ট ব্যবসায়ে পাটের থলের আর চলন নাই। পাটের থলের জায়গায় বিশেষভাবে নির্ম্মিত একপ্রকার কাগজের থলে ব্যবহৃত হইতেছে। এই কাগজের থলের সুবিধা আছে অনেক; বিশেষতঃ দামে ইহা অত্যন্ত সস্তা। চটের থলের ½ মূল্যে কাগজের থলে মিলে। আবার কেহ কেহ চটের থলে ব্যবহৃত

করার জন্য নূতন চট ইত্যাদি রাখিতে হয়। কাগজের থলের এ ঝামেলা নাই। কারণ এত সস্তা জিনিষ একবার ব্যবহৃত হইলেই যথেষ্ট। আজ সিমেণ্টের বেলায় এরূপ ঘটিল, কাল গমের বেলায় আবার নূতন এক প্রকার আধারের প্রচলন হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে শস্যাদি আজকাল গর্ত্তের ভিতরেই বেশীর ভাগ রাখা হইতেছে। সুতরাং গম রাখার জন্য থলের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে, সেখানে যাহাই ঘটুক না কেন পাটের চাহিদা মোটেই কমে নাই। কিন্তু কাগজ জিনিষটার উপর বেশ নজর রাখিতে হইবে। মহাযুদ্ধে জাহাজ জাতির অভাব দূর করণের জন্য জিনিষপত্রের আধারস্বরূপ কাগজ ব্যবহৃত হইতে থাকে। এইভাবে একটা নূতন দিক গজাইয়া উঠে ও বহু গবেষণা পরীক্ষা চলিতে থাকে। এখন ইহা যুক্তিসঙ্গত সম্ভবপর হইতে পারে যে, পাটকে এমন এক নূতন প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে যাহা বিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ ভাবিতেই পারে নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া আমেরিকারও তুলার জমি চাষ করা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়, বাংলারও পাট সম্বন্ধে বিশেষ ভীত হওয়ার কারণ নাই। দুনিয়ায় প্রতিনিয়তই নতুন নতুন কাঁচা মালের আবিষ্কার হইতেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জিনিষও নতুন নতুন কাজে লাগান হইতেছে। এক পুরুষ আগে রবার প্রধানতঃ কালির দাগ তুলিবার ইরেজাররূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এখন যানবাহনের পক্ষে এই জিনিষ না হইলেই চলে না। কেরোসিন তেল এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে যে, স্বয়ংচালিত যন্ত্রের ইন্ধন রূপে কয়লাকে একেবারে দূরীভূত করিবার উপক্রম করিয়াছে। চায়ের ব্যবহারের ক্রমবৃদ্ধি বাণিজ্যক্ষেত্রে একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। শিল্প-জগতের আর একটী আশ্চর্য্য-জনক বস্তু বিজ্ঞানাগার হইতে নতুন বাহির্গত নকল রেশম। এইরূপ আরও অনেক বস্তু আছে যা বলিতে গেলে বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি থলিয়ার চাহিদা আর নাই থাকে, পাট এত বেশী প্রকার কাজে ব্যবহৃত হয় যে, দুনিয়ায় পাটের ব্যবহার থাকিয়াই যাইবে, আর তুলাকে নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই এই নতুন তন্তু দুনিয়ার বাজারে নিজের স্থান করিয়া লইবে।

লণ্ডনে সাম্রাজ্যিক কাষ্ঠ-প্রদর্শনী

দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে যে সাম্রাজ্যিক কাষ্ঠ-প্রদর্শনী হইতেছে, সেখানে নানা দেশের কাঠের খুব প্রচার হইতেছে। যাহারা বাড়ী তৈরী করে, জাহাজ গড়ে, মোটর গাড়ীর কাঠাম তৈরী করে, এইরূপ অনেক বড়বড় কোম্পানীর ও যাহারা কাঠের আসবাব ও নানা রকমের কাঠের ব্যবসা করে এমন অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া দেশ বিদেশের কাঠের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। যাহারা জাহাজ গড়ে, তাহারা দেখিতেছে এতদিন উত্তর ইয়োরোপ হইতে যে রকম নরম কাঠ আমদানি করিতে হইতেছিল সে রকম নরম কাঠ পূর্ব্ব কানাডা ও বৃটিশ কলম্বিয়ারও পাওয়া যায়। যাহারা কাঠের আসবাব ও সিগারেটের বাক্স তৈরী করে তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার এক প্রকার সিডার ওক্ এবং ওয়ালনাট্ কাঠেরই বেশী ব্যবহার করিতেছে। আর মোটর গাড়ীর কাঠাম গড়িবার জন্য টাস্‌মানিয়ান ওক্ এবং এক জাতীয় ইউকালিপ্‌টাস্ গাছের কাঠেরই বেশী চলন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশীয় কাঠের মধ্যে ধরমা, জানালা গড়িবার জন্য ভারতের দেবদারু কাঠ, আফ্রিকের আসবাব গড়িতে সিল্‌ভার গ্রে কাঠ, বিলিয়ার্ড টেবিল ও নানা রকমের আসবাব গড়িতে আন্দামানের প্যাডক্ কাঠের খুব চলন বাড়িয়া যাইতেছে। এ সমস্ত কাঠ পূর্ব্বে তেমন শিল্প-ব্যবসার দিক্ দিয়া নজরে পড়িত না, এবং জাহাজের কাপ্তেনরা শুধু এ সব কাঠ কিছু কিছু আনিয়া বিক্রী করিত। বর্ত্তমানে এই সমস্ত কাঠই শিল্প ব্যবসার দিক্ দিয়া বেশ কামে আসিতেছে এবং চাহিদাও সেই মত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে দক্ষিণ আফ্রিকার বাক্স গড়িবার মত কাঠেরই শুধু প্রচার হইতেছে। কিন্তু দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের ভাল ভাল ছুতোর মিস্ত্রিরা এই কাঠের কোয়ালিটী খুব ভাল দেখিয়া, বিশেষতঃ সাটল্ প্রভৃতি যে সব জিনিষ তৈরী করিতে খুব শক্ত কাঠের দরকার হয়, সে সব কাজে এই

কাঠ বেশ চলিতে পারে দেখিয়া বিশেষ লুব্ধ হইয়াছে। বিলাত ও জার্ম্মাণিতে এ কাঠের চলন খুব বাড়িয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞান ও নূতন শিল্প

পূর্ব্বে ব্যবসায়িগণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে বলিত যে, বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসিয়া কেবল ছেলেখেলা করে। তাহাদের কার্য্যে কাহারও কোন অপকারও হয় না, উপকারও হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধুরন্ধরগণকে শিখাইবার বা বলিবার মত ব্যবসার বুদ্ধি ইহাদের একেবারে নাস্তি। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। দুনিয়ার শিল্পের মূল ভিত্তি এখন বিজ্ঞান। বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর বিজ্ঞান একাধিক শিল্পের গোড়াপত্তন করিয়াছে। স্যর উইলিয়ম্ ব্র্যাগ্ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক মস্ত বড় সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ তিনি গ্লাস্‌গো নগরে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশান সভার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান জাতির আত্মার বিনাশ সাধন করিতেছে না, বিজ্ঞানই দেহ ও আত্মাকে একত্রিত রাখিয়া জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে"। শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি ঐ সভায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে সকলের উপর লক্ষ্য করিবার বস্তু হইতেছে এই যে, বর্ত্তমানের বড় বড় শিল্পগুলির ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর। উদাহরণস্বরূপ তিনি ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উল্লেখ করেন, এবং শ্রোতাদিগকে মার্কিণ মুলুকের কর্পোরেশানগুলির বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন। এই মার্কিণ কর্পোরেশানগুলি গবেষণার জন্য বিজ্ঞানাগার চালাইয়া থাকে ও ইহার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিয়া থাকে। এই অর্থ-ব্যয়ের সুবিধা তারা ভোগ করে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়দ্বারা অধিক অর্থ লাভ করিয়া। বিলাতের কয়েকটি আদি শিল্পে বিষম ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার জন্য বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কি করিবার আছে? "যে কোন শিল্প সম্বন্ধেই একথা বলা চলে না যে, ইহার উন্নতি অবনতি সমস্তই নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কল্পনার উপর। কল্পনার ব্যবসায়ের বিশেষ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার অসুবিধা ভোগের একটী মস্ত বড় কারণ। এই বিপত্তি হইতে উদ্ধারের যে কোন আশা নাই তাহা নহে। তবে পূর্ব্বের অবস্থা কখনই ফিরিয়া আসিবে না। আংশিক সংশোধন সম্ভবপর ও বে-সরকারী বিভিন্ন গবেষক মণ্ডলী এই সমস্যা সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

গাদায় গাদায় মাল তৈরির দোষ

বিজ্ঞান ও শিল্পের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে স্যর উইলিয়াম্ ব্র্যাগ্ বলিয়াছেন যে, কারখানা হইতে গাদায় গাদায় মাল তৈয়ার এক পক্ষে ভাল; কারণ ইহার ফলে অনেক দরিদ্র লোক অনেক দরকারী জিনিষ কিনিয়া তাহার সুখ-সুবিধাবর্দ্ধনের উপায় করিয়া লয়। অন্যথা তাদের কষ্ট দূর হইবার কোনই উপায় থাকিত না। কিন্তু এই ভূরি ভূরি মাল প্রস্তুত যদি এরূপভাবে হইতে আরম্ভ হয় যে, কারখানায় মাল তৈয়ার করিতে আর তেমন বুদ্ধিবৃত্তি খাটাইবার দরকার হয় না, তখন দেখা যাইবে যে, কারখানায় রহিয়াছে কতকগুলি অনুবুদ্ধির কারিগর। সুতরাং গাদায় গাদায় মাল তৈরির পক্ষে বিজ্ঞান এক হিসাবে জন্মদাতা বা গঠনকর্ত্তাও বটে। জ্ঞান ও কল্পনার রাজ্যে যখন ভাঁটা পড়িয়া যায়, তখনই কারখানায় গাদায় গাদায় মাল সৃজন করিবার ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। এইরূপ ভাবে মাল প্রস্তুত হইতে থাকিলে বেশ দু'পয়সা রোজগার হয়, সময়টাও কাটে বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে। তবে এই সুসময় আনিবার জন্য, অর্থাৎ কারখানা স্থাপন করিবার সময়, অনেক বুদ্ধি খাটাইতে হয় এবং বহু চেষ্টায় ত্রুটি করিলে চলে না। কিন্তু মেশিন স্থাপিত হইয়া গেলে আর বিশেষ চিন্তা করিতে হয় না। মেশিন আপন মনে কাজ করিয়া যায়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিরও যেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটী মিলে। কিন্তু এরূপ করিলে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে নব নব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার প্রক্রিয়া যাহাতে প্রতিনিয়তই চলিতে থাকে। তাহা না হইলে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিতে মরিচা ধরিয়া যাইবে।

বিলাতে শিল্প-জগতে নবযুগ আনিবার চেষ্টা

প্রধান প্রধান শিল্পগুলির যাহাতে উন্নতি সাধিত হইতে পারে, সেই জন্য বিলাতে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে. যথা :—ইন্ধন গবেষণা সমিতি; তুলা, পশম ও রেশম গবেষণা সমিতি, ইস্পাত শিল্পের মালিকগণের শেফিল্ড নগরস্থ গবেষণাগারসমূহ। বিলাতের প্রধান শিল্পগুলির সহিত এই সমস্ত গবেষণা-সমিতির এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে এই সমিতিগুলির কার্য্যসফলতার উপর। কারিগরি বিদ্যা সম্বন্ধে স্যর উইলিয়াম ব্র্যাগের অভিমত এই যে, কারিগরগণের কর্ম্মকৌশলের উন্নতি সাধন নির্ভর করে জাতির উন্নত হইবার উপর, অর্থাৎ জাতি যদি সকল বিষয়ে উন্নত হইতে চায় এবং উন্নত হইবার সন্ধান উহার থাকে তবে কারিগরও নিজের কারিগরি বুদ্ধি জাহির করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে। উন্নত হইবার সন্ধান ইংরাজ জাতির যথেষ্ট আছে। বিলাতের কারিগরগণেরও উন্নতিসাধন করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি, বাহাদুরি ইত্যাদি সমস্তই আছে। তাহা না হইলে অতীতে শিল্প-জগতে বিলাত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল কেমন করিয়া? আর এইরূপ যোগ্যতা না থাকিলে বিলাতে নূতন নূতন শিল্প মাথা তুলিয়া সফলতা করিতেছে কেমন করিয়া? সুতরাং ইংরেজগণের পক্ষে দেশের কারিগরগণের এই নৈপুণ্য ও বুদ্ধির যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে বিলাতে নূতন নূতন শিল্পের আবির্ভাব, ও পুরাতন শিল্পগুলির সংস্কার সাধিত হইবে ও বিলাতের শিল্প-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

অবৈধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্যের স্বার্থহানি

কতকগুলি বড় বড় আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্বার্থ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হইবে। যদি ভবিষ্যতে বিপদ-গ্রস্ত হইবার ইচ্ছা না থাকে তবে ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একমনে একপ্রাণে কাজ করিতে হইবে।

মিষ্টার আর, জে, উদনী লণ্ডনের ভারতীয় সওদাগরী সভার অবৈতনিক সেক্রেটারী। গত শুক্রবারে তিনি নারদেরা জাহাজে ভারতে আসিয়াছেন। ফ্রি প্রেসের প্রতিনিধিকে তিনি বলিয়াছেন :—

"আজকাল সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যে কিরূপ দরকার সেটা বলা বাহুল্যমাত্র। ইংলণ্ডে, ইয়োরোপে, ইংরাজের উপনিবেশসমূহে ভারতীয় বাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে। এখন আমাদের দরকার আমাদের সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ পৃথক ব্যবস্থা না হয় বা অবৈধ প্রতিযোগিতা না চলিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। এজন্য শক্তিশালী সঙ্ঘ কায়েম করিয়া বাণিজ্য-স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রকৃত পথে চালাইবার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ভারতীয় সওদাগরী সভাসমূহের ফেডারেশান ও লণ্ডনস্থ ভারতীয় সওদাগরী সভাকে শক্তিশালী করা একান্ত আবশ্যক।

লণ্ডনস্থ ভারতীয় সওদাগরী সভার কার্য্যকলাপ

লণ্ডনের ভারতীয় সওদাগরী সভার অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। ইহার আর্থিক অবস্থাও ভাল। কারণ বিড়লা, টাটা, সিন্ধিয়া ইত্যাদি কোম্পানীগুলি প্রত্যেকে ১০০পাঃ করিয়া অর্থসাহায্য করিয়াছে এবং অন্যান্য কোম্পানীগুলিও অর্থসাহায্য করিয়াছে। এই সভার মধ্যবর্ত্তিতায় অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়াছে, ছোট ছোট ভারতীয় মহাজনের অন্নসংস্থান প্রায়ও আধার হইয়া গিয়াছে। এই সভা ভারতের স্বার্থের প্রতিকূলে আইনকানুনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং সাগরপারের ভারতবাসীর বিশেষ অধিকারগুলির তত্ত্বাবধারণ করিতেছে। সাগরপারের ডোমিনিয়নগুলি ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার লাভের এক মস্ত বড় ক্ষেত্র। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণ ভারতবাসিগণকে ঢুকিতে দিতে রাজী নয়। এই সমস্তও বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইষ্ট আফ্রিকান ফেডারেশান বাস্তবিকপক্ষে যদি সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্যের এক মস্ত বড় ক্ষতি।

ইংলণ্ডে ভারত-বিদ্বেষ

ইংলণ্ডে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। একজন পার্শী ব্যবসাদারকে একটী ইংলিশ হোটেলে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। মিষ্টার পোলাক কিন্তু আগে থেকেই ঐ হোটেলের সহিত এসম্বন্ধে বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিলেন। বাণিজ্যসভা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছে। এই সভা ভারতীয় ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া ও নানা কাজে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করিয়া তাদের দাঁড়াইবার স্থান করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেছে।

বিলাতী বাজারে ভারতের বাণিজ্য

খোদ ইংলণ্ডেও ভারতীয় বাণিজ্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে। এর জন্য কেবল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান বাধাবিঘ্নগুলি দূর করিবার দরকার। এ সম্বন্ধে বিদেশী বাণিজ্য-সঙ্ঘগুলি ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লণ্ডনে ইংলণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতীয় এজেণ্ট থাকার দরকার। আর ভারতীয় ব্যবসা ভারতবাসীর হাত দিয়া চলার দরকার। লণ্ডনস্থ ভারতীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি একটী ভারতীয় ব্যাঙ্কের অভাব অনুভব করিতেছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির একটী মিলিত কার্য্যালয়ও লণ্ডনে থাকার দরকার। নানাধরণের পাশ্চাত্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্ঘবদ্ধ। সেইজন্য পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসা সফলতা লাভ করিয়াছে এবং উহার প্রসারতাও ঘটিয়াছে। ভারতবাসিগণকে ব্যবসায়ের এই কৌশল শিখিয়া লইতে হইবে। পাশ্চাত্য ব্যবসা এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ যে, যদি ইহার একটী বিভাগের ক্ষতি হইবার উপক্রম হয় তবে অন্য বিভাগগুলি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া উহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। সেই জন্য যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে এইভাবে প্রত্যেকটী বিভাগের তত্ত্বাবধান চলিয়া থাকে। সুদ সম্বন্ধে চুক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। সকলের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ও সকল বিষয়ে সহযোগিতা বর্ত্তমান। মাল চালানের ব্যবস্থা, মাশুলের হার নির্ণয়, ব্যাঙ্কিং, বীমা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই এরূপভাবে সম্পাদিত হয় যে, ঐ সকলের দরুণ থাকে কিসে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং যে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জাতির শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয় সে সমগ্রজাতির বাণিজ্যগত স্বার্থের বিরুদ্ধেই প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। ব্রিটিশ ব্যবসায়ের শক্তির ইহাই মূলীভূত কারণ। ব্রিটিশ জাতির এই ব্যবসানীতি যদি ভারতবাসী পরিশ্রম করিয়া শিখিয়া লইতে চেষ্টা করে ও সফলকাম হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবসায়ও শক্তি লাভ করিবে।

বিলাতে ভারতীয় বাণিজ্যের কার্য্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন আছে। বিলাতে ভারতীয় বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে গেলে কথাটী বলা আবশ্যক। বিলাতে ভারতের স্বার্থ-সাধনের জন্য খবরাখবর আদান প্রদানের একটী আড্ডা স্থাপনের দরকার। সমস্ত কথা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হইবার জন্য আমাদের যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয় ও আমাদের সম্বন্ধে কত মিথ্যা সংবাদ যে দেওয়া হইয়া থাকে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যগত স্বার্থসম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার জন্য ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর কপালে কি কি ঘটিতেছে তাহা বিশদ-ভাবে জানাইবার জন্য এবং দেশে আমরা কিরূপভাবে চলাফেরা করিতেছি তাহা ঠিকমত প্রকাশ করিবার জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের নিতান্ত দরকার।

মিষ্টার উদনী ভারতবর্ষে দুই মাস কাল রহিবেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি কলিকাতায় (ফেডারেশান অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স) ভারতীয় বাণিজ্য সভাগুলির মিলিত সভায় যোগদান করিতেছেন। এই অবসরে তিনি এই মিলিত সভায় ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটী অবশ্য-করণীয় কার্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার মতে এজন্য সভ্যাগ্রণী সভাগুলির কর্ত্তব্য, বিদেশে ভারতবাসীর কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা। অধিকন্তু এজন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকটও যাইতে হইবে। এবং ভারতবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে পৃথক আইন দ্বারাই হউক কিংবা অন্য উপায়েই হউক ভারতের স্বার্থের বাধাবিঘ্নগুলি দূর

করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে হইবে। লণ্ডনের ভারতীয় সওদাগরী সভা যথাসাধ্য কার্য্য করিতেছে। এখন ভারতের মিলিত বাণিজ্যসভার কর্ত্তব্য উহার পৃষ্ঠপোষকতা ও পক্ষসমর্থন করা। যদি কোন সওদাগর বিলাতের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে ইচ্ছুক হয়, বা এই সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে আমরা আনন্দের সহিত জানাইয়া দিবে। এই সম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহার নামে, বাকুভাই আম্বালাল কোম্পানী, ৪৯ আপোলো ষ্ট্রীট, বোম্বাই, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

লাইপৎসিগের হেমন্ত মেলা

লাইপৎসিগের হেমন্ত মেলা অল্পদিন হইল শেষ হইয়া গিয়াছে। এই মেলায় ১০০,০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। ইহার ভিতর ১৩,০০০ লোক এসেছিল জার্ম্মাণির বাহিরের অন্যান্য দেশ হইতে। এই প্রদর্শনীতে জিনিষপত্র প্রদর্শকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৮,৫০০। ইহার মধ্যে বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৪৬০টী। বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ভিতর চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে এসেছিল ২৬০টী, অষ্ট্রীয়া হইতে ১৬০, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালি, গ্রেটব্রিটেন হইতেও অনুরূপসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান যোগদান করিয়াছিল। এই সমস্ত দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ দেখাইয়াছিল বিদেশে রপ্তানি করার মত আপন আপন শিল্প-জাত দ্রব্য।

এই মেলায় কেনাবেচা ভালরূপ চলিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ সামনেই হেমন্ত ও শীত ঋতু। তার পর আগামী বড়দিনের জন্যও লোকের জিনিষপত্র কেনার দরকার পড়িয়াছিল। যদিও ইহা সত্য যে, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির ব্যবসার বাজার দিন দিন নরম হইয়া পড়িতেছে, তথাপি জার্ম্মাণির ৬ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর পক্ষে এমন একটী মেলা চালু করিয়া রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তথাকথিত "ডয়েস" বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ক্রেতাকে মেলায় জিনিষপত্র খরিদ বেশ হুঁসিয়ার হইয়াই করিতে হইয়াছে। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু ক্রেতাগণ জিনিষের গুণ বিচার, টেঁকসই হইবে কিনা ইত্যাদি নানাদিক্ সমবিয়া বিবেচনা করিয়াছে। জার্ম্মাণ শিল্প-জগতে গত কয়েক মাস যাবৎ "র‍্যাশনালিজেশান" বা "যুক্তিপ্রয়োগ" নীতি চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। আর এই যুক্তি-প্রয়োগ নীতি কেবলমাত্র গায়ের গায়ের মাল প্রস্তুত করিবার জন্যই যে অবলম্বিত হইতেছে তাহা নহে, মালপত্রের গুণের উৎকর্ষ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকেও নজর রাখা হইয়াছে। মাল বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য জার্ম্মাণি নূতন নূতন পন্থা বা কৌশল অবলম্বন ও বস্তুাদির অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষসাধন করিয়াছে এবং জার্ম্মাণি এবিষয়ে সফলকামও হইয়াছে। খেলনা-শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে সৌখীন জিনিষ চেয়ে দরকারী জিনিষের আদর

মেলাতে লোকজন শীতের জিনিষপত্র ক্রয় করিতেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে:—নিম্নলিখিত শীতের জিনিষই বেশী কাটিয়াছে, যথা:—তাবে জড়ান পাত্র, পশমী কম্বল, ওভার কোট, আলোর সাজসরঞ্জাম, জিনিষপত্র গরম করিবার ও রন্ধন করিবার যন্ত্রাদি, টেবিলের সরঞ্জাম, কাচের বাসন, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র, বই ও খেলিবার সরঞ্জাম, বাদ্য যন্ত্র, গ্রামোফোন ও রেকর্ড, বেতারের সরঞ্জাম, সূচী-শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি। ব্যায়াম-ক্রীড়ার সরঞ্জাম-বিক্রয়ের বাজারে শীতকালের ক্রীড়ার উপযোগী সরঞ্জামই বেশী বিক্রয় হইয়াছে এবং জুতাচামড়ার বাজারে শীতকালের উপযোগী বুটের জন্য ভারি চামড়াই বিক্রয় হইয়াছে বেশী। বিজ্ঞাপন ও প্যাক্ করিবার জিনিষপত্রের বাজারে বড়দিনের জন্য জিনিষপত্র বুক করা হইয়াছিল সুদৃশ্য কার্ড বোর্ডের আধারে। আজকাল ট্রেড্ মার্ক অর্থাৎ "ব্যবসায়ের চিহ্ন" দিয়া যারা ব্যবসা বাণিজ্য চালায় তাদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। লাইপৎসিগের মেলায় বিজ্ঞাপন বাহির করার ওস্তাদগণ নানা ধরণের নূতন ও চমকপ্রদ ট্রেডমার্কের বা বিজ্ঞাপনের নমুনা হাজির করিয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িগণের বেশ

ঝোঁক দেখা গিয়াছিল এই সমস্ত ট্রেড্‌মার্কের ও বিজ্ঞাপনের নমুনা কিনিবার দিকে। এখানে চকোলেট ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য কাটিয়াছিল বিস্তর। এছাড়া সকল রকমের নৌশীন জিনিষ, অস্ত্রশস্ত্রের গহনাপত্র, ঘড়ি, এবং আরও নানা প্রকার "কলিত কলা" দ্রব্যও কম বিক্রয় হয় নাই। বহুকষ্টার আসবাবপত্র, সিনেমাটির জিনিষ, কাচের পাত্র বিক্রয় করিবার সুবিধা মিলিয়াছে। আর্থাপিতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বড়দিনের উপহার উপলক্ষে সখের জিনিষের স্থানে দরকারী জিনিষের উপহার দিবার রেওয়াজ পড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য "বড়দিনের" ব্যবসা এমন কয়েক দিকে চলিতে অগ্রসর হইয়াছে যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

মেলায় আর একটী বাজারেও ক্রেতার ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। সেটী হইতেছে বাস্তশিল্পের উপযোগী জিনিষপত্রের স্থান। বর্ত্তমানের স্মরণযোগ্য একটী ঘটনা এই যে, আর্থাপিতে এখনও বসতবাটীর অভাব-পূরণের জন্য প্রায় ৬০০,০০০ বসতবাটীর দরকার। অর্থাভাববশতঃ গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর আর্থাপিতে কম ঘরবাড়ী তৈয়ার হইয়াছে। বিদেশী ঋণের সাহায্যে আগামী বৎসর খুব বেশী মাত্রায় গৃহনির্ম্মাণ চলিবে বলিয়া মতলব চলিতেছে। এছাড়া, সড়ক তৈয়ারী, খাল খনন, ড্যাম নির্ম্মাণ ইত্যাদিও চলিবে বেশ জোরের সহিত। যাতায়াতের সুবিধা করণ, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টাও চলিবে বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যন্ত্রাদি ও বাস্তশিল্পের মেলাতেও বেশ লোকজনের গতায়াত হইয়াছিল। সড়ক তৈয়ারী কিরূপে করিতে হয়, গৃহ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা সম্বন্ধে, গৃহনির্ম্মাণের যন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে, ও বসতবাটীর সম্বন্ধে উত্তম উত্তম বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার জন্য জিনিষপত্রের ক্রয়বিক্রয়ও বেশ বাড়িয়াছিল।

বিলাতে বণিক্ সমিতি ও আর্থিক ভারত

"ফ্রী প্রেসের" লণ্ডনস্থ অর্থনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন,—

"আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছি ভারতের ব্যাঙ্ক, নৌ-ব্যবসায়ী ও বীমা ব্যবসায়ে যাহাতে ইংরেজের স্বার্থই প্রধান থাকে সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্যর বেসিল ব্লাকেট রিপোর্ট ব্যাঙ্ক বিল উত্থাপন করিয়া সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। তাঁহার রাজস্ব-সচিবগিরি ইহাতেই খতম হয়। জনসাধারণ জানেন না, লর্ড আরউইন কিছুতেই ইহা "সার্টিফিকেট" ক্ষমতা বলে পাশ করিতে চান নাই। সেজন্য দেশবাসী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নূতন রাজস্বসচিবও অনুরূপ চেষ্টা করিবেন। স্যর জর্জ্জ শুষ্টারকে ভারতযাত্রার পূর্ব্বে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতীয় রাজনীতিকগণ অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন; সম্মুখ যুদ্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন না।"

নৌবাণিজ্য

"নৌ-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া বৃটিশ প্রাধান্য রক্ষার বিবিধ চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম চেষ্টা একমাত্র দেশীয় প্রতিযোগী সিন্ধিয়া ষীম নাভিগেশান কোম্পানীর বিরুদ্ধে। কিভাবে চেষ্টা চলিতেছে সে কথা সিন্ধিয়ার কর্ত্তৃপক্ষই ভাল বলিতে পারেন। সিন্ধিয়া কোম্পানীর অস্থায়ী সভাপতি মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এখানে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বর্ম্মা হইতে রপ্তানি চাউলের মাশুল টন প্রতি ১৪৲ টাকা হইতে কমাইয়া টন প্রতি ১০ টাকা ২ আনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য, ইংরাজ নৌ-কোম্পানীগুলি অন্য দিক্ দিয়া এই লোকসান পোষাইয়া লইবে, যদিতে মরুক সিন্ধিয়া। তাহারা ইহাই চায়। লণ্ডনে ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে জনরব এই যে, সিন্ধিয়া কোম্পানীকে উঠাইবার জন্য গোপনে গোপনে খুব জোর উদ্যোগ চলিতেছে। ইহাও প্রকাশ যে, সিন্ধিয়ার ডিরেক্টারদ্বয় মিঃ নরোত্তম মোরারজি, মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এবং মিঃ এইচ, পি, মোদি এই জন্যই বিলাত আসিয়াছেন। সিন্ধিয়া কোম্পানী গুপ্ত রহস্য ফাঁক না করিলে সমস্ত ঘটনা জানিবার উপায় নাই।"

দ্বিতীয় চেষ্টা উপকূল-বাণিজ্য বিলকে বাধা দেওয়া। এবিষয়ে বৃটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সঙ্ঘ এবং বৃটিশ বণিক্ সমিতির এক জিকিউটিভ কাউন্সিল ইণ্ডিয়া অফিসে কায়দা

যান্ত্রিক আবেদনতো করিয়াছেনই, অন্য চেষ্টাও করিতেছেন। এই দলের পাণ্ডা লর্ড ইঙ্কেপ। আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছি, তিনি নাকি যেন তেন প্রকারেণ উপকূল বাণিজ্যকে বাধা দিবার জন্য ৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইংরাজ বণিকগণের বিশ্বাস, স্যর চার্লস ইঙ্গের মত এ বিষয়ে লড়িবার উপযুক্ত সিভিলিয়ান আর নাই। এবং সার জর্জ রেণীর বক্তৃতার পর ইহাদের ধারণা হইয়াছে, ইহার হাতে তাহাদের স্বার্থ নিরাপদ নয়। এমনও সংবাদ পাইয়াছি যে, শেষ পর্য্যন্ত বার্ম্মাকে এই আইনের সীমানার বাহিরে রাখিবার জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দেওয়া হইবে।

বীমা

ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যাইতেছে না। জীবন বীমায় বিদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি দেশীয় কোম্পানীগুলির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু অগ্নি, নৌ ও অন্যান্য বীমায় এখন পর্য্যন্তও তাহাদেরই প্রাধান্য। মোট ৭টি প্রধান দেশীয় বীমা কোম্পানী আছে। সম্প্রতি ইহারা ভারতীয় বীমাকোম্পানী প্রতিনিধিদল গঠন করিয়া,—কোন একটি বিশেষ কোম্পানীর জন্য নয়,—সমস্ত দেশীয় কোম্পানীর জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। বিদেশী কোম্পানীগুলিও এইভাবে একটী প্রতিনিধিদল গঠন করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করিবেন।

কৃষি বিষয়ে রুশিয়ার নতুন মতলব

সোভিয়েত রুশিয়ার পাড়াগাঁয়ের জমিগুলা কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য লেনিন যে নতুন মতলব ঠাওরাইয়াছিলেন তাহা যাহাতে কাজে লাগান যাইতে পারে সে বিষয়ে রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট ও বিভিন্ন দলের ভিতর, এমন কি সমস্ত খবরের কাগজেও, একটা আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

কৃষি বিষয়ে এত বড় বিরাট স্কীম পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এই স্কীম অনুসারে দেশের ভিতর মোট ১২৫টি বাধা বাধা গোছের কৃষিক্ষেত্র তৈয়ারী হইবে এবং ইহার প্রত্যেকটী ক্ষেত্রের পরিমাণ হইবে লক্ষ একর। এই সব জমির উৎপাদন হইতে বৎসরে ২০ কোটি বুশেল শস্য বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বৎসরের শস্য সংগ্রহের একটা দস্তুর ভাবনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন। কারণ আজকাল গবর্ণমেণ্টকে এই শস্যের জন্য সমস্ত বড় বড় ধনী চাষীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইহারাও যো পাইয়া শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই উজুহাতে অনেক টাকা দাবী করিয়া বসে। এই স্কীম কাজে পরিণত করিতে গেলে তিন বৎসরের মধ্যে কলকারখানার শস্য তোলা যন্ত্র, লাঙ্গল, চাষীদের বাসা এবং ক্লাব প্রভৃতি গড়িতে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড খরচ করা দরকার।

গরীব চাষীদের উপায়

এই স্কীম কাজে পরিণত হইলে অনেক গরীব চাষীর এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে বেতন হিসাবে কাজ করিয়া তাহের সংস্থান হইবে। এই সমস্ত অধুনিকভাবের ক্ষেত্রে যাঁহারা নিয়মে কাজ করিলে তাহারা অনেক ভাল কাজ শিখিতে পারিবে। ফলে ইহারা সহরের চাষীদের সঙ্গে মিলিবার বেশী সুযোগ পাইবে এবং ইহাদের আত্মসম্মান শিক্ষা ও রীতিমত বাড়িয়া যাইবে।

এই ধরণের কাজ চলিলে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে চাষীরা সমাজে বেশ গণ্যমান্য এবং সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত হইতে পারিবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিরাট পশমের ব্যবসা

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা ভেড়ার পিঠে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হয়। সিডনি সহরে গেলে এ ব্যাপারের অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে বৎসরে একবার করিয়া একটী ভেড়ার প্রদর্শনী খোলা হয়, এবং এখানে অনেক টাকার ভাল ভাল পশমওয়ালা ভেড়া বিক্রী হইয়া থাকে।

ভেড়ার পাল অষ্ট্রেলিয়ার একটা খুব বড় সম্পত্তি।

বছরে প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পশম এখানকার ভেড়া হইতে পাওয়া যায়। আগামী বৎসরে এই সমস্ত পালের সংখ্যা ১০ কোটি পর্য্যন্ত হইবে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে, এবং মোট ২,৪৬২,০০০ গাঁইট পশম পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে বর্ত্তমান বৎসর হইতে ২৪০,০০০ গাঁইট বেশী পশম আগামী বৎসর পাওয়া যাইবে।

এত বড় একটা ব্যবসার গোড়া পত্তন ক্যাপ্টেন জন ম্যাকআর্থারের জন্যই প্রথম হয়। তিনি প্রথমটায় নিউ সাউথ্ ওয়েলস্‌এ আসিয়া বসবাস করেন। তিনি কলিকাতা হইতে ৩০টি বাঙলায় ভেড়া আনাইয়া পালিতে সুরু করেন।

এইরূপ শুনা যায় যে, কোন সময় স্পেনের রাজা ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টকে স্পেন দেশীয় মেরিণো জাতীয় কতকগুলি ভেড়া উপহার দেন। এবং এইগুলি ওলন্দাজ কেপ কলোনিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এবং সেখান হইতে ১৭৯৬ সালে সেগুলি উত্তমাশা অন্তরীপে বিক্রী করিয়া দেওয়া হয়। দুই জন ক্যাপ্টেন এখান হইতে ২৬টী ভেড়া কিনিয়া সিডনি লইয়া আসেন। এখানে আনিয়া সেগুলি কতকগুলি বাসিন্দার কাছে বিক্রী করেন। তখন ম্যাকআর্থার তিনটী ভেড়া ও পাঁচটী ভেড়ী কিনিয়া রাখেন।

এই সমস্ত ভেড়ার বংশধরেরা দেশী ভেড়ার সহিত মিশিয়া পালে ভারি হইয়া উঠে এবং ইহাদের লোমও বেশ কোমল হইয়া যায়। প্রথম হইতেই ক্যাপ্টেন ম্যাকআর্থার কি করিয়া পশমের কোয়ালিটি ভাল করা যায় সে বিষয়ে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিতে থাকেন। ম্যাকআর্থারের পর এই পরীক্ষার ভার অন্য লোকে লেন। এইরূপ পরীক্ষার ফলে কালে কালে ব্যবসা বাড়িয়া বর্ত্তমানে এই বিরাট ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

১। প্রথম অধিবেশন, ১০ই অক্টোবর, বুধবার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, ব্যবস্থাপক মহাশয়ের উদ্যোগে, ৭ই অক্টোবর (১৯২৮) তারিখে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম, এ, বি, এল এই সভা আহ্বান করেন। অধিবেশনের স্থান অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের গৃহ, ৪৫নং পুলিস হস্‌পিটাল রোড। সময় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রাধেশর দাস, বি, এস, সি, এইচ, ই (ইলিনয়), বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌স্টিটিউট, যাদবপুর, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল্, কুচবিহার, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে, এম এ, বি, এল্।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্, পি-এইচ্, ডি ও অধ্যাপক ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল, এম্, বি, প্যারিসের বিদেশী রোগতত্ত্ব পরিষদের সভ্য—এই উভয়ে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের সমর্থনে অধ্যাপক রাধেশর দাস সভাপতি মনোনীত হন।

পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক নানাপ্রকার আলোচনার পর স্থির হইল যে, পরিষদের এক অস্থায়ী নিয়মাবলী গঠন করা হইবে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত তাঁহার তৈরি এক খসড়া পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় তাঁহার আড়াই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে এযাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই অগ্রসর হইয়া আসুন। আর বর্ত্তমানে বিনা মজুরিতে এখনই যদি তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন তবেই পরিষৎ খাড়া করা সম্ভব হইবে, নচেৎ নয়।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

(ক) পরিষৎ স্থাপিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত

(খ) পরিষদের কাজ চালাইবার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে

(গ) পরিষদের কাজ চালাইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হউক।

১। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল।

২। শ্রীবাণেশ্বর দাস।

৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, অধ্যাপক, কৃষি-বিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্, পি-এইচ্, ডি, সম্পাদক, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স, কলিকাতা।

৫। শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি, এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কো-অপারেটিভ্ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কলিকাতা।

৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বি, এল (পার্টু), বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টর, ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড, হাম্বুর্গ (জার্ম্মাণি)।

৭। শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি, এল, পি-এইচ্, ডি, "প্রকৃতির" সম্পাদক (পরিষদের সম্পাদক)।

৮। শ্রীসুধাকান্ত দে।
৯। শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।
১০। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
} সহযোগী সম্পাদক

১১। শ্রীবিনয়কুমার সরকার—গবেষণাধ্যক্ষ।

১২। মেজর রামনদাস বসু, আই, এম, এস (অবসর প্রাপ্ত), এলাহাবাদ (কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি)।

প্রস্তাবক,—শ্রীবাণেশ্বর দাস

সমর্থক—শ্রীসুধাকান্ত দে

(ঘ) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাসের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গবেষক নিযুক্ত করা হয়:—শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

শ্রীযুক্ত সরকার বলিলেন "আর্থিক উন্নতি"কে পরিষদের মুখপত্র করিবার জন্য ডিরেক্টরদের নিকট অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধার্য্য হইল যে, তিনি "আর্থিক উন্নতি"র পরবর্ত্তী ডিরেক্টরদের সভায় (শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯২৮) এই উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বাঙ্গালায় ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁহার লিখিত "ভারতবর্ষে বীজ-তৈল কারখানার ভবিষ্যৎ" পাঠ করিবার পর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ করা হয়। এই প্রবন্ধ গত কার্ত্তিক মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "আর্থিক উন্নতি"র ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের ১২ই অক্টোবর ১৯২৮ সনের সভায় বিনয়বাবুর প্রস্তাব অনুসারে "আর্থিক উন্নতি"কে পরিষদের মুখপত্র বিবেচনা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

২। দ্বিতীয় অধিবেশনে, শনিবার, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮। স্থান ৯৬নং আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীট। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সময় এই অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল মহাশয় "সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের অর্থকথা" সম্বন্ধে এক আলোচনা উপস্থিত করেন।

তিনি বলেন জাতির স্বাস্থ্য জাতির পবিত্র সম্পত্তি স্বরূপ। যাহাতে লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়, যাহা খাইলে লোকের কার্য্যক্ষমতা বাড়ে, তাহাই খাইতে হইবে, আচার-বিচারের দোহাই দিলে চলিবে না। খাদ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকার দরুণ আমাদের জাতীয় শক্তির শুরুতর অপচয় ঘটিতেছে। এই অপচয় অর্থশাস্ত্রীরা টাকা আনা পাইয়ে করিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন। ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির আয়কমতা খুব কম করিয়া ধরিয়া ৩০৲ টাকা ধরিয়া গ্রহণ করিলে, নানা দিক্ হইতে আমাদের স্বাস্থ্যের অর্থকথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ নিবারিত হইতে পারে তাহাতে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ লোক মারা যাইতেছে অর্থাৎ দেশ ইহাদের

উপার্জ্জন-শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু বেরিবেরি-পীড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের সুস্থ মানুষের কর্ম্ম ক্ষমতাও যতদূর হইতে পারিত ততদূর নয়। এ বিষয়ে শুধু প্রাকৃতিক অবস্থাকে দায়ী করিলে চলিবে না। কারণ সাহেবরা এদেশে আসিয়াও আমাদের চেয়ে বলিষ্ঠ থাকে। এমন কি, পাঞ্জাবীরাও আমাদের চেয়ে বেশী কর্ম্মক্ষম থাকে। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, খাদ্যের উপর কর্ম্মশক্তি কম নির্ভর করে না। ইঁদুর লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা পাঞ্জাবের খাদ্যে সব চেয়ে সুস্থ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে আর বাঙ্গালা ও মাদ্রাজের খাদ্যে সব চেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, পাঞ্জাবীর দৈহিক শক্তি ও গঠন অনেকটা ইয়োরোপীয়ের ন্যায়। আমরা শুধু আমাদের খাদ্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি করিতে পারি। এই উন্নতির গোড়াকার কথা হইল, এক এক শ্রেণীর প্রতি ব্যক্তি তার আয়ের কতখানি খাদ্যের জন্য ব্যয় করে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। অর্থশাস্ত্রীরা অবিলম্বে এই দিকে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হউন। পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় উন্নতির মোলাবিদা স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেইজন্য সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া কোন্ ব্যক্তি কি আয় ও খাওয়ার জন্য কতখানি ব্যয় করে, পোষাক, আশ্রয়স্থান ইত্যাদির জন্যই বা কতখানি ব্যয় করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সে সন্ধান লইতে হইবে। খাদ্য পরিবর্ত্তনের ফলাফল পরীক্ষার সুযোগও ২।১ জায়গায় ঘটিয়াছে, যেমন বোলপুর শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতার কোন কোন মেসে। "আর্থিক উন্নতি"তে মজুর সমাজের উপযোগী পুষ্টিকর অথচ সস্তা খাদ্যের একটা তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে।" বক্তৃতার পর কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়।

অতঃপর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভাপতি হন শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(ক) পরিষদের যাবজ্জীবন সভ্য হইতে হইলে এককালীন ১২৫৲ টাকা দিতে হইবে।

(খ) পরিষদের বৎসর কার্ত্তিকে সুরু হয়। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র ও পরিষদের কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ চাঁদাটা বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত হিসাবে লওয়া হইবে। বর্ত্তমান সনের ৬ মাসের (কার্ত্তিক-চৈত্র) জন্য পরিষদের সভ্য হইলে "আর্থিক উন্নতির" পুরাতন গ্রাহকগণকে ৸০ আনা মাত্র অতিরিক্ত দিতে হইবে এবং এই সময়ের জন্য পরিষদের নূতন সভ্যগণকে ৩৲ টাকা দিতে হয়।

৩। তৃতীয় অধিবেশন, সোমবার, ২৪ ডিসেম্বর। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের ভবনে, ৪৫ নং পুলিশ হস্পিটাল রোডে। এই অধিবেশন সন্ধ্যা ৫টায় আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি মেজর বামন দাস বসু, আই, এম, এস্ (অবসরপ্রাপ্ত) মহাশয়ের সহিত গবেষকদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ ও ভাবের আদান-প্রদান এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। মেজর বসু মাত্র দু'এক দিনের জন্য এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক সভ্যকে যথারীতি ডাকে জানাইবার সুযোগ হয় নাই।

মেজর বসু মহাশয় সকলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি স্বাস্থ্য দর্শন ইতিহাস, কৃষি দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে বহুবিধ চর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক চর্চ্চার জন্য তিনি যে সকল বই ও পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন, তাহা হইতে মাঝে মাঝে সঙ্কেত ও ইঙ্গিত টুকিয়া রাখিয়াছেন। সেই সব কাজে লাগাইতে পারিলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইতে পারে। মেজর বসু তাঁহার নোট বহিগুলা পরিষৎকে দান করিলেন। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলা শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র উকিল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। হাজারিবাগের রসায়নাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেজর বসুর খাদ্য-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি ব্যবহার করিতেছেন। পরিষৎ হইতেও তাঁহাকে ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে রচনা তৈয়ারির জন্য অনুরোধ করা হইবে। এলাহাবাদে মেজর বসুর যে বিস্তৃত লাইব্রেরী আছে তাহা দেখিবার জন্য এলাহাবাদে সকলকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। সরকার-পত্নী জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যন্ত্রপাতির কারখানায় নক্‌রি চুঁড়া

[কলিকাতায় ও হাওড়ায় যেসকল যন্ত্রপাতির কারখানা আছে তাহার কোনো কোনোটায় নক্‌রি চুঁড়িবার চেষ্টায় একজন বাঙ্গালী যুবক কারখানার কর্ত্তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়াছিল। কথাবার্ত্তার ফলাফল বিবৃত হইতেছে।]

১। এলেন্‌বারি কোম্পানী (মোটর এন্‌জিনিয়ারস্), ধাঙ্গরা রোড।

প্রধান এঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য :—

"এখানে চাকুরি খালি নাই; সাধারণ মজুরের কাজ করিতে হইলে শিক্ষিত লোক যখন না লইলেও চলে তখন রাস্তাঘাটেই বহু লোক মিলে। আর কুলির কাজ করা যানে শিক্ষার ইজ্জৎ নষ্ট। সুতরাং ২০০টাকা জমা রাখিয়া এপ্রেন্টিস্ হইতে পার। অন্য উপায় নাই। তোমরা বাঙ্গালীরা, বিশেষতঃ শিক্ষিত হইয়া, মোটেই ছোট কাজ করিতে পারিবে না এবং কুলির খাটুনি খাটিতে পারিবে না।"

২। মেসর্স্ কোম্পানী—হাওড়া।

বড় সাহেব বলিলেন :—

"কাজ খালি নাই। কুলি মজুরেরও বর্ত্তমানে আবশ্যক নাই। কারখানার অভিজ্ঞতা কিছু নাই, সুতরাং এখানে হইবে না।"

৩। লিলুয়া রেলওয়ে কারখানা।

ছোট সাহেবের বাণী :—

"কাজ খালি নাই। বড় সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইলে তাঁকে চিঠি লিখিতে হইবে; তিনি দেখা করার তারিখ দিয়া চিঠি দিবেন। কিন্তু তাঁর সহিত দেখা করিয়া লাভ নাই। এখানে কুলিরও দরকার নাই।"

৪। ষ্টুয়ার্ট কোম্পানী—বালিগঞ্জ। (মোটর এঞ্জিনিয়ারস্)

বড় এঞ্জিনিয়ার সাহেব বলিলেন :—

"কাজ খালি নাই। মিস্ত্রির কাজ জানা থাকিলে দেখা যাইত। সাধারণ কাজ করার লোক আমার যা দরকার, তার বেশী আছে। সুতরাং উপায় নাই।"

৫। হুগ্‌লি ডকিং এণ্ড এনজিনিয়ারিং।

ছোট সাহেব :—

"জাহাজ তৈয়ারীর কাজে অথবা মিস্ত্রীর কাজে অভিজ্ঞতা না থাকিলে দরকার নাই। কেরাণীর কাজ খালি নাই।"

৬। ব্রিটেনিয়া কোম্পানী—হাওড়া।

বড় সাহেব :—

"কাজ খালি নাই। সাধারণ কাজ করার লোকের দরকার নাই।"

৭। গ্যালভ্যানাইজিং কোম্পানী—হাওড়া।

বড় সাহেব :—

"গ্যালভ্যানাইজিং কাজে দক্ষ লোক ছাড়া অন্য লোকের দরকার নাই। ছোট কাজ করার মত লোক অমনি ঢের পাওয়া যায়—তা ছাড়া এখন তারও আবশ্যক নাই।"

৮। ফোর্ড্ কোম্পানী—ভবানীপুর।

"কাজ খালি নাই। শিক্ষানবিশ এখানে লওয়া হয় না। সাধারণ কাজ করার লোকও ঢের আছে।"

৯। এষ্ট কোম্পানী—বালিগঞ্জ।

বড় সাহেব :—

"কাজ খালি নাই। মজুরের কাজ তোমার দ্বারা হইবে না—তুমি তো বাঙ্গালী? কেরাণীগিরি খালি থাকিলে দেখা যাইত।"

১০। হকুমচাঁদ ইলেকট্রিক্ কোম্পানী—বালিগঞ্জ।

কারখানার ছোট এঞ্জিনিয়ার বাবু :—

"এখানে আপনার করিবার মত কাজ কিছু নাই। কারখানার ইলেকট্রিক্ ব্যাপারে কিছু হাত থাকিলে এখানে চেষ্টা চলে—নতুবা নহে। অন্য কোন কাজ নাই।"

১১। টালা জলের কল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ (বাঙ্গালী) :—

"শুধু মিস্ত্রি আর শিক্ষানবিশ রাখা হয়। বর্ত্তমানে কোনোটারই আবশ্যক নাই। শিক্ষানবিশ হইয়া ভর্ত্তি হওয়ার সময় এখনও দূরে। তখন চেষ্টা করিও—কিন্তু নিজকে ভরণপোষণ করার সুবিধা হইবে না।"

১২। ই, বি, রেলওয়ে কারখানা—বেলেঘাটা।

বড় সাহেব :—

"কাজ খালি নাই। কুলির কাজ তোমাকে দিয়া যতটুকু পাইব খোট্টা মূর্খ দ্বারা তার অনেক গুণ বেশী পাইব। অন্য চেষ্টা দেখ।"

১৩। ম্যাকিন্টস্ কোম্পানী—বালিগঞ্জ।

প্রধান এঞ্জিনিয়ার :—

"কাজ খালি নাই। মজুরের কাজও খালি নাই। কলকব্জার কাজ জানা থাকিলে চেষ্টা চলিতে পারিত। টেক্‌নিকাল্ শিক্ষালয় হইতে এক আধ বছরের শিক্ষা লওয়া থাকিলেও কারখানায় কাজের চেষ্টা চলে। তোমার কিছুই নাই।"

১৪। খিদিরপুর ডক্।

বড় সাহেব :—

"ডকের কাজ জানা না থাকিলে এখানে চেষ্টা চলে না। কোন বড় আত্মীয় আছেন,—যিনি কলিকাতায় খুব নামজাদা? এখানে ভর্ত্তি হইবার উপায় এই দুইটী।"

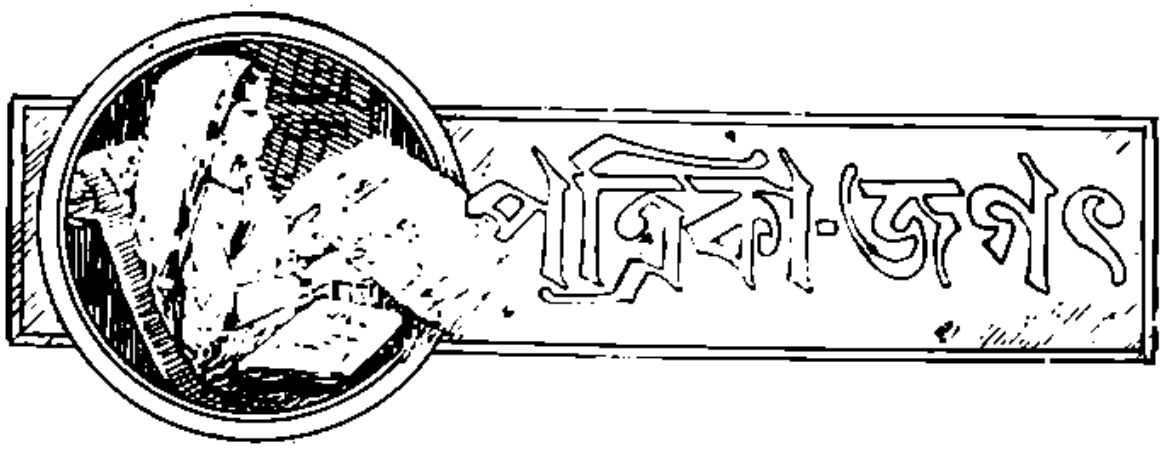

"দি টেক্‌স্‌টাইল রেকর্ডার"

১৫ই আগষ্ট, ১৯২৮

ফ্যাক্টরী-সঙ্ঘ লাভজনক হয় কখন ?

তুলা ও পশম শিল্পের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য আজকাল এই দুই শিল্পের ফ্যাক্টরীগুলাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কথা চারিদিকে শুনা যাইতেছে। অনেকের মত এই যে, তুলা ও পশমের ফ্যাক্টরীগুলাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিলেই তুলা ও পশমের ব্যবসার উন্নতি দেখা দিবে।

এই মত নিতান্ত ভ্রান্ত। ফ্যাক্টরীগুলা বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেই অথবা তাহাদের আকার ছোট হইলেই তাহাদের ক্ষতি ভোগ করিতে হইবে। আর তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিলেই যে তাহাদের লাভ হইবে এ কথা মোটেই সত্য নয়। একতাবদ্ধ হইলে শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা একতাবদ্ধ হইতেছে তাহারা যদি নিতান্ত দুর্বল হয়, তাহাদের যদি আত্মনির্ভরের ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা একতাবদ্ধ হইলেই যে তাহাদের সমবেত শক্তি বাড়িবে, তাহা সত্য নয়। যে ফ্যাক্টরীগুলাকে একতাবদ্ধ করা হইবে সেগুলা যদি অদক্ষ লোকের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিলেই তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হইবে; এরূপ আশা করা বাতুলতামাত্র। সঙ্ঘবদ্ধ না হইলেও এবং ছোট আকারের হইলেও অনেক ফ্যাক্টরী বেশ লাভে চলিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অপরদিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াও অনেক ফ্যাক্টরী লোকসান দিতেছে এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সুতরাং ফ্যাক্টরীগুলার লাভ হইতেছে না দেখিলেই তাহাদের দুরবস্থার মূল কারণগুলা আদৌ অনুসন্ধান না করিয়া তাহাদের একত্র হইবার অথবা ফ্যাক্টরীগুলার আকার আরও বড় করিয়া তুলিবার উপদেশ দিলে, নিতান্ত মূঢ়ের মত কাজ করা হইবে।

সঙ্ঘবদ্ধতা বা আকার বাড়ানো সকল ক্ষেত্রেই ফ্যাক্টরীগুলার উপকারে লাগিবে এই মত ভ্রান্ত বটে; কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতা বা আকার বাড়ানো কখনও কখনও যে ফ্যাক্টরীগুলার উপকারে লাগিতে পারে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক শিল্পেই ফ্যাক্টরীগুলার এমন একটা আকার আছে, যাহার চেয়ে ছোট হইলে লাভ তেমন হয় না, অথবা বড় হইলেও লাভ কমিয়া যায়। উচ্চতম হারের উপযুক্ত মোটা-মুটি একটা আকার প্রত্যেক শিল্পেই দেখা যাইবে। শিল্প অনুসারে এই আকারের তারতম্য হইতে পারে (অর্থাৎ উচ্চতম লাভ পাইতে হইলে একটী বিশেষ শিল্পের ফ্যাক্টরী-গুলাকে তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বা ছোট করা আবশ্যক হইতে পারে); কিন্তু প্রত্যেক শিল্পেই উচ্চতম লাভের উপযুক্ত ফ্যাক্টরীগুলার যে একটি বিশেষ আকার আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি কোন শিল্পে ফ্যাক্টরীগুলা উচ্চতম লাভের যোগ্য আকারের চেয়ে ছোট হয়, কেবল তাহা হইলেই, ফ্যাক্টরীগুলাকে একত্র করিলে নানা দিকে লাভের সুযোগ বাড়িতে পারে—পরিচালনার খরচ কমিতে পারে, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের খরচ এবং কাঁচা মাল কিনিবার খরচ কমিতে পারে, অন্যান্য অনেক সুবিধাও লাভ হইতে পারে।

তুলা ও পশমের ফ্যাক্টরীগুলাকে একত্র করিলেই লাভ বাড়িবে কি না, একথা বিবেচনা করিবার সময় প্রধানতঃ

এইটুকুই ভাবিতে হইবে যে, উচ্চতর হারে লাভ পাইতে হইলে তুলা ও পশমের ফ্যাক্টরীগুলার আকার যত বড় হওয়া উচিত, ইহাদের বর্ত্তমানের আকার তত বড় কি না। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ কিছু বলা সম্ভব নয়।

"মাস্থলি লেবার রিহ্বিউ"

যুক্তরাষ্ট্রের ও জগতের আর্থিক বিবরণী-সম্বলিত, মার্কিণ সরকার প্রকাশিত মাসিক। মে (১৯২৮) সংখ্যায় আছে :—

(১) মধ্যবিত্ত লোকদের বর্ত্তমান চিকিৎসা-খরচ। আমেরিকার মধ্যবিত্ত লোক বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসার জন্য কত খরচ করে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মার্কিণ সরকারের বিটরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগের তরফ হইতে সম্প্রতি এক অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক শ্রমজীবী গড়ে বার্ষিক ১২২·৭২ ডলার বা তাহার বার্ষিক বেতন ১,৯৯২·৬৩ ডলারের শতকরা ৬·২ ভাগ চিকিৎসা বাবদে খরচ করে। উক্ত শ্রমজীবী ও তাহার পরিবারের লোক লইয়া বার্ষিক জনপিছু ৬৪·৫৯ ডলার চিকিৎসার জন্য ব্যয় করে। যে সমস্ত চাকুরো তিন হাজার ডলার বা তার উপর বেতন পায় তাহারা তাহাদের পরিবারের লোকসমেত প্রত্যেকে বার্ষিক ৮৮·৬৪ ডলার চিকিৎসার জন্য খরচ করে। চারিজন লইয়া এক পরিবারকে এই হারে চিকিৎসার জন্য ৩৫০ ডলার বার্ষিক ব্যয় করা দরকার হয়। ৫ জনের পরিবার হইলে বার্ষিক ৪০০ ডলার খরচা পড়ে।

(২) কটন স্পিনিং শিল্পে কাজের ঘণ্টা ও পারিশ্রমিক। মার্কিণ কটন স্পিনিং শিল্প কারখানায় সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে ৬৪·৪ ঘণ্টা কাজ হয়। শ্রমজীবিগণকে সাপ্তাহিক বেতন বাবদ প্রকৃত পক্ষে ১৮·৯৪ ডলার করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কাজের বেশী চাপ পড়িলে এইসকল কারখানায় রাত্রিকালেও কল চালাইবার রেওয়াজ বর্ত্তমান আছে।

(৩) জার্ম্মাণ পরিচারকগণের মধ্যে দৈব দুর্ঘটনা। তাহাদের মধ্যে দুর্ঘটনা খুব কমই দেখা যায় এবং এগুলি বেশী সাংঘাতিকও নয়। যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায় যে, জানানা পরিচারকগণের মধ্যে দৈবাৎ যেসকল মৃত্যু সংঘটিত হয় তাহার সংখ্যা খুবই কম। ১৪টী রাষ্ট্র হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিন বৎসরে মাত্র ১৪টী শ্রমজীবী মারা গিয়াছে।

(৪) ১২টী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের চাকুরোদের অবসর লইবার নিয়ম পদ্ধতি। এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, বেলজিয়াম, গ্রেটব্রিটেন, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের সকল চাকুরো ও জার্ম্মাণির বড় বড় সরকারি চাকুরোদের অবসর পেন্সন সরকার বহন করেন। ফরাসী, ইতালী, জার্ম্মাণি (বড় বড় চাকুরো ছাড়া), অষ্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেন্মার্ক, সুইডেন এবং নরওয়ে প্রভৃতি দেশে মনিব ও সরকার উভয়েই পেন্সন বহন করেন। অষ্ট্রিয়া, গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সে ৬০ বৎসর বয়সে চাকুরি হইতে অবসর লইবার সময়। ডেন্মার্ক, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ডে ৭০ বৎসরে লোকে পেন্সান লয়। এই সময়ের পূর্ব্বেও উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া পেন্সান লওয়া যাইতে পারে। অবসর পেন্সন সকল দেশে সমান নয়। কোন দেশে পেন্সানভোগকারী এখন কি তাহার বেতনের শতকরা ৭৮·৩ ভাগ পাইয়া থাকেন। প্রায় সকল দেশেই বিধবা ও এতিমগণের ভাতা দিবার ব্যবস্থা আছে।

(৫) কৃষিকার্য্যের দৈনিক মজুরি। মার্কিণ কৃষি কার্য্যের শ্রমজীবীরা প্রত্যেকে গত জানুয়ারী মাসে ৪৬·৭৫ ডলার মাসিক বেতন পায়। গত ১৯২৭ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৪৭·০৭ ডলার। কৃষিকাজের দৈনিক পারিশ্রমিক ১৯২৭ সনে ছিল ২·৩৬ ডলার, ১৯২৮ সনে হইয়াছে ২·৩৪ ডলার।

কৃষিকার্য্যে গতরের কাজ উঠিয়া যাইতেছে। আমেরিকা ও কানাডার কৃষিকাজে যথাসম্ভব কলকারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করা হইতেছে। ফলে লোকের খাটুনি কমাইয়া ফেলা হইয়াছে। আমেরিকার তুলা শস্য কলদ্বারা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। অন্যান্য শস্যও অল্প-বিস্তর হার্ভেষ্টার কেম্বাইন নামক কর্ত্তন-যন্ত্রসাহায্যে সংগৃহীত হয়।

"ওয়েষ্টিং হাউস ইণ্টার্ন্যাশনাল"

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

বৈদ্যুতিক রেলওয়ের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী

বাষ্প-চালিত রেলওয়েতে যত খরচ পড়ে বৈদ্যুতিক রেলওয়েতে তাহা অপেক্ষা বেশী খরচ পড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক রেলওয়ের সুবিধা অনেকগুলা :—

(১) বাষ্পীয় শক্তি অপেক্ষা বৈদ্যুতিক শক্তির উপর বেশী বিশ্বাসের সহিত নির্ভর করা যায়।

(২) বৈদ্যুতিক শক্তি দমনে রাখা ও ইচ্ছামত চালিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

(৩) কোন স্থানে বেশী প্রয়োজন হইলে সেই স্থানে শক্তি বেশী করিয়া সরবরাহ করা, আবার প্রয়োজন শেষ হইলে অন্য কোনও স্থানে সরবরাহ করা বৈদ্যুতিক রেলওয়েতেই সম্ভব।

(৪) বৈদ্যুতিক রেলওয়ে নির্ম্মাণে খরচ বেশী পড়ে বটে, কিন্তু বাষ্পের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কম।

(৫) কোন রেলওয়ের লাইন ও ষ্টেশন না বাড়াইয়া কেবল বিদ্যুতের সাহায্যে ইঞ্জিনগুলা চালান হইলেই, রেলওয়ের কার্য্যক্ষমতা অন্ততঃ ৩ গুণ বাড়ে।

এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দেশগুলাতে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে :—নরওয়ে, সুইডেন, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, জাপান, জাভা, কিউবা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, আর্জ্জেন্টিনা ও চিলি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও বৈদ্যুতিক রেলওয়ে চলিতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এখন কেবল সহরগুলীর ট্রেণগুলাই বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হইতেছে। ভবিষ্যতে বড় বড় রেলপথগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রেল না চালাইলে উপায় নাই। কারণ, প্রথমতঃ, আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যাত্রী ও মাল-চলাচল দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। বাষ্পীয় রেলপথকে ইহার ধাক্কা সামলাইতে হইলে অনেক পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে। কিন্তু বৈদ্যুতিক রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, বর্ত্তমানে যত লাইন ও ষ্টেশন আছে তাহাদের সাহায্যেই অনেকগুণ বেশী মাল ও যাত্রী বহা চলিবে; দ্বিতীয়তঃ যাত্রী ও মাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গতিবেগ আরও বাড়ানো আবশ্যক হইবে এবং ট্রেণগুলাকে ৩।৪ গুণ বেশী লম্বা করিতে হইবে। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শক্তি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ ঐরূপ আবশ্যকমত শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত ইঞ্জিন পাওয়া সম্ভব।

"নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি"

অক্টোবর সংখ্যায় মিঃ সিরিল এডিকিনসন, এম, পি মহোদয় এক প্রবন্ধে ইংরেজের শিল্প-রক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতামতের খানিকটা এখানে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিতেছেন—আমাদের দেশে ৪৭,০০০,০০০ লোকের বাস। যদি দুনিয়ার সকল লোককে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় জমায়েৎ করা যায় তাহা হইলেও আমেরিকা ইংলণ্ড বা ওয়েলসের মত এত ধনসম্পত্তি-সম্পন্ন হইবে না। আমাদের প্রধান সমস্যা এই বিপুল লোক-সংখ্যার অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত করা এবং এদের সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে প্রতিপালন করা। এদের ভরণপোষণের উপযোগী খাদ্যের ¼ ভাগ বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। তা ছাড়া তুলা, পশম, কাঠ প্রভৃতি কাঁচা মাল বিস্তর পরিমাণে বিদেশ হইতে আনীত হয়। এই কাঁচা মালের রপ্তানি আমাদের চাই-ই চাই। ইহাই আমাদের শিল্পের প্রাণ। এখন এই কাঁচা মাল ক্রয় করিবার অর্থ চাই। এজন্য বিদেশের মাটীতে প্রভূত পরিমাণে বিলাতী মূলধন খাটাইতে হইবে এবং বিদেশের হাটবাজার আমাদের পণ্যসম্ভারে ভরিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দুনিয়ার লোককে সস্তা মাল দিতে না পারিলে আমাদের শিল্প-কাঠামো বজায় থাকিবে না। সস্তায় মাল সরবরাহ করিবার একমাত্র পন্থা অবাধ বাণিজ্য—ফ্রিট্রেড। সস্তায় কাঁচা মাল কেনা চাই এবং সস্তায় তৈরী মাল বিক্রয় করা চাই। তা ছাড়া সস্তা মজুরিতে শিল্প-কারখানায় লোক খাটান চাই। জীবনযাত্রা-প্রণালী খাট করিতে হইবে। জীবন-ধারণের খরচা বা জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়া গেলেই মজুরী চড়া হইবে।

শুল্ক সকল অবস্থাতেই খারাপ। ইহার দ্বারা জিনিষের সরবরাহ কমিয়া যায়, ফলে জিনিষের মূল্য চড়িয়া যায় ও উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে বাঁচিতে হইলে প্রত্যেক শিল্পকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য চাই ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাধীনতা। দ্বিতীয় প্রবন্ধে কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে জন এ, বেন মহোদয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা, বেকারসমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধেও গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় আছে।

"ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল"

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ব্যবসায়ীদের মাসিক পত্রিকা। ৩১শে অক্টোবরের সংখ্যায় আছে (১) বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘটের অবসান। বোম্বাই সহরে এ পর্য্যন্ত ২১০ লক্ষ টাকা মূলধনের ৯টি কোম্পানী কেল মারিয়াছে এবং ৮৪০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ৮টি কোম্পানী পুনর্গঠিত হইয়াছে। (২) বোম্বাই মিলগুলির আর্থিক অবস্থা। ১৯২৬-২৭ সনে বোম্বাই সহরে ৪৬টী কোম্পানী কর্ত্তৃক ১৬,৩২,৪০,০০০ টাকা মূলধনে ৬৪টি মিল চলিত। ঐ মিলগুলিতে ৬১,৫০০ তাঁত খাটিত ও ২,৮০০,০০০ মাকু চলিত। ঐ মিলগুলিতে মোট ১২,৪৪,০০০৲ টাকা মুনাফা হয়। ১৯২৭-২৮ সনে ঐ মিলগুলির মুনাফা দাঁড়াইয়াছে ১,৭২,৭১,০০০ টাকা। (৩) মিল ধর্ম্মঘটের অবসান—তদন্ত আরম্ভ। সাড়ে পাঁচ মাস পরে বোম্বাইয়ের সাধারণ ধর্ম্মঘট গত ৪ঠা অক্টোবর উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ৮ই অক্টোবর হইতে লোক-জন মিলের কাজে যোগদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম-ঘটকারিগণের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য এক তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। (৪) ধর্ম্মঘটের ক্ষতি (৫) কটন মিল এঞ্জিনিয়ারিং (৬) বৈজ্ঞানিক রিসার্চ্চ (৭) পাট ও বাংলার ঐশ্বর্য্য (৮) ভারতে পশম-শিল্পের ভবিষ্যৎ (৯) ভারতীয় টেক্সটাইল মিলগুলির আব-হাওয়া (১০) ভারতীয় মিলগুলির কর্ম্মিবৃন্দ (১১) ভাইকার্স ষ্টাণ্ডার্ড অটোমেটিক লুমের পরিচয় (১২) হিনান এণ্ড ফ্রাউড লিঃ কোম্পানীর পরিচয়—আকাশ চিত্র, (১৩) জাপানের বস্ত্রশিল্প (১৪) ভারতে ট্রেড মার্ক রেজিষ্ট্রেশান (১৫) ব্রিটিশ ড্রাগ ও সিনেমের অবস্থা (১৬) লাঙ্কাশিয়ার বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি (১৭) কটন ট্রেডে রিসার্চ্চ (১৮) ইং-রাজের ব্যবসা বাণিজ্য—কৃত্রিম রেশমের অবস্থা (১৯) বৈদে-শিক ব্যবসা লিপি,—জাপান, মিশরের তুলার বাজার (২০) ভারতের তুলা শিল্প, (২১) ক্যাল্কিকো প্রিন্টিং মেশিন ও ক্যালেণ্ডার।

"ইয়োরোপীয়ান ফিনান্স"

বিলাতী পত্রিকা। ৩১শে মে (১৯২৮) সংখ্যায় আছে (১) ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক জরীপ। প্রতি সংখ্যায় প্রথমেই ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রের আর্থিক কিস্মৎ এই পত্রিকাকর্ত্তৃক ওজন করা হয়। (২) বৈদেশিক সম্পদ্। এই বিভাগে ব্রেজিল, কানাডা, চিলি, জাপান, পারস্য, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের আর্থিক সম্পদ্ আলোচিত হয়। (৩) বীমা (৪) ব্রেজিলের আর্থিক অবস্থা (৫) স্পেনের ভবিষ্যৎ বৈদেশিক নীতি।

"কমার্শ্যাল আমেরিকান"

ফিলাডেলফিয়ার কমার্শ্যাল মিউজিয়াম কর্ত্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। বিগত অক্টোবর সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে উক্ত মিউজিয়ামের লাইব্রেরিয়ান জন রে, ম্যাকফারলেন মহোদয় পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের এক ফিরিস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবে দেখা যায় যে ১৯২৭ সনে গোটা দুনিয়ায় মোট ৮৫,০০০,০০০,০০০ ডলারের ব্যবসা-বাণিজ্য হইয়াছিল। লেখকের মূল্যবান প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। বাণিজ্যকে অনেক সময় সভ্যতার বাহন বলা হয়। কারণ বাণিজ্যদ্বারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান ভাব ও দ্রব্য বিনিময় হয়। বাণিজ্য অনেক সময় যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হইয়া উঠে। দুনিয়ার ঝাটোয়ারায় প্রভুত্ব করিবার মানসে ইংরেজ ও জার্ম্মাণের মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ফলেই বিগত মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। ইহাই জার্ম্মাণির বিরাট জলবাহিনী ওহিংরেজের বিপুল নৌবাহিনীর জন্য দায়ী। এক শিল্পপ্রধান দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার

অবশিষ্ট শিল্প-দ্রব্যের জন্য শিল্পহীন দেশসমূহে বাজার অন্বেষণের দরকার হয়। যেসকল দেশ শিল্প-কারখানায় যন্ত্রপাতি বেশী ব্যবহার করে তাহাদিগকেই সারা দুনিয়ায় মাল কাটতির বাজার চুঁড়িয়া বেড়াইতে হয়। ইহার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে কোটি কোটি টাকা ও লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হয়। ফলে সভ্যতা পিছাইয়া যায়।

বিগত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দুনিয়ায় মোট ২০,০০০,০০০,০০০ ডলারের ব্যবসাবাণিজ্য হইয়াছিল। ১৮৫০ সনে দুনিয়ার যত টাকার ব্যবসা হয় ৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০০ সনে তাহার ৫গুণ বেশী হয়। ১৯১৩ সনে ৪০,০০০,০০০,০০০ ডলারের ব্যবসাবাণিজ্য হয়। ১৯০০ সনের দ্বিগুণ হয় ১৯১৩ সনে। যুদ্ধের ফলে জিনিষের দাম চড়িয়া যাওয়ায় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি সকল জাতির উৎসাহসৃষ্টি হওয়ায় ১৯২০ সনে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পায়। ঐ সনে ৬৮,৮১১,০০০,০০০ ডলারের কারবার হয়। অর্থাৎ ১৯১৩ সনের শতকরা ৭০ ভাগ বেশী কারবার হয় ১৯২০ সনে। ১৯২১ সনে জিনিষপত্রের দাম পড়িয়া যায়, ব্যবসাবাণিজ্যও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ফলে দুনিয়ার কারবার ঐ সনে ৪১,৮৯৮,০০০,০০০ ডলারে নামিয়া আসে। গত সন দুনিয়ায় ৬৫,০০০,০০০,০০০ ডলারের কারবার হয়। ইহার মধ্যে ৩২,০০০,০০০,০০০ ডলারের রপ্তানি কারবার ও ৩১,৪০০,০০০ ডলারের আমদানি কারবার হয়।

"ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার"

দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত বন-সম্পদ্ বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। নভেম্বর সংখ্যায় আছে (১) পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের শালের চারা—আর, এন, পার্কার আই, এফ, এস, ফরেষ্ট বোটানিষ্ট মহোদয় হোসিয়ারপুর জেলায় ও দেরাদুনের শাল বৃক্ষের বীজ ও চারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিগত ১৯২৫ সনে হোসিয়ারপুর (পাঞ্জাব) ও দেরাদুন উভয়স্থানের বীজই দেরাদুন বন-বিভাগ কর্ত্তৃক রোপিত হয়। বর্ত্তমানে এই দুই অঞ্চলের বীজে যে চারাগাছ জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে দেরাদুনের চারা-গুলি দ্বারা হোসিয়ারপুরের চারার চাইতে ৩গুণ বেশী ও প্রস্থে ৪ গুণ বেশী। বিহার উড়িষ্যা ও আসামের চারাও দেরাদুনে লাগান হয়; কিন্তু অত্যধিক শীতের প্রকোপে সেগুলির অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হোসিয়ারপুর ও দেরাদুনের শালের মধ্যে দেরাদুনের শালই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। (২) শাল ও ইহার অনুষ্ঠান নামক প্রবন্ধে বিহার উড়িষ্যার প্রাদেশিক রিসার্চ্চ অফিসার মহোদয় তাঁহার বিহারউড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও সাহারাণপুর দেরাদুন প্রভৃতি স্থানের বনভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইনি বলেন, শাল সাধারণতঃ ৪৫ ও ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের স্থানে জন্মে; তবে অনেকসময় যে যে স্থানে নিম্নে ৩৫ ইঞ্চি বা উর্দ্ধে ১৫০ ইঞ্চি বারিপাত হয় ঐ সমস্ত স্থানেই ইহার আবাস। গিরি পর্ব্বত, পাহাড়তলী উপত্যকার উপর শাল বৃক্ষ জন্মে। (৩) তৃতীয় প্রবন্ধে নর্দার্ণ প্লান্টেশন বিভাগের আসি বক্স্ সাহেব ইউক্যালিপটাস চাষের আলোচনা করিয়াছেন।

(৪) লৌহের দাম যেরূপ কমিয়া গিয়াছে কয়েক বৎসর এইভাবে থাকিলে ভারতে রেল কোম্পানীগুলিতে বিলকুল লোহার রেল স্লিপার প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া বন-বিভাগের কর্ত্তাগণ আশঙ্কা করিতেছেন। রেল কোম্পানী-গুলি রেল সড়কের স্লিপারের জন্য বৎসর বৎসর ২০ লক্ষ কিউবিক ফুট শাল ও প্রায় ঐ পরিমাণ দেবদারু বৃক্ষ ক্রয় করিয়া থাকেন। বনজ সম্পদের প্রায় অর্দ্ধেকই রেল কোম্পানী কাজে লাগান। এখন রেল কোম্পানী-গুলিতে যদি কাটতি কমিয়া যায় অর্থাৎ যদি কাঠের স্লিপারের স্থান লোহার স্লিপার দখল করে, তাহা হইলেই দেশের মহা আর্থিক ক্ষতি হইবে। এবিষয়ে বন-গবেষকগণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। কাঠকেও লোহার মত মজবুত ও স্থায়ী করা যায় কি না তাহার গবেষণা চলিতেছে। এস, কাম্বেদান বি, ই মহোদয় দেরাদুনে এ বিষয়ে গবেষণা চালাইয়া এই সংখ্যায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। (৫) ১৯২৭-২৮ সনে শাল বনে পোকার উৎপাত। (৬) ইংলণ্ডের ফরেষ্ট্রী কমিশনের রিপোর্ট। (৭) বৃক্ষপথে শুকবৃক্ষ।

দরিদ্র বৃদ্ধদের সেবা

প্রত্যেক দেশেই এক শ্রেণীর বৃদ্ধ আছে, যাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং বিশেষ করিয়া অর্থাভাবের জন্যই নিতান্ত অসহায়। ইহাদের দারিদ্র্যের কারণ কি, ইহাদের দারিদ্র্যের জন্য মুখ্যতঃ ইহারাই দায়ী কি না সে বিষয়ে রীতিমত অনুসন্ধান করা উচিত। ইহাদের দুরবস্থার জন্য ইহারাই প্রধানতঃ দায়ী হউক বা না হউক, ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা উচিত।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ধন-বিজ্ঞান বিভার গবেষণার নিযুক্ত হেলার কমিটি নামে একটী কমিটি এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া একখানা বই ("দি ডিপেণ্ডেণ্ট এজেড ইন সানফ্রানসিস্কো"; ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস, বার্কলে; ১৯২৮; ১৪+১২৭ পৃষ্ঠা) বাহির করিয়াছেন। অনুসন্ধানটী সানফ্রান্সিস্কো সহরের দরিদ্রের মধ্যেই আবদ্ধ। বইখানিতে সানফ্রান্সিস্কোর মধ্যে বৃদ্ধদের দারিদ্র্যের কারণগুলা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এ পর্য্যন্ত কি করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধেও কিছু বলা হইয়াছে।

সানফ্রানসিস্কো সহরের সকল বৃদ্ধই যে নিঃস্ব তাহা নহে। অধিকাংশেরই হয় নিজ পুঁজি আছে, বা তাহাদের প্রতিপালন করিবার কোন আত্মীয় আছে। ৬০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র (২,১৫৬ জন) সাধারণের দানের সাহায্যে বাঁচিয়া আছে।

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ২,১৫৬ জনের কয়েকজন মাত্র নিজদোষে (যেমন, নির্ব্বোধের মত টাকা খাটানো, বিলাসিতার অপব্যয় ইত্যাদি) দারিদ্র্যে পতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বৃদ্ধই তাহাদের দারিদ্র্যের জন্য নিজেরা দায়ী নয়। স্বীয় উপার্জ্জনের অক্ষমতা এবং সংসারের প্রধান প্রতিপালকের রোগ বা মৃত্যু—এই দুইটী কারণের জন্যই যে বেশীর ভাগ বৃদ্ধ নিঃস্ব হইয়া পড়ে ইহা জানা গিয়াছে।

গৃহহীন দরিদ্র বৃদ্ধদের কত কষ্ট তাহা একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সানফ্রান্সিসকোর দরিদ্র বৃদ্ধদের জন্য এ পর্য্যন্ত কি কি করা হইয়াছে গ্রন্থটীতে সেগুলার উল্লেখ বাদ পড়ে নাই। সেগুলা বলা যাইতেছে:—(১) সানফ্রানসিস্কো রিলিফ ব্রোম। (২) ৬টী বেসরকারী আশ্রম—ইহারা বৃদ্ধদের স্থায়ী আশ্রয় দিয়া থাকে। (৩) বৃদ্ধদের সাহায্যের জন্য ১১টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—এই ১১টি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধদের থাকিবার স্থান দেয় না বটে, কিন্তু অন্যান্য নানা উপায়ে তাহাদের সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। (৪) আলামেদা কাউন্টিতে বৃদ্ধদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য নূতন নূতন প্রণালীর অবলম্বন।

সানফ্রানসিসকোর দরিদ্র বৃদ্ধদের ভরণপোষণের জন্য এখন কত খরচ পড়িতেছে, তাহা শেষের অধ্যায়টীতে হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে। বৃদ্ধদের ভরণপোষণের ভার বেসরকারী সাহায্যের উপর না রাখিয়া, তাহাদের জন্য সরকারী পেনসানের বন্দোবস্ত করিলে মোট কত খরচ হইতে পারে উপসংহারে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

দরিদ্র বৃদ্ধদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য, তাহাদের ভাল করিয়া খাইতে পরিতে দিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশীয়েরা কত সচেষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশের দরিদ্র বৃদ্ধদের জন্য আমাদের যে অনুভব ও চিন্তা করা এবং কাজেও কিছু করা আবশ্যক, সে বিষয়ে আমাদের কি কোন খেয়াল আছে? দুঃখের বিষয় যে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের জনমত এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। গ্রন্থখানা পড়িলে এবিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও জাগিতে পারে।

মার্কিণ অনাথ আশ্রম

নিউইয়র্কস্থ "ন্যাশনাল সিভিক ফেডারেশান" নামক প্রতিষ্ঠানের মহিলা-বিভাগ ৭৫টী অনাথ আশ্রম লইয়া একটি অনুসন্ধান চালাইয়াছে। কনেকটিকাট, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ও পেনসিলভ্যানিয়া—এই ৪টি স্থানে ঐ ৭৫টি অনাথ আশ্রম অবস্থিত। অনুসন্ধানের ফলে "দ্যা আমেরিকান্ আম্‌স্ হাউসেস্—এ ষ্টাডি" (১৯২৭, ৯৫ পৃঃ) নামে একটা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। অনুসন্ধানকারীদের সিদ্ধান্তগুলা দেওয়া যাইতেছে :—

(১) আশ্রমবাসীদের প্রায় অর্দ্ধেক ৬৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক।

(২) আশ্রমবাসীদের অধিকাংশই দুর্ব্বলচিত্ততা অথবা কোন না কোন পুরাতন রোগে ভুগিতেছে।

(৩) অনাথ আশ্রমের বাড়ীগুলাতে যথেষ্ট স্থানাভাব; বাড়ীগুলা আবার নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর।

(৪) যেরূপ খাদ্য আশ্রমবাসীদের সাধারণতঃ দেওয়া হয়, তাহা অস্বাস্থ্যকর নয়।

(৫) আশ্রমবাসীরা ভাল ব্যবহার পাইয়া থাকে। তাহাদিগকে গালাগালি বড় একটা সহিতে হয় না।

(৬) যাহারা পুরাতন রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের পক্ষে অনাথ আশ্রমগুলা অন্য সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, উন্নততর প্রণালীতে তাহাদের যত্ন লওয়া হয় না।

(৭) অসহায় ব্যক্তিদের জন্য অন্যান্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া আশ্রমবাসীদের সংখ্যা কমিতেছে।

আমাদের দেশে অনাথ আশ্রমের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। অনাথ আশ্রমের নাম করিয়া অনেকে অনেক টাকা তুলিয়া বেশীর ভাগ টাকা নিজ স্বার্থেই খরচ করিয়া থাকে, এই ধরণের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই কারণে আশ্রমবাসীরা যে নিতান্ত দুর্দ্দশার মধ্যে থাকে এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং আমাদের দেশের অনাথ আশ্রমের অধিবাসীরা কিরকম খাইতে পায়, কি শ্রেণীর ঘরে থাকিতে পায়, কি রকম ব্যবহার পায় ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

সহরে হওয়াতে ক্ষতি নাই

ইয়োরামেরিকার অধিকাংশ লোকের পল্লীগ্রামের পরিবর্ত্তে সহরে বাস আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। যে-কোন দেশের অধিকাংশ লোকের 'পাড়াগেঁয়ে' হইতে 'সহুরেতে' পরিণত হওয়া যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

সহরের আয়তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'সহুরে' হওয়া ভাল কি মন্দ, ইহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। সহরে বাস করার ফলে নৈতিক অবনতি হয় এবং স্বাস্থ্যের হানি হয়, সহরগুলা রাজনৈতিক অবনতির এক একটা জীবন্ত কেন্দ্র—এই ধরণের মত চলিত হয়। আমাদের দেশেও সহর সম্বন্ধে ঠিক এই ধরণের মতই এখনও চলিত দেখা যায়।

জনসাধারণের 'সহুরে' হওয়ার ফলে সমাজের ও শাসনযন্ত্রের কোন ক্ষতি বা অবনতি হয় কিনা, এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত জন, সিডেন টমসন ৬৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ (আরব্যানিজেশান্; ইট্‌স্ এফেক্টস্ অন্ গভর্ণমেণ্ট অ্যাণ্ড সোসাইটি; ড্যালটন অ্যাণ্ড কোং, নিউ ইয়র্ক; ৬ ডলার) লিখিয়াছেন। গভীর ও সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, সহর সামাজিক বা রাজনৈতিক অবনতি ঘটায় না, অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধাও দেয় না।

শ্রীযুক্ত টমসনের মত যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে

আমাদের দেশের পল্লীজীবনের মোটে আজও সহর-বিদেশী-দের মত পরিবর্ত্তন করিবার যে সময় আসিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

একটী নিগ্রো ব্যাঙ্কের কাহিনী

১৮৬১-৬৫ সনের ঘরোয়া যুদ্ধের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো ক্রীতদাসগণ স্বাধীন হয়। তাহাদের উন্নতির জন্য তখন নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে। টাকা জমাইতে ও খাটাইতে শিখাইবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে "ফ্রীড্‌মেন্‌স্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কটী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ সনে ওয়াশিংটন সহরে ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হয়। ওয়াশিংটন সহরেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকিবে ইহা প্রথমে স্থির করা হইলেও, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অনেকগুলা শাখাব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র গভর্মেণ্ট ব্যাঙ্কটীর সফলতার জন্য গ্যারাণ্টি থাকিবে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিগ্রোরা এই ব্যাঙ্কে অনেক টাকা গচ্ছিত রাখিতে থাকে। সদ্যঃস্বাধীনতা-প্রাপ্ত নিগ্রোরা এই ব্যাঙ্কটীকে তাহাদের আর্থিক জীবন উন্নত করিবার একটি প্রধান উপায়রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হয় এবং খুবই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ইহার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য—৯ বৎসরের মধ্যেই (১৮৭৪) ব্যাঙ্কটী উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল—৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার এবং আমানতকারীদের সংখ্যা ছিল—৬২ হাজার।

ব্যাঙ্কটী ফেল মারিবার কারণ অনেক, যেমন,—অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি, ব্যয়সাপেক্ষ শাখা খোলা, অযোগ্য ও দুর্নীতির কর্ম্মচারী নিয়োগ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, নির্ব্বোধের মত ধার দেওয়া, ব্যাঙ্কের অধিকার-ভুক্ত জমিজমার দাম কমিয়া যাওয়া, আমানতের জন্য অত্যন্ত অধিক হারে সুদ দেওয়া, ইত্যাদি। কিন্তু ফেল মারিবার প্রধান কারণ হইতেছে ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্নীতি। ব্যাঙ্ক পরিচালকরা বিশ্বাসঘাতক না হইলে, ব্যাঙ্ক চালনাবিষয়ে অন্য সমস্ত গুরুতর দোষ সত্ত্বেও ব্যাঙ্কটী নিশ্চয়ই টিঁকিয়া যাইতে পারিত।

ব্যাঙ্কটী ফেল মারার ফলে নিগ্রোদের টাকা জমাইবার ও খাটাইবার অভ্যাস কমিয়া গিয়াছিল। গভর্মেণ্ট ব্যাঙ্কটীর জন্য গ্যারাণ্টি ছিল এই বিশ্বাসে তাহারা টাকা দিয়াছিল। সুতরাং গভর্মেণ্টের উপরও তাহারা কিছু রাগিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডাব্লিউ, এল্, ক্লেসিং প্রণীত "দি ফ্রীডমেন্‌স্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, এ চ্যাপটার ইন্ দি ইকনমিক হিষ্টরি অব্ দি নিগ্রো রেস্" (চ্যাপেল হিল, ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা প্রেস ১৯২৭; ১০+১৭০ পৃষ্ঠা; ২ ডলার) নামক গ্রন্থে উক্ত ব্যাঙ্কটীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

১। "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাণ্ড কমার্শীয়াল জার্ম্মাণি" (শিল্প-বাণিজ্যের জার্ম্মাণি), —হাম্বুর্গের হাম্বুর্গ-আমেরিকা লাইন নামক জাহাজ কোম্পানী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত; ১৯২৮, ৩১২ পৃষ্ঠা।

২। "রিপোর্ট অব্ দি ইণ্ডিয়ান রোড ডেভেলপমেণ্ট কমিটি ১৯২৭-২৮ (ভারতীয় সড়ক-গঠন কমিটির কার্য্য-বৃত্তান্ত),—প্রকাশক, গবর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯২৮, ৫+১১৫ পৃষ্ঠা, ২৸৵আনা।

৩। "দি টোয়েন্টি ফিফ্‌থ্ ফিনান্সাল অ্যাণ্ড ইকনমিক অ্যাহুয়াল অব জাপান ১৯২৫" (জাপানের পঞ্চবিংশতিতম রাজস্ব ও আর্থিক পত্রিকা ১৯২৫), তোকিও, সরকারী প্রকাশ-ভবন, ৬+২১৫ পৃষ্ঠা।

৪। "ট্রেড মিশন টু দি নিয়ার ঈষ্ট অ্যাণ্ড আফ্রিকা—রিপোর্ট" (পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার ভারতীয় বাণিজ্য-কার্য্যবিবরণী), কলিকাতার সরকারী প্রকাশ-ভবন, ১৯২৮, ৪+২৫৭ পৃষ্ঠা, ১৵আনা।

৫। "অ্যাহুয়াল রিপোর্ট অব্ দি কেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স ১৯২৭" (ভারতীয় বণিকভবন সঙ্ঘের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ১৯২৭)।

৬। "রিপোর্ট অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ, মাদ্রাজ ১৯২৭" (মাদ্রাজের সরকারী শিল্প-বিভাগের কার্য্য-বিবরণী ১৯২৭), মাদ্রাজ, সরকারী প্রকাশভবন, ১৯২৮, ৬+৮৪ পৃষ্ঠা, ৸৹ আনা।

৭। গাভেটিকিক রিপোর্টস্ অব দি অ্যাগ্রিকাল্‌চ্যারাল রীসার্চ-ইনষ্টিটিউট পুণা ১৯২৬-২৭ (পুসার কৃষি গবেষণা-পরিষদের বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ১৯২৬-২৭), কলিকাতা, সরকারী প্রকাশভবন, ১৯২৮, ১৪২+৪ পৃষ্ঠা, ১৸৵০আনা।

৮। লা বাঁক অঁ ফ্রান্স (ফ্রান্সের-ব্যাঙ্ক-সম্পদ্ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা),—কাউফমান (নাকে কর্ত্তৃক) মূল জার্ম্মাণি হইতে ফরাসীতে অনূদিত, প্যারিস, জিয়ার কোং, ৫০৩+৭ পৃষ্ঠা, ১৯১৪, ১৫ফ্রাঁ।

৯। "লেস্ অ্যাঁডাষ্ট্রীজ" (শিল্প-কর্ম্ম সাহায্য, বিলাত, জার্ম্মাণি, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স এই চার দেশের বৃত্তান্ত),—কোলে, প্যারিস, কোমেঁতেয়ার কোং, ৫+৫৪ পৃঃ, ১৯২৮, ৩০ ফ্রাঁ।

১০। "অ্যাহুয়ায়ার জেনরাল ১৯২৮" (১৯২৮ সনের ফরাসী পত্রিকা),—প্যারিস, লিব্রেয়ারি লারুস কোং, ১২৩০ পৃষ্ঠা।

১১। বুল্লে জেনরাল দ' লেক্‌সেসিস ১৯২৯ (মিনি-স্তেয়ার দ' ল্যাসক্রক্ সিঅঁ পাব্‌লিক),—১৯২৯ সনের জন্য ফ্রান্সের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী আয়-ব্যয়ের মোসাবিদা। প্যারিস, শাঁবরদে ঘেপুতে নামক পার্লামেণ্ট সভার প্রকাশ-ভবন, ৩৮০ পৃষ্ঠা; ১৯২৮।

১২। "দি ডেভেলপমেণ্ট অব্ এক্‌ষ্ট্রা-টেরিটোরিয়ালিটি ইন্ চায়না" (চীনদেশে বহির্দ্দৈশিক একৃতিয়ারের ক্রম-বিকাশ),—কীটন, লণ্ডন, লংম্যান্স গ্রীণ অ্যাণ্ড কোং, প্রথম খণ্ড, ১৬+৪০৫ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮+৪২২ পৃষ্ঠা, ১৯২৮, ৪২ শিলিঙ্।

সোভিয়েট রুশিয়ায় বয়ন-শিল্প

রুশিয়ার নূতন নূতন অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়ঘটীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যি টেক্‌স্‌টাইল সিণ্ডিকেট (বয়ন-শিল্পের সিণ্ডিকেট) বৃহত্তম। ইহার বাৎসরিক আয় ২১,৫০০ লক্ষ রুবলের উপর (২০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের চেয়েও বেশী)। এই সিণ্ডিকেট তুলা, পশম, লিনেন, রেশম, শণ ইত্যাদির তিন শতের অধিক কারখানা চালাইয়া থাকে। এই সমস্ত কারখানায় ৮০ লক্ষ টাকু, ২৩৫,০০০ তাঁত এবং ৬০০,০০০ মজুর নিযুক্ত রহিয়াছে। গোটা দুনিয়ার বয়নশিল্পে ইউ, এস, এস, আর এর যি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের তুলনাযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর একটীও নাই।

যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক অবনতির প্রথম কয়েক বৎসরের ভিতর বয়ন-শিল্পই প্রথমে তাল সামলাইয়া লয়। ইহার পুনরভ্যুদয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। গত বৎসর সমগ্র বয়নশিল্পের উৎপন্ন মাল যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে। কতকগুলি বিভাগ যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থাকে ছাড়াইয়াও গিয়াছে।

১৯২৬-২৭ সনের দেশের সমগ্র শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৩৪·৪ অংশ। (বর্ত্তমান বৎসরের অর্থনৈতিক অভিসন্ধি অনুসারে ৩৪·১ অংশ) তারপর খাদ্যশিল্প। ইহার পরিমাণ শতকরা ১৮·৮ অংশ। (বর্ত্তমানে শতকরা ১৮·৬ ভাগ)। বয়নশিল্পের সহিত, মানুষের নিত্য-ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র লঘুশিল্পজাত দ্রব্য-সমষ্টির ইহা শতকরা ৬১·৪ ভাগ। (বর্ত্তমানের ৬০·৬ ভাগ)।

সরকার-চালিত শিল্প

১৯১৮ সালের ৩০শে জুনের হুকুম অনুসারে সমস্ত শিল্প দেশের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সেই অনুসারে সমগ্র বয়নশিল্প সরকারের তাঁবে চলিয়া আসে। ১৯২৬ সালে তুলাজাত দ্রব্যের মাত্র শতকরা ০·৮ ভাগ বে-সরকারী লোকজন দ্বারা উৎপন্ন হয়। ঐরূপ সমগ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে পশমশিল্পে মাত্র শতকরা ৩·৩ ভাগ, লিনেন শিল্পে শতকরা ০·২ ভাগ, রেশম শিল্পে ৭·৫ ভাগ বে-সরকারী লোকজনের চেষ্টার ফল।

রাষ্ট্রবিপ্লবের পর প্রথম প্রথম সরকার-চালিত শিল্প নিম্নলিখিতরূপে পরিচালিত হইত। এক একটী শিল্প এক একটী কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর তাঁবে থাকিত। কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর অধীনে থাকিত জেলা সমিতি। এই সমস্ত জেলা সমিতি এক একটী কুঠির কার্য্য পরিদর্শন করিত। এইরূপে শিল্প-পরিচালনা-বিষয় যদিও কেন্দ্রানুগ করা হইয়াছিল, তথাপি এই প্রথায় কারখানাগুলি কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর অনেকটা সংস্পর্শের বাহিরে থাকিত। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর দ্বারা কুঠি কারখানাগুলির পরিচালনা একরূপ অসম্ভবই ছিল।

ট্রাষ্ট সকল

নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইবার পর বয়ন-শিল্পে প্রথম ট্রাষ্ট গঠন করা হয়। এই সমস্ত ট্রাষ্ট যে কোন একটী জেলার সমস্ত বয়ন-শিল্পকার্য্য সম্মিলিত করিত, এবং বয়নশিল্পের যে কোনো একটী বিভাগের কাঁচা মাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারে বেচিবার উপযোগী মাল প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করিত। এই ট্রাষ্ট দ্বারা কার্য্যসম্পাদন-নীতি কেবলমাত্র বয়নশিল্পেই গৃহীত হয় নাই। এই নীতি গভর্ণমেণ্ট-চালিত শিল্প-ব্যবসায়ের দক্ষতার সহিত পরিচালনার সূত্রপাত করে, এবং বিভিন্ন প্রকার কারখানার কার্য্যোন্নতি সাধন করে ও বেশীমাত্রায় মাল উৎপাদন করিবার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করে।

বয়নশিল্পের সিণ্ডিকেট

১৯২২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের মূল নীতি সরকার কর্তৃক ধার্য্য হয়। সিণ্ডিকেটের প্রতিষ্ঠা বয়ন-শিল্পের অভ্যুদয়ে নবযুগের সৃষ্টি করে। এই কেন্দ্রীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বোচ্চ গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুসারে গঠিত হয় নাই। সরকারী ট্রাষ্টসকলের অভাবনীয় প্রয়োজনীয়তা হিসাবেই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। যে যে বিষয়ের দরকার বোধ হইয়াছিল তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। যথা, কারখানাজাত মাল বিক্রয়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, গোড়ার ট্রাষ্টগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা, কাঁচামাল সরবরাহ করণে র‍্যাশনালিজেশান নীতি অবলম্বন ও বয়নশিল্পকে কেন্দ্রানুগ করা ইত্যাদি। এই বিষয়ে বয়নশিল্পই প্রথমে পথ দেখায়। দি টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্যান্য শিল্পেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

সিণ্ডিকেটের কার্য্যকলাপ

এই সিণ্ডিকেট শিল্পের সহিত ক্রেতার ও কাঁচামাল উৎপাদনকারীর মোলাকাৎ করাইতেছে। ইহা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসকল ও সমবায় সমিতিগুলির নিকট অর্ডার সংগ্রহ করিয়া ট্রাষ্টগুলির নিকট অর্পণ করে। দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেট তাহার প্রাথমিক অবস্থায় দেশের সর্ব্বত্র বয়নজাত দ্রব্যের জন্য মালগুদাম ও খুচরা বিক্রয়ের উপযোগী দোকান রাখিত। অনেক ফ্যাক্টরি ও ট্রাষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন (রুশিয়া) কিংবা বিদেশে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জন্য যে অর্ডার দেয় তাহার সমস্তই এই সিণ্ডিকেটের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের মেম্বার প্রথমতঃ ট্রাষ্ট সকল, বয়ন শিল্পের কতকগুলি স্বাধীন কারখানা, তারপর তুলা চাষের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (চিফ কটন্ কমিটি), পশম শিল্পের ও ঐরূপ প্রতিষ্ঠান (সেন্ট) ফ্লাক্স ক্রয়ের সঙ্ঘ (ইনটর্গ) এবং এ ছাড়া বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কয়েকটী কারখানা ইহার সভ্যস্থানীয়। দি সুপ্রীম্ কাউন্সিল অব ন্যাশনাল একোনমিও দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের সভ্য মধ্যে গণ্য।

মোট বিক্রয়

১৯২৭ সালে দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের সহিত সাক্ষাৎভাবে কিংবা ৫৭টী ট্রাষ্টের দ্বারা পরোক্ষভাবে ৩০১টী কারখানা সংশ্লিষ্ট ছিল। এই কারখানাগুলির শ্রমিকের সংখ্যা ৬১৩,০০০।

গত চার বৎসরের মধ্যে দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের লাভের অঙ্ক দেখিয়া উহার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৎসর	লাভ দশলক্ষ রুবল	সম্পূর্ণ লাভের শতাংশ
১৯২৩-২৪	২৫৬'৭	৫৪'৬
১৯২৪-২৫	৫৪০'৭	৩৯'৫
১৯২৫-২৬	১,১২৮'০	৬৪'৫
১৯২৬-২৭	১,৫৭৯'৩	৭৯'৬

এই হিসাব তালিকা হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, এই সিণ্ডিকেট বয়ন ট্রাষ্টগুলির ও বয়নশিল্পের কারখানাগুলির মোট বিক্রয়ের কার্য্যে বৎসর বৎসর কিরূপ পসার করিয়া যাইতেছে। সিণ্ডিকেটের এই সন্তোষজনক কার্য্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সালে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে যে, এখন হইতে বয়ন-শিল্পের যাবতীয় বিক্রয়কার্য্য কেবলমাত্র দি টেক্সটাইল সিণ্ডিকেটের দ্বারাই সাধিত হইবে।

সমবায় সমিতিসমূহ

এই সিণ্ডিকেটের প্রাথমিক অবস্থায়, খরিদ্দারগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য কতকগুলি গুদামঘর ও খুচরা বিক্রয়ের দোকান খোলা হয়। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারা গেল, বয়ন-শিল্পজাত মালের জন্য বিশেষ দোকান চালান অপেক্ষা সমবায় সমিতি সকলের দ্বারা খুচরা ব্যবসা বেশ ভালরূপে চলিতে পারে। এই সমবায় সমিতিগুলি অতি অল্পকালের ভিতর গড়িয়া উঠে। ইহা ছাড়া সমবায় সমিতি দ্বারা বয়ন জাত মালের পাইকারী বিক্রয়ও চলিতে পারে। সুতরাং সিণ্ডিকেটের ব্যবসা

বিক্রয়গুলি ১৯২৫ সনের ১লা ডিসেম্বরে ১২০ টা হইতে ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবরে কমিয়া গিয়া ৩৮টায় পরিণত হয়। মালপত্রের কতকাংশ সমবায়-সমিতিগুলির নিকট, কতকাংশ অন্যান্য সরকারী বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানসকলের ("টর্ণি") নিকট হস্তান্তরিত হয়। টেক্‌স্টাইল সিণ্ডিকেটের যে কয়টী শাখা দোকান অবশিষ্ট আছে, সেগুলি কেবলমাত্র যে যে জেলায় অন্যান্য ব্যবসা কোম্পানীর মালগুদাম নাই সেই সকল জেলায় সমবায় সমিতিগুলিতে মাল যোগাইয়া থাকে এবং নতুন নতুন পণ্য দ্রব্য প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্যবসা চালাইবার এক নতুন প্রণালীর আবির্ভাব হইয়াছে। সিণ্ডিকেট সমবায় সমিতিগুলিকে বহুকাল ধরিয়া মাল যোগাইবার জন্য কতকগুলি সর্ত্ত স্থির করে।

কাঁচা মাল সরবরাহ

কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যোগান সিণ্ডিকেটের আর একটী প্রধান কার্য্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়ার তুলা আমেরিকা যে তুলা চালান দিত তার মোটা অংশ আসিত ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির ভিতর দিয়া। এখন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত তুলাই সোজাসুজি যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিনিয়া লওয়া হইতেছে (১৯২৬-২৭ সনে শতকরা ৯৩৯ অংশ)। দিবরের তুলা সূক্ষ্ম উত্তম শ্রেণীর কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। সে তুলাও এখন সাক্ষাৎ ভাবে তুলার দেশ হইতেই কিনিয়া লওয়া হইতেছে।

যদি টেক্‌স্টাইল সিণ্ডিকেটের মোটা লাভ হয় সত্য; কিন্তু ইহার নিজের সেরূপ কার্য্যকারী মূলধন নাই। ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ইহার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫৬৬ লক্ষ রুবল অর্থাৎ যে মূলধন খাটিতেছিল তাহার শতকরা ১০৪ অংশ মাত্র। সিণ্ডিকেট, ট্রাষ্ট, ব্যাঙ্ক, কাঁচামাল যোগানোর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিকট ক্রেডিট্ (দাউকারী) প্রাপ্ত হয়। ১৯২৭ সনের ১লা অক্টোবর এই সমস্ত ক্রেডিটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪,২০৪ লক্ষ রুবল।

জার্ম্মাণির অবস্থা

শ্রীপ্রভাত কুমার ব্যানার্জী, সীতাবল্দী, নাগপুর

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণির যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তাহা পৃথিবীর বড় বড় লোকের ও অর্থনীতিবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখনও সমগ্র ইয়োরোপের অবস্থা শোচনীয়। তথাপি জার্ম্মাণির অবস্থা শোচনীয়তর। পৃথিবীতে সভ্যদেশগুলির ভিতর শুধু ভারতের অবস্থা চিরকালই শোচনীয়তম। উপস্থিত প্রবন্ধে জার্ম্মাণির অবস্থা আলোচনা করা হবে।

মহাযুদ্ধের পর, ইয়োরোপে সকল সভ্য দেশগুলির আর্থিক অবস্থা মন্দ ও তাদের ভিতর ঠিক একতা পরিদৃষ্ট হয় না। কেমন যেন একটা অমিল পরিলক্ষিত হয়। মিষ্টার গিলবার্ট পার্কার (এজেণ্ট জেনারেল) বলেন যে, পৃথিবীব্যাপী যে একটা প্রভেদভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা-গঠনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হবে। তিনি জার্ম্মাণি সম্বন্ধে বলেন যে, জার্ম্মাণির নিকট হ'তে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণরূপে যে অর্থ টা লওয়া হবে তাহা একেবারে নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হ'ক ও মহাযুদ্ধের দরুণ যে আর্থিক সমস্যা ঘটেছে তাহার একটা সমাধান করা হ'ক।

জার্ম্মাণি চিরকাল নিজের পেট ভরবার জন্য খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচা মাল বাহির দেশ হ'তে কিনেছে। মহাযুদ্ধ ঠিক আরম্ভ হবার সময়, জার্ম্মাণির ⅔ অংশ অথবা কুড়ি মিলিয়নের উপর লোকের অবস্থা ঠিক এইরূপ ছিল।

জার্ম্মাণির সন্তানবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা নিতান্ত কম নয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হ'তে জার্ম্মাণির এ ক্ষমতাটা বেশ সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। যদিও যুদ্ধের সময় অনেক সন্তান মাতৃভূমির জন্য রণক্ষেত্রে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন ক'রবার জন্য অকালেতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন ও যদিও বা জার্ম্মাণি দেশের সীমাটাকে অপেক্ষাকৃত ছোট ক'রে দেওয়া হয়েছে, তথাপি জার্ম্মাণি প্রত্যেক বছর ৪,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ সন্তান স্বচ্ছন্দে প্রসব করেছে। দেশ বাহির হ'তে শস্য কেনে, দেশের আকার ক্ষুদ্র ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশকে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণের অর্থ যোগাড় করতে হচ্ছে—এমত অবস্থায় জার্ম্মাণির কি অবস্থা হ'তে পারে সহজেই বোধগম্য। উপস্থিত শতকরা ৪০ চল্লিশ জনকে বাহিরের খাদ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর ক'রতে হচ্ছে। এ সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির কি অবস্থা ছিল একবার দেখা যাক্। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভাল ছিল। রপ্তানি ব্যবসায় প্রতি বছর ৫০০ পাঁচ শত মিলিয়ন পাউণ্ড, দেশের বাহিরে খাটান মূলধনের উপর সুদে প্রতি বছর ৭০ সত্তর মিলিয়ন পাউণ্ড, দেশের বাহিরে জাহাজ চালিয়ে ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য করে ৫০ পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড—তা হ'লে মোটামুটি কিছু কম বেশী ৬২০ ছয় কুড়ি মিলিয়ন পাউণ্ড তার আয় ছিল। দেশে আমদানি মালের জন্য তাকে প্রতি বছর মাত্র ৫০ পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ ক'রতে হ'ত। বাকী অর্থ দিয়ে সে অতিসহজ অনায়াসে খুব সুখ-স্বচ্ছন্দে খুব পেট ভ'রে খেত। ইয়োরোপে জার্ম্মাণির বাহিরে সকল দেশেরও সুবিধা হ'ত। তারা ঐ ৫০ পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড হ'তে কিছু পেত ও জার্ম্মাণিকে শস্য দিয়ে যথেষ্ট পেত। ইহাতে তাদেরও সুখ-স্বচ্ছন্দ ছিল। তাদে আবার তাদের নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ হ'ত। যা হক, জার্ম্মাণির উন্নতি অবনতির সঙ্গে ঐ সকল দেশের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাই আজ পৃথিবীর আর্থিক উন্নতি হওয়া উচিত—আর্থিক অবনতির চেষ্টা কোন মতে করা উচিত নয়। সকল দেশের মাল উৎপাদন ক'রবার ক্ষমতা ও মাল ক্রয় ক'রবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু রাজনীতিবিদের কূট ভেদ-নীতির সামনে তাদের অভিমত টিঁকতে পারে না। তাই উপস্থিত জার্ম্মাণির অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন।

এদিকে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা যুদ্ধের পর মন্দ হ'য়ে গেছে। তারা জার্ম্মাণির রপ্তানি করা মাল কিনতে পাচ্ছে না। ফলে জার্ম্মাণিও অর্থ না পেয়ে ঐ সকল দেশ হ'তে কাঁচা মাল ও খাদ্য-সামগ্রী কিনতে পাচ্ছে না। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে মার্কিণ দেশ (আমেরিকা) ও গ্রেট ব্রিটেন (আমাদের রাজার দেশ) জার্ম্মাণিকে কিছু উদ্ধার করেছে। সেটা অতিথি-সৎকারী, দয়ালু ও ধার্ম্মিক ভারতীয়দের মত নিজ কষ্ট থাকা সত্ত্বেও বন্যা-পীড়িত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও দুঃস্থদের চাঁদা দিবার মত নহে; সেটা হচ্ছে সুদে অর্থ ধার দেওয়া বা কর্জ্জ দেওয়া। ইহাতে জার্ম্মাণির অবস্থা আরও সঙ্কটময় হয়েছে। সুদের ভার মাথার উপর বাড়ছে। 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া আবার সুদ দেওয়া। ঘোড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এও নয় যে মার্কিণ ও গ্রেট ব্রিটেন যতকাল না জার্ম্মাণির অবস্থা ভাল হয় তত কাল অর্থ কর্জ্জ দিতে থাকবে। অর্থ কর্জ্জ দিবার ও তাহার কালেরও ত' একটা সীমা আছে। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিকে 'রেপারেশন' —ক্ষতিপূরণের ৮৯ ছিয়াশী মিলিয়ন পাউণ্ড দিতে হবে; ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে ও তার পরে তাকে প্রতি বছর ১২২½ একশ' সাড়ে বাইশ মিলিয়ন পাউণ্ড দিতে হবে। অন্যান্য দেশ আবার নিজেদের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করবার জন্য দেশের ভিতর আমদানি মালের উপর শুল্ক প্রথা (টারিফ্ পলিসি) চালিয়ে দিয়ে জার্ম্মাণিকে আরও ব্যস্ত করে তুলেছে। কোথায় যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণি অন্যান্য দেশকে অর্থ কর্জ্জ দিয়ে বছরে ৭০ সত্তর মিলিয়ন পাউণ্ড সুদ পেত, আর কোথায় আজ তাকেই বছরে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণস্বরূপ ১২২½ একশ' সাড়ে বাইশ মিলিয়ন পাউণ্ড দিতে হবে। পূর্ব্বে কলিয়া জার্ম্মাণিকে অনেক খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচা মাল যোগাত; অধুনা সে দেশের আন্তরিক দুর্দ্দশা হওয়াতে, সে না মাল দিতে পারছে, না মাল কিনতে পারছে। এই সব কারণে ইয়োরোপের সকল দেশ

আর্থাণিকে কোণ-ঠেসা করে ফেলেছে। আর্থাণিকে 'রেপারেশন'—ক্ষতিপূরণের মাল ছাড়া অন্যান্য মাল নিজের দেশের লোকদের খাওয়াবার জন্য, রপ্তানি করে বেচতে হবে; কিন্তু অন্যান্য দেশ তাহার মাল কিনছে না। যদিও বা যেটা না হলে নয় সেটা কিনছে, সেটাও আবার বেশীর ভাগ ধারে। এমন অবস্থায় আর্থাণি খাদ্য-সামগ্রী জোটাবে কোথা হতে? তাই সেখানে হাহাকার পড়ে গিয়েছে।

বাংলার পাট কল

তাহের উদ্দিন আহ্‌মদ

হুগলীর পারে প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপিয়া ৮৪টি পাট কল ইংরেজের ধনৈশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ৮৪টি পাটকলে এগার লক্ষ টাকু চলে, আর তাঁত খাটে পঞ্চাশ হাজার চারি শত খানা। সাড়ে চারিশত মোটা মাহিয়ানার সাহেব এখানে কাজ করে, আর সওয়া তিন লাখ কালা আদমি এখানে মজুরী বা কেরাণীগিরি করে। এইসকল কলে দৈনিক ৪,০০০ টন বা আট হাজার মাইল লম্বা চট বস্তা তৈয়ারী হয়। কমসে কম আটাশ কোটি টাকা মূলধন প্লান্ট যন্ত্রপাতি ও পাটকলের অন্যান্য সাজসরঞ্জামের কাজে খাটে। ইহার মধ্যে বিদেশীর টাকা সোনে ষোল আনা। বাঙ্গালীর টাকা নাই বলিলেই হয়। স্বদেশীর ভাগ মাড়োয়ারীর হাতে। পাটকলগুলির মোট মূলধন ও রিজার্ভে ৪০ কোটি টাকা। কর্ম্মচারী ও কুলি মজুর কারিগরের বেতন বাবদ বৎসরে প্রায় সাড়ে চারি কোটি টাকা ব্যয় হয়। পাটের রাজরাজরাগণ কলিকাতায় বাস করেন। দিন দিনই ইহারা ফুলিয়া চলিয়াছেন। পাটের ব্যবসায় থাকিয়া ইহাদের অনেকেই মৃত্যুকালে স্বর্গসৌধ রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী সেই সৌধের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ভারতের পশ্চিমে বস্ত্র-শিল্পে যে মূলধন খাটিতেছে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী ভারতীয় পুঁজি—ভারতবাসীর সম্পত্তি। তাই স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের উন্নতিতে ভারতবাসী গৌরব বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু, ভারতের পূর্ব্ব দিকে কলিকাতা মহানগরীতে হুগলী নদীর তীরে যে বিরাট ব্যবসা ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে তাহাতে বাঙ্গালীর তথা ভারত-বাসীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। জনৈক মাদ্রাজী স্বরাধিকারী পরিচালিত "বেঙ্গলী" কাগজ বিদেশী বস্ত্র বয়কট পন্থী নেতাদের বলিতেছেন, "ওগো তোমাদের বয়কট আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে এবার বাংলার বুকে আরও দুইটি পাটকল স্থাপিত হইবে।" আর দুইটা কেন আর বিশটা গড়িয়া উঠিলেও বাঙ্গালীর তাহাতে আস্ফালন করিবার কিছুই নাই। বাঙ্গালার পাট-শিল্প একরূপ পুরাপুরি বিদেশীর হাতে। তাহাদেরই টাকায় তাহাদেরই সাধনায় ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর টাকাও ইহাতে নাই, বাঙ্গালীর সুপ্রশংসিত মস্তিষ্কের ব্যবহারও এখানে হয় নাই।

এই বিরাট ব্যবসাটা কিরূপে গড়িয়া উঠিল তাহার পরিচয় পাইতেছি "রোমান্স অব জুট" নামক কেতাব-খানায়। (লেখক ডি, আর, গুডালেস, প্রাক্তিস্থান থাকার স্পিক কোম্পানী, কলিকাতা)। পাট-শিল্পের বিরাটত্ব বুঝিবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই বইখানা পড়িতে অনুরোধ করি।

গৃহশিল্প বা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীর মত এক সময় দেশবাসীর দ্বারা পাটশিল্পের কাজ চলিত। তবে সে আমলে এত কলকারখানার চলন হয় নাই। মর্জ্জ অকলাণ্ড নামক একজন সাহেব সর্ব্বপ্রথম এদেশে পাটকল খোলেন। ১৮৫৫ সনে সর্ব্বপ্রথম বাংলার বুকে পাটকল গড়িয়া উঠে। এই পাটকল স্থাপনের পুঁজি যোগাইয়াছিল কে? বিদেশী ইংরেজ একা এই অসমসাহসিকতার কাজে হাত দেয় নাই। বাবু বিশম্ভর সেন তখনকার দিনে একজন বড়

ব্যাঙ্কার ছিলেন; তাঁহারই আর্থিক সহায়তায় অকল্যাণ্ড সাহেব প্রথম পাটকল স্থাপনের কাজে অগ্রসর হন। ১৮৫৫ সনের আগে বাঙ্গালী ধনপতির দ্বারা ফ্যাক্টরীতে পাটদ্বারা চট বা অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণের কথা কল্পনা করিতে পারে নাই। আজকালকার দিনে যেমন এখনও পল্লীগ্রামে জোলা তাঁতিরা তুলার সূতা দ্বারা খটাখট খটাখট করিয়া স্বদেশী তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে, সেকালেও তেমনি পাটের বিনিষপত্র উৎপাদনের জন্য এক প্রকার পাট তাঁত ছিল। জর্জ্জ অকল্যাণ্ড ব্যাঙ্কার বিশ্বম্ভর বাবুর সহযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৫ সনে এদেশে পাটের ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ঠিক ঐ সময়ে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই সহরে কওয়াস্‌জি এন, দাভরের প্রচেষ্টায় প্রথম কটন মিল স্থাপন করা হয়।

চা কফির ব্যবসায় অকল্যাণ্ড সাহেব কিছু অর্থ জমাইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে পদার্পণ করিয়া তিনি ডাণ্ডির পাট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাট ক্লিনিংএর কাজে নিযুক্ত থাকেন। ডাণ্ডির অন্যতম ব্যবসায়ী জন কার সাহেবের পরামর্শে তিনি কলিকাতায় পাটকল স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। উক্ত পাটকল স্থাপনের জন্য কার সাহেব ডাণ্ডি হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন এবং রবার্ট হিনলে নামক এক ওস্তাদ ব্যক্তি ঐ পাটকল স্থাপনের কাজ তদারক করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে পাটকল ভবনটি সম্পূর্ণ হয়। প্রথম প্রথম এই কলে দৈনিক আট টন করিয়া পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিসংযোগে এই পাটকলটি ভস্মীভূত হয়। ইহার চিতা ভস্মের উপর বৈশেষ ইয়ার্ণ মিল গড়িয়া উঠে। পরে বিশরা জুট মিল কোম্পানী নামক একটি যৌথ কোম্পানীর দ্বারা ঐ মিলটী পরিচালিত হইতে থাকে। পরে ঐ যৌথ কারবার উঠিয়া যায় ও কোম্পানী ভাঙ্গিয়া যায়।

ইহার পরেই বোর্ণিও জুট কোম্পানী বাজারে বাহির হয়। জর্জ্জ হেণ্ডারসন ছিলেন ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট এবং ডেভিড ওয়ালডি আণ্ডভাইসার ও টমাস ডক ছিলেন ম্যানেজার। ১৮৫৯ সনে এই কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত পাওয়ার লুম প্রবর্ত্তন করেন। এই মিলটি বেশ ভাল ভাবে দাঁড় করাইবার জন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। ফলে ১৮৬৮ সনের মধ্যে ৯৫০ খানা তাঁত সমেত ৫টি মিল গড়িয়া উঠে। ১৮৭২ সনে ইহা ১২৫০টি তাঁতে পরিণত হয়। এই কয়েক সনের মধ্যে কোম্পানী অংশীদারগণকে খুব বেশী হারে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হন। তখন শতকরা ২৫ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইত এবং ১০০ টাকার শেয়ার বিকাইত ১৬৮৲ টাকায়।

ইহা হইতে, সহজেই বুঝা যায় যে, কয়লা ও চা ব্যবসায়ের চাইতে পাট ব্যবসা বেশী লাভজনক।

১৮৭৩ সন ও ১৮৭৪ সনের মধ্যে কম সে কম ১৫টি পাটকল স্থাপিত হয়। এই সকল পাটকলে সাড়ে তিন হাজার তাঁত চলিতে থাকে। তখনও বাংলার পাট শিল্পের জন্য বিদেশী বাজারের দুয়ার উন্মুক্ত হয় নাই। তা ছাড়া দশ বৎসর ধরিয়া পাটের বাজার নরম যাইতেছিল, এজন্য সাড়ে তিন হাজার তাঁত পুরাপুরি চলা সম্ভবপর হয় নাই।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও পাট-শিল্প দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮২২ সনে স্কটল্যাণ্ড হইতে পাট উৎপাদনের চেষ্টা চলে; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না বলিয়া ইংরেজ সন্তান স্বদেশে ঐ কাজ হইতে বিরত থাকেন। ইংরেজ ইহার পর ফ্লাক্স শিল্পে মনোনিবেশ করেন। ১৮৩৮ সন হইতে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর পাটের কারবার চলিতে থাকে।

১৭৭৫ সনের পর হইতে ভারতের পাটকল জাত মাল পত্রের জন্য বৈদেশিক বাজার অন্বেষণ করা দরকার হইয়া পড়ে। প্রথমে ব্রহ্মদেশ ও ষ্ট্রেটসের প্রতি তাহাদের নজর পড়ে। তাহার পর অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সঙ্গে বাংলার পাট-শিল্পীদের কারবার ভাল রকম জাঁকিয়া উঠে।

১৮৮৪ সনে বাংলার পাটকলগুলির সংখ্যা ২১এ উঠে এবং তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬,৭০০ দাঁড়ায়। ১৮৯৫ সনে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৯,৭০০ ও ২০৩,৪০০তে পরিণত হয়। ঐ সময় ১৮০ জন ইয়োরোপীয়

সাহেব কাজ করিত ও ৫৭ হাজার ভারত-সন্তান কুলি মজুর ও কেরাণীরূপে ঐ পাটকলগুলিতে খাটিত। বেশী পাট জন্মিয়া বাজারে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ সন পর্য্যন্ত পাট কলগুলিতে পুরা সময় কাজ হইত না। ১৮৯৯ সনেও একরকম ঐরূপ চলিয়াছিল। পরের দশ বৎসরও পাট শিল্প মন্দাভাবে যাইতেছিল। সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকগণের সংখ্যা সিকি কমাইয়া ফেলেন এবং ইহার ফলে কতকগুলি কলকারখানা অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে।

১৯০৯ সনে আবার বেশী উৎপাদনের উৎপাত দেখা দেয়। ইহার ফলে ১৯১০ হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত পাটকলগুলি অল্প সময় কাজকর্ম্ম চালাইতে বাধ্য হয়। ঐ সময় ৩৮টি কোম্পানীতে ৬৮০,০০০ টাকু ও ৩০,৭০০ তাঁত চালান হইত। তখন ৪৫০ জন সাহেব ও ১৮৪,০০০ ভারতবাসী ঐ ৫৮টি পাটকলে কাজ করিত। ঐ সময়ের মধ্যে ৬ হাজার তাঁত-সম্বলিত আরও তিনটি পাটকল স্থাপিত হয়। এইবার ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া যায়। পাট শিল্পে অন্ধকার পড়িয়া গেল। যুদ্ধের জন্য রসদপত্র সরবরাহের জন্য লক্ষ লক্ষ পাটের বস্তা, লক্ষ লক্ষ গজ পাটের ছালা চট চাই। এই অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য পাটকলগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের চাইতে ঢের বেশী সময় কল চালাইতে হইত ও আরও বেশী লোকজন খাটাইতে হইত। অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ফ্যাক্টরী আইন কানুন এক বগল করিতে হইল। দিনরাত পাটকলগুলি কল চালাইয়া যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। পাট শিল্প ফাঁপিয়া উঠিল। ওদিকে ইয়োরোপে সর্ব্বনাশ এদিকে বাংলার পাট-ওয়ালাদের পৌষমাস। লভ্যাংশের হার সর্ব্বোচ্চে সীমানায় গিয়া ঠেকিল। অংশীদারগণ মোটা মোটা লাভের বখরা পাইতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়িয়া গেল, বোনাসও অন্যান্য সুবিধা তাহারা পাইল। যুদ্ধের সময় আরও দুই হাজার তাঁত সমেত ছয়টি নতুন কোম্পানী খাড়া হইল।

যুদ্ধের পর পাট শিল্পের এই সচ্ছলতার জোয়ারে ভাটা পড়িল। ভারত সরকার এইবার জাত ভাই ইংরেজ পাট-কলওয়ালাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সকল পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইলেন। বেচারারাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যুদ্ধ বিরতি বা আর্ম্মিস্টিসের পরও আরও নয়টি নয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ ১৯২৮ সনে ৫৯টী কোম্পানী এগার লক্ষ টাকু ও পঁচাশ হাজার তাঁত সম্বলিত ৮৪টি পাটকল চালাইতেছে। ১৮৮৪ সনে জুট মিল অ্যাসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পাট-কলের ম্যানেজারগণ প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া মিলিত হইয়া পাট-শিল্পের সুবিধা অসুবিধার কথা ঐ সভায় আলোচনা করিতেন। এই অ্যাসোসিয়েশান কর্ত্তৃক ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ সনের মধ্যে পাটের দর স্থিরীকরণের প্রচেষ্টা চালান হয়। কিন্তু কড়িয়াগণের দৌরাত্ম্যে ঐ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না। ১৯০১ সনে সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ মোসাবিদাও ফলবতী হয় না। ১৯০৯ সনে সকল পাটকলের একটা জোট স্থাপনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু এ চেষ্টাও কোনই কাজে আসে না।

পাটকলগুলির শ্রমজীবীদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কি কি কাজ হইয়াছে তাহাও এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৬৬ সনে বোর্ণিও কোম্পানী ইয়োরোপিয়ান কর্ম্মচারী ও মিলের বেশী কর্ম্মচারীদের জন্য স্কুল লাইব্রেরী ও রিক্রিয়েশান হল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনে ইয়োরোপিয়ান কর্ম্মচারিগণ কেবল পদস্থ ভারতবাসী কেরাণী ও কুলি মজুর কারিগরের উপর ছড়ি ঘুরাইতেন না, বা তাড়ারক করাই একমাত্র কাজ ছিল না। তখনকার দিনে তাঁহাদেরও দস্তুরমত সময় খাটাইতে হইত!

১৮৭২ সন পর্য্যন্ত সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত পাটকলে কাজ করিতে হইত। মাঝে ১০টা ও ১টায় এক ঘণ্টা করিয়া ছুটী মিলিত। রিলিভিং লোক নিযুক্ত করার পর হইতে অনেক সময় পাটকলগুলিতে অনেক রাত পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বালাইয়া কাজ করা হইত। ১৮৯৫ সন হইতে পাটকলগুলিতে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার সুরু হয়। নিকট থাকার দরুণ দৈনিক ১৫ ঘণ্টা করিয়া কল চালান হয়। ১৮৯৪ সনে জাভা সহরের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলি ইহার

বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। তাহাদের স্বাধীন দেশে দশ ঘণ্টা করিয়া মজুর খাটান সম্ভবপর নয় অথচ পরাধীন ভারতে তাহাদের হাত ছাড়িয়া দশ ঘণ্টা পাট কলের যন্ত্রিতে ভারতবাসীকে খাটাইয়া অল্প খরচায় বেশী উৎপাদন করুক ইহা তাহাদের সহ্য হইল না। তাই "দাসত্ব দাসত্ব" বলিয়া তাঁতির কলওয়ালারা চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ভারতীয় মজুরের ব্যাপার ব্যথা তাঁতির পাটকলওয়ালারা এদেশের শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ নহেন। কমিশন কমিটি অনুসন্ধান করিয়া বলিল ওসব বাজে প্রতিবাদ।

পাটকলে আগে বাঙ্গালীই বেশী খাটিত। আজকাল বাঙ্গালী কেরাণীরা কাজ করে—কারিগর আর কুলি বেশীর ভাগই অবাঙ্গালী।

ইতালির অলিভ তেল

জলপাই (অলিভ) ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ সমূহের একরূপ একচেটিয়া উৎপন্ন জিনিষ। এই দেশগুলির মধ্যে ইতালিও স্পেনদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জলপাই উৎপন্ন হয়। জলপাই তৈল ও উহার বাই প্রডাক্টগুলির (জলপাই তৈল প্রস্তুতের সময় উৎপন্ন অন্যান্য জিনিষ) বার্ষিক মূল্য ১৯২৪-২৬ সনে প্রায় ২০,০০০ লক্ষ লিয়ার হইয়াছিল। ইহা হইতেই ইতালির নিকট জলপাইয়ের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাইবে।

আধুনিক কলকব্জাযুক্ত যন্ত্র দ্বারা নিষ্কাষিত ও সংশোধিত জলপাই তৈল অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। ফ্রান্স দেশের উত্তম জলপাই তৈলের মত ইতালির তৈলও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইতালিজাত তৈল ফ্রান্স দেশের তৈলের সমকক্ষ, কিন্তু ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালিতে অনেক অধিক পরিমাণে তৈল প্রস্তুত হয়। পরিষ্কৃত জলপাই তৈল ভাজা কি অন্যান্য রন্ধন কার্য্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জিনিষ। অন্যপক্ষে ভালাড্ বা অন্যান্য চাট্নী জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুতের মাল মসলারূপে জলপাই অতুলনীয় বলিয়াই সকলের ধারণা।

কুড়ি বৎসর আগে যেমন করিয়া ক্ষেত্রপতির তত্ত্বাবধানে জলপাইয়ের তেল নিষ্কাষন করা হইত এখন আর সেরূপ করা হয়না। পুরাতন হাতকল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এখন খোলা বাতাস পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বড় হালানে আধুনিকতম কল কব্জা-যুক্ত তেলকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহা একটী ঘটনা দেখিলেই বেশ টের পাওয়া যাইবে। একটি কার্য্যেই গত দুই বৎসরের মধ্যে ১৪৭ টী নতুন প্ল্যান্ট্ বসান হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেল-নিষ্কাষণ করিবার উপযোগী এমন অনেক কার্য্য ইতালিতে আরও আছে। বাস্তবিক পক্ষে তেলকল চালান ও তেল সংশোধন ইতালির এখন একটী বড় রকমের শিল্প। এই ব্যবসায়ে ইতালির বেশ মোটা মূলধন খাটিতেছে। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত "র‍্যাশনালিজেশান" নীতি বেশ জোরের সহিত চলিতেছে। ইহার ফলে উৎপন্ন মালের ধরণ, শ্রেণীনির্ব্বাচন প্যাকিং ইত্যাদি সমস্তই বর্ত্তমান কালোপযোগী হইতেছে। ইহার বিশুদ্ধতা ও অকৃত্রিমতা সমস্তই ১৯২৪সনের অক্টোবরের খাঁটি খাদ্যবিষয়ক কঠিন আইনের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে।

শ্রেণী-নির্ব্বাচনে কঠোরতা

ঐ আইন অনুসারে কেবল মাত্র জলপাই চূর্ণ করিয়া যে তক্ষণোপযোগী খাঁটি তেল পাওয়া যায় তাহাকেই অলিভ অয়েল অর্থাৎ জলপাই তেল্ বলা হইবে। এই তেলের সহিত কোন প্রকার তেল বা অন্য কোনরূপ তেলাল মিশ্রিত

রহিবে না। জলপাই তেলের সহিত যদি শতকরা ৫০ভাগের অধিক উদ্ভিজাত চর্ব্বি মিশান থাকে তবে উহাকে "মিক্সড্ অয়েলস্" অর্থাৎ "মিশ্রিত তেল" বলা হইবে এবং যদি শতকরা ৫০ভাগের অধিক তেজাল মিশান থাকে তবে বলা হইবে "সিড্ অয়েলস্" অর্থাৎ "বীজের তেল"। এই সমস্ত শ্রেণী বিভাগ ইন্‌ভয়েস্' লেডিংএর বিল, শিপিং ডকুমেণ্ট ইত্যাদি সকল প্রকার মাল বিক্রয় কিংবা যোগান সম্বন্ধীয় দলীল দস্তাবেজের উপর লিখিত রহিবে। সমস্ত আধারে মাল পুরিয়া রাখা হয়, তাহার উপরেও শ্রেণী-ভেদের এই ছাপ রহিবে, তা মাল যে কোন স্থানে গুদামজাত করা হউক না কেন। এই সকল আইনকানুন যাহাতে যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়, সেই জন্য কড়া পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে। ফলে ভেজাল মিশান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেশের বাজারে (ইতালিতে) আহারোপযোগী জলপাই তেল মাথাপিছু ৫ লিটার করিয়া লাগে এইরূপ ধরা হইয়াছে। তাহাতে দেশের ব্যবহারের জন্য বার্ষিক প্রায় ২০০,০০০ মেট্রিক টন তেলের দরকার হয়। ইতালিতে উৎপন্ন তেলের পরিমাণ এই চাহিদা পূরণ করিতে পারিত না কিংবা বিদেশে রপ্তানির জন্য যে প্রভূত পরিমাণ তেলের দরকার হয় তাহাও সরবরাহ করিতে পারিত না, যদি না ইতালিতে তেল আমদানি হইত। ইতালী এই আমদানি তেল সংশোধিত করিয়া স্বদেশের বাজারে চালাইয়া তবে স্বদেশে উৎপন্ন তেল বিদেশের জন্য পাঠাইতে পারে। বিদেশী বাজারে ইতালিজাত তেলের চাহিদা খুব বেশী। কারণ ইতালির তেলের সদ্‌গুণ ইত্যাদির জন্য বিক্রয় বেশী হয়।

খাদ্যোপযোগী তেলের সম্বন্ধে যে ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, ইতালিকে প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যের বেলায়ও ঠিক সেই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ ইতালিয়ান তৈল যেমন বহুল পরিমাণে বিদেশে চালান যায়, আর বিদেশ হইতে আমদানি করা তেল যেমন কতকাংশে ইতালির অভাব মোচন করিয়া থাকে, ইতালিতে প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষপত্রের ভাগ্যও তদ্রূপ।

ধনবিজ্ঞানে পরিভাষার মামলা

[সম্প্রতি কতকগুলা ধনবিজ্ঞানবিষয়ক ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাইবার জন্য এক ব্যক্তি পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যেরূপ জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহার এক নকল প্রকাশ করা যাইতেছে। আলোচনাটা হয়ত অন্যান্য লোকেরও কাজে লাগিতে পারে।—সম্পাদক]

প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই বিদেশী পারিভাষিক শব্দের জন্য "এক কথা"র বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া সহজ নয়। অনেক সময়ে এক কথায় প্রতিশব্দ জোগাইতে যাওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আসল কথা,—বিদেশী সাহিত্যেও পারিভাষিক শব্দের জন্ম হয় অনেকখানি,—কয়েক পারাগ্রাফব্যাপী বা কয়েক পৃষ্ঠা-ব্যাপী,—লেখালেখির পর। সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ আলোচনা সমালোচনা বাক্‌বিতণ্ডার আবহাওয়ায় পারিভাষিক শব্দগুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাংলা ভাষায়ও সেইরূপ হইবে। অনেক কিছু লেখালেখি করিতে করিতে আলোচ্য বিষয়টা যখন খানিকটা সহজ-সরল হইয়া পড়ে তখন লেখকরা আলোচনার ভিতর হইতে নিজ নিজ মর্জ্জি-মাফিক কতকগুলা শব্দ বাছিয়া সাহিত্যের বাজারে সেইগুলাকে কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থে চালাইতে অধিকারী। তাহা না করিলে বিদেশী শব্দের আক্ষরিক তর্জ্জমার সাহায্যে বাংলা পারিভাষিক গজাইয়া

উঠিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য বিষয়টার সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁহাদের নাই তাঁহারা কি বিদেশী পারিভাষিক কি স্বদেশী পারিভাষিক কোনোটাই সম্বন্ধে পাকড়াও করিতে পারিবেন না। বিদেশীরাও যে বিষয়ে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ সেই বিষয়ের বিদেশী পারিভাষিকে বস্তুস্ফুট করিতে অসমর্থ।

আর এক কথা। কোনো কোনো শব্দ আমাদের দেশী বেপারী-মহলে হাটবাঠের শব্দরূপে চলিয়া গিয়াছে। সেইগুলার কোনো কোনোটাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি। গ্রহণ করা উচিত ও।

বিদেশীরা নিজেদের সুপরিচিত মামুলি শব্দগুলাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটা মন-গড়া বাঁধাবাঁধি-নিয়ন্ত্রিত অর্থে চালাইয়া দিয়াছেন। আমাদের বেলায়ও এই নীতিই চলিবে।

যে সকল শব্দ গড়িয়া এই সঙ্গে পাঠাইতেছি সেইগুলার কোনো কোনোটা সহজে বুঝা যাইবে না বলা বাহুল্য। প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিবার সময় সুদীর্ঘ আলোচনা চালাইবার সুযোগে শব্দগুলা আনুষঙ্গিকরূপে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। কোনো কোনোটার অমল-ধবলও দরকার হইবে।

ক্যাপিট্যাল,—পুঁজি।

কন্‌জাম্প্‌শন ক্যাপিট্যাল,—ভোগ্য-পুঁজি।

ক্রেডিট,—ধার, কর্জ্জ, কর্জ্জ-ক্ষমতা, পশার, বাজার-সম্ভ্রম।

ইলাষ্টিসিটি অব্‌ ডিমাণ্ড—চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-শক্তি।

জয়েণ্ট ডিমাণ্ড,—সংযুক্ত চাহিদা (বা সহ-চাহিদা)।

ডিরাইভ্‌ড্‌ ডিমাণ্ড,—পর-নির্ভর চাহিদা।

ম্যানিউফাক্‌চার,—শিল্প দ্রব্য বা শিল্পোৎপন্ন মাল।

নেট প্রডাক্‌ট্‌ অব্‌ লেবার,—মেহনতের "নিট্‌" ফল।

রেপ্রেজেণ্টেটিভ্‌ ফার্ম্ম,—প্রতিনিধি-স্থানীয় কারবার বা কোম্পানী।

অ্যাকমোডেটিং হাউস,—হুণ্ডি ভাঙাইবার ব্যাঙ্ক।

আর্বিট্রাজ্‌,—পরোক্ষ বিনিময় (বা পরোক্ষ হুণ্ডি ভাঙান)।

স্পেকিউলেশন,—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় ঝুঁকির কারবার।

মানরিয়াল সিষ্টেম—"মানের" জমিদারি প্রথা।

রেণ্ট্‌ অব্‌ এবিলিটি,—কর্ম্মদক্ষতার কর।

ক্রাইসিস,—সঙ্কট।

ক্লীয়ারিং হাউস,—চেক কাটাকাটির ব্যাঙ্ক (চেক-শোধক ভবন)।

কলেক্‌টিভিজম্‌,—সমূহ-নিষ্ঠা বা সমূহ-তন্ত্র।

ট্রাষ্ট,—সঙ্ঘ, ট্রাষ্ট।

কমিউনিজম্‌,—সমাজ-তন্ত্র, রাষ্ট্র-নিষ্ঠা, ধন-সাম্য (অবস্থা-ভেদে)।

কমিউটেশন অব্‌ সার্ভিস,—সতর খাটানো রেহাইয়ের মূল্য-প্রদান।

কন্‌সলিডেটেড ফাণ্ড,—একত্রীকৃত ভাণ্ডার, "গোট্‌"।

কন্‌ভার্শান অব্‌ লোন্‌স্‌,—কর্জ্জ-রূপান্তর।

গিল্ড্‌-সোশ্যালিজম্‌,—"শ্রেণী"-গত সমাজ-তন্ত্র।

স্পেশালিজেশন অব্‌ লেবার,—বিশেষত্বশীল মজুর, মেহনতের বিশেষত্ব বিধান।

ডাম্পিং,—বিদেশে অতি সস্তায় মাল চালা; "ডাম্পিং" শব্দটাই বাংলায় চালানো আবশ্যক।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রেফরেন্স,—শাস্ত্রাজিক পক্ষপাত।

ইণ্ডাষ্ট্রিজেশন,—মাপ-মোতাবেক মালোৎপাদন, মাপ-মোতাবেক যন্ত্রসৃষ্টি ইত্যাদি।

রেসিপ্রসিটি,—পারস্পর্য্য।

ওয়েজেস-ফাণ্ড,—মজুরি-ভাণ্ডার (বা মজুরি-তহবিল)।

ডেফার্ড রিবেট্‌স্‌,—ভবিষ্যতে মূল্যের অংশ ফেরৎ (বা ভবিষ্যতে মাশুলের অংশ ফেরৎ)।

বাই-প্রডাক্‌ট্‌,—আনুষঙ্গিক মাল (বা ফল)।

ফেয়ার ট্রেড,—"ন্যায্য" বাণিজ্য।

পেগিং—ঝুলানো, ঠেকানো, ঠেকা দেওয়া ইত্যাদি (অবস্থাভেদে বিভিন্ন শব্দ কায়েম করা দরকার)।

মার্ক্যাণ্টিলিজম্‌,—বাণিজ্য-নিষ্ঠা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্‌ কম্ফর্ট,—আরামভোগের মাপকাঠি।

ম্যানেজ্‌ড্‌ কারেন্সী,—রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা-ব্যবস্থা।

মীডিয়াম অব্‌ এক্সচেঞ্জ,—বিনিময়ের বাহন।

মেওয়ার সিষ্টেম,—"আধিয়ার" ব্যবস্থা।

সিঙ্কিং ফাণ্ড,—কর্জ্জশোধক ভাণ্ডার (বা তহবিল)।
মরাটরিয়াম,—দেনাপাওনার কারবার নিষেধ (টাকা-কড়ির লেনদেন সম্বন্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা)।
রাইডিং স্কেল,—ওঠানামা-সূচক মাপকাঠি। এই শব্দের অর্থ বুঝা অবশ্য কঠিন।
ক্যাপিট্যালিজম্,—পুঁজি-নিষ্ঠা, পুঁজি-তন্ত্র, পুঁজি-শাহী।
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক,—কেন্দ্র ব্যাঙ্ক।
রিডেম্পশন অব ডেট,—কর্জ্জশোধ।
মানি, কনভার্টিবল,—স্বর্ণ-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা।
কোপার্টনারশিপ,—সহ-মালিকানা।
ফরেণ এক্সচেঞ্জ,—বিদেশী টাকাকড়ির বিনিময় কারবার, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়।
প্রাইম কষ্ট,—প্রত্যক্ষ খরচা।

ফ্রান্সে সমাজ-বীমা বিষয়ক আইন

সম্প্রতি ফরাসী পার্ল্যামেণ্ট ব্যাপক ভাবে এক সমাজ বীমা আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বিগত ১৯২১ সনের মার্চ্চ মাসে সমাজ বীমা বিলটি পার্ল্যামেণ্টের সম্মুখে আলোচনার জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পেশ করা হয়। ঐ সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ বিলটির আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। ১৯২৪ সনে চেম্বার অব ডেপুটিজ ঐ বিলটি পাশ করেন। ১৯২৭ সনের ৭ই জুলাই সেনেট কর্ত্তৃক ঐ বিলটি সংশোধিত আকারে পাশ করা হয় এবং উহা চেম্বার অব ডেপুটিদের নিকট পুনর্ব্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। চেম্বার অব ডেপুটিজ সেনেটের সংশোধিত বিল গ্রহণ করেন ও বর্ত্তমান সনের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে বিলটি ৪৭৭ ভোটে গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত হয়। কেবল মাত্র দুই জন ইহার বিপক্ষে ভোট দেন। এই আইন আলজেরিয়া বা অন্যান্য উপনিবেশে প্রযুজ্য নহে। এমন কি উত্তর ও দক্ষিণ রাইন প্রদেশে এবং মোসেলেও ইহা বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োগ করা হইবে না।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব দুর্ঘটনা প্রভৃতি প্রায় সকল অবস্থার জন্যই এই আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাধি, অক্ষমতা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুর জন্য ও অপারগ শ্রমিকের পারিবারিক খরচ বহনের জন্য এবং সন্তানবতী স্ত্রী মজুরদের খরচপত্র নির্ব্বাহের জন্য এই আইনে বাধ্যতামূলক বীমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেকার অবস্থার সময় বীমাকারিগণ যাহাতে উপযুক্ত ভাতা পায় সে দিকেও এই আইন-প্রণেতাগণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শিল্প-দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এই আইনে নাই; কিন্তু ১৮৯৮ সনের ৯ই এপ্রিল তারিখে প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণ দিবার যথাযথ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গোড়ায় ঐ আইনে মাত্র শিল্প কারখানার শ্রমজীবিগণের ক্ষতিপূরণ দিবার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন সময়ে ঐ আইন সংশোধিত হওয়ায় বিভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, শ্রমজীবী, বন-শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক এবং পারিবারিক শ্রমিক ও চাকর বাকর সকলের জন্যই এই আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সমাজ-বীমা আইনে শিল্প দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের উল্লেখ না থাকিলেও ইহাতে কিছু যায় আসে না। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী আইনেই ইহার যথাযথ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পারিবারিক ভাতা বাবদে ১৮ হাজার ফ্রাঁর বেশী যাহাদের বার্ষিক বেতন নয়, তাহারা সকলেই এই আইনের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে। সরকারী চাকুরে, রেল কর্ম্মচারী ও অন্যান্য শ্রমজীবী, যাহারা পূর্ব্বেই বিশেষ আইন দ্বারা সমাজ-বীমার সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাও এই বীমা আইনের মধ্যে আসিতে পারিবেন না।

ব্যাধি বীমা

এই আইনের বলে ব্যাধি বীমাকারিগণের চিকিৎসার ঔষধপত্র, হাঁসপাতালের সুশ্রূষা, স্বাস্থ্য-নিবাসের খরচ, ও অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাধি-মুক্তির খরচপত্র পাইবেন। এগুলির সুবিধা কেবলমাত্র বীমাকারীই ভোগ করিবেন না, পরন্তু বীমাকারীর স্ত্রী বা বীমাকারিণীর স্বামী এবং ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক সন্তান-সন্ততিগণ সকলেই এই সকল সুবিধা ভোগের অধিকারী থাকিবেন। ইহা ছাড়া বীমাকারী স্ত্রী বা পুরুষ তাহার ব্যাধির সময় কাজ করিতে না পারিলে দৈনিক বেতনের অর্দ্ধেক পাইবেন।

প্রসূতি ভাতা

প্রসূতি সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে ছয় সপ্তাহ করিয়া মোট বার সপ্তাহ প্রসূতি ভাতা পাইবেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ঔষধপত্র, ডাক্তারের সুবিধা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা হইবে। সন্তান-পালনের জন্য মাসিক একটা ভাতা ও দুগ্ধ ভাতাও তাঁহারা পাইবেন।

অকর্ম্মণ্যের ভাতা

ব্যাধি বা দৈবদুর্ঘটনার জন্য কোন লোক অকর্ম্মা হইয়া গেলে তাহাকে একটা ভাতা দেওয়া হইবে। অকর্ম্মণ্য ভাতা (ডিসএবিলিটি পেন্সান) চাকুরীর সময়ানুরূপ হইবে। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যাহারা বীমা করিয়াছে তাহারা কোন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে তাহারা বাৎসরিক বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ ভাতা পাইবে।

বার্দ্ধক্য পেন্সান

সাধারণতঃ ৬০ বৎসর বয়সে চাকুরী হইতে অবসর লইয়া বার্দ্ধক্য পেন্সান ভোগ করিবার নিয়ম। ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও চাকুরী চালান যাইতে পারে। যে সকল চাকুরে ৩০ বৎসর বীমা করে বেতনের কতকটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে বার্ষিক বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ পেন্সান অবসর গ্রহণের সময় হইতে দেওয়া হইবে।

মৃত্যু পেন্সান

মৃতব্যক্তির জন্য মৃত্যু ভাতা বার্ষিক বেতনের শতকরা ২০ ভাগ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ভাতার পরিমাণ কোন ক্রমেই হাজার ফ্রাঁর কম হইতে পারিবে না। তবে কোন লোকের বাৎসরিক আয় হাজার ফ্রাঁর কম হইলে ঐ পেন্সান তাহার বার্ষিক বেতনের ½ ভাগ হইবে।

ব্যাধি, অকর্ম্মণ্যতা ও মৃত্যুর জন্য বীমাকারীর সন্তান সন্ততি (যাহাদের বয়স ৬ সপ্তাহের উপর ও ১৬ বৎসরের নীচে) প্রত্যেকে দৈনিক অর্দ্ধ ফ্রাঁ হিসাবে ভাতা পাইবে। সন্তান-সন্ততিগণের পীড়া বা মৃত্যু হইলেও মাতাপিতা বাৎসরিক প্রত্যেক সন্তানপিছু এক শত ফ্রাঁ মৃত্যু-ভাতা পাইবেন। বীমাকারী স্বেচ্ছায় কর্ম্মচ্যুত না হইলে যে-কোন বৎসরে ছয় মাস যে-কোন বীমার সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী থাকিবেন। কিন্তু বেকার হইবার ন্যূনপক্ষে এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার বীমা করা চাই।

এই সমাজ-বীমা আইনের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে। হাজার কোটি ফ্রাঁ বীমা বিভাগে জমা হইলেই ইহার কাজ পুরাপুরি আরম্ভ হইবে। সাধারণতঃ সকলেই মনে করেন যে, এই আইনে সোস্যালিষ্টেরা মোটেই সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা বীমা তহবিলে সরকারের প্রদত্ত দিয়া খুবই নগণ্য মনে করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার স্বার্থের সম্যক ব্যবস্থাও ইহাতে করা হয় নাই। এজন্য অদূর ভবিষ্যতে এই বীমা আইনের এদিক্ ওদিক্ কিঞ্চিৎ রদবদল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আর্থিক এশিয়ার ভাঙন-গড়ন

(১) নতুন অ্যাংলো-পারশিয়ান সন্ধিপত্র

নতুন অ্যাংলো পারশিয়ান সন্ধিপত্র আট বৎসরের মেয়াদে সই হইয়াছে। পুরাতন সন্ধিপত্রের সমস্ত সর্ত্তে পারস্যের স্বাধীনভাবে কাষ্টমসের সমস্ত শুল্ক ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। নতুনটায় তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুন সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে বৃটিশ ও ভারতীয় যে সমস্ত পণ্য এদেশে আমদানি হইবে তাহার উপর অন্যান্য দেশের পণ্য অপেক্ষা বেশী শুল্ক ধরিতে পারা যাইবে না। ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে এদেশী পণ্যেরও এই ব্যবস্থা হইবে। ওরা যে তারিখে গৃহীত নিয়ম অনুসারে পারস্য গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ও ভারতীয় পণ্যের উপর সব চেয়ে কম হারে শুল্ক ধার্য্য করিতে পারিবেন। সন্ধিপত্রের সর্ত্তের মধ্যে ইহাও গৃহীত হইয়াছে যে, যেকোন সময়ে পারস্য দেশের যে কোন সীমান্ত প্রদেশে যদি শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া হয়, তবে তদনুসারে বৃটিশ ও ভারতীয় পণ্যের শুল্কের হারও কমিয়া যাইবে। তৈল বাদে, পারস্য দেশীয় যে সমস্ত প্রধান প্রধান পণ্য দ্রব্য ইংলণ্ডে অথবা ভারতবর্ষে রপ্তানি হয়, তাহার উপর যদি ইংলণ্ড অথবা ভারত গবর্ণমেণ্ট শুল্কের হার বাড়াইয়া দেন, তবে সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী, তাহারাও বৃটিশ অথবা ভারতীয় পণ্যের শুল্কের হার বাড়াইতে পারিবেন। ব্যবসা বিষয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সর্ব্ব বিষয়ে সব চেয়ে ভাল ব্যবহার করা হইবে। মিসর ও ভারতবর্ষের মাঝে যে "এরোপ্লেন সার্ভিস" চলিবার কথা হইতেছে, পারস্য দেশের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিঃ এর সঙ্গে সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইবেন বলিয়াছেন।

(২) জাভা, মালয় প্রভৃতি রাজ্যে ফটোগ্রাফী ও বায়স্কোপের চলন

রবার এবং অন্যান্য ব্যবসায় মন্দা পড়িয়া যাওয়ায় প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্রই ক্রয়-শক্তি অনেক কমিয়া গেলেও জাভা এবং মালয় প্রদেশে গত ১২ মাসে ফটোগ্রাফ-সংক্রান্ত জিনিষপত্রের অনেক কাটতি দেখা যায়। সমস্ত ব্যবসায় মন্দার দরুণ কাল্‌তো টাকাগুলা সাধারণ লোকে কি পরিমাণ সওদা কিনিয়া খরচ করিতেছে তাহা জানা কঠিন। তবে এটুকু বুঝা যায় যে, ফটোগ্রাফীর জিনিষপত্রের বাজার আরও বড় ভাবে না বাড়াইয়া তুলিলে ছয় মাসের মধ্যে ব্যবসায় অনেকটা চিলা পড়িয়া যাইবে। এই বাজার বাড়াইতে হইলে যে সমস্ত জায়গায় মাল যাতায়াতের তেমন সুবিধা নাই অথবা উহা খরচসাপেক্ষ, সে সমস্ত জায়গায় সহজে ও কম পয়সায় মাল-সরবরাহের সুবিধা করিতে হইবে। শুধু জাভায় কেন, এমন অনেক জায়গায় অনেক সাহেব কর্ম্মচারী বাস করেন, যেখানে মাল-সরবরাহের বিশেষ কোন সুবিধা নাই। এই সমস্ত কর্ম্মচারীরা "হোম সিনেমা প্রজেক্টর" কোম্পানীর কাছ থেকে সমস্ত বায়স্কোপের কল কিনিতেছেন। এসব কল চালাইতে বিজলীর দরকার হয় না। এ সমস্ত মফঃস্বল জায়গায় সাধারণ ও ছোট ছোট নাটকচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্রের খুব চলতি। সম্প্রতি বাটাভিয়া ও সোরেরাইয়া নামক স্থানে কয়েকটী ছোট ছোট বায়স্কোপের কল বসিয়াছে।

এ ব্যবসাটা নিতান্ত ছোট বলা যায় না। এ সমস্ত প্রাচ্য দেশের একটা বিশেষত্ব এই যে এখানে বেশীর ভাগ দামী ক্যামেরা ও বায়স্কোপের কলের কাটতি দেখা যায়। জাভাতে লোক-সংখ্যার তুলনায় বিলাতের চেয়েও এসব জিনিষের চাহিদা বেশী দেখা যায়। জাভা ও সিঙ্গাপুর-বাসীদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণীভেদ একটু গোলমেলে হইলেও তাহারা মিলিত হইয়া প্রাথমিক জিনিষপত্র কেনার চেয়ে একটু উঁচু ধরের জিনিষের প্রতি বেশী ঝোঁক দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সব চেয়ে বেশী অসুবিধা হইয়াছে যে এখানে ফটোপ্রিণ্ট

ও ডেভেলপ্ করিবার ভাল কল কোন দোকানদারের কাছে নাই। কতকগুলি দোকানদারের কাছে কয়েকটা অল্পধামী কল আছে, তাহাতে ভাল ছাপা হয় না এবং এসমস্ত দোকানদারেরা সাধারণতঃ চীনেম্যান। এসমস্ত দোকানদারের দোকানগুলো পায়খানার চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। সুতরাং এখানকার সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা পাশ্চাত্য উপায়ে ফটো প্রিন্ট ও ডেভেলপ্ করিবার প্রণালী প্রচলন করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। এখানকার সমস্ত ফটো ব্যবসাটার উন্নতি করিতে হইলে এইভাবের নতুন প্রণালীর খুবই দরকার সন্দেহ নাই।

(৩) প্যালেষ্টাইনে বাসিন্দা আমদানি

১৯২৬ সনে প্যালেষ্টাইনে ১৩,৯১০ জন লোক বিদেশ হইতে স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬,২১৬ জন পুরুষ, ৪,৮৬৪ জন স্ত্রী এবং ২৭৭০ জন শিশু। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ১৩,০৮১ জন ইহুদী। আবার ইহাদের মধ্যে ৫,৯৪৭ জন পুরুষ, ৪,৫৮৫ জন স্ত্রী, এবং ২,৫৪৯ জন শিশু।

এ বৎসর যত লোক আসিয়াছে তাহার মধ্যে ৩,৫৯৫ জন ইহুদী (১,৩৩৭ জন পুরুষ, ১,৯৫৩ জন স্ত্রী এবং ৮০৫ জন শিশু)। এবার ১,২২০ জন ভ্রমণকারী লোক প্যালেষ্টাইনে স্থায়িভাবে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৭০৫ জন ইহুদী, ৪৩০ জন খৃষ্টান এবং ৮৫ জন মুসলমান। মোট ৩,৫৯৫ লোকের মধ্যে ১,৬১০ জন পরাধীন এবং ১,৩৪২ জন মজুর। ইহাদের মধ্যে ২,০২৯ জন পূর্ব্ব ইয়োরোপ হইতে, ৬৫২ জন উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া হইতে, ২৭৪ জন মধ্য ইয়োরোপ হইতে, ১৪৫ জন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এবং ২০০ জন বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে আসিয়াছে।

১৯২০ সনের ১লা জুলাইএর পূর্ব্বে যাহারা প্যালেষ্টাইনবাসী ছিল তাহাদের মধ্যে ২,২৭৪ জন (৬৪০ জন ইহুদী, ৫৮০ জন খৃষ্টান, এবং ১,০৫৪ জন মুসলমান) এবং ঐ তারিখের পর যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৪,৭০৪ জনকে (৪,৪৩১ জন ইহুদী, ২৩৩ জন খৃষ্টান এবং ৪০ জন মুসলমান) প্যালেষ্টাইনে স্থায়িভাবে বাস করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৬ সনে এইরূপ স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ১,৬৯৪ জন (৪১৩ ইহুদী, ৮৭০ খৃষ্টান, এবং ৪১১ মুসলমান) এবং ৭,৭৩৫ জন (৬,৯৫২ ইহুদী, ৬৩৫ খৃষ্টান, এবং ১৪৮ মুসলমান)। ইহুদী বাসিন্দাদের মধ্যে ৪,৪৩১ জন যুদ্ধের জন্য প্যালেষ্টাইনে আসিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২,৫০০ জন দুই বৎসর আগে এখানে আসিয়াছিল এবং ইহার বেশীর ভাগই তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান রুশিয়া ও পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছে। তবে নবাগতের মধ্যে অনেকে মার্কিণে এবং ইংরেজ-অধিকৃত নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

নয়া ঢঙের জমিদারি

চাষী আর পল্লী ভারতের একচেটিয়া নহে

খাওয়া-পরার সঙ্গে জমিজমার সম্বন্ধ অতি নিবিড়, এ কেবল আমাদের দেশে নহে,—সকল দেশেই চাষ-আবাদ আর আর্থিক উন্নতি খুব লাগালাগি চীজ্। কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া রাখা উচিত, কেননা আমাদের দেশে একটা বুখ্নি চালানো হইয়া থাকে যে, ভারত হইতেছে কৃষি-প্রধান দেশ; আর দুনিয়ার অন্যান্য মুলুক হইল শিল্পপ্রধান জনপদ। ভারতের ধাতে নাকি শিল্প-কারখানা সহ্য হয়না, আর দুনিয়ার আর কোথাও নাকি চাষ-আবাদ বরদাস্ত হয় না।

চাষ বনাম শিল্প মামলায় ভারতবর্ষকে একটা সুষ্টছাড়া মুলুক বিবেচনা করা আমাদের স্বদেশ-সেবকদের, "ধার্মিক" পণ্ডিতদের, ধনতান্ত্রিক মহাশয়দের একটা প্রকাণ্ড বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই বাতিকটার আগাগোড়া সবই বুজরুকি। ইয়োরামেরিকার ধন-দৌলত-ঘটিত আর নর-নারী-ঘটিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের অঙ্কগুলা দেখিলেই বুজরুকি হাতে হাতে ধরা পড়িতে বাধ্য। চাষের জন্য লাখ-লাখ, কোটি কোটি লোক ইয়োরামেরিকার দেশে দেশে আজও বাহাল আছে। হয় খোদ চাষী হিসাবে, না হয় চাষীদের নিয়োগ-কর্ত্তা মনিব হিসাবে এইসকল লোকেরা অন্ন-সংস্থান করিয়া থাকে। এই যে আজকাল দুনিয়ায় শিল্প-বিপ্লবের তুমুল প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, এই যুগেও আদম-সুমারিতে চাষী-দের আর চাষী-মালিকদের সংখ্যা খুবই বেশী—কোথাও আধাআধি, কোথাও শতকরা ৬০।৭০ পর্য্যন্ত, এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও লোক-সংখ্যায় চাষীদের ওজন বেশ কিছু ভারি।

আর তার পর যদি খানিকটা উজাইয়া—অর্থাৎ "সেকালের" দিকে যাত্রা করি—যখন ইয়োরামেরিকার খ্রীষ্টিয়ান সমাজে যন্ত্রপাতির দৌড় বড় বেশী ছিলনা, শিল্প-কারখানা সবে দেখা দিতেছিল মাত্র, তখনকার অবস্থায় কি দেখিতে পাই? তখনকার "পশ্চিমা" সমাজে চাষীরাই ছিল লোক-সংখ্যার আসল অংশ। দেশের লোক বলিলে তারা বুঝিত প্রধানতঃ বা একমাত্র কিষাণ অথবা চাষী। ধন-দৌলতের মূর্ত্তিমাত্রই ছিল প্রধানভাবে আবাদের সন্তান। সমাজের মেরুদণ্ড, আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ইত্যাদি যা কিছু চাও না কেন, সবই পাওয়া যাইত চাষ-আবাদে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল-মারাঠা আমলের ইয়োরোপীয়ানরা সবাই ছিল চাষীর জাত। ততদূর উজাইয়া যাইতে চাহি না, এই সেদিনকার উনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক শ্রেণী-বিভাগগুলা সামাজিক জাতি-ভেদটার কথা বলিতেছি। তাতেই দুনিয়ার গতি-স্থিতি বেশ বুঝা যাইবে। ১৮৩৬ সনের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ফ্রান্সের কথা বলিতে চাই। তখনকার দিনে ফরাসীরা ছিল গণতিতে প্রায় ৩৪ কোটি। এই ফ্রান্সে যদি কোনো ভারত-সন্তান সফর করিতে যাইত, তাহা হইলে তার চোখে ফরাসী সমাজ কেমন ঠেকিত? ফরাসীরা "অতিমাত্রায়" সম্ভ্রান্ত লোক মালুম হইত কি? পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একমাত্র নগর-জীবনের পৃষ্ঠপোষক বিবেচনা করা চলিত কি? ফ্রান্সে তখনকার আদম-সুমারিতে ছিল প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ পল্লীবাসী, অর্থাৎ শতকরা ৭৪।৮০ জন লোক ছিল ফ্রান্সে "পল্লী-জননীর সুসন্তান"; আর জমিজমার কল্যাণেই তাদের ভরণ-পোষণ চলিত। অর্থাৎ চাষ-বাস যদি একটা "আধ্যাত্মিক" কিছু হয়, তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গো-ব্রাহ্মণ ফরাসী খ্রীষ্টিয়ানদের কমসে-কম বার আনা লোকই ছিল আধ্যাত্মিক।

সেই সময়ে জার্ম্মাণরাও ছিল বিলকুল্ এইরূপ। ১৮৪৩ সনের আদমসুমারিতে দেখিতে পাই যে, প্রুশিয়া জনপদে শতকরা ৬১।৬২ জনের ভাত-কাপড় জুটিতেছে জমির চাষ-বাসে। প্রুশিয়ার জার্ম্মাণরা অতিমাত্রায় সহর-ঘেঁষা লোক ছিল না; শতকরা ২৮ জন মাত্র ছিল সহরে নর-নারী। ৩০,০০০ নর-নারী অথবা তার চেয়ে বেশী লোক বাস করিত যটা সহরে? মাত্র ১৫টায়। কাজেই পল্লী সেবায় জার্ম্মাণরা এশিয়ার নরনারীকে কুর্ণিশ করিয়া চলিবে কেন?

ধাত হিসাবে, জাতিগত চরিত্র হিসাবে এশিয়ার আর ইয়োরামেরিকার তফাৎ আবিষ্কার করা অসম্ভব। অন্যান্য তরফেও দেখিয়াছি তাই। চাষ-আবাদ, জমিজমা আর পল্লী-বাস ইত্যাদি হকাতেও দেখিতে পাইতেছি তাই। এইসকল হিসাবে একটা একচেটিয়া কিছু বা অতিমাত্রায় বিশেষত্ব-পূর্ণ কোনো কথা ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে না। যাহা পূর্ব্ব তাহা পশ্চিম—চাষবাসে আর পল্লীকথায়।

কৃষিকর্ম্মের নববিধান

আজ জমি-জমার কথা বলিতে আসিয়াছি বটে। কিন্তু চাষবাসের কথা বলিব না। জমির সার, কৃষি-রসায়ন ইত্যাদি বস্তু আজকার আলোচ্য নহে। হাল, বলদ, "ট্র্যাক্টর", বা অন্যান্য নবীন-প্রবীণ যন্ত্রপাতির খতিয়ানও আজ হইবে না। তা ছাড়া ধান-বাহনের সাবাবো বাজারে

কৃষণ চালান দিবার প্রণালী সম্বন্ধেও কিছু বলিতে আসি নাই। অপর দিকে কিষাণদের পুঁজিপাটা বাড়াইবার উপায় বাৎলাইতে চাহি না। সমবায়-নিয়ন্ত্রিত কৃষি-ব্যবস্থাও এই আলোচনার বহির্ভূত। অধিকন্তু গো-বীমা কৃষিবীমা ইত্যাদি নতুন নতুন বীমার কথা শুনানোও আজ আমার মতলব নহে। কৃষি-রসায়ন, কৃষিএঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি-ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কৃষি-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ আজ ইয়োরামেরিকায় যারপর নাই বাড়্‌তির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সকল বিষয়ে—অন্যান্য বিষয়ের মতনই—নবীন দুনিয়ার নিকট যুবক-ভারতের অনেক কিছু শিখিবার আছে। কৃষিকর্ম্মের নব বিধানগুলা আমাদের খুবই কাজে লাগিবে, কিন্তু সে সব পথ আজ মাড়াইব না।

আজ আলোচনা করিতে চাই একমাত্র আইনের কথা। জমি-জমার আইন-কানুন ছাড়া অন্যান্য বিধি-বিধান এই সঙ্গে বিবৃত হইবে না। জমিজমার বিধানগুলাও আকারে-প্রকারে বিপুল। একটা বিশ্বকোষ আওড়ানো সম্ভব নহে; কয়েকটা মোটা মোটা কথা বলিয়া যাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

"হ্বিলেজ কমিউনিটি"র প্রাচ্য-পাশ্চাত্য

মজার কথা এই, জমিজমার আইন-কানুন সম্বন্ধেও ভারতে আমরা একটা কিম্ভূত-কিমাকার মত পুষিয়া আসিতেছি। ভারতের ভূমি-ব্যবস্থাকে অন্যতম ভারতীয় "বিশেষত্ব" রূপে জাহির করা আমাদের অভ্যাস। এমন কি পাশ-করা উকীলেরাও অজ্ঞানে-সজ্ঞানে এই মতই চালাইয়া আসিতেছেন। ইয়োরামেরিকার ও ভারতের ভূমি-ব্যবস্থার যে একটা আকৃতি-প্রকৃতি-গত সাদৃশ্য ও সাম্য আছে—এই কথা ভারতীয় আইন-ব্যবসায়ীদের জানা উচিত ছিল; কিন্তু তাঁরাও এই মহলে মাথা খেলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁরা মগজ খেলাইলে অন্ততঃ একটা বুজরুকি ভারতের দার্শনিক আখ্‌ড়ায় কল্‌কে পাইত না।

সেকেলে ভূমি-ব্যবস্থায় সমাজ-তত্ত্ব বা ধনতত্ত্ব লইয়া সময় কাটানো আজকার এই আসরে সম্ভবপর নয়। শুধু বলিয়া যাইতেছি সিদ্ধান্তটা মাত্র। ভারতীয় পণ্ডিতেরা "হ্বিলেজ কমিউনিটি" অর্থাৎ পল্লী-সাম্য, যৌথভূমি বা পল্লী-স্বরাজ, পল্লী-সমবায় নামক কোনো একটা বস্তুকে ভারত-আত্মার প্রতিমূর্ত্তি সমঝিতে অভ্যস্ত। আসল কথা যুগের পর যুগ ধরিয়া এই পল্লী-স্বরাজ নামক আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমের পুরীষান সমাজে—মায় ইংলণ্ডেও—অবয়বভাবে চলিয়াছে। নৃতত্ত্ব বা অ্যান্থ্রপলজি-বিদ্যার কোর্টে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে—একটা মামুলি অ, আ, ক, খ মাত্র।

তার পর এই "হ্বিলেজ কমিউনিটি"র ভাঙন-লাগা ব্যাধিটাও আবার ভারতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একচেটিয়া বেয়ারাম নয়। দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ-কলেবরেও এই ব্যামোটা দেখা গিয়াছে। এই ব্যাধির অর্থাৎ ভাঙনের ফলে সমাজে যেসকল নব নব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আইন,—সে সব চীজ দুনিয়ার অন্যান্য জনপদের মতন ভারতেও আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মুকুর সর্ব্বত্রই এক প্রকার। অর্থাৎ কি বৃটিশ-ভারতের আর্থিক ভাঙন-গড়নে, কি সেকেলে স্বাধীন ভারতের অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে, জমি-জমার ঠিকুজি, জমিজমার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য একটা অসম্ভবরকমের প্রাচ্য কিছু নয়। অন্যান্য দেশের আর্থিক ইতিহাসে হাতে-খড়ি হইবামাত্র সকলেই ভূমি-ব্যবস্থায় মানবজাতির বিকাশ-ধারা একরূপই দেখিতে বাধ্য হইবে।

হিন্দু আইনে রোমাণ ব্যক্তিনিষ্ঠা

এইবার আরও কিছু রগড়ের কথা বলি। ভারতবর্ষের যে জিনিষটা হিন্দু-আইন, তাতে হ্বিলেজ কমিউনিটি বা যৌথ-পল্লীর বিধান বোধ হয় একদম নাই। আমাদের ঋষি-মহর্ষি-মহাপ্রভুরা সকলেই প্রায় পুরাপুরি অপল্লী-নিষ্ঠ, তাঁদের মাথায় পল্লী "সাম্য" "পল্লী স্বরাজ", "যৌথ"-সম্পত্তি ইত্যাদির তত্ত্ব কখনো খেলিয়াছে কি না সন্দেহ। কি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ, কি প্রপিতামহ মনু,—কি সেকালের কৌটিল্য, আর কি একালের শুক্রাচার্য্য,—কি বাঙ্গালী জীমূতবাহন, আর কি অ-বাঙ্গালী বিজ্ঞানেশ্বর—এঁরা সকলেই কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রচারক। এঁদের কানুনে কোনো জনপদের জমিজমার

উপর নরনারীর সমবেত স্বত্বাধিকার বিলকুল অজ্ঞাত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ইয়োরোপে জমিজমার রোমাণ আইন যে চীজ আর আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতের ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি-শাস্ত্র, মিতাক্ষরা, দায়ভাগও অবিকল সেই চীজ।

অথচ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অঞ্চলে যৌথপল্লী বা পল্লী-স্বরাজ কখনও ছিল না—একথা বলিতেছি না। ইয়োরোপের জনপদে যুগের পর যুগ ধরিয়া হিন্দুর কমিউনিটির অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব—রোমাণ আইনের ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও। ঠিক সেইরূপেই ভারতীয় "লোকাচারের"—"চরিত্রের" ("কাল্টমে") ভিতর নানা কালে নানা স্থানে পল্লী-স্বরাজ আর যৌথজমি দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের চোলমণ্ডলে এই প্রথার বিশেষ চলন দেখিতে পাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যেসকল পুঁথি-গ্রন্থ "ধর্ম্ম", "অর্থ" বা "নীতি" বিষয়ক "শাস্ত্র" নামে পরিচিত, তার ভিতর এই প্রথার টিকি পর্য্যন্ত নজরে আসে না।

কথাটা চরমভাবে জোরের সহিত বলিয়া যাইতেছি। কেন না প্রত্নতত্ত্বের যাবিজাবির ভিতর চুঁ মারার অভ্যাস আমার কিছু কিছু আছে। হিন্দুর কমিউনিটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ এই হিন্দু আইন সাহিত্যের ভিতর আজও চুঁড়িয়া পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, জানাইবেন। আমার মত শুধরাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জানিয়া রাখিবেন যে, যেখানেই পল্লী শব্দ পাইতেছেন, সেখানেই পল্লী-স্বরাজ পাকড়াও করা চলিবে না। তবে বলিয়া রাখি যে, প্রমাণের কুচোকাচা কোথাও পাওয়া নেহাৎ অসম্ভব নয়। আগেই বলিয়া চুকাইয়াছি যে, যৌথপল্লী নামক প্রতিষ্ঠান ভারতে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ভারতীয় "আধ্যাত্মিকতার" আসল প্রচারক যাঁরা—নীতি স্মৃতি-ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা, তাঁরা এই বস্তুটাকে লইয়া মাতামাতি করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাঁরা জমিজমাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমঝিয়াই কানুন কায়েম করিতে বসিয়াছিলেন। যৌথপল্লীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁরা নির্ব্বিকার।

যাক্। দেখা যাইতেছে যে, "হিন্দুর কমিউনিটি" "হিন্দুর কমিউনিটি" করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইলেই তথা-কথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অথবা ভারতীয় বিশেষত্বের পাত্তা হওয়া সম্ভব নয়। আবার ব্যক্তিনিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি চীজ রোমাণ আইনে আছে বলিয়া, সে সবকে অ-হিন্দু, অ-ভারতীয় অথবা অনাধ্যাত্মিক কিছু রূপে নিন্দা করা চলিবে না। জমিজমার ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যদি "পাশ্চাত্য", "খ্রীষ্টিয়ান", বা "ইয়োরোপীয়ান্" বলিয়া বর্জ্জনীয় হয়, তা হইলে আমাদের ঋষি-মহর্ষি মহাপ্রভুদের সকল পাতিই পাশ্চাত্যদোষ-দুষ্ট খ্রীষ্টিয়ানি গন্ধে ভরপুর, ইয়োরোপীয়ান রঙের মাল,—এক কথায় বর্জ্জনীয়। রাজি আছেন কি? আমি দেখিতেছি, যাঁরা পুব, তাঁরা পশ্চিম, তবে বর্জ্জন-টর্জ্জনের কথা আলাদা।

আমি দেখিতেছি, আর্থিক সভ্যতার গতি,—পুবই হউক বা পশ্চিমই হউক—এক দিকে। আমাদের বেলায় যেটা সুদ, সেটা যদি ওদের থাকে, তাহা হইলে সেটাও সুনিশ্চয়। ভাল মন্দ পুব পশ্চিম এক পথেরই পথিক। কাজেই সভ্যতাগুলা সর্ব্বত্রই এক শ্রেণীর অন্তর্গত। সমস্যার মীমাংসা অর্থাৎ বেয়ারামের দাওয়াইও পূর্ব্বে-পশ্চিমে এক প্রকার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

(ক্রমশঃ)

১০৭ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

মাঘ—১৩৩৫ ৩য় বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতন' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

দি ইষ্ট বেঙ্গল জুট মিলস লিমিটেডের প্রস্‌পেক্‌টাস্

মূলধন ৫০,০০,০০০৲ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বর্ত্তমানে ত্রিশ লক্ষ টাকার অংশ বিলি হইবে। প্রতি অংশ ৫০৲ টাকা হিসাবে ৬০,০০০ অংশে বিভক্ত এবং প্রতি অংশের টাকা নিম্নলিখিত ভাবে দেয়:—দরখাস্তের সহিত ৫৲ টাকা, এলটমেণ্টে (অংশের মঞ্জুর হইলে) ১৫৲ পনর টাকা; বাকী ৩০৲ টাকা ১৫৲ টাকা হিসাবে সমান দুই কিস্তিতে ন্যূন পক্ষে দুই দুই মাস অন্তর দেয়।

গত ১৯শে জুন ১৯২৮ তারিখ পর্য্যন্ত ৪৪৩০ অংশ বিক্রয় হইয়া তন্মধ্যে ৪২৫১ অংশ এলট হইয়াছে। মোট ৩২৯৮২৮/৬ পাই আদায় হইয়াছে এবং প্রাথমিক ব্যয়, কমিশন, বিজ্ঞাপন, ও আফিস খরচা ও অন্যান্য সম্বন্ধিয় খরচ বাবদ মোট ৯৪৯৭৮/৬ পাই ব্যয় হইয়াছে। সেয়ার কমিশন বাবদ ৩০৩৬৬০ আনা খরচ করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

এই কোম্পানীর নগদ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ঢাকা ব্রাঞ্চে জমা থাকিবে।

অডিটার

মিঃ এস, কে, মুখার্জ্জি, এফ, আই, পি, এস (লণ্ডন) এফ, সি, আই, (বার্ম্মিংহাম) গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত অডিটার, ঢাকা।

উদ্দেশ্য:

পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া সম্পত্তি। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যাও এবং আসাম প্রদেশে যে পাট জন্মে তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশই ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা এই চারি জিলায় জন্মিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশই পাটের প্রধান

বাণিজ্যস্থান নারায়ণগঞ্জস্থিত পাটের আফিস যোগে খরিদ হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মিলসমূহে রপ্তানি হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ পাটের প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তথায় একটীও জুটমিল স্থাপিত হয় নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার এই অভাব দূরীকরণার্থ বিগত ১৯২৭ সনের ২০শে জুন তারিখে এই কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়া দেয়ার বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯-৬-২৮ তারিখ পর্য্যন্ত ২,২১,৫০০৲ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়া তন্মধ্যে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ২,১২,৫০০৲ টাকার অংশ মিলি হইয়াছিল। ২৫শে উক্ত কোম্পানীর পূর্ব্ব ডিরেক্টার ও ম্যানেজিং এজেন্টগণ এই কোম্পানীর ভাবী মঙ্গলকামনায় সুবন্দোবস্ত হইবে বিবেচনায় বর্ত্তমান ডিরেক্টারগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। বিগত ১৫-৮-২৮ তারিখে অংশীদারগণের এক বিশেষ সভায় এই সম্পর্কীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গত ৩০-৭-২৮ তারিখে পুনরায় বিশেষ সভায় তাহা সমর্থিত হইয়াছে। দি ঢাকেশ্বরী কটনমিলের অধিকাংশ ডিরেক্টার এবং বহুদর্শী ও উপযুক্ত ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক নূতন বোর্ড গঠিত হইয়াছে। ঢাকেশ্বরী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, শ্রীসূর্য্যকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বণিক এই কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শীতলক্ষা নদীর তীরে গোদনাইলের নিকট জমি বন্দোবস্ত লওয়ার প্রস্তাব চলিয়াছে; আমরা আশা করি অতি সত্বরই জমি বন্দোবস্ত লইয়া আবশ্যকীয় কার্য্যাদি আরম্ভ হইবে। যদিও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে প্রায় ৫৮টী পাটের কল চলিয়াছে এবং তাহার অধিকাংশই বিদেশীগণ দ্বারা পরিচালিত; এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদের দ্বারা কোনও জুটমিল স্থাপিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। জুট মিলস যে কি প্রকার লাভজনক এবং বিদেশীরেরা এই পাটের কলে কি প্রকার লাভবান হইয়াছেন তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা আশা করি সহৃদয় স্বদেশবাসিগণ যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস নামক সূতা ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিয়া দেশের একটা বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন, সেইরূপ এই বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম পাটের কলের সম্বন্ধেও সহায়তা করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহাতে যেমন দেশের লাভ আছে তেমনি নিজেরও প্রচুর লাভ হইবার আশা করা যাইতে পারে।

পাটের কলের শতকরা বার্ষিক লভ্যাংশ বিতরণ

মিলের নাম	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
কামারহাটি	৫৫৲	৫০৲	২২৫৲	২৫০৲	—	৬০৲	৯০৲	৯০৲	৫৫৲
কিনিসন		২৫০৲	২৫০৲	৪০০৲	১৬৲	১২০৲	১৬০৲	১১৫৲	৯০৲
কেলভিন		৫০৲	২২৫৲	৩০০৲	৭০৲	৮৫৲		১২০৲	৬০৲
হুগলি	৩৭৲	১২৫৲	৪০০৲	২০০৲	—	৪০৲		৮০৲	১৩০৲
নিউ সেণ্ট্রাল	৮০৲	৩৩০৲	১২৫৲	১৯০৲	৫৫৲	৬০৲		৯০৲	৪০৲

শতকরা লভ্যাংশ

মিলের নাম	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	
এলবিয়ন	৫০৲	৪০৲	৬৫৲	
এলায়েন্স	৪০৲	৭৫৲	৬০৲	১০০৲
ডেল্টা	৫০৲	৫০৲	৭৫৲	৮৫৲
গৌরীপুর	২০৲	৫০৲	৮০৲	১২০৲৬

মিলের নাম	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
লরেন্স	৪০৲	৭৫৲	৭০৲		৮০৲	৫০৲	
নর্থব্রুক	৬০৲	৭০৲	৫০৲		৬০৲	৪৫৲	৮০৲
রিলায়েন্স	৫০৲	৮০৲	৭৫৲		৮০৲	৭৫৲	১১০৲
ইউনিয়ন	×	৫০৲	৬০৲		৪৫৲	৬৫৲	৬০৲
ফোর্টস্টার	৬২৷৷০	১২০৲	১২০৲		৮০৲	৩০৲	×
ফেলভিন	১০২৷৷০	৭০৲	৮৫৲		১২০৲	৬০৲	৮৫৲
কিনিসন	১৩৫৲	১৬৲	১২০৲	১৬০৲	১১৫৲	৯০৲	১৪০৲
নিউস্টেট্‌লে	৮৫৲	৫৫৲	৬০৲	১০০৲	৯০৲	৪০৲	৮৫৲
হুকুমচাঁদ	×	×	১৩৷/০	১৩৷/০	১৩/০	১৩৷/০	২০৲
বিড়লা	×	×	×	১০৲	৫৲	×	১০৲

শেষোক্ত দুইটী মিল অতি অল্পদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের রিজার্ভ ফণ্ড এবং সম্পত্তি দ্রষ্টব্য। হুকুমচাঁদ জুট মিলের মূলধন ২৯,০৫,৫০০ টাকা; কিন্তু তাহাদের ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত রিজার্ভ ফণ্ড ২৯,৪৮,৬২৫ টাকা এবং সম্পত্তি ১৩০,৪৯,৯৮৬ টাকা। গত সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে সেই ছয় মাসে হুকুমচাঁদ মিলে ৬,৫২,৪০৮ টাকা নয় আনা চারি পাই খরচ বাদে লাভ হইয়াছে এবং বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ মিলের মোট সম্পত্তির মূল্য ১৩৯,২৩,৩০৯ টাকা নয় আনা এক পাই ছিল। উপরোক্ত অধিকাংশ মিলসমূহের ১০০ টাকা অংশের মূল্য প্রায় ৫০০৲ টাকা হইতে ন্যূনাধিক ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

পাট কলের লাভ

১৮৫৫ খৃঃ এদেশে প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। তৎপর বিগত ৭১ বৎসরের মধ্যে যতগুলি মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটীই যে অপ্রতিহতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, সরকারী রিপোর্টেই তাহা জানিতে পারা যায়। অদ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কোনও চটকল ফেল হয় নাই। ঐ সমস্ত চটকলে লোকসান হওয়া ত দূরের কথা, প্রতি বৎসরই তাহাতে প্রভূত লাভ হইতেছে। এমন কি, কখনও কখনও প্রতি অংশের মূল্যের সমান বা তাহার চতুর্গুণ পর্য্যন্ত বার্ষিক লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে।

বঙ্গের সমস্ত চটকলে প্রতি বৎসর গড়ে ৮ কোটি টাকা হিসাবে মোট নিট লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে এবং ইহা ব্যতীত প্রায় ১০ কোটি টাকা রিজার্ভ ফণ্ড এবং ব্লক একাউণ্ট (বাড়ী ও কলকব্জা) ইত্যাদি বাবদ রক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার বক্ষে স্থাপিত এই বিশাল একচেটিয়া বাণিজ্যে বাঙ্গালীর কোন প্রকার সংস্রব নাই ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। প্রস্তাবিত ইষ্ট বেঙ্গল জুট মিল বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত প্রথম চটকল। এই জন্যই ইহা যে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের বিষয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায় বর্ত্তমানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালার চটকলের হস্তগত হইয়াছে। পাট বাঙ্গালারই একচেটিয়া ফসল। সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বার্ষিক প্রায় এক কোটি বেল বা ৫ কোটি মণ কাঁচা পাট প্রস্তুত হয় এবং তাহা বিক্রয় করিয়া দেশের কৃষকগণ বৎসরে ন্যূনাধিক প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিদেশ হইতে পাইয়া থাকে। পাটের ব্যবসা বিদেশীয়দিগের একচেটিয়া বিধায় কৃষকগণ উপযুক্ত মূল্য পায় না। কিন্তু বিদেশীয়েরা দশ টাকায় একমণ পাট ক্রয় করিয়া কলিকাতার মিলে চট ইত্যাদি প্রস্তুত করতঃ কলিকাতা বসিয়াই খরচ বাদে প্রায় আড়াই গুণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায় কাঁচা মাল বিক্রয় না করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য প্রস্তুত করিতে পারিলে ৬০ কোটির স্থলে আড়াই গুণ অর্থাৎ

মোটামুটি প্রায় ১৪০ একশত পঞ্চাশ কোটি টাকা বিদেশ হইতে দেশে আসিতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষকদিগের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে, অপরদিকে বহুলোক মজুর ও কারিগরের কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে এবং পক্ষান্তরে অংশীদারগণও প্রভূত লাভবান হইবেন। কলকারখানা দ্বারা অন্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বিদেশের উপর কোন প্রকারে নির্ভর করিতে হয় না। এবং বিদেশের সহিত কোন প্রতিযোগিতাও নাই। এই কারণে বাঙ্গালা দেশে চটকল স্থাপন করিবার সর্ব্ববিধ সুবিধাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালায় জুট মিলের লাভ নিশ্চিত ও অনিবার্য্য।

নারায়ণগঞ্জে মিল স্থাপনের সুবিধা

কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে জমির মূল্যের তুলনায় নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষা নদীতীরে স্বল্পমূল্যে মিল স্থাপনের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে জমি পাওয়া যাইবে। এখানে ইট, চুন ইত্যাদি সুলভ থাকায় এবং মজুরী অল্প হওয়ায় দালান, গুদাম ইত্যাদি নির্ম্মাণের ব্যয় অনেক কম হইবে। এ স্থানে ম্যালেরিয়া নাই। এবং ইহা একটী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই স্থান জাহাজ ও রেলযোগে কলিকাতা বন্দরের সহিত সংযুক্ত থাকায় এইস্থান হইতে একেবারে সমুদ্রগামী জাহাজে মাল পাঠাইবার এবং অপরদিকে নৌকাযোগে গ্রাম হইতে পাট সরবরাহ করিবার সুবিধা আছে। নারায়ণগঞ্জ পাট খরিদের প্রধান কেন্দ্র; এই কারণে সমস্ত বৎসরই যথেষ্ট পাট ক্রয় করিতে পারা যায়। পাট ব্যবসায়িগণ এই স্থান হইতে পাট ক্রয় করিয়া কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ মিলসমূহে মণ প্রতি এক টাকা বা ততোধিক মুনাফা রাখিয়া পাট সরবরাহ করেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জে এই মিল স্থাপিত হইলে পাট ব্যবসায়িগণ উক্ত মিলসমূহেই পাট বিক্রয় করিয়া যে লাভ করেন তাহা মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও দিতে হইবে না। ফলে প্রস্তাবিত মিলই এই সুবিধা ভোগ করিবে। নারায়ণগঞ্জ বা কলিকাতা হইতে কাঁচা মাল মিলে লইয়া যাইয়া এবং তদ্দ্বারা পাকা মাল প্রস্তুত করিয়া পুনরায় কলিকাতা বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজে পাঠাইতে উক্ত মিলসমূহ ভাড়া ইত্যাদি বাবদ যে খরচ করিয়া থাকেন, নারায়ণগঞ্জে পাট খরিদ করিয়া এবং তদ্দ্বারা পাকা মাল প্রস্তুত করিয়া উহা মিল হইতে একেবারে সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেরণ করিবার সুবিধা থাকায় প্রস্তাবিত মিলের তাহার অর্দ্ধেক হইতেও কম খরচ পড়িবে। গঙ্গা-তীরের মিলসমূহে ভিন্নদেশীয় মজুর দিয়ে কার্য্য পরিচালনা করিতে যে পারিশ্রমিক দিয়া থাকে পূর্ব্ববঙ্গে কুলীর বেতন তাহার অনেক কম থাকায় এবং নারায়ণগঞ্জে সুলভে স্থানীয় মজুরের অভাব না থাকায় প্রস্তাবিত মিল স্বল্পব্যয়ে যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। বিশেষতঃ নারায়ণগঞ্জ একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলে কোন চটকল না থাকায় পাটচাষিগণ বহু পরিশ্রমে পাট জন্মাইয়া যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক পাইয়া কাঁচা মাল বিক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। প্রস্তাবিত মিল স্থাপিত হইলে ঐ অঞ্চলের লোক মিকানিক্যাল বা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং হইতে আরম্ভ করিয়া মিলের কলকারখানায় কর্ম্ম ও অন্যান্য প্রকারের যাবতীয় কার্য্যে শিক্ষানবিশ হইয়া শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে এবং অবস্থা অনুযায়ী অংশ ক্রয় করিয়া মিলের মালিক হইয়া একটা স্থায়ী আয় ভোগ করিতে পারিবে। পাটচাষিগণও তাহাদের অবস্থানুযায়ী ক্রমে ক্রমে টাকা দিয়া মিলের অংশ ক্রয় করিয়া পাকা মালের লভ্যাংশও স্থায়িভাবে ভোগ করিবার সুবিধা পাইবে।

বিবিধ

১। এই কোম্পানীর প্রাথমিক ব্যয় অদ্য পর্য্যন্ত মোট ৪৬৭৫/১ পাই হইয়াছে।

২। এই কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট নাই। শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাক ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু এই তিনজন প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের পারিশ্রমিক ৫ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই দেওয়া হইবে না। তৎপরে ৭৫০ টাকা হইতে ১৫০০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক এলাউয়েন্স বাবদ হইবে এবং নিট লাভের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন বিশদরূপে আরটি-

কেলস্ অব এলোসিয়েশনে বর্ণিত হইয়াছে। কোম্পানীর হেড আফিসে আসিলে ইহা সকলেই দেখিতে পাইবেন। নতুবা ৷৷০ আনা মূল্যে উহা ক্রয় করা যাইতে পারে।

৩। কোন অংশীদার একশত অংশ অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকার সেয়ার গ্রহণ না করিলে ডিরেক্টার হইতে পারিবেন না। ডিরেক্টারগণ প্রত্যেকেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। ডিরেক্টারগণ প্রত্যেক মিটিংএ উপস্থিতির জন্য ১০৲ টাকা হারে কি পাইবেন। কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ডিরেক্টার কোন কি পাইবেন না।

৫। অংশ বিক্রয়ের কমিশন ও তাহার বন্দোবস্ত করার ব্যয় বাবদ শতকরা পাঁচ টাকার উপর খরচ হইতে পারিবে না।

৬। কাহাকেও কোন কমিশন কি কিংবা কোন অরগানাইজিং কি দেওয়া হয় নাই।

৭। নগদ টাকা লওয়া ভিন্ন অন্য কোনভাবে কাহাকেও কোন প্রকার সেয়ার দেওয়া হয় নাই। ম্যানেজিং ডিরেক্টারগণের পূর্ব্বের বর্ণিত স্বার্থ ভিন্ন অন্য স্বার্থ নাই।

৮। বিক্রয় করার যোগ্য অংশ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক অংশের জন্য আবেদন পত্র পাইলে অল্পসংখ্যক সেয়ার এলট্মেণ্ট হইবে ও বাকী টাকা এলট্মেণ্ট ও কলের জন্য আমানত জমা থাকিবে।

ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস্

কলিকাতা-প্রদর্শনীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদির মধ্যে ঘটক আয়রণ ওয়ার্কসের কলকব্জাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা ধানভানা কল (হস্ত, গরু ও ইঞ্জিন দ্বারা চালিত), দাল কল, আটা-কল, পাম্প প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে চাউল-কল বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী বাবু উমাপতি ঘটক মহাশয়ের পিতা ৺জগদীশ্বর ঘটক মহাশয় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজ প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি দেশে দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই চাউলকল স্থাপিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা ভারতের বহুলোক প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহারই আবিষ্কৃত ধান-সিদ্ধ-কল ব্যবহার করিয়া সুদূর বর্ম্মা, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বহু বিদেশী ব্যবসায়ী প্রভূত ধনশালী হইতেছেন।

উক্ত ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস্ (ওরফে ঘটক এণ্ড কোম্পানী) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রথম দেশলাই প্রস্তুতের কলগুলি ব্যবসায় উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করেন ও ভারতে যাহাতে অল্প মূলধনে ঐ ব্যবসা চলিতে পারে তাহার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অনেকে দেশলাই প্রস্তুত এবং দেশলাইয়ের কল প্রস্তুত করিয়া বেশ লাভবান হইয়াছেন ও হইতেছেন।

১৯২৩-২৪ সালের কলিকাতা-প্রদর্শনীতে তাঁহাদের দেশলাই প্রস্তুত করার কলগুলি সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং দেশলাই প্রস্তুত করা কলগুলির জন্য তাঁহারাই কেবল স্বর্ণপদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানীর জলতোলা পাম্পগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে চামড়া আদৌ নাই এবং এগুলি খুব মজবুত। প্রদর্শনীর কৃষিবিভাগের মাননীয় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে কৃষিক্ষেত্র প্রদর্শন করিয়াছেন—তন্মধ্যে অন্যান্য পাম্পের ভিতর ঘটক আয়রণ ওয়ার্কসের একটি পাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত মূল্যের বিদেশী পাম্পের তুলনায় ইঁহাদের পাম্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইহা বিশেষ গৌরবের কথা যে, ঘটক আয়রণ ওয়ার্কস তাঁহাদের প্রস্তুত অয়েল ইঞ্জিন প্রদর্শনীতে পরিচালনা করিয়া দেখাইতেছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবনীশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

(স্বদেশী বাজার)

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড্এর প্রস্পেক্টাস্

নির্দ্ধারিত মূলধন—১০,০০,০০০৲ (দশলক্ষ টাকা) ইস্যুড্ মূলধন—৬,০০,০০০৲ (ছয়লক্ষ টাকা) প্রত্যেক অংশ ১০৲ হিসাবে ৬০,০০০ অংশে বিভক্ত। নিম্নলিখিত-

ভাবে টাকা প্রদান করিতে হইবে :—ধরখাস্তের সহিত ২৲, দেয়ার বিলি হইলে ৫৲, বক্রী টাকা ২৷৷০ হিসাবে দুইবারে দেয়। প্রথম ডাগিদের পর অন্যূন ৩ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ডাগিদ হইবে না।

উদ্দেশ্য

এই সঙ্ঘের মেমোরাণ্ডামে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির যাহা বা সমষ্টিভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য এবং বিশেষভাবে কলিকাতার সন্নিকটে একটি সুতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন সংক্রান্ত তুলার কল প্রতিষ্ঠিত করাই এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রস্‌পেক্‌টাস

উপরিউক্ত কলে আপাততঃ ২০০৮ তাঁত এবং ৭২০০টী টেকো থাকিবে। যদিও এই বর্ত্তমান প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের প্রতি সাধারণ জনমণ্ডলী যথাসাধ্য সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতাপ্রদর্শন করেন তাহা হইলে এই কলটীর প্রসার ও বিস্তৃতিলাভের জন্য, ভবিষ্যতে আরও বিশেষভাবে চেষ্টা করা যাইবে।

কলিকাতার সন্নিকটে উপরিউক্ত কোম্পানীর জন্য ৪৯৲ বিঘা জমি গ্রহণের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এবং এখানে কুলিমজুর আমদানি, মাল রপ্তানি ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক প্রকার সুবিধা আছে। অধুনা মালমসলা ও কলকব্জার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম থাকায়—আপাততঃ ২০০ তাঁত ও ৭২০০ টেকোযুক্ত এই কলটী নির্ম্মাণ করিয়া চালাইবার জন্য দুই লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় সম্ভবতঃ হইবে না, এবং আশা করা যায় এই টাকার উপর বেশ লাভ পাওয়া যাইতে পারিবে।

পরিচালনা

এই কোম্পানীর কার্য্য একটী বোর্ড অব্ ডাইরেক্টার ও একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। মিঃ এইচ, এন, মল্লিক, এল, টি, এম, ইহার প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইবেন। বয়নবিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে,—এবং তিনি ভারতে এবং ভারতের বাহিরে এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কলে দায়িত্বপূর্ণ চাকুরি করিয়া আসিয়াছেন এবং বিগত ২০ বৎসর যাবৎ তুলার কারবার ও স্পিনিং এবং উইভিং শিল্প ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

ন্যূনকল্প চাঁদা

ন্যূনকল্পে ৩০০০ সেয়ার বিক্রী হইলে তবে ডাইরেক্টার-গণ অংশ বিলি করিবেন।

উন্নতিকর্ত্তা

এই কোম্পানীর যাহারা প্রমোটার তাঁহারা তজ্জন্য কোন প্রকার বৃত্তি বা পারিতোষিক পাইবেন না।

প্রাথমিক খরচ

এই কোম্পানীর গঠন ও বাজারে প্রচলনের জন্য সর্ব্ব-প্রকার প্রাথমিক খরচা কোম্পানী বহন করিবেন এবং ঐ খরচা বাবদে আনুমানিক হিসাবে ৫০০০৲ টাকার অধিক হইবে না।

সেয়ার বিক্রয়ের জন্য কমিশন

কেহ কোম্পানীর সেয়ার বা অংশ বিক্রয় করিলে বা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে (বিনা সর্ত্তে বা কোন সর্ত্তের বশবর্ত্তী হইয়া) এবং কোম্পানী ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে কমিশন দিতে পারেন ; কিন্তু তাহার পরিমাণ কোন্ত্রে শতকরা ৫৲ টাকার অধিক হইবে না।

কে ডাইরেক্টার হইতে পারিবে ?

কোম্পানীর লিপিবদ্ধ কানুনমতে স্বীয় নামে অথবা অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের তরফে বা কোন কোম্পানীর ট্রাষ্টিস্বরূপ অথবা অন্য যে কোন প্রকারে অন্যূন একশত সেয়ার গ্রহণ করিলে এই কোম্পানীর ডাইরেক্টার পদভুক্ত হইতে পারা যায়।

ডাইরেক্টারগণের পারিশ্রমিক

কোন ডাইরেক্টার বোর্ডসভায় উপস্থিত হইলে কোম্পানীর হইতে ১৬৲ টাকা বা কোম্পানীর সাধারণ-সভায় স্থিরীকৃত তাহারও অধিক টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন এবং যাতায়াত, প্রত্যেক দিনের যাহা খরচ বাবদ প্রতি মাইলে ।৶০ হিসাবে পাইবেন, যদি তিনি সভাস্থল হইতে ৬ মাইলের অধিক দূরে বাস করেন। যদিও কোন ডাইরেক্টার কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন হেতু আফিস কিংবা কলে আসিয়া দুইঘণ্টা কার্য্য পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনিও উপরোক্ত রাহা খরচ পাইবেন ; কেবল এই পরিদর্শন কার্য্য সপ্তাহে একবারের অধিক হইতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত অংশীদারগণের মধ্যে বিভাজ্য কোম্পানীর নিট্ লাভের এক-দশমাংশ বোনাসরূপে ডিরেক্টারগণের প্রাপ্তব্য। যে সময়ের জন্য উক্ত নিট্ লাভ হিসাব করা হইবে, তাহার ভিতর বোর্ডের যতগুলি সভা আহূত হইবে তাহাদের শতকরা ৭৫টীতে যে সব ডাইরেক্টার উপস্থিত থাকিবেন, তাহাদের মধ্যেই উক্ত বোনাস্ সমান-ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

চুক্তিপত্র

নিম্নলিখিত চুক্তিনামা কোম্পানীর তরফ হইতে কোম্পানী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

মিঃ এইচ্, এন, মল্লিক এবং এই কোম্পানীর মধ্যে একখানি কণ্ট্রাক্ট সহি হওয়া চাই দ্বারা প্রথমোক্ত মল্লিক মহাশয়কে অবধারিত ১০ বৎসরের জন্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টার নিযুক্ত করা হইবে (কেবল যদি তিনি এসোসিয়েশনের মন্তব্যের ৯৩ ধারা ক হইতে চ পর্য্যন্ত বর্ণিত উপধারান্তর্গত কারণের বশবর্ত্তী হইয়া ডাইরেক্টার পদ রহিত হেতু উহা ত্যাগ করেন তবে স্বতন্ত্র কথা) উল্লিখিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের পারিশ্রমিক (ডাইরেক্টার স্বরূপে তাঁহার পারিশ্রমিক ব্যতীত) নিম্নলিখিত ভাবে ধার্য্য হইবে—

(১) মাসিক বেতন ৫০০৲ হইতে প্রতি বৎসর ১০০৲ হারে বৃদ্ধি হইয়া　　টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

(২) প্রতি বর্ষে খাঁটি মুনাফার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে কমিশন। মুনাফার পরিমাণ এতটা হওয়া আবশ্যক যাহাতে আদায়ী টাকার উপর অনায়াসে শতকরা ৫৲ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে।

দলিল দস্তাবেজ পরিদর্শন

এই কোম্পানীর পাণ্ডুলিপি ও নিয়মাবলীর কপি বা উপরোক্ত চুক্তিপত্রের খসড়া আফিসকালীন যে কোন সময়ে কোম্পানীর রেজিষ্টারীকৃত আফিস-গৃহে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। কোম্পানীর এসোসিয়েশনের পাণ্ডু-লিপির একখণ্ড ইংরাজী মুদ্রিত নকল এই অনুষ্ঠানপত্রের সহিত সংযুক্ত করা হইল।

সেয়ারের বা অংশের জন্য আবেদন

সেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ফরমে দেয় টাকা সহ ডাইরেক্টারগণের নিকট আবেদন করিতে হইবে। যদি সেয়ার বণ্টন না করা হয়, তাহা হইলে ডিপজিটের পুরা টাকা ফেরত দেওয়া হইবে এবং যদিও প্রার্থিত অংশ-সংখ্যা অপেক্ষা অল্প-সংখ্যক সেয়ার বিলি করা হয়, তাহা হইলে ডিপজিটের বাকী টাকা বাকী দেয় টাকার পরিশোধ-কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। বিলীকৃত সেয়ারের যখন দেয় টাকা না দিতে পারিলে সেয়ার বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা মন্তব্যলিপিতে লিখিত আছে।

নানাবিধ

অন্যতম ডাইরেক্টার মিঃ এইচ, এন, মল্লিক ম্যানেজিং ডাইরেক্টাররূপে এই কোম্পানীর উন্নতিবিধান করিবেন।

অনুষ্ঠানপত্র ও অংশের আবেদন-পত্র কোম্পানীর রেজিষ্টারীকৃত আফিসে পাওয়া যাইবে।

যাঁহারা অংশের জন্য আবেদন করিবেন এবং অংশ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা এই কোম্পানীর নিয়মাবলী ও পাণ্ডুলিপি

সমাক অবগত আছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কোম্পানীর সমুদায় সেয়ারগুলি সাধারণ সেয়ার জানিবেন।

সভ্যগণের ভোট

হস্তোত্তলনকারী উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট লেখা হইবে। স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থিত প্রত্যেক সভ্যের এক হইতে দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক সেয়ারের উপর এক ভোট। প্রথম দশ ছাড়িয়া দ্বিতীয় দশ হইতে একশত পর্য্যন্ত প্রতি দশ সেয়ারের উপর অধিকন্তু এক ভোট এবং প্রথম একশত অতীত হওয়ার পর প্রতি একশত সেয়ারের উপর আরও এক ভোট। যদ্যপি কোন সভ্য-তালিকা-ভুক্ত সভ্যগণ নহেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি স্বরূপে প্রেরণ করেন তাহা হইলে সেই প্রতিনিধি হস্তোত্তলন দ্বারা সঙ্ঘের পক্ষে ভোট দিবার অধিকারী হইতে পারিবেন।

এই সঙ্ঘের নিয়মাবলী-পুস্তকে ইহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, এই কোম্পানীর খাঁটি মুনাফার শতকরা এক টাকা হিসাবে লইয়া তাহা দ্বারা শ্রমজীবিগণের উন্নতি ভাণ্ডার নামে একটি ফণ্ড খোলা হইবে এবং তাহা সমস্তই এই কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের নানাবিধ উপকারে ও উন্নতিবিধানে ব্যয়িত হইবে।

কলিকাতায় কাপড়ের ব্যবসা

কলিকাতার মাড়োয়ারী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত বাঙ্গালী বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের এক কলহ আরম্ভ হইয়াছে। মাড়োয়াড়ীরা পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগকে যে সমস্ত সুবিধা দিত এক্ষণে আর সে সমস্ত সুবিধা দিতে রাজী নহে। এজন্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা স্থির করিয়াছে যে, তাহারা মাড়োয়ারী-দের নিকট হইতে কাপড় কিনিবে না এবং বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, খুচরা মাল বেশ বিক্রয় হইতেছে বটে, কিন্তু পাইকারী বাজার নিতান্ত মন্দা। মাল মোটেই কাটিতেছে না। ধোয়া ছিট ও জামার কাপড় কিছু কিছু কাটিতেছে।

রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় ৪০০ গাঁইট ছাতার কাপড় আসিয়াছে।

সুতার বাজার অত্যন্ত মন্দা। বিলাতী সুতার দর অনেক নামিয়া গেলেও কাটতি তেমন হইতেছে না। স্যাঙ্কা-শিয়ার যথেষ্ট সুতা বিক্রয় করিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মহাযুদ্ধের পর স্যাঙ্কাশিয়ারে ২০৭টি কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৪৫টি গত তিন বৎসর কোন লাভ করিতে পারে নাই। অবশিষ্ট ৬২টির মধ্যে ১৯২৮ সনে মাত্র ২৮টি কোম্পানী কথঞ্চিৎ লভ্যাংশ দান করিয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত কোম্পানীতে যে পরিমাণে মূলধন খাটিতেছে তাহাতে প্রতি শত টাকায় আট আনারও কম লভ্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শীতের প্রারম্ভে গরম কাপড় কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া-ছিল, কিন্তু শীত অকস্মাৎ কমিয়া যাওয়ায় গরম কাপড় বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এ বৎসর বহু গরম কাপড় অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

প্রতি বৎসরই কংগ্রেসের পর বিদেশী বস্ত্র বয়কটের জন্য একটা আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই আন্দোলন থামিয়া যায়, সুতরাং কাপড়ের বাজারের উপর এই আন্দোলনের তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। এবৎসরও আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের মধ্যে ঐকান্তিকতার নিতান্ত অভাব। সুতরাং ব্যবসায়ীরা আবশ্যকমত বিলাতী মালের অর্ডার দিতেছে।

এদিকে বোম্বাইতে অবিরত শ্রমিক হাঙ্গামার ফলে তথায় কাপড়ের কারখানাগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ফলে দেশী কাপড়ের বাজার চড়িয়া যাইতেছে। (হিন্দু)

ভারতীয় শস্যের রূপান্তর

দুনিয়ার পরিবর্তনের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। মানুষ প্রাণী সকলেরই চেহারা বদলাইয়া গিয়া নতুন আকার ধারণ করিতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিদ-জগতেও কম রূপান্তর সাধিত হইতেছে না। আজ যে চিজটা বিস্বাদ বা বিষযুক্ত, কাল সেটা মানুষের উপাদেয় আহার্য্য সামগ্রীতে পরিণত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ আলুর কথা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের এই সাধনা বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় আমাদের দেশেও সে সম্বন্ধে অনুবিস্তর কাজ হইতেছে। আমাদের বাপ ঠাকুরদাদা যে যে জিনিষ খাইত, ভবিষ্যতে আমরা আর সেইসব পুরাণো চিজ খাইব না। এখনই হউক বা কিছুদিন পরেই হউক সম্পূর্ণরূপে নতুন নতুন চিজ আমাদের পাতে পড়িতে থাকিবে।

এই নতুন কাণ্ডের সূতিকাগার পুসার সরকারী কৃষিক্ষেত্র। পুসা এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট্ শস্য জগতে এক অভিনব রূপান্তর আনয়নের প্রয়াসী। উদ্দেশ্য সমস্ত গবেষণার ফলাফল প্রাদেশিক এজেন্সিসমূহের ভিতর দিয়া গোটা দেশে প্রচার করা। নিম্নে এই গবেষণার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদর্শিত হইতেছে। আশা করি এ সম্বন্ধে কেহ অসহযোগ ব্রত অবলম্বন করিবেন না।

এই ইনষ্টিটিউটে একজন ইকনমিক বোটানিষ্ট নিযুক্ত আছেন। ইঁহার তাঁবে শস্যের রূপান্তর সম্বন্ধে গবেষণা চলিয়া থাকে। গবেষণার ফলে দেখা যাইতেছে যে, পুসার ৩২নং জলযুক্ত দোআঁশলা গম ও জলবিহীন ৮০৫নং গমের সব চেয়ে বেশী ফলন হয়, ইহাদের বিচালী খুব শক্ত এবং এই সমস্ত গমে মশে পোকাও ধরে না। এই ৩২নং জলযুক্ত গমের প্রথমে আবাদ করা হয় বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশে। পাঞ্জাবের মাটীতে এই গম বিহার বা যুক্তপ্রদেশের মতই সুফল প্রসব করিয়াছে। পুসা কৃষিক্ষেত্রের সকল প্রকার গমের মধ্যে ৮০৫নং জলবিহীন গমই ফলিয়াছে সব চেয়ে বেশী। একর প্রতি ফলন দাঁড়াইয়াছে ২,৫০০ পাউণ্ড।

আমেরিকার দুই জাতীয় তামাক সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইয়াছে। ইহা দেশী তামাক অপেক্ষা সকাল সকাল ফলে। বার্লি তামাক অ্যাক্ নামক যন্ত্রে বাতাস শূন্য অবস্থায় তৈয়ার করিয়া লইলে উহার রং মেহগিনি কাঠের রংএর মত হয়। উচ্চশ্রেণীর পাইপে করিয়া সেবনের উপযুক্ত তামাকেরই রং মেহগিনির রংএর মত। বিশেষভাবে গঠিত তামাক-প্রস্তুতের ঘরে নিয়মমত তাপ দিয়া লইয়া দেখা গিয়াছে যে, তামাক সম্বন্ধে গবেষণার ফল বেশ সন্তোষজনকই দাঁড়াইবে। এখন এই সমস্ত তামাক কিরূপ পোড়ে, ইহা সেবন-উপযোগী কিনা এবং তামাক-প্রস্তুত-ঘরে কিভাবে তাপ দেওয়া যাইতে পারে এসম্বন্ধে গবেষণা করা হইতেছে।

মসিনা লইয়া একবার দো-আঁশলা মসিনা তৈয়ার করা হইয়াছিল। এই দো-আঁশলা মসিনার সঙ্গে নতুন মসিনার সংযোগে, আরও কয়েক প্রকার দো-আঁশলা মসিনার বীজ বেশ ভোয়ালো ধরণের হইয়াছে অথচ ইহা গাঙ্গেয় প্রদেশের পলি মাটীর সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। ইহাকে যে সমস্ত মসিনার আবাদ করা হইয়াছে তার মধ্যে পুসার ৪৬নং মসিনাই সব চেয়ে অধিক কাজের হইয়াছে। আরও অনেক শস্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা হইতেছে; যথা—মটর, মুগ, ভুট্টা, গ্রাম জাতীয় শস্য, তিল, কলাই জাতীয় শস্য, মুগ, ইউরিড, মসুর ইত্যাদি। গবেষণা

সম্বন্ধে মোটামুটি কি করা হইতেছে তাহার আভাষ মাত্র দেওয়া হইল; এখন দেখিতে হইবে এক একটী বিশেষ বিশেষ শস্য সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্য করা হইয়াছে।

গম

পুসা কৃষিক্ষেত্র হইতে নানা জাতীয় গমের বীজ বেসরকারী লোকের নিকট ও প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলির নিকট দান করা হইয়াছিল। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

	মণ
পুসা ৪নং	৬৬
„ ১২নং	৭৮
„ ৫২নং	৬০
„ ৮০-৫নং	১৫
„ ৯০নং	৯

শুক্কদাসপুর কৃষিক্ষেত্রে পুসার ৮০-৫নং গমের ফলন একর প্রতি ২৭ মণ ১৪ সের দাঁড়াইয়াছে, এবং পুসা ৫২নং গম ঐ ক্ষেত্রে একর প্রতি ২৩ মণ, ৩৫ সের দাঁড়াইয়াছে।

দো-আঁশলা পুসা গমের সহিত ফেডারেশান-গমের সংযোগে আর একপ্রকার দোকর-দো-আঁশলা গমের পয়দা করা হইয়াছে। যে সকল গম বিদেশে চলে সেই সকল গম লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পরীক্ষা করা হইতেছে। বিহার অপেক্ষা এই প্রদেশে ঐরূপ গম ভাল ফলিবার সম্ভাবনা। পুসার নির্ব্বাচিত গমসকল মাঠে ধরার হাত থেকে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে এই কৃষি-গবেষণা ভবনে গবেষণা চলিতেছে।

ওট বা জই

পুসায় নির্ব্বাচিত নয় প্রকার জইয়ের সহিত মিরাটের এক প্রকার জই বোনা হইয়াছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট আরও তিন প্রকার জই আগামী বারে বোনা হইবে। আমেরিকা হইতে ছয় প্রকার জই আমদানি করিয়া অল্পমাত্রায় বোনা হইয়াছে। আমেরিকান জই লম্বা মতই পাকিয়াছে, কিন্তু আমেরিকান জইয়ের বীজ হইয়াছে পাতলা ও ছোট। ছয় রকম আমেরিকান জইয়ের একটীও বিহারী জইয়ের চেয়ে ভাল নয়। ইয়োরোপীয়ান জইয়ের দোষ এই যে, ইহা দেরীতে ফলে। কিন্তু ভারতীয় জইয়ের বিচালী অপেক্ষা এই সমস্ত জইয়ের বিচালী অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই ইয়োরোপীয় জইগুলির সহিত ভারতীয় জই সংযুক্ত করিয়া দো-আঁশলা জই তৈরির চেষ্টা করা হইতেছে। স্কচ্ পটেটো জাতীয় জইয়ের সহিত দুই প্রকার পুসা জই সংযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সংযোগ কিন্তু বেশ সফলে সাধিত হয় নাই। দো-আঁশলা যে জই এই দুয়ের সংমিশ্রণে জন্মলাভ করিয়াছে তাহা বিচালী হিসাবে বিলাতী জইয়ের অনুরূপ; কিন্তু ফলিয়াছে ঠিক ভারতীয় জইয়ের মত অল্প সময়ের মধ্যে।

যব

যব সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা করা হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে খোসাযুক্ত ও খোসাহীন এই দুই যবের সংযোগে নানা প্রকার দো-আঁশলা যব তৈয়ার করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে এই দো-আঁশলা বীজ বপন করা হইয়াছে। এই সনে হেল্মিন্থস্পরিয়াম নামক রোগে যবের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, এবং বৃষ্টি ও প্রবল বাতাস ইত্যাদির জন্য পরীক্ষা-ক্ষেত্রসমূহের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

ভুট্টা

১৯২৫-২৬ সনের নির্ব্বাচনের ফলে মাত্র দুই জাতীয় ভুট্টা রাখার বন্দোবস্ত হয়। একটী শাদা দানা বিশিষ্ট ও আর একটী হলদে দানাবিশিষ্ট। এক প্রকার আমেরিকান ভুট্টাও আবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিহারের আবহাওয়ায় তত সুফল ফলে না।

তামাক

পুসা ২৮নং তামাক আমেরিকা থেকে আমদানি অ্যাড্‌কক্ ও বার্লি নামক দুই প্রকারের তামাকের সহিত দুই দুই বার সংযোগ করা হয়, এই দোকর দো-আঁশলার প্রায় ৮,০০০ হাজার চারা লাগান হয়। বেশ শক্ত ধরণের তামাকের গাছ যাহাতে হয় ও ইহাতে আমদানি তামাকের

স্বাদ গন্ধ এবং দাহশক্তিও যাহাতে থাকে, এই ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সমস্ত তামাক গাছের ফুল ফোটার তারিখ, পাতার ক্ষেত্র ফল, উচ্চতা ও পাতার সংখ্যা—এই সমস্ত রেকর্ড করিয়া রাখা হয়। আমেরিকান তামাক দুইটী পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বিহারের মাটীতে বেশ সকাল সকাল এই তামাকের চারা পুতিলে বেশ সুফল ফলে। আলোচ্য বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর জুলাইয়ের শেষে এই তামাকের বীজ বপন করা হয়। জুলাইয়ের শেষে এবং আগষ্টের শেষে রোপণ করা হয়। এইরূপ করার ফলে এই দুই জাতীয় তামাকের যথেষ্ট পরিমাণে ফলন হয়। বিহারী বালি তামাকের পাতার রং মেক্সিনির সমুশ এবং স্বাদ ও সুন্দর। ইহা পাইপে সেবনের উপযুক্ত। একর প্রতি ইহার ফলন হয় ১,৩০০ পাউণ্ড। অ্যাড্‌কক্‌ তামাকের ফলন হয় একর প্রতি ৯০০ পাউণ্ড; আর এই তামাক তৈরি করা অপেক্ষাকৃত শক্ত।

বিহারের প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ অ্যাড্‌কক তামাক তৈয়ার করা মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক উজ্জ্বল রং করিতে পারা যায় নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পুসার উদ্ভিদ্‌ বিভাগে আমেরিকার তামাক উৎপাদনের জেলাগুলিতে চল্‌তি একরূপ তামাক প্রস্তুত-গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। একটী ছোট ঘরের চারিদিক্‌ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার একদিকের দেয়ালে একটী আগুনের চুল্লী থাকে। এই চুল্লীর সহিত একটী ফাঁপা নল লাগান আছে। নলটী সমস্ত ঘর ব্যাপিয়া থাকে। নলের শেষভাগে থাকে ধূম-নির্গমের চিম্‌নী। ইন্ধনের পরিমাণ অনুসারে ঘরের তাপ ইচ্ছামত বাড়ান কমান যাইতে পারে। ইহার জন্য কয়েকটী ভেন্টিলেটারও দেয়ালের গায়ে লাগান আছে। এই ভেন্টিলেটার বা ছোট ছোট জানালাগুলি ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়। এইরূপ তামাকের ভাঁটী কি প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয় দেখা যাউক। তামাক রীতিমত পাকিলে পর তামাক কাটিতে হইবে। পাতাগুলি এক-মাপের হওয়া চাই এবং কোন্‌ কোন্‌ সময় তাপ বাড়াইতে হইবে সেবিষয়ে অভিজ্ঞতা চাই। এইগুলি জানাই মোটামুটি দরকার। পুসায় সকাল সকাল যে তামাক লাগান হইয়াছিল তাহা আনুয়ারিতে পাকে। ভাঁটীতে প্রস্তুত করিয়া লওয়ার পর রং দাঁড়ায় উজ্জ্বল কমলালেবুর মত রঙ্গে। আমেরিকার তামাকের মধ্যে অ্যাড্‌কক্‌ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার তিনটী বিশেষ গুণ। উজ্জ্বল রঙ্গে রং, বিশিষ্ট দাহ-শক্তি ও অপূর্ব্ব স্বাদ। বিহারে উৎপন্ন অ্যাড্‌কক্‌ তামাকের রংটা উজ্জ্বল হইয়াছে, স্বাদ দাহশক্তি যাতে আমেরিকান তামাকের মত হয় সে জন্য গবেষণা চলিতেছে। মোটানিক্যাল বিভাগ আশা করে যে, তাহারা এই বিষয়েও কৃতকার্য্য হইবে।

তৈলবীজ

কয়েক প্রকার পুসা-মসিনার ভিতর দো-আঁশলা বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। এমন কয়েক প্রকার দোআঁশলা বীজ তৈয়ার হইয়াছে যাহা গাঙ্গেয় পলিমাটীর উপযোগী।

কয়েক জাতীয় পুসা দোআঁশলা মসিনা ইয়াকরস্তম সরকারী কৃষিক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে। পুসা ১৭নং, ২৯নং, ৪৬নং, ৫০নং এবং ৫৪নং বীজ লইয়া সেখানে পরীক্ষা করা হয়। পুসার ৪৬নং বীজই সবচেয়ে অধিক কার্য্যকর হইয়াছে। অন্য জাতীয় বীজের তুলনায় পুসার বীজে কিরূপ ফলন হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বিভিন্ন জাতীয় মসিনা	প্রতি একরের ফলন পাউণ্ড
ক্যাসাব্লাঙ্কা মরোক্কো	৬৭৮
যুক্তপ্রদেশ	৬৩১
মধ্যপ্রদেশ	৬৫৫
পুসা ৪৬নং	৯৩৯

ইয়াকে এতদিন ধরিয়া ক্যাসাব্লাঙ্কা মরোক্কোরই যথেষ্ট আদর ছিল। আজ পুসার মসিনা সেই স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে।

অরহর, নানা জাতীয় কলাই এবং আরও কয়েক প্রকার বিদেশী ফসলের সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতীয় বীজের মধ্যে পরস্পর

ছিল্লের ফলে কিরূপ দো-আঁশলা বীজ পাওয়া যায়, তার ফলনই বা কিরূপ হয়, আর তার খাদ্যরূপে ব্যবহারই বা কি দাঁড়ায় তা দেখা। আক সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কইম্বাটুরের আকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পুসার শিক্ষায় আজ ভারতের অনেক স্থানেই কইম্বাটুর ইক্ষুর আবাদ চলিতেছে।

আদ্‌লে

পুসা কৃষিক্ষেত্রে আর একটী নূতন ফসলের পরীক্ষা চলিতেছে, তাহার নাম আদ্‌লে। আদ্‌লের উপরের খোসা শক্ত ও আকারে ছোট ছোট গোল গুটিযুক্ত। পূর্ব্বে ইহা অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহা দ্বারা মালা গাঁথিয়া গলায় পরা হইত। কিন্তু পরে পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায় যে, ইহার ভিতরের শাঁস উৎকৃষ্ট খাদ্য। ফিলি-পাইন দ্বীপে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে এবং সেখানে ইহার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভারত গবর্মেণ্টও খাদ্যশস্যরূপে ইহা এ দেশে চালাইবার অভিলাষী।

খাদ্যশস্য হিসাবে জোয়ারের স্থান ইহা দখল করিতে পারে কিনা সেইটা দেখাই গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় পুসায় এ ফসল ভাল হয় না। গাছগুলি আকারে অত্যন্ত ছোট হইয়াছে। সুতরাং বিহারে এই শস্যের আবাদ চলিতে পারে না।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিদেশী জাহাজের টনেজ

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরের প্রায় ১০ বৎসর অন্তর তিনটী বাণিজ্যপ্রধান বৎসর ধরিয়া কোন্ বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে কোন্ দেশের জাহাজের টনেজ কত ছিল, তাহার একটা হিসাব লওয়া হইয়াছে। প্রথম ১৯০৩-০৪ সনের; তৎপর ১৯১৩-১৪ সনের অর্থাৎ যুদ্ধের সমসাময়িক বৎসরের এবং সর্ব্বশেষে ১৯২৪-২৫ সনের হিসাব দেখান হইয়াছে।

আলোচ্য কয়েক বৎসরেই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিলাতী জাহাজের টনেজের পরিমাণ প্রায় ঠিকই ছিল।

জাপানী জাহাজের টনেজ ১৯০৩-০৪ সনে মোট টনেজের শতকরা ৪·৫ ভাগ, এবং ১৯২৪-২৫ সনে শতকরা ৬·৯ ভাগ ছিল। উভয় বৎসরেই জাপান টনেজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে অর্থাৎ যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে জাপানী জাহাজের টনেজ কমিয়া শতকরা ৩.৪ ভাগে ঠেকে। ঐ বৎসর জাপান চতুর্থ স্থানে নামিয়া আসে।

অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরি এই দুটী দেশ যুদ্ধের সময় হইতে পরস্পর সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া যায় এবং এই যুদ্ধের পর হইতে ভারতের ব্যবসার সঙ্গে এক রকম ইহাদের সম্বন্ধ লোপ পাইয়া গিয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে মোট টনেজের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ জার্ম্মাণ জাহাজ খাটিয়াছে, ইহাতে জার্ম্মাণি মাত্র ষষ্ঠ স্থান পাইয়াছে।

যুদ্ধকালীন মধ্য-ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নিকট ক্ষতি হইয়া পড়ায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ইতালী বেশ সুবিধা করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধের পর অষ্ট্রীয়ার সমস্ত জাহাজগুলি নিজ করতলগত হওয়ায় ১৯২৪-২৫ সনে ইতালী ভারতের সমস্ত বহির্ব্বাণিজ্যের টনেজের শতকরা ৫·৬ ভাগ নিজেদের জাহাজে বহন করে। এইরূপে ইতালী তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে মার্কিণ জাহাজের টনেজও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর সাগর পারের বাণিজ্য বিষয়ে আমেরিকা নিজেদের জাহাজ চলাচলের অনেক আইনসঙ্গত সুবিধা ও সুযোগ লাভ করে। সেই সমস্ত সুখসুবিধার জোরে মার্কিণ জাহাজের টনেজ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আজ বেশ বড় স্থান অধিকার করিয়াছে। মোট বাণিজ্যের শতকরা ৩·৪ ভাগ মাল বহিয়া আমেরিকা আজ চতুর্থ স্থান পাইয়াছে।

যে যে দেশের নাম করা হইল তাহাদের প্রায় সকলেই ভারতের সহিত বহির্ব্বাণিজ্যে নিজ নিজ অংশের অধিকাংশ মাল নিজেদের জাহাজে বহন করে। ১৯০৩-০৪ সনে এমন কি ১৯১৩-১৪ সনেও যে সমস্ত বিদেশী বাণিজ্য পোত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে মাল আনা-নেওয়া করিত

তাহাদের মধ্যে পারস্য, আরব, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর, শ্যাম ও তুরস্ক এইসব দেশের জাহাজই বেশী ছিল। যুদ্ধের পর এসব দেশীয় জাহাজ আর প্রায় দেখা যায় না।

এবিষয়ে ভারতের অবস্থা অবশ্য অতি শোচনীয়। নিজ বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের নিজের জাহাজের টনেজ শতকরা মাত্র ১.৬ ভাগের বেশী নয়।

ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির আয়

১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ (৩৪শ সপ্তাহ) শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট অধিকৃত ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ২·৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের আয়ের চেয়ে এই আয় ৭ লক্ষ টাকা বেশী ; কিন্তু গত বৎসরের এই একই সপ্তাহের আয়ের চেয়ে ১ লক্ষ টাকা কম। ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয় দাঁড়াইয়াছে ৬৫·১৬ কোটি টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের ঠিক এই সময়ের আয়ের চেয়ে ৪৭ লক্ষ টাকা বেশী। আলোচ্য বৎসরে ষ্টেট্ রেলওয়েগুলির যা কত আয় হইয়াছে আর তার পূর্ব্বের বৎসরেই বা কত আয় হইয়াছিল তাহার চার্ট নিম্নে দেওয়া হইল।

রেলওয়ে	১৯২৭—১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (লক্ষ টাকা)	১৯২৮—১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত (লক্ষ টাকা)	বেশী+ কম− (লক্ষ টাঃ)
এ, বি,	১৩৪	১৩৬	+২
বি, এন,	৫৭৫	৫৬৪	−১১
বি, বি, অ্যাণ্ড্ সি, আই,	৭০৯	৭৪২	+৩৩
বার্ম্মা	৩১৫	৩১০	−৫
ই, বি,	৪৫৮	৪৬৮	+১০
ই, আই,	১,৩৩০	১,৩২১	−৯
জি, আই, পি,	৯০৩	৯২১	+১৮
এম্, অ্যাণ্ড, এস, এম,	৫৩১	৫৭৩	+৪৩
এন, ডব্লিউ	১,০৫৭	১,০২৮	−২৯
এস, আই	৩৮৪	৩৮০	−৫

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, বার্ম্মা এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ছাড়া অন্য সমস্ত রেলপথেই বেশী লাভ হইয়াছে।

১৯২৭ সনের ঠিক একই সপ্তাহের আয়ের তুলনায় দেখা যায়, ১৯২৮ সনের আলোচ্য সপ্তাহে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ এবং বার্ম্মা রেলপথ ছাড়া আর সমস্ত রেলপথেই আয় বেশী হইয়াছে। মোটামুটি বেঙ্গল নাগপুরে আয় হইয়াছিল বেশী। প্রায় ২ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল কয়লা, কোক, তেলবীজ, গম ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিবার জন্য। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথেও ঐরূপ ৪½ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল তুলা, তেলবীজ, ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য গাড়ী বোঝাই হওয়ার জন্য।

জগতের দীর্ঘতম খাল ভারতে

যুক্তপ্রদেশে সর্দ্দা নামে একটি নদী আছে। নদীটির উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে। ইহার উৎপত্তির দিকটা যুক্তপ্রদেশ ও নেপালের সীমা বাহিয়া প্রবাহিত। এই নদীটিতে প্রতি সেকেণ্ডে সাধারণতঃ ৫ হাজার ঘনফুট এবং প্রবল বন্যার সময় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ঘনফুট জল প্রবাহিত হয়। এই নদীটি হইতে ৪ হাজার মাইল দীর্ঘ একটি খাল গত ৮ বৎসর ধরিয়া নির্ম্মিত হইতেছে। সম্প্রতি ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। খালটি তাহার শাখাগুলি সুদ্ধ মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ একর জমির (অর্থাৎ মিশরে কর্ষণযোগ্য যত জমি আছে তাহার সমান জমি) উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে ; অনাবৃষ্টি হইলেও ১৫ লক্ষ একর জমি খালটি হইতে জল পাইতে পারিবে।

খালটির প্রথম ২৭ মাইল এবং খালের একটি প্রধান শাখার আরও ৪০ মাইল উত্তর ভারতের একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বনভূমির মধ্যে অবস্থিত। খাল নির্ম্মাণের প্রথম কয়েক বৎসর স্থানীয় বনের বাসিন্দা অসভ্য জাতির লোকগুলা ব্যতীত আর কেহ এই স্থানের জলবায়ু সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। ম্যালেরিয়া, বন্যজন্তু (হাতী ও বাঘ) ও দস্যু তস্কর—এই তিনের উপদ্রব কর্ম্মচারী ও মজুরদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিত। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যথেষ্ট খরচ করিতে হইয়াছিল এবং বিপথ-

আপদের ভয় কমাইবার জন্য একটি ছোট রেলপথ ও একদল সশস্ত্র পুলিসের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই স্থানের জলবায়ু এখনও এত অস্বাস্থ্যকর যে বৎসরে ৪ মাস কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতে হয়।

উৎপত্তি-স্থানে খালটি চওড়ায় ৩৫০ ফুট এবং গভীরতায় (জলপূর্ণ থাকিলে) ৮·১১ ফুট। যে সমস্ত নীচু জমির উপর খালের জল সরবরাহ করা হইবে, সেই স্থানগুলি পাছে বেশী জলে ভাসিয়া যায়, তাহার জন্য অনাবশ্যক জল বাহির করিয়া দেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১ হাজার ৮ শত মাইল ড্রেন নির্ম্মিত হইতেছে। খালের উপরের দিকটা অত্যন্ত বেশী চালু। তাহার জন্য বেগটি বেশী বাড়িয়া না যায়, সেই উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া খালের গতি-বেগ কমানো হইয়াছে। খালটির উপর দিয়া যাতায়াতের জন্য ৩ হাজার সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর স্থানটি জাগ্‌রুয়া নদীর নিকট। এই স্থানে ২৮টি ৯½ ফুট ব্যাসওয়ালা পাইপের ভিতর দিয়া খালটিকে নদীর তলা দিয়া লইয়া আসা হইয়াছে।

খালের সাহায্যে যে স্থানের জল সরবরাহ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে, সেই স্থানটিতে ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট চাষের কাজ চলিতেছিল, তবে খাল হওয়ার ফলে আরও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ফসলের চাষ হইবে আশা করা যায়। এখন এই স্থানে ৪ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ চলিতেছে; আজকাই ইক্ষুর চাষ কিছু কিছু প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক জল-সরবরাহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়া কৃষকদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। খাল নির্ম্মাণ শেষ হইলে আরও নিয়মিতভাবে জল পাওয়া সম্ভব হইবে। সুতরাং উক্ত অসুবিধাও দূর হইবে। ভবিষ্যতে এই স্থানটি ইক্ষু-উৎপাদন বিষয়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হইবে ইহা আশা করা যায়।

খালটি শেষ হইলে ইহা জগতের দীর্ঘতম খাল (ক্যানাল সিষ্টেম) বলিয়া গণ্য হইবে।

নির্ম্মাণে মোট ৯½ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। খাল হইতে গবর্ণমেণ্টের শতকরা ৭৯০ টাকা হারে আয় হইবে আন্দাজ করা হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনে কানাডার বহির্ব্বাণিজ্য

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরের কানাডার বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব :—

আমদানি ও রপ্তানির মোট মূল্য—২৩৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ১২ হাজার ৭শত ৬৩ ডলার। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৬ কোটি ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ১ শত ১৬ ডলার।

আমদানির মোট মূল্য—১১০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪ শত ৬৬ ডলার। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৩ হাজার ১ শত ৬১ ডলার।

রপ্তানির মোট মূল্য—১২৫ কোটি ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ২ শত ৯৭ ডলার। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় হ্রাসের পরিমাণ ১ কোটি ৭১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮ শত ৪৫ ডলার।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কানাডার বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৭-২৮ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানির মূল্য ৭১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯ শত ৫৪ ডলার।

১৯২৭-২৮ সনে কানাডা হইতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির মূল্য ৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৬ হাজার ১ শত ১৪ ডলার।

দেখা যাইতেছে যে, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে যত দামের মাল বেচিয়া থাকে তাহার প্রায় দেড়গুণ বেশী দামের মাল যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিনিয়া থাকে।

কানাডা যুক্তরাষ্ট্র হইতে যত আমদানি করে তাহার ½ ভাগের কিছু কম (১৯২৭-২৮ সনে ২৪ কোটি ১০ লক্ষ ৮০ হাজার ৫২ ডলার মূল্যের) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশগুলা হইতে আমদানি করে। যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার যত রপ্তানি যায় তাহার মাত্র ১/১০ ভাগ বেশী রপ্তানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলায় যায়। কানাডার মোট রপ্তানির প্রায় ½ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে যায়, মোট আমদানির প্রায় ⅔ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে। বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহিতই কানাডার সম্বন্ধ যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ তাহা উপরের অঙ্কগুলা হইতে বুঝা যাইবে।

বিলাতে বেকার কমাইবার চেষ্টা

বিলাতে বেকার-সমস্যা এখন অত্যন্ত প্রবল। তবে ইহা সকল শিল্পের মধ্যেই ব্যাপ্ত নহে। কয়লা ও কাপড়ের ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই জন্য বেকারদের মধ্যে কয়লার খনির ও কাপড়ের কলের মজুরদের সংখ্যাই বেশী। কেবল কয়লার খনিগুলাতেই প্রায় ২ লক্ষ মজুর স্থায়িভাবে বেকার হইয়া আছে। বিলাতের শিল্পগুলাকে উন্নততর প্রণালীর উপর পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা এখনও প্রধানতঃ ইংলণ্ডের দক্ষিণদিকে পুরাদমে চলিতেছে। এই পুনর্গঠনের জন্যও এক শ্রেণীর বেকারের সৃষ্টি হইয়াছে।

বেকারের সংখ্যা কমাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত উপায়গুলা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন :—

(১) রেল কোম্পানীগুলাকে 'স্থায়ীর করের' শতকরা ৭৫ ভাগ (মোট ৪০ লক্ষ পাউণ্ড) রেহাই দেওয়া হইবে। খরচ আরও কমাইবার চেষ্টা না করিলে রেল-

কোম্পানীগুলা এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে এই সুবিধা রহিত হইবে। ইহার ফলে লোহা, কয়লা, ইস্পাত ও কৃষির দ্রব্যের ভাড়া কমিবে এবং যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাণের কারবারগুলার অবস্থার উন্নতি হইবে। রপ্তানির জন্ত ও জাহাজের ব্যবহারের জন্ত কয়লার ভাড়া টন প্রতি ৭½ পেনি এবং ইস্পাত গালাইবার কয়লার ভাড়া টন প্রতি ১০½ পেনি কমিবে।

(২) বার্ষিক ৬ লাখ পাউণ্ড ব্যয়ে খনি-প্রধান জেলাগুলা হইতে ২½ হাজার বালক, ১ হাজার অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ ও ২½ হাজার পরিবারকে স্থানান্তরিত করিবার একটী স্কীম প্রস্তুত হইয়াছে।

(৩) বেকারেরা যাহাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যত্র বসতিস্থাপন করে, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার জন্ত বার্ষিক প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হইবে।

(৪) রপ্তানিকারকরা বৈদেশিক অর্ডার সরবরাহ করিবার জন্ত অনেক সময় ঋণ করিতে বাধ্য হয় এবং ক্রেতারা মালের দাম না দিলে ঋণ শোধ করিতে অসমর্থ হয়। ইহার ফলে রপ্তানির সাহায্যের জন্ত ঋণ দুর্লভ হইয়া উঠে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত বিলাতে একটী আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, বৈদেশিক অর্ডার যোগাইবার জন্ত রপ্তানিকারকরা যে ঋণ করিবে গভর্ণমেণ্ট সেই ঋণের জন্ত জামিন থাকিবেন;* তবে অর্ডারগুলা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়া চাই, নতুবা গবর্ণমেণ্ট ঋণের দায়িত্ব লইবেন না। এই আইনের মিয়াদ আগামী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ফুরাইবে। যাহাতে উক্ত ব্যবস্থা আরও দুই বৎসর চলিত থাকে তাহার জন্ত নূতন আইন পাশ করিবার বন্দোবস্ত করা হইবে।

আর্জ্জেন্টিনাতে কার্ডবোর্ডের আমদানি

প্রতি বৎসর মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ 'কিলো'রও বেশী কার্ডবোর্ড আর্জ্জেন্টিনাতে আমদানি করা হয়। জার্ম্মানি, ব্রিটেন্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ও সুইডেন—প্রধানতঃ এই কয়টী দেশ হইতেই আমদানি করা হইয়া থাকে। আর্জ্জেন্টিনার মোট যত কার্ডবোর্ডের দরকার হয় তাহার শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক উক্ত ৪টা দেশ যোগাইয়া থাকে।

আর্জ্জেন্টিনাতে ছাপিবার কালির আমদানি

১৯২৭ সনের প্রথম ৬ মাসে আর্জ্জেন্টিনা ১,০০১,৫৮০ পাউণ্ড ছাপিবার কালি আমদানি করিয়াছিল। ১৯২৬ সনের প্রথম ৬ মাসের তুলনায় ইহা ৫৮,১৭৬ পাউণ্ড বেশী।

চিলিতে কাপড়ের আমদানি

সকলপ্রকার কাপড়ের আমদানির হিসাব :—

১৯২১ সনে—৬,১০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ; বিলাত হইতে আমদানির পরিমাণ শতকরা ৪৯ ভাগ
১৯২৫ সনে—৬,৯০০,০০০ „ ৪০
১৯২৬ সনে—৬,১৭৫,০০০ „ ৪০

সূতার ও পশমী কাপড়ের আমদানি :—

১৯২১ সনে—৩,৮২৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ; বিলাত হইতে আমদানির পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ
১৯২৬ সনে—৪,০০০,০০০ ৪২ „

পশমী কাপড়ের আমদানি :—

১৯২৫ সনে—১,৯০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের
১৯২৬ সনে— ঐ

পারস্তে সূতার কাপড়ের আমদানি

পারস্তে বৎসরে কত মূল্যের সূতার কাপড়ের আমদানি করা হয় তাহার হিসাব :—

১৯২৪-২৫—২২৩,৮৩৫ ক্র্যান
১৯২৫-২৬—২৫৭,২৩০
১৯২৬-২৭—২১৯,১৬৭ „

১৯২৫-২৬ সনে বিলাত হইতে আমদানির মূল্য—১৩৯,০৫৭ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ৫৪ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে বিলাত হইতে আমদানির মূল্য—৯২,৮২১ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ৪৩ ভাগ।

১৯২৫-২৬ ও ১৯২৬-২৭ সনে ভারত হইতে আমদানির মূল্য ৭৩,০০০ ক্র্যান; ১৯২৫-২৬ ভারত হইতে আমদানি মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে শতকরা ৩৪ ভাগ।

১৯২৫-২৬ সনে রুশিয়া হইতে আমদানির মূল্য ২৪,৯৪১ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ১০ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে রুশিয়া হইতে আমদানির মূল্য ২৯,৫৩৯ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ১৩½ ভাগ।

১৯২৫-২৬ সনে ইতালি হইতে আমদানির মূল্য ১,৮৮৭ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ১ ভাগ। ১৯২৬-২৭ সনে ইতালি হইতে আমদানির মূল্য ১৪,৪৮৭ ক্র্যান; ইহা মোট সূতার কাপড়ের আমদানির শতকরা ৬½ ভাগ।

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের রপ্তানি

১৯২৭ সনে জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ৩০ লক্ষ টনের উপর সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ রপ্তানি করা হয়। ১৯২৭ সনে কানাডা হইতে ১৮ লক্ষ ৮২ হাজার টন রপ্তানি করা হয়। ইহা মোট রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক। বাকী অংশটা অন্যান্য ১৫টী দেশ হইতে রপ্তানি হয়। তাহাদের মধ্যে সুইডেন, নরওয়ে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডই প্রধান। এই কয়েকটী দেশ ১৯২৭ সনে নিম্নলিখিত হারে রপ্তানি করিয়াছিল :—

সুইডেন—　১ লক্ষ ৯২ হাজার টন
নরওয়ে—　১ „ ৯০
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড—১ „ ৮৯
ফিনল্যাণ্ড—　১ „ ৭২ „ „

জার্ম্মানি ও বিলাতের স্থান উক্ত ৪টী দেশের ঠিক পরেই।

তামাক উৎপাদন

১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত জগতে (ভারত ও চীনকে বাদ দিয়া) গড়ে প্রতি বৎসর ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক-পাতা উৎপন্ন হইত। ১৯২০ হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত গড়ে বার্ষিক উৎপাদন ২৬৭ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৬ সনের উৎপাদন ৩৪১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

১৯২৬ সনে ভারত ও চীনে ১৪৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরগুলার অঙ্ক পাওয়া যায় না।

সুতরাং ১৯২৬ সনে সমগ্র জগতের মোট উৎপাদন ৪৯০ কোটি পাউণ্ড।

এই উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক পাওয়া গিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে দেশগুলাতে তামাক উৎপন্ন হয় উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে :—

প্রথম—ভারত
দ্বিতীয়—কানাডা
তৃতীয়—দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ান
চতুর্থ—দক্ষিণ রোডেশিয়া
পঞ্চম—ত্রাসাল্যাণ্ড
ষষ্ঠ—উত্তর রোডেশিয়া
সপ্তম—অষ্ট্রেলিয়া
অষ্টম—সাইপ্রাস

তামাক উৎপাদনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগতে যতটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে, তামাকের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ততটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে না। কারণ যে কয়টী দেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ তামাক সেবনও করিয়া থাকে। ভারত ও চীন সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ করিয়া বলা চলে। ১৯২৪ সনে জগতে মোট ৪৬০ কোটি পাউণ্ড তামাক-পাতা উৎপন্ন হয়। তাহার মাত্র সিকি ভাগের কিছু বেশী (১২৪ কোটি পাউণ্ড) লইয়াই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলিয়াছিল, বাকী অংশটা উৎপাদনকারী দেশগুলাতেই সেবিত হইয়াছিল।

চুরুট সেবন বাড়িতেছে

আধুনিক জগতে পাইপের সাহায্যে তামাক সেবনের অভ্যাস কমিতেছে, চুরুট সেবনের অভ্যাস খুব বাড়িতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে গড়ে প্রতি বৎসর ১০০ কোটিরও কম চুরুট ধ্বংস করা হইত, এখন ৬৫০ কোটি চুরুট সেবন করা হয়। মাথাপিছু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চুরুট সেবন চলে বিলাতে।

বিলাতী রেলের খরচ কমাইবার জন্য মাহিয়ানা হ্রাস

বিলাতী রেলকোম্পানীগুলার সহিত রেলের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের একটা সাময়িক চুক্তি হইয়াছিল। সেই চুক্তি অনুসারে রেলের সকল প্রকার মজুর ও কর্ম্মচারীদের, এমন কি ডিরেক্টার ও ম্যানেজারদেরও শতকরা ২½ ভাগ মাহিয়ানা কমান হইবে ইহা স্থির হইয়াছিল। সকল মজুর-সঙ্ঘগুলাই এই চুক্তিতে সম্মত হওয়ায় ইহা এখনই বলবৎ হইবে এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহা বলবৎ থাকিবে। এক বৎসর পরে ৩ মাসের নোটিসে এই চুক্তি বাতিল করা চলিবে। এইরূপে মাহিয়ানা হ্রাস করাতে রেলকোম্পানীগুলার বৎসরে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বাঁচিবে।

৯০ বৎসরে ইংরেজের স্বাস্থ্যোন্নতি

১৮৩৮ সনের তুলনায় ইংলাণ্ড ও ওয়েলসের মৃত্যুর হার এখন সমানই আছে, অথচ লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। লণ্ডন সহরের ৫ বৎসর অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা ১৮৩৮ সনের অঙ্কের এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে। ১৮৩৮ সনে শতকরা ৭১ জন ৫০ বৎসরের নীচে মারা যাইত। এখন শতকরা ৩৮ জন মাত্র ৫০ বৎসরের নীচে মারা যায়। জন্ম হইবামাত্র জীবনের আশা ছেলেদের পক্ষে বাড়িয়াছে ১২ বৎসর এবং মেয়েদের পক্ষে বাড়িয়াছে ১৩ বৎসর।

১৯২৭ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৭ সনে মোট আমদানি রপ্তানির পরিমাণ :—
১৭০,৩০৯,৬৫৭ পাউণ্ড

১৯২৬ সনে মোট আমদানি রপ্তানির পরিমাণ :—
১৫৯,৩৮০,৮৫০ পাউণ্ড

বৃদ্ধির পরিমাণ ১০,৯২৮,৮০৭ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে মোট আমদানির পরিমাণ :—
৭৪,০১৩,৮৩৬ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে মোট রপ্তানির পরিমাণ :—
৯৬,৩২৫,৮২১ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে বিলাত হইতে আমদানির পরিমাণ :—
৩১,৬৬৬,৯৮২ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে ভারত হইতে আমদানির পরিমাণ :—
২,৪০৬,০৩১ পাউণ্ড

১৯২৭ সনে ভারত হইতে কত মূল্যের কি কি জিনিষ দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নে আমদানি করা হইয়াছিল তাহার হিসাব :—

খাদ্যদ্রব্য	৭৮১,৫৮৪	পাউণ্ড মূল্যের
ক্যাইবার', সুতা, বস্ত্র ও পরিচ্ছদ	১,২৩০,৫৮৭	
তৈল, মোম, রং, বার্ণিশ	২০৭,২০৮	"

কাঠ, বেত, কর্ক ও কাঠ, বেত প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি } ১৫৭,৯০১ পাউণ্ড মূল্যের

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে ঘাটতি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে প্রায় ৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৮ হাজার ডলার ঘাটতি পড়িবে অনুমান করা হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্বে ঘাটতি পড়িবে অনুমান করা হয় নাই।

'ক্যানবেরা' নির্ম্মাণে খরচ

অষ্ট্রেলিয়ার নূতন রাজধানী 'ক্যানবেরা' নির্ম্মাণে এ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে।

বেলজিয়ামের বহির্ব্বাণিজ্য বাড়াইবার চেষ্টা

বেলজিয়ামের রপ্তানি-কারকগণ রপ্তানির জন্য যত ঋণ করে তাহার কিছু ভাগের জন্য (১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত) গভর্মেণ্ট জামিন থাকিবেন এই প্রস্তাবে বেলজিয়ামের মন্ত্রি-সভা সম্মত হইয়াছেন। গভর্মেণ্টের এই জামিন থাকিবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হইতেছে বিদেশে বেলজিয়ান মালের কাটতি বাড়ানো। সম্প্রতি জামিন লইবার এই প্রস্তাবটী বেলজিয়ান রাজের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

১৯২৭ সনে বিলাতে জন্ম-মৃত্যুর হার

১৯২৭ সনে ইংলাণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রতি হাজার ১৮·৬ জনের জন্ম হইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত এত কম জন্ম কোন বৎসর হয় নাই।

হাজারে ১২.৩ জন মরিয়াছিল; ১৯২২ সন হইতে এ পর্য্যন্ত এত বেশী কোন বৎসর মরে নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরিয়াছিল—২২,২৬৩ জন; ১৯১৮-১৯ সনের মড়কের পর এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত বেশী মরে নাই।

ক্যান্সারে মরিয়াছিল প্রতি দশ লক্ষে ১,০১৬ জন; এ পর্য্যন্ত ক্যান্সার রোগে এত মৃত্যু দেখা যায় নাই।

প্রতি দশ লক্ষে ১২৫ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল; এত আত্মহত্যা পূর্ব্বে কোন বৎসর দেখা যায় নাই।

১৯২৭-২৮ সনে চিনি উৎপাদন

১৯২৭-২৮ সনে জগতে আক ও বীট হইতে প্রস্তুত দুই প্রকারের চিনি মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৫ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সনে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছিল। চিনির উৎপাদন ১৩ লক্ষ ২২ হাজার টন বাড়িয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনে কিউবায় ৪০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বর্ত্তমান বৎসরে ৫০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

১৯২৭ সনে জাভায় ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছে; বর্ত্তমান বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ২৯ লক্ষ টন দাঁড়াইবে অনুমান করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে ইয়োরোপে বীটের চাষ শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়াছে।

একর-প্রতি তূলা উৎপাদন

তূলা উৎপাদনে জগতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মিশর ও সোভিয়েট রুশিয়াই প্রধান। ইহাদের প্রত্যেকে একর-প্রতি কত তূলা উৎপন্ন করে তাহার হিসাব:—

	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৫২.২ পাউণ্ড	১৮২.৫ পাউণ্ড
ভারত	৯২·১	৮১·১ „
মিশর	৩৮০·১	৪০৯·১
সোভিয়েট রুশিয়া	২৩৬·৮ „	২০৮·৫ „

একর-প্রতি উৎপাদন হিসাবে মিশর প্রথম, সোভিয়েট রুশিয়া দ্বিতীয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় এবং ভারত চতুর্থ। (অথচ, তূলা-চাষের জমি বা মোট উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে ভারতের স্থান দ্বিতীয়)।

১৯২৭-১৯২৮ সনে মিশরের একর প্রতি উৎপাদন ভারতের একর-প্রতি উৎপাদনের ৪ গুণের বেশী
সোভিয়েট রুশিয়ার " ২½ "
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের " " " " " " " ১½ " "

১৯২৬-২৭ সনের তুলনায় ১৯২৭-২৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ও মিশরে একর-প্রতি উৎপাদন কমিয়াছে কিন্তু ভারত ও সোভিয়েট রুশিয়ায় বাড়িয়াছে।

তুলার বাজারে বিভিন্ন দেশের স্থান

গত ৩১শে জানুয়ারী যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে ঐ ৬ মাসে জগতে মোট যত তুলা খরচ হইয়াছিল তাহা কোন দেশ কত পরিমাণে যোগাইয়াছে ও পূর্ব্ব ৬ মাসেই বা কোন দেশ কত পরিমাণে যোগাইয়াছিল তাহার হিসাব :—

	১৯২৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে	১৯২৭ সনের ৩১শে জুলাই যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে	হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৮,২২৬,০০০ গাঁইট	৭,৪২৩,০০০ গাঁইট	+৮০৩,০০০ গাঁইট
ভারত	২,৩০৩,০০০	২,৮১৮,০০০	−৫১৫,০০০
মিশর	৪৮৯,০০০	৪৮৭,০০০	+২,০০০ "
অন্যান্য দেশ	১,৯৬৯,৯০০ "	২,০০১,০০০ "	−৩২,০০০ "
মোট	১২,৯৮৭,০০০ "	১২,৭২৯,০০০ "	+২৫৮,০০০ "

দেখা যাইতেছে, তুলার বাজারে প্রথম স্থান অধিকার করে যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পরই ভারতের স্থান। যুক্তরাষ্ট্র জগতের মোট চাহিদার অর্দ্ধেকেরও অধিক যোগাইয়া থাকে, ভারত যোগাইয়া থাকে ¼ ভাগ। আলোচ্য শেষ ৬ মাসে চাহিদার পরিমাণ ২½ লক্ষ গাঁইট বাড়িয়াছে, অথচ ভারত হইতে মোটামুটি ৫ লক্ষ গাঁইট কম লওয়া হইয়াছে।

বিলাত হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির রপ্তানি

গত মে মাসে বিলাত হইতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির রপ্তানি ১৯২৭ সনের মে মাসের তুলনায় কমিয়াছে।

	১৯২৬ মে	১৯২৭ মে	১৯২৮ মে
রপ্তানি করা যন্ত্রপাতির ওজন	৪৭০৬ টন	১১,৩৫৭ টন	৯,০৫৬ টন
রপ্তানি করা যন্ত্রপাতির মূল্য	৬০৬,৭৮৯ পাঃ	১,১৭৯,৮০৫ পাঃ	৯২৫,৭৬১ পাঃ

রপ্তানি-হ্রাসের প্রধান কারণ এই যে, রুশিয়া অত্যন্ত কম কিনিয়াছে। রুশিয়া গত বৎসর মে মাসে ২,৪০০ টন কিনিয়াছিল, এবার কিনিয়াছে মাত্র ৭৯ টন। গত দুই বৎসরের মে মাস অপেক্ষা এই বৎসরের মে মাসে জার্ম্মাণি বেশী কিনিয়াছে (১৯২৮ সনের মে—৮৩০ টন; ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনের মে ৮১+৫৮৫ টন)। ইতালি, ফ্রান্স, চীন, অষ্ট্রেলিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গত বৎসরের মে মাসের তুলনায় কম কিনিয়াছে। জাপান, বৃটিশ ভারত এবং কয়েকটী ছোট বাজার বেশী আমদানি করিয়াছে।

বৃটিশ ভারত ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনের মে মাসে বিলাত হইতে কি পরিমাণ কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির আমদানি করিয়াছে তাহার হিসাব :—

	টন	পাউণ্ড
১৯২৬ মে	১,৬০১	১৫০,৮০৫
১৯২৭ মে	২,৪১০	২৩১,৮০৭
১৯২৮ মে	২,৬৫৭	২৪০,৩৬৪

বিলাতের রপ্তানি-বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস

গত জুলাই মাসে বিলাত ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল; গত জুন মাসের তুলনায় ইহা ১৪ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড বেশী;

গত বৎসরের জুলাই মাসের তুলনায় ইহা ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার পাউণ্ড বেশী। ১৯২৭ সনের প্রথম ৭ মাস অপেক্ষা এই বৎসরের প্রথম ৭ মাসে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে।

গত জুলাই মাসে আমদানির মোট মূল্য ছিল ৯ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউণ্ড, জুন মাসের তুলনায় ইহা ৩৯ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড কম। গত বৎসরের প্রথম ৭ মাসের তুলনায় এই বৎসরের প্রথম ৭ মাসে ১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের আমদানি কমিয়াছে।

কানাডার বস্ত্র-শিল্প

অটাওয়ার ডমিনিয়ন বিউরো অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে, ১৯২৬ সনে কানাডা মোট ৮৭,১৩১,০২৯ ডলার (এক ডলার=৬/০) মূল্যের তুলা বস্ত্র বা কটন টেক্‌ষ্টাইল্ উৎপাদন করে। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ৮২,৩২৬,২১০ ডলার। কুইবেক্ ওন্টারিও নসকটইক ও নোভাস্কোশিয়া এই কয়েকটী বস্ত্র-শিল্প-কেন্দ্রে ৭৪টী কটন টেক্‌ষ্টাইল মিল বা কাপড়ের কল চলে। প্রথমোক্ত দুইটী সহরেই ৭০টী কল প্রতিষ্ঠিত। এই কলগুলিতে ১৯২৬ সনে ২৩৭,১৪২,৪১৯ গজ বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। ১৯২৫ সনে ঐ সংখ্যা ছিল ২০৯,০২৫,৪২৯ গজ। রঙীণ ও ছাপান বস্ত্র-শিল্পের বেশী উন্নতি দেখা যায়। এই শিল্পে উৎপাদন হার প্রায় ডবল হইয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সনে এই শ্রেণীর বস্ত্র ৬৮,৪৫৯,৬০৯ গজ উৎপাদন করা হয়, ১৯২৬ সনে ঐ সংখ্যা প্রায় ডবল হইয়া ১২৬,৬৯২,৯৯১ গজে পৌঁছিয়াছে।

কানাডার হোসিয়ারি শিল্প

কানাডিয়ান টেক্‌ষ্টাইল জার্ণাল বলিতেছে যে, কানাডার হোসিয়ারি শিল্প চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখন বিশটি প্রধান্ প্রধান শিল্পের সঙ্গে ইহার স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এক হোসিয়ারি-শিল্পেই কানাডার অধিবাসিগণের ৫ কোটি ডলার পুঁজি খাটিতেছে। আমাদের দেশের টাকায় হইলে ১৫ কোটি টাকার বেশী। ১৯২৬ সনে কানাডার হোসিয়ারি শিল্পে ৫১,৮০৯,১১৬ ডলার মূলধন ব্যবহৃত হয়। ১৯২৬ সনে ঐ শিল্পে ৫৩,৬১৫,৭৫৯ ডলার মূল্যের মাল উৎপাদন করা হয়।

হোসিয়ারি মিলগুলিতে ২২৮ কার্ডসেট, ৬৯১ ৫৫৯ রিউল টাকু, ৪৪, ৫১৪ ফ্রেম টাকু, ৯,০৮৩ টুইষ্টিং টাকু ৪৫৫৮ সেলাইকল, ১৩,৪৪৯ পাওয়ার ও ৩৮৬ হাণ্ডকিটিং মেশিন আছে। গোটা শিল্পে ১১,২৮৪ অশ্বশক্তি খরচ হয় এবং ১৯২৬ সনে ৫০৭,৯৫৯ ডলারের কয়লা খরচ হইয়াছে।

বৃটনের মোটর গাড়ী উৎপাদন

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইংলণ্ডে অনেক কম মোটর গাড়ী প্রস্তুত হয় তথাপি ইংলণ্ডে মোটর গাড়ীর নির্ম্মাণ-কার্য্য ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোটর-যান-উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বাণিজ্য-বিবরণীতে নিম্নলিখিত তুলনামূলক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে :—

	যুক্তরাষ্ট্র	ইংলণ্ড
১৯২৫	৪,২৬৫,৭০৪	১৭৬,৮০০
১৯২৬	৪,২৯৮,৭২৯	১৯৮,৬৯৯
১৯২৭	৩,৩৯৪,২৫৫	২৩১,৯২০

প্রদত্ত সংখ্যা হইতে বোঝা যায় মোটরগাড়ী-নির্ম্মাতা দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ডের স্থান দ্বিতীয়। ১৯২৭ সালে ফ্রান্সের স্থান তৃতীয়, ক্যানাডা চতুর্থ, ইটালি পঞ্চম। অন্যান্য দেশগুলি এদের অনেক নিম্নে। আটটী বড় বড় বৃটিশ কোম্পানীর প্যাসেঞ্জার গাড়ী উৎপাদনের হার দেওয়া গেল। মোরিস্, ৬০,০০০ ; অষ্টিন্ ৩৫,০০০ ; সিদার ১১,০০০ ; ক্লাইনো, ৯,০০০ ; রোভার, ৬,০০০ ; ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৩,০০০ ; হাম্বার, ৩,০০০ ; দেম্‌লার্, ৩,০০০। ব্যবসার উপযোগী গাড়ীর সংখ্যা :—মোরিস্, ১০,০০০ ; এ, ডি, সি, ৩,০০০ ; লেল্যাণ্ড ২,৫০০ ; থেনিস্, ২,৫০০ ; থর্নিক্রফ্ট্ ২,৫০০ ; অ্যালবিয়ন্ ২,০০০।

ডেয়ারি জাত মাল

নিউজিল্যাণ্ডের ডেয়ারি কারখানাগুলি কাঠের বাক্সে মাখন ও কাঠের ক্রেটে পনির ভরিয়া রপ্তানি করিবার জন্য জাহাজে পাঠায়। মাখন বাক্সগুলির এমন পাতলা শক্ত কাঠ ও উহা এমনি ঘুন-রক্ষিত যে মাখনের গায়ে কোনরূপ গন্ধ লাগে না। কোন কোন প্রকার কাঠে গন্ধ হয় বলিয়া, বিশেষ কয়েক প্রকার কাঠ বাছাই করিয়া লওয়া হইয়াছে। মাখন প্রস্তুতকারিগণ যে সমস্ত কাঠে অন্য কাজ চলিতে পারে কিন্তু যাহাতে মাখনে বদগন্ধ সৃজন করিতে পারে এমন কাঠ ব্যবহার করিতে নারাজ। পনির চালান দেওয়ার জন্য ক্রেট্ তৈয়ারি করিবার উদ্দেশ্যে কাঠ নির্বাচন সম্বন্ধে ততটা মনোযোগ দেওয়া হয় না।

রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করিবার উপযোগী ট্যাঙ্ক

কি উপায়ে সব চেয়ে সুবিধাজনক ভাবে জাহাজ প্রভৃতির মধ্যে মাল চালান দেওয়া যাইতে পারে সেটী এখন রপ্তানি কারবারের মস্ত বড় ভাবনা। গোলাকার পিপার একটী বিশেষ অসুবিধা আছে, কারণ পিপাগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া যায়। সেইজন্য চৌকস (চারি-কোণা) ট্যাঙ্ক জাহাজে করিয়া মাল চালান দেওয়ার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। ব্রি, এ, হাডি অ্যাণ্ড্ কোং (লণ্ডন) লিমিটেড্ লণ্ডনের উলউইচ রোডের একটী কোম্পানী। এই কোম্পানী নরম ইস্পাতে তৈয়ারি রপ্তানি করিবার উপযোগী এক বিশেষ প্রকারের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করিতেছে। এই সমস্ত ট্যাঙ্ক লোহার পেরেক দ্বারা বন্ধ করা থাকে। ইহার ১৪ ইঞ্চি তলার লোহার চাকুনী থাকে। এই চাকুনীতে অনেক সময় বোল্ট লাগান থাকে। এইরূপ ট্যাঙ্কে ৫০ গ্যালন হইতে ৬০০ গ্যালন পর্য্যন্ত মাল ধরে।

এই কোম্পানী আর এক প্রকার ট্যাঙ্ক প্রস্তুত করিয়াছে। ধাতুজাত পাতলা পাত-নির্ম্মিত জিনিষের মধ্যে ইহার পসার খুব বেশী। ইহা আন্তর্জৌম গুদামে মাল রাখিবার উপযোগী, নরম ইস্পাতে প্রস্তুত ট্যাঙ্ক। ইহা আকারে গোল ও আগাগোড়া পিটান। তৈয়ার সারা হওয়ার পর ইহা গ্যালভানাইজ্ড্ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বা মরিচা নিবারক রং দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেওয়া যাইতেও পারে। এই কার্য্যের আর একটী বিশেষ কার্য্য গ্যাস প্রস্তুতের নিউম্যাটিক্ পাত্র ও নানা মাপের, দামী কেমিক্যাল দ্রব্য স্থানান্তরিত করণোপযোগী তারের যন্ত্র প্রস্তুত করা।

বিলাতে রুশ পেট্রল

বিলাতে (আয়র্ল্যাণ্ড সুদ্ধ) রুশ পেট্রলের আমদানি বাড়িতেছে। গত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের ও এই বৎসরের আগষ্ট মাসের অঙ্কের সহিত এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের অঙ্কের তুলনা করিলে ইহা বুঝা সম্ভব হইবে। অঙ্কগুলা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

	সেপ্টেম্বর, ১৯২৮	আগষ্ট, ১৯২৮	সেপ্টেম্বর, ১৯২৭
আমদানির পরিমাণ	৪,১৭৯,২৭৯ গ্যালন	২,৪৬৬,১৫০ গ্যালন	৩,০৬৯,৮০০ গ্যালন
মূল্য	১০৭,৯০৯ পাউণ্ড	৭০,৪২০ পাউণ্ড	১০২,৮৯০ পাউণ্ড

ভারতের কেন্দ্রীয় তুলা সমিতির অধিবেশন

বিগত ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরে ভারতবর্ষীয় কেন্দ্রীয় তুলা-সমিতির অষ্টবিংশ অধিবেশন হইয়া গেল। ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা (অর্থাৎ এগ্রিকালচারাল অ্যাডভাইসার) ডক্টর ক্লাউটন্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাধারণ সভা ছাড়া কৃষি-গবেষণার সাব-কমিটি, ও যন্ত্র-শিল্প-গবেষণার সাব কমিটির (এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সাবকমিটি, টেক্‌নলজিক্যাল রিসার্চ সাবকমিটি) অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ এইটাই হয়ত। এই দুইটী অতিরিক্ত সভার উদ্দেশ্য কৃষি-যন্ত্র-সম্বন্ধীয় গবেষণায় কিরূপ টাকা চালান দরকার ও কি কি প্রণালী কার্য্যে করার দরকার তাহা কেন্দ্রীয় সমিতিকে বাতলাইয়া দেওয়া। এই কেন্দ্রীয় সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে ভারতের তুলা-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিতে চাষীরা কি উপায়েই বা তুলা আবাদের মূলধন পায়, আর কি উপায়েই বা তুলা বাজারে বিক্রয় করে এ সম্বন্ধে আট আটবার সরকারী তদারক হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সরকারী তদারকের বিবরণী লইয়া কেন্দ্রীয় সভায় সুদীর্ঘ আলোচনা চলিতে থাকে। তদারকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষি-বিভাগগুলি দ্বারা সাধিত হয়। অর্থ-সাহায্য করিয়াছিল কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি। অনুসন্ধানকার্য্য চলিয়াছিল খান্দেশ, বেরার, উত্তর-মধ্য গুজরাট, সিন্ধু-প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। খান্দেশ, বেরার এবং গুজরাটের অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানের ফলাফলও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এখন কথা হইতেছে, কি উপায়ে তদারক বা অনুসন্ধান চলিয়াছিল? প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের অনুরূপ কয়েকটী বিশিষ্ট গ্রাম নির্ব্বাচিত করিয়া সেই সকল গ্রামে তদারক করা হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক চাষীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কি উপায়ে তাহারা টাকা পায়। কত টাকা ধার করিতে হয়, কি পরিমাণ তুলা তাহারা পায়, আর কি উপায়েই বা বিক্রয় করে। স্থানীয় পল্লী বাজারগুলি পরিদর্শন করিয়া তুলার বাজারদর, বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য কিরূপ গাঁইনা, দালালী, দস্তুরী ইত্যাদি দিতে হয় তাহার সমস্ত খুটিনাটির স্থির করা হইয়াছিল। মোট ৮,২১৮ জন কৃষককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকবারে ১২৭টী গ্রামে ১,০২৭ জন কৃষককে লইয়া অনুসন্ধান চলিয়াছিল। ৭০টী বাজার এবং ৮৫৯২ জন ব্যবসায়ীকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই সমস্ত অনুসন্ধান-কার্য্য চলিয়াছিল কেবলমাত্র তুলা সম্বন্ধে। সুতরাং বন-বিজ্ঞানের যন্তর-মাফিক যে কাজ করা হইয়াছে তাহা নয়। তবে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গিয়াছে তুলার আবাদ সম্বন্ধে, এবং এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত জনমতেরও খণ্ডন করা গিয়াছে। যেমন এতদিন লোকের ধারণা ছিল, যে চাষীকে তুলা আবাদ ও তুলা বিক্রয়ের জন্য ধার করিতেই হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেল কেবলমাত্র তুলার বীজ বপন করিবার সময়েই তাহাকে টাকা ধার করিতে হয়। ইহা ছাড়া লোকের ধারণা ছিল তুলা গৃহজাত হইবামাত্র উত্তমর্ণের অত্যাচারে বা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য চাষী তুলা বেচিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। প্রায় অধিকাংশ কৃষকই পরে বেশী দামে বিক্রয় করিবে বলিয়া তুলা ঘরে আটকাইয়া রাখিয়া অনেক-

দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এবং যদিও কখনও কখনও সকাল সকাল বিক্রয় করিয়া ফেলে তাহার কারণও অসঙ্গতও নয়। পরে আর লাভ না চড়িয়া নামিয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কাতেই চাষী অনেক সময় সকাল সকাল মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে। এই সমস্ত সহকারী অনুসন্ধান-বিবরণীর আরও অভিমত এই যে, তুলা আবাদের জন্য অর্থ-সংগ্রহ এবং তুলা বিক্রয় সমস্তই সমবায় নীতিতে চালাইতে হইবে; ওজন করিবার দাঁড়িপাল্লা বা বাট্‌খারা সমস্তই সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত করিয়া লইতে হইবে এবং কোন কোন অঞ্চলে তুলার বাজারগুলিও সরকারদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরকার। ভারতে এমন অনুসন্ধান কার্য্য আর কখনও হয় নাই। সুতরাং এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞান এই কেন্দ্রীয় সমিতি, ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির নিকট খুব মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে কৃষি-বিষয়ক রয়্যাল কমিশনের মতও এখানে উল্লেখযোগ্য। উক্ত কমিশনের মতে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় যে কি উপায়ে সাধিত হয় এ সম্বন্ধে কোন প্রদেশেই অনুসন্ধান করা হয় না। কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতি এসম্বন্ধে মাথা খাটাইতেছে। কিন্তু বাজার সম্বন্ধে যেরূপ তথ্য ও বিশাল অভিজ্ঞতা থাকার দরকার তদনুযায়ী অনুসন্ধানাদি কিছুই করা হইতেছে না। এই তো গেল রয়্যাল কমিশনের মত। তুলা বাজারজাত করিবার নীতি বিধিবদ্ধ করিবার আগে এই সমস্ত তথ্য বিবৃত করার একান্ত প্রয়োজন। অনুমান বা গুজব দ্বারা কোন কাজ হয় না। এই অনুসন্ধানগুলি পথ দেখাইতেছে। যে সমস্ত বিবরণ এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার অনেকাংশ বোধ হয় ছাঁটিয়া ফেলিবার দরকার; কিন্তু তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া চলিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

তুলার বীজ ছাড়াইবার ও চাপ দিবার কলকারখানা-গুলি সম্বন্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ আছে, (কটন জিনিং অ্যাণ্ড প্রেসিং ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট) তাহা সংশোধন করার দরকার। কমিটিতে এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। আইন সংশোধন করিয়া কারখানার মালিকগণকে তুলার বেলে ছাপ দেওয়া ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা দিবার প্রস্তাব করা হয়। এই আইন সংশোধন করিবার প্রস্তাব উত্থিত হয় বোম্বাই সহরের বণিকদিগের তরফ হইতে। কারণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সমস্ত তুলার বেল আসে তাহাতে আইন অনুযায়ী ছাপ দেওয়া থাকেনা বলিয়া বোম্বাইয়ের সওদাগরগণকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং এমন কি তাহারা রাজদণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকে। পাঞ্জাবী তুলা যাহাতে বোম্বাই ও করাচী বন্দরে একই মাপে বা একই উপায়ে বিক্রী হইতে পারে সে সম্বন্ধেও এই কমিটিতে আলোচনা করা হয়। করাচী বন্দরে কি উপায়ে কেনা-বেচা চলে সে সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আগামী মার্চ্চের শেষে পাওয়া যাইবে; এই সমস্ত তথ্য লইয়া কমিটির আগামী অধিবেশনে আলোচনা চলিবে।

গবেষণা সম্বন্ধে কমিটি টেকনলজিক্যাল ডেবরেটরি ও মাদ্রাজের একটী গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-বিবরণী লইয়া আলোচনা করে। গবেষণা চালাইবার অর্থসাহায্যের পরিমাণ বাড়ান হইয়াছে এবং কমিটি আপন তহবিল হইতে উদ্বৃত্ত অর্থও গবেষণা-সাহায্যার্থে দান করিবে। উদ্ভিদবিদ্যা ও যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুইটী গবেষণাবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। বাজার-তত্ত্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও ভবিষ্যতে একটি হইতে বৃত্তি প্রদান করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কমিটি আরও স্থির করিয়াছে যে, দরকার মত স্থানে স্থানে ছাত্রদিগকে কারেণীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কীটতত্ত্ব, বিবরণ ইত্যাদি ইত্যাদি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলা গবর্মেণ্টের শিল্প বিভাগ

সম্প্রতি বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ হইতে প্রকাশিত একখানি বুলেটিনে বাংলার বণিক্ এবং যুবকগণের কারিগরী শিক্ষার নানা বিভাগের কথা অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগে শিক্ষা-লাভের জন্য শিল্প-বিভাগ হইতে বৃত্তি দেওয়া হয়।

কারিগরী শিক্ষার প্রধান বিভাগগুলি এই :—বয়ন বিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল, আর্টিজান টেকনিক্যাল স্কুল, সার্ভে স্কুল, সাব-ওভারসিয়ার এবং ওভারসিয়ার স্কুল,

মাইনিং স্কুল, বেঙ্গল টানিং ইনষ্টিটিউট, শিল্প উইভিং এবং ডাইং ইনষ্টিটিউট, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-সমূহ।

বয়ন শিক্ষা

যে সমস্ত বালক নিরক্ষর কিংবা অল্প বিস্তর লেখাপড়া জানে, যাহাদের কোন প্রকার কাজে কোন বিশেষ দক্ষতা নাই, তাহাদের জন্যই বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা।

গ্রামে সাধারণতঃ দুই মাসকাল বয়নশিক্ষা দেওয়া হয়। নিজের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়াও একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মাসিক ২০৲টাকা হইতে ৩০৲টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। একখানি তাঁত ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে তাহার প্রাথমিক খরচ পড়িবে ৫০৲। এখানে বিনা পয়সায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কিছু বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা আছে। জেলার বয়ন-বিদ্যালয়ে বালকগণ এক বৎসরকাল থাকিয়া উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিতে পারে। শ্রীরামপুর বা বহরমপুরের উইভিং ইনষ্টিটিউটে যদি কৃষকের ছেলেরা এই শিক্ষা লাভ করে তবে অবসর সময়ে ইহা তাহাদের খুব উপকারে আসিবে।

কারিগরী শিক্ষা

যাহাদের আকাঙ্ক্ষা আরও উচ্চ, অথচ যাহারা কোন বিষয়ে ভালরূপে যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই, তাহারা টেকনিক্যাল স্কুলের শিল্পবিভাগে বেশ শিক্ষালাভ করিতে পারে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল এবং খুলনাতে এইরূপ বিদ্যালয় আছে। এই সব স্থানে পড়িতে কোন বেতন দিতে হয় না, বরং উপযুক্ত ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তারপর পড়া শেষ হইলে যোগ্য ছাত্রগণকে পুরস্কার কিংবা সভ্যাংশও দেওয়া হয়।

যাহারা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছে, অথবা যাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম কিংবা তদূর্দ্ধ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহাদের জন্য জুনিয়ার টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাঠের সময় চারি বৎসর। জানুয়ারী হইতে বৎসর আরম্ভ। সম্ভবতঃ এখন হইতে ছাত্রগণের নিকট হইতে মাথা পিছু মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া বেতন লওয়া হইবে। তবে কতগুলি বৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে। কারিগরী শিক্ষায় অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভদ্রলোক শ্রেণীর অনেক মেধাবী ছাত্র এই সব শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইতেছে—ইহা খুবই আশার কথা। ইহাদের চাকরীও সম্ভবতঃ জুটিতে পারে। আজকাল দেশে মোটর গাড়ী এবং কলকব্জার সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে বহুসংখ্যক যন্ত্রবিদের দরকার হইয়া পড়িবে।

ধাতু এবং কাঠের কাজ

ইসাপুরে একটি টেকনিক্যাল স্কুল আছে। এখানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ শ্রেণীর প্রায় ৬০ জন ছেলেকে ভর্ত্তি করা হয়। ভর্ত্তির পূর্ব্বে ছেলেদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। ছাত্রগণকে ধাতু এবং কাঠের কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া তাহারা গ্রামোফোন এবং রিপ্রডাকোন সাহায্যে ভাল ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারে। ভর্ত্তি হইতে ২৲টাকা লাগে এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষের বাবদ মাসিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ রাইফেল ফ্যাক্টরী অথবা মোটর ও রেল ফ্যাক্টরীতে চাকরী পাইতে পারে।

জরীপ শিক্ষা

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশনের কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহারা সহজেই সার্ভে শিখিতে পারে। তবে বয়স ১৬ বৎসরের উপরে হওয়া চাই। আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে এক বৎসর শিক্ষাকাল। কুমিল্লার নিকটে ময়নামতিতে এবং বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা ও রাজসাহীতে সার্ভে স্কুল আছে। মাহিয়ানা ১৪০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে জমিদারি সেরেস্তা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড,

পূর্ত বিভাগ, গবর্ণমেণ্ট ষ্টাণ্ড সেটেলমেণ্ট বিভাগ ইত্যাদি স্থানে চাকুরী মিলিতে পারে। চাকুরী পাওয়া মোটেই কষ্টকর নহে।

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সার্ভে (জরীপ) পড়ে তাহারা ময়নামতিতে (কুমিল্লা) সার্ভে ফাইনাল কোর্স আরও এক বৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲ টাকা। এই কোর্সে পাশ করিয়া তাহারা কালেক্টরীর ষ্টাণ্ড একুইজিশন, বাটোয়ারা সেটেলমেণ্ট এবং খাসমহল বিভাগে, গবর্ণমেণ্টের বন, পূর্ত এবং সেচ বিভাগে, রেলওয়ে, চা বাগিচা, অথবা কয়লা, তেল ম্যাঙ্গানিজের খনিতে চাকুরী পাইতে পারে। এই সব স্থানে তাহারা মাসিক গড়ে ৫০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা উপার্জন করিতে পারে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য মাইন সার্ভে (খনির জরীপ) শিখিবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সার্ভে ফাইনালে উত্তীর্ণ প্রায় ৮ জন ছাত্রকে ৬ মাসের জন্য বাংলার কয়লাখনিসমূহে পাঠান হয়।

সাব-ওভারসিয়ারী শিক্ষা

নন-ম্যাট্রিক ছাত্রগণ সাব-ওভারসিয়ারী পড়িতে পারে। ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী এবং বর্দ্ধমানে সাব ওভারসিয়ারী শিখিবার স্কুল আছে। কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং ম্যাট্রিকুলেশনের উপরে পড়া ছাত্র এত অধিক পরিমাণে আসে যে ভর্ত্তি হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। ছাত্রবেতন মাসিক ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। দুই বৎসর শিক্ষার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী এবং জমিদারি সেরেস্তায় চাকুরী পাইতে পারে। তাহারা কনট্রাক্টরদের অধীনে কাজ করিতে পারে কিংবা নিজেরাও কনট্রাক্টর হইতে পারে।

ওভারসিয়ারী শিক্ষা

সাব-ওভারসিয়ারীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ঢাকাতে আহ্‌সানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে আর দুই বৎসর ওভারসিয়ারীও পড়িতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। পরীক্ষায় পাশ করিয়া তাহারা ওভারসিয়ার পরীক্ষা বোর্ড হইতে ওভারসিয়ারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। তাহারা জিলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, জমিদারি সেরেস্তা এবং অন্যান্য স্থানে ৫০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতনে চাকুরী পাইতে পারে।

মাইনিং শিক্ষা

রাণীগঞ্জ এবং সীতারামপুরে দুইটি মাইনিং স্কুল আছে। শিক্ষাকাল তিন বৎসর। ছাত্রগণকে খনিবিদ্যা, গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং খনি-সম্পর্কীয় মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভেয়িং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম নাম রেজিষ্টারীর সময় মাইনিং লেকচারারকে ১ম এবং ২য় বৎসরের জন্য ৫৲টাকা করিয়া ফী দিতে হয়। তৃতীয় বৎসরের ফী ১০৲ টাকা। ধানবাদ মাইনিং স্কুলে ৫০ টাকার একটি বৃত্তি আছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ খনিতে মোটা মাহিয়ানায় চাকুরী পায়।

ট্যানিং ইনষ্টিটিউট

বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটে এককালে ২৪ জন শিক্ষানবিশ লওয়া হয়। এই ২৪ জনের মধ্যে বিহার উড়িষ্যা হইতে ৮ জন এবং বাংলা হইতে ১৬ জন ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা-নবিশীর কাল ২ বৎসর—এক বৎসর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ব্যয়িত হয়। তাহাদিগকে ট্যানিংয়ের রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্লেষণ এবং চামড়া প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলার ১৬ জন শিক্ষানবিশ ছাত্রের মধ্যে ২ জন প্রতি মাসে ৩০ টাকা করিয়া এবং ২ জন ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পায়। কেমিষ্ট্রী সহ যাহারা বি-এস-সি পাশ করিয়াছে তাহারাই শুধু প্রথমোক্ত বৃত্তি পাইতে অধিকারী। দ্বিতীয় বৃত্তির জন্য আণ্ডার গ্রাজুয়েট, ম্যাট্রিকুলেট এবং নন-ম্যাট্রিকুলেটদের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ ১৫০ টাকা বা তাহার বেশী বেতনে চাকুরী পাইতে পারে, অথবা নিজেরাও ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে।

রেশম শিল্প

বহরমপুরে একটি সিল্ক উইভিং এবং ডাইং ইনষ্টিটিউট আছে। এই বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়:—(১) উন্নত বিভাগ এবং (২) কারিগরী বিভাগ। প্রথমোক্ত ছাত্রগণের শিক্ষাকাল দুই বৎসর; ১৬ হইতে ২৫ বৎসরের যুবকগণ, যাহারা স্কুল ফাইন্যাল, ম্যাট্রিকুলেশন কিংবা সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ভর্ত্তিকালে তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য। ১ম এবং ২য় বাৎসরিক শ্রেণীতে ১০ টাকা মূল্যের ১০টি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। মুসলমানদের জন্য ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ৩টী এবং ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে ৩টী বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে কোন বেতন দিতে হয় না। কারিগরী বিভাগে বয়স কিংবা শুল্ক সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। এই বিভাগে অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রদিগকে রেশম-বয়ন, রঞ্জন এবং ছাপের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবারও ভালরূপ ব্যবস্থা আছে। যাহারা এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের বোর্ড অব কনট্রোলের এডমিশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, শুধু তাহারাই রেলওয়ে ওয়ার্কশপে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষানবিশীতে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই পরীক্ষা বোর্ড অব কনট্রোলের অধীন বৎসরে দুইবার অর্থাৎ জানুয়ারী এবং জুন মাসে হয়। পরীক্ষার্থীদিগের বয়স ১৯ বৎসরের কম হওয়া চাই, এবং তাহাদিগকে পরীক্ষার ফী বাবদ ১২ টাকা দিতে হইবে। এই পরীক্ষার দুইটী বিভাগ আছে—(১) বাধ্যতামূলক বিভাগ—এখানে ইংরেজী, গণিত এবং ফ্রী হ্যাণ্ড দুইং পরীক্ষা দিতে হয়। (২) স্বেচ্ছামূলক বিভাগ; এখানে মেকানিক্স, জিওমেট্রিক্যাল, প্রাথমিক পদার্থ বিদ্যা, প্রাথমিক রসায়ন শাস্ত্র এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি এই কয়টী বিষয়ের মধ্যে দুইটী গ্রহণ করিতে হয়।

এই সমস্ত ওয়ার্কশপে কাজ শিখিতে ৫ বৎসর সময় লাগে। এই সময় মধ্যে শিক্ষার্থীকে নিজ খরচ বাবদ কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত শিক্ষানবিশ সন্তোষজনক কাজ দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে ২ বৎসরের জন্য ১০০ টাকা বেতনে ইমপ্রুভার রূপে ওয়ার্কশপের কাজেই রাখা হয়। এই কাজ হইতে তাহারা ক্রমে চার্জ্জ হ্যাণ্ডস্, এসিষ্টেণ্ট ফোরম্যান এবং ফোরম্যানের পদে উন্নীত হয়।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসার পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন, সেই সব বিষয়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বেশ শৃঙ্খলামত শিক্ষা দেওয়া হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রগণকে সাধারণতঃ বি, ই, উপাধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়।

(সাপ্তাহিক সওগাত)

ভারতে মার্কিণ ফিল্ম্

ভারতের চলচ্চিত্রের ব্যবসা আজ ধ্বংসোন্মুখ। আইন দ্বারা ইহা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে ভারত গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারতীয় বণিক্-সমিতির সম্পাদক গভর্মেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নিম্নে উক্ত পত্রের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল:—

গভর্মেণ্ট নিশ্চয় জানিয়া থাকিবেন যে, আমেরিকার চারিটি সিনেমা কোম্পানী ভারতবর্ষে অফিস খুলিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। বৈদেশিক কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সিনেমা ব্যবসায় ধ্বংস যে অনিবার্য্য তাহার যথেষ্ট কারণ ভারতীয় সিনেমা কমিটি ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। চলচ্চিত্র তৈরী করার বিষয়ে আমেরিকাই পৃথিবীর মধ্যে প্রধান। সুতরাং আমেরিকার চিত্র যদি একবার ভারতের বাজারে প্রবেশ করিতে পারে তবে ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার সম্পর্কে গভর্মেণ্টের সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা উচিত। এবিষয়ে ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার আইন-সঙ্গত দাবী আছে। কেননা ভারতীয় অর্থনীতি কমিশনের তিনটি সর্ত্তই পরিপূরণ

করা হইয়াছে। ভারতে চলচ্চিত্র প্রস্তুত এবং প্রদর্শন কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্যই ভারতীয় চলচ্চিত্র কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন, যদি এই কমিটির রিপোর্টের ফলে ভারতীয় সিনেমা ব্যবসার সাহায্য হইবার পরিবর্ত্তে তাহার অনিষ্ট সাধিত হয় তবে তাহা অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বণিক্ সমিতির মতে গভর্মেণ্টের আইন করিয়া এই ব্যবসাটিকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। পৃথিবীর সকল গভর্মেণ্টই বিদেশী ব্যবসার প্রবল প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় ব্যবসাকে এইরূপ ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। যদি জার্ম্মানি এবং বৃটেনের মত দেশসমূহ এইরূপ সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে তবে ভারত গভর্মেণ্ট তাহা করিবেন না কেন তাহা বণিক্ সমিতি বুঝিতে পারেন না।

(ক্রী প্রেস)

পুসা সরকারী কৃষি-গবেষণাগার

পুসায় ভারত গবর্মেণ্টের কৃষি-গবেষণাগার আছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কৃষি বিষয়ে গবেষণা করিয়া দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করা। দুনিয়ার বিজ্ঞানোন্নত দেশগুলিতে কৃষি বিষয়ে কি কি প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে, মাটির উৎপন্ন ফসল পরিমাণে ও গুণে কেমন করিয়া ঐ সকল দেশকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে সেইসমস্ত বিষয় দেশবাসীর চোখের সাম্নে ধরাই এই সরকারী প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এই সরকারী প্রতিষ্ঠান ১১টী বিভাগে বিভক্ত। নিম্নে এই ১১টী বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল।

(১) প্রথম বিভাগ এই সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাকে লইয়া গঠিত। এই কর্ত্তার সরকারী নাম ডিরেক্টার। ইহারই তাঁবে সমগ্র গবেষণাগারের কার্য্যকলাপ চালিত হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ ইম্পিরিয়াল ইকনমিক বোটানিষ্টের বিভাগ। উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের কার্য্যকলাপ পরিচালনা করা এই বিভাগের কার্য্য। বিভিন্ন শস্য সম্বন্ধে গবেষণা করা হইতেছে। গম, ওট্, যব, ভুট্টা, জোয়ার, তেলবীজ, অরহর, গ্রাম্, কলাই, মুগ, মুগারকেন্, শণ, আখ্,—এই সমস্ত শস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে।

(৩) এই প্রতিষ্ঠানে এক জন কৃষি-রসায়নবিদ্ আছেন। এই বিভাগে নানাস্থানের মাটী, নানাপ্রকার সার, খাদ্যদ্রব্য, তেলবীজ, আক, বীট্, নানাপ্রকার গাভীর দুগ্ধ নানাস্থানের জল, তৈল, নীল ও অন্যান্য অনেক প্রকার দ্রব্য বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যের প্রকৃতি স্থির করা হইয়া থাকে।

(৪) কৃষি-গবেষণাগারের এগ্রিকাল্চারাল ব্যাকটিরিয়োলজিষ্ট। মানুষের রোগের যেমন ডাক্তারি করার দরকার, মাটির তেমনি রোগ আছে, তাহারও চিকিৎসা-বিধান দরকার। কি কি উপায়ে মাটির রোগ সারিয়া তাহার উর্ব্বরতা বাড়ান যায়, ইহাই এই সরকারী কর্ম্মচারী এবং তাঁহার বিভাগের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া দুধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রতিকারবিধান, গোশালার রোগ-নিবারণের ব্যবস্থাও এই বিভাগ হইতে সম্পাদিত হয়।

(৫) ইম্পিরিয়াল মিকোলজিষ্ট—একজন বিষতত্ত্ববিৎও পুসায় আছেন। গাছগাছড়ার রোগ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও প্রতিবিধান করা এই বিভাগের প্রধান কার্য্য। আক্, অরহর, মসিনা প্রভৃতি ফসলের যে রোগ হয় তাহার প্রতিবিধানের জন্য গবেষণা চলিতেছে।

(৬) ইম্পিরিয়াল এণ্টোমলজিষ্ট—অর্থাৎ, কীটতত্ত্ববিৎ। ইঁহার কার্য্য,—পতঙ্গ-উপদ্রব হইতে কিরূপে শস্যরক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে গবেষণা করা। নানারূপ প্রতিকারের উপায়ও স্থিরীকৃত হইয়াছে এই বিভাগ হইতে।

(৭) ইম্পিরিয়াল এগ্রিকাল্চারিষ্ট—সরকারী কৃষিবিৎ—এই সরকারী কর্ম্মচারী নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া উপযুক্ত বীজ ও চাষবাস সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জনসাধারণকে বলিয়াছেন। পতিত জমি কিরূপে আবাদযোগ্য করিতে পারা যায়, কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিভাবে ব্যবহার করিতে হয়, কোন কোন বৈদেশিক ফসল কিরূপে আবাদ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসীর জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন এই সরকারী কৃষিবিৎ। দেশী গরুর সহিত বিলাতী ষণ্ডের মিশ্রণজাত গরুর দুগ্ধ অনেক বেশী-হইতেছে গো-প্রজনন সম্বন্ধে গবেষণা কার্য্যও এই বিভাগ হইতে চালিত হয়।

(৮) ইন্সিটিয়াল ডেয়ারি এক্সপার্ট। পুসার ডেয়ারি বিভাগে যে সমস্ত কাজ হইতেছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা ভারতবাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য। ভারতে বিশেষতঃ বাংলার গোত্বন্ধ আস্তে আস্তে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। গোশালা কিরূপ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় তাহার নিয়মাবলী জানিতে পারা যায় এই বিভাগের কার্য্যকলাপ দেখিলে।

(৯) ফিজিয়োলজিক্যাল কেমিষ্ট। গৃহপালিত জীব-জন্তুর পুষ্টিবিধান করিতে গেলে কি কি করার দরকার তাহা স্থির করা, নানাজাতীয় বিচালি, কাঁচা ঘাস ইত্যাদি গরুর খাদ্য গরুর পুষ্টিসাধন কিরূপ করে ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা-কার্য্য ইনি করিয়া থাকেন।

(১০) ইক্ষু-বিশেষজ্ঞ (সুগারকেন্ এক্সপার্ট) আক্ সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা ইঁহার কার্য্য। ইক্ষুর অনেক প্রকার ব্যাধি আছে, কিরূপে সেগুলি দূর করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইক্ষু অপর স্থানে আবাদ করিলে তাহার ফলাফল কিরূপ হয় এই সমস্ত বিষয়ে ইনি মাথা ঘামাইয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ কইম্বাটুরের ইক্ষু লইয়া গবেষণার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখন কইম্বাটুরের ইক্ষু ভারতের সর্ব্বত্র আবাদ করা হইতেছে। এই ইক্ষু হইতে চিনি পাওয়া যায় অতিরিক্ত মাত্রায়।

১১। সেক্রেটারি সুগার বিউরো। ইক্ষুর আবাদ, চিনি প্রস্তুত, চিনি বিদেশে চালান ইত্যাদি আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত ইক্ষু কাণ্ড দেখা শোনা ইঁহার একমাত্র ধান্ধা।

ভারতে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

তোকিয়ো বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ উয়েদা পৃথিবী পরিভ্রমণ ব্যপদেশে সম্প্রতি কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন জাতি হইলেও ভারতের প্রাণশক্তি নবীনই রহিয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্ লইয়া ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিবার প্রচুর কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। ভারতীয়গণ যদি বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণ করিয়া কঠিন শ্রমে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। একজন পৃথিবী-ভ্রমণকারী প্রাচ্যদেশীয় অর্থনীতির অধ্যাপকের বর্ত্তমান ভারত সম্পর্কে এই উক্তি, জাতীয় উন্নতিকামী নরনারী মাত্রেরই অনুধাবন করিয়া দেখিবার বিষয়।

ডাক্তার উয়েদা আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক কলকৌশল সহায়ে প্রাকৃতিক সম্পদ্ দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারতবাসীরা যে তাহা না বুঝে এমন নহে, এবং সেদিকে কিছু কিছু চেষ্টাও হইয়াছে, এবং অনেক-ক্ষেত্রেই বিদেশী বণিকের সহিত অসম প্রতিযোগিতায় তাহা পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে নাই। বৈদেশিক শাসন-তন্ত্রের পরমাশ্রয়ে পরিপুষ্ট বৈদেশিক মূলধনে পরিচালিত কলকারখানার সহিত;—এবং বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের সহিত,—গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া ভারত-বাসীর কল-কারখানা যে দাঁড়াইতেই পারে না—একথা ডাক্তার উয়েদা ভাবিতে পারেন নাই, কিংবা ভাবিলেও রাজনৈতিক কারণে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কি দুঃখে, নবশাদ্বল-পরিবেষ্টিত বেশের অধিবাসী হইয়াও, আমাদিগকে লিভারপুলের নিমক খাইতে হয়,—কি পাপে আফ্রিকা বা নিউক্যালেডোনিয়ার কয়লা, ভারতের বাজারে, ভারতীয় কয়লা অপেক্ষাও সস্তায় বিক্রয় হয়, তাহা একজন অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের জানা থাকাই সম্ভব।

(আনন্দ বাজার)

কলিকাতায় অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানবীর ডাঃ মোলিশ

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মোলিশ সম্প্রতি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসিয়া তাঁহার গবেষণা-কার্য্য চালাইতেছেন। তিনি শুক্রবার সন্ধ্যায় জীবন্ত আলোক সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

অধ্যাপক মোলিশকে পরিচয় করাইয়া দিয়া স্যার জগদীশ বলেন, "মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য যাহাতে চিন্তাজগতের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিলিত হইতে পারে এই আশাতেই আমি এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলাম। মনের জগতে ভেদ বা বাধা কোথাও থাকিতে পারে না। ডাঃ মোলিশ জীব-বিজ্ঞানের একজন বিখ্যাত

পণ্ডিত। তিনি এই বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি। এই সেদিন পর্য্যন্ত ডাঃ মোলিশ ভিয়েনা পিচ বিদ্যালয়ের রেক্টার ছিলেন। গত মাসে অষ্ট্রীয়ার গণতন্ত্র তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান পণ্ডিতদের একজন হইলেও ডাঃ মোলিশ মনে এখনও তরুণ। বড় জগতে আমার গবেষণাকে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সাদরে গ্রহণ করেন ইনি তাঁহাদের একজন।"

ইহার পর ডাঃ মোলিশের বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে স্যার জগদীশ বলেন, জীবন্ত প্রাণীর দেহ হইতে যে আলোক রশ্মি নির্গত হয় তাহার সম্বন্ধে ডাঃ মোলিশ বহু গবেষণা করিয়াছেন। সে গবেষণার ফল তিনি আজ জানাইবেন। তিনি এক প্রকার আলোক বিকীরণকারী জীবাণু ভারতেও আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জীবন্ত প্রদীপ হইতে শীতল আলোক নির্গত হয়।

ভবিষ্যতে তাঁহার এই গবেষণার ফলে আলোক-উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আসিবে।

ডাঃ মোলিশ তারপর তাঁহার জীবন্ত প্রদীপের ক্রিয়াবলী প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। তিনি বলেন যে, পচাপাতা ও কাঠ হইতে অনেক সময়ে এক প্রকার ছাওলার প্রভাবে আলোক বাহির হয়। অনেক মাছের গায়েও এক প্রকার জীবাণু বাস করিয়া আলোক বিকীরণ করে।

ডাক্তার মোলিশ বলেন যে, তিনি ভারতে এমন এক প্রকার জীবাণু সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা হইতে প্রখর আলো বাহির হয়। সে আলোকে পুস্তকাদি অনায়াসে পড়া যায়।

ইহার পর ভাত, ডিম ও আলুর ঝরকারীতে এই জীবাণু সংযোগ করিয়া ডাঃ মোলিশ দেখান যে, সেগুলি সে আলোকে দৃশ্যমান হয়। ডাঃ মোলিশ তাঁহার দেহাভ্যন্তর দেখাইবার জন্য এই জীবাণু আহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তবে জঠরের আরক রসে এ জীবাণুগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মরিয়া যায়, সে জন্য জঠরের ভিতর এ আলোকও ক্ষণস্থায়ী হয়।

এই জীবাণুগুলি অক্সিজেন ছাড়া বাঁচিতে পারে না অক্সিজেন না পাইলেই আলোক নিবিয়া আসে। কিন্তু বিন্দুমাত্র অক্সিজেন পাইলে আবার তাহারা আলোক বিকীরণ করিতে আরম্ভ করে।

এই জীবাণু দ্বারা কণামাত্র অক্সিজেনের অস্তিত্বও ধরা পড়ে।

পরিশেষে ডাঃ মোলিশ বলেন যে, সমুদ্রের তলদেশে মৎস্য-দেহের আলোকই হউক বা জোনাকির গায়ের আলোকই হউক পৃথিবীর সমস্ত আলোকই সূর্য্য-রশ্মি হইতে আসে।

বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা

ডাঃ বেন্টলী বাঙ্গালীর খাদ্য সম্পর্কে এক উপাদেয় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আজকাল যে সমস্ত রোগে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন হইতেছে, সেই সমস্ত রোগই বাঙ্গালীর অপর্য্যাপ্ত খাদ্যের জন্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে। অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর দুই একটি কথা বলিয়া বলেন, আজকাল বাঙ্গালীদিগের গড়ে যে আয়, তাহাতেও যদি তাঁহারা একটু হিসাব করিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারেন, ফলে কোন প্রকার রোগই সহজে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি ব্রাহ্মণদিগের এক পাক ও নিরামিষ আহারের প্রশংসা করিয়া বলেন, আজকাল সাদা চাউলের ভাত বিশেষতঃ কেন ফেনান সাদা চাউলের ভাত খাওয়ার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা খুবই অনিষ্টদায়ক। ইহাতে চাউলের সার ভাগ থাকে না।

সহজে পরিপাক হয় বলিয়া অনেকে পুরাতন চাউলের ভাত পছন্দ করেন। ডাঃ বেন্টলী তাহারও নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন এই ধরণের চাউলের মধ্যেও সার ভাগ খুব কম। তিনি অসিদ্ধ ছোলা প্রভৃতি খাদ্যের খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের দেশের বালক-বালিকারা তেমন ভাবে দুধ পান করে না বলিয়াও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলে ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি এমন কি কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত হইতে পারে না।

আগরতলা ষ্টেট ব্যাঙ্ক

আগরতলায় সেন্ট্রাল ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা একরূপ সুনিশ্চিত হইয়াছে। ষ্টেটের ব্যবস্থাপক সভা কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সীগাল এডভাইসার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং চাউলা কর্ম্মচারী সমবায় ব্যাঙ্কের শ্রীযুক্ত প্রমথারঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য সভার সদস্য কো-অপ্ট করিয়াছেন।

বঙ্গের শিল্পোন্নতি-বিধায়ক আইনের খসড়া

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় "বঙ্গের শিল্পের উন্নতি-বিধায়ক বিল" (বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট বিল ১৯২৮) নামে একটী আইনের খসড়া করিয়াছেন। ঐ বিল ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনেই উপস্থিত করা হইবে। বিলটীর উদ্দেশ্য বাঙ্গালার দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং সরকারী সাহায্যে কিরূপে ঐ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার উপায়-নির্দ্দেশ।

প্রস্তাবিত আইনে নিম্নলিখিত শ্রেণীর দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হইবে—(১) কোন নূতন বা নবজাত শিল্প; (২) যে শিল্প কোন বিশেষ অঞ্চলে একেবারে নাই অথবা অপরিণত অবস্থায় আছে; (৩) কোন পুরাতন শিল্প, যাহা সুযোগের অভাবে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সাহায্য পাইলে সমধিক উন্নতিলাভ করিতে পারে; (৪) কুটীর-শিল্প।

যাহাতে বাঙ্গালাদেশের জাতীয় শিল্প সাহায্য-লাভ করিতে পারে, এই বিলে প্রধানতঃ তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। যে শিল্প বাঙ্গালা দেশবাসীদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং পরিচালিত তাহাই সরকারী সাহায্য-লাভের সুযোগ পাইবে এবং প্রধানতঃ বিদেশী কর্ত্তৃক বা বিদেশী মূলধনে পরিচালিত শিল্পকে এই বিলের উদ্দেশ্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

যে যে উপায়ে দেশীয় শিল্পকে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন—তাহাও বিলে নির্দ্দিষ্ট হইবে—যথা (১) ঋণদান; (২) গৃহীত ঋণের মূলধন বা সুদ পরিশোধের গ্যারাণ্টি দেওয়া (৩) অর্থসাহায্য; (৪) কোম্পানীতে নিযুক্ত মূলধনের উপর লভ্যাংশের জন্য গ্যারাণ্টি দেওয়া; (৫) সুবিধাজনক সর্ত্তে জমি, কাঁচামাল প্রভৃতি দেওয়া; (৬) জমি, কল প্রভৃতি ক্রয়ে সাহায্য; (৭) শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য।

বিলে যেসব সর্ত্তে সরকারী সাহায্যদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেগুলিও খুব কঠোর নহে এবং এই সর্ত্তের দ্বারা কোন দেশীয় শিল্পের স্বাধীনভাবে উন্নতি লাভের পক্ষে বাধা থাকিবে না।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

গত সপ্তাহের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে মহাত্মা গান্ধী বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জনের জন্য নিম্নলিখিতরূপ এক "স্কীম" প্রকাশ করিয়াছেন,—

১। যে সকল গ্রামে ও সহরে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সকল গ্রামে ও সহরে দ্বারে দ্বারে গিয়া গৃহস্থের বাটী হইতে বিদেশী বস্ত্র সংগ্রহ করিতে ও তাহাদের নিকট খাদি ফেরি করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিতে হইবে।

২। সকল খাদিরই উপরে নিখিল-ভারত কাটুনী সমিতির ছাপ থাকিবে এবং তাহাতে স্পষ্টভাবে মূল্য চিহ্নিত থাকিবে।

৩। খাদি জন-প্রিয় করিবার জন্য বহু প্রচারক গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বেচ্ছাসেবক ও প্রচারকগণের আসল ও নকল খাদি চিনিবার ক্ষমতা থাকা দরকার।

৪। সম্ভবপর হইলে সংগৃহীত বিদেশী বস্ত্রসমূহ প্রকাশ্য-স্থানে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে হইবে।

৫। বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তাহারা যাহাতে আর বিদেশী বস্ত্র ক্রয় না করেন এবং বুকযোগ্য অর্ডারসমূহ রদ করিয়া দেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করিতে হইবে।

৬। যেখানে সম্ভবপর হইবে এবং যেখানে রক্তারক্তির আশঙ্কা নাই, সেখানে বিশ্বস্ত ও শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ

দ্বারা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চালাইতে হইবে।

৭। প্রত্যেক পল্লী ও নগর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, এই সকল ব্যবস্থানুযায়ী কিরূপ কাজ করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করিবেন এবং কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিদিনের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সপ্তাহের কার্য্য সংবাদপত্রে প্রচার করিবেন।

৮। এই বিষয়ে সমুদায় রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করা হইবে।

৯। বয়কট আন্দোলন চালাইবার জন্য স্বদেশ-হিতৈষিণী মহিলাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে।

১০। নিখিল-ভারত কাটুনী সমিতি যে সকল স্থানে আসল খাদি পাওয়া যায় তাহার তালিকা কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইবেন এবং যেখানে খাদির চাহিদা আছে সেখানে খাদি ভাণ্ডার খুলিবেন।

১১। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সমিতি নামে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হইবে। কমিটির নিকট প্রাথমিক কার্য্যোপযোগী তহবিল দেওয়া হইবে এবং আরও অর্থ-সংগ্রহের অধিকার কমিটির থাকিবে। কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর আয়-ব্যয়ের হিসাব যথারীতি প্রকাশ করিবেন।

১২। উপরের লিখিত কমিটি চারিদিকে পুস্তিকা-সমূহ প্রচার করিয়া বর্জ্জনের উপযোগিতা ও সম্ভবপরতা দেখাইবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে কি পদ্ধতিতে উহা সাফল্যমণ্ডিত করা যায় তাহাও পুস্তিকার দ্বারা বুঝান হইবে।

১৩। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাপড় যথাকথিত ঘোর বাধা সত্ত্বেও যাহাতে খাদিই ক্রয় করা হয় তজ্জন্য দাবী করিয়া প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্রের আমদানি-শুল্ক যাহাতে বর্দ্ধিত করা হয় তজ্জন্যও প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে হইবে।

মন্তব্য :—ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটিসমূহ অবিলম্বে পুনর্গঠিত হইবে। বহুসংখ্যক লোক কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হইবেন এবং খাদির দ্বারা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন চালাইবার জন্য সমুদায় কংগ্রেস কমিটি পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন ইহা ধরিয়া লইয়াই এই "স্কীম" রচিত হইল। এই সকল সর্ত্ত যদি পালিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরেই বর্জ্জন সফল হইবে, অন্ততঃ বিদেশী বস্ত্রের আমদানি উল্লেখযোগ্যরূপে কমিয়া যাইবে।

ব্রাজিলে যুক্তরাষ্ট্র বনাম বিলাত

ব্রাজিল দেশের জমির উপর উত্তর আমেরিকা আপন অধিকার ক্রমে ক্রমে দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে, নানা-প্রকার সরকারী সুবিধাও লাভ করিতেছে। এই সকল ঘটনা লইয়া বিলাতের বেপারী-মহলে নানা প্রকার আন্দোলন চলিতেছে। কাগজে কাগজে আলোচিত হইতেছে যে,—বৃটিশ কারখানার মালিকগণ তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই বিষয়টী মাত্র সাময়িক ঘটনা নহে। ইহার ফলে ব্রাজিলে অন্যান্য জাতির বণিক্-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং যুক্তরাষ্ট্র আপন কারখানাজাত মাল বিক্রয় করিবার জন্য ব্রাজিলের প্রকাণ্ড বাজারে অধিষ্ঠান হইয়া সুবিধা ভোগ করিবে। সুতরাং দক্ষিণ আমেরিকার স্ব-শাসিত দেশগুলিতে বৃটিশ ব্যবসার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কতকগুলি কোম্পানী গঠিত হইতেছে। ইহাদের রেজেষ্টারি করা প্রধান কার্য্যালয় রহিবে লণ্ডন সহরে এবং লণ্ডন হইতে থেকেই ইহাদের কার্য্য পরিচালনা করা হইবে। এই কোম্পানীগুলি মোটামুটি বৃটিশ কারখানাজাত মাল দক্ষিণ আমেরিকায় বেচিবার জন্য নিযুক্ত থাকিবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে কার্য্য করিতেছে তাহাতে এই কোম্পানীগুলিকে আর বৃটিশ কারখানার মাল বেচিতে হইবে না। বৃটিশ বাণিজ্য সভা, (বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স) এই সমস্যাটী সম্বন্ধে বণিক্মহলে সকলকে সজাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই এদিকে সেরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নাই। ব্রাজিল দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি যে কোন পথে চলিতেছে সে সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে দেখা যায় যে, গত আঠার মাসের ভিতর, প্রথমতঃ ইলেকট্রিক বাল্ব আর সেলার

কোম্পানী ছয়টি ট্রামগাড়ী, আলো বা বৈদ্যুতিক শক্তি-ঘটিত কোম্পানী চালাইবার ক্ষমতা ক্রয় করিয়া লইয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাউথ-ব্রাজিলিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী বৃটিশ প্রতিষ্ঠান; আবার এই রেলওয়ে কোম্পানীর হাতে পারায়ানা ষ্টেটের রাজধানীর আলো, বৈদ্যুতিকশক্তি ও ট্রামগাড়ী যোগাইবার ভারও ছিল। ইলেকট্রিক্‌বডি অ্যাণ্ড সেয়ার কোম্পানীর দেখাদেখি মার্কিণ মুল্লুকের আরও পাঁচটা পুঁজিপতি ট্রাষ্ট ব্রাজিলের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসকল হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া বোধ হয়। প্রকাশ যে শীঘ্রই শুনা যাইবে ব্রাজিলের এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি মার্কিণের ট্রাষ্ট কিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ছাড়া কিছুদিন পূর্ব্বে মার্কিণের পুঁজিপতিগণ সাণ্টোস্-ডক্‌স্ কোম্পানীর মোটা অংশ খরিদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাজিল সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি ব্রাজিলের জাতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটী বিদেশীর হাতে যায় তবে ইনি ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অনুসারে প্রতিষ্ঠানটী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। বিলাতের কারখানা-জাত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দক্ষিণ আমেরিকার বাজারে কখনই সেরূপ কাটে নাই। ব্রাজিলে আলো ও বৈদ্যুতিক শক্তি-সরবরাহের বিলাতী বা ব্রাজিলীয় সমস্ত কোম্পানীর আবশ্যকীয় সরঞ্জাম বিশেষতঃ টার্ব্বাইন্ কেনা হইয়াছে মার্কিণ মুল্লুক, সুইজ্যারল্যাণ্ড বা অন্যান্য দেশ হইতে, কিন্তু বিলাত হইতে এক রতি মাল কেনা হয় নাই। অন্য-পক্ষে বিলাতী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দাম অন্যান্য দেশের মালের চেয়ে অনেক কম। একটী সুপরিচিত কোম্পানীর মত যে তাহারা ব্রাজিলে ৫০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট পর্য্যন্ত ছোট মোটর প্রতিযোগী বিদেশী কোম্পানীগুলি অপেক্ষা শতকরা ২০ টাকা কমমূল্যে দিতে পারে। সুতরাং এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্রাজিলে ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে বিলাতী কারখানার মালিকগণের শিল্পজাত দ্রব্য বেশ বিক্রয় হইতে পারে, যদি মাল বেচিবার সেরূপ সুবন্দোবস্ত থাকে বা করা হয়।

নবীন তুরস্ক

"ফিনানসাল টাইমস" পত্রের ভ্রমণকারী সংবাদদাতা কাপ্তেন ওয়েন টুইডি আজোরা ভ্রমণ করিয়া নবীন তুরস্ক সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নবীন তুরস্ক দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে। জাতি-সংগঠনে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের কোনই ত্রুটি নাই। তবু এখনও ইংরেজ ছাড়া অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির দোহন-কার্য্য বেশ চলিতেছে। কাপ্তেন টুইডির মতে নবীন তুরস্ক যে ইংরেজের চেয়ে ইংরেজের প্রতিযোগীদের সহিত ব্যবসা চালাইতে সমধিক ইচ্ছুক তাহা নহে, নবীন তুরস্কে ব্যবসা চালাইতে ইংরেজের ঔদাসীন্যই ইহার কারণ।

নবীন তুরস্ককে এত বেশী নূতন মনে হয় এই জন্য যে একেবারে খাঙ্কাতার আমলের পুরাতন তুরস্কের ভগ্নাবশেষের উপর ইহার উদ্ভব। আর সেই লাল তুর্কী টুপি নাই, সেই ঢিলা-ঢিলা হালছাড়া ভাবের সরকারী কর্ম্মচারী নাই। এক কথায় "সুমধুর পুরাতন দিনের" চিহ্ন মাত্র নাই।

আগে তুরস্কে আসিতে গেলে প্রথমে নামিতে হইত আড্রিয়ানোপলে, সেখান থেকে ট্রেণে স্তাম্বুল। আড্রিয়া-নোপল হইতে স্তাম্বুল বেশী পথ নয়। তবু পুরাতন তুরস্কের তত্তাবধায়ক রেল কনট্রাক্টর অষ্ট্রীয়া-বাসী বারণ হির্ষের কল্যাণে "৬ দিনে উত্তরিল ৬ মাসের পথ;" ১৮৭০ সালের পরে তুরস্কের অবস্থা হাঁড়ার "সরকারী চাকের" মত,—যে পাইত সেই এক কাঠি বাজাইয়া দিয়া যাইত। ধনিই হউক, আর নির্ধনই হউক যে পাইত সেই সুলতানের মাথায় হাত বুলাইয়া বাগাইয়া লইতে ত্রুটি করিত না। সরকারেরও আপত্তি ছিল না। যে কেহ বিদেশী আসিয়া এক কোম্পানী ফাঁদিয়া বসিত, শুধু সেয়ার সার্টিফিকেটের মাথায় উপর এক ইস্তাম্বুলি গম্বুজের ছাপ থাকিলেই বাস্।

কিন্তু তেহি নো দিবসা গতা। যে ট্রেণে আমি হায়দার-পাশা হইতে আজোরা যাত্রা করি, তাহাতে ভ্রমণের সুব্যবস্থার কোনই ত্রুটি ছিল না,—ঘুমাইবার জায়গা হইতে রেষ্টুরেণ্ট-

কার পর্য্যন্ত সবই ছিল। গাড়ীও কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় যাত্রা করিল। আমার কামরাটীতে সব জাতিরই প্রতিনিধি ছিল,—জার্ম্মাণ ছিল, দিনেমার ছিল, বেলজিয়ান, ফরাসী ছিল, দরজার কোণটীতে একজন ইটালিয়ান পর্য্যন্ত ছিল, ছিল না কেবল একটী ইংরেজ। গাড়ীখানি সন্ধ্যা ৭টার "বিজিনেস ম্যানস এক্সপ্রেস" অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য গাড়ী। তাহাতে আমাকে দেখিয়া এই সমস্ত সহযাত্রীদের যেন দুশ্চিন্তায় তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল। কখনও অনুচ্চস্বরে, কখনও বা বেশ জোরেই পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল এই ইংরেজটি এখানে কেন? ব্যবসার মতলব নাই তো?

সহরে নামিতেই সবিস্ময়ে দেখিলাম পাথরে বাঁধান বিস্তৃত রাস্তার উপর বহু মোটর দাঁড়াইয়া,—সব কয়টিই আমেরিকান। হোটেলও আছে,—ইয়োরোপের হোটেলের মতই সুন্দর এবং সুসজ্জিত। কোন বন্দোবস্তেরই ত্রুটি নাই। মনে হইল, নবীন তুরস্কের উপযুক্ত রাজধানী তৈয়ারী করিবার জন্য মুস্তাফা কামাল আঙ্গোরার পিছনে কত অর্থই না ব্যয় করিতেছেন। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত আঙ্গোরা ছিল একটি মফঃস্বল সহর মাত্র, জলা, নীচু জায়গার উপর অবস্থিত এবং ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ। তবু এই স্থানটিকেই তুরস্কের ভাবী রাজধানী নির্ব্বাচিত করিবার বিশেষ কারণ আছে। সে ইহার ভৌগোলিক অবস্থান। উত্তরে পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে দূরের মরুভূমি ইহাকে একরূপ দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান রেললাইনটি এখানেই শেষ হইয়াছে। তবে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে এখনও বাড়ান চলিবে।

পুরাতন আঙ্গোরায় যে ছোট রাস্তা ছিল তাহাকে চওড়া করা হইয়াছে। দু'পাশে বাজার এবং দোকান বসিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া বরাবর পাহাড়ের নীচের দিকে গেলেই সম্মুখে পড়ে কামাল পাশার প্রস্তর মূর্ত্তি। সেই রাস্তার দক্ষিণ দিকে গেলেই নূতন আঙ্গোরা। মোড়ের উপরেই পুরাতন পার্ল্যামেন্ট। আরও কিছুদূর গেলেই নূতন পার্ল্যামেন্ট। ভিতরে সোনালি অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা, "তুরস্কের শাসনভার তুর্কী জনসাধারণের উপর।" ইহার পরেই একটি তেমাথা রাস্তা। একটি গিয়াছে নূতন রাজপ্রাসাদের দিকে, একটি ষ্টেশনের দিকে। এই স্থানটি ছিল একেবারে ম্যালেরিয়া-পূর্ণ জলাভূমি। এখন "নে কোয়ারে" পরিণত হইতে চলিয়াছে।

আর একটি রাস্তার চূড়ায় উপর গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার বাড়ী। সাধারণ বাংলা ধরণের বাড়ী। তাহারই চারিদিকে অনুরূপ ধরণের আরও কতকগুলি বাড়ী। সেগুলি মন্ত্রীদের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত তুর্কীদের। তাহার নীচে বেশ ভাল আয়গায় ইংরেজের অস্থায়ী দূতাবাস। খুবই শীঘ্র ইংরেজের মর্য্যাদার উপযোগী বাড়ী নির্ম্মিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। একটু দূরে ধূসর রঙ্গের প্রকাণ্ড বড় সোভিয়েট দূতাবাস। ইহাদের দূতাবাস সব চেয়ে বড়।

ইংরেজকে নবীন তুর্কীরা বরাবরই অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত। মোদানিয়া সন্ধির পর সে ভাব অনেকটা গিয়াছে। তুরস্কে বাণিজ্য বিস্তারের এই সুবর্ণ সুযোগ। আঙ্গোরা লণ্ডনের কাছে যাইবে এমন আশা করিয়া ইংরেজ যদি বসিয়া থাকে তাহা হইলে নিজেরই সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। (বাংলার কথা)

সাহারায় রেল পথ সম্বন্ধে ফরাসী পার্ল্যামেণ্ট

ফ্রান্সের সিনেটে (পার্ল্যামেণ্টে) ভোটে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আফ্রিকার বিশাল সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ সম্ভবপর কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি স্পেশাল কমিশন নিযুক্ত করা হইবে এবং অনুসন্ধানকার্য্যে প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে।

রেলপথে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিবার প্রস্তাব প্রথমে করেন মেজর হ্যাবোটিন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। তখন উহা স্বপ্ন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তার পর ২০ বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আবার ঐ প্রস্তাব উঠে এবং একটি অনুসন্ধান কমিটিও নিযুক্ত হয়; কিন্তু সাহারার মরুপ্রান্তরে অনুসন্ধানকারীদল নিহত হওয়ায় ঐ 'স্কীম' একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে, মোটরযোগে সাহারা অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় আবার এই 'স্কীম' উঠিয়াছে।

ফ্রান্স এই বিশাল সাহারা মরুর উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রধান কারণ আত্মরক্ষা। ১৯১৫ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধে পুরুষগণ ব্যাপৃত থাকায় ফ্রান্সে জন্ম-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; সেই জন্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে দারুণ লোক-বলের অভাব হইবে। ফ্রান্স এক্ষণে যদি তাহার আফ্রিকা-স্থিত উপনিবেশসমূহ হইতে লোক লইতে পারে, তবে সে লোকবলের অভাব তখন ততটা অনুভব করিতে পারিবে না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ৬ দল কৃষ্ণকায় সৈন্য ছিল। এক্ষণে তাহা ৬০ হাজার হইয়াছে। প্রস্তাবিত রেলপথ নির্ম্মিত হইলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকায় সৈন্যের সংখ্যা ৫ লক্ষ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই রেলপথ নির্ম্মিত হইলে আইভার প্যারিস হইতে মাত্র ৫ দিনের এবং ওরান হইতে ভিক্টোরিয়া বন্দর ৩০ ঘণ্টার পথ হইবে।

রেলওয়ে সম্বন্ধে বিশেষতঃ জেনারেল অবিয়ার বিবেচনা করেন যে, ওরান হইতে ওয়াগডুগু পর্য্যন্ত সোজা রেল লাইন নির্ম্মাণ করিলে অনেক সুবিধা হইবে। উহা হইতে আবার তিনটি শাখা লাইন বাহির করিবার প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। একটি ক্যাসাব্লাঙ্কা হইতে বিস্কেরটা এবং আর একটি ডাকার হইতে চাড্ হ্রদ পর্য্যন্ত। তিনি আরও বলেন চাড্ হ্রদ হইতে আবার একটী শাখা লাইন বাহির করিয়া ফরাসী মধ্য আফ্রিকার মধ্য দিয়া কঙ্গো উপকূলের লোয়েঙ্গো পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে।

বাণিজ্যের সুবিধা

প্রস্তাবিত রেলপথ নির্ম্মিত হইলে সামরিক সুবিধা যথেষ্ট হইবে। এই রেলপথ নির্ম্মিত হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। নাইজার নদীর উপত্যকার তুলা প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ফ্রান্সের উপনিবেশসমূহ হইতে প্রতি বৎসর ১ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ টন তুলা এবং যথেষ্ট পরিমাণ মাংস ও পশম পাওয়া যাইবে। ফ্রান্স এই সব ব্যবসা হইতে বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড লাভবান হইতে পারিবে।

এক্ষণে যতদূর বুঝা গিয়াছে তাহাতে রেলপথ নির্ম্মাণ অসাধ্য ব্যাপার নহে এবং চোরা বালি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে জনশ্রুতি ছিল, তাহাও অমূলক বলিয়া জানা গিয়াছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সুয়েজ খাল যেরূপ প্রয়োজনীয়, ফ্রান্সের পক্ষেও এই সাহারা রেলপথ সেইরূপ প্রয়োজনীয় হইবে। ইহাতে ফ্রান্সের ক্যালে হইতে আফ্রিকার কঙ্গো পর্য্যন্ত পথ সুগম হইবে এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের ৭কোটি লোক মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইবে। এই রেলপথ নির্ম্মাণে ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্যবিবরণী

চতুর্থ অধিবেশন। স্থান ৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। সময় ২০শে জানুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, সকাল ১০টা।

বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি, এস (প্যারী), ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার, ডিরেক্টর ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী (ভারবর্ষ) "বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী বেপারী" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার সমবেত-দিগের নিকট বক্তার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন যে, বাঙ্গালী কেবল কেরাণীগিরি মাষ্টারী এবং ওকালতী করিতেই জানে—একথা ষোলআনা সত্য নহে। আজকার আলোচক নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবেন যে, শুধু বাণিজ্য নয়—এমন কি বহির্ব্বাণিজ্যেও বাঙ্গালী তাহার প্রতিভা দেখাইতে পারে।

বীরেন বাবু বলেন,—বাঙ্গালী একসময়ে বহির্ব্বাণিজ্যে হীন ছিল না, তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রহিয়াছে।

কিন্তু তিনি আজ নিজ অভিজ্ঞতার কথাই বিশেষরূপে বলিবেন। আমেরিকার পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া তিনিও আর দশজন বাঙ্গালীর ছেলের মত চাকুরীর পশ্চাতেই ছুটিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল বাঙ্গালী নূতন কোন জীবিকা অর্জ্জনের পথ বাহির করিতে পারে কিনা দেখা দরকার। সেই ঝোঁকে তিনি বহির্ব্বাণিজ্যে হাত দেন। আমাদের দেশে ইয়োরোপীয় নানা জাতি আসিয়া বাণিজ্য বাঁধিয়া বসিয়াছে। ইহা আমরা নিত্য চোখে দেখিতেছি। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয়ের সংখ্যা ইয়োরোপে সামান্য। এই সম্পর্কে তিনি নানা দেশের সহিত আমাদের দেশের কারবার চালাইবার চেষ্টায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা বিবৃত করেন। বহির্ব্বাণিজ্যে লেটার অব্ ক্রেডিট্ না হইলে চলে না। বিলাতী কোন কোন ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার লইতে গিয়া বীরেন বাবু বুঝিতে পারেন, ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকায় দরুণ বাঙ্গালী বা ভারতীয়দের পক্ষে ঐরূপ টাকা ধার লওয়া কিরূপ কঠিন। আজ অবশ্য তিনি হাজার হাজার পাউণ্ড ধার লইয়াও কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু প্রথম তিনি অতি কষ্টে যে বিলাতী ব্যাঙ্কের নিকট ১০০ পাউণ্ড ধার লইয়াছিলেন তাহার কাছে ২০ পাউণ্ড রাখিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইনি ইতালীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ইতালীর বিভিন্ন চেম্বার অব্ কমার্স ও ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ভারতবর্ষের সহিত সোজাসুজি পাট এবং কাঠের ব্যবসা চলিতে পারে কিনা সে বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সম্পর্কে বীরেন বাবুর নিকট পরামর্শ চাহিয়া পাঠান হয়। কিন্তু তিনি তখনও খাঁটি ব্যবসায়ী হইয়া পড়েন নাই। তাই শেষ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তিনি গ্লুইট্‌সারল্যাণ্ড গিয়া স্বীয় চেষ্টায় একেবারে বিনা মূলধনে ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু তৎকালে জার্ম্মাণির "মার্কের" বিনিময়-মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইবার জন্য তিনি জার্ম্মাণিতেই ব্যবসা করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময় তাঁহাকে নানা-প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। শেষে ভারতীয় কয়েক-জন বড় বড় ধনিকদের পরামর্শদাতারূপে কাজ করিয়া তিনি কিছু উন্নতিলাভ করেন। তখন সুইডেনের ষ্টকহলম হইতে এক মহাজন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের সহিত চামড়া ও কাঠের সোজা ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে তিনি বীরেন বাবুকে বৎসরে বহু টাকার অর্ডার দিতে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক লেখাপড়া করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কারণ এই ব্যবসা প্রধানতঃ মুসলমান বেপারীদের হাতে ছিল। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ইহা চালাইতে নারাজ ছিলেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, বহির্ব্বাণিজ্য আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কের অভাবে বাধা পাইতেছে। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মাল চলাচল করা যত সহজ রংপুরের সহিত তত সহজ নয়। কারণ সিঙ্গাপুরে বিলাতী ব্যাঙ্ক আছে, রংপুরে নাই। ইয়োরোপীয়েরা প্রথম যখন এদেশে আসে তখন তাহারা মাল আমদানি করিবার জন্য আসে নাই, এখান হইতে জিনিষ রপ্তানি করিত। আমাদেরও এখন এখান হইতে ইয়োরোপে রপ্তানির ভার লইতে হইবে। কিন্তু সে রপ্তানিও চালাইতে হইবে তাদের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লইয়া।

অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাচক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত। নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি গৃহীত হয় :—

(ক) ১। শ্রীমতী সুষমা সেন গুপ্ত এম, এ, ৪৯ আশ্বিন চন্দ্রমাধব রোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বসু, এম, বি, পাণিপি আফিস, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ।

৩। শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার, ২এ বেচু ডাক্তার লেন, ভবানীপুর।

৪। শ্রীমনোজ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ, ৫৩, রসা রোড সাউথ, কলিকাতা।

ইঁহাদিগকে পরিষদের সদস্য করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীক্ষিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

সমর্থক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

(খ) শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষকে (৭এ, বাদুরবাগান লেন, কলিকাতা) সদস্য করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীসুধাকান্ত দে।

সমর্থক—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

(গ) শ্রীযুক্ত অতিৎ কুমার প্রামাণিককে (পুটকি কোলিয়ারি, পোঃ কুসুন্দা, মানভূম) সদস্য করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

সমর্থক—শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

(ঘ) ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত রাধা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় পরিষদকে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

(ঙ) " মেসার্স রামনদাস বসু মহাশয় পরিষদের হাতে যে পুঁথিপত্র দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনানন্তর সেগুলিতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে :—

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে।

(চ) শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে কৃত রিকার্ডোর অনুবাদ "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইতেছে। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সমর্থক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

(ছ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হউক :—

(১) মধ্যবিত্তের পারিবারিক আয়ব্যয়।

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

সমর্থক—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত।

(২) বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস।

প্রস্তাবক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সমর্থক—শ্রীবাণেশ্বর দাস।

গবেষকদের কার্য্য-প্রণালী

[বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য আর্থিক জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো আর লেখাপড়া করা। এইজন্য কয়েক জন গবেষক নিযুক্ত হইয়াছেন। "আর্থিক উন্নতির গবেষণা-প্রণালী" প্রবন্ধে (১৩৩৫ বৈশাখ) যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে গবেষকগণ প্রত্যেকে তাহারই কোনো কোনোটা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। গবেষকগণ আজ পর্য্যন্ত কে কিরূপ অনুসন্ধান গবেষণা ও লেখাপড়া করিতে পারিয়াছেন নিম্নলিখিত বৃত্তান্তে তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গবেষকদের কার্য্যাবলীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষণা-প্রণালীটা কথঞ্চিৎ বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রত্যেক গবেষক সম্বন্ধে বৃত্তান্তটা দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল :—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষা হইতে ধনবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় পর্য্যন্ত।

(২) তাহার পরবর্ত্তী কালের কার্য্যাবলী।

প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিন প্রকার তথ্য বিবৃত হইতেছে :—(ক) ভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ (খ) মোলাকাৎ, আলাপ-পরিচয় ও তর্ক-প্রশ্ন-(গ) পঠন-পাঠন। প্রত্যেকের লিখিত রচনাবলীর পুরাপুরি উল্লেখ করা বর্ত্তমান বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য নয়।]

শ্রীসুধাকান্ত দে

(১)

ইংরেজী ১৯২১ সনে অর্থশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি, এ ও ১৯২৩ সনে ঐ বিষয়ে এম, এ পাশ করেন। বি, এ'তে অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল অঙ্ক আর এম, এ'র বিশেষ বিষয় সোসিওলজি বা সমাজ-তত্ত্ব। ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২১ সনে বি, এ পাশের পর হইতে ১৯২৬ এপ্রিল

পর্য্যন্ত ইনি নানাপ্রকার অধ্যয়নে ও নানা দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। অল্প বয়স হইতে ইনি সুকুমার সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ "প্রবাসী", "বঙ্গবাণী", "মহিলা", "জ্যোতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ছেলেবেলা হইতে নানাসূত্রে অনেক দেশ দেখিবার সুযোগ ইঁহার হইয়াছিল। কয়েকবার বোলপুর পৌষ উৎসবে যোগ দিবার, ময়মনসিংহ ও রিহড়া পরিদর্শন করিবার, ঢাকা-বিক্রমপুরের পল্লীতে কিছুকাল কাটাইবার, আসামের ডিব্রুগড়, শিবসাগর, গোলাঘাট, মরিয়ানী, জোরহাট ও নর্থাও সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার এবং দার্জ্জিলিঙে কয়েক মাস অবস্থান করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

(২)

১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ভারতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কলিকাতায় পরবর্ত্তী ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পৌঁছেন। সেই সময় তাঁহার সহিত ইঁহার পরিচয় হয়।

১৯২৬ সনে ইনি এক বন্ধুর সহিত (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, বি, এল) রিকার্ডোর তর্জ্জমা করিতে সঙ্কল্প করেন। "ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘের" উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গৃহে এই সময়ে বিনয়বাবু ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে রিকার্ডোর ইজ্জৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ছিল। তাহা শুনিয়া সুধাকান্ত বাবু ও শচীন বাবুর সুহৃদ্ দৃঢ়তর হয়। "আর্থিক উন্নতি" মাত্র তখন বাহির করা হইতেছিল। উহাতেই রিকার্ডোর প্রথম পরিচ্ছেদ বাহির হয়। অন্যান্য পরিচ্ছেদও ধারাবাহিক-রূপে বাহির হইতেছে। বাঁকুড়ায় বেড়াইবার বৃত্তান্ত এবং তৎসম্বন্ধে আর্থিক পর্য্যবেক্ষণও ঐ কাগজের প্রথম সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।

১৯২৬ সনের পরে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষভাবে দেখা হইয়াছে—মাকুম অঞ্চল, ডিব্রুগড়, কারলীয়াঙ্ ও কুচবিহার।

বিনয়বাবুর সহিত দেখা হইবার পর হইতেই ইনি বিশেষভাবে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিতেছেন। তার ফলস্বরূপ নানাপ্রকার লেখা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকজন সতীর্থ সুহৃদের মতন ইনিও গোড়া হইতেই বরাবর সম্পাদকের সঙ্গে একত্রে কাজ করিয়া আসিতেছেন।

এই সময়ের ভিতর ইনি নানাবিধ ব্যবসার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া নিজ জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেথর, রিক্সওয়ালা, ওয়েটিং রুমের বেয়ারা, আসামী চাষী গৃহস্থ, রেলওয়ে কর্ম্মচারী, বর্ষাতি ব্যবসায়ী বাঙ্গালী, কলিকাতার মুচি, ঘুটে-কুড়ানী, কাগজ-বিক্রেতা, ব্যবসানবীশ বাঙ্গালী, মৃৎশিল্পে লিপ্ত বাঙ্গালী, সার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চাষ ও গোপালন বিষয়ে অভিজ্ঞ ইত্যাদি ব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাৎ তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত। তাহা ছাড়া নানাপ্রকার বই ও পত্রিকা পাঠ জ্ঞানবৃদ্ধির অন্যতম সহায় ছিল। যে সকল পত্রিকার সঙ্গে এই সূত্রে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার কয়েকটির নাম :—বিভিন্ন দেশের ইংরেজীতে প্রকাশিত চেম্বার জার্ণাল সমূহ (এগুলি সংখ্যায় অনেক), টাইম্‌সের সমস্ত সংস্করণগুলি (যথা (১) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড কমার্সিয়াল সাপ্লিমেণ্ট (২) এডুকেশন সাপ্লিমেণ্ট, (৩) লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট (৪) সাপ্তাহিক, দি বোর্ড অব্ ট্রেড্ জার্ণাল অ্যাণ্ড কমার্সিয়াল গেজেট, দি ষ্টেটিষ্ট, ইকনমিক রিভিউ, দি ইকনমিক জার্ণাল, দি জার্ণাল অব্ দি টেক্সটাইল ইন্‌ডাষ্ট্রী, এম্পায়ার কটন রিভিউ, দি ওয়ার্ল্ড এম্পোর্ট, ইণ্ডিয়ান কমার্স, এডিনবরা রিভিউ, কোয়ার্টারলি টেক্‌নিকাল বুলেটিন্ অব্ রেলওয়ে বোর্ড, ইণ্ডিয়ান এঞ্জিনিয়ারিং, দি ট্রপিকাল এগ্রিকালচারিষ্ট, এম্পায়ার কটন্ গ্রোয়ার্স জার্ণাল, সুগারকেন রিভিউ, দি এগ্রিকালচারাল জার্ণাল অব্ ইণ্ডিয়া, দি ক্যালকাটা মেডিকাল জার্ণাল, আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ, একনমিকা, কোয়ার্টারলি জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স, ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ, ষ্ট্যানফোর্ড থাঙ্ক গবেষণাগারের পত্রিকাসমূহ, কমনটেম্পরারি রিভিউ। এইসকল পত্রিকার অধিকাংশ ইনি কলিকাতার কমার্সিয়াল লাইব্রেরীতে পড়িতে পাইয়াছিলেন।

অধিকন্তু ইহার কয়েকটি বিষয়ে বিশেষরূপে পড়াশুনা করিবার সুযোগ জুটিয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ কতকগুলা প্রবন্ধ "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

আসাম ও হিমালয় সম্বন্ধে আর্থিক বিবরণ তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধ। ফুটপাথ সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা, রুশিয়া, ইতালি ও জাপানের লোকসমস্যা, ইংলণ্ডের শিক্ষা, ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর বিশ্লেষণ, বিশ্বশান্তির আর্থিক ভিত্তি, জার্ম্মাণির পুনরুত্থান, মিত্রশক্তিবর্গের ঋণ, বিলাতী ও মার্কিণ অর্থশাস্ত্র, বিলাতে অর্থশাস্ত্রের পঠন-পাঠন ইত্যাদি বিষয় ও এই সকল পড়াশুনা ও আলোচনার অন্তর্গত।

বৎসরখানেক ধরিয়া বর্ত্তমান ভারতের কতকগুলা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ থাকায় তাঁহার অভিজ্ঞতা বাড়িতে পারিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ইত্যাদি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানীয় কর্ম্মকেন্দ্রের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ তিনি পাইয়া আসিতেছেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর নানা শ্রেণীর নরনারীর ভিতর যে সকল সামাজিক ও আর্থিক আন্দোলন চলিতেছে সেই সবের সঙ্গেও তিনি খানিকটা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন। ৩।৪টী বিভিন্ন ধরণের বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সম্পর্কে গোটা ভারতের নানাপ্রকার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ তাঁহার আছে। শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার গ্রন্থাগার নানা বিষয়ে তাঁহার প্রধান লাবরেটরি বা কর্ম্মকেন্দ্র বিশেষ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি

(১)

বি, এ পড়িবার সময় (১৯১৪-১৯১৬) তিনি বিজ্ঞান, দর্শন ও ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন। এই সময়ে তিনি বাংলাভাষার সাহায্যে ধনবিজ্ঞানের প্রচারে ব্রতী হয়েন। তাঁহার এই সময়কার লেখা নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি "পরিচারিকা" ও কোনও কোনও বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয় (১) অর্থতত্ত্ব (২) শিল্পবিপ্লব (৩) ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের অভিব্যক্তি (৪) ইংলণ্ডের 'সাম্রাজ্যবৃত্তি (৫) ভারতীয় নারীর আর্থিক জীবন।

ব্যাঙ্ক ও টাকাকড়ির বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য তিনি এম, এ, পড়েন (১৯১৬-১৯১৮); কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাপাপ জ্ঞানের হওয়াতে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে "প্রবাসী"তে ধনবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন; এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অধ্যাপক সরকার তাঁহাকে ম্যাট্রিকুলেশন্ শ্রেণীর বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ধনবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ লিখিতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশানুসারে তিনি টাকাকড়ির বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা প্রাথমিক পাঠ লিখিতে সুরু করেন (১৯২২-২৩)। ইহাই পরে "টাকার কথা" রূপে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের বিলাতী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের তিনি এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি ডাঃ গ্রেহামের "কালীম্পং হোম্", (অনাথ আশ্রম) দেখিতে যাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিল্প-শিক্ষালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই স্কুলে সূতার ও কামারের কাজ, সেলাই, গালিচা ও লেস বুনানো এবং কাপড়ের উপর বুটি তোলা ও নক্সা করা, তাঁতে টুইল্ ও টুইড্ বুনা, বিজ্ঞানীয় প্রণালীতে দেশী উপাদানে সূতা রং করা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্থানে শিক্ষার্থীরা শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাও পাইতে পারে এবং সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। তিনি বাঙ্গালী মেয়েদিগকে গালিচা বোনা শিখাইবার জন্য নিজেই ডাঃ গ্রেহামের শিল্প-শিক্ষালয়ের গালিচা বিভাগে ছাত্র হইয়া ভর্ত্তি হন, এবং তিব্বতীয় শিক্ষকের নিকট গালিচা বোনা শিক্ষা করেন।

বিদেশ-প্রবাসী অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের "বর্ত্তমান জগৎ" ও অন্যান্য লেখা নরেনবাবুর চিন্তাকে কতকটা প্রভাবান্বিত করে। তিনি এই সময়ের মধ্যে তিব্বতী, নেপালী, হিন্দী ও আসামী ভাষা শিক্ষা করেন এবং আসাম-বঙ্গ নেপাল-সিকিম-বঙ্গ এবং বেহার-বঙ্গ সীমান্তের জেলাগুলিতে ভ্রমণ করেন। দেশ বেড়াইবার সময় তিনি প্রতি পল্লীতে জমীদার, ধনী, মধ্যবিত্ত,

মহাজন, বেপারী, গাড়োয়ান, ঘাটুয়া, দালাল, জেলে, মুটে, মজুর, চাকুরো প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহিত আলাপ করেন ও সামাজিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করেন। এই গবেষণার ফল কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার "দিনাজপুরে সাঁওতাল" "নেপালে নেওয়ারদিগের ভাইপুজা", "বাংলার সীমান্তে হিন্দুসমাজ", "দিনাজপুর জেলায় মজুরীর হার", "কোচবিহারে আসামের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের প্রভাব" ইত্যাদি প্রবন্ধে।

(২)

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তাঁহার প্রণীত "টাকার কথা" বই প্রকাশিত হয়। এই সময়ে স্বদেশে সদ্য-প্রত্যাগত অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় তাঁহার হঠাৎ পরিচয় হয়। অধ্যাপক সরকার তখন বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের চর্চা চালাইবার জন্য "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে নরেনবাবু দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার বর্তমান প্রণালী বুঝিতে পারিয়া তুলনামূলক আলোচনার দিকে ঝোঁক দেন। বিনয়বাবুর পরামর্শে তিনি "সামাজিক বীমা" বিষয়টার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। "আর্থিক উন্নতি" প্রকাশের প্রথম হইতেই তিনি ঐ পত্রিকায় লিখিয়া আসিতেছেন। জেলায় জেলায় বেড়াইবার সময়ে বাঙ্গালী ডাককর্ম্মীদিগের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা তাঁহার এক কাজ। "সামাজিক বীমা" বিষয়ের চর্চ্চা তাঁহাকে এই গবেষণা-কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। কাজেই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বিশেষভাবে ডাকঘরের বিভিন্ন স্তরের কর্ম্মচারীদিগের আয়-ব্যয় ঋণ, বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদ, এবং কর্ম্মচারীদিগের আর্থিক জীবনের উপরে বিভাগীয় আইন কানুন, তলব, আফিসের বাড়ীঘর, আলোবাতাস প্রভৃতির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। এই গবেষণার ফল কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধে :—

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধের নাম :—

"ভারতীয় ডাককর্ম্মীদিগের ঋণ" "ভারতবর্ষীয় ডাক-বিভাগের আইনের দোষ ও চলতি প্রথা" "বঙ্গদেশের ডাকঘরের পাইখানা" "ভারতীয় ডাকঘরে অতিরিক্ত খাটুনি ও কর্ম্মচারীদিগের মনের ও স্বাস্থ্যের উপরে উহার প্রভাব" ইত্যাদি।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ধনবিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা' তৈয়ারী করেন এবং তাঁহার লেখা "হাউ টু ডিটেক্ট কাউন্টার-ফীট্ কয়েন্ এণ্ড কোর্জড্ নোট" (জাল টাকা ও নোট ধরিবার উপায়) নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে তিনি 'টাকার জন্ম' বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন।

বর্ত্তমানে তিনি বিনয়বাবুর নির্দ্দেশমত 'ভারতের রাজস্ব' সম্বন্ধে লেখাপড়া করিতেছেন এবং "বর্ত্তমান ভারতের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা" সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত রিপোর্টগুলা সম্প্রতি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পাঠ্য-তালিকার অন্তর্গত।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

(১)

১৯২৩ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন; বি, এ তে ইকনমিক্সের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ সনে ইনি ইকনমিক্সে এম্, এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার প্রভাব" ও "ভারতের জাগরণের উপায়" শীর্ষক তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ "উদ্বোধনে" বাহির হইয়াছিল; "বঙ্গবাণীতে"ও তাঁহার দুই একটা লেখা বাহির হইয়াছিল। ১৯২৭ সনের আরম্ভে ইনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া "ইউনিভার্সিটি পার্লামেণ্ট" নামে একটি তর্ক-সভা স্থাপন করেন এবং সেই তর্ক-সভার অধিবেশনে মাঝে মাঝে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে শেষ (ফাইন্যাল) আইন পরীক্ষায় ইনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইনি এ পর্য্যন্ত ৫ জন বি-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রকে ইকনমিক্স্, ১ জন শেষ (ফাইন্যাল) আইন পরীক্ষার্থী

ছাত্রকে আইন, এবং ১ জন এম্-এ পরীক্ষার্থীকে 'সমবায়' সম্বন্ধে পড়াইয়াছেন।

(২)

১৯২৭ সনের মধ্যভাগে জনৈক ছাত্র "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদকের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। ১৯২৮ সনের মে মাসে "সমবায়ে দোকানদারি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ইনি "আর্থিক উন্নতি"তে পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে "আর্থিক উন্নতি"র জন্য অবসর সময়ে কাজ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ইনি বিনয়বাবুর নির্দ্দেশানুযায়ী ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় রত হন।

১৯২৮ সনের জুন মাস হইতে ধনবিজ্ঞানের বিদ্যা বাড়াইবার জন্য ইনি যে যে কাজ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

১। জুন হইতে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতে যাইয়া পড়াশুনা করিতেন এবং নানা পত্রিকা ঘাঁটিয়া আর্থিক সংবাদ বা প্রবন্ধ সম্বন্ধীয় 'নোট' লইতেন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ইঁহাকে ঘাঁটিতে হইত :—

আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ, ইকনমিক জার্ণাল, ব্রিটিশ ট্রেড রিভিউ, জার্ণাল অব্ দি ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্স ফর্ ইণ্ডিয়া, দি টেকনটাইল রেকর্ডার, দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড ডেভেলপার, দি কার ইষ্টার্ণ রিভিউ, ফ্র অ্যাণ্ড লেবার রিপোর্টার, ওয়েষ্টিং হাউস ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল, নিয়ার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, মিড-মাষ্ট রিভিউ অব বিজনেস্, আমেরিকান এক্সপোর্টার, কমার্স, এম্পায়ার মেল, সিড্‌নি চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণাল, লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণাল, ইম্পীরিয়াল ফুড্ জার্ণাল, জার্ণাল অব্ কমার্স (মেলবোর্ণ), ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল লেবার রিভিউ, দি সেক্রেটারী (কেমব্রিজ), কমার্শ্যাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল গেজেট (ব্রিটোরিয়া), আয়রণ এজ, মান্থলি লেবার রিভিউ (ইউ. এস্. এ), অয়েল অ্যাণ্ড কলার ট্রেড্‌স্ জার্ণাল, লেবার গেজেট (ডিপার্টমেণ্ট অব্ লেবার, কানাডা), জার্ণাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি (শিকাগো), ফিনান্সিয়াল ক্রনিকল্ (নিউইয়র্ক), কমার্সিয়াল ইণ্ডিয়া, আয়রণ অ্যাণ্ড কোল ট্রেড্‌স্ রিভিউ, প্রসার্চি, জার্ণাল অব্ দি টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট (ম্যানচেষ্টার), জার্ণাল অব্ দি বেঙ্গল ক্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ইণ্টারন্যাশন্যাল কটন বুলেটিন, টী অ্যাণ্ড কফি ট্রেড্‌স্ জার্ণাল, টেক্সটাইল মার্কারি, ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স্, দি ষ্টেটষ্ট।

২। অক্টোবরের প্রথমার্দ্ধে ইনি ভারতীয় ফাক্টরী আইন ও তদনুযায়ী প্রাদেশিক নিয়মগুলা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন।

৩। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের সহিত ইঁহার মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল :—

(ক) ভারতের আর্থিক উন্নতির উপায়,—পাশ্চাত্যের আর্থিক শ্রেষ্ঠত্ব আয়ত্ত করা ;

(খ) কারখানা-শিল্প বনাম কুটীর-শিল্প ;

(গ) "আর্থিক উন্নতি" কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী।

৪। "ষ্টেটস্‌ম্যানে" প্রকাশিত দৈনিক আর্থিক সংবাদগুলা ইনি নিয়মমত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

৫। ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলার মজুরদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অক্টোবরের মধ্যভাগে ইঁহাকে সেখানে পাঠান হয়। ধানবাদের নিকটে ১ মাস থাকিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ইনি মজুরদের অবস্থা-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান চালাইয়াছেন :—

(ক) "ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী এম্প্লয়িজ্ অ্যাসোসিয়েশানে"র সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ এবং মজুরদের অবস্থা-সম্বন্ধীয় কথোপকথন ;

(খ) একজন ফার্ষ্টক্লাস ম্যানেজার, একজন রেইজিং কণ্ট্রাক্টার, একজন মাইনিং ছাত্র, একজন কোলিয়ারীর ডাক্তার ও একজন সর্দ্দারের সহিত উক্ত বিষয়ে কথাবার্ত্তা ;

(গ) একটি প্রকাণ্ড খনির খাদ পরিদর্শন (ইহার পূর্ব্বে ইনি আরও ৪টী খনির খাদ পরিদর্শন করিয়াছেন) ;

(ঘ) মজুরদের কয়েকটী ঘর পরিদর্শন ;

(ঙ) নিম্নলিখিত রিপোর্টগুলা অধ্যয়ন :—১৯২০ সনের

ইণ্ডিয়ান্ কোল্‌ফিল্ড্‌স্ কমিটির রিপোর্ট; খনি-বিভাগের চীফ্ ইনস্পেক্টারের ১৩ খানি বার্ষিক রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশানের ২ খানি রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশানের ২ খানি রিপোর্ট; অ্যাসোসিয়েশান অব্ কোলিয়ারী ম্যানেজার্স্ অব্ ইণ্ডিয়ার ৬ খানি রিপোর্ট; ইণ্ডিয়ান্ কোলিয়ারী এম্প্লয়িজ্ অ্যাসোসিয়েশানের ২ খানি রিপোর্ট; করিয়া মাইন্‌স্ বোর্ড অব্ রেল্‌ওয়ের ১ খানি রিপোর্ট; ভারত-গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত খনিতে স্ত্রীমজুর নিয়োগ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা।

৬। করমার খনিগুলাতে মদ্যপানের প্রসার কতদূর সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আনিবার জন্য ইনি এখন সচেষ্ট আছেন।

৭। খনিবিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহার কতকগুলা রচনা "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। কলিকাতার এক কলেজে শিববাবু এক্ষণে খনিবিজ্ঞান বিদ্যার বি, এ পড়াইতেছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

(১)

হাজারিবাগ সেণ্ট কলাম্বাস কলেজ হইতে ১৯২৩ সনে বি, এ, পাশ করেন। ঐ কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু মহাশয় অধ্যাপনাকালে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইতে বুঝাইতে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় খনিবিজ্ঞান চর্চ্চা হয় না বলিয়াই বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ এই বিষয়টিকে ভালবাসিতে শিখে না এবং সেই হেতুই খনিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মৌলিক গবেষণার অভাব রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইঁহারই অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালা ভাষায় খনিবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি আলোচনা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। ১৯২৪ সনে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "কমার্সে" এম্, এ, পাশ করেন ও ১৯২৬ সনে জুলাই মাসে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইতিমধ্যে ইনি ৩ জন বি, এ, পরীক্ষার্থী ও ১ জন এম, এ, পরীক্ষার্থীকে ইকনমিক্‌সের তত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সহায়তা করেন।

১৯২৬ সনের পর ইনি বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

(২)

বাঙ্গালা ভাষায় আর্থিক চিন্তার ইতিহাস প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ইনি ১৯২৬ সন হইতে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিতে থাকেন এবং একটা পাণ্ডুলিপি "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদককে প্রেরণ করেন। বিনয়বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই; তথাপি চিঠিপত্রে বিনয়বাবু উঁহাকে যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই আলোচনা করিয়া চলিয়াছেন। এই আলোচনার জন্য তাঁহাকে নিম্নলিখিত পুস্তক ঘাঁটিতে হইয়াছে:—

মেনস্ "আর্লি লজ্ অ্যাণ্ড্ কাইন্‌স্", ইন্‌গ্রাম "হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি", মার্ক্সমূলার-সম্পাদিত সেক্রেড্ বুক্‌স্ অব্ দি ইষ্ট্" গ্রন্থাবলী জুইশ্ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া", ট্রেভার "হিষ্টরি অব্ গ্রিক্ ইকনমিক্ থট্" মেনস্ "এন্‌সিয়েণ্ট্ লজ্", অ্যাশ্‌লি "ইংলিশ ইকনমিক্ হিষ্টরি", অলিভার "রোমান্ ইকনমিক্ কন্‌ডিশন্‌স্ টু দি ক্লোজ্ অব্ দি রিপাব্লিক্", হেনি "হিষ্টরি অব্ ইকনমিক্ থট্", মার্শ্যাল "দি ইকনমিক্‌স্ অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রি", কানিংহাম্ "ওয়েষ্টার্ণ সিভিলাইজেশন্ ইন্ ইট্‌স্ ইকনমিক্ আস্‌পেক্ট্‌স্, সেলিগ্‌ম্যান্ "প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন ইন্ থিওরি অ্যাণ্ড্ প্র্যাক্‌টিস্", স্মল "দি ক্যামারাল্‌িষ্ট্", ব্যাজেট্ "বায়গ্র্যাফিকাল্ ষ্টাডিজ্" শিপ্, "ওয়েলথ্ অব্ নেশান্‌স্", ম্যালথাস্ "এসে অন্ পপুলেশন্", বোনর্ "ম্যালথাস্ অ্যাণ্ড্ হিস্ ওয়ার্ক" প্রভৃতি।

বিদেশে থাকেন বলিয়া রবীন্দ্রবাবু খনিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকসংখ্যক বিদেশী পত্রিকা পাঠ করিবার সুযোগ পান না; তথাপি নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির সহিত তাঁহার যোগ আছে:—

ইকনমিক্ জার্ণ্যাল, আমেরিকান্ ইকনমিক্ রিভিউ, ইণ্ডিয়ান্ জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্‌স, কমার্শ্যাল এডুকেশন প্রভৃতি।

তিনি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্" ও "করওয়ার্ডে"র অর্থনীতি-বিষয়ক সকল প্রবন্ধই পাঠ করিয়া থাকেন।

কাপড় কাচা সাবানের মালমশলা আহরণের জন্য তিনি

১৯২৭ সনে হাজারিবাগের বহু গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক হাজারিবাগ শহরে "ঘোষেস্ সোপ" নামে কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি ১৯২৮ সনে গোলা গ্রামে (হাজারিবাগ জেলা) মুরগীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রবাবুর প্রণীত "আর্থিক চিন্তার ইতিহাস" বিষয়ক গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইতেছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(১)

ইনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়া বি, এ পাশ করেন। উক্ত পরীক্ষায় ধনবিজ্ঞান তাঁহার অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল। পরে কলিকাতায় ইনি "কমার্সে" এম, এ পড়েন। পাঠ্যতালিকা নিম্নরূপ :—বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান, ব্যবহারিক ব্যাঙ্কতত্ত্ব, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবসায়িক আইন, রেলওয়ের অর্থনীতি, হিসাব পরীক্ষা, বাণিজ্য-বিষয়ক ভূগোল ও অর্থতত্ত্ব।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রতিনিধি মারফৎ প্রস্তাব আনাইয়া বার্মিংহাম ইনষ্টিটিউট্ অব্ কমার্সের উচ্চবিভাগের ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা দেন ও তাহাতে উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র লাভ করেন। সেই বৎসর তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর এম, এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি দুইটা 'ল' পরীক্ষা দেন ও অল্পকাল পরেই একটা ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের ম্যানেজারি পাইয়া দিল্লী গমন করেন। তথায় ' কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় সেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া সিমলা চলিয়া যান। সিমলায় ৭।৮ দিন থাকিয়া ইনি রেলওয়ে বিভাগের কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিবার অনুমতি সংগ্রহ করেন। অতঃপর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি প্রতিযোগিতামূলক প্রাদেশিক আরও একটী পরীক্ষা দেন। এই সকল পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে কতকগুলি নূতন বিষয় শিক্ষা, বিশেষ করিয়া অনেক পরব-প্রাহিতা করিতে হইয়াছে। ঘুসি লড়াইয়ে কে দবার দেয়া, অ্যাপার কব্‌হাম্ কোন কোন স্থানে দম লইয়া অষ্ট্রেলিয়া পৌঁছিয়াছে, কে প্রথম সাঁতরাইয়া ইংলিশ প্রণালী পার হইয়াছে ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হোয়ার দেয়ার্ কায়াকে বলে, কান্টিলিভার ব্রিজ জিনিষটা কি, কিছুই বাদ যায় নাই। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সেষ আইন পরীক্ষা পাশ করেন ও তাহার কিছুকাল পরেই পুনরায় ইকনমিক্স বিষয়ে এম, এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

(২)

শেষের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কুচবিহারে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে একবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। বিনয় বাবুর সহিত সামান্য আলাপ হইলেও তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও কার্য্য-প্রণালীতে ইনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ওকালতী আরম্ভ করিয়াও ইনি একসঙ্গে চারিটী বি, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রের টিউশানি গ্রহণ করেন ও সেজন্য আবার ছাত্রের ন্যায় নিত্য পড়াশুনা করিয়াছেন। এই সকল ছাত্র পড়াইতে তাঁহার নিজেরও অনেক উপকার হইয়াছে। নিজের ছাত্র-জীবনে যে সকল বিষয় মনের সহিত লুকোচুরি করিয়া আধ-বোঝা কিংবা না-বোঝা অবস্থায় মাথায় পুরিয়া রাখিতে হইয়াছিল,—অধিক বয়স্ক ছাত্রদের জেরার চোটে তাহাই পুনর্ব্বার রোমন্থন করিয়া পরিপাক করিতে হইয়াছে। দুইটী বিষয় ইঁহাদের বুঝাইতে তাঁহার যথেষ্ট উদ্বেগ পাইতে হইত,—একটী মূল্যতত্ত্ব আর একটী ভারতীয় অর্থনীতি। শেষোক্ত বিষয় পড়াইতে গিয়া তিনি বেশ বুঝিতে পারেন যে, প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলি ঘটনাবাহুল্যে উক্ত বিষয় এমনি ভারাক্রান্ত এবং জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে, ঘটনাগুলির দিকে মন নিবদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রপাঠক ঘটনাবলীর অন্তরালস্থ প্রভাবনিচয়ের সন্ধান খুঁজিয়া পায় না। কোন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চাহিলে তাহারা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেন ঐ ঘটনা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা থেই হারাইয়া ফেলে। এইসকল দেখিয়া তিনি নিজ প্রণালীতে

পড়াইতে আরম্ভ করেন। বই বন্ধ করিয়া নিজ স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বলিয়া যাইতেন ও নোটের বদলে ছবি আঁকিয়া এবং অ্যালজেব্রার ইকোয়েশন দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে অনেক ঘটনা চাপা পড়িয়া যাইত, এমন কি ঘটনার আবৃত্তিতে কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদও থাকিয়া যাইত বটে; কিন্তু বিষয়টীর মূলসূত্রগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া যাইত। এই টিউশানির অভিজ্ঞতার ফলে জিতেনবাবু ভারতীয় কারেন্সি সম্বন্ধে ইংরেজীতে ইতিহাস-বাহুল্যবর্জ্জিত একটী ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহা এখন কুচবিহার কলেজের পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে ছাপা হইতেছে।

কুচবিহারে ইকনমিক্স কিংবা কমার্সের আধুনিকতম পুস্তকাদি না থাকায় পড়াশুনার সুবিধা হইত না। সেই কারণে ইনি ইতিহাস পড়ায় মনোনিবেশ করেন এবং পুনরায় ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। অবসর মত দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া "আর্থিক উন্নতি"তে পাঠাইয়াছিলেন, একটীর নাম "ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানের কার্য্যকৌশল", অপরটীর নাম "বীমা কোম্পানী ও ভারতীয় জীবনবীমা।"

ইহার পর হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পাইয়া ইনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের একটা চাকুরী পান। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইনি চেম্বারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই চেম্বারে নয়টী বিশিষ্ট কমিটী আছে—তাহারা বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে; চেম্বারের প্রচার ও অনুষ্ঠান, আয়ব্যয় ও আইন; পাট ও চট সংক্রান্ত বিষয়; চাউলতথ্য; তুলা ও কার্পাসবস্ত্রের খবর; চিনি, চা ও লবণ সম্বন্ধীয় কারবার; রাসায়নিক ঔষধাদির খবরাখবর; খনিজ দ্রব্যের কারবার; এঞ্জিনিয়ারিং ও কলকব্জা সংক্রান্ত বিষয়। এই সূত্রে জিতেনবাবু এক সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। ভারতীয় শিল্পগুলির অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই কমার্স যেসকল আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে সেইগুলি বিশেষতঃ ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম-নিয়ন্ত্রণ-মূলক আইনগুলি তাঁহার গবেষণার বস্তু হইতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আইন সম্বন্ধে তিনি লেখাপড়া করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। দেশী ও বিদেশী নানা পুস্তক ঘাঁটিয়াছেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-সহায়ক আইনের খসড়াটিও ইনি বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও সেজন্য তাঁহাকে মাদ্রাজ এবং বোম্বাই ও উড়িষ্যার আইনগুলি পড়িতে হইয়াছে।

ভারতীয় মৌলটেড নিষ্কাশনমূলক শিল্পের সহায়তা করিবার জন্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন সে সম্বন্ধে জিতেনবাবু নানা ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। তজ্জন্য যে যে বই বিশেষ করিয়া পড়েন তাহার নাম এই :—ম্যাণ্ডবুক অব্ কমার্শ্যাল ইনটেলিজেন্স, ইণ্ডিয়ান ইনডাষ্ট্রিয়াল কমিশন রিপোর্ট, ইণ্ডিয়ান ফিসক্যাল কমিশন রিপোর্ট, ইণ্ডিয়ান অ্যাগ্রিকাল-চারাল কমিশন রিপোর্ট, অ্যাগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিস্টিক্স অব্ ইণ্ডিয়া, দি বোর্ড ট্রেড অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া, লার্জ ইনডাষ্ট্রিয়াল এসটাব্লিশমেণ্টস অব্ ইণ্ডিয়া, চেম্বারের পত্রিকায় প্রকাশিত বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধেশ্বর দাস কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদি। ইংরেজীতে "রেলওয়ের বর্ত্তমানে আর্থিক দশা" নামক প্রবন্ধ মিষ্টার এডওয়ার্ড ডিকার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ-রেলওয়েজ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ইনি কলিকাতার বন্দর সম্বন্ধে নানা বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। পঞ্চাশখানি কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া ইনি এই বন্দর কর্ত্তৃক ভারতীয় শিল্পগুলি কতখানি পুষ্ট-পোষিত হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন ও তাহার ফলে দেখেন যে, বিদেশীয় কোম্পানীগুলি এই বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে যত মূল্যের অর্ডার পাইয়া থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এতদ্দেশীয় লোকের নিকট যায়। ক্যাপিট্যাল পত্রিকায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির লণ্ডন শাখার মিঃ হুইট উইলিয়ম্স্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করিয়া ইনি কিং জর্জ্জেস ডক্ বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করেন। ইহার জন্য ইনি ক্রমাগত একমাস ধরিয়া কলিকাতা বন্দরের

১৫ বৎসরের কার্য্য-বিবরণীগুলি উল্টাইয়া দেখিয়াছেন ও ১৫ বৎসরের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব-পত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

ইনি সেয়ার এবং টাকাকড়ির বাজার সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বিলাতী বাজারের টাকা লেনদেনের নানাবিধ হার সম্বন্ধে ইনি চেম্বারে কাজ লওয়া অবধি নোট টুকিয়া যাইতেছেন। সেয়ারের মধ্যে চা, রবার তামাক, সিল্ক ও কতকগুলি ব্যাঙ্কে সেয়ারের উঠানামাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। সবগুলির বিলাতী বাজারদর লক্ষ্য করা হইয়াছে। তা'ছাড়া বিলাতী বাজারে পাট, তুলা, রবার, চা প্রভৃতি কাঁচামালের দর কিরূপ উঠানামা করিতেছে তাহাও ইঁহার লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। এক্সচেঞ্জের বাজারও ইনি বাদ দেন নাই। নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন এবং রিপোর্ট হইতে ইনি গভর্ণমেণ্টের লেনদেন সম্বন্ধীয় খবরগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক হিসাবপত্রগুলি ইনি সংক্ষিপ্তভাবে টুকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের মাসিক বাণিজ্য-বিবরণীর চুম্বকগুলিও ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

অন্যান্য মত ইনি কমার্শ্যাল লাইব্রেরীতেও হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন। সেখানে যে যে পত্রিকা ইনি ঘাঁটিয়াছেন তাহার নাম দেওয়া হইল:—"ইকনমিষ্ট", "আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" "কোয়ার্টারলি জার্ণাল অব্ ইকনমিক্স" "দি ইকনমিক জার্ণাল" "দি ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট ট্রেড ডেভেলপার" "দি ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল" "ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার" "দি ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল" "কমার্স" "ক্যাপিটাল" "কমার্শ্যাল গেজেট" "ইণ্ডিয়ান ফিনান্স্" "ইণ্ডিয়ান ইনাশওরেন্স জার্ণাল", ইত্যাদি। গোপালন সম্বন্ধেও ইনি কিছু কিছু পড়িয়াছেন।

প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তাহার বহর কতখানি তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ইনি করিয়াছেন। সে জন্য ইনি যে যে বই ঘাঁটিয়াছেন তাহা এই: "সি বোর্ড ট্রেড অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া।" বুলক সাহেবের রিপোর্ট অন দি ইকনমিক ফিনানসিয়াল সিচুয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া। টেম্পল সাহেবের "রিপোর্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট কনডিশনস্ ইন পার্সিয়া।" মুনরো সাহেবের "রিপোর্ট অন দি ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিনানসিয়াল কনডিশনস্ ইন টার্কি।" "চায়না ইয়ার বুক (১৯২৮)।" "জাপান ইয়ার বুক (১৯২৮)" ইত্যাদি। অধিকন্তু ইনি ভারতীয় ব্যবসা, শিল্প, পথঘাট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানী, ইক্সচেঞ্জ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার পূর্ব্বলিখিত পুস্তকগুলিই যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের তত্ত্বাবধানে তিনি যে সকল কাজ করিতেছেন সেই সবই তাঁহার ধন-বিজ্ঞান-গবেষণার প্রধান আলম্বনগুলা। এই কর্ম্মক্ষেত্রই বর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র ল্যাবরেটরী স্বরূপ।

বোম্বাইয়ে বাঙ্গালী গহনাশিল্পী

[বোম্বেতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ কর্ণকারের সহিত জুয়েলারি ব্যবসায় সম্বন্ধে যে কথোপকথন হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রীহরিদাস সাহা]

প্রঃ—বোম্বেতে বাঙ্গালীদের প্রায় সত্তরখানি দোকান আছে, কিন্তু প্রত্যেক সাইন বোর্ডের নামের পিছনে আছে জুয়েলার; কিন্তু আপনাদের ও আরও দুই একজনের সাইন বোর্ডে কেবল "ডায়মণ্ড-সেটার" লিখা আছে। ব্যবসায়ের মধ্যে আপনাদের কোন পার্থক্য আছে কি ?

উঃ—না। এখানে যে সত্তরখানা বা ততোধিক "জুয়েলার" গহনা তৈয়ারী করিবার দোকান বাঙ্গালীদের আছে, তাহাদের সকলেরই এক ব্যবসায় এবং তাহাদের ব্যবসায়টী হইতেছে অহরতের গহনা তৈয়ারী করা। আর এই যে অহরতের গহনা তৈয়ারী করা, ইহার এক কথায় কোন শব্দ বাংলায় আছে কিনা আমি পনর বৎসর যাবৎ অনুসন্ধান করিয়া জানিত পারি নাই।

প্রঃ—আপনি বোম্বেতে কত দিন আছেন ?

উঃ—চব্বিশ বৎসর।

প্রঃ—এ ব্যবসায় কতদিন যাবৎ করিতেছেন ?

উঃ—বার বৎসর। ইং ১৯১৪ সন হইতে আমি এই ব্যবসায় একলা চালাইতেছি।

প্রঃ—আপনার বয়স কত ?

উঃ—৩৭ বৎসর।

প্রঃ—চব্বিশ বৎসর বয়সে আপনি এ ব্যবসায় আরম্ভ করেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—ইহার পূর্ব্বে কি করিতেন ?

উঃ—ইহার পূর্ব্বে ৪ বৎসর আমার পিতা এবং কাকার নিকট কাজ শিক্ষা করিয়াছি।

প্রঃ—তাহা হইলে দশ বৎসর বয়সে এ ব্যবসায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—ইহার পূর্ব্বে কি পড়াশুনা করিতেন ?

উঃ—বার তের বৎসর বয়সে আমি পিতার সহিত বোম্বেতে আসি। বোম্বে আসিয়া অসুখ ইত্যাদিতে প্রায় তিন বৎসর কাটে। তারপর ২য় বৎসর সেণ্ট জেভিয়ার স্কুলে পড়ি। সেখানে ৪র্থ মান অবধি পড়িয়াছি। ইং ১৯১২ সনে কাজে ভর্ত্তি হই। ঘর ঝাড়া, বাসনমাজা, রান্না, বাজার করা, দোকানের কারিগরদের ফরমায়েস যোগান দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু গহনা পালিশ করা শিক্ষা করি। তারপর কারিগরদের সঙ্গে গড়নের কাজ করা শিক্ষা করি। ১ বৎসর গড়নের কাজ করার পর পিতার হঠাৎ প্লেগে মৃত্যু হওয়ায় বহুরখানেক কাজ কর্ম্মে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তা ছাড়া ইং ১৯১৪ সনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহাতে এ কাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৯১৪ সনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে ভাগে কাজ করিয়াছিলাম। ১৯১৫ সনে খুড়া মহাশয় আলাদা হইয়া যান ও তখন হইতে আমার মাথায় এ কারবারের ভার পড়ে।

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি স্বাধীনভাবে নিজের

নামে এ পর্য্যন্ত ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছেন। তবে সাইনবোর্ডে আপনার পিতার নাম আছে কেন? বিশেষতঃ আপনার নাম শ্রীযতীন্দ্রনাথ কর্ম্মকার; কিন্তু সাইন বোর্ডে আপনার পিতার নাম যাদবেন দাস রহিয়াছে কেন?

উঃ—আমাদের "দাস" উপাধি নয়। আমার মাতামহের "দাস" উপাধি এবং তিনি বোম্বাইয়ে এ ব্যবসায়ে প্রথম বাঙ্গালী। তিনিই এ ব্যবসায়ে আমার পিতা মহাশয়কে দিয়া যান। তারপর আমার ইচ্ছা নয় যে "দাস" উপাধি রাখি, অথচ সাইনবোর্ডে পিতার নাম অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকায়, হঠাৎ বদলাইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে তাই ঐ নামই রাখিয়াছি।

প্রঃ—অনুমান করিতে পারেন এ ব্যবসায়ে বাঙ্গালীরা কত বৎসর যাবৎ করিতেছেন?

উঃ—আন্দাজ ৬০।৬৫ বৎসর।

প্রঃ—ইহার মধ্যে কেহ কি কেবল জহরতের ব্যবসায় করিয়াছেন?

উঃ—না।

প্রঃ—তবে অনেকের সাইনবোর্ডে "জুয়েলার" লেখা আছে কেন?

উঃ—অনেকেই কারিগরি কাজের সঙ্গে জহরতের ব্যবসায় অর্থাৎ জহরত বেচাকেনা এক আধটু করিয়া থাকেন।

প্রঃ—তবে কি আপনি মোটেই করেন না?

উঃ—হৎসামান্য, তাহা উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রঃ—আপনার এত পুরাতন দোকান—কেন আপনি এ ব্যবসায় বেশী করেন না?

উঃ—যেহেতু অনেক টাকার দরকার। দ্বিতীয়তঃ জহরৎ চেনায় খুব বেশী নজরের দরকার। তৃতীয়তঃ এ বেশীর ভাগ গুজরাটী, মাড়োয়ারী এবং ইউরোপীয়ানদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠা যায় না।

প্রঃ—তবে কি কারিগরী হিসাবে আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কেউ নাই?

উঃ—১০।১২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল না। উপস্থিত মাদ্রাজী, মারাঠা ও অন্যান্য কারিগর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় ৮।১০ বৎসর পরে বাঙ্গালীদের একপ্রকার এ ব্যবসায় হইতে তল্পী তল্পা উঠাইতে হইবে।

প্রঃ—এই অধঃপতনের কারণ কি?

উঃ—এই অধঃপতনের মূলকারণ তিনটি। (১) অশিক্ষিত বাঙ্গালীর হাতে এ ব্যবসায় রহিয়াছে। (২) অন্যান্য জাতিকে কাজ শেখান। (৩) কাজ সম্পূর্ণ না শিখিয়া ব্যবসায় করা।

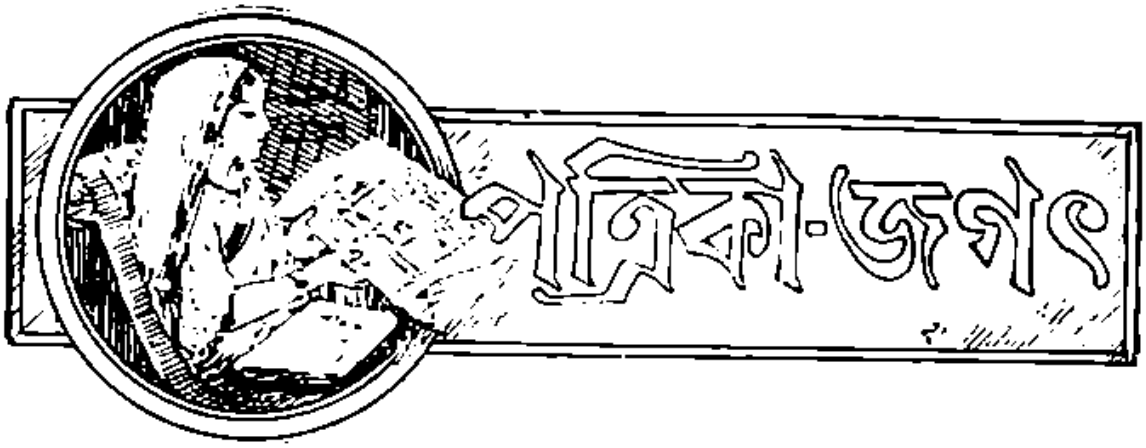

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

বিগত অক্টোবর-নবেম্বর সংখ্যায় মি, ওলডেট্টি মহোদয় ইতালীয় ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক জেনারেল কনফেডারেশান অব ইতালীয়ান ইণ্ডাষ্ট্রির জেনারেল সেক্রেটারী। এই প্রবন্ধে ইতালীয় শিল্প-জগতের খানিকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। আমরা এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১৮৮০ সনের পূর্ব্বে আধুনিক বিরাট শিল্প-কারখানার চিন্তা ইতালীয়ান পুঁজিপতিদের মাথায় প্রবেশ করে নাই। তখনকার দিনেও আধুনিক ধরণের কল-কারখানা সাজসরঞ্জাম অল্পবিস্তর ইতালীতে ছিল ইহা সত্য; কিন্তু ১৮৯০ সনের ও দিকে বড় বড় শিল্প কারখানা ইতালীর বুকে গড়িয়া উঠে নাই। ঐ সময় থেকে ইতালীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনে একটা ওলটপালট আরম্ভ হয়। উত্তর প্রদেশেই প্রথম শিল্প কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। ১৯০০ সন হইতে ইতালীর মজুরগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। তখন হইতেই শিল্প-বিবাদ সুরু হয়; এবং এখানে সেখানে মজুরদের চরম অস্ত্র ষ্ট্রাইক বা ধর্ম্মঘটেরও আশ্রয় লওয়া হয়। মনিব, কলকারখানার মালিকরাও নিশ্চেষ্ট থাকেন না। তাঁহারাও পাল্টা ধনিক সঙ্ঘ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। টিউরিন, জেনোয়া ও মিলান প্রভৃতি সহরের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের এবং লণ্ডার্ডি, পিডমণ্টের বস্ত্র শিল্পের মালিকগণ কতকগুলি জোট কায়েম করেন। ১৯০৮ সনে এই ধরণের কতকগুলি সঙ্ঘ একতাবদ্ধ হইবার সঙ্কল্প করে। ইহার ফলে টিউরিন কেন্দ্রে পিডমণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফেডারেশান প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিক ও ধনিক উভয়ের আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। যুদ্ধের সময় ইতালী উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়মন করিবার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মবিলিজেশান কমিটি নামক কতকগুলি দপ্তর সৃষ্টি করেন। মালিক ও মজুরদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করাও ঐ সকল কমিটির উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সকল কমিটি ৪ বৎসর ইতালীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রভুত্ব চালায়। যুদ্ধের পর এগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কাজ করিতে হয় তাহা এই সকল কমিটি প্রমাণ করিয়া যায়। সুতরাং এগুলির অভাব ইতালিয়ান ধনিকগণ উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন। ১৯১৯ সনে টিউরিন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লিগের আহ্বানে ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ একত্র এক কনফারেন্সে মিলিত হন এবং ঐ সভায় জেনারেল কনফেডারেশান অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী নামক বিরাট শিল্পসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাকে সর্ব্বদল-শিল্প-সম্মিলন বলা চলে; কারণ সকল প্রকার শিল্প-স্বার্থের সমন্বয় ঘটাইয়া ব্যাপক ভাবে দেশের আর্থিক উন্নতি করাই এই সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য। ইহার কর্ম্মপদ্ধতিতে ধনিক শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণেরই কথা আছে বটে; কিন্তু ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণের বেশীর ভাগ ইতালীয় পুঁজিপতি।

সরকার ও গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য

ার কার্ল প্রিব্রাম দ্বিতীয় প্রবন্ধে ইয়োরোপের

গৃহনির্মাণ ও ঘর ভাড়া বিষয়ক আইন কানুনের কড়াকড়ির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। লেখক জেনেভার ইন্টার্ণ্যাশনাল লেবার অফিসের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইয়োরোপে গৃহনির্মাণের কাজ কিরূপভাবে চলিতেছে ও ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গৃহ-নির্মাণে ও ঘর প্রভৃতি বিষয়ে কি ধরণের আইনকানুন পাশ হইয়াছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল দেশে সরকারী সাহায্যে কিরূপ গৃহনির্মাণের কাজ চলিতেছে তাহা এই প্রবন্ধপাঠে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

যুদ্ধের সময় অন্যান্য দেশের মত বিলাতেও গৃহ-নির্মাণ-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। আইন প্রণয়ন দ্বারা বাড়ী ভাড়া এরূপ কম করা হয় যে, ব্যক্তি-বিশেষ আর গৃহ নির্ম্মাণের কাজে টাকা চালিতে প্রস্তুত হয় না। কারণ ইহা সেরূপ লাভজনক ব্যবসা নয়। যুদ্ধের পর ১৯১৯ সনে তদানীন্তন স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাক্তার এডিসনের আমলে হাউসিং ও টাউন প্লানিং অ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইনের বলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বা সাধারণ জনমঙ্গল-সমিতি প্রভৃতি সমিতি নগরোন্নতি বা গৃহনির্ম্মাণ যোজনাবিধার ঘাটতি টাকা সরকারের নিকট হইতে ধার লইবার অধিকারী হয়। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বা নগরোন্নতি সমিতি কর্ত্তৃক গৃহনির্ম্মাণের কাজ সম্পাদিত হইতে থাকিলে সরকার ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐসকল প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি অর্থ পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহনির্ম্মাণের জন্য সরকার ৪০ হইতে ৬৫ পাউণ্ড বাৎসরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হন। এইভাবে বিলাতে ১৭৬ হাজার নূতন গৃহের জন্য সরকার ৬০ বৎসর ধরিয়া প্রতি সন ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করেন। ব্যক্তি-বিশেষকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য গৃহের আয়তন-মাফিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথম প্রথম গৃহ প্রতি ১০০ হইতে ১৯০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইতে থাকে। পরে ১৯২০-২১ সনের শিল্প-সঙ্কটতা বা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্লাম্পের সময় ঐ সাহায্য ২৩০ হইতে ২৬০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত করা হয়। ঐ সময় গৃহ নির্ম্মাণের মাল সরঞ্জাম মালমশলার দাম খুব চড়িয়া যায়; সরকারও অনির্দ্দিষ্টভাবে সাহায্য দিতে থাকেন। ফলে বাজারখানায় ঘাটতি পড়া সুরু হয়।

১৯২১ সনের ২১শে জুলাই স্বাস্থ্য-মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। সরকার সকল প্রকার নূতন গৃহনির্ম্মাণের যোজনাবিধায় অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। যে সকল গৃহনির্ম্মাণ যোজনাবিধা সরকারের হাতে ইতিপূর্ব্বেই ছিল কেবল সেইগুলিকে সাহায্য করিতে থাকেন। ফলে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণরূপে স্থগিত থাকে। ইহার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণের মালমশলার দাম পড়িয়া যাওয়ায় ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক গৃহ নির্ম্মাণের কাজ পুনঃ আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহাদের এই প্রচেষ্টা খুবই অল্পচুর বলিতে হইবে; কারণ যুদ্ধের সময় গৃহনির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় বিলাতে ৪০ লক্ষ গৃহ ঘাটতি পড়িয়া যায়।

১৯২৩ সনে সরকার অন্য এক আইন দ্বারা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক আরব্ধ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গৃহ প্রতি বাৎসরিক ৬ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য দিবার সময় করেন। এই আইন প্রণয়নের ফলে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ পুনঃ আরম্ভ করা হইলেও গরীব লোকদের বাসস্থানের এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করা হয় না।

১৯২৪ সনে লেবার পার্টির হাতে মন্ত্রিত্ব আসে। লেবার পার্টির নূতন যোজনাবিধায় সরকারী সাহায্যে নির্ম্মিত গৃহগুলি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয় এবং সেগুলি ভাড়া দিবার বন্দোবস্ত করা হয়। লেবার পার্টি সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক ৯ পাউণ্ড করিয়া ধার্য্য করেন ও সরকারী সাহায্যের মিয়াদ ৪০ বৎসর নির্দ্ধারিত করেন। পল্লী অঞ্চলে বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ সাড়ে বার পাউণ্ড করা হয়।

লেবার গভর্ণমেণ্ট গৃহ-নির্ম্মাণের এক বিস্তারিত যোজনাবিধাও প্রস্তুত করেন। এই যোজনাবিধায় উল্লেখ থাকে যে, সরকার পনর বৎসরের জন্য ২৫ লক্ষ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। কতকগুলি সর্ত্তও যোজনাবিধায় রাখা হয় যে, প্রয়োজন বোধ করিলে সরকার বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ কম করিতে পারিবেন।

১৯২৩ সন হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে বিলাতে ৩৩২,৫৮৩খানি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়। ইহার জন্য সরকারের বাৎসরিক ১৫ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ব্যয় হয়। ইহা ছাড়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতেও প্রায় ঐরূপ ব্যয় হয়। ১৯২৬ সনে আবার গৃহ নির্ম্মাণের ভার মন্ত্রণার হাত চড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে বল্ডুইন মন্ত্রীসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়। ইঁহারা গৃহ নির্ম্মাণের বাৎসরিক সাহায্য ১৯২০ সনের আইন কর্ত্তৃক যাহা ৩ পাউণ্ড হইতে ৫ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়া ছিল এক লাফে মিনিষ্ট্রি ১৯২৪ সনের আইন কর্ত্তৃক যাহা ৯ পাউণ্ড হইতে ৭ পাউণ্ডে কমাইয়া ফেলেন।

১৯১৯ সন হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিলাতে মোট ৯ লক্ষ গৃহ নির্ম্মিত হয়। এতগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইলেও বাসস্থানের সমস্যা দূর হয় না। বাড়ী ভাড়া ক্রমেই চড়িতে থাকে ও এখনও চড়িতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমানে ঘরভাড়ার হার শতকরা কেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে খাদ্য, কাপড়-চোপড়, আলো, উত্তাপ প্রভৃতির খরচ যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় শতকরা ১৮০ ভাগে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণির গৃহনির্ম্মাণ ব্যবস্থা

মুদ্রা যে পর্য্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত (ষ্টাবিলাইজড) না হয় সে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণিতে ধারাবাহিকভাবে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ চলিতে পারে না। বিগত ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে ফেডারেল মিনিষ্ট্রি অব লেবার বলিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধ ও ইহার পরবর্ত্তী আর্থিক সংস্কারের ফলে জার্ম্মাণিতে ৬ লক্ষ গৃহ ঘাটতি পড়িয়াছে। এগুলি পূরণ করা ছাড়া নূতন গৃহের চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতিসন দুই লক্ষ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

বিগত ১৯২৭ সনে যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থার তুলনায় জার্ম্মাণিতে ঘরভাড়া শতকরা ১২৫ ভাগে চড়িয়া যায়। কিন্তু এই সংখ্যা সাধারণ জীবন যাপনের ব্যয়কাঠির তুলনায় এখনও শতকরা ২৫ ভাগ কম আছে।

চেকোশ্লোভার গণতন্ত্রে গৃহ-নির্ম্মাণের কাজ খুব "কড়োর" ভাবে চালান হইতেছে। বিগত ১৯২০ সন হইতে ঐ গণতন্ত্রে রাতারাতি আইনকানুন অনেকটা শিথিল করিয়া ফেলা হইয়াছে। এক দিকে উচ্ছেদের নোটিশ দিবার মিয়াদ কমান হইয়াছে ও অন্য দিকে ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রাগ সহরের একটি শ্রমজীবী পরিবারকে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ভাড়ার আড়াইগুণ ভাড়া দিতে হয় এবং খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য সওয়া সাতগুণ বেশী খরচ করিতে হয়। বর্ত্তমানে প্রাগের শ্রমজীবী পরিবারকে তাহাদের আয়ের শতকরা সাড়ে ছয় হইতে সাড়ে তের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় করিতে হয়।

"নিয়ার ইষ্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া"

নিকট প্রাচ্য ও ভারতবর্ষ বিষয়ক বিলাতী পত্রিকা। নবেম্বর প্রথম সংখ্যার আর্থিক বিভাগে আছে: (১) বুলগেরিয়ার ঋণ, (২) ব্যবসা বাণিজ্য ও রুমানিয়ার ঋণ, (৩) মতিফিয়া এষ্টেট (ইরাক), (৪) পি, এণ্ড ও কোম্পানীর লভ্যাংশ, (৫) অ্যাংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর লভ্যাংশ—১৯২৭-২৮ সনে এই কোম্পানী ৩,১১২,৫২৯ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে, পূর্ব্ব সনে লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ৪,৬০৫,৪৪৪ পাউণ্ড। (৬) আসাম রেল কোম্পানী, (৭) রুমানিয়ান রেলওয়ের পুনর্গঠন, (৮) গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা। (৯) স্বার্থার ফলের বাজার।

"ইলেক্ট্রিশিয়ান"

ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং। শিল্প, বিজ্ঞান ও পুঁজি বিষয়ক সর্ব্বপুরাতন বিলাতী সাপ্তাহিক। ১৮৮১ সনে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞাপন ও পঠনযোগ্য বিষয় সমেত প্রায় ৮০ পাতার মাল থাকে। বিগত ২৬শে অক্টোবর সংখ্যায় আছে (১) বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রণালী, (২) এডিসনের প্রদীপ, (৩) আমেরিকার ঐশ্বর্য্য, (৪) হাইস্পিড সার্কিট ব্রেকার, (৫) নর্থ ওয়েষ্ট ইংলণ্ড ও উত্তর ওয়েলসের বিদ্যুৎ যোগা-যোগ, (৬) ওয়েম্বলি মেলায় বিদ্যুৎ বিভাগের নূতনত্ব, (৭) অষ্ট্রেলিয়ার বিদ্যুৎ কমিশন, (৮) ঘরোয়া বিদ্যুৎ সাজসরঞ্জাম, (৯) পল্লীতে বিদ্যুৎ প্রচলন যোগাযোগ

(১০) বিভিন্ন দেশের বৈদ্যুতিক জিনিষ পত্র আবিষ্কারের সংবাদ।

"জার্ণ্যাল অব্ দি মিনিষ্টার অব্ এগ্রিকালচার"

বিলাতের কৃষি-মন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। নভেম্বর সংখ্যায় আছে:—(১) বিলাতের আপেল শিল্প, (২) ইংল্যণ্ড ও ওয়েলসের বাজার ও মেলা, (৩) জাতীয় ইন্দুর সপ্তাহ, (৪) ইয়োরোপ মহাদেশে টাটু ও মাদি ঘোড়া রপ্তানী, (৫) মেয়েদের জন্য পল্লীজীবন বিজ্ঞান, (৬) উত্তর ওয়েলসে কৃষি সমবায়, (৭) রুটি-ওয়ালা মিঠাইওয়ালাদের সম্মিলনী, (৮) ধান-খড়ের আর্থিক উপযোগিতা (সচিত্র), (৯) নিখুঁত ডিম উৎপাদনের উপায় (সচিত্র), (১০) গম সম্বন্ধে খুব বেশী সার দিবার উপকারিতা, (১১) ডিম-বাজারের সোনাবিদা, (১২) সার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, (১৩) অশ্ব-উৎপাদন ব্যবসা।

"জার্ণ্যাল অব্ পলিটিকাল ইকনমি"

শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ধন-বিজ্ঞান পত্রিকা। অক্টোবর ১৯২৮ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে ওহিও ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের এ, বি, উলক মহোদয় ৩০ পৃষ্ঠা ধরিয়া মহাযুদ্ধের পরবর্তী লোক-সংখ্যা সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের আলোচনা ও মন্তব্য এই সংখ্যাতেই খতম হয় নাই, পরবর্তী সংখ্যায়ও চলিবে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্, ডি, এডি মহোদয় যুক্তরাষ্ট্রের মজুত স্বর্ণের অধিপ করিয়াছেন। পেন-সিলভেনিয়ার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রাইনহলক জে, হক্ডে পরবর্তী প্রবন্ধে ১৮৯০ হইতে ১৯১৪ সন পর্য্যন্তের সোস্যালিষ্ট চিন্তার পরিমাপ করিয়াছেন। কানাডার হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে তাহা ওহিওর ডিফায়েন্স কলেজের জে, এস প্রেস্টিস মহোদয় অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। মোটের উপর এই সংখ্যা উন্নত আর্থিক চিন্তাধারা দ্বারা ভরপুর।

রেল মাশুলের হার

"দি ল অ্যাণ্ড প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব্ রেলওয়ে রেট্‌স্ রেট্‌স্" (রেলমাশুলের হার সম্বন্ধে তত্ত্ব ও আইন) শ্রীযুক্ত কলাপ সি, শ্রিনিবাসন্ এম, এ কৃত ও বি, জি, পান এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত (মাদ্রাজ) একখানি ধনবিজ্ঞানের বই। বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন স্বয়ং স্যর সি, এ, ইলেল, কে, সি, এস, আই মহোদয়।

গ্রন্থকার "দি রেলওয়ে রেট্‌স অ্যাডভাইসারি কমিটি" অর্থাৎ "রেলমাশুল সম্বন্ধে পরামর্শ সভা"র প্রথম সেক্রেটারি। এই হিসাবে তিনি যেরূপ স্থান হইতে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় সেরূপ স্থান হইতেই যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। সুতরাং তিনি এই পুস্তকখানি বিশেষ যোগ্যতার সহিত লিখিবার জন্য এমন সুবিধা ও উপায় পাইয়াছেন যাহা অপরের পক্ষে সম্ভবপর নয়। পুস্তকখানিতে প্রধানতঃ রেলওয়ে বিভাগের "আর্থিক-নীতি"র স্বরূপটা সর্ব্বসাধারণের নিকট খোলসা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এই বিষয়ে কেহই সেরূপ মাথা ঘামাইতে চেষ্টা করে নাই। অল্পকথায় বলিতে গেলে বইখানিতে রেলওয়ের ইতিহাস, অর্থনীতি, আয় ব্যয়, তথ্য-সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে মাথা খেলান হইয়াছে এবং এই সমস্ত দরকারী বিষয়গুলি বিশদভাবে লিখিত রহিয়াছে। এই বইয়ের অন্তর্নিহিত যে গুণ আছে কেবলমাত্র তাহার জন্যই ইহার পড়ুয়ার সংখ্যা মিলিবে ঢের। এছাড়া গ্রন্থকারের রচনাপদ্ধতি ইহাকে প্রকৃত-রূপেই জন-প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

'শক্ত টাকার' দেশ—কালিফোর্ণিয়া

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়া রাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ ("ব্যাঙ্কিং অ্যান এম্পায়ার : ব্যাঙ্কিং ইন্ কালিফোর্ণিয়া") প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৪ ভলিয়ুমে সমাপ্ত। সর্ব্বসুদ্ধ ১৯৯০ পৃষ্ঠা। প্রকাশক শিকাগো সহরের এস্, জে ক্লার্ক। গ্রন্থকার—অধ্যাপক ইরা, বি, ক্রস। গ্রন্থখানির মূল্য ৪০ ডলার।

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশই ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় আলোচনাতেই ভরপুর। ১৮৪৯ সন (এই সনে কালিফোর্ণিয়াতে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়) হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর যত ব্যাঙ্ক কালিফোর্ণিয়াতে উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক, জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্ক, ফেডারল্ রিজার্ভ প্রণালীর আবির্ভাব, শ্রমিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, শাখা ব্যাঙ্কের প্রসার, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় এইরূপ প্রচুর তথ্য ও মালমশলা এই গ্রন্থটীতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিংএর আলোচনাতেই গ্রন্থখানির অধিকাংশ পূর্ণ হইলেও, কালিফোর্ণিয়ার মুদ্রার ইতিহাসটাই (অনেক স্থান অধিকার করিলেও) সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক অংশ। কাগজী মুদ্রার প্রতি কালিফোর্ণিয়াবাসীদের বিদ্বেষের কারণ কি, এই বিদ্বেষ কত দিন স্থায়ী ছিল এবং ইহা কিরূপে দূরীভূত হইল এই সকল কথা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কালিফোর্ণিয়াতে কোন প্রকার মুদ্রা ছিল না—জিনিষের সহিত জিনিষের অদলবদল করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। ১৮৪৬ হইতে ১৮৪৮ সন পর্য্যন্ত চর্ম্মি, চামড়া, ঘোড়া ও গৃহপালিত অন্য মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৮৪৮ সনে কালিফোর্ণিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। সেই সময় কালিফোর্ণিয়ার মুদ্রা-প্রণালী

অনেকটা উন্নত হয়। ১৮৪৯ সনে কালিফোর্ণিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। সেই সময় হইতে প্রধানতঃ গুঁড়া সোনাই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। গুঁড়া সোনা ব্যতীত সোনার তাল, কে-সরকারী সোনার মুদ্রা, ন্যূন-মূল্য বিদেশী মুদ্রা—এইগুলাও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৮৫৪ সনে সানফ্রানসিস্কো সহরে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কালিফোর্ণিয়ার মুদ্রা-রাজ্যের অরাজকতা অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়।

কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রতি বিদ্বেষের জন্য কালিফোর্ণিয়া বিখ্যাত। এই বিদ্বেষের কারণ প্রধানতঃ দুইটী :—(১) কালিফোর্ণিয়াতে সোনা এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সোনার অভাব মোটেই ছিল না; কালিফোর্ণিয়াতে উৎপন্ন সোনা যদি আবশ্যক মত মুদ্রার চাহিদা যোগাইতে অসমর্থ হইত, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বদিকস্থ রাষ্ট্রগুলার ন্যূন-মূল্য নোট যে কালিফোর্ণিয়াকে ছাইয়া ফেলিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। (২) যে সকল ব্যক্তি কালিফোর্ণিয়া রাষ্ট্রের প্রথম শাসন-নীতি প্রণয়ন করেন তাঁহারা কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট লোকসান দিয়াছিলেন। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকায় জন্য তাঁহারা শাসন-নীতিতে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন যে, কালিফোর্ণিয়া রাষ্ট্রে কোন প্রকার কাগজী মুদ্রা বাহির করা হইবে না বা বাজারে চলিত হইতে দেওয়া হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের "স্বদেশী যুদ্ধে"র মত সঙ্গীন সময়েও কালিফোর্ণিয়াতে কাগজী মুদ্রা চলিত হইতে পারে নাই; যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নোট ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যাঙ্কগুলার নোট—দুই প্রকার নোটই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। যাহারা নোট ব্যবহার করিয়াছিল প্রকাশ্যে তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছিল।

"স্বদেশী যুদ্ধে"র সময় কালিফোর্ণিয়া নোটের ব্যবহার এড়াইয়াছিল, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় এড়ানো আর সম্ভব হইল না। যুদ্ধের চাপে বাধ্য হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে যেখানে যত সোনা আছে তাহা জড় করিতে বাধ্য হইলেন। যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট কালিফোর্ণিয়া গভর্ণমেণ্টকে ঐ বন্দোবস্তে রাজী হইতে অনুরোধ করিলেন। কালিফোর্ণিয়া গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইলেন। ফলে কালিফোর্ণিয়াতে ফেডারল্ রিজার্ভ নোট ও ফেডারল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট চলিত হইল। গভর্ণমেণ্টের খাজনা দিবার সময় (সোনার টাকার পরিবর্ত্তে) নোটের সাহায্যে খাজনা দিবার অনুমতিও দেওয়া হইল। কয়েক বৎসর পরে যুক্তরাষ্ট্র-গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিব কালিফোর্ণিয়ার ব্যবহারের জন্য সোনার মুদ্রা লইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকে নোট ব্যবহারের সুবিধা বুঝিয়াছিল বলিয়া সোনার টাকা ব্যবহারে তাহাদের আর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না।

ধাতুর টাকার প্রতি অত্যধিক টানের জন্য ও কাগজী মুদ্রার প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের জন্য কালিফোর্ণিয়ার নাম দেওয়া হইয়াছে "হার্ড মানি ষ্টেট" (শক্ত টাকার দেশ) কাগজী মুদ্রার সুবিধাগুলা না বুঝা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কালিফোর্ণিয়ার ধাতু-মুদ্রার প্রতি অত্যধিক প্রীতির পক্ষেও ২।১টী কথা বলা চলে, যেমন (১) সোনার টাকা চলিত থাকায় কালিফোর্ণিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সোনার টাকা চলিত থাকায় কাগজী মুদ্রার (চাহিদার তুলনায়) অত্যধিক বৃদ্ধি কালিফোর্ণিয়াতে কখন দেখা দিতে পারে নাই।

গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাঙ্কিং বিষয়ে গ্রন্থখানি যে একটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবে সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই।

পুসা সরকারী কৃষি-গবেষণাগারের কার্য্য-বিবরণী (১৯২৬-২৭)

এই রিপোর্টে পুসা কৃষি-গবেষণাগারের অধ্যক্ষের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী, সরকারী উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ কৃষি-রসায়নবিৎ কৃষি-ব্যাকটিরিয়োলজিষ্ট, মাইকোলজিষ্ট অর্থাৎ বিবরজ্ঞ, কীটতত্ত্বজ্ঞ, সরকারী ডেয়ারি বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির এবং আরও অনেক সরকারী কর্ম্মচারীর কার্য্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এক একটী শস্য কিরূপ

উৎপন্ন হয় তাহা এই বিবরণী-পাঠে জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া কোন এক প্রদেশের বা দেশের শস্যের বীজ অন্য প্রদেশে বা দেশে বপন করিলে কি ফল হয় তাহাও পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহার পর বৈজ্ঞানিক সারের উপকারিতা সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান লাভ হয় এই বিবরণী পাঠে। পুসা কৃষিক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ক্ষেত্র-প্রস্তুত-করণ বীজ-নির্ব্বাচন, সার-নির্ব্বাচন ও প্রধান করিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রবের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে নয়া যুগের চাষীকে। নানাপ্রকারের উদ্ভিদ্-রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে ও কীটপতঙ্গাদির হাত থেকে শস্যক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইয়াছে এবং তাহার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

পুসার এই বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত সরকারী ডেয়ারি-বিশেষজ্ঞের কার্য্য-বিবরণীও দেশের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। কারণ গাছ গাছড়া ছাড়া পশু থেকেও আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। পশুর মাংস, পশুর দুগ্ধ দুই আমাদের খাদ্য। দুধ বাংলার একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ডেয়ারি বিশেষজ্ঞ মহাশয় পুসা সরকারী গো-শালায় বিলাতী ষাঁড় ও মন্টোগোমারি, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের গাভীর দ্বারা বাছুর উৎপাদন করাইয়াছেন। এই গো-অাঁশলা গরুর দুধ দেশী গরুর চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী হইতেছে। বিলাতের আয়রশায়ার নামক স্থান হইতে ষাঁড় আনা হইয়াছে। গো-অাঁশলা আয়ার মন্টোগোমারি গাভীর বাঁটও হয় অনেক বড় বড়; এই গো-অাঁশলা গরু উৎপাদন ছাড়া সরকারী বিশেষজ্ঞগণ গরুর খাদ্য সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছেন। ভারতীয় বিচালী গরুর কিরূপ পুষ্টি সাধন করে, বিচালী সহজে হজম হয় কি না, ধানের বিচালী ভাল কি অন্য বিচালী ভাল এ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও স্থির করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে চিনি বা আক বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। চিনি সম্বন্ধে যাহা যাহা ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ, ভারতে এক সময়ে চিনি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও আজ ভারতকে তাকাইয়া থাকিতে হয় জাভা, কিউবা প্রভৃতি দেশের দিকে। এক প্রদেশের বা স্থানের আকের বীজ ভিন্ন প্রদেশের বা স্থানের ক্ষেত্রে লাগাইলে ফল কিরূপ হয় তাহা দেখান হইয়াছে এই বিবরণীতে। আজকাল পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কইম্বাটুর আকের আবাদের হেওয়াজ পড়িয়া গিয়াছে। ইয়োরোপীয় ক্ষেত্রপতিরা স্থির করিয়াছেন যে, কইম্বাটুরের আক ছাড়া অন্য আক তাহারা আর লাগাইবে না। কইম্বাটুরের আকের আবাদের ফলে পাঞ্জাব, ও উত্তর বিহারে শতকরা ৫০ টাকা ও যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৮০ টাকা বেশী লাভ হইয়াছে।

সরকারী সুপার রিডরোর রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতে চিনির উৎপাদন বৎসরের পর বৎসর ধীর গতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে গুড় হইতে বেশী মাত্রায় চিনি হইত, এখন আক হইতেই বেশী হইতেছে, গুড়ের হেওয়াজ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, কারণ সরাসর আক হইতে চিনি উৎপাদনে খরচ হয় অল্প।

সহর-ভেদে খরচের প্রার্থক্য

একই দেশের নানা সহরে জীবনযাত্রার খরচ কিরূপ, সহর-ভেদে খাওয়া-পরার খরচ বাড়ে কমে অথবা সমানই থাকে, এই বিষয়ে অনুসন্ধান যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক জিনিষ তাহা সহজেই বুঝা চলে। মার্কিনরা এই বিষয়ে একটা অনুসন্ধান চালাইয়াছে। ৮টী বড়, ৪টী মাঝারি ও ৬টী ছোট সহরে খাওয়া পরার খরচ কিরূপ পড়ে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হইয়াছে। খাওয়া পড়ার খরচের মধ্যে নিম্নলিখিত খরচগুলা ধরা হইয়াছে :—খাদ্যের দাম, বাড়ী ভাড়া আলানি দ্রব্য ও তেলের খরচ, কাপড়চোপড়ের খরচ, এতদ্ব্যতীত খুচরা খরচ। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, এক জন মজুর তাহার স্ত্রী ও দুইটী সন্তান ইহাদের মার্কিন মাপকাঠি বজায় রাখিয়া ভরণ-পোষণের জন্য গড়ে নিম্নতম খরচের হার এইরূপ :—

বড় সহরে—১,৪৪২ ডলার (ক্লিভল্যাণ্ডে) হইতে (১৬২৮

ডলার (নিউইয়র্কে)। মাঝারি সহরে—১,৫০৪ ডলার (ডেটনে) হইতে ১৬১৮ ডলার (রেডিংএ)। ছোট সহরে—১,৪৪২ ডলার (ম্যারিয়নে) হইতে ১,৫৬৭ ডলার (লকপোর্টে)।

দেখা যাইতেছে যে, বড় ও মাঝারি সহরগুলার খরচে বিশেষ তফাৎ নাই, তবে ছোট সহরগুলাতে খরচ সামান্য একটু কম।

অনুসন্ধানের ফলটী বাহির হইয়াছে "দি কষ্ট অব্ লিভিং ইন্ টুয়েন্টি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিটিজ্" (ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্স বোর্ড, নিউইয়র্ক, ১৯২৮, বেড় ডলার) নামক গ্রন্থে।

বুদ্ধিমানের মত টাকা খাটানো

অর্থ উপার্জ্জন করা এবং অর্জ্জিত অর্থ বুদ্ধিমানের মত খাটান করা এক জিনিষ নহে। অনেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু সেই অর্থ অপব্যয় করে, না হয় যে দিকে যে পরিমাণে খরচ করিলে ভাল হয়, তাহা করিতে পারে না। অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক গ্রন্থ দেখা যায়, কিন্তু অর্থ-ব্যয় সম্বন্ধে বইয়ের অত্যন্ত অভাব। সম্প্রতি এই বিষয়ে একখানা বই বাহির হইয়াছে। বই খানার নাম—"ম্যানেজ্‌মেণ্ট অব্ পার্শন্যাল ইন্‌কাম"। গ্রন্থকার—এল্, জে, চ্যাসী। প্রকাশক—'শ', শিকাগো ও নিউইয়র্ক। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩+১৪৭। মূল্য ১০৭৪ ডলার।

গ্রন্থকার নিজ আলোচ্য বিষয়টা ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন। নিজ নিজ আর্থিক জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা ও যত্ন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ আর্থিক জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ আয়ব্যয় বুদ্ধিমানের মত চালাইতে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতির আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থকারের কথাগুলা খুবই খাটি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যে সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সদুপদেশ বিশেষ দরকার, সেই বিষয়েই গ্রন্থকার একেবারে ফেল মারিয়াছেন। টাকা কিরূপে খাটাইলে ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতি সম্ভব সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার মূল্যবান কিছুই বলিতে পারেন নাই। অর্থ-সঞ্চয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অর্থসঞ্চয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার "অর্থ সঞ্চয় কর, অর্থ সঞ্চয় কর" এই মামুলি কথারই উল্লেখ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তিনি কোন নূতন কথা বলিতে পারেন নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহাদিগের জন্য গ্রন্থটী লেখা হইয়াছে ইহা তাহাদিগের বিশেষ কাজে লাগিবে না। গ্রন্থকার সত্যই আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন।

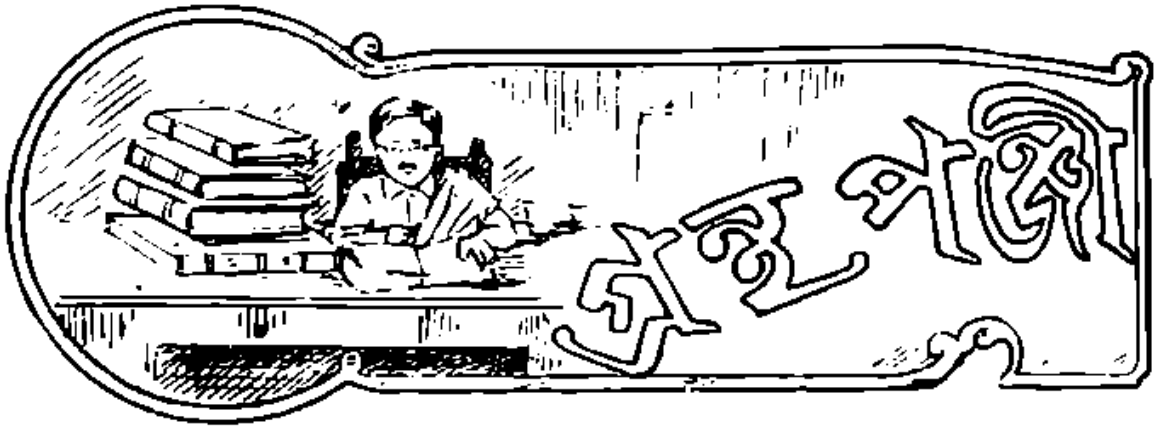

১। ডাস এণ্ডে ডার প্রেনুস্ স্টুটগেন-ঐেরোধী (নীরাজ-সুখ বিষয়ক আর্থিক দর্শন কি আর চলিবে না),—ফ্রয়' গেলস্, গোশেলে কোং, ষ্টুটগার্ট, ৯৯ পৃষ্ঠা, ১৯২৪, ৪·২৫ মার্ক।

২। ডী রোষ্টোফ্-ফ্রিটশাফ্ট ডার এর্ডে" দুনিয়ার কুদ্-রতি মালের অর্থকথা),—রাইখ্ষাইন,— ফিশার কোং, যেনা, ৯৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৮, ২৪ মার্ক।

৩। "ইণ্ডাষ্ট্রী আণ্ড পলিটিক্স্" (শিল্পব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি),—মণ্ড্, ম্যাকমিলান কোং, লণ্ডন, ৩০৭ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ১২ শি ৬ পে।

৪। "লিবারালিস্ মুস উণ্ড প্রোটেক্শনিস্ মুস ইন ডার এংলিশেন ফ্রিটশাফ্টস্ পোলিটিক আইট ডেম ক্রীগে" (যুদ্ধের পরবর্ত্তী বিলাতে অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ-নীতি) লায় বুখার, ফিশার কোং, যেনা, ২৩০ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ১০ মার্ক।

৫। "লেকোনোমী মোঁদিয়াল এ লাঁপেরিয়ালিস্ম্" (অর্থনৈতিক বিশ্ব-ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য-নীতি),—বুখারিণ, এদিসিওঁ সোসিয়াল কোং, প্যারিস, ১৭৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৮, ১২ ফ্রাঁ।

৬। "ফার্ম রিলীফ" (চাষ আবাদের উদ্ধার ব্যবস্থা),—বয়েল, ডাব্ল্ ডে কোং, ২৮১+৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৮)

৭। "দি ইকনমিক্স্ অব্ ল্যাণ্ড-রিক্ল্যামেশন ইন দি ইউনাইটেড ষ্টেট্স্" (মার্কিণ-ভূমি-সংস্কারের অর্থকথা),—টীল, শ কোং, নিউইয়র্ক,—৩৩৭+১৫ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ৪ ডলার।

৮। "লে মেমোঁ ড ফেরার ঊর্বা পারিজিয়াঁ" (প্যারিসের নগর-রেল-বিৎ), বাইয়ে কোং, প্যারিস ৫২৩+৪ পৃষ্ঠা, ১৯২৮, ১০ফ্রাঁ।

৯। "ত্রুভুয়া এ কুন্ত্রুক্শনা মেস্ত দি উনা বাঙ্কা দি ফ্রেদিত অদিনারিআ" (ব্যাঙ্কের গড়ন ও কর্ম্মকৌশল),—মাৎসান্তিনি, পানেত্ত কোং, স্পলেত, ১৪+৩১৭ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ৪৫ লিয়ার।

১০। "লেৎত্তনি দি লেজিস্ লাৎত্তনি রেল লাভর" (মজুর-বিধি), বালেরা,রোম, ২৩+৪১০ পৃষ্ঠা, ১৯২৭, ৪০ লিয়ার।

কাচ-কারখানায় সাপ্তাহিক বিরাম

শ্রীরামচন্দ্র বণিক, সম্পাদক, ভারত গ্লাসওয়ার্কস্, কলিকাতা

আইনের ব্যবস্থা

কারখানার মজুরদের হিতকামনায় তাদের সুস্বাস্থ্য-শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আজ ১৭।১৮ বৎসর যাবৎ এদেশে একটি আইন জারি আছে যার ডাক নাম "ভারতবর্ষীয় কারখানা-বিষয়ক আইন।"

এই আইনের ২২ ধারার ব্যবস্থা এই যে, সকল কারখানাতেই সপ্তাহে একদিন—রবিবারে—কাজ বন্ধ রাখতে হবে। তা' না রাখলে অত্যধিক পরিশ্রমে মজুরদের স্বাস্থ্যহানি হবে, আর নিত্য একঘেয়ে কাজ করলে মানসিক বৈচিত্র্যের অবসর-অভাবে তাদের মন অবসাদক্লিষ্ট এবং জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে।

ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম

কথাটা পাকা হলেও, এমন কতক শ্রেণীর কাজ আছে যা' তাদের প্রক্রিয়াগত অনিবার্য অন্তরায়হেতু আদৌ স্থগিত রাখা চলে না। একাধিক্রমে তাদের ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন সমাধান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাদৃশ ক্ষেত্রে সেরূপ কোনও দুর্নিবার বাধাবিঘ্নের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পরিচয় পেলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা উক্ত আইনের ৩০ ধারা মতে স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন জারি করে ২২ ধারার যথোচিত ব্যতিক্রমের বিধান দিতে পারেন।

কাচের কাজে ব্যতিক্রম সঙ্গত কি না?

কাচের কাজে তেমন কিছু বিশিষ্টতা আছে কিনা, এবং উহা এই ব্যতিক্রম-বিধানের আমলে আনতে পারে কিনা, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

আলোচনার আবশ্যকতা

আজ অবধি যে গুটিকতক কাচ-কারখানা বাঙ্গালাদেশে স্থাপিত হয়েছে তার সবগুলিই কলিকাতার আশেপাশে অবস্থিত। তাদের কোনটিতেই কস্মিন্‌কালেও আইনমত রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে না। সেজন্য কারখানাপরিদর্শক মহাশয়রা সদাসর্বদা বিলক্ষণ নাড়াচাড়া দিতে ত্রুটি করেন না এবং সম্প্রতি তৎপ্রতিবিধানের জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করেছেন। সুতরাং মীমাংসার একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, কাচের কাজ ৩০ ধারার অন্তর্গত কি না।

কাচ-কারখানায় বিরামের অন্তরায়

বিশেষ কোনও নিগূঢ় কারণ না থাকলে যে এমন ব্যাপকভাবে আইনের অমর্যাদা করা হবে, তা মনে স্থান পায় না। বরং স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কাচের কাজে বিরামের পক্ষে এমন অন্তরায় আছে যাহা কোনও রকমে অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়।

কাচনির্মাণ-প্রণালী

সে অন্তরায় যে কি তা বুঝতে গেলে গোড়ায় কাচ-নির্মাণের প্রণালী কিরূপ তা হবে জেনে নেওয়া দরকার।

ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে সাবান গুলে খড়ের ডগায় যে প্রণালীতে বুদ্বুদ উৎপাদন করে, গলিত কাচ লম্বা সরু লোহার ডগে ফুঁ দিয়ে ঠিক সেইভাবে কাচের সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রথা অতি পুরা কাল থেকে প্রচলিত আছে।

কবে কোন্ দেশে প্রথম এই প্রথার প্রবর্তন হয়, তার নিরাকরণ দুঃসাধ্য। তবে এই প্রথায় কার্যাপযোগী একাধিক পাষাণখোদিত মূর্তি মিশরদেশের প্রাচীন সমাধি-স্তূপে পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে যেটি উপস্থিত বিলাতের কৌতুকাগারে রক্ষিত আছে তদঙ্কিত লিপির সাহায্যে

পুরাবিদেরা স্থির করেন যে, উহা অন্যূন ৪ হাজার বৎসরের পুরাতন।

এ প্রথায় কাচ গড়্‌তে যে বিশেষ বিলম্ব হয়, তা বলে দিতে হয় না। অল্প সময়ে ছুরি উৎপাদন নব্য শিল্পতন্ত্রের বীজমন্ত্র। কাজেই পাশ্চাত্য দেশে কাচ ছুঁকিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তেমন দুটী যন্ত্র বহু অর্থব্যয়ে এদেশেও আনান হয়েছিল, কিন্তু চালাতে পারা যায় নি। সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে সব কথার কোনই সার্থকতা নাই।

মুখে ফুঁ বজায় রেখেও উৎপাদন বাড়াবার অভিপ্রায়ে বড় বড় চৌবাচ্ছায় কাচ গালাবার প্রথাও প্রচলিত হয়েছে। অবিচ্ছেদে কাজ করবার উদ্দেশ্যেই যখন এ প্রথার সৃষ্টি তখন তৎসম্বন্ধে বিরামের কথা উঠতেই পারে না।

অতঃপর পাত্রবিশেষে কাচ গালিয়ে মামুলি প্রথায় কাজের কথা। এ ক্ষেত্রেও গালাবার ব্যবস্থা অনুযায়ী দু রকম প্রথার প্রচলন আছে। কয়লার পরিবর্ত্তে গ্যাস জেলে অধুনা ইউরোপে কাচ গালার পন্থা বেরিয়েছে। এদেশে এখনও তার কোনই সূচনা নাই। সুতরাং সে কথাও অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাকী রহিল কয়লার আঁচে কাচ গালাবার কথা, যার এদেশে বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

বালি, লোণা, সোরা চুন প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান একত্রে গালাইলে কাচ পাওয়া যায়। উপাদানগুলি মেশাবার পূর্ব্বে প্রয়োজনমত গুঁড়িয়ে ছেঁকে নিতে হয়। মেশানোর গুণের উপর কাচের ভাল-মন্দ নির্ভর করে।

যে পাত্রে কাচ গালান হয় তাকে মুচি বলা চলে। বহু যত্নে অনেকদিনের পরিশ্রমে তৈরী হয় বলে উহা বহু মূল্যবান্ সামগ্রী। আকারে সাধারণ মুচির অবিকল অনুরূপ নয়—রং সাদা, বিলক্ষণ মোটা, আর মুখ একটু কাৎভাবে হেলান। আয়তনে খুব বৃহৎও হয়, কিন্তু ৩।৭ মণী জাপানী মুচিরই এদেশে সাধারণতঃ চলন।

এই রকম ৩টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মুচিতে একসঙ্গে এক ভাপরে গালানোর রীতি। ছোট অল্প সংখ্যক মুচিতে গালিয়ে পড়্‌তায় পোষায় না।

ভাপর সাধারণ রাঁধিবার উনানের মত; আকারে প্রকাণ্ড। তলা থেকে ২।৩ হাত উঁচুতে মোটা মোটা শিক সাজান থাকে, তাতে কয়লা দেওয়া হয়। মধ্যভাগের গহ্বর আড়াই হাত বিস্তৃত। তারই চারিদিকে মুচি সাজিয়ে বসান থাকে। উপরিভাগ বন্ধ এবং মুচির আশ-পাশের ফাঁকও বোজান, যেন কোনও পথে আঁচ বাহির হতে না পারে।

মুচি কাচের উপাদানে পূর্ণ করিবার ৫।৬ ঘণ্টা পরে উপাদান বহু পরিমাণে গলিয়া আয়তনে হ্রাস পায় এবং সুতরাং মুচির উপরিভাগের কিয়দংশ খালি হয়। নূতন উপাদানে তখন সেটুকু পূর্ণ করে দেওয়া হয়। আরও তিন ঘণ্টা পরে আর একবার এই রকম করতে হয়। ইহার ১২।১৪ ঘণ্টা পরে কাজের উপযোগী টলটলে অবস্থায় কাচ পাওয়া যায়।

এইটা তরল অবস্থায় কিন্তু উহা নলের ডগে তোলা যায় না। বহির্স্থ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে একটু একটু করে নলে তুলে কাঠের বা ছাঁচের মধ্যে রেখে নলের অপর প্রান্তে যথোচিতভাবে ফুঁ দিলেই ছাঁচের অনুযায়ী কাচের জিনিষ তৈরী হয়।

গঠিত জিনিষগুলিকে ১২।১৪ ঘণ্টা উত্তপ্ত স্থানে রাখতে হয়, নচেৎ আপনা আপনি ফেটে যায়।

কাচের কাজে বিরামের বিবিধ অন্তরায়

যেসব কারণে কাচ-কারখানা রবিবারে বন্ধ রাখা চলে না, আলোচনার সুবিধা হিসাবে তাহাদিগকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) ক্ষতিমূলক, আর (২) প্রক্রিয়াগত বা ব্যবহারিক।

(১) ক্ষতিমূলক অন্তরায়

শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকল কারখানারই কাজ কামাই গেলে অল্প বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়, কেননা সেদিনকার লভ্যাংশ পাওয়া যায় না। এ ক্ষতির সঙ্গে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সম্বন্ধ নাই।

অনেক কারখানায় দিনরাত রাবণের চিতা জ্বালিয়ে

রাখতে হয়—বাষ্প-শক্তির সাহায্যে কল চালাবার জন্য বা তাপসাপেক্ষ কোনও প্রক্রিয়া-বিশেষের সমাধান-জন্য। এইসব কারখানায় ছুটীর দিনে যে বৃথা কয়লা-ক্ষয় হয় তারই কথা বলছে।

মামুলি তুলনা

কাচ-কারখানা ছাড়া আরও অনেক দাহিক কারখানা আছে। তারা সব যখন অকাতরে এ ক্ষতি সহ্য করে, তখন কাচ কারখানা পারেনা কেন?

কাচ কারখানায় ক্ষতির মাত্রা

পারে না, তার কারণ, রকমে এক হলেও কাচ-কারখানায় এই ক্ষতির মাত্রা অসাধারণ।

অসাধারণ কয়লা খরচ

উৎপাদনের অনুপাতে কাচকারখানায় অতিরিক্ত কয়লা পোড়ে। টারিফ বোর্ডের হিসাব অনুসারে

১ টন পিগ করতে　　১·৬ টন কয়লা পোড়ে
১ ,, সীট বা লোহার চাদর গড়তে　　৮৲ টাকার
১ ,, চাদর গ্যালভ্যানাইজ করতে　　৩৸৹ আনার
১ ,, টিন প্লেট করতে　　৩৲ টাকার

আর, ১ টন কাচ গলাতে ৩০৲ টাকা মূল্যের ৩ টন কয়লার কমে হয় না। সুতরাং নির্দ্বিবাদে মেনে নেওয়া যেতে পারে, কাচের কাজে কয়লা খরচ অসাধারণ।

কয়লা পোড়ানোর মজুরী খরচও তদনুযায়ী

দিন-রাত ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাপরে কয়লা না যোগালে, হাপর, মুচি আর দ্রবমাণ কাচ তিনিই নষ্ট হয়ে যায়। তাপের স্বল্পমাত্র হ্রাস বলে মুচি ফেটে যায়। গলিত কাচ চুঁইয়ে হাপরে প্রবেশ করে তার সাদা ইটগুলি নষ্ট করে দেয়। আর দ্রবমাণ কাচও জেলা বেঁধে ফেলা যায়। সুতরাং কেবল সংখ্যায় বেশী নয়, একাজে একটু নিপুণ লোকেরও প্রয়োজন। সুতরাং এই কাজে মজুরী খরচও অপেক্ষাকৃত অধিক।

কাজ কমাইলে কয়লা খরচ কমে না

এই রাঘববোয়াল খরচ কাজ বন্ধ থাকলেও বিন্দুমাত্র কমান যায় না, তার কারণ আঁচ কমলেই সর্ব্বনাশ—ঘরে কথা এই মাত্র বলা গেল। অন্য কোনও কাজে এই বিষম সর্ব্বনেশে অসুবিধার নামগন্ধ নাই।

দু'টা আনুষঙ্গিক কাজ ছুটীর দিন বন্ধ রাখা যায় না

একটা উপাদান মিশান আর মুচি পূর্ণ করা। এ কাজ রবিবারে বন্ধ রাখলে সোমবারে কাজ চলবেনা। আর একটা কাজ হচ্ছে উত্তাপাগার হতে নির্দ্দিষ্ট দ্রবমাণ বাহির করা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সেখানে থাকলে সেগুলিতে পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বের দোষ দাঁড়ায়—জুড়ালে আপনাআপনি ফেটে যায়। এ দুটো কাজেই যথাসম্ভব মজুরী খরচ আছে, ছুটীর দিন তা বাদ পড়ে না।

মোট অপচয় সাংঘাতিক

কাজ বন্ধের যে ক'টা অপচয়ের ভার দেওয়া হল, তার প্রত্যেকটাই গুরুতর, সুতরাং একুনে তারা মারাত্মক।

(২) ব্যবহারিক অসুবিধা

রবিবারে কাজ বন্ধ রাখার গোড়ার সমস্যা এই যে, শনিবার কাজ শেষ হলে মুচি খালি রাখা হবে কি পূর্ণ করা হবে। দুদিকেই মহা অনর্থ।

মুচি খালি রাখা যায় না কেন?

সোমবারে কাজের অসুবিধার তুচ্ছ কথা ছেড়ে দিলেও, খালি না রাখার বলবৎ কারণ এই যে, তা হলে মুচিগুলা সব ফুটিফাটা হয়ে যাবে। পূর্ণাবস্থায় মুচির কুক্ষিগত দ্রবমাণ পদার্থ যে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ আত্মসাৎ করে, শূন্য মুচির সে তাপ সহ্য করবার সামর্থ্য আদৌ নাই।

হাপরের আঁচ কমিয়ে এ দায় এড়ান যায় না। কেননা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে প্রয়োজনমত আঁচ কমাবার কোনও কৌশল নাই। আন্দাজমত কয়লা টেনে

তা করতে গেলে সহসা তালের ছাসে সেই একই বিপদের উৎপত্তি ঘটে।

মুচি পূর্ণ রাখা যায় না কেন ?

তার কারণ, প্রয়োজনাধিক অতি দীর্ঘকাল ভ্রূব অবস্থায় থাকলে কাচ খোলা হয়ে সম্পূর্ণ কাজের বার হয়ে যায়।

অগত্যা রবিবারে কাজ করতে হয়

এই সব নানা সঙ্কট হতে পরিত্রাণের উপায় না পেয়ে অগত্যা একান্ত বাধ্য হয়ে রবিবারেও কাজ করতে হয়।

আইনে অন্তরায় স্বীকার

এই বিবিধ অন্তরায়ের দায়, "কারখানা আইন" আদিতে স্পষ্টাক্ষরে নাম ধরে স্বীকার করে নিয়েছিল।

যে আকারে কারখানা-আইন জন্মায়

১৯১১ খৃঃ অব্দে কারখানা আইন যখন জন্মায় তার কলেবরের প্রান্তভাগে তপশীলরূপে নিম্নোক্ত একটি ক্ষুদ্র পুচ্ছ সংযুক্ত ছিল।

"তপশীল"

"যে সকল কারখানায় ব্যবহারিক কারণে অবিরাম কাজ করা আবশ্যক তাহাদের তার, যথা • • •

• • এই তপশীলের অন্তর্গত কয়েক শ্রেণীর কারখানার পক্ষে ২২ ধারার প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল।

কারখানা-আইন অধুনা যে আকার ধরেছে

সৈশবান্তে পূর্ণ ১১ বৎসর বয়সে ১৯২২ খৃঃ অব্দে কারখানা আইন তপশীলপুচ্ছ ত্যাগ করেছে। তদ্বিনিময়ে অভিনব অঙ্গ ৩০ ধারার আবির্ভাব হয়েছে, যাতে ব্যতিক্রমের ভার প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের হাতে হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে।

অন্তরায় সমভাবে বজায় আছে

সন্তোষজনক প্রমাণ না পেয়ে কিন্তু আর আইন-কর্তারা কাচ-কাজের স্বপক্ষে কাজ চালাবার খোলা হুকুম আইনের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। কাজের পন্থা এখনও ঠিক পূর্বের মতই আছে—সেই মুচি, সেই ছাপর, সেই কয়লার আঁচ। অথচ অন্তরায়টুকু লোপ পেয়েছে তা বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং ব্যতিক্রম ব্যবস্থা এখনও অনায়াসে বিধিত হতে পারে।

উপসংহার

বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় উৎপীড়নে স্কটিশিল্প এখন নিতান্ত মুহ্যমান। এই মারাত্মক অসচ্ছ অবস্থা অবাধে চাপলে এই অত্যাবশ্যক শিল্পের অকালে ক্ষয় পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। আইনে তৎপ্রতিবিধানের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া আছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করে যথোচিত বিধান করলেই আমাদের এই আয়াস সার্থক হবে।

ম্যালথাস্ ও জনবল-তত্ত্ব

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল, হাজারিবাগ

টমাস রবার্ট ম্যালথাস্ অ্যাডাম্ স্মিথের একজন বিশিষ্ট শিষ্য। ডুগ্যাল্ড ষ্টুয়ার্ট ও এম্'কালচ্ ম্যালথাসের সমসাময়িক; ধনবিজ্ঞান-বিদ্ হিসাবে ইঁহাদের নাম আছে; কিন্তু ইঁহাদের লেখায় মৌলিকত্বের অভাব। স্মিথের পর ম্যালথাস্ই মৌলিক গবেষক হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দেশের অবস্থা

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডস্থ সারে কাউন্টির রকারি গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে ম্যালথাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ধনী না হইলেও তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল। কেম্ব্রিজে ম্যালথাস্ দর্শন ও ভগবৎ-তত্ত্ব পাঠ করেন এবং ১৭৮৮ খৃঃ সম্মানের সহিত গ্র্যাজুয়েট হন। অনতিকাল পরেই জীসাস্ কলেজের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৭৯৯ খৃঃ পরিব্রাজক ড্যানিয়াল্ ক্লার্কের সহিত ভ্রমণে বাহির হন। ইউরোপ তখন যুদ্ধ-বিগ্রহের লীলাভূমি, তাই সকল দেশ দেখার সুবিধা হয় নাই, মাত্র সুইডেন, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রুশ দেশে গিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃঃ আমিয়েন্স্ সন্ধি হইলে পর ফ্রান্স, সুইজার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ-ভ্রমণে সমর্থ হন। ১৮০৫ খৃঃ লণ্ডন সন্নিহিত হেলিবারি সহরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুপর্য্যন্ত (১৮৩৪) তিনি সেই আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে ইংলণ্ডের কৃষির অবস্থা আশাপ্রদ ছিল; কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষাশেষি কৃষির অবস্থা এতদূর খারাপ হইয়া আসিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় জনবল বাড়িয়া গিয়াছে। থোরোল্ড রজার্স বলেন যে, "জনবল-বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল মনে করা যুক্তিসঙ্গত। পথের ধর চড়িয়া গিয়াছিল; দেশ সমগ্র সপ্তাহাতির সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল আর দেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার শ্রুত হইতেছিল।"

আয়র্ল্যাণ্ডের সেকালের অবস্থা দেখিয়া গ্রীণ বলেন "কুশাসনের অভিশাপের সহিত দারিদ্র্য যুক্ত হইয়াছিল ও দ্রুত জনবলবৃদ্ধির সহিত দারিদ্র্য গভীরতর আকার ধারণ করিতেছিল; অবশেষে অবস্থা এরূপ হইল যে, দুর্ভিক্ষ দেশকে নরকে পরিণত করিল।"

শিল্প-বিপ্লবের ঘোষণাগুলি অ্যাডাম্ স্মিথের সময়ে দেখা দেয় নাই; ম্যালথাসের পুস্তকের প্রথম সংস্করণ যে সময়ে বাহির হয় তখনও সেগুলি বিশিষ্টরূপ ধরে নাই। বেকার, দারিদ্র্য, পীড়া, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি ক্রমশঃ দেশময় বিভীষিকা ছড়াইয়াছিল।

এইসকল কারণে ফ্রান্সে ধনসাম্যসম্বন্ধীয় যে সকল বীজের সৃষ্টি হইতেছিল তাহার ফলটী বিলাতেও শুনা যাইতে লাগিল।

গোধের উপর বিষফোড়া। ইহার উপর "ইংলিশ পুওর ল"র (দারিদ্র্যবিধি) মধ্যে ত্রুটি যথেষ্ট ছিল। হারের ("রেটে"র) মাত্রা অধিক ছিল, শ্রমিকদের স্বাধীনতা ছিল না এবং আইনটী এইরূপভাবে প্রয়োগ করা হইত যে, অযোগ্য দরিদ্র হইবার লোভ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনবল-বৃদ্ধির কারণান্বেষণ একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। দেশের সমসাময়িক অবস্থাই ম্যালথাসকে তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ যোগাইয়াছিল। অন্যান্য অনেক বড়লোকের মতই ম্যালথাস্ "কাজের" লোক ছিলেন।

বাণিজ্যবাদীরা ঘন জনবলের পক্ষপাতী ছিলেন। ম্যালথাসের আমল পর্য্যন্ত লোকে জনবল-আধিক্যই সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে করিত; যে সব দেশে জনবল প্রচুর ছিল সেই সব দেশ প্রায়শই সমৃদ্ধিশালী হইত বলিয়া লোকের এরূপ ধারণা ছিল। জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানবিৎ সস্‌মিল্ক "ডাই গট্‌লিক্‌ অর্ডনাং ইন্ ডেন্ ভেরান্‌ডেরান্‌জেন্ ডেস্ মেন্‌স্‌ক্লিকেন্ গেস্‌ক্লেক্টস্" (১৭৬২) কেতাবে

এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন; ম্যালথাস এই কেতাবটী যত্নের সহিত পাঠ করেন। জার্ম্মাণির বহু প্রদেশে বিবাহিত না হইলে চাকুরী পাওয়া যাইত না। ইংলণ্ডেও এই রীতি প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। ম্যালথাসের আমল পর্য্যন্ত সরকার সৈন্যবৃদ্ধির জন্য ও শিল্পকর্ত্তারা কারখানাদিতে সস্তায় মজুর নিযুক্ত করিবার জন্য জনবল-প্রাচুর্য্য চাহিয়াছিলেন।

অগ্রগামী দূত

ম্যালথাসের জনবলতত্ত্ব সম্পূর্ণ মৌলিক নহে। তিনি ওয়ালেস্, হিউম্, স্মিথ্, প্রাইস্, মণ্টেস্কুইও, ক্র্যাকলিন্ ষ্টুয়ার্ট, ইয়াং, টাউন্সেণ্ড্ প্রভৃতির লেখার সাহায্য লইয়াছিলেন। ডক্টর রবার্ট ওয়ালেস্" ডেরিয়াস্ প্রস্পেক্টস্ অব্ ম্যান্‌কাইণ্ড্ নেচার অ্যাণ্ড প্রভিডেন্স" কেতাবে জনবল অধিকা হইবে বলিয়া কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। রেভারেণ্ড জোসেফ্ টাউন্সেণ্ড বলেন যে, জনসংবৃদ্ধি অভাবের ও মৃত্যুধারবৃদ্ধি প্রাচুর্য্যের অনুবর্ত্তন করে।

ম্যালথাস জিন্ জাকো রুশো ও ডেভিড্ হিউম প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন; সুতরাং ম্যালথাসের উপর ইঁহাদের প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।

"দি এসে অন্ দি পপুলেশান" প্রথম সংস্করণ

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম্ গডুইন্ "ইন্‌কোয়ারি কন্‌সার্ণিং পলিটিক্যাল জাষ্টিস্ অ্যাণ্ড ইটস্ ইন্‌ফ্লুয়েন্স অন্ মর‍্যালস্ অ্যাণ্ড্ হ্যাপিনেস্" নামে একটী কেতাব লেখেন; ইহা সম্পূর্ণ একটী আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এই কেতাবে গডুইন্ বলেন যে, মানবের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের জন্য সরকার দায়ী। ইহা লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়; অনেকে ইহার স্বপক্ষে ছিলেন, আবার অনেকে বিপক্ষে ছিলেন। ডেভিড্ ম্যালথাস্ (পিতা) এই কেতাবটীর স্বপক্ষে ও টমাস্ ম্যালথাস্ নিজে ইহার বিপক্ষে ছিলেন। ১৭৯৭ সালে গডুইন্ "এন্‌কোয়ারার" নামদিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে "অ্যাড্‌ভাইস্ অ্যাণ্ড প্রডিগ্যালিটি" প্রবন্ধটীর উত্তরস্বরূপ ম্যালথাস্ ১৭৯৮ সালে "এসে অন্ দি প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ পপুলেশন; অর্ এ ভিউ অব্ ইট্‌স্ পাষ্ট অ্যাণ্ড্ প্রেসেণ্ট্ এফেক্টস্ অন্ হিউম্যান্ হ্যাপিনেস্; উইথ্ অ্যান্ এন্‌কোয়ারি ইণ্টু অওয়ার প্রস্পেক্টস্ রেস্পেক্টিং দি ফিউচার রিমুভাল অর্ মিটিগেশন অব্ দি ইভিলস্ হুইচ্ ইট্ অকেশান্‌স্" প্রকাশ করেন। ম্যালথাস্ দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, যদি গভর্ণমেণ্ট না থাকে তাহা হইলে কিন্তু আমরা স্বর্গসুখের অধিকারী হইব না; আমাদের দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতিই আমাদের দুঃখের কারণ। প্রথম সংস্করণটী বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাই তিনি এবিষয়ে অনুশীলনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ফলে শেষ সংস্করণটী (ষষ্ঠ) সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দেয়।

ম্যালথাস্ নাম গুপ্ত রাখিয়া তর্ক-ঘটিত পুস্তিকারূপে প্রথম সংস্করণটী প্রকাশ করেন। গডুইন্ লিখিয়াছিলেন "মনুষ্যসমাজে এমন একটী নিয়ম আছে যাহাদ্বারা জনবল উপজীবিকার ঠিক অনুরূপ থাকিয়া যায়। সেই হেতু আমেরিকা ও এশিয়ার যাযাবর জাতিদের মধ্যে যুগের পর যুগ ধরিয়া জনবল এরূপ কখনও বৃদ্ধি পায় নাই যাহাতে জমি-কর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছে।" তিনি আরও বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিসম্বন্ধীয় সমসামরিক বিধিই দুঃখের নিদান। তিনি ভবিষ্যতের সম্পত্তিতে সাম্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন। ম্যালথাস্ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের দুঃখের বোঝা না বাড়াইয়া হ্রাস করিয়াই আনিয়াছে, যদিও সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হয় নাই।

তাঁহার এই সিদ্ধান্তটা দুইটা মূল সূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে: (১) জীবন-ধারণের জন্য মানবের খাদ্য প্রয়োজন; (২) নরনারীর মধ্যে যৌন উত্তেজনা থাকা প্রয়োজন এবং এই যৌন উত্তেজনা চিরকালই প্রায় এখনকার মতই থাকিবে; এই দুই সূত্র হইতে তৃতীয় একটী সূত্র পাওয়া যায় (৩) জনবল বৃদ্ধির ক্ষমতা মাটীর খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা হইতে অধিক। জনবল সংযত না করিলে তাহা

"জিওমেট্রিক রেশিও"তে (জ্যামিতিক ক্রমবৃদ্ধিতে) বৃদ্ধি পায়; কিন্তু উরজীবিকা বা খাদ্যসংস্থান "এরিথমেটিক রেশিও"তে বৃদ্ধি পায়। কেতাবের প্রথম সংস্করণে এইরূপ বলা আছে।

সুতরাং এই জনবলবৃদ্ধিকে কোনরূপে সংযত করা চাই। ইহার দুইটী উপায় আছে: (১) নিবারক ও (২) অনন্তসাপেক্ষ। (১) বৃহৎ পরিবার পালনের মুস্কিল সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং (২) দারিদ্র্য, পীড়া, যুদ্ধ, প্রভৃতির জন্য নির্ধন হওয়া। তিনি জানিতেন যে দূরদর্শিতা থাকিলে বহু ক্ষেত্রে বিবাহ-বয়স পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়; এবং একথাও তাঁহার অবিদিত ছিলনা যে, পাপও সাথে সাথে বাড়ে; তাহার ফলে দুঃখের বোঝাও অধিক হয়। সুতরাং সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজের আশা করা যায় না।

ম্যালথাসের কেতাবের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা দুইটীর তুলনা করিলে, তাঁহার ভাবজগতে যে পরিবর্ত্তন হইতেছিল তাহা ধরা পড়ে। প্রথম সংস্করণে ভবিষ্যৎ সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা কল্পনা করিলেও তাঁহার মত নৈরাশ্যের অন্ধকারপূর্ণ; দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কঠোর সিদ্ধান্তগুলিকে মোলায়েম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে জনবল কমাইবার দুইটী মাত্র উপায়ের কথা বলা হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে জনবল সংযত করিবার আরো একটী উপায়ের কথা বলিয়াছেন—তাহা নৈতিক সংযম।

এইরূপে ১৮০৩ সালে যে নব সংস্করণ মুদ্রিত হয় তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতা লাভ করিবার চেষ্টার আরও অধিক আভাষ পাওয়া যায়। এই চেষ্টার ফলে তাঁহার ভাবরাশির নূতনত্ব অনেক অংশে নষ্ট হইলেও, তাঁহার লেখা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

"জনবল ও খাদ্য সংস্থানের ঝোঁক"-পরবর্ত্তী সংস্করণ

ম্যালথাসের কেতাবের মূলকথা এই যে, বিভিন্ন সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, খাদ্য সংস্থানের অধিক জনবলের বৃদ্ধি পাইবার একটা ঝোঁক আছে। নানাবিধ নিবারক ও অনন্তসাপেক্ষ প্রতিবন্ধকের দ্বারা (নীতি-সঙ্গত সংযম) এই দুটীকে সমরাশিতে রাখিতে হয়।

নিম্নলিখিত সূত্র তিনটী হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

(১) যৌন প্রেরণাকে ভিত্তি করিয়াই জনবল-বৃদ্ধির হার : নিয়তম—"জিওমেট্রিক্ রেশিও"

(২) খাদ্য সংস্থান বৃদ্ধির হার : অধিকতম—"এরিথমেটিকাল রেশিও"

(৩) জনবলবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক।

(১) এবং (২) কে যোগ করিলে জনবলবৃদ্ধি ও খাদ্য সংস্থান-বৃদ্ধির অনুপাত বলা যায়, অথবা কোন বিশেষ সময়ের এই দুটীর অনুপাত কি তাহা বলা যায়। (১) টীর বিষয়ে ম্যালথাস বলেন যে, "অতএব, নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, জনবল সংযত না করিলে প্রতি পঁচিশ বৎসরে ইহা দ্বিগুণিত হয় অর্থাৎ "জিওমেট্রিক্ রেশিও"তে বৃদ্ধি পায়। আর খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে বলেন যে "অতএব স্বাধীনভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা বড় হিসাবে দেখিলে দেখা যায় যে, খাদ্য-সংস্থান (শিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থাতেও)" এরিথমেটিকাল রেশিও "অপেক্ষা দ্রুততর ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না।" (১ম ভাগ ১ম পরিচ্ছেদ, ২য় সংস্করণ)

যৌন প্রেরণাকে ভিত্তি করিয়াই ম্যালথাসের তত্ত্বটী গড়িয়া উঠিয়াছে; তিনি বলেন যে, অবিচ্ছিন্ন ও সার্ব্বজনীন ভাবে এই যৌন আকর্ষণ কার্য্য করে; এই যে হেতুটীর কথা আমি বলিতেছি ইহা সকল জীবের মধ্যে আহার্য্যের অধিক বৃদ্ধি পাইবার জন্য একটা ঝোঁক দেয়।" তাঁহার মতে যৌন আকর্ষণ মানেই শিশুর জন্ম, সুতরাং জনবল বৃদ্ধি অথবা পাপ এবং দুঃখবৃদ্ধি। যৌন প্রেরণা যারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই জনবল-বৃদ্ধি অবিচ্ছিন্ন ও সমভাবাপন্ন। সুতরাং যৌন প্রেরণার বাহিরে জনবলের অনীহভাবে বৃদ্ধির একটা ঝোঁক থাকে। খাদ্য-সংস্থানের প্রতি নজর রাখিয়াই ম্যালথাস্ আমাদের দৃষ্টি-সীমার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, খাদ্যই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক জিনিষ। "কিন্তু যে প্রাকৃতিক নিয়মা-

সুদারে যাহা মনুষ্য-জীবনের পক্ষে আবশ্যক সেই নিম্নমানু-সারেই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে অন্নতম আহার্যের আবশ্যক জনবল প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না। খাদ্যদ্রব্য আহরণের ক্লেশই সর্ব্বদা জনবলকে সংযত করিতে থাকে।" যদি খাদ্য-সংস্থানের অত্যন্ত অনুকূল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তবে খাদ্য সংস্থানকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ঝোঁক জনবলের মধ্যে কত বেশী তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সংক্ষেপে ম্যালথাসের সূত্রটী এই—"সকল জীবেরই আহার্য-পরিমাণের অধিক বৃদ্ধি পাইবার একটা অবিচলিত ঝোঁক আছে।" অনেকে ভুল করিয়া এই সূত্রটী নিম্নলিখিত রূপে বিবৃত করেন: জনবল "জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশনে" যায়, আর খাদ্য সংস্থান যায় "এরিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশনে"। এই দুই অনুপাতের অসাম্য হইতে যুদ্ধবিগ্রহ, পাপ ও দুঃখের উদ্ভব।

ম্যালথাস্ কিন্তু এভাবে তত্ত্বটী কোথাও বিবৃত করেন নাই। তিনি বলেন যে, প্রতি জন-বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইবার শক্তি বাড়িয়া যায়, এবং বাড়িয়া যাইবার ইচ্ছাটা স্বীকার করিয়া লইলে এবং কোনরূপ বাধা না দিলে জনবল বাড়িয়াই যাইবে। ইহা যে সম্ভব তাহা জীব-বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। যদি কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম না হয়, তবে ৪ লক্ষ লোক বাড়িয়া পাঁচ লক্ষ হইবার যতখানি সুবিধা আছে, এক লক্ষ লোকের এক লক্ষ বাড়িয়া দুই লক্ষ হইবার ততখানি সুবিধা নাই। "জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশনে" জনবল বৃদ্ধির ঝোঁক বলিতে ম্যালথাস্ এই কথাই বুঝিতেন।

কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের বেলায় কি হয়? জনবলের বেলায় যেরূপ খাদ্যদ্রব্যের বেলায়ও কি তাহাই হয়? জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সহিত কি জমির ফসল বাড়ানো ক্রমান্বয়েই অধিকতর সহজ হইয়া উঠে? প্রত্যেক কিষাণই জানে যে তাহা অসম্ভব। এক বিঘা জমি হইতে যদি ৪০ মণ ধান পাওয়া যায় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সেই জমি হইতে ৪০ স্থলে ৬০ মণ ধান পাওয়া যায়, তবে চাষী কখন আশা করিতে পারে না যে, ৪০ মণ হইতে ৬০ মণে পরিণত করিতে যে পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি লাগিয়াছে, সেই পরিমাণ পুঁজি পুনরায় ঐ জমিতে লাগাইয়া ৬০ মণ স্থলে ৮০ মণ ধান ঐ জমি হইতে পাওয়া যাইবে। কথাটী যে সত্য তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি লাগাইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় (ধরা যাক্ ধান) এবং ঐ শ্রম ও পুঁজি দ্বিগুণ করিয়া দ্বিগুণ ধান, এবং তিন গুণ করিয়া তিন গুণ ধান পাওয়া যায়, তবে জমির আয়তন বৃদ্ধি করিতে কেহই চাহিত না। যদি একথা মিথ্যা হইত তবে চাষী যে জমি হইতে ১০০ মণ ধান পায় সেই জমিতেই দশ গুণ শ্রম ও পুঁজি লাগাইয়া ১০০০ মণ ধান আদায় করিত। এবং এইটাই হইত সহজ উপায়, যে হেতু নতুন জমি খরিদ করিতে যে পুঁজি লাগে তাহা লাগিত না ও নতুন শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইত না।* খাদ্য-সংস্থান "এরিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশনের" অধিক ক্ষিপ্রতর বেগে বৃদ্ধি পাইতে পারে না বলিতে ম্যালথাস্ ইহাই বুঝিতেন।

নিম্নগ আদায়

ম্যালথাস বলেন "কৃষি বিষয়ে যাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তিনি নিশ্চয় জানেন যে, যে অনুপাতে চাষের বহর বাড়িয়া যায় সেই অনুপাতে বৎসর বৎসর পূর্ব্বের গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ নিয়মিত ভাবে কমিয়া আসে।" কোনস্থলের জনবল দৈবক্রমে প্রায় নিঃশেষিত হওয়াতে তিনি বলেন যে, এই অল্পসংখ্যক লোক প্রধানতঃ যে সকল জমি উর্ব্বর সেইগুলিই চাষ করিবে, জনবহুল রাষ্ট্রের মত অনুর্ব্বর জমির প্রতি দৃষ্টি দিবে না। "যখন একরের সহিত একর যুক্ত হইয়া সকল উর্ব্বর জমিই চাষ করা হয় তখন বাৎসরিক খাদ্যবৃদ্ধির হার যখন-করা জমির উন্নতির উপর নির্ভর করে; ইহাকে "ফাণ্ড" বা সংস্থান বলে; এই সংস্থান

* কিন্তু, যাহার পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে যত পরিশ্রম লাগে, তিন গুণ করিতে পরিশ্রম সেই হার অপেক্ষা বেশী লাগে না এবং তিন গুণ করিতে যে হারে পরিশ্রম করিতে হয় চারগুণ করিতে সেই হার অপেক্ষা বেশী লাগে না, এই কথা ধরিয়া লইলেও উৎপাদনের হার "এরিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশান্" অপেক্ষা বেশী হারে বাড়ে না।

জমির স্বভাব অনুসারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাসই পাইবে।"

ইহা হইতেই ম্যালথাসের "নিম্নগ আধারের নিয়ম" সম্বন্ধে ধারণার আভাষ পাই; কিন্তু তিনি ইহার কোনরূপ বিশদ ব্যাখ্যা দেন নাই।

জনবলের প্রতিবন্ধক

এখন প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। পরিবারবর্গ (অর্থাৎ জনবল) বাড়াইবার মানুষের স্বাভাবিক যে একটা ঝোঁক আছে তাহা নব নব ভূমি-কর্ষণ ও কিয়দংশের দুরদেশে যাইয়া বসবাস করা সত্ত্বেও যদি সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে কি উপায়ে জনবল-বাহুল্য নিরোধ করা যায়? সীমাবদ্ধ খাদ্যদ্রব্যই জনবল-বৃদ্ধির চরম প্রতিবন্ধক। অবশ্য দুর্ভিক্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে এই চরম প্রতিবন্ধকটী সোজাসুজি কার্য্যকর হয় না। খাদ্যদ্রব্যের অভাব-জনিত পীড়া এবং নানা কারণ-জনিত স্বাস্থ্যহানি—ইহারাই প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক। সংক্ষেপে ম্যালথাস-কথিত প্রতিবন্ধকগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করা যায়:—

(১) নিবারক; জন্মহার হ্রাস:—

(ক) নৈতিক সংযম—বিবাহ স্থগিত রাখা এবং গুপ্ত যৌন সহবাস হইতে বিরত হওয়া।

(খ) পাপ—অসংযত যৌন-সঙ্গম, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বিবাহিত জীবনে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা, নানা নীতি-বিগর্হিত কার্য্য।

(২) অনন্তসাপেক্ষ; যাহার ফলে শীঘ্র মৃত্যু ঘটে।

(ক) দুঃখ

(খ) যুদ্ধ-বিগ্রহ

(গ) পীড়া, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুঃখ। অনন্তসাপেক্ষ প্রতিবন্ধকের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর উপজীবিকা, নিদারুণ শ্রম, প্রচণ্ড দারিদ্র্য, শিশু প্রতিপালনের অক্ষমতা প্রভৃতিকেও গণনা করিয়াছেন।

খাদ্য-সংস্থান ও জনবলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের যে কোন উপায়কেই ম্যালথাস "প্রতিবন্ধক" বা "চেক্" আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং যেকোন উপায়ই লোক-সংখ্যা কমাইলে "প্রতিবন্ধক" বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। কিন্তু এমন অনেক প্রতিবন্ধক আছে যেমন হঠাৎ যুদ্ধ, ধর্ম্মের শাসন ইত্যাদি, যেগুলা লোক-সংখ্যা কমায় বটে, অথচ খাদ্যের যোগান বা যৌন-প্রেরণা সংযত করার সহিত সেগুলার কোন সম্বন্ধই নাই। এই ধরণের প্রতিবন্ধকের অস্তিত্বের কথা ম্যালথাস স্বীকার করিলেও, সেগুলা ম্যালথাসের লোক-তত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা চলে না।

সামাজিক ফল

অতএব ম্যালথাসের মত এই যে কোনদেশেই জনবল যথেচ্ছভাবে বাড়ে নাই; প্রত্যেক দেশেই কোনরূপ না কোনরূপ প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান ছিল। তথাপি তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, নানা প্রতিবন্ধক কার্য্যকর হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্প দেশই আছে যেখানে জনবল খাদ্য-সংস্থানকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করে নাই। এই হেতুই সমাজে যাহাদের স্থান নিম্নে তাহাদের দুঃখের অবধি ছিল না এবং তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনেরও কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই।

ম্যালথাসের মতে প্রাচীন দেশসমূহে সাধারণতঃ জনবল ও খাদ্যের অনুপাত স্থির থাকিত না, দোলায়মান হইত। যদি এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় যে, জনবল ও খাদ্যের মধ্যে সমতা বর্ত্তমান, তবে দেখা যাইবে যে, পরিশেষে জনবল খাদ্যকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং খাদ্যও অধিকসংখ্যক অংশে বিভক্ত হইবে; সেই হেতু দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ও দরিদ্র ব্যক্তি গভীরতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হইবে; খাদ্যের টানের অপেক্ষা অধিকসংখ্যক শ্রমিক হওয়ায় শ্রমের মূল্যও কমিয়া যাইবে, খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও বাড়িতে থাকিবে; তখন পরিবার পালনের দুঃখ বিবাহ স্থগিত রাখিতে বাধ্য করিবে ও জনবলও স্থির থাকিবে। কিয়দংকুল কিন্তু অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিরোধ করিবার উৎসাহ পাইবে এবং খাদ্যও ক্রমশঃ সমতায় আসিবে। প্রাচীন সমাজে এই চক্রটী সর্ব্বদাই ঘটিত। অজন্মা, নবশিল্প, কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা

বা যেনতেনপ্রকারেণ যে এই চক্রের কার্য্যে বাধা দিতে পারে তাহা মালথাসের অজানা ছিল না।

তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন যে, তিনি যেসকল প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলা যে অত্যন্ত দুঃখ যন্ত্রণা সৃষ্টি করিবেই তাহা বলা যায় না। "নিবারক প্রতিবন্ধক" সম্বন্ধে বলেন যে, যদি পাপ প্রবেশ না করে তবে জনবল সংযত করিবার এইটাই প্রকৃষ্ট উপায়; ইহার ফলে ক্ষণস্থায়ী দুঃখ দেখা দিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য প্রতিবন্ধক হইতে যে পরিমাণ কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে ইহার তাহা নাই। লোক-রপ্তানি ও কৃষি-উন্নতির উপরও তিনি জোর দিয়াছেন। সুতরাং সাময়িক দুঃখ হইলেও ইহা নৈরাশ্য আনয়ন না করিয়া উন্নতির চেষ্টা সৃষ্টি করিবে। "যখন ইহা স্বাভাবিক বিস্তার অনুবর্ত্তন করে" তখন জনবল বৃদ্ধিকে সুখপ্রদ ও সমগ্র জাতির উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আবশ্যক বলিয়া গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। মালথাসের মতে তাঁহার এই "জনবল সূত্র"টী মানুষকে শিল্পোন্নতি করিবার উৎসাহ দান করিবে।

কিন্তু কি ধরণের চেষ্টার কথা তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন? গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লোক-রপ্তানি, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ক চেষ্টার কথা তিনি বলেন নাই; নিজক ব্যক্তিগত চেষ্টার কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় জনবলের দ্বারা-জনিত স্বীয় ও সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা পরিহার করিতে পারে।" যতদিন পর্য্যন্ত পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করিলে বা যৌন সহবাস না করিলেই এইরূপ চেষ্টা করা হইবে। বিবাহ স্থগিত রাখিলে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইবে ও বিবাহ-পিছু সন্তান-সংখ্যাও কমিয়া যাইবে। আদর্শ সমাজে দুইটী সন্তানের অধিক ভরণের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই সে এরূপ অবস্থায় মধ্যে কখনই যাইবে না যাহাতে চারটী সন্তান তাহাকে পালন করিতে হয়।

এই প্রকার দূরদর্শিতা, জ্ঞান ও সংযম থাকিলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য বিতাড়িত হইবে অথবা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই দারিদ্র্য-পীড়ন সহ্য করিবে।

অন্যান্য আর্থিক মতামত

খাজনা, সুদ, উৎপাদন, মূল্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এইবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডো ও মালথাস একমত নহেন—মালথাসের মতে খাজনা প্রকৃতির বদান্যতার উদ্বৃত্তি। তাঁহার আর একটী বিশেষ মত এই যে, খাজনা ও 'একচেটে আদায়ে'র মধ্যে তফাৎ আছে। স্মিথ, মে প্রভৃতি ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতগণ কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন যে, জমিদার একচেটে অধীশ্বর বা "মনোপলিষ্ট"—ক্লেশ স্বীকার না করিয়াই ফল ভোগ করেন। কিন্তু মালথাস্ বলেন যে, পৃথিবী সসীম ও উৎকৃষ্ট জমি বিরল; সুতরাং জমিদারের স্বত্ব 'আংশিক' একচেটে বটে। কিন্তু তিনটী কারণে "সাধারণ একচেটে" জিনিষের চড়া দরের সহিত খাজনার তফাৎ আছে, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ, জমির প্রকৃতি বা গুণ যাহা হইতে আবাদী খরচ আদায়ের পরও উদ্বৃত্তি পাওয়া যায়। জমি হইতে এইরূপ 'উদ্বৃত্তি' পাওয়া যায় বলিয়াই খাজনার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ উদ্বৃত্তির শক্তি না থাকিলেও একচেটের অস্তিত্ব সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, জীবন-যাত্রার আবশ্যক দ্রব্যাদির এরূপ একটা ক্ষমতা আছে যে, ইহারা নিজ টান নিজেই সৃষ্টি করে, অথবা যে পরিমাণে ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় সেই পরিমাণে খাদকও সৃষ্টি করে। উদ্বৃত্তির এরূপ একটা শক্তি আছে যে, এই উদ্বৃত্ত অংশ ভাগনের জন্য জনবল সৃষ্টি করিতে পারে। এই হিসাবে জমি অপর সকল ধনোৎপাদক দ্রব্য হইতে বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ, উর্ব্বর জমি চাহিদার তুলনায় বিরল। "সাধারণ একচেটে"তে খরচার অধিক কত দর পাওয়া যায় তাহা নির্ভর করে একচেটের বহর ও বাহিরের টানের উপর; কিন্তু জমির বেলায় খরচটার অধিক কত দর পাওয়া যায় তাহা "(স্বভাবজ বা আহৃত) উর্ব্বরতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।"

সুতরাং মালথাস্ বলিতেন যে (আমদানি ব্যতিরেকে) জমিদারের স্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। অন্যান্য উৎপাদক শ্রেণী হইতে জমিদারদিগকে

পৃথকভাবে দেখেন নাই। জমি ও জমির উৎপাদনের যে বিশেষ গুণ তিনি দেখাইয়াছেন তাহার জন্য জমিদার ও অন্যান্য শ্রেণীর উৎপাদকের স্বার্থের সম্পর্ক হইতে পারে তাহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

প্রথম সংস্করণে শস্য ও মজুরীর নাম বা "বিন্"কেই তুলোর মানদণ্ড করিয়াছিলেন; পরে তিনি স্মিথ্ প্রবর্ত্তিত মজুর-বিনিময় মানই গ্রহণ করেন।

স্মিথের মত তিনি শ্রমকে দুই ভাগ করিয়াছেন—উৎপাদক ও অনুৎপাদক। তাঁহার আলোচনায় নীতির আবেগও পাওয়া যায়।

ম্যালথাস্ তত্ত্বের সমালোচনা

ম্যালথাসের সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে অবহেলার চক্ষেই দেখিতেন; পরে তিনি মৌলিক গবেষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ম্যালথাসের লেখা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে। জনবল-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে করিতে ম্যালথাস্ যে তিনটী উপাদানের কথা বলিয়াছেন, যদি তাহাদের পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করা যায় এবং যদি তাহাদের "কৌক্" বা "টেন্ডেন্সী" হিসাবে ধরা যায় (অর্থাৎ কোনরূপ বস্তুরূপ ব্যতিরেকে যদি তাহারা সত্যরূপে পরিণত হয়) তবে ম্যালথাসের কথা খাঁটি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে এগুলিকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন এবং এরূপভাবে সেগুলিকে বিবৃত করিয়াছেন যে, তাহাদের আর কেবল মাত্র "কৌক্" হিসাবে দেখা যায় না। যেমন, জনবল বৃদ্ধি পাইবার কৌক্। তিনি দুঃখবাদী ছিলেন বলিয়া জ্ঞান ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাকে শ্রদ্ধা করেন নাই; জীবন-যাত্রার মাপকাঠির খাদ্য-সংস্থানের উপর যে অসীম ক্ষমতা আছে সে কথা ভাবিয়া দেখেন নাই; প্রতিবন্ধক ও বৃদ্ধির কথা একত্র আলোচনা করার জন্য এবং তাঁহার মতটী বেশী জোরের সঙ্গে বলার ঝোঁক তিনি তাঁহার মতের বাধাগুলির কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন। কি হইয়াছে বা হইতেছে তাঁহার জানা ছিল; কিন্তু পরিবেষ্টনের প্রভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি প্রখর ছিল না।

ইহা হইতে তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা অবিবেচনার কাজ; শুধু এইটুকু বলাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ যে, পরে আহরিত তথ্যগুলি তাঁহার ছিল না বলিয়া আমরা যেরূপ নীতিসঙ্গত সংযমের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে উত্তমরূপে বিচার করিতে পারি, তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না।

অনেক সমালোচক বলেন যে, সন্তান-কামনা ও যৌন-সহবাস-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রভেদ তিনি দেখেন নাই। যদি যৌন-আবেগই যৌন-সহবাসের কারণ হয়, তবে যৌন-সহবাসকে সংযত না করিলেও বহুকাল জনবল না বাড়িতেও পারে; বর্ত্তমান ফ্রান্সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ফ্রান্সে যৌন-সহবাসের বাঁধন আল্গা হইলেও তথায় জন্মহার অল্প, পারিবারিক লোক-সংখ্যা অল্প ও দীর্ঘকাল জনবল একই আছে। কিন্তু এই সমালোচনাটী কতদূর প্রযোজ্য তাহা নিবারক প্রতিবন্ধকের অন্তর্গত "পাপ" কথাটীতে আমরা কি বুঝি তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। ম্যালথাস্ "পাপ" শব্দটী অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "যদি আমরা নিবারক প্রতিবন্ধক" শব্দটী সাধারণভাবেই গ্রহণ করি অর্থাৎ নৈতিক ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেবল দুঃখ এড়াইবার জন্যই বিবাহ মিলন স্থগিত রাখি, তবে ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী "প্রতিবন্ধক" দেখিব। এই শক্তিই আধুনিক ইউরোপে জনবলকে খাদ্য-সংস্থানের পরিমাণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধা করে।

কাহারো কাহারো মতে ম্যালথাসের দূরদর্শিতার অভাব ছিল, কারণ কৃষি-বিজ্ঞান ও যানবাহনের উন্নতিতে খাদ্যসংস্থান যে বাড়িতে পারে একথা তিনি জানিতেন না। অনেকে মনে করেন যে, কৃষির উন্নতি হইলে, খাদ্য-সংস্থান জনবলকেও অতিক্রম করিতে পারে। এই সমালোচকদল এই ভুল করেন যে, বিঘাপ্রতি উৎপাদন হার যদিও বাড়িতে পারে, খরচা-বৃদ্ধির হারও অধিকতর হইতে পারে; সুতরাং প্রতি "হউনিটে"র উৎপাদন হার কমিয়া আসে। এই সকল সমালোচকের বল লোকসংখ্যা বাড়িলেও লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আহার্য্য পাইতেছে এই দৃষ্টান্ত দিয়া

ম্যালথাস্ তত্ত্ব ভুল প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এরূপ দৃষ্টান্ত ম্যালথাসের মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে না। ফলে অধিক পরিমাণ আহার্য্যের যোগাড় সম্ভব হওয়ার উপযুক্ত যানবাহনের উন্নতির জন্যই এরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

ক্ষেত্রাবের স্থানে স্থানে ম্যালথাস্ জনবল ও উৎপাদন-বৃদ্ধির দ্বয়কে একত্র আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার "নিরপ্ত আধারে"র ধারণা সঙ্কীর্ণ ছিল। যদি জনবল খরচা কমাইয়া আনে, শ্রমবিভাগের সুবিধা করিয়া দেয় ও বাজার এবং যানবাহনের উন্নতি বিধান করে ও এইরূপে উৎপাদন বাড়াইয়া দেয়। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে জনবল এবং উৎপাদন উভয়েই উভয়কে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তথাপি একথা সত্য যে কৃষি ও যানবাহনের যতই উন্নতি হউক না কেন, জনবল যদি অবিচলিতভাবে বাড়িতে থাকে তবে খাদ্য-সংস্থানের জন্য নূতন নূতন ভূমি কাজে লাগাইতে হয়। অতএব ম্যালথাসের বাণী মূলতঃ ঠিক। জনবল-বৃদ্ধিও যে উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব করিতে পারে এবিষয়ে তাঁহার সম্যক জ্ঞান ছিল না।

ম্যালথাসের মতটী সমগ্রভাবে আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা বুঝা যাইবে। ম্যালথাসের মতের প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে (১) খাদ্য-সংস্থান আপেক্ষিক বা "রিলেটিভ" —জীবনযাত্রার মাত্রাকাঠি অনুসারে বাড়ে কমে, এই কথা উহাতে স্বীকার করা হয় নাই। (২) জনবল এরূপ সব কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে যাহার সহিত খাদ্য-সংস্থানের কোনও যোগ নাই, এই কথাটী ম্যালথাস স্বীকার করিলেও ইহাকে তিনি সাধারণ নিয়মের "ব্যতিক্রম" বলিয়াই জানিতেন। যেমন তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অবস্থাপন্ন লোকের খাদ্য-সংস্থান বাড়িলেও জনবল না বাড়িতে পারে। কিন্তু এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ম্যালথাসের মতের জোর কমিয়া যায়। তাহা হইলে ত' মতটাই উল্টাইয়া যায়—তাহা হইলে বলা চলে যে জনবল দারিদ্র্যের উপরই নির্ভর করে। জনবলের এক অংশ মাত্র দরিদ্র, সুতরাং এক অংশেরই খাদ্য-সংস্থানের অনুপাতকে অতিক্রম করিবার ঝোঁক থাকে।

তিনিই প্রথম জনবল লইয়া আলোচনা করেন, সুতরাং তিনি শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। আর এক কারণে ইহার মূল্য আছে; ডারুইন্ এই তত্ত্বের অনুবর্ত্তন করিয়াই "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। ডারুইন নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবন-সংগ্রাম তত্ত্বটী ম্যালথাস-তন্ত্রকে সমগ্র জীবজগতে প্রচণ্ড জোরের সহিত প্রয়োগ করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সমাজ-সংস্কারের জন্যও ম্যালথাস-তত্ত্ব জানা আবশ্যক। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মজুরী বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপে প্রাণ খুলিয়া সমর্থন করিতে পারেন নাই।

আসামের চা-শিল্প

ভারতের সর্ব্বপ্রথম চা-বাগান খোলা হয় আসামে। ভারতের অন্যত্র নানা স্থানে (দার্জ্জিলিং, মহীশূর, চট্টগ্রামের চালু জমি ইত্যাদিতে) চা উৎপন্ন হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চা উৎপন্ন হয় ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা এই দুই নদীর তীরবর্ত্তী আসামের সমতল ভূমিতে।

চীন হইতে চা আমদানির একচেটিয়া অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভারতে চা পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকে। অনেক বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান চলিতে থাকে। তাহার পর ১৮২৩ সনে আসাম দেশে (তখনও স্বাধীন) ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণকারীদের বাধা দিবার জন্য মিঃ ক্রস নামক জনৈক সেতার অধীনে একদল

নৌসেনা পাঠান হয়। ক্রস ফিরিয়া আসিবার সময় কতকগুলা চা গাছ ও তাহার বীজ লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্কারের দিকে তখন কেহ নজর দেয় নাই। ১৮০২ সনে ইংরেজরা আসাম জয় করে। ইহার পর কোম্পানীর মুলুকে চা-চাষের প্রতিষ্ঠা করাইবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ভারতের বাহির হইতে বীজ ও দক্ষ শ্রমিক আনিবার জন্য কমিটি কর্তৃক বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রথমে একটি ছোট সরকারী চা-বাগান খোলা হইয়াছিল। পরে "আসাম কোম্পানী" (শ্রেষ্ঠ চা-কোম্পানী-গুলির মধ্যে এখনও প্রধান) ইহা কিনিয়া লয়। প্রথমে আমদানি করা বীজ লইয়া বাগান খোলা হইয়াছিল, কিন্তু পরে আসামী চায়ের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া গেল।

প্রথমে যখন আসামে চা বাগানগুলা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, তখন পদে পদে অসংখ্য বাধাবিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। জমি পাওয়া খুবই সহজ ছিল বটে, কিন্তু বাগানের উপযুক্ত জমি খুঁজিয়া বাহির করা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। জমি খোঁজা হইবার পর, বন-জঙ্গল ও গাছপালা কাটিয়া স্থানটি পরিষ্কার করাও বড় সহজ কাজ ছিল না। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য অসুখেও যথেষ্ট ভুগিতে হইত। ইহার উপর পার্ব্বত্য জাতিদের উপদ্রবও নেহাৎ নগণ্য ছিল না; ১৮৮০ সন পর্য্যন্ত ইহাদের উপদ্রবে চা-করদের ভুগিতে হইয়াছিল।

এইসকল অসুবিধা সত্ত্বেও বৎসরের পর বৎসর নূতন নূতন জমিতে চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা এই দুই নদীর উপত্যকায় মাইলের পর মাইল কেবল চা-বাগান, আর চা-বাগানগুলার মাঝে মাঝে কুলীদের লাইন, চা-ক্যাক্টরী এবং ম্যানেজার ও তাঁহার সহকারীর বাংলো ইহাই দেখা যায়। যে সকল জমি চা-চাষের অনুপযুক্ত সেগুলা কুলীদেরই নামমাত্র খাজনায় দেওয়া হইয়াছে। অবসর সময়ে তাহারা এই সকল জমিতে নিজ নিজ অভাব-পূরণের জন্য ধান চাষ করে। একটু আধটু বনস্থলীও এখানে ওখানে দেখা যায়। এই সকল বন হইতে জ্বালানি কাঠ এবং বাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কাঠ আহরণ করা হইয়া থাকে।

আজকাল আসামে যাতায়াতে সুবিধা অসম্ভব রকমে বাড়িয়াছে। অনেক দিন হইতেই দুইটি নদী দিয়াই মাল ও যাত্রী বহিবার জন্য সুন্দর সুন্দর ষ্টীমার যাওয়া আসা করিত। এখন এই প্রদেশে দুইটি রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে। রাস্তার দৈর্ঘ্যও ক্রমাগত বাড়িতেছে। তবে, রাস্তাগুলার অবস্থা ভাল নয়। অত্যন্ত বারিপাত এবং পাকা রাস্তা তৈয়ারী করিবার অসম্ভব রকম বেশী খরচই ইহার জন্য দায়ী। মোটরও খুবই ব্যবহৃত হয়। চা-করদের ও চা-বাগানের ডাক্তারদের নিজ নিজ মোটর আছে। বাগানের জিনিষপত্র আনিবার জন্য এবং রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে চা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ছোট ছোট মোটর লরী ব্যবহার করা হয়। গ্রাম্য লোকেরা আগেকার কালে পায়ে হাঁটিয়া হাটে যাইত, এখন তাহাদের এইটুকু উন্নতি হইয়াছে যে, তাহারা এক প্রকার লেকেলে গাড়ীতে চড়িয়া হাটে যায়।

চা-প্রস্তুতের প্রণালীটা এইবার সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে :—

অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রস্তুত নার্শারিতে বীজগুলি বপন করা হয়। পরবর্ত্তী বর্ষাকাল পর্য্যন্ত ইহাদের খুব যত্ন লওয়া হয়। পরে অঙ্কুরগুলি তুলিয়া লইয়া দুই পাশে চাল-ওয়ালা খাড়া জমির উপর নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অন্তরে সারি সারি রোপণ করা হয়। দুই বৎসর পরে চারাগুলি ঝোপে পরিণত হয়। এই ঝোপগুলিকে তখন নির্দ্দয়ভাবে ছাঁটিয়া ফেলা হয়। ঝোপগুলার সারির মাঝের স্থানগুলি অত্যন্ত সাবধানে নিড়াইয়া দেওয়া হয়।

এপ্রিল মাসের প্রথম বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট ঝোপগুলিতে কচি কচি কুঁড়ি ও পাতা দেখা দেয়। ইহাদের অতি সন্তর্পণে হাতে করিয়া তুলিতে হয়। এই কুঁড়ি ও পাতাগুলিকেই 'লীফ্' বলা হয়, বাজারে যাহাকে 'চা' বলা হয় তাহা এইগুলি হইতেই প্রস্তুত। এপ্রিল হইতে নভেম্বর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যেমন কুঁড়ি ও পাতা তোলা চলিতে থাকে তেমন ইহারা ক্রমাগতই উদ্গত হইতে থাকে (ইহাকে 'ফ্লাশিং' বলে)। সুতরাং এই কয়মাস পাতা সংগ্রহের কাজে কুলীদের অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। সাধারণতঃ

কুঁড়ি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মাত্র দুইটী পাতাই তোলা হয়—ইহা অপেক্ষা বেশী পাতা তুলিলে চা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে, এবং চাহিদা অপেক্ষা চায়ের যোগান বেশী হইবার ভয়ও আছে।

আগেকার কালের চা-প্রস্তুতের প্রণালীর সহিত আধুনিক প্রণালীর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে আগে যে সকল কাজ হাতে হইত এখন তাহার অধিকাংশই কলে হয়।

সংগৃহীত হইলে পর পাতাগুলি তখনই ঝুড়িতে করিয়া ওজন করা হয় এবং যে যেমন সংগ্রহ করিয়াছে তদনুযায়ী একটা নির্দ্দিষ্ট হার অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তাহার পর পাতাগুলিকে ফ্যাক্টরীতে লইয়া গিয়া শুকাইবার জন্য জাল ট্রে বা র‍্যাকে পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। নরম হইলে পর, ঘূর্ণায়মান ধাতুময় প্লেটের ভিতর ফেলিয়া ইহাদের পেষণ করা হয়। পেষণের ফলে প্রত্যেক পাতার কোষগুলার মুখ খুলিয়া যায় এবং পাতার ভিতরকার রস বাহির হইয়া আসে।

তাহার পর, পাতাগুলাকে গাঁজাইবার জন্য চড়াইয়া দেওয়া হয়। পরে একটি কলের সাহায্যে ইহাদের উপর অত্যন্ত গরম হাওয়া প্রবাহিত করা হয়। ইহার ফলে পাতাগুলার অগ্রভাগ পাতাগুলা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তখন কলের সাহায্যে বিভিন্ন অংশগুলাকে 'পিকো' 'অরেঞ্জ পিকো' প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর আবার একবার উত্তাপ দেওয়া হইলে, গরম অবস্থাতেই সীসা-দিয়া-ভিতর-মোড়া বাক্সে সাবধানে প্যাক করা হয়। ইহাই চা-প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রণালী।

পরবর্ত্তী কাজ হইতেছে কলিকাতা বা লণ্ডনের বাজারে মাল পাঠানো। বেশীর ভাগ চা-ই দুইটি নদীর কোনটি দিয়া মালবাহী ষ্টীমারে চড়িয়া কলিকাতায় যায়। কিছু অংশ ট্রেণে চট্টগ্রামে গিয়া তথায় লণ্ডনের জাহাজে উঠে।

শীতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'প্লাকিং' বন্ধ হয়। ফ্যাক্টরীও তখন বন্ধ হয়। এই সময়ে ফ্যাক্টরীতে যাহা কিছু মেরামত করা আবশ্যক তাহা করা হয়। আগাছা ধ্বংস করিবার জন্য বাগান নিড়ানোর কাজও চলিতে থাকে। পুরাণো ঝোপগুলিকে বেশী করিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হয়। যে সকল পোকা মাকড় ঝোপের প্রধান শত্রু, সেগুলার ধ্বংসের জন্যও রীতিমত চেষ্টা চলিতে থাকে। বাগান বাড়ান আবশ্যক হইলে নূতন নার্শারি প্রস্তুত করা হয়। দরকার হইলে, ড্রেন খোঁড়াও চলিতে থাকে। কুলীদের বাড়ীগুলা মেরামত করা এবং তাহাদের বাড়ীর চালগুলা নূতন করিয়া ছাওয়া হয়। সুতরাং, শীতকালেও চা-বাগানে কাজের অভাব থাকে না, তবে চা-উৎপাদনের সময়ের মত কাজের তাড়া থাকে না, ধীরেসুস্থে কাজ চলিতে থাকে। যে সকল কুলী ছুটি চায় তাহারা এই সময়ে সহজেই ছুটি পাইতে পারে।

কুলী-সংগ্রহের কাজও এই সময়ে আরম্ভ হয়। বাগান ও ফ্যাক্টরী চালাইবার জন্য একটী বৃহৎ ও স্থায়ী কুলীর দল না হইলে চলে না। কুলীর দল সংগ্রহ করা ও তাহাদের বজায় রাখার জন্যই চা-করদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়।

আসামে কোন কুলী পাওয়া যায় না। আসামের প্রায় প্রত্যেক বাসিন্দারই ছোট এক টুকরা জমি আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই জমি সোজাসুজি গভর্মেণ্টের কাছ হইতে অতি অল্প খাজনায় লওয়া হয়। জমি অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া বৎসরের একবারের শস্যই আসামীদের সামান্য অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। ঘর তৈয়ারীর জন্য কাঠ ও বাঁশ গভর্মেণ্টের বন হইতে আসামীরা বিনা খরচায় ইচ্ছামত সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সকল কারণে, চা-বাগানের নিয়মিত পরিশ্রম আসামীদের পক্ষে লোভনীয় নয়। আবার ইচ্ছা থাকিলেও চা-বাগানের কাজে যোগ দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ, যে সময়ে তাহাদের ধানের ক্ষেতে বেশী মন দিতে হয়, সেই সময়েই চা-বাগানে কুলীর বেশী আবশ্যক। অপর দিকে, বড় বড় চা-বাগানের কাজ এত নিয়মে বাঁধা যে স্থায়ী কুলী না থাকিলে তাহাদের কাজ চালান অসম্ভব। তবে, শীতকালে খুচরা কাজের জন্য বেশী কুলী আবশ্যক হয়, অনেক আসামীরাও এই সকল কাজ করিয়া কিছু রোজগার করিয়া থাকে।

কুলীদের সকলকেই মাহিয়ানা দেওয়া হয়। টাকার

হিসাবে তাহাদের মাহিয়ানা কম বটে, কিন্তু মাহিয়ানা ব্যতীতও তাহারা নানাবিধরে চা-করদের কাছে সাংসারিক সাহায্য পায়। ঘরের জন্ত তাহাদের কোন ভাড়া দিতে হয় না। অসুখ হইলে ডাক্তারের ফি দিতে হয় না, বাজারে চালের দর বাড়িলে বাগানের ভাঁড়ার হইতে তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট দামে চাল কিনিতে পায়। অনেক পুরাণো কুলী বাগানের টুকরা টুকরা জমি লইয়া চাষী হইয়া উঠিয়াছে, অনেকে গভর্মেণ্টের কাছে জমি লইয়া স্বাধীন চাষীও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বাগানের সহিত সম্পর্কও কিছু বজায় রাখে—অল্পদিনের জন্ত বেশী কুলী দরকার হইলে ইহারা নিজ নিজ পরিবারের লোকদের বাগানে খাটিবার জন্ত পাঠায়।

সাময়িক দুঃসময়ের জন্ত আসামের চা-শিল্পকে মাঝে মাঝে ভুগিতে হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহা হইলেও কোন সাময়িক দুঃসময়ই এই শিল্পের একটানা উন্নতির গতিরোধ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে এই শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

আসাম প্রদেশের যাহা কিছু আধুনিক উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা এই চা-শিল্পেরই দৌলতে।

আসামী চা-শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয় ইংরেজের চেষ্টায় ও ইংরেজের অর্থে। কয়েক বৎসর হইল ভারতীয় মূলধনও চা-বাগানে খাটানো হইতেছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ বেশ বাড়িয়াও উঠিয়াছে।

জীবন-বীমায় জার্ম্মাণি

আজকাল জার্ম্মাণির বীমা-সংক্রান্ত কোম্পানীগুলা ব্যবসায়ে বেশ লাভ করিতেছে। যুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মাণ সমাজে জীবন-বীমা কি পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে গোথা লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ডিরেক্টর ডক্টর কার্ল সামোনের বার্লিনে বড় বড় বীমা আফিসের একটী সভায় নিম্নলিখিত বিবরণ সহ সুন্দর একটী প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছেন।

বীমার বহর

জার্ম্মাণ সমাজে বীমার ব্যবসা বড় জোর ১০০ বৎসরের পুরাণ হইবে না। ১৯১৩ সনের শেষভাগে জার্ম্মাণিতে মোট ২৭টী প্রোপ্রাইটরি (মালিকানা স্বত্বে গঠিত), ১৭টী মিউচুয়াল্ (সমবায়) বীমার আফিস গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং এই সব আফিস হইতে প্রতি বৎসর মোট ১৬,২০০,০০০,০০০ কোটি মার্কের (১মার্ক= ১শিলিং) লাইফ্ (জীবনব্যাপী) বীমার পলিসি এবং ২৮,০০০,০০০ কোটি মার্কের এন্ডুয়টি (নির্দ্দিষ্ট জীবন-বর্ষব্যাপী) বীমার পলিসির কার্য্য হয়। এই সমস্ত কোম্পানী প্রতি বৎসরে মোট প্রায় ৭০০,০০০,০০০ মার্ক বীমার চাঁদা আদায় করে এবং প্রায় ২৪০,০০০,০০০ মার্ক সুদ বাবদ পায়। এই সময়ে তাহাদের তহবিলে মোট প্রায় ৫৪ মিলিয়ার্ড (১মিলিয়ার্ড=১০০ কোটি) মার্ক জমে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে বীমার অবস্থা

সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়া ওঠার সময় জার্ম্মাণ সমাজে জীবন-বীমা বেশ ভালই চলিত। ১৯০১ সনের ১২ই মে তারিখে প্রচারিত জার্ম্মাণির বীমা-আইন অনুসারে সমস্ত বীমা-কোম্পানীগুলা শুধু জার্ম্মাণ সিকিউরিটিতেই—বিশেষতঃ বন্ধকি মালে ও ট্রাষ্টী সিকিউরিটিতে—টাকা খাটাইতে পারিত। একারণে সে সময় বিলাতী সমাজের মত জার্ম্মাণ সমাজে বীমার ব্যবসার ভিত্তি তত পাকা ছিল না।

এ আইনেরও একটা ব্যতিক্রম ছিল। বিদেশের সঙ্গে বীমার ব্যবসা চালাইবার বেলায় কোন কোন দেশের

আইন অনুসারে বীমা শুধু সেই সেই দেশের সিক্কায় চালাইতে হইত। আবার কোনো কোনো দেশে এমন নিয়ম থাকিত যে, মোট বীমার অথবা চাঁদার সমস্ত অর্থ অথবা কিয়দংশ সেই সেই দেশেই খাটাইতে হইত। সেই সময় বিদেশের মধ্যে সুইটসারল্যাণ্ডেই জার্মাণ বীমা বেশী চলিত। আর সে দেশে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায় এ ব্যতিক্রমের কোন মূল্যই ছিল না।

তার পর জার্মাণ মার্কের দাম চড়িয়া যাওয়ায় যে সমস্ত সিকিউরিটিতে জার্ম্মাণির বীমা আফিসগুলির টাকা খাটিতেছিল, সে সমস্তই বাজে হইয়া গেল। এ লোকসান কোম্পানীর দিক্ দিয়া তত বেশী না হইলেও বীমাকারীদের পক্ষেই এ ক্ষতিটা অবশ্য ভাবে ঠেকিল। কারণ টাকার বাজার যে পরিমাণে নামিয়া গেল, বীমাকারীদেরও মোট বীমার মূল্য সেই অনুপাতে কমিয়া গেল। সুতরাং তখন এমন সময় আসিয়া পড়িল যখন আর কোম্পানীকে তাহাদের প্রাপ্য সুদ অথবা বীমার চাঁদা নিজেদের গিয়া আদায় করিতে হইত না, কারণ কোম্পানীর সঙ্গে দেখা-লেখি করা অথবা নিজেদের বীমার তখনকার মূল্যের বদলে পূর্ব্ব মূল্য দাবীকরা বীমাকারীদেরই স্বার্থের মধ্যে আসিল।

বিদেশে লাগান টাকা

জার্ম্মাণির বাহিরে লাগান টাকার অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। ১৯২২ সন পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, বিদেশের সিক্কায় যত টাকা খাটান হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ৬,০০০,০০ পাউণ্ড লোকসান হইয়া গিয়াছে। এই টাকার ৪ ভাগ সুইটসারল্যাণ্ডে খাটান হইয়াছিল। জীবন বীমার এই দুর্দ্দিনের মধ্যে জার্ম্মাণির বীমা কোম্পানী-গুলির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। কোনো কোনো কোম্পানী ফেল মারিল, কোনটা অপরের সঙ্গে মিলিত হইয়া গেল, আবার কোনো কোনোটা এ ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় মন দিল। মোট ফল এই দাঁড়াইল যে, ১৯১৩ সনে যে ১৭টী মিউচুয়াল সমবায় বীমার আফিস ছিল, ১৯২৪ সনে তাহার মধ্যে দুইটীর পূর্ব্বাবস্থা বজায় থাকিল, ১০টী প্রোপ্রাইটরি (মালিকানা স্বত্বে গঠিত) আফিস হইয়া গেল, আর তিনটী অন্য কোম্পানীর হাতে গিয়া পড়িল।

মোট বীমার আফিস

অন্যদিকে আবার ৩টী নতুন কোম্পানী গড়িয়া উঠিল। তার মধ্যেও একটা এর মাঝে ফেল পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সমস্ত বাদ দিয়া মোট ৫৮টী প্রোপ্রাইটরি (মালিকানা স্বত্বে গঠিত) কোম্পানী রহিল। এর সঙ্গে উপরোক্ত যে দশটী মিউচুয়াল আফিস প্রোপ্রাইটরি হইয়া গিয়াছিল, সেই দশটী এবং আরও ৩টী জুড়িয়া দিলে মোট ৪১টী প্রোপ্রাইটরি কোম্পানী জার্ম্মাণ সমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শেষোক্ত তিনটী ১৯১৩ সনে টিঁকিয়া থাকিলেও সে সময় ঝিকিমিকি রকমে চলিতেছিল। ১৯২৪ সনের পর এই ৪১টী আফিসের ৩টী অ্যাসোসেন্স লাইফ্ আশিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং ১৯২৭ সনের শেষের দিকে জার্ম্মাণ সমাজে মোট ৩৮টী প্রোপ্রাইটরি ও ৮টী মিউচুয়াল আফিস বজায় থাকে।

১৯২২ সনের পূর্ব্বে লাগান টাকার অবস্থা

১৯২২ সনের পূর্ব্বে বীমার আফিস থেকে যত টাকা বাহিরে লাগান হইয়াছিল, জার্ম্মাণ মার্কের দাম চড়িয়া যাওয়াতে সে সমস্তই পচিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ১৯২৪ সনের নবেম্বর মাসে হাইকোর্ট হইতে এক রায় বাহির হয় যে, কম দামী মার্কে যত টাকা লাগান হইয়াছে সুবিচার অনুসারে এবং খাতকের অবস্থা বুঝিয়া তাহার কিয়দংশ খাতকের কাছ হইতে আদায় করা যাইতে পারিবে। হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে বীমা-আফিসগুলা খাতকদের কাছ হইতে তাহাদের মোট লাগান টাকার কিয়দংশ পাওনা হিসাবে আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তবে সে আদায়ী টাকা ১৯৩২ সনের পূর্ব্বে তাহাদের ভাঙ্গাইবার ক্ষমতা ছিল না। এই ভাবে আদায়ের সমস্ত টাকা বীমা-আফিসগুলি কোন ট্রাষ্টীর হাতে ধরিয়া দিত, তাঁহারা সমস্ত বীমাকারীদের মধ্যে তাহাদের বীমার মূল্য হিসাবে সেই টাকা ভাগ করিয়া দিত।

বীমাকারীদের পাওনা

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এইরূপে মোট প্রায় ৮০ মিলিয়ান (১ মিলিয়ান=১০ লক্ষ) মার্ক ট্রাস্টীদের হাতে দেওয়া হইবে এবং বীমাকারীরা গড়ে-পড়তায় নিজ নিজ বীমার পলিসির মূল্যের শতকরা ১০ হইতে ১৫ মার্ক পাইবে আশা করা যায়।

জীবন-বীমায় জনসাধারণের আস্থা-বৃদ্ধি

এইরূপে বীমার টাকা কিছু উঠিয়া আসায় জার্মাণ সমাজের জনসাধারণের বীমা কোম্পানীর উপর অনেক আস্থা বাড়িয়া গিয়াছে এবং মার্কের দাম চড়িয়া যাওয়ার পর এই কয় বৎসরে জার্মাণ সমাজে নতুন বীমার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জার্মাণ জাতির মোট বাৎসরিক বাঁচান টাকার শতকরা ৫ অথবা ৬ ভাগ জীবন-বীমায় খাটিতেছে।

স্থাবর সম্পত্তিতে লাগানোর পরিমাণ

যুদ্ধ-সময়ের অবস্থা-বিপর্যয়ে জার্মাণ কর্তৃপক্ষের জীবন-বীমার ব্যবসায় অনেক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলি স্থাবর সম্পত্তিতে টাকা লাগাইতে পারিবেন, তবে সে টাকা মোট জমার মূল্যের সিকি পরিমাণের বেশী হইতে পারিবে না। জার্মাণির স্থাবর সম্পত্তি এক সময় খুব সস্তা দরে বিকিয়া গিয়াছে। সেই সময়ে বীমা কোম্পানী-গুলি সস্তায় অনেক জমি-কিনিয়া বেশ লাভ করিয়াছিল।

অন্যান্য বিষয়ে টাকা লাগাইবার সুবিধা

এ ছাড়া বীমা কোম্পানীগুলি লিমিটেড্ কোম্পানীর "সাধারণ" মাহের উপর টাকা লাগাইতে পারিবেন; তবে ১৯২৪ সনের মে মাসের বিধি অনুসারে এই লাগান টাকা মোট "রিজার্ভ" তহবিলের দুই ভাগের বেশী হইতে পারিবে না এবং সমস্ত ব্যবসাদার কোম্পানীদের উপযুক্ত সিকিউরিটি (বাঁধা) লইয়া অন্য যিয়াদে টাকা ধার দিতে পারিবেন। এইভাবে মোট শতকরা ১০ ভাগ, অথবা কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত টাকা খাটাইতে পারিবেন। এইভাবে টাকা খাটানোর অনেক পথ খুলিয়া যাওয়ায় বন্ধকি মালের উপর টাকা লাগানোর পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে।

নয়া ঢঙের জমিদারি*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভূমি-গোলামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ইতালিয়ান আর ফরাসী সমাজের বিবরণ শুনিলে ভারত-সন্তানের অজানা কোনো ভূমি-ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে কি? শুধু ফ্রান্স আর ইতালি কেন? জার্মাণি রুশিয়া ইত্যাদি দেশেও ভূমি-সংক্রান্ত যে সকল আর্থিক গঠন ছিল বা এখনো কথঞ্চিৎ আছে, তাতে ভারতের সুপরিচিত বিধি-ব্যবস্থারই এ-পীঠ ও-পীঠ দেখা যায়। একটা অদ্ভুত কিছু ইয়োরোপে আবিষ্কৃত হয় নাই। আর ভারত-সন্তানও একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করে নাই।

এ পর্য্যন্ত যা-কিছু বলিয়া যাইতেছি, সবই এক কথায় রোমান আইনের আওতায় শাসিত ইয়োরোপের বৃত্তান্ত; তাকেই মোটের উপর জুড়িবার বলিতেছি হিন্দু-বৃটিশ আইনের আওতায় শাসিত ভারতীয় একাল-সেকালের।

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।

কিন্তু পৃথিবী চুপ করিয়া বসিয়া নাই। আর্থিক আইন কানুনও বেশ কিছু ছুটিয়া চলিয়াছে।

রোমান আইনের আবহাওয়ায় অথবা লোকাচারের আওতায় ইয়োরোপের নানা জনপদে ভূমি-দাসত্ব ("সর্ফডম্") সুপ্রচলিত ছিল। সেখে দাসত্বের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয়ানরা বিদ্রোহ করে। ফরাসী-বিপ্লব এই বিদ্রোহের একটা বড় খুঁটা (১৭৮৯-৯৩)। ফ্রান্সের দেখাদেখি জার্মাণরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে (১৮০৭-১৮১২) দাসত্ব তুলিয়া দেয়। ষ্টাইন্ আর হার্ডেনবার্গ এই সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। স্পেনও উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া দাসত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে ঘুমুলভাবে। বোলশেভিক বিপ্লবের দিগ্‌বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে "সর্ফ"-প্রথার শেষ চিহ্ন রুশ মুলুক হইতে উড়িয়া গিয়াছে (১৯১৮-১৯)। বল্‌কান্ অঞ্চলের কোনো কোনো জনপদে, রুমেনিয়ায়, বুখারোস্লোভিয়ায়—আজও সর্ফ-প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। আইনতঃ অবশ্য ভূমিগোলামী আর নাই—অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের আমলেই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে মহা লড়াইয়ের পরও অনেক কিছু রহিয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে থাকিবার সময় নবগঠিত দেশগুলার স্বদেশ-সেবকদেরকে আইনের সাহায্যে জমি-জমার জঞ্জালগুলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার কাজে মোতায়েন দেখিয়া আসিয়াছি।

ভারতে ভূমি-গোলামী আজও কোথায় কোথায় আছে জানি না। যদি কোথাও না থাকে, বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি-হিসাবে ভারতীয় চাষীরা ইয়োরোপের সকল দেশের চাষীর মতই স্বাধীন জীব। আবার পূর্বে পশ্চিমে সাম্য।

স্বাধীনতা—(১) আইনগত (২) রাষ্ট্রগত (৩) অর্থগত

কিন্তু স্বাধীনতায় ভড়ংখানা নাই। "আইনগত" স্বাধীনতার জোরে চাষীরা কোনো লোকের গোলাম আর থাকিল না; কোনো জমির ভাগ্যের সঙ্গে কোন চাষীর ভাগ্য বাঁধাও রহিল না। এই স্বাধীনতা একটা বড় জিনিষ সন্দেহ নাই। আর সঙ্গে সঙ্গে যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও থাকে, তা হইলে ত "সোনায় সোহাগা"।

"রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা" কাহাকে বলে? প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, দেশটা অন্য কোন দেশের অধীন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশ জনসাধারণের ভোটের উপর রাষ্ট্রীয় হিসাবে স্বাধীন। কিন্তু চাষীদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলিলে একটা শ্রেণী-বিশেষের কথা বুঝিতে হইবে। চাষীরা যদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে—পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক অ্যাসেম্‌ব্লি ইত্যাদি সভায়—ভোট দিবার অধিকার পায়, তা হইলে তারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ-করিতেছে বুঝিতে হইবে। এ হইতেছে "ডেমোক্রেসীর" অর্থাৎ আত্ম-কর্তৃত্বের মামলা। ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে ইয়োরোপে এই স্বরাজ অর্থাৎ জনগণের আত্ম-কর্তৃত্ব খানিকটা মাথা তুলিয়াছে; তার পরবর্তী ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের ভিতর নানা দেশে এই দিকে নানা আন্দোলন চলিয়াছে। আসল ফল বেশী দেখা যায় নাই, তবে মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাষীদের হাতেও আসিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, আইনের চোখে এক প্রকার স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রীয় জীব-হিসাবে দুই প্রকার স্বাধীনতা চাষীরা উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে কোথাও কোথাও ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর তিন প্রকার স্বাধীনতায় তাদের পেট ভরিয়াছে কি? তবে নাই। তাই চলিয়াছে ও সব দেশে আবার আন্দোলন, আবার বিপ্লব। জমিজমার আইনকানুন কোথাও আসিয়া একটা স্বর্ণযুগে ঠেকে নাই; আবার তাকে ভাঙিয়া নতুন গড়ন দিবার আয়োজন হইয়াছে। কথাটা ভারতের স্বদেশ-সেবকগণের পক্ষে চোক্ গিলিয়া গিলিয়া হজম করা উচিত।

সমস্যাটা কোথায়? ফরাসী বিপ্লব আর ষ্টাইন্-হার্ডেনবার্গের সংস্কার ফরাসী-জার্মাণ চাষীকে স্বর্গে ঠেলিয়া তুলিতে পারে নাই; দুই শ্রেণীর স্বাধীনতা পাইয়াও তাদের "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" আর "সুখ-পিপাসা" মিটে নাই। এই দুই শ্রেণীর বাহিরেও আর এক শ্রেণীর স্বাধীনতা আছে। সেটা অর্থগত—আর্থিক। খাওয়া-পরার দুর্ভাবনা, হাত-কাপড়ের

চীন মানুষের যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আইনের চোখে স্বাধীন জীব আর পার্লামেণ্টের ভোটের-মেষার হইয়াও নর-নারীর আসল দুঃখ ঘুচে না। এই মামুলি কথাটা ইয়োরোপে আবিষ্কৃত হইল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় পাদে। জার্ম্মাণদেরকে এই আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক বলিতে পারি,—বিশেষতঃ চাষী-কিষাণদের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে।

১৮৫০ সনে দেখা গেল যে, জার্ম্মাণিতে "সর্ফ্" বা ভূমি-খোলায় আর কেহ নাই বটে, কিন্তু ৪০০,০০০ 'স্বাধীন' চাষীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। স্বাধীনতা তাদের আলবৎ আছে; আধ্যাত্মিক জীব হিসাবে তাদের কোন অভাব নাই, অভাব যা-কিছু অন্ন-বস্ত্রের। তাদের প্রত্যেকের হিস্যায় জমির পরিমাণ এত কম যে, প্রাণপণে আবাদ চালাইলেও তাতে "দু'বেলা হাঁড়ি চড়ানো" অসম্ভব। সবই আছে,—নাই কেবল আর্থিক স্বাধীনতা—নিরুদ্বেগ জীবন-যাপনের ব্যবস্থা।

সমস্যাটা আবিষ্কৃত হইল নিম্নরূপ:—কী চাষীপ্রতি যথেষ্ট জমির অভাব।

চাষী প্রতি ভূমির পরিমাণ

এই যে সমস্যা,—জার্ম্মাণ ও অনেকটা সার্ব্বজনীন ইয়োরোপীয়ান সমস্যা,—ইয়োরোপের বাহিরেও সনাতন সমস্যা। ভারতে এই সমস্যার কথা জানে না কে? ভারতে প্রায় দুই শ্রেণীর স্বাধীনতা চাষী-মজুর-গরীব-শুর্ব্বো ধনী মহাজন সকলেই অল্পবিস্তর ভোগ করিতেছে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রথম দিকটা আজকাল এদেশে অজ্ঞাত; কিন্তু প্রধানতঃ আইনগত স্বাধীনতা আর কিছু কিছু আত্ম-কর্ত্তৃক-সাক্রান্ত স্বাধীনতা বর্ত্তমানের ভারত-সন্তান ভোগ করে। তা চরমপন্থী রাষ্ট্রিকদের পক্ষেও স্বীকার করা সম্ভব। এই দুই তরফে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয়ের খানিকটা সাম্য দেখা যাইতেছে। এইবার বলা চলে, "তঃ কিম্" নামক অবস্থা ইয়োরোপের পক্ষেও যেরূপ, আমাদের ভারতের পক্ষেও সেইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জমি-জমার কথা বলা হইতেছে। ভারতীয় চাষীদের আর্থিক স্বাধীনতা কোথায়? ১৮৫০ সনের জার্ম্মাণ অবস্থা, চলমান সনের ভারতীয় অবস্থারই সমান। তাহাতে কী চাষীপ্রতি "দু'বেলা হাঁড়ি চড়াবার" উপযুক্ত যথেষ্ট জমি আছে কি? এই হইতেছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সনাতন সমস্যা।

শুধু বাঙ্গালা দেশের কথা বলিতেছি। আমাদের ২৭টা জেলার ১৪টার ইতিমধ্যে "সেটলমেণ্ট" বা জমি জমার বখল, অধিকার, চৌহদ্দি ইত্যাদির স্থিরীকরণ সাধিত হইয়াছে—সরকারী শাসন-বিভাগের আওতায়। তাতে চাষীদের জমির পরিমাণ কিরূপ দেখিতে পাই? বাঙ্গালার চাষীদের কপালে জন-পিছু সড়পড়তা বিঘা তিনে কষিয়া জমি পড়ে। তিন বিঘা জমির ফসলে এক এক চাষীর ভরণ-পোষণ সম্ভবপর কি? এই প্রশ্নটা আজও ভারতবাসীর মাথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না জানি না। হয়ত বা কারু কারু মাথায় পৌঁছিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণরা আমাদের দুই তিন পুরুষ আগে ইহা লইয়া মসগুল খেলা-ইয়াছে। আর জার্ম্মাণদের দেখাদেখি দুনিয়ার অন্যান্য দেশের লোকেরাও আর্থিক স্বাধীনতার এই 'চাষী-প্রতি ভূমির পরিমাণ" ব্যাপারটা আলোচনা করিতে শিখিয়াছে।

বাঙলা দেশে বেশী লোকের মাথায় যে "ভূমির পরিমাণ" সমস্যাটা প্রবেশ করে নাই, তার একটা বড় প্রমাণ আমরা যখন তখন পাই।

আজকাল দেশে যেখানে সেখানে শুনিতেছি,—ছেলে ছোকরা, যুবা, ব্যারিষ্টার, উকিল—সকল স্বদেশ-সেবকেরা পরামর্শ দিতেছেন,—"ছাড়িয়া দাও দেখা পড়ার কাজ,—লাগিয়া যাও চাষআবাদে।" "সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাও পল্লীতে" নামে একটা বয়াৎ আছে আমাদের আবহাওয়ায়। ঠিক তারই মাসতুত ভাই হইতেছে—এই চাষবাসে লাগিয়া যাওয়ার প্রস্তাবগুলা। যাঁরা "আর্থিক স্বাধীনতা"র কথা, চাষীদের নিরুদ্বেগ জীবন-যাপনের কথা, মাথা প্রতি কী কিষাণের জমির পরিমাণের কথা বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁদের মুখে এরূপ পাতি, বাহির হইতে পারে না। দু'চার জন লোককে তাদের অবস্থা বুঝিয়া হয় ত বা এরূপ পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসঙ্গতই বটে। কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে একটা কর্ত্তব্য-তালিকা নির্দ্ধারণের

বেলায় এই পাঁতি দিতে গেলে মগজের দেউলিয়া অবস্থাই প্রমাণিত হয়।

বিলাতের "ছোট্ট চাষী" বিষয়ক আইন

এইবার বিলাতের কথা কিছু বলি। ইংরেজদের সমস্যাও—"গোরু"-হিসাবে বাঙালী আর আর্থিক সমস্যারই অনুরূপ। ভাত-কাপড় জুটাইবার মতন জমি চাষীদের আছে কিনা ইংরেজরা এই ভাবনায় অনেক দিন কাটাইয়াছে। প্রত্যেক চাষীকে যথেষ্ট পরিমাণ জমি দিবার জন্য তারা "প্রাণপাত" করিয়াছে, আজও করিতেছে। ১৯০৮ সনে এরা "স্মল হোল্ডিং অ্যাক্ট" জারি করিয়া ছোট কিষাণ কাকে বলে বুঝাইয়া দিয়াছে। এতটা জমি এক এক চাষী পরিবারের থাকা চাই যে, তাতে আবাদ চালাইয়া তারা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে। যার চেয়ে কম পরিমাণে চলিবে না, তাকেই বলে 'ছোট্ট টুকরা' বা "স্মল হোল্ডিং।" অবশ্য এই ছোট্ট টুকরার মালিক স্বয়ং চাষী।

বিগত পনর, ষোল, সতর বৎসরের ভিতর ইংরেজরা এই লাইনে অনেক কিছু করিয়াছে। নতুন নতুন আইন কানুন হইয়াছে। সরকারী তদন্ত বসিয়াছে। দেশ-বিদেশে তদন্তের অভিযান গিয়াছে। কন্জার্ভেটিভ্, লিবারাল, মজুর-পন্থী সকল রাষ্ট্রীয় দলই সরকারী আর বে-সরকারী-ভাবে "চাষী প্রতি জমির পরিমাণ"-সমস্যার মাথা ঘামাইয়াছে। আর ঘোদ গবর্ণমেণ্টের থাজাঞ্চি-খানা হইতে হাজার হাজার "ছোট্ট কিষাণ"কে সাহায্য করার জন্য ক্রোর ক্রোর টাকা ঢালা হইয়াছে। বিলাতের ১৯০৮ সনটার যে মীমাংসা, পাঁতি, দাওয়াই বা দর্শন আছে, তার দিকে যুবক ভারতের মতিগতি চালানো আবশ্যক।

বুঝা যাইতেছে যে, যাদের জমি নাই অথবা খুব কম আছে, তাদেরকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমি দিয়াছে অথবা পাওয়াইয়া দিয়াছে। ব্যস্, বাঙালীকেও আজ তাই করিতে হইবে। জন-প্রতি ৩ বিঘা জমিতে যখন বাঙালী চাষীর "ঘরে প্রাণ রাখা" অসম্ভব, তখন ইংরেজরা নিজেদের জন্য যে দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছে, সেই দাওয়াইটার ধরণ-ধারণ ভাল করিয়া হৃদ্গত করা আমাদের পক্ষে কর্তব্য। বিলাতে ১৯০৮ সন তারতাড়ি আর্থিক উন্নতির মোসাবিদায় একটা বড় আধ্যাত্মিক খুঁটা। ইংরেজের ভুঁড়ি অবশ্য বেশ পুরু। তাদের উদর-পুর্তির জন্য কী চাষী পরিবারকে ১৭৫ বিঘা জমি দিবার দস্তুর আছে। আজকাল আবার জীবন-যাত্রার মাপকাঠি বাড়িয়াছে। আন্দোলন চলিতেছে, প্রত্যেক "ছোট্ট কিষাণ পরিবার"কে কম-সে-কম ২২৫।২৫০ বিঘা জমি দিতে হইবে। বাঙালী চাষীর কপালে আজকাল জন প্রতি বিঘা তিনেক বরাদ্দ। বিলাতী হিসাবে প্রতি পরিবারে পাঁচজন করিয়া ধরিলে আজকাল বাঙলায় আছে, চাষী পরিবার প্রতি মাত্র ১৫ বিঘা। একে ঠেলিয়া ১৭৫ বিঘা পর্যন্ত তোলা আর্থিক ভারতের পক্ষে কোনো দিন সম্ভবপর হইবে কি না সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না। বলিতেছি শুধু এই যে, ইংরেজরা এমন প্রস্তাবও ১৯২৪-২৫ সনে করিয়াছে, যাতে গবর্ণমেণ্টকে কী বৎসর ১০,০০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত নিয়মিতরূপে খরচ করিতে হয়। আর তাতে চাষী পরিবার মাত্রেই কম-সে-কম ২২৫।২৫০ বিঘা জমির মালিক হইবে। দেখিতেই পাইতেছেন, জমিজমার আইন-কানুনের গতি কোন্ দিকে!

ভূমি-বিধানে ব্যক্তিনিষ্ঠা বনাম সমাজনিষ্ঠা

ছোট্ট কিষাণ-পরিবার সৃষ্টি করার অর্থ—প্রথমতঃ, যাদের অল্প পরিমাণ জমি আছে, তাদেরকে বেশী পরিমাণ জমি পাওয়াইয়া দেওয়া। আর দ্বিতীয় প্রণালী হইতেছে, একদম ভূমিহীন মজুরকে ভূমিপতিরূপে খাড়া করাইয়া দেওয়া। এ সব সম্ভব হয় কি করিয়া? আইনের জোরে অথবা লুটপাটের জোরে। ইংরেজরা আইনের জোরে এইরূপ অসাধ্যসাধন করিয়াছে। আইনটার ধরণ-ধারণ কিরূপ? যাদের বেশী পরিমাণ জমি আছে, তাদেরকে যাইয়া গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে,—"বাবু সাহেব, তুই লাখ লাখ বিঘা জমি নিজ কব্জায় রাখিয়া কি করিতেছিস? নিজের হাতে চাষ-আবাদ ত চালাইতে পারিস্ না। মজুর রাখিয়া আবাদের ব্যবসায় লাগিয়া যাওয়া দেখিতেছি তোর স্বভাব নয়। আর মজুর রাখিয়া চাষ চালাইলেও লাখ লাখ বিঘা

তুই কোনো দিনই আবাদ করিতে পারবি না। অতএব তোর জমিদারির খানিকটা যে বেচিয়া, আমরা কিনিয়া লইতেছি। কিনিয়া "ছোট্ট" "ছোট্ট" টুকরা তৈয়ারী করিয়া চাষীদের কাছে অথবা ভূ-চাষীদের কাছে বেচিয়া দিতেছি।"

এ এক কিস্তুতকিমাকার ব্যবস্থা নয় কি? না রোমান হিন্দু আইন না দেশাচারের ত্রিবেণীসঙ্গম কনিউনিটি এই ব্যবস্থা হজম করিতে সমর্থ। গবর্ণমেণ্ট আসিয়া জমিদারকে বলিতেছে—"তোর এত জমির দরকার নাই। দে বেচিয়া আমার কাছে।" এই দৃশ্য ব্যক্তিনিষ্ঠার অবস্থাতেও "স্বাধীনতার" অবস্থাতেও দেখা যাইতে পারে না। কেন না, ব্যক্তিনিষ্ঠ আর স্বাধীন জীব যে, সে বলিবে,—"আমার যার যার বিঘা জমি রহিয়াছে; বাপ-দাদাদের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা নিজে খরিদ করিয়া জোৎ জমা বাড়াইয়াছি, আরও বাড়াইয়া চলিব। আমার স্বাধীন খেয়ালে আমার সম্পত্তি বাড়িয়া চলিবে। তোমার ইচ্ছায় আমি কেনা-বেচা করিতে যাইব কেন? আমি জমি চষি বা না চষি, চষাই বা না চষাই, সে ত আমার খুশী। রোমান আইন আর হিন্দু আইন দুই-ই আমার স্বপক্ষে। আর উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরামেরিকান আইন আর বৃটিশ-ভারতীয় আইনও আমার স্বপক্ষে। আমার নিজের পাঠা আমি মুড়োয়ই কাটি আর ল্যাজেই কাটি, তাতে অন্য কোনো লোকের মাথাব্যথা করিবে কেন বাপু?"

গবর্ণমেণ্ট জবাব দিতেছে:—"দেখিতে পাইতেছিস্ না ভাই, দেশের লোকেরা আর চাষ-আবাদ করিতে পাইতেছে না? দিনকাল যা পড়িয়াছে, তাতে প্রচুর পরিমাণ জমির মালিক না হইতে পারিলে চাষীরা গাঁ ছাড়িয়া শহরের ফ্যাক্টরীতে গিয়া ঢুকিবে। তখন চাষ ব্যবসাটাই একদম লোকসান প্রাপ্ত হইবে। সেই অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক তরফ থেকে, আর্থিক তরফ থেকে, সামাজিক তরফ থেকে সকল দিক্ হইতে যারপরনাই অমঙ্গলজনক। অতএব সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, দেশের জন্য তোকে তোর স্বাধীনতা কিছু কিছু বর্জ্জন করিতে হইবেই হইবে। আর যদি ভালয় ভালয় না বুঝিস্, তাহা হইলে তোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া তোকে তোর জমিদারির কিয়দংশ আমাদের নিকট বেচাইব-ই বেচাইব।"

গবর্ণমেণ্টের এই নীতিই হইতেছে বিলাতী ১৯০৮ সনের আসল কথা। বিলাত এ বিষয়ে অগ্রণী নয়। বিলাতের আগে আগে গিয়াছে ডেন্মার্ক (১৮৯৯)। আর ডেন্মার্কেরও দীক্ষাগুরু হইল জার্ম্মানি (১৮৯০-৯১)।

জমিজমার আইন-কানুনে এতদিন চল্ ছিল রোমান-হিন্দু ব্যক্তিনিষ্ঠার। তাকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-নিষ্ঠার, দেশ-নিষ্ঠার ভূমিবিধান কায়েম করাই হইতেছে জার্ম্মাণ জাতির অন্যতম গৌরব। ১৮৯০-৯১ সনে জার্ম্মাণরা আর্থিক আইন কানুনে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে, সেই বিপ্লবের যুগে দুনিয়া আজও চলিতেছে এবং আরও অনেক দিন চলিতে থাকিবে। খুব ভারতের সঙ্গে এই আইন-বিপ্লবের যোগা-যোগ কায়েম হওয়া আবশ্যক। সেকালের মারাঠা পণ্ডিত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ১৮৯৭-১২ সনের জার্ম্মাণ আইন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। সে মাত্র ভূমি-গোলামী নিবারণের ব্যবস্থা। ১৮৯০-৯১ সনের জার্ম্মাণ আবিষ্কার ভারতে আজও বোধ হয় একদম অজানা।

(ক্রমশঃ)

দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি

১৯২৭ সনের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লণ্ডনের গিল্ডহলে, ই সি ২, লীগ্ অব্ নেশন্স ইউনিয়ানের যে সম্মেলন হইয়াছিল তার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল দেশ লীগ্ অব্ নেশন্সের সভ্য, তাদের প্রত্যেকে এক একটা ইউনিয়ান্ বা শাখা খাড়া রাখিতে অনুরুদ্ধ। এই ইউনিয়ানের কাজ হইতেছে জনসাধারণকে মহাসভার

কার্য্যাবলীর সহিত পরিচিত করা ও কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করা। ইংরেজদের ইউনিয়ন্ লণ্ডনে অবস্থিত।

লীগ্ অব্ নেশন্সের তিন বিভাগ—সেক্রেটারিয়েট্ (স্থায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক প্রতিষ্ঠান), কাউন্সিল (চালক সমিতি), অ্যাসেম্ব্লি (পরামর্শ সমিতি)। এই অ্যাসেম্ব্লির প্ররোচনায় গত ১৯২৭ সনের মে মাসে জেনেভাতে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের এক বৈঠক বসিয়াছিল। ইঁহার সভাপতি হইয়াছিলেন বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী টিউনিস্। ৫০টা বিভিন্ন রাষ্ট্র সর্ব্বসুদ্ধ ১৯৩ জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল আর স্বয়ং আসিয়াছিলেন ১৫৭জন জন। এই ধরণের সম্মেলন, আর্থিক বিষয় লইয়া বাধা ঘামাইবার জন্য ও পরস্পরের ভিতর সদ্ভাব হইলে ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য এই প্রকার বহু ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী দেশের একত্র সমাবেশ জগতের ইতিহাসে একটা অভিনব ঘটনা বটে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলি দেশ একমত হইতে পারিয়াছিল ও ফলে একটা সম্পূর্ণ বিষয়ণী বাহির করা সম্ভবপর হইয়াছিল। জেনেভায় বর্দ্ধিত এই মৈত্রী ও একতার হাওয়াতে ১৯২৭ সনের ১৭ই অক্টোবর হইতে ৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এক সম্মেলন বসিয়াছিল —দেশ বিদেশের আমদানি রপ্তানির উপর যে টারিফ্ বা বাধা রহিয়াছে তাহা রদ্ করা যায় কিনা, এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য। এখানেও ২০টা রাষ্ট্র একটা কন্‌ভেনশন বা সমঝৌতা একমত হইয়া খাড়া করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'টারিফ আর বাড়ান হইবে না'—ইহাই কনভেনশনের মূল সূত্র। শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার ষ্টুকি বাণিজ্য-বিষয়ক বক্তৃতায় ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৭১)। পেয় আঙ্গুরাদিও ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনটা অবশ্য ছুঁইকোড় নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে লীগ্ অব্ নেশানসের অন্তর্গত ইকনমিক কমিটি বা আর্থিক সমিতি বিশেষ আর্থিক ব্যাপারের খবরদারি করিয়া আসিতেছিল (পৃঃ ৮৫)। গত বৎসর হইতে একটা কন্‌সাল্টেটিভ্ কমিটি বা পরামর্শ সমিতিও যোগাযোগ হইয়াছে। ইহার সভাপতি টিউনিস্। সংক্ষুব্ধী সভাপতিরূপে এই নামগুলি পাই—আর্থিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ফরাসী দুপার, ওলন্দাজ কলিজিন ও ভারতবর্ষের স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ৮৩)।

গত বছরের মে মাসে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তার রিপোর্টও বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই প্রত্যেক দেশের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায় নাই। লীগ্ অব্ নেশন্সের কার্য্যাবলীর সফলতা প্রত্যেক দেশের অনুকূল জনমতের উপর নির্ভর করে। এইজন্য মতের প্রচার ও শিক্ষার সার্থকতা আছে। এই উদ্দেশ্যেই ইংরেজদের লীগ্ অব্ নেশন্স ইউনিয়ন নিজের এক সম্মেলন ডাকিয়াছিল। তাহাতে স্বদেশের ও বিদেশের অনেক গণ্যমান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের বিবরণী লইয়া যে বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি "ওয়ার্ল্ড প্রস্‌পারিটি অ্যাণ্ড পীস্" (দুনিয়ার আর্থিক সমৃদ্ধি ও শান্তি) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক পি এস কিং অ্যাণ্ড সন, লিমিটেড, লণ্ডন; দাম ৫ শি, ১৯২৮। বার্কলেস্ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এফ্ সি গুড্‌নো ইহার ভূমিকা (২ পৃষ্ঠা) লিখিয়া দিয়াছেন।

কেতাবের সূচীপত্র

সম্মেলনের মোট বৈঠক হইয়াছিল ৬টা। তন্মধ্যে শেষেরটা সর্ব্বসাধারণের জন্য আহূত সভা-বিশেষ। ৬টা বৈঠকে যে ৬টা বিষয় আলোচিত হইয়াছিল সেগুলার নাম :—

দুনিয়ার অবস্থা (১-৩৩ পৃঃ)

টারিফ্ (৩৪-৬২ পৃঃ)

বাণিজ্য (৬৩-১০১ পৃঃ)

বাসনা—র‍্যাশনালাইজেশন বা যুক্তি-প্রয়োগ (১০২-১৩৩ পৃঃ);

কৃষি (১৩৪-১৪৯ পৃঃ);

অর্থশাস্ত্র ও দুনিয়ার শান্তি (১৬১-১৭৮)।

ইহার পর দশ পৃষ্ঠায় আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের উদ্যোগে প্রকাশিত (১) সাধারণ (২) দুনিয়ার—আর্থিক অবস্থা; (৩) বাণিজ্য (৪) বাসনা (৫) কৃষি—বিষয়ে মতিল প্রস্তাবেরও বিবরণ রহিয়াছে।

প্রতিদিন দুইটা করিয়া বৈঠক হইয়াছে। সকালের বৈঠকগুলি প্রথম দিন ১০টা ১৫মি, দ্বিতীয় দিন ১০॥টায়, তৃতীয় দিন ১০টায় বসিয়াছিল। আর বৈকালের বৈঠকগুলি প্রতিদিন ২॥ টায় বসিয়াছিল।

প্রত্যেক দিনের (অবশ্য প্রথম একটা বৈঠকের) কার্য্যাবলীকে দুইভাগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তৃতা, দ্বিতীয়তঃ বক্তৃতার বিষয় লইয়া সাধারণ আলোচনা। নিম্নে প্রতিদিনের সভাপতি, বক্তা ও আলোচনাকারীদের নাম একে একে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম বৈঠক

সভাপতি—অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, এম্, এম্, ডি, ডি-লিট্ (লীগ্ অব্ নেশনস্ ইউনিয়নের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চেয়ারম্যান)।

সভ্যদের লর্ড মেয়র (অল্ডারম্যান স্যর চার্লস ব্যাথো) ও বোর্ড অব্ ট্রেডের সভাপতি স্যর ফিলিপ কান্‌লিফ লিষ্টার এম্ বি সকলকে অভ্যর্থনা করিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

প্রথম বক্তা—অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, এম্ এম্ ডি, ডি-লিট্।

দ্বিতীয় বক্তা—মি টিটুনিস্ (রেলজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভাপতি)।

তৃতীয় বক্তা—শ্রীমতী বার্ব্বারা উটন, এম এ, জে পি (আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

চতুর্থ বক্তা—স্যর আলান অ্যাণ্ডারসন, কে বি ই (আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য পরিষদের সহঃ সভাপতি)।

আলোচনা

১। সাক্ষ হল বেল, ব্যারোনেট্।

২। পি রীড (সাউথ ইসলিংটন লেবার পার্টি)।

৩। জন স্কট্‌লে (ব্রাইটন রোটারি ক্লাব)।

৪। কুমারী অ্যালেন (লন্ডন আন্দোলন ও এল এম্ ইউ)।

ইভান্স্ (বাণিজ্য-শিক্ষক ও টেক্‌নিক্যাল উপদেষ্টাদের সমিতি)।

৬। ওয়াটার হাউস গিবিন্স্।

৭। অল্ডারম্যান মরিসন (ন্যেশনাইজের নেতা)।

৮। জে ডব্লিউ বাউয়েন (গোল্ড আমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান্)।

এক্ লর্ডে।

কোপ্‌ল্যাণ্ড (লীগ্ অব্ নেশন্স্ ইউনিয়ান্)।

টি এ পার্কিক (বুটল)।

১২। হকেস্ (লীগ্ অব্ নেশন্স্ ইউনিয়ানের হেমেল হাম্পষ্টেড্ শাখা)।

১৩। স্যর অর্জ্জ পেইশ।

দ্বিতীয় বৈঠক

সভাপতি—ফিলিপ নোয়েল্ এম্ পি।

বক্তাগণ

স্বয়ং সভাপতি।

২। ডাক্তার রিশার্ড গুলের (অষ্ট্রীয়া, দুনিয়ার আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৩। ওয়াল্টার রান্‌সিম্যান, এম্ পি (আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৪। পি জে এইচ্ জ্ঞানন্, এম্ পি (অ্যাংলো-জার্ম্মাণ ট্রেড্ কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক)।

আলোচনা

স্যর ক্লাইভ্ মরিসন্ বেল, এম্ পি।

২। রেনার (লণ্ডন সিভিক সমিতি)।

৩। ওয়েন ফ্লেমিং (রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্লাব)।

৪। বেন টিলেট (ট্রান্সপোর্ট ও জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান্)।

৫। জে ক্যাডেল্স্ (ট্রেড্ লেবার পার্টি)।

৬। জে এইচ্ ওয়েল্লার।

তৃতীয় বৈঠক

সভাপতি—পার্সি ম্যাকিন্ন্, লয়েডসের চেয়ারম্যান।

বক্তা

১। সভাপতি স্বয়ং।

২। ফ্রান্টার হুকি (সুইটজারল্যাণ্ড, আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৩। ডাক্তার পের জ্যাকবসন (লীগ্ অব্ নেশন্স্, আর্থিক ও হিসাব শাখা)।

৪। ডাব্লিউ টি লেটন, সি এইচ্, সি বি ই (আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৫। সীড্নী ডাব্লিউ পাস্ক্যাল।

আলোচনা

১। স্যর অর্জ পেইস্।

২। রেনার (লণ্ডন সমবায় সমিতি)।

৩। লিপ্সন (এম্ এম্ ইউ)

চতুর্থ বৈঠক

সভাপতি—স্যর অর্থার বালফুর, কে বি ই, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান)।

বক্তা

সভাপতি স্বয়ং।

২। স্যর আলফ্রেড্ মণ্ড, ব্যারনেট্, এম্ পি।

২। অর্থার পুম্ (লৌহ ও ইস্পাত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-সমূহের মিজন, সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্মেলনের সভ্য)।

৩। অধ্যাপক ডি এইচ্ ম্যাক্রেগর, এম্ এ।

আলোচনা

মেসর এল্ আরউইক্।

২। এইচ্ এল সাইমণ্ডস্ (লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স)।

৩। এইচ্ ডি হেড্লম (লীগ্ অব্ নেশানস্ ইউনিয়ান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শাখা)।

৪। ওয়াটার হাউস্ সিবিন্স্।

৫। কাউন্সিলার ডাব্লিউ প্রাইড্ (এডমণ্টন নাগরিক জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান)।

৬। রেভাঃ জে এল চাইন (উল্ভারহ্যাম্পটন)।

৭। ইস্থার উড্ (ম্যাঞ্চেষ্টার রোটারি ক্লাব)।

পঞ্চম বৈঠক

সভাপতি—স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায়, কে সি আই ই।

বক্তা

২। সভাপতি স্বয়ং।

২। স্যর ড্যানিয়েল হল, কে সি বি, এফ্ আর এস্, এল্ এল্ ডি।

৩। এ ডি আলেক্জাণ্ডার, এম্ পি।

আলোচনা

১। আর বি ওয়ার্কার (ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী)।

২। ওয়েন ফ্রেমিং (রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্লাব)।

৩। রেনার (লণ্ডন সমবায় সমিতি)।

৪। কমাণ্ডার উইলিয়াম্স্।

৫। ডাব্লিউ আর লাইসেষ্টার (জমির দামে কর চাপাইবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত লীগ্)।

৬। নলে।

৭। শ্রীমতী নরিস্।

৮। হকেস্ (লীগ্ অব্ নেশন্স্ ইউনিয়ান্, জেনেভা হেড্কোয়ার্টার্স শাখা)।

ষষ্ঠ বৈঠক

সভাপতি—লণ্ডনের লর্ড মেয়র, অন্তারম্যান স্যর চার্লস্ ব্যাথো।

বক্তা

১। সভাপতি স্বয়ং।

২। স্যর হার্কার্ট স্যামুয়েল, জি সি বি, জি বি ই।

৩। টম শ, সি বি ই, এম্ পি।

৪। স্যর এড্ওয়ার্ড হিল্টন ইয়ং, কে বি ই, ডি এস্ ও, ডি সি এল্, এম্ পি।

৫। আলবার্ট থমাস্ (আন্তর্জাতিক শ্রমিক আফিসের ডিরেক্টর)।

ইহার পর অধ্যাপক গিলবার্ট মেয়র অভ্যাগতদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করেন।

(ক্রমশঃ)

১০৭ নং বেচুচাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র পাল, বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।